মুন্তাখাব হাদীস
(নির্বাচিত হাদীস)

মূল লেখক
হযরত মাওলানা
মুহাম্মদ ইউসুফ ছাহেব কান্ধলভী (রহঃ)

উর্দূ তরজমা ও তরতীব
হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সা'আদ ছাহেব

বাংলা অনুবাদ
হাফেজ মাওলানা
মুহাম্মদ যুবায়ের ছাহেব
মাওলানা রবিউল হক ছাহেব মুফতী মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ

দারুল কিতাব
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০

সূচীপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

কালেমায়ে তাইয়্যেবা

ঈমান ১৭
আল্লাহ তায়ালার হুকুম পালনের মধ্যে সফলতা ১৪৫
গায়েবের বিষয়সমূহের প্রতি ঈমান ৫৫
আল্লাহ তায়ালা, তাঁহার মহান গুণাবলী, তাঁহার রসূল ও তাকদীরের উপর ঈমান ৫৫
মৃত্যুর পর আগত অবস্থাসমূহের প্রতি ঈমান ১০২

নামায

ফরয নামায ১৭১
জামাতের সহিত নামায আদায় ১৯৮
সুন্নাত ও নফল নামায ২৩৫
খুশু'–খুযু ২৮৫
অযূর ফাযায়েল ... ২৯৮
মসজিদের ফযীলত ও আমলসমূহ ৩১০

এলেম ও যিকির

এলেম ৩১৭
কুরআনে করীম ও হাদীস শরীফ হইতে আছর গ্রহণ করা ৩৪৮
যিকির
কুরআনে কারীমের ফাযায়েল ৩৫২
আল্লাহ তায়ালার যিকিরের ফাযায়েল ৩৯১
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত যিকির ও দোয়াসমূহ ৪৫৯

বিষয় | পৃষ্ঠা

একরামে মুসলিম

মুসলমানের মর্যাদা ৫১১
উত্তম চরিত্র ৫২৮
মুসলমানদের হক ৫৪৭
আত্মীয়তা বজায় রাখা ৬২৩
মুসলমানদেরকে কষ্ট দেওয়া হইতে বাঁচিয়া থাকা ৬৩৩
মুসলমানদের পারস্পরিক মতবিরোধকে দূর করা ৬৬৪
মুসলমানদের আর্থিক সহায়তা ৬৭২

এখলাসে নিয়ত

অর্থাৎ নিয়ত সহীহ করা ৬৮৩
আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাঁহার
ওয়াদার উপর একীনের সহিত এবং সওয়াব
ও পুরস্কারের আগ্রহে আমল করা ৭০০
রিয়াকারীর নিন্দা ৭০৬

দাওয়াত ও তবলীগ

দাওয়াত ও উহার ফযীলতসমূহ ৭২২
আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় বাহির হওয়ার ফযীলত ৭৬৪
আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় বাহির হওয়ার আদব ও আমলসমূহ ... ৭৯২

অহেতুক কথাবার্তা ও কাজকর্ম হইতে বাঁচিয়া থাকা ৮৪৯

॥ ॥ ॥

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ مُحَمَّدٍ وَآلِهٖ وَصَحْبِهٖ أَجْمَعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَدَعَا بِدَعْوَتِهِمْ إِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ .

أَمَّا بَعْدُ!

ইহা একটি বাস্তব কথা যাহা কোনরূপ ভনিতা ছাড়া অকপটে বলা যায় যে, বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে ব্যাপক ও বিস্তৃত, সবচেয়ে শক্তিশালী, সবচেয়ে উপকারী দাওয়াত হইল তাবলীগী জামাতের দাওয়াত।

যাহার মারকাজ দিল্লীর নিজামুদ্দীন মসজিদ।[১] যাহার মেহনতের পরিধি ও প্রভাব শুধু পাকভারত উপমহাদেশ পর্যন্ত নয় এবং শুধু এশিয়াও নয় বিভিন্ন মহাদেশ ও মুসলিম ও অমুসলিম দেশসমূহে বিস্তৃত।

বিভিন্ন দাওয়াত, আন্দোলন এবং বিপ্লবী ও সংস্কারমূলক প্রচেষ্টার ইতিহাস বলে, কোন দাওয়াত ও আন্দোলনের উপর যখন কিছুকাল অতিবাহিত হয় অথবা উহার মেহনতের পরিধি যখন ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর হইয়া যায় (এবং বিশেষভাবে যখন উহার কার্যকারিতা, প্রভাব ও নেতৃত্বের উপকারিতা দৃষ্টিগোচর হয়) তখন ঐ দাওয়াত ও আন্দোলনের মধ্যে এমন সমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতি, অসৎ উদ্দেশ্য এবং মূল

---

১. এই অভিব্যক্তি ও স্বীকৃতি দ্বারা অন্যান্য জরুরী দাওয়াতী মেহনত ও আন্দোলনসমূহকে এবং বাস্তব প্রেক্ষাপট ও যুগের চাহিদা সম্পর্কে জ্ঞান–অনুভূতি সৃষ্টিকারী ও সমকালীন ফেৎনাসমূহের সহিত মোকাবিলা করার যোগ্যতা পয়দাকারী উদ্যোগ ও সংগঠনসমূহকে অস্বীকার করা উদ্দেশ্য নয় ; তাবলীগী দাওয়াত ও আন্দোলনের ব্যাপকতা ও উপকারিতা সম্পর্কে ইতিবাচক অভিব্যক্তি

উদ্দেশ্য হইতে অমনোযোগিতা ঢুকিয়া পড়ে যাহা ঐ দাওয়াত বা আন্দোলনের উপকারিতা ও প্রভাবকে খর্ব অথবা একেবারেই শেষ করিয়া দেয় কিন্তু এই তাবলীগী দাওয়াত এখনও পর্যন্ত (লেখকের দেখা ও জানামতে) বড় ধরনের ঐ সমস্ত পরীক্ষা হইতে নিরাপদ রহিয়াছে। ইহাতে আত্মত্যাগ ও কোরবানীর প্রেরণা, আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির অন্বেষণ ও সওয়াব হাসিলের আগ্রহ, ইসলাম ও মুসলমানদের সম্মান ও স্বীকৃতি বিনয় ও নম্রতা, ফরয ইবাদতসমূহ আদায়ে যত্নবান হওয়া এবং ইহাতে উন্নতি লাভের চরম আগ্রহ, আল্লাহ তায়ালার স্মরণ ও যিকিরে মগ্নতা, অহেতুক ও অপ্রয়োজনীয় কাজকর্ম হইতে যথাসম্ভব বাঁচিয়া থাকা, উদ্দেশ্য হাসিল ও আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করার লক্ষ্যে দীর্ঘ হইতে দীর্ঘ সময়ের জন্য সফর করা, কষ্ট সহ্য করা, এই সবই ইহার অন্তর্ভুক্ত ও ইহাতে প্রচলিত রহিয়াছে।

তাবলীগী জামাতের এই বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র এই জামাতের প্রথম দাঈ বা আহবায়কের এখলাস ও আল্লাহ তায়ালার প্রতি রুজু, তাঁহার দোয়া নিরলস চেষ্টা ও কোরবানী এবং সর্বোপরি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি ও কবুলিয়াতের পর ঐ সকল নিয়মাবলী ও মূলনীতিরই ফল যেইগুলি শুরু হইতেই প্রথম আহবায়ক হযরত মাওলানা ইলিয়াস কান্ধলবী (রহঃ) এই কাজের জন্য জরুরীভাবে নির্ধারণ করিয়াছেন এবং যেইগুলি অনুসরণের প্রতি সর্বদা উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে। সেইগুলি হইল, কালেমায়ে তাইয়্যেবার অর্থ ও দাবীর প্রতি চিন্তা করা। ফরয ও এবাদতসমূহের ফাযায়েল সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন, এলেম ও জিকিরের ফযীলতের জ্ঞান অন্তরে স্থাপন, আল্লাহ তায়ালা যিকিরে নিমগ্নতা, একরামে মুসলিম ও মুসলমানের হক সম্পর্কে জানা এবং উহা আদায় করা, প্রত্যেক আমলে নিয়তকে শুদ্ধ করা ও এখলাস, অহেতুক ও অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা ও কাজকর্ম পরিত্যাগ করা, আল্লাহর রাস্তায় বাহির হওয়া ও সফর করার ফযীলত ও লাভসমূহের ধ্যান ও আগ্রহ। এইগুলি সেই সকল মৌলিক উপাদান ও বৈশিষ্ট্য ছিল যাহা এই দাওয়াতের মেহনতকে একটি রাজনৈতিক ও বস্তুবাদী আন্দোলন, দুনিয়াবী সুযোগ সুবিধা এবং পদ ও মর্যাদা লাভের মাধ্যম হিসাবে পরিণত হইতে নিরাপদ করিয়া দিয়াছে এবং ইহা একটি খাঁটি দ্বীনি দাওয়াত এবং আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম হিসাবে বহাল রহিয়াছে।

এই মূলনীতি ও উপাদানসমূহ যাহা এই দাওয়াত ও জামাতের জন্য জরুরী সাব্যস্ত করা হইয়াছে, কুরআন ও হাদীস হইতে সংগৃহীত এবং উহা

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও দ্বীনের হেফাজতের ক্ষেত্রে একজন প্রহরী ও নিরাপত্তা রক্ষীর মর্যাদা রাখে। এই সবগুলির উৎস আল্লাহ তায়ালার কিতাব ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত ও হাদীস।

একটি স্বতন্ত্র ও আলাদা কিতাবে এই সকল আয়াত, হাদীস ও উৎসসমূহকে একত্রিত করার প্রয়োজন ছিল। আল্লাহ তায়ালার শোকর যে, এই দাওয়াত ও তাবলীগের (প্রথম দাঈ বা আহবায়ক হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস ছাহেব (রহঃ)এর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী) দ্বিতীয় দাঈ বা আহবায়ক হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ ছাহেব (রহঃ)এর দৃষ্টি হাদীসের কিতাবসমূহে অত্যন্ত বিস্তৃত ও গভীর ছিল। তিনি এই সকল মূলনীতি ও নিয়মাবলী ও সতর্কতামূলক বিষয়াবলীর উৎসগুলিকে একটি কিতাবে একত্রিত করিয়া দিয়াছেন। আর পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণভাবে এই ব্যাপারটি আঞ্জাম দিয়াছেন। ফলে এই কিতাব উক্ত মূলনীতি, নিয়মকানুন ও হেদায়াতের উৎসসমূহের শুধু একটি সংকলন নয়, বরং একটি বিশ্বকোষে পরিণত হইয়াছে। ইহাতে নির্বাচন ও সংক্ষেপণ ছাড়াই সকল হাদীসকে উহার শ্রেণীগত বিভিন্নতা সহ উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাও আল্লাহ তায়ালার তকদীর ও তৌফিকের বিষয় যে, এখন এই কিতাব তাহার সৌভাগ্যবান পৌত্র, স্নেহধন্য মৌলভী সা'দ ছাহেবের (আল্লাহ তায়ালা তাহাকে দীর্ঘায়ু করুন এবং আরও অধিকের তৌফিক দান করুন।) মনোযোগ ও প্রচেষ্টার কারণে প্রকাশিত হইতেছে এবং ইহার উপকারিতা ব্যাপক হইতেছে।

আল্লাহ তায়ালা তাঁহার এই মেহনত ও খেদমতকে কবুল করুন এবং ইহার উপকারিতা ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর করিয়া দিন। (আল্লাহ তায়ালার জন্য ইহা কোন কঠিন বিষয় নয়।)

আবুল হাসান আলী নদভী
রায়বেরেলী
২০. ১১. ১৪১৮ হিজরী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

উর্দু অনুবাদকের কথা

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন—

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ. [ال عمرٰن : ١٦٤]

অর্থ ঃ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদের প্রতি বড় অনুগ্রহ করিয়াছেন, যখন তাহাদের মাঝে তাহাদেরই মধ্য হইতে এক মহান রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন (মানুষের মধ্য হইতে হওয়ার কারণে তাহার মহান গুণাবলী হইতে লোকেরা সহজে উপকৃত হয়)। রসূল তাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমূহ পড়িয়া পড়িয়া শুনান। (কুরআনের আয়াত দ্বারা তাহাদিগকে দাওয়াত দেন, উপদেশ দেন।) তাহাদের চরিত্র সংশোধন ও পরিমার্জন করেন। আর আল্লাহ তায়ালার কিতাব এবং আপন সুন্নাত ও তরীকার তালিম দেন। নিঃসন্দেহে রাসূলের আগমনের পূর্বে এই সমস্ত লোক প্রকাশ্য গোমরাহীতে লিপ্ত ছিল। (সূরা আলি ইমরান)

আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে এবং এই বিষয়বস্তুর উপর হযরত মাওলানা সৈয়দ সুলাইমান নদভী (রহঃ) 'হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস (রহঃ) ও তাঁহার দ্বীনি দাওয়াত' নামক কিতাবের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবুয়তের কাজ হিসাবে এই দায়িত্বসমূহ দান করা হইয়াছে,—কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে দাওয়াত, চরিত্র সংশোধন এবং আল্লাহর কিতাব ও হিকমত শিক্ষাদান করা। কুরআনে কারীম ও বিভিন্ন সহীহ হাদীসের স্পষ্ট বর্ণনা দ্বারা ইহা প্রমাণিত যে, শেষ নবীর উম্মত তাহাদের নবীর অনুকরণে বিশ্বের সকল উম্মতের প্রতি প্রেরিত।

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন—

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ [اٰل عمران]

অর্থ ঃ হে মুসলমানরা! তোমরা সর্বোত্তম উম্মত, যাহাদিগকে মানব

জাতির জন্য প্রকাশ করা হইয়াছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ কর, মন্দকাজ হইতে বিরত রাখ।

নবুয়তের দায়িত্বসমূহের মধ্য হইতে কল্যানের প্রতি দাওয়াত, সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধের ক্ষেত্রে উম্মাতে মুসলিমা নবীর স্থলাভিষিক্ত। এই কারণে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবুওয়তের কাজ হিসাবে তেলাওয়াতে কুরআনের মাধ্যমে দাওয়াত, আখলাকের সংশোধন, কিতাব ও হিকমাত শিক্ষাদানের যে দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে তাহা উম্মতের জিম্মায়ও আসিয়া গিয়াছে। সুতরাং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন উম্মতকে দাওয়াত দেওয়া, শিক্ষা দেওয়া, শিক্ষা করা, জিকির ও এবাদতের উপর জান ও মাল খরচকারী বানাইয়াছেন। এই সমস্ত আমলকে অন্য সমস্ত কাজের উপর প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। এবং সর্বাবস্থায় এই সমস্ত আমলের মশ্‌ক করানো হইয়াছে। এই সমস্ত আমলের মধ্যে আত্মনিয়োগ করতঃ দুঃখ–কষ্টের উপর সবর করা শিখানো হইয়াছে। অপরের উপকারার্থে নিজের জানমাল উৎসর্গকারী বানানো হইয়াছে। আর وَجَاهِدُوا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ 'আল্লাহ তায়ালার দ্বীনের জন্য মেহনত ও চেষ্টা করিতে থাক যেমন মেহনত করার হক রহিয়াছে' এই হুকুম পালনার্থে নবীদের মনমেজাজে মেহনত মুজাহাদা এবং কোরবানী ও অপরের জন্য আত্মত্যাগের এমন নকশা তৈয়ার হইয়াছে যাহার ভিত্তিতে উম্মতের সর্বোত্তম জনগোষ্ঠী অস্তিত্ব লাভ করিয়াছে। যেই যুগে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই আমলসমূহ পরিপূর্ণরূপে সমগ্র উম্মতের মধ্যে চালু ছিল সেই যুগকে সর্বোত্তম যুগ বলিয়া সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর যুগের পর যুগ উম্মতের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ অর্থাৎ উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ নবীওয়ালা দায়িত্ব আদায় করার ব্যাপারে পূর্ণ মনোযোগ ও চেষ্টা মেহনতকে কাজে লাগাইয়াছেন। তাহাদেরই মেহনতের নূর দ্বারা আজ ইসলামের ঘর আলোকিত।

এই যুগে আল্লাহ তায়ালা হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ)এর অন্তরে দ্বীন মিটিয়া যাওয়ার উপর জ্বালা ও চিন্তা–ফিকির ও অস্থিরতা এবং উম্মতের জন্য দরদ, মনোবেদনা ও দুঃখ এই পরিমাণ ভরিয়া দিয়াছিলেন যে, তাহার সমকালীন উম্মতের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টিতে এই ব্যাপারে তিনি নিজেই নিজের একক তুলনা ছিলেন। তিনি সব সময় جَمِيْعُ مَا جَآءَ بِهٖ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم 'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের পক্ষ হইতে যে সকল তরীকা লইয়া

আসিয়াছেন, উহাকে পরিপূর্ণভাবে সারা বিশ্বে জিন্দা করিবার জন্য অস্থির থাকিতেন। আর তিনি অত্যন্ত মজবুতির সহিত এই কথার দাওয়াত দিতেন যে, দ্বীন জিন্দা করার মেহনত তখনই কবুল ও ফলপ্রসূ হইবে যখন স্বয়ং এই মেহনতের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা জিন্দা হইবে। এমন দাওয়াতকর্মী তৈয়ার হইবে যে, নিজের এলম ও আমল, চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গী, দাওয়াতের পদ্ধতি ও ভাবাবেগে আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামের সহিত এবং বিশেষ করিয়া মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত বিশেষ সামঞ্জস্যতা রাখিবে। ঈমানের বিশুদ্ধতা ও বাহ্যিক নেক আমলের পাশাপাশি তাহাদের বাতেনী বা অভ্যন্তরীণ অবস্থাও নবুয়তের তরীকার উপর হইবে। আল্লাহর মহব্বত ও ভয় এবং তাআল্লুক মাআল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর সহিত বিশেষ সম্পর্ক থাকিবে। আখলাক ও অভ্যাসে এবং চারিত্রিক গুণাবলীতে নবীর সুন্নতের অনুসরণের গুরুত্ব থাকিবে। আল্লাহর খাতিরে মহব্বত রাখা, আল্লাহর খাতিরে বিদ্বেষ রাখা। মুসলমানদের জন্য দয়া, রহমত, সৃষ্টির প্রতি স্নেহ মমতা, তাহাদের দাওয়াতের চালিকাশক্তি হইবে। আর আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামদের দ্বারা বারংবার ঘোষিত মূলনীতি অনুযায়ী আল্লাহর নিকট হইতে প্রতিদান লাভের আগ্রহ ব্যতীত কোন উদ্দেশ্য থাকিবে না। আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দ্বীন যিন্দা করার এমন সার্বক্ষণিক ফিকির থাকিবে যে, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জান ও মালকে মূল্যহীন করার চরম আগ্রহ তাহাদিগকে টানিয়া লইয়া ফিরে। আর পদ ও পদবী, মাল ও দৌলত, সম্মান ও খ্যাতি, নাম যশ ও নিজের আরাম ও আয়েশের কোন চিন্তা এই পথে বাধা হইবে না। তাহাদের উঠাবসা, কথাবার্তা, চালচলন, মোটকথা তাহাদের জীবনের প্রতিটি নড়াচড়া ও হরকত একই দিকে সীমাবদ্ধ হইয়া যাইবে।

এই মেহনতের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা যিন্দা করা এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার হুকুম ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা মোতাবেক চলা এবং কর্মীদের মধ্যে এই সকল গুণাবলী সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে ছয় নম্বর নির্ধারণ করা হইয়াছে। ওলামায়ে কেরাম ও মাশায়েখগণ ইহার সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র হযরত মাওলানা ইউসূফ (রহঃ) এই কাজকে বর্ণিত তরীকায় উন্নত করা ও ঐ সকল গুণাবলীর অধিকারী জামাত তৈরী করার পিছনে তাহার দাওয়াতী ও মুজাহাদাপূর্ণ জীবন ব্যয় করিয়াছেন। এই উন্নত গুণাবলীর ব্যাপারে হাদীস, সীরাত ও ইতিহাসের

নির্ভরশীল কিতাবসমূহ হইতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা (রাযিঃ)দের জীবনের ঘটনাবলী নমুনাস্বরূপ হায়াতুস সাহাবা নামক কিতাবের তিন খণ্ডে সংকলন করিয়াছেন। আলহামদুলিল্লাহ এই কিতাব তাহার জীবদ্দশায়ই প্রকাশিত হইয়াছে। মাওলানা মোহাম্মদ ইউসুফ (রহঃ) উক্ত গুণাবলীর (ছয় নম্বরের) ব্যাপারে নির্বাচিত হাদীসে পাকের সংকলনও তৈয়ার করিয়াছিলেন। কিন্তু কিতাবটির বিন্যাস ও সমাপ্তির শেষ পর্যায়ে পৌছার পূর্বেই তিনি এই ক্ষণস্থায়ী জগত হইতে চিরস্থায়ী জগতের দিকে বিদায় লইয়া গেলেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলায়হে রাজেউন।

বিভিন্ন খাদেম ও সঙ্গীদের নিকট হযরত (রহঃ) এই সংকলন তৈয়ারীর কথা আলোচনা করিয়াছেন এবং এই ব্যাপারে হযরত (রহঃ) আল্লাহ তায়ালার শোকর এবং নিজের খুশি প্রকাশ করিতেন। আল্লাহ তায়ালাই জানেন তাহার অন্তরে কি সংকল্প ছিল এবং উহার প্রতিটি রংকে তিনি কিভাবে পরিস্ফুটিত করিয়া হৃদয়ে স্থাপন করিয়া দিতেন। আল্লাহ তায়ালার নিকট এইভাবে হওয়াই ফয়সালা ছিল। এখন এই সংকলন মুনতাখাবে আ'হাদীস (নির্বাচিত হাদীসসমূহ) নামে উর্দু অনুবাদের সহিত পেশ করা হইতেছে।

এই কিতাবের অনুবাদ সহজ ভাষায় করার চেষ্টা করা হইয়াছে যাহাতে সবাই বুঝিতে পারে। হাদীসের উদ্দেশ্য আরো স্পষ্ট করার জন্য কোন কোন জায়গায় দুই বন্ধনীর মধ্যবর্তী ব্যাখ্যা ও ফায়দাকে সংক্ষিপ্তভাবে লেখার চেষ্টা করা হইয়াছে। যেহেতু মাওলানা মোহাম্মাদ ইউসুফ (রহঃ) তাহার এই সংকলনের পাণ্ডুলিপি দ্বিতীয়বার দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন না, সেহেতু ইহাতে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। ইহাতে হাদীসের 'মতনে'র বিশুদ্ধতা, হাদীস বর্ণনাকারীদের পরীক্ষা–নীরিক্ষা, হাদীসের সনদগত শ্রেণী নির্দিষ্টকরণ যেমন সহীহ, হাসান, জয়ীফ, গরীব ইত্যাদিও শামিল রহিয়াছে। এই ব্যাপারে যে সমস্ত কিতাবের সাহায্য গ্রহণকরা হইয়াছে উহার একটি তালিকাও কিতাবের শেষে দেওয়া হইয়াছে।

এই সকল কাজে যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে। ওলামায়ে কেরামদের একটি জামাত ইহাতে পরিপূর্ণ সহযোগিতা করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা তাহাদেরকে সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুন। মানুষ হিসাবে ভুলত্রুটি হওয়া অসম্ভব নয়, এই জন্য মাননীয় ওলামায়ে কেরামগণের নিকট আরজ হইল, যে বিষয়ে সংশোধন জরুরী মনে করিবেন জানাইবেন।

হযরতজী (রহঃ) যে উদ্দেশ্যে এই সংকলন তৈয়ার করিয়াছিলেন এবং উহার গুরুত্ব সম্পর্কে যেইভাবে হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ) স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, সেই কারণে ইহাকে সকল প্রকার পরিবর্তন ও সংক্ষেপণ হইতে মুক্ত রাখা জরুরী।

আল্লাহ তায়ালা যে সমস্ত মহান এলেমের তাবলীগ ও প্রচারের জন্য আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামকে মাধ্যম বানাইয়াছেন সেই সমস্ত এলেম হইতে পরিপূর্ণরূপে উপকৃত হওয়ার জন্য এলেম মোতাবেক ইয়াকীন ও দৃঢ় বিশ্বাস তৈয়ার করা জরুরী।

আল্লাহ তায়ালার কালাম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোবারক হাদীস পড়া ও শোনার সময় নিজেকে সম্পূর্ণ অজ্ঞ মনে করিবে অর্থাৎ মানুষের দেখাশোনা ও জ্ঞান অভিজ্ঞতা হইতে বিশ্বাস হটাইতে হইবে, গায়েবী খবরের উপর বিশ্বাস করিতে হইবে, যাহা কিছু পড়া হয় অথবা শোনা হয় উহাকে অন্তর দ্বারা সত্য মানিতে হইবে, যখন কুরআন শরীফ পড়িতে বা শুনিতে বসিবে তখন এইরূপ মনে করিবে যে, আল্লাহ তায়ালা আমাকে সম্বোধন করিতেছেন। যখন হাদীস শরীফ পড়িতে বা শুনিতে বসিবে তখন এইরূপে মনে করিবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সম্বোধন করিতেছেন। কুরআন ও হাদীস পড়া বা শোনার সময় উহা যাহার কালাম তাহার আজমত যত বেশী পয়দা হইবে এবং উহার প্রতি যত বেশী মনোযোগ হইবে তত আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার আছর বেশী হইবে।

সূরায়ে মায়েদায় আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করিয়া এরশাদ করিয়াছেন—

﴿وَاِذَا سَمِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰٓى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ﴾ [المائدة:٨٣]

অর্থ ঃ আর যখন তাহারা ঐ কিতাবকে শ্রবণ করে যাহা রসূলের উপর অবতীর্ণ হইয়াছে তখন (কুরআনে কারীমের প্রভাবে) আপনি তাহাদের চক্ষুসমূহকে অশ্রু প্রবাহিত অবস্থায় দেখিবেন। ইহার কারণ এই যে, তাহারা সত্যকে চিনিতে পারিয়াছে।

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা তাহার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করিয়া এরশাদ করিতেছেন—

﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ☆ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ [الزمر: ١٨،١٧]

অর্থ ঃ আপনি আমার ঐ সকল বান্দাদেরকে সুসংবাদ শুনাইয়া দিন যাহারা আল্লাহ তায়ালার এই কালামকে মনোযোগ সহকারে শুনে, অতঃপর উহার ভাল কথাসমূহের উপর আমল করে, ইহারা ঐ সমস্ত লোক যাহাদেরকে আল্লাহ তায়ালা হেদায়েত দান করিয়াছেন, আর ইহারাই বুদ্ধিমান। (সূরা যুমার)

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন—

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ: إِذَا قَضَى اللّٰهُ الْأَمْرَ فِى السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلٰى صَفْوَان، فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ، قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا: الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِىُّ الْكَبِيْرُ. [رواه البخارى]

হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন আল্লাহ তায়ালা আসমানে কোন হুকুম জারী করেন, তখন ফেরেশতাগণ আল্লাহ তায়ালার এই হুকুমের প্রভাবে ও ভয়ে কাঁপিয়া উঠেন এবং আপন পাখাসমূহকে নাড়িতে শুরু করেন। আর ফেরেশতাগণ আল্লাহ তায়ালার হুকুম এইরূপে শুনিতে পান যেমন মসৃণ পাথরের উপর লোহার শিকল মারিলে আওয়াজ হয়।

অতঃপর যখন তাহাদের অন্তর হইতে ভয়–ভীতি দূর করিয়া দেওয়া হয় তখন তাহারা একজন অপরজনকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তোমাদের পরওয়ারদিগার কি হুকুম দিয়াছেন? অপরজন বলেন, হক কথার হুকুম করিয়াছেন এবং নিঃসন্দেহে তিনি সুমহান, মর্যাদার অধিকারী, সর্বাপেক্ষা বড় (যখন ফেরেশতাদের প্রতি আদেশটি স্পষ্ট হইয়া যায় তখন তাহারা উহা কার্যে পরিণত করিতে লাগিয়া যান।)

অপর এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে—

عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتّٰى تُفْهَمَ. [رواه البخارى]

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন (গুরুত্বপূর্ণ) বিষয়ে এরশাদ করিতেন, তখন উহাকে তিনবার পুনরাবৃত্তি করিতেন, যেন উহা বুঝিয়া লওয়া হয়।

এইজন্য প্রতিটি হাদীসকে তিনবার করিয়া পড়া অথবা শুনা উচিত। ধ্যান মহব্বত এবং আদবের সহিত পড়া এবং শুনার মশক করিবে। পরস্পর কথাবার্তা বলিবে না। অজুর সহিত দোজানু হইয়া বসিবার চেষ্টা করিবে। হেলান দিয়া বসিবে না। নফসের খেলাফ মোজাহাদার সহিত এই এলমের মধ্যে মশগুল হইবে। আসল উদ্দেশ্য এই যে, কুরআন ও হাদীস দ্বারা যেন অন্তর প্রভাবিত হয়। আল্লাহ তায়ালা ও তাহার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াদাসমূহের উপর দৃঢ় বিশ্বাস পয়দা হইয়া দ্বীনের প্রতি এমন আগ্রহ সৃষ্টি হয়, যাহাতে প্রত্যেক আমলের মধ্যে ওলামায়ে কেরামদের নিকট হইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা ও মাসায়েল জানিয়া আমল করার যোগ্যতা পয়দা হইতে থাকে।

এখন এই কিতাবটি ঐ খোৎবার প্রথম অংশ দ্বারা শুরু করিতেছি যাহা হযরত মাওলানা মোহাম্মদ ইউসুফ (রহঃ) তাহার কিতাব 'আমানিল আহবার শরহে মা'আনিল আসার' কিতাবের জন্য লিখিয়াছিলেন।

মোহাম্মাদ সা'দ কান্ধলভী
মাদ্রাসা কাসেমুল উলূম
বস্তি হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়া (রহঃ)
নতুন দিল্লী।
৮ই জুমাদাল উলা ১৪২১ হিজরী
৭ই সেপ্টেম্বর ২০০০ খৃষ্টাব্দ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

খোতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ الْإِنْسَانَ لِيُفِيْضَ عَلَيْهِ النِّعَمَ الَّتِىْ لَا يَفْنِيْهَا مُرُوْرُ الزَّمَانِ مِنْ خَزَائِنِهِ الَّتِىْ لَا تَنْقُصُهَا الْعَطَايَا وَلَا تَبْلُغُهَا الْاَذْهَانُ، وَاَوْدَعَ فِيْهِ الْجَوَاهِرَ الْمَكْنُوْنَةَ الَّتِىْ بِاتِّصَافِهَا يَسْتَفِيْدُ مِنْ خَزَائِنِ الرَّحْمٰنِ وَيَفُوْزُ بِهَا اَبَدَ الْآبَادِ فِىْ دَارِ الْجِنَانِ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ الَّذِىْ اُعْطِىَ بِشَفَاعَةِ الْمُذْنِبِيْنَ وَاُرْسِلَ رَحْمَةً لِلْعٰلَمِيْنَ، وَاصْطَفَاهُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى بِالسِّيَادَةِ وَالرِّسَالَةِ قَبْلَ خَلْقِ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، وَاجْتَبَاهُ لِتَشْرِيْحِ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْعَطَايَا وَالنِّعَمِ فِىْ خَزَائِنِهِ الَّتِىْ لَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصٰى...

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাতে তাহাদের উপর তিনি তাহার ঐ সকল নেয়ামত ঢালিয়া দেন যাহা সময়ের আবর্তনে নিঃশেষ হয় না। ঐ সকল নেয়ামত এমন ভাণ্ডারসমূহে রহিয়াছে যাহাতে দান করার কারণে কম হয় না যেখান পর্যন্ত মানুষের ধ্যান ধারণা পৌছিতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা মানুষের মধ্যে সর্বপ্রকার যোগ্যতার এমন উপাদান লুকাইয়া রাখিয়াছেন যাহাকে কাজে লাগাইয়া মানুষ রহমানের ভাণ্ডারসমূহ হইতে উপকৃত হইতে পারে। আর ঐ সকল যোগ্যতা দ্বারা তাহারা চিরস্থায়ীভাবে জান্নাতে থাকার সৌভাগ্যও অর্জন করিতে পারে।

আল্লাহ তায়ালার রহমত এবং দরূদ ও সালাম বর্ষিত হউক মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যিনি সকল নবী ও রসূলগণের সর্দার। যাঁহাকে গুনাহগারদের জন্য সুপারিশ করার মর্যাদা দান করা হইয়াছে। যাঁহাকে সমগ্র জগতবাসীর প্রতি রহমত বানাইয়া পাঠানো হইয়াছে। যাঁহাকে আল্লাহ তায়ালা লওহে মাহফুজ ও কলম সৃষ্টি করার পূর্বে সকল নবী ও রসূলদের সর্দার এবং বান্দাদের প্রতি পয়গাম পৌছানোর সম্মান দান করার জন্য নির্বাচন করিয়াছেন। আর যাহাকে আল্লাহ তায়ালা এই জন্য নির্বাচন করিয়াছেন যে, তিনি আল্লাহ তায়ালার অফুরন্ত ভাণ্ডারসমূহে রক্ষিত নেয়ামতসমূহের বিশদ বর্ণনা দান করিবেন। আর মহান আল্লাহ তায়ালা তাহাকে নিজ সত্তা সম্পর্কে এমন এলেম ও মারেফাত দান করিয়াছেন যাহা আজ পর্যন্ত কাহারো জন্য উন্মোচন

করেন নাই, এবং আপন মর্যাদাবান গুণাবলী তাহার উপর প্রকাশ করিলেন, যাহা কেহ জানিত না, না কোন ফেরেশতা, না কোন প্রেরিত নবী। আর তাঁহার সিনা মুবারককে ঐ সকল যোগ্যতা বুঝিবার জন্য খুলিয়া দিলেন যাহা আল্লাহ তায়ালা মানুষের মধ্যে রক্ষিত রাখিয়াছেন, যে সকল স্বভাবগত যোগ্যতা দ্বারা বান্দা আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভ করে এবং ঐ সকল যোগ্যতা দ্বারা বান্দা তাহার দুনিয়া ও আখেরাতের বিষয়ে সাহায্য লাভ করে। আর আল্লাহ তায়ালা তাহাকে মানুষের দ্বারা প্রতি মুহূর্তে সম্পাদিত আমলসমূহের সংশোধন পদ্ধতির জ্ঞান দান করিয়াছেন। কেননা দুনিয়া-আখেরাতের সফলতা লাভের ভিত্তি হইল আমলের সংশোধন, যেমন উভয় জাহানে বঞ্চনা ও ক্ষতির কারণ হইল আমলের খারাবী।

আল্লাহ তায়ালা সাহাবা (রাযিঃ)দের প্রতি সন্তুষ্ট হউন, যাহারা সর্বাপেক্ষা পবিত্র ও সম্মানিত নবীর নিকট হইতে ঐ সমস্ত এলেমকে কামেল ও পূর্ণাঙ্গরূপে অর্জন করিয়াছেন যাহার পরিমাণ গাছের পাতা ও বৃষ্টির ফোটাসমূহ অপেক্ষা অধিক এবং যাহা নবুয়তের চেরাগ হইতে প্রতি মুহূর্তে প্রকাশিত হইত। অতঃপর তাহারা যেইরূপে মুখস্ত করা ও সংরক্ষণ করার হক ছিল তদ্রূপ মুখস্ত করিয়াছেন এবং সংরক্ষণ করিয়াছেন। তাহারা সফরে ও বাড়ীতে থাকা অবস্থায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুহবতে রহিয়াছেন এবং তাঁহার সহিত দাওয়াতে ও জেহাদে এবং এবাদতে, মোয়ামালা ও মুআশারায়ে শরীক রহিয়াছেন। অতঃপর ঐ সমস্ত আমলকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার তরীকায় আদায় করা শিখিয়াছেন।

সাহাবা (রাযিঃ)দের জামাতের জন্য মোবারকবাদ, যাহারা কোন মাধ্যম ব্যতীত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে সরাসরি এলেম ও উহার উপর আমল শিখিয়াছেন। অতঃপর তাহারা এই এলেমসমূহকে শুধু নিজেদের পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখেন নাই বরং যে সমস্ত এলেম ও মারেফাত তাহাদের অন্তরে সংরক্ষিত ছিল এবং যে সমস্ত আমল তাহারা করিতেন উহা অন্যদের পর্যন্ত পৌঁছাইলেন। সমগ্র জগতকে খোদাপ্রদত্ত এলেম ও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অর্জন করা রূহানী আমলের দ্বারা ভরিয়া দিলেন। ফলে সমগ্র জগত এলেম ও আলেমদের জন্য লালন কেন্দ্রে পরিণত হইল এবং মানুষ হেদায়াত ও নূরের ঝর্ণাধারায় রূপান্তরিত হইয়া এবাদত ও খেলাফতের ভিত্তির উপর আসিয়া গেল।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কালেমায়ে তাইয়্যেবা

ঈমান

আভিধানিক অর্থে ঈমান বলা হয়—কাহারো উপর পূর্ণ আস্থার কারণে তাহার কথাকে নিশ্চিতরূপে মানিয়া লওয়া।

দ্বীনের বিশেষ পরিভাষায় ঈমান বলা হয়—রসূলের খবর বা সংবাদকে না দেখিয়া একমাত্র রসূলের উপর আস্থার কারণে নিশ্চিতরূপে মানিয়া লওয়া।

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: ﴿وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ﴾ [الأنبياء:٢٥]

আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ইরশাদ করিয়াছেন, আমরা আপনার পূর্বে এমন কোন পয়গাম্বর পাঠাই নাই যাহার নিকট আমরা এই ওহী প্রেরণ করি নাই যে, আমি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, সুতরাং আমারই বন্দেগী কর। (সূরা আম্বিয়া ২৫)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ﴾

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—মুমিন তাহারাই যে, যখন আল্লাহ তায়ালার নাম লওয়া হয় তখন তাহাদের অন্তর কম্পিত হয় এবং যখন আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমূহ তাহাদেরকে পড়িয়া শুনানো হয়, তখন ঐ আয়াতসমূহ তাহাদের ঈমানকে দৃঢ়তর করিয়া দেয় এবং তাহারা আপন রবের উপরই ভরসা করে। (সূরা আনফাল ২)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِيْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ لا وَّيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا﴾ [النساء: ١٧٥]

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে,—যে সকল লোক আল্লাহ তায়ালার উপর ঈমান আনিয়াছে এবং উত্তমরূপে আল্লাহ তায়ালার সহিত সম্পর্ক পয়দা করিয়াছে, আল্লাহ তায়ালা অতিসত্বর এই সকল লোকদেরকে আপন রহমত ও দয়ার মধ্যে দাখিল করিবেন এবং তাহাদিগকে তাঁহার পর্যন্ত পৌঁছিবার সোজা রাস্তা দেখাইবেন। (যেখানে তাহাদের পথ প্রদর্শনের প্রয়োজন হইবে সেখানে তাহাদের সাহায্য করিবেন) (সূরা নিসা ১৭৫)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ﴾ [المؤمن: ٥١]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—নিশ্চয়ই আমরা আপন রসূলদের এবং ঈমানওয়ালাদেরকে দুনিয়ার জিন্দেগীতে সাহায্য করি এবং কেয়ামতের দিনও সাহায্য করিব। যেদিন আমলসমূহ লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাগণ সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য দণ্ডায়মান হইবে। (আল মুমিন ৫১)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ﴾ [الأنعام: ٨٢]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং তাহারা নিজেদের ঈমানের মধ্যে শিরক মিশ্রিত করে নাই, তাহাদের জন্যই নিরাপত্তা, এবং তাহারাই হেদায়াতের উপর আছে। (আন্‌আম ৮২)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ﴾ [البقرة: ١٦٥]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—এবং ঈমানওয়ালাদের তো আল্লাহ তায়ালার সহিতই অধিক মহব্বত হয়। (বাকারা ১৬৫)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ﴾ [الأنعام:١٦٢]

আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এরশাদ করেন,—আপনি বলিয়া দিন যে, নিশ্চয় আমার নামায এবং আমার সকল এবাদত, আমার জীবন এবং আমার মৃত্যু, সবকিছু আল্লাহ তায়ালারই জন্য। যিনি সমগ্র জগতের পালনকর্তা। (আনআম ১৬২)

হাদীস শরীফ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: الْإِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسَبْعُوْنَ شُعْبَةً، فَاَفْضَلُهَا قَوْلُ لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ، وَاَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيْمَانِ. رواه مسلم، باب بيان عدد شعب الإيمان ....، رقم:١٥٣

১. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঈমানের সত্তরেরও অধিক শাখা রহিয়াছে। তন্মধ্যে সর্বোত্তম শাখা হইল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা এবং সর্বনিম্ন শাখা হইল, রাস্তা হইতে কষ্টদায়ক জিনিস সরাইয়া দেওয়া এবং লজ্জা ঈমানের একটি (বিশেষ) শাখা। (মুসলিম)

٢- عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ قَبِلَ مِنِّى الْكَلِمَةَ الَّتِىْ عَرَضْتُ عَلٰى عَمِّىْ فَرَدَّهَا عَلَىَّ فَهِىَ لَهُ نَجَاةٌ. رواه أحمد ١/٦

২. হযরত আবু বকর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সেই কালিমাকে কবুল করিবে যাহা আমি আমার চাচা (আবু তালেবে)র নিকট (তাহার মৃত্যুর সময়) পেশ করিয়াছিলাম এবং তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, সেই কালেমা এই ব্যক্তির জন্য মুক্তির (উপায়) হইবে।

(আহমদ)

٣- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: جَدِّدُوا إِيْمَانَكُمْ، قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَكَيْفَ نُجَدِّدُ إِيْمَانَنَا؟ قَالَ: أَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ. رواه أحمد والطبرانى إسناد أحمد حسن، الترغيب ٢/٤١٥

৩. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আপন ঈমানকে তাজা করিতে থাক। কেহ আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপন ঈমানকে কিভাবে তাজা করিব? তিনি বলিলেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে বেশী বেশী বলিতে থাক। (মুসনাদে আহমদ, তাবারানী, তারগীব)

٤- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة، رقم:٣٣٨٣

৪. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, সমস্ত যিকিরের মধ্যে সর্বোত্তম যিকির হইল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং সমস্ত দোয়ার মধ্যে সর্বোত্তম দোয়া হইল 'আলহামদুলিল্লাহ'। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ 'লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সর্বোত্তম যিকির এইজন্য যে, পূরা দ্বীন (ইসলাম) ইহার উপরই নির্ভরশীল। ইহা ছাড়া না ঈমান ঠিক হয় আর না কেহ মুসলমান হইতে পারে।

'আলহামদুলিল্লাহ'কে সর্বোত্তম দোয়া এইজন্য বলা হইয়াছে যে, দাতার প্রশংসা করার উদ্দেশ্যই হইল চাওয়া ও সওয়াল করা, আর দোয়া হইল আল্লাহ তায়ালার নিকট চাওয়ার নাম। (মোযাহেরে হক)

٥- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَا قَالَ عَبْدٌ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ قَطُّ مُخْلِصًا إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ حَتّٰى تُفْضِيَ إِلَى الْعَرْشِ مَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب دعاء أم سلمة رضى الله عنها، رقم: ٣٥٩٠

৫. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, (যখন) কোন বান্দা অন্তরের

এখলাসের সহিত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে, তখন এই কলেমার জন্য নিশ্চিতরূপে আসমানের দরজাসমূহ খুলিয়া দেওয়া হয়। এমনকি এই কলেমা সোজা আরশ পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায়। অর্থাৎ সাথে সাথেই কবুল হইয়া যায়। তবে শর্ত হইল, যদি এই কলেমা পাঠকারী কবীরা গুনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকে। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ এখলাসের সহিত বলার অর্থ এই যে, উহার মধ্যে লোক দেখানো এবং মোনাফেকী না থাকে। কবীরা গুনাহসমূহ হইতে বাঁচিয়া থাকার শর্ত লাগানো হইয়াছে। আর যদি তাড়াতাড়ি কবুল হওয়ার জন্য কবীরা গুনাহের সহিতও পাঠ করা হয় তবুও লাভ সওয়াব হইতে খালি হইবে না। (মিরকাত)

٦- عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَبِيْ شَدَّادٌ وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا حَاضِرٌ يُصَدِّقُهُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: هَلْ فِيْكُمْ غَرِيْبٌ يَعْنِيْ أَهْلَ الْكِتَابِ؟ قُلْنَا: لَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! فَأَمَرَ بِغَلْقِ الْبَابِ وَقَالَ: ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ وَقُوْلُوا: لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، فَرَفَعْنَا أَيْدِيَنَا سَاعَةً ثُمَّ وَضَعَ ﷺ يَدَهُ ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلّٰهِ، اللّٰهُمَّ إِنَّكَ بَعَثْتَنِيْ بِهٰذِهِ الْكَلِمَةِ وَأَمَرْتَنِيْ بِهَا وَوَعَدْتَنِيْ عَلَيْهَا الْجَنَّةَ وَإِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا أَبْشِرُوا فَإِنَّ اللّٰهَ قَدْ غَفَرَ لَكُمْ. رواه

أحمد والطبراني والبزار ورجاله موثقون، مجمع الزوائد ١/١٦٤

৬. হযরত ইয়ালা ইবনে সাদ্দাদ (রাযিঃ) বলেন, আমার পিতা হযরত সাদ্দাদ (রাযিঃ) এই ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন এবং হযরত উবাদা (রাযিঃ) যিনি সেই সময় উপস্থিত ছিলেন উক্ত ঘটনার সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন যে, একবার আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন অপরিচিত ব্যক্তি (অমুসলিম) এই মজলিসে আছে কি? আমরা বলিলাম, কেহ নাই। তিনি এরশাদ করিলেন, দরজা বন্ধ করিয়া দাও। অতঃপর এরশাদ করিলেন, হাত উঠাও এবং বল, লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আমরা কিছুক্ষণ হাত উত্তোলন করিয়া রাখিলাম (এবং কালিমায়ে তাইয়্যেবাহ পড়িলাম)। অতঃপর তিনি নিজ হাত নামাইলেন এবং বলিলেন, 'আলহামদুলিল্লাহ, হে আল্লাহ, আপনি আমাকে এই কালেমা দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন এবং আমাকে ইহার (কালেমার তবলীগ করার) হুকুম করিয়াছেন এবং এই কালেমার উপর

জান্নাতের ওয়াদা করিয়াছেন। আর আপনি ওয়াদা ভঙ্গকারী নহেন।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলিলেন, আনন্দিত হও, আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। (মুসনাদে আহমাদ, তাবরানী, বাযযার, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

৭- عَنْ اَبِیْ ذَرٍّ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ﷺ: مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ثُمَّ مَاتَ عَلٰی ذٰلِكَ اِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ، قُلْتُ: وَاِنْ زَنٰی وَاِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: وَاِنْ زَنٰی وَاِنْ سَرَقَ، قُلْتُ: وَاِنْ زَنٰی وَاِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: وَاِنْ زَنٰی وَاِنْ سَرَقَ، قُلْتُ: وَاِنْ زَنٰی وَاِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: وَاِنْ زَنٰی وَاِنْ سَرَقَ عَلٰی رَغْمِ اَنْفِ اَبِیْ ذَرٍّ. رواه البخاری، باب الثیاب البیض، رقم:٥٨٢٧

৭. হযরত আবু যার (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি লা–ইলাহা বলিয়াছে অতঃপর উহার উপর মৃত্যুবরণ করিয়াছে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আমি আরজ করিলাম, যদিও সে যেনা করিয়া থাকে? যদিও সে চুরি করিয়া থাকে? তিনি এরশাদ করিলেন, (হাঁ) যদিও সে যেনা করিয়া থাকে, যদিও সে চুরি করিয়া থাকে। আমি পুনরায় আরজ করিলাম, যদিও সে যেনা করিয়া থাকে, যদিও সে চুরি করিয়া থাকে? তিনি এরশাদ করিলেন, যদিও সে যেনা করিয়া থাকে, যদিও সে চুরি করিয়া থাকে। আমি আরজ করিলাম, যদিও সে যেনা করিয়া থাকে, যদিও সে চুরি করিয়া থাকে। তিনি এরশাদ করিলেন, যদিও সে যেনা করিয়া থাকে, যদিও সে চুরি করিয়া থাকে ; আবু যারের অপছন্দ হইলেও সে জান্নাতে অবশ্যই প্রবেশ করিবে। (বুখারী)

ফায়দা ঃ 'আলার রাগম' আরবী ভাষার একটি বিশেষ পরিভাষা। উহার অর্থ হইল, যদিও তোমার নিকট এই কাজটি অপছন্দনীয় হয় এবং তুমি উহার না হওয়াই চাও তবুও উহা হইয়াই থাকিবে। হযরত আবু যার (রাযিঃ)এর নিকট আশ্চর্য লাগিতেছিল যে, এত বড় বড় গুনাহ সত্ত্বেও জান্নাতে কিরূপে প্রবেশ করিবে! যেহেতু ইনসাফের তাকাজা ইহাই যে, গুনাহের কারণে শাস্তি দেওয়া হইবে। সুতরাং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার আশ্চর্যবোধকে দূর করার জন্য বলিলেন, চাই আবু যারের যতই অপছন্দনীয় হউক না কেন সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করিবে। এখন যদি সে গুনাহ করিয়াও থাকে তবে ঈমানের

তাকাজা অনুযায়ী তওবা এস্তেগফার করিয়া গুনাহ ক্ষমা করাইয়া লইবে। অথবা আল্লাহ তায়ালা নিজ গুণে মাফ করিয়া শাস্তি ব্যতীত অথবা গুনাহের শাস্তি দেওয়ার পর সর্বাবস্থায় অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন। ওলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন, এই হাদীসে কলেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার অর্থ পূর্ণ দ্বীন ও তাওহীদের উপর ঈমান আনয়ন করা এবং উহাকে অবলম্বন করা। (মা'রেফুল হাদীস)

٨- عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: يَدْرُسُ الْإِسْلَامُ كَمَا يَدْرُسُ وَشْىُ الثَّوْبِ حَتّٰى لَا يُدْرٰى مَا صِيَامٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا نُسُكٌ وَيُسْرٰى عَلٰى كِتَابِ اللّٰهِ فِىْ لَيْلَةٍ فَلَا يَبْقَى فِى الْأَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ وَيَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيْرُ وَالْعَجُوْزُ الْكَبِيْرَةُ يَقُوْلُوْنَ أَدْرَكْنَا آبَاءَ نَا عَلٰى هٰذِهِ الْكَلِمَةِ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ فَنَحْنُ نَقُوْلُهَا. قَالَ صِلَةُ بْنُ زُفَرَ لِحُذَيْفَةَ: فَمَا تُغْنِىْ عَنْهُمْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَهُمْ لَا يَدْرُوْنَ مَا صِيَامٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا نُسُكٌ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حُذَيْفَةُ فَرَدَّدَهَا عَلَيْهِ ثَلٰثًا، كُلُّ ذٰلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ حُذَيْفَةُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فِى الثَّالِثَةِ فَقَالَ: يَا صِلَةُ تُنَجِّيْهِمْ مِنَ النَّارِ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ٤/٤٧٣

৮. হযরত হোযায়ফা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কাপড়ের কারুকার্য যেমন মুছিয়া ও অস্পষ্ট হইয়া যায় তদ্রূপ ইসলামও একসময় অস্পষ্ট হইয়া যাইবে। এমনকি লোকেরা ইহাও জানবে না যে, রোযা কি জিনিস এবং সদকা ও হজ্জ কি জিনিস। একটি রাত্র আসিবে যখন অন্তরসমূহ হইতে কুরআন উঠাইয়া লওয়া হইবে, এবং জমিনের উপর উহার একটি আয়াতও অবশিষ্ট থাকিবে না। বিক্ষিপ্তভাবে কিছু বৃদ্ধ পুরুষ ও বৃদ্ধা মহিলা থাকিয়া যাইবে, যাহারা বলিবে যে, আমরা আমাদের মুরুব্বীদের নিকট হইতে এই কলেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ শুনিয়াছিলাম এইজন্য আমরাও এই কলেমা পড়িয়া থাকি। হযরত হোযায়ফা (রাযিঃ)এর শাগরিদ সিলা' জিজ্ঞাসা করিলেন, যখন তাহারা রোযা, সদকা, হজ্জ সম্বন্ধে জানিবে না তখন শুধু এই কলেমা তাহাদের কি উপকারে আসিবে? হযরত হোযায়ফা (রাযিঃ) কোন উত্তর দিলেন না। তিনি তিন বার একই প্রশ্ন করিলেন, প্রতিবারেই হযরত হোযায়ফা (রাযিঃ)

জওয়াব দেওয়া হইতে বিরত থাকিলেন। তৃতীয়বার (পীড়াপীড়ি) করার পর তিনি বলিলেন, হে সিলা'! এই কলেমাই তাহাদেরকে দোযখ হইতে মুক্তি দিবে। (মুস্তাদরাক, হাকেম)

৯- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ قَالَ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ نَفَعَتْهُ يَوْمًا مِنْ دَهْرِهِ يُصِيْبُهُ قَبْلَ ذٰلِكَ مَا أَصَابَهُ. رواه

البزار والطبراني ورواته رواة الصحيح، الترغيب ٢/٤١٤

৯. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিয়াছে, একদিন না একদিন এই কলেমা অবশ্যই তাহার উপকার করিবে। (নাজাত দান করিবে।) যদিও পূর্বে তাহাকে কিছুটা শাস্তি ভোগ করিতে হয়। (বাযযার, তাবরানী, তারগীব)

১০- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اَلَا أُخْبِرُكُمْ بِوَصِيَّةِ نُوْحٍ ابْنَهُ؟ قَالُوا: بَلٰى، قَالَ: أَوْصٰى نُوْحٌ ابْنَهُ فَقَالَ لِابْنِهِ: يَا بُنَيَّ إِنِّيْ أُوْصِيْكَ بِاثْنَتَيْنِ وَأَنْهَاكَ عَنِ اثْنَتَيْنِ. أُوْصِيْكَ بِقَوْلِ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، فَإِنَّهَا لَوْ وُضِعَتْ فِيْ كِفَّةِ الْمِيْزَانِ وَوُضِعَتِ السَّمٰوَاتُ وَالْأَرْضُ فِيْ كِفَّةٍ لَرَجَحَتْ بِهِنَّ، وَلَوْ كَانَتْ حَلَقَةً لَقَصَمَتْهُنَّ حَتّٰى تَخْلُصَ إِلَى اللّٰهِ، وَبِقَوْلِ: سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ، فَإِنَّهَا عِبَادَةُ الْخَلْقِ، وَبِهَا تُقْطَعُ أَرْزَاقُهُمْ، وَأَنْهَاكَ عَنِ اثْنَتَيْنِ، الشِّرْكِ وَالْكِبْرِ، فَإِنَّهُمَا يَحْجِبَانِ عَنِ اللّٰهِ.

(الحديث) رواه البزار وفيه: محمد بن إسحاق وهو مدلس وهو ثقة وبقية رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ١٠/٩٢

১০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হযরত নূহ (আঃ) নিজের ছেলেকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন আমি কি তোমাদেরকে তাহা বলিব না? সাহাবা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, অবশ্যই বলুন। তিনি বলিলেন, (হযরত) নূহ (আঃ) নিজের ছেলেকে উপদেশ দিলেন, হে আমার ছেলে! তোমাকে দুইটি কাজ করার উপদেশ দিতেছি, আর দুইটি কাজ হইতে নিষেধ করিতেছি। এক তো আমি তোমাকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার হুকুম করিতেছি। কেননা, যদি এই কলেমা এক

পাল্লায় রাখিয়া দেওয়া হয়, আর অপর পাল্লায় সমস্ত আসমান যমীনকে রাখিয়া দেওয়া হয় তবে কলেমার পাল্লা ঝুকিয়া যাইবে। আর যদি সমস্ত আসমান জমিনে একটি বৃত্তে পরিণত হইয়া যায়, তবুও এই কলেমা সেই বৃত্তকে ভাঙ্গিয়া আল্লাহ তায়ালার নিকট পৌঁছিয়াই যাইবে। দ্বিতীয় জিনিস যাহার হুকুম করিতেছি, তাহা এই যে, سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَ بِحَمْدِهٖ পড়া, কেননা ইহা সমস্ত সৃষ্টির ইবাদত এবং ইহারই বরকতে সমস্ত সৃষ্টিকে রিযিক দেওয়া হয়। আর আমি তোমাকে দুইটি কাজ শিরক ও অহংকার হইতে নিষেধ করিতেছি। কেননা এই দুইটি গুনাহ বান্দাকে আল্লাহ তায়ালা হইতে দূরে সরাইয়া দেয়। (বাযযার, মাজমায়ুয যাওয়ায়েদ)

١١- عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنِّيْ لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُوْلُهَا رَجُلٌ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ إِلَّا وَجَدَ رُوْحُهُ لَهَا رَوْحًا حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ جَسَدِهٖ وَكَانَتْ لَهُ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه

أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٣/٦٧

১১. হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি এমন একটি কলেমা জানি যাহা কোন মৃত্যু নিকটবর্তী ব্যক্তি পাঠ করিলে তাহার শরীর হইতে রূহ বাহির হওয়ার সময় এই কলেমার বরকতে অবশ্যই আরাম পাইবে। আর ঐ কলেমা তাহার জন্য কেয়ামতের দিন নূর হইবে। (সেই কলেমা হইল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) (আবু ইয়ালা মাজমায়ুয যাওয়ায়েদ)

١٢- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ (فِيْ حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَكَانَ فِيْ قَلْبِهٖ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيْرَةً ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَكَانَ فِيْ قَلْبِهٖ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَكَانَ فِيْ قَلْبِهٖ مَا يَزِنُ مِنَ الْخَيْرِ ذَرَّةً. (وهو جزء من الحديث) رواه

البخاري، باب قول الله تعالى: لما خلقت بيدي، رقم: ٧٤١٠

১২. হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এমন প্রত্যেক ব্যক্তি জাহান্নাম হইতে বাহির হইবে যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিয়াছে এবং তাহার অন্তরে যবের দানার ওজন পরিমাণও কল্যাণ নিহিত

থাকিবে। অর্থাৎ ঈমান থাকিবে। অতঃপর এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি জাহান্নাম হইতে বাহির হইবে যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিয়াছে এবং অন্তরে গমের দানা পরিমাণও কল্যাণ থাকিবে। অর্থাৎ ঈমান থাকিবে। অতঃপর এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি জাহান্নাম হইতে বাহির হইবে যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিয়াছে এবং তাহার অন্তরে অণু পরিমাণও কল্যাণ নিহিত থাকিবে। (বোখারী)

১৩- عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: لَا يَبْقٰى عَلٰى ظَهْرِ الْأَرْضِ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللّٰهُ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ بِعِزِّ عَزِيْزٍ أَوْ ذُلِّ ذَلِيْلٍ إِمَّا يُعِزُّهُمُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ فَيَجْعَلُهُمْ مِنْ أَهْلِهَا أَوْ يُذِلُّهُمْ فَيَدِيْنُوْنَ لَهَا. رواه أحمد ٦/٤

১৩. হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাযিঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, জমিনের উপর কোন শহর, গ্রাম, মরুভূমির এমন কোন ঘর অথবা তাঁবু বাকী থাকিবে না যেখানে আল্লাহ তায়ালা ইসলামের কালিমাকে দাখিল না করিবেন। যাহারা মানিবে তাহাদিগকে কলেমা ওয়ালা বানাইয়া ইজ্জত দান করিবেন। যাহারা মানিবে না তাহাদেরকে অপদস্থ করিবেন। অতঃপর তাহারা মুসলমানদের অধীনস্থ হইয়া থাকিবে। (মুসনাদে আহমাদ)

১৪- عَنِ ابْنِ شِمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ قَالَ: حَضَرْنَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَهُوَ فِيْ سِيَاقَةِ الْمَوْتِ يَبْكِيْ طَوِيْلًا وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى الْجِدَارِ، فَجَعَلَ ابْنُهُ يَقُوْلُ: يَا أَبَتَاهُ! أَمَا بَشَّرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِكَذَا؟ أَمَا بَشَّرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِكَذَا؟ قَالَ فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ وَقَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ مَا نُعِدُّ شَهَادَةُ أَنْ لَّآ إِلٰـهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ، إِنِّيْ قَدْ كُنْتُ عَلٰى أَطْبَاقٍ ثَلٰثٍ، لَقَدْ رَأَيْتُنِيْ وَمَا أَحَدٌ أَشَدَّ بُغْضًا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنِّيْ، وَلَا أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَكُوْنَ قَدِ اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ فَقَتَلْتُهُ مِنْهُ، فَلَوْ مُتُّ عَلٰى تِلْكَ الْحَالِ لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَلَمَّا جَعَلَ اللّٰهُ الْإِسْلَامَ فِيْ قَلْبِيْ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: ابْسُطْ يَمِيْنَكَ فَلْأُبَايِعْكَ فَبَسَطَ يَمِيْنَهُ، قَالَ: فَقَبَضْتُ يَدِيْ قَالَ: مَا لَكَ يَا عَمْرُو؟ قَالَ قُلْتُ: أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ قَالَ: تَشْتَرِطُ بِمَاذَا؟ قُلْتُ: أَنْ يُغْفَرَ لِيْ قَالَ: أَمَا

عَلِمْتَ يَا عَمْرُو أَنَّ الإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا؟ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟ وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَا أَجَلَّ فِيْ عَيْنَيَّ مِنْهُ، وَمَا كُنْتُ أُطِيْقُ أَنْ أَمْلَأَ عَيْنَيَّ مِنْهُ إِجْلَالًا لَهُ وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَقْتُ لِأَنِّيْ لَمْ أَكُنْ أَمْلَأُ عَيْنَيَّ مِنْهُ وَلَوْ مُتُّ عَلٰى تِلْكَ الْحَالِ لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُوْنَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ وَلِيْنَا أَشْيَاءَ مَا أَدْرِيْ مَا حَالِيْ فِيْهَا فَإِذَا أَنَا مُتُّ فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ فَإِذَا دَفَنْتُمُوْنِيْ فَسُنُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ سَنًّا ثُمَّ أَقِيْمُوا حَوْلَ قَبْرِيْ قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُوْرٌ وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا حَتّٰى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ، وَأَنْظُرَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّيْ. رواه مسلم، باب كون الإسلام يهدم ما قبله . . . . ، رقم:٣٢١

১৪. হযরত ইবনে শিমাসা মাহরী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আমরা হযরত আমর ইবনে আস (রাযিঃ)এর মৃত্যুর সময় তাহার নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কাঁদিতেছিলেন। তাহার পুত্র তাহাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলিতেছিলেন, আব্বাজান! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আপনাকে অমুক সুসংবাদ দেন নাই? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আপনাকে অমুক সুসংবাদ দেন নাই? অর্থাৎ আপনাকে তো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড় বড় সুসংবাদ দান করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া তিনি (দেওয়ালের দিক হইতে) মুখ ফিরাইলেন এবং বলিলেন, সর্বোত্তম জিনিস যাহা আমরা (আখেরাতের জন্য) তৈয়ার করিয়াছি তাহা এই কথার সাক্ষ্য যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোন মাবুদ নাই, এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তায়ালার রসূল। আমার জীবনে তিনটি যুগ অতিবাহিত হইয়াছে। এক যুগ ছিল যখন আমার অপেক্ষা অধিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত বিদ্বেষ পোষণকারী আর কেহই ছিল না। তখন আমার সবচেয়ে বড় আকাংখা এই ছিল যে, কোন প্রকারে যদি তাহার উপর আমি সুযোগ পাইয়া যাই তবে তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিব। ইহা তো আমার জীবনের সবচেয়ে নিকৃষ্টতম যুগ ছিল। (আল্লাহ না করুন) যদি আমি সেই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিতাম তবে নিঃসন্দেহে জাহান্নামী হইতাম। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা যখন আমার অন্তরে ইসলামের সত্যতা ঢালিয়া দিলেন তখন

আমি তাঁহার নিকট আসিলাম এবং আমি আরজ করিলাম, আপনার হাত মোবারক দিন আমি আপনার হাতে বাইয়াত করিব। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন হাত মোবারক বাড়াইয়া দিলেন, তখন আমি আমার হাত পিছনে টানিয়া নিলাম, তিনি বলিলেন, হে আমর কি ব্যাপার? বলিলাম, আমি কিছু শর্ত আরোপ করিতে চাই। তিনি বলিলেন, কি শর্ত আরোপ করিতে চাও? আমি ইহা বলিলাম যে, আমার সমস্ত গুনাহ যেন মাফ হইয়া যায়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আমর! তুমি কি জাননা যে, ইসলাম কুফরী জিন্দেগীর সমস্ত গুনাহকেই পরিস্কার করিয়া দেয়? আর হিজরত ও পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ করিয়া দেয়। আর হজ্জ ও পিছনের সমস্ত গুনাহ শেষ করিয়া দেয়। ইহা সেই যুগ ছিল যখন তাঁহার চেয়ে বেশী প্রিয়, তাহার চেয়ে বেশী সম্মানী ও মর্যাদাসম্পন্ন আমার দৃষ্টিতে আর কেহই ছিল না। তাঁহার বুযুর্গীর কারণে কখনো তাঁহাকে পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিবার ক্ষমতা আমার ছিল না। যদি আমাকে তাঁহার চেহারা মোবারক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় তবে আমি কিছুই বলিতে পারিব না। কেননা আমি কখনও তাহাকে পরিপূর্ণরূপে দেখিই নাই। হায়, যদি আমি সেই অবস্থায় মরিয়া যাইতাম তবে আমার আশা হয় যে, আমি জান্নাতী হইতাম। অতঃপর আমরা কিছু জিনিসের মুতাওয়াল্লী ও জিম্মাদার হইয়াছি এবং জানি না যে, আমাদের অবস্থা ঐ সকল জিনিসের মধ্যে কিরূপ রহিয়াছে। (ইহা আমার জীবনের তৃতীয় যুগ ছিল)। আচ্ছা দেখ, যখন আমার মৃত্যু হইয়া যাইবে তখন আমার (জানাযার) সহিত যেন কোন বিলাপকারিণী মহিলা যাইতে না পারে। (জাহিলিয়াতের যুগের মত) আমার জানাযার সহিত যেন আগুন না নেওয়া হয়। যখন আমাকে দাফন কার্য শেষ করিবে তখন আমার কবরের উপরে ভালভাবে মাটি দিও। আর যখন (এক কাজ হইতে অবসর) হইয়া যাইবে তখন আমার কবরের নিকট এই পরিমাণ সময় অপেক্ষা করিও যে পরিমাণ সময়ের মধ্যে একটি উট জবাই করিয়া উহার গোশত বন্টন করা যায়। যাহাতে তোমাদের কারণে আমার অন্তর সান্ত্বনা লাভ করে এবং আমি বুঝিয়া লইতে পারি যে, আমি আপন রবের প্রেরিত ফেরেশতাদের প্রশ্নের কি উত্তর দিতেছি। (মুসলিম)

১৫- عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! اذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُوْنَ. رواه مسلم،

باب غلظ تحريم الغلول ......، رقم: ٣٠٩

১৫. হযরত ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হে খাত্তাবের বেটা! যাও লোকদের মধ্যে এই ঘোষণা করিয়া দাও যে, জান্নাতে শুধু ঈমানদারগণই প্রবেশ করিবে। (মুসলিম)

١٦- عَنْ أَبِىْ لَيْلٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: وَيْحَكَ يَا أَبَا سُفْيَانَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَأَسْلِمُوا تَسْلَمُوا. (وهو بعض الحديث) رواه الطبرانى وفيه: حرب بن الحسن الطحان وهو ضعيف وقد وثق، مجمع الزوائد ٦/٢٥٠

১৬. হযরত আবু লায়লা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আবু সুফিয়ানকে) এরশাদ করিয়াছেন, হে আবু সুফিয়ান, তোমাদের অবস্থার উপর আফসোস, আমি তো তোমাদের নিকট দুনিয়া ও আখেরাত (এর কল্যাণ) লইয়া আসিয়াছি। ইসলাম কবুল করিয়া লও, নিরাপদ হইয়া যাইবে।

(তাবরানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

١٧- عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ شُفِّعْتُ، فَقُلْتُ: يَارَبِّ! أَدْخِلِ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهِ خَرْدَلَةٌ فَيَدْخُلُوْنَ، ثُمَّ أَقُوْلُ أَدْخِلِ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهِ أَدْنٰى شَيْءٍ. رواه البخارى، باب كلام الرب تعالى يوم القيامة .....، رقم: ٧٥٠٩

১৭. হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যখন কেয়ামতের দিন হইবে তখন আমাকে সুপারিশ করার ইজাযত দেওয়া হইবে। আমি আরজ করিব, হে আমার রব! এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে জান্নাতে দাখিল করিয়া দিন যাহার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও (ঈমান) রহিয়াছে। (আল্লাহ তায়ালা আমার এই সুপারিশ কবুল করিবেন।) আর ঐ সমস্ত লোক জান্নাতে দাখিল হইয়া যাইবে। পুনরায় আমি আরজ করিব, এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে জান্নাতে দাখিল করিয়া দিন যাহার অন্তরে সামান্য পরিমাণও (ঈমান) রহিয়াছে। (বোখারী)

١٨- عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَدْخُلُ

أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى: أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا قَدِ اسْوَدُّوا، فَيُلْقَوْنَ فِيْ نَهْرِ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِيْ جَانِبِ السَّيْلِ، أَلَمْ تَرَ أَنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً؟. رواه البخارى، باب تفاضل أهل الإيمان فى الأعمال، رقم:٢٢

১৮. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন জান্নাতীগণ জান্নাতে ও দোযখীরা দোযখে চলিয়া যাইবে তখন আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, যাহার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান রহিয়াছে তাহাকেও জাহান্নাম হইতে বাহির করিয়া লও। সুতরাং তাহাদেরকেও বাহির করা হইবে। তাহাদের অবস্থা এইরূপ হইবে যে, জ্বলিয়া কালো বর্ণ হইয়া গিয়াছে। অতঃপর তাহাদেরকে নহরে হায়াতে ফেলা হইবে। তখন তাহারা এমনভাবে (মুহূর্তের মধ্যে সজীব হইয়া) বাহির হইয়া আসিবে যেমন ঢলের আবর্জনাতে দানা (পানি ও সারের কারণে অতি অল্প সময়ে) অঙ্কুরিত হইয়া আসে। তোমরা কি দেখ না যে, উহা কেমন সোনালী ও কোঁকড়ানো অবস্থায় বাহির হইয়া আসে? (বোখারী)

١٩- عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا الإِيْمَانُ؟ قَالَ: إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ . (الحديث) رواه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبى ١/١٣،١٤

১৯. হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিল, ঈমান কি? তিনি এরশাদ করিলেন, যদি তোমার নেক আমল তোমাকে আনন্দিত করে ও তোমার মন্দ কাজ তোমাকে দুঃখিত করে তবে তুমি মুমিন। (মুসতাদরাকে হাকেম)

٢٠- عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: ذَاقَ طَعْمَ الإِيْمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالإِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ ﷺ رَسُوْلًا. رواه مسلم، باب الدليل على أن من رضى بالله ربا ...، رقم:١٥١

২০. হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন যে, ঐ ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করিয়াছে (এবং ঈমানের মজা সে পাইয়াছে) যে আল্লাহ তায়ালাকে রব, ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে রসূল হিসাবে সন্তুষ্টচিত্তে মানিয়া লইয়াছে। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার বন্দেগী এবং ইসলাম মোতাবেক আমল ও হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর অনুসরণ, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং ইসলামের প্রতি মহব্বতের সহিত হয় এই জিনিস যাহার ভাগ্যে জুটিয়াছে নিঃসন্দেহে সে ঈমানের স্বাদেও অংশ লাভ করিয়াছে।

٢١- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ثَلٰثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيْمَانِ: أَنْ يَكُوْنَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلّٰهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُوْدَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ. رواه البخاري، باب حلاوة الإيمان، رقم:١٦

২১. হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঈমানের স্বাদ সেই ব্যক্তি পাইবে যাহার মধ্যে তিনটি বস্তু পাওয়া যাইবে। এক—তাহার অন্তরে আল্লাহ তায়ালা ও তাহার রসূলের মহব্বত সবচেয়ে বেশী হয়। দুই—যে কোন ব্যক্তির সাথেই মহব্বত হয় উহা শুধু আল্লাহর জন্যই হয়। তিন—ঈমানের পরে কুফরের দিকে ফিরিয়া যাওয়া তাহার নিকট এরূপ ঘৃণিত ও কষ্টদায়ক হয় যেরূপ আগুনে নিক্ষেপ করিলে হয়। (বোখারী)

٢٢- عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ لِلّٰهِ، وَأَبْغَضَ لِلّٰهِ، وَأَعْطَى لِلّٰهِ، وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيْمَانَ. رواه أبو داود، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، رقم:٤٦٨١

২২. হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহ তায়ালার জন্য কাহারো সহিত মহব্বত করিয়াছে, আর তাহারই

জন্য দুশমনী করিয়াছে, এবং (যাহাকে দান করিয়াছে) আল্লাহ তায়ালার জন্যই দান করিয়াছে, আর (যাহাকে দান করে নাই) আল্লাহ তায়ালার জন্যই দান করে নাই সে ঈমানকে পরিপূর্ণ করিয়াছে। (আবু দাউদ)

٢٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِيْ ذَرٍّ: يَا أَبَا ذَرٍّ! أَيُّ عُرَى الْإِيْمَانِ أَوْثَقُ؟ قَالَ: اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: اَلْمُوَالَاةُ فِي اللّٰهِ وَالْحُبُّ فِي اللّٰهِ وَالْبُغْضُ فِي اللّٰهِ. رواه البيهقى في شعب الإيمان ٧/٧٠

২৩. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু যার (রাযিঃ)কে এরশাদ করিয়াছেন, বল দেখি, ঈমানের কোন কড়াটি বেশী মজবুত? হযরত আবু যর (রাযিঃ) আরজ করিলেন, আল্লাহ এবং তাহার রসূলই বেশী জানেন। (সুতরাং আপনিই বলিয়া দিন) তিনি এরশাদ করিলেন, আল্লাহ তায়ালার জন্য পরস্পর সম্পর্ক ও সহযোগিতা হয় এবং আল্লাহ তায়ালার জন্য কাহারো সহিত মহব্বত হয় এবং আল্লাহ তায়ালারই জন্য কাহারো সহিত বিদ্বেষ ও শত্রুতা হয়। (বাইহাকী)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ ঈমানী শাখাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ও স্থায়ী শাখা এই যে, দুনিয়াতে বান্দা কাহারো সহিত যে কোন আচরণ করে, চাই উহা সম্পর্ক স্থাপনের হউক বা ছিন্নকরণের হউক, মহব্বতের হউক বা শত্রুতার হউক উহা যেন নিজের নফসের চাহিদা হিসাবে না হয়, বরং শুধু আল্লাহ তায়ালার জন্য হয় এবং তাহারই আদেশক্রমে হয়।

٢٤- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: طُوْبٰى لِمَنْ آمَنَ بِيْ وَرَآنِيْ مَرَّةً وَطُوْبٰى لِمَنْ آمَنَ بِيْ وَلَمْ يَرَنِيْ سَبْعَ مِرَارٍ. رواه أحمد ٣/١٥٥

২৪. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমাকে দেখিয়াছে এবং আমার উপর ঈমান আনিয়াছে তাহার জন্য তো একবার মোবারকবাদ। আর যে আমাকে দেখে নাই তারপরও আমার উপর ঈমান আনিয়াছে তাহাকে বারবার মোবারকবাদ। (মুসনাদে আহমাদ)

২৫- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ: ذَكَرُوا عِنْدَ عَبْدِ اللّٰهِ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ وَإِيْمَانَهُمْ قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ إِنَّ أَمْرَ مُحَمَّدٍ ﷺ كَانَ بَيِّنًا لِمَنْ رَآهُ وَالَّذِىْ لَآ إِلٰهَ غَيْرُهُ مَا آمَنَ مُؤْمِنٌ أَفْضَلَ مِنْ إِيْمَانٍ بِغَيْبٍ ثُمَّ قَرَأَ: "الٓمٓ☆ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ" إِلٰى قَوْلِهِ تَعَالٰى "يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ". رواه الحاكم وقال: هذاحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبى ٢/٢٦٠

২৫. হযরত আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ)এর সম্মুখে কিছু লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা ও তাহাদের ঈমানের আলোচনা উত্থাপন করিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যাহারা দেখিয়াছিলেন তাহাদের সামনে তাঁহার সত্যতা একেবারেই সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার ছিল। সেই সত্তার কসম যিনি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নাই। সবচেয়ে উত্তম ঈমান ঐ ব্যক্তির যে না দেখিয়া ঈমান আনিয়াছে। অতঃপর ইহার প্রমাণ হিসাবে তিনি এই আয়াত পড়িলেন—

الٓمٓ☆ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ ... يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ

অর্থ ঃ আলিফ, লাম–মীম, এই কিতাব, উহাতে কোন সন্দেহ নাই, মুত্তাকীনের জন্য হেদায়েত স্বরূপ, যাহারা গায়েবের প্রতি ঈমান রাখে।

(মুসতাদরাকে হাকেম)

২৬- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: وَدِدْتُ أَنِّيْ لَقِيْتُ إِخْوَانِيْ، قَالَ فَقَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ: أَوَ لَيْسَ نَحْنُ إِخْوَانُكَ؟ قَالَ: أَنْتُمْ أَصْحَابِيْ وَلٰكِنْ إِخْوَانِى الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِىْ وَلَمْ يَرَوْنِيْ. رواه أحمد ٣/١٥٥

২৬. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার আকাংখা হয়, যদি আমার ভাইদের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইত! সাহাবা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, আমরা কি আপনার ভাই নই? তিনি এরশাদ করিলেন, তোমরা তো আমার সাহাবী। আমার ভাই হইল তাহারা যাহারা আমাকে না দেখিয়া আমার উপর ঈমান আনিবে। (মুসনাদে আহমাদ)

٢٧- عَنْ أَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجُهَنِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ طَلَعَ رَاكِبَان، فَلَمَّا رَآهُمَا قَالَ: كِنْدِيَّان مَذْحِجِيَّان حَتّٰى أَتَيَاهُ، فَإِذَا رِجَالٌ مِنْ مَذْحِجٍ، قَالَ: فَدَنَا إِلَيْهِ أَحَدُهُمَا لِيُبَايِعَهُ، قَالَ فَلَمَّا أَخَذَ بِيَدِهِ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَرَأَيْتَ مَنْ رَآكَ فَآمَنَ بِكَ وَصَدَّقَكَ وَاتَّبَعَكَ مَاذَا لَهُ؟ قَالَ: طُوْبٰى لَهُ، قَالَ فَمَسَحَ عَلٰى يَدِهِ فَانْصَرَفَ، ثُمَّ أَقْبَلَ الْآخَرُ حَتّٰى أَخَذَ بِيَدِهِ لِيُبَايِعَهُ قَالَ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! أَرَأَيْتَ مَنْ آمَنَ بِكَ وَصَدَّقَكَ وَاتَّبَعَكَ وَلَمْ يَرَكَ قَالَ: طُوْبٰى لَهُ ثُمَّ طُوْبٰى لَهُ ثُمَّ طُوْبٰى لَهُ، قَالَ فَمَسَحَ عَلٰى يَدِهِ فَانْصَرَفَ. رواه أحمد ٤/١٥٢

২৭. হযরত আবু আবদুর রহমান জুহানী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসিয়াছিলাম। এমন সময় (সম্মুখ হইতে) দুইজন আরোহীকে আসিতে দেখা গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে দেখিয়া বলিলেন, ইহাদেরকে কিন্দা এবং মাযহিজ গোত্রের মনে হইতেছে। অবশেষে তাহারা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলেন তখন তাহাদের সহিত গোত্রের আরো অন্যান্য লোকজনও ছিল। বর্ণনাকারী বলেন যে, তাহাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বাইয়াতের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটবর্তী হইলেন। যখন তিনি তাঁহার হাত মোবারক নিজের হাতে লইলেন তখন আরজ করিলেন, হে আল্লাহর রসূল! যে ব্যক্তি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিল, আপনার উপর ঈমান আনিল এবং আপনাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিল এবং আপনার অনুসরণও করিল, বলুন, সে কি পাইবে? তিনি এরশাদ করিলেন, তাহার জন্য মোবারক হউক। ইহা শুনিয়া সে ব্যক্তি (বরকত লওয়ার জন্য) তাঁহার হাত মোবারকের উপর নিজের হাত বুলাইল এবং বাইয়াত হইয়া চলিয়া গেল।

অতঃপর দ্বিতীয় ব্যক্তি অগ্রসর হইল। সেও বাইয়াতের জন্যে তাঁহার মোবারক হাত নিজের হাতে লইয়া আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে ব্যক্তি আপনাকে না দেখিয়া ঈমান আনিয়াছে, আপনাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছে এবং আপনার অনুসরণ করিয়াছে, বলুন সে কি পাইবে? তিনি এরশাদ করিলেন, তাহার জন্য মোবারক হউক, মোবারক হউক,

মোবারক হউক। উক্ত ব্যক্তিও তাঁহার হাত মোবারকের উপর নিজের হাত বুলাইল এবং বাইয়াত হইয়া চলিয়া গেল। (মুসনাদে আহমাদ)

٢٨- عَنْ أَبِيْ مُوْسَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ، وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوْكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللّٰهِ تَعَالٰى وَحَقَّ مَوَالِيْهِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيْبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيْمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ. رواه البخاري، باب تعليم الرجل أمته وأهله، رقم:٩٧

২৮. হযরত আবু মূসা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তিন ব্যক্তি এমন আছে যে, তাহাদের জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রহিয়াছে। প্রথমতঃ ঐ ব্যক্তি, যে আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত (ইহুদী বা ঈসায়ী) নিজের নবীর উপর ঈমান আনিয়াছে আবার মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপরও ঈমান আনিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ঐ ক্রীতদাস যে আল্লাহ তায়ালার হকসমূহও আদায় করিয়াছে এবং আপন মনিবদের হকসমূহও আদায় করিয়াছে। তৃতীয়তঃ ঐ ব্যক্তি যাহার কোন ক্রীতদাসী থাকে। আর সে তাহাকে উত্তম আদব শিক্ষা দিয়াছে এবং উত্তমরূপে এলেম শিক্ষা দিয়াছে। অতঃপর তাহাকে মুক্ত করিয়া বিবাহ করিয়া লইয়াছে তাহার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব। (বোখারী)

ফায়দা ঃ হাদীস শরীফের উদ্দেশ্য হইল, এই সকল লোকের আমলনামায় অন্যদের তুলনায় প্রত্যেক আমলের সওয়াব দ্বিগুণ লেখা হইবে। যেমন, দৃষ্টান্তস্বরূপ অন্য কোন ব্যক্তি নামায পড়িলে দশগুণ সওয়াব পাইবে। আর এই আমলই উক্ত তিনপ্রকার লোকদের মধ্য হইতে কেহ করিলে বিশগুণ সওয়াব পাইবে।

٢٩- عَنْ أَوْسَطَ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ: خَطَبَنَا أَبُوْبَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ: قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَقَامِيْ هٰذَا عَامَ الْأَوَّلِ، وَبَكَى أَبُوْبَكْرٍ، فَقَالَ أَبُوْبَكْرٍ: سَلُوا اللّٰهَ الْمُعَافَاةَ أَوْ قَالَ: الْعَافِيَةَ فَلَمْ يُؤْتَ أَحَدٌ قَطُّ بَعْدَ الْيَقِيْنِ أَفْضَلَ مِنَ الْعَافِيَةِ أَوِ الْمُعَافَاةِ. رواه أحمد ١/٣

২৯. হযরত আওসাত (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাযিঃ)

আমাদের সম্মুখে বয়ান করিতে যাইয়া বলিলেন ঃ এক বৎসর পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার এই স্থানে (বয়ান করার জন্য) দাঁড়াইয়াছিলেন। ইহা বলিয়াই হযরত আবু বকর (রাযিঃ) কাঁদিয়া ফেলিলেন। অতঃপর বলিলেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট (নিজের জন্য) আফিয়াত ও নিরাপত্তা চাও। কেননা ঈমান ও ইয়াকীনের পরে আফিয়াত হইতে বড় কোন নেয়ামত কাহাকেও দান করা হয় নাই। (মুসনাদে আহমাদ)

٣٠- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَوَّلُ صَلَاحِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ بِالْيَقِيْنِ وَالزُّهْدِ وَأَوَّلُ فَسَادِهَا بِالْبُخْلِ وَالْأَمَلِ. رواه البيهقى في شعب الإيمان ٧/٤٢٧

৩০. হযরত আমর ইবনে শুয়াইব (রাযিঃ) হইতে তিনি তাঁহার পিতা হইতে তিনি তাঁহার দাদা হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এই উম্মতের সংশোধনের শুরু হইয়াছে ইয়াকীন ও দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তির দ্বারা। আর উহার ধ্বংসের শুরু হইবে কৃপণতা ও দীর্ঘ আশা আকাংখার কারণে। (বায়হাকী)

٣١- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب فى التوكل على الله، رقم: ٢٣٤٤

৩১. হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা যদি আল্লাহ তায়ালার উপর এমনভাবে তাওয়াক্কুল করিতে আরম্ভ কর যেমন তাওয়াক্কুলের হক রহিয়াছে তবে তোমাদিগকে এমনভাবে রুজী দান করা হইবে যেমন পাখীদেরকে রুজী দান করা হয়। উহারা সকালে খালি পেটে বাহির হইয়া যায় এবং বিকালে ভরা পেটে ফিরিয়া আসে। (তিরমিযী)

٣٢- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قِبَلَ نَجْدٍ، فَلَمَّا قَفَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَفَلَ مَعَهُ، فَأَدْرَكَتْهُمُ

الْقَائِلَةُ فِيْ وَادٍ كَثِيْرِ الْعِضَاهِ، فَنَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسْتَظِلُّوْنَ بِالشَّجَرِ، فَنَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَحْتَ شَجَرَةٍ وَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ، وَنِمْنَا نَوْمَةً فَإِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْعُوْنَا وَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: إِنَّ هٰذَا اخْتَرَطَ عَلَيَّ سَيْفِيْ وَأَنَا نَائِمٌ، فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ فِيْ يَدِهِ صَلْتًا، فَقَالَ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّيْ؟ فَقُلْتُ: اللّٰهُ، ثَلَاثًا، وَلَمْ يُعَاقِبْهُ وَجَلَسَ. رواه البخاري، باب من علق سيفه بالشجر ...، رقم: ٢٩١٠

৩২. হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সেই জিহাদে শরীক ছিলেন, যাহা নাজদ অভিমুখে হইয়াছিল। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদ হইতে ফিরিয়া আসিলেন তখন তিনিও তাঁহার সহিত ফিরিলেন। (ফেরার পথে এই ঘটনা ঘটিল) সাহাবা (রাযিঃ) দুপুরের সময় বাবলা গাছে ভরা এক ময়দানে পৌছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে বিশ্রাম লওয়ার জন্য থামিলেন। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) গাছের ছায়ার তালাশে এদিক সেদিক ছড়াইয়া পড়িলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আরাম করিবার জন্য বাবলা গাছের নিচের জায়গা লইলেন এবং গাছের সহিত নিজের তরবারীটি ঝুলাইয়া রাখিলেন। আমরাও কিছু সময়ের জন্য (বিভিন্ন গাছের ছায়াতে) ঘুমাইয়া পড়িলাম। হঠাৎ (আমরা শুনিতে পাইলাম যে,) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ডাকিতেছেন। (যখন আমরা সেখানে পৌছিলাম) তখন তাঁহার নিকট একজন গ্রাম্য কাফের উপস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি ঘুমাইতেছিলাম, এমতাবস্থায় সে আমার উপর আমারই তরবারী উত্তোলন করিয়াছে। জাগ্রত হইয়া দেখিলাম আমার খোলা তরবারীটি তাহার হাতে রহিয়াছে। সে আমাকে বলিল, তোমাকে আমার হাত হইতে কে বাঁচাইবে? আমি তিনবার বলিলাম, আল্লাহ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই গ্রাম্য লোকটিকে কোন শাস্তি দিলেন না এবং উঠিয়া বসিয়া গেলেন। (বোখারী)

٣٣- عَنْ صَالِحِ بْنِ مِسْمَارٍ وَجَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلْحَارِثِ بْنِ مَالِكٍ: مَا أَنْتَ يَا حَارِثُ بْنَ مَالِكٍ! قَالَ: مُؤْمِنٌ يَا

رَسُوْلَ اللّٰهِ، قَالَ: مُؤْمِنٌ حَقًّا؟ قَالَ: مُؤْمِنٌ حَقًّا. قَالَ: فَإِنَّ لِكُلِّ حَقٍّ حَقِيْقَةً، فَمَا حَقِيْقَةُ ذٰلِكَ؟ قَالَ: عَزَفْتُ نَفْسِىْ مِنَ الدُّنْيَا، وَاَسْهَرْتُ لَيْلِىْ، وَاَظْمَأْتُ نَهَارِىْ، وَكَاَنِّىْ اَنْظُرُ إِلٰى عَرْشِ رَبِّىْ حِيْنَ يُجَاءُ بِهِ، وَكَاَنِّىْ اَنْظُرُ إِلٰى اَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُوْنَ فِيْهَا، وَكَاَنِّىْ اَسْمَعُ عُوَاءَ اَهْلِ النَّارِ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ: مُؤْمِنٌ نَوَّرَ قَلْبَهُ. رواه عبد الرزاق فى مصنفه، باب الإيمان والإسلام ١١/١٢٩

৩৩. হযরত সালেহ ইবনে মিসমার ও হযরত জাফর ইবনে বুরকান (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মালেক ইবনে হারেস (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে হারেস! তুমি কি অবস্থায় আছ? তিনি আরজ করিলেন (আল্লাহ্ তায়ালার মেহেরবানীতে) আমি ঈমানের অবস্থায় আছি। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি প্রকৃত মুমিন? তিনি আরজ করিলেন, আমি প্রকৃত মুমিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, (চিন্তা করিয়া বলো) প্রত্যেক জিনিসের একটি হাকীকত হয়, তোমার ঈমানের হাকীকত কি? অর্থাৎ তুমি কিসের ভিত্তিতে এই দাবী করিতেছ যে, 'আমি প্রকৃত মুমিন।' তিনি আরজ করিলেন, (আমার কথার হাকীকত এই যে,) আমি আমার অন্তরকে দুনিয়া হইতে সরাইয়া লইয়াছি, রাত্রি জাগরণ করি, দিনের বেলায় পিপাসার্ত থাকি (অর্থাৎ রোযা রাখি) আর যখন আমার রবের আরশকে আনা হইবে সেই দৃশ্য যেন আমি দেখিতেছি। বেহেশতীদের পরস্পর দেখা সাক্ষাতের দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভাসমান থাকে। আর জাহান্নামীদের চিৎকার যেন (আমি নিজ কানে) শুনিতেছি। অর্থাৎ সর্বদা বেহেশত ও দোযখের কল্পনা বিদ্যমান থাকে। তিনি (তাহার এই কথাবার্তা শুনিয়া) বলিলেন, হারিস এমন মুমিন যাহার অন্তর ঈমানের নূর দ্বারা আলোকিত হইয়া গিয়াছে। (মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক)

٣٤- عَنْ مَاعِزٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ سُئِلَ اَىُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ؟ قَالَ: إِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَحْدَهُ، ثُمَّ الْجِهَادُ، ثُمَّ حَجَّةٌ بَرَّةٌ، تَفْضُلُ سَائِرَ الْعَمَلِ كَمَا بَيْنَ مَطْلَعِ الشَّمْسِ إِلٰى مَغْرِبِهَا. رواه أحمد ٤/٣٤٢

৩৪. হযরত মায়েয (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইল, সমস্ত আমলের মধ্যে সর্বোত্তম আমল কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

এরশাদ করিলেন, (সমস্ত আমলের মধ্যে সর্বোত্তম আমল) আল্লাহর উপর ঈমান আনা, যিনি একা, অতঃপর জিহাদ করা, অতঃপর মকবুল হজ্জ। এই সকল আমল ও অন্যান্য আমলের মধ্যে ফযিলতের দিক হইতে এই পরিমাণ ব্যবধান রহিয়াছে যে পরিমাণ পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান রহিয়াছে। (মুসনাদে আহমাদ)

٣٥- عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: ذَكَرَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا عِنْدَهُ الدُّنْيَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَلَا تَسْمَعُوْنَ؟ أَلَا تَسْمَعُوْنَ؟ إِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الْإِيْمَانِ، إِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الْإِيْمَانِ يَعْنِي: التَّقَحُّلَ. رواه أبو داوٗد، باب النهي عن كثير من الإرفاه، رقم: ٤١٦١

৩৫. হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাযিঃ) একদিন তাঁহার সামনে দুনিয়ার আলোচনা করিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, মনোযোগ দিয়া শোন, মনোযোগ দিয়া শোন, নিঃসন্দেহে সাদাসিধা জীবন ঈমানের অংশ। নিঃসন্দেহে সাদাসিধা জীবন ঈমানের অংশ। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ ইহার অর্থ হইল, আড়ম্বরতা ও সাজসজ্জার জিনিস পরিত্যাগ করা।

٣٦- عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: فَأَيُّ الْإِيْمَانِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الْهِجْرَةُ، قَالَ: فَمَا الْهِجْرَةُ؟ قَالَ: تَهْجُرُ السُّوْءَ. (وهو بعض الحديث) رواه أحمد ٤/١١٤

৩৬. হযরত আমর ইবনে আবাসা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ ঈমান সর্বাপেক্ষা উত্তম? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, ঐ ঈমান যাহার সহিত হিজরত যুক্ত হয়। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হিজরত কি? এরশাদ করিলেন, হিজরত এই যে, তুমি মন্দ কাজ পরিত্যাগ কর। (মুসনাদে আহমাদ)

٣٧- عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الثَّقَفِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قُلْ لِيْ فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ، وَفِي

حَدِيْثِ أَبِى أُسَامَةَ: غَيْرَكَ، قَالَ: قُلْ آمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ. رواه مسلم، باب جامع أوصاف الإسلام، رقم:١٥٩

৩৭. হযরত সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ সাকাফি (রাযিঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে ইসলামের (ব্যাপক অর্থবোধক) এমন কোন কথা বলিয়া দিন যে, আপনার পর আমার জন্য পুনরায় ঐ বিষয়ে আর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন না থাকে। তিনি এরশাদ করিলেন, তুমি ইহা বল যে, আমি আল্লাহর উপর ঈমান আনিলাম। অতঃপর ইহার উপর অবিচল থাক।

ফায়দা ঃ অর্থাৎ প্রথমে আন্তরিকভাবে আল্লাহ তায়ালার যাত ও সিফাতের উপর ঈমান আনয়ন কর। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুমসমূহের উপর আমল কর। আর এই ঈমান ও আমল যেন সাময়িক না হয়। বরং পাকাপোক্তভাবে উহার উপর কায়েম থাক। (মাযাহেরে হক)

٣٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ الْإِيْمَانَ لَيَخْلَقُ فِيْ جَوْفِ أَحَدِكُمْ كَمَا يَخْلَقُ الثَّوْبُ الْخَلِقُ فَاسْئَلُوا اللّٰهَ أَنْ يُّجَدِّدَ الْإِيْمَانَ فِى قُلُوْبِكُمْ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث لم يخرج فى الصحيحين ورواته مصريون ثقات، وقد احتج مسلم فى الصحيح، ووافقه الذهبى ١/٤

৩৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঈমান তোমাদের অন্তরে এমনিভাবে পুরানা (ও দুর্বল) হইয়া যায়, যেমন কাপড় পুরানা হইয়া যায়। সুতরাং আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া কর যেন তিনি তোমাদের অন্তরে ঈমানকে তাজা রাখেন। (মুসতাদরাকে হাকেম)

٣٩- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ ﷺ: إِنَّ اللّٰهَ تَجَاوَزَ لِىْ عَنْ أُمَّتِىْ مَا وَسْوَسَتْ بِهِ صُدُوْرُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ. رواه البخارى، باب الخطأ والنسيان فى العتاقة ....، رقم:٢٥٢٨

৩৯. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা আমার উম্মতের (ঐ সকল) ওয়াসওয়াসাসমূহকে মাফ করিয়া দিয়াছেন

(যাহা ঈমান ও একীনের বিপরীত অথবা গুনাহের ব্যাপারে অনিচ্ছাকৃত তাহার অন্তরে আসে)। যতক্ষণ পর্যন্ত সে ব্যক্তি ঐ ওয়াসওয়াসা মোতাবিক আমল না করে অথবা উহাকে মুখ উচ্চারণ না করে। (বোখারী)

٤٠- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلُوْهُ: إِنَّا نَجِدُ فِيْ أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ، قَالَ: أَوَ قَدْ وَجَدْتُمُوْهُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: ذٰلِكَ صَرِيْحُ الْإِيْمَانِ.

رواه مسلم، باب بيان الوسوسة فى الإيمان ...، رقم: ٣٤٠

৪০. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, কয়েকজন সাহাবা (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, আমাদের অন্তরে এমন কিছু কল্পনা আসে যাহা মুখে উচ্চারণ করা আমরা অত্যন্ত খারাপ মনে করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, সত্যিই কি তোমাদের নিকট ঐ সমস্ত কল্পনা মুখে উচ্চারণ করিতে খারাপ লাগে? সাহাবা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, জ্বি হাঁ। তিনি এরশাদ করিলেন, ইহাই তো ঈমান। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ যখন এই সকল চিন্তা ও কল্পনা তোমাদেরকে এত অস্থির করিয়া তোলে যে, এইগুলিকে বিশ্বাস করা তো দূরের কথা, মৌখিক উচ্চারণও তোমাদের নিকট অপছন্দনীয় তখন ইহাই তো পূর্ণ ঈমানের আলামত। (নববী)

٤١- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَكْثِرُوا مِنْ شَهَادَةِ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ. قَبْلَ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا. رواه أبو يعلى بإسناد جيد قوى، الترغيب ٤١٦/٢

৪১. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করেন যে, বেশী বেশী লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর সাক্ষ্য দিতে থাক, ঐ সময় আসার পূর্বে যখন তোমরা (মৃত্যু অথবা রোগ ব্যাধি ইত্যাদির কারণে) এই কলেমা উচ্চারণ করিতে পারিবে না।

(আবু ইয়ালা, তারগীব)

٤٢- عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ. رواه مسلم، باب الدليل على أن من مات ...، رقم: ١٣٦

৪২. হযরত ওসমান (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তির এমন অবস্থায় মৃত্যু আসে যে, সে একীনের সহিত জানে আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই, সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। (মুসলিম)

٤٣- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ حَقٌّ دَخَلَ الْجَنَّةَ. رواه ابويعلى فى مسنده ١/١٥٩

৪৩. হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি এই একীনের সহিত মৃত্যুবরণ করিল যে, আল্লাহ তায়ালার (অস্তিত্ব) হক, সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। (আবু ইয়ালা)

٤٤- عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: اِنِّيْ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اَنَا مَنْ اَقَرَّ لِيْ بِالتَّوْحِيْدِ دَخَلَ حِصْنِيْ وَمَنْ دَخَلَ حِصْنِيْ اَمِنَ مِنْ عَذَابِيْ. رواه الشيرازى وهوحديث صحيح، الجامع الصغير ٢/٢٤٣

৪৪. হযরত আলী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে কুদসীতে আপন রবের এই এরশাদ নকল করেন,—আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া কোন মাবুদ নাই, যে ব্যক্তি আমার একত্বকে স্বীকার করিল সে আমার দূর্গে প্রবেশ করিল। যে আমার দূর্গে প্রবেশ করিল সে আমার আযাব হইতে নিরাপদ হইয়া গেল। (সিরাজী, জামে' সগীর)

٤٥- عَنْ مَكْحُوْلٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ يُحَدِّثُ قَالَ: جَاءَ شَيْخٌ كَبِيْرٌ هَرِمٌ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلٰى عَيْنَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! رَجُلٌ غَدَرَ وَفَجَرَ وَلَمْ يَدَعْ حَاجَةً وَلَا دَاجَةً اِلَّا اقْتَطَفَهَا بِيَمِيْنِهِ، لَوْ قُسِمَتْ خَطِيْئَتُهُ بَيْنَ اَهْلِ الْاَرْضِ لَاَوْبَقَتْهُمْ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اَاَسْلَمْتَ؟ فَقَالَ: اَمَّا اَنَا فَاَشْهَدُ اَنْ لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: فَاِنَّ اللّٰهَ غَافِرٌ لَكَ

مَا كُنْتَ كَذٰلِكَ وَمُبَدِّلٌ سَيِّئَاتِكَ حَسَنَاتٍ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَغَدَرَاتِيْ وَفَجَرَاتِيْ؟ فَقَالَ: وَغَدَرَاتِكَ وَفَجَرَاتِكَ، فَوَلّٰى الرَّجُلُ يُكَبِّرُ وَيُهَلِّلُ. التفسير لابن كثير٣/٣٤٠

৪৫. হযরত মাকহুল (রহঃ) বলেন, একজন অত্যন্ত বৃদ্ধ ব্যক্তি যাহার উভয় ভ্রূ চোখের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। লোকটি আসিয়া আরজ করিল, হে আল্লাহর রাসূল! এমন এক ব্যক্তি যে অনেক বহু ওয়াদা ভঙ্গ ও গুনাহের কাজ করিয়াছে, এবং জায়েয, নাজায়েয সব রকমের খাহেশ পুরা করিয়াছে, আর তাহার গুনাহ এত বেশী যে, যদি সমগ্র দুনিয়াবাসীর মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হয় তবে সকলকে ধ্বংস করিয়া দিবে। এরূপ ব্যক্তির জন্য তওবার সুযোগ আছে কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তুমি কি মুসলমান হইয়াছ? সে আরজ করিল, জ্বি হাঁ। আমি কালেমায়ে শাহাদৎ

أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

এর সাক্ষ্যদান করি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যতক্ষণ তুমি এই কালেমার স্বীকারোক্তির উপর অবিচল থাকিবে আল্লাহ তায়ালা তোমার সবরকম ওয়াদা ভঙ্গ করা ও সকল গুনাহকে মাফ করিতে থাকিবেন এবং তোমার গুনাহসমূহকে নেকীর দ্বারা পরিবর্তন করিতে থাকিবেন। সেই বৃদ্ধ ব্যক্তি আরজ করিল, হে আল্লাহর রসূল! আমার সমস্ত ওয়াদা ভঙ্গ ও গুনাহ মাফ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ তোমার সমস্ত ওয়াদা ভঙ্গ ও গুনাহ মাফ। ইহা শুনিয়া সেই বৃদ্ধ ব্যক্তি আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিতে বলিতে পিঠ ঘুরাইয়া (আনন্দের সহিত) চলিয়া গেল। (ইবনে কাসীর)

٤٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ اللّٰهَ سَيُخَلِّصُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِيْ عَلٰى رُؤُوْسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ سِجِلًّا، كُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُوْلُ: أَتُنْكِرُ مِنْ هٰذَا شَيْئًا؟ أَظَلَمَكَ كَتَبَتِيَ الْحَافِظُوْنَ؟ يَقُوْلُ: لَا، يَا رَبِّ! فَيَقُوْلُ: أَفَلَكَ عُذْرٌ؟ فَيَقُوْلُ: لَا، يَا رَبِّ! فَيَقُوْلُ: بَلٰى، إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ

عَلَيْكَ الْيَوْمَ، فَيُخْرَجُ بِطَاقَةٌ فِيْهَا اَشْهَدُ اَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، فَيَقُوْلُ: احْضُرْ وَزْنَكَ، فَيَقُوْلُ: يَا رَبِّ! مَا هٰذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هٰذِهِ السِّجِلَّاتِ؟ فَقَالَ: فَإِنَّكَ لَا تُظْلَمُ قَالَ: فَتُوْضَعُ السِّجِلَّاتُ فِىْ كِفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِىْ كِفَّةٍ فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتُ وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ، وَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللّٰهِ شَيْءٌ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء فيمن يموت ٠٠٠٠٠، رقم:٢٦٣٩

৪৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা আমার উম্মতের মধ্য হইতে এক ব্যক্তিকে বাছাই করিয়া সমস্ত সৃষ্টির সম্মুখে ডাকিবেন এবং তাহার সম্মুখে আমলের নিরানব্বইটি দফতর খুলিবেন। প্রতিটি দফতর দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হইবে। অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, এই আমলনামাসমূহ হইতে তুমি কোন কিছু অস্বীকার কর কি? আমার যে সকল ফেরেশতারা আমলসমূহ লেখার কাজে ছিল তাহারা তোমার উপর কোন জুলুম করিয়াছে কি? (কোন গুনাহ না করা সত্বেও লিখিয়া দিয়াছে অথবা করার চেয়ে বেশী লিখিয়াছে?) সে আরজ করিবে, না। (না অস্বীকার করার কোন সুযোগ আছে, না ফেরেশতারা জুলুম করিয়াছে।) অতঃপর আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞাসা করিবেন। তোমার নিকট এই সকল বদআমলের কোন ওজর আছে কি? সে আরজ করিবে, না, কোন ওজরও নাই। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, আচ্ছা তোমার একটি নেকী আমার নিকট আছে। আজ তোমার উপর কোন জুলুম করা হইবে না। অতঃপর কাগজের একটি টুকরা বাহির করা হইবে যাহার মধ্যে

اَشْهَدُ اَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

লিখিত থাকিবে। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, যাও ইহাকে ওজন করিয়া লও। সে আরজ করিবে হে আমার রব, এত বড় বড় দফতরের মোকাবিলায় এই টুকরা কি কাজে আসিবে। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, তোমার উপর জুলুম করা হইবে না। অতঃপর ঐ সকল দফতর এক পাল্লায় রাখা হইবে আর কাগজের সেই টুকরা অপর পাল্লায় রাখা হইবে তখন সেই কাগজের টুকরার ওজনের মোকাবিলায় দফতরওয়ালা পাল্লা

উড়িতে আরম্ভ করিবে। (প্রকৃত কথা হইল) আল্লাহ তায়ালার নামের মোকাবিলায় কোন জিনিস ওজনই রাখে না। (তিরমিযী)

٤٧- عَنْ أَبِيْ عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَا يَلْقَى اللّٰهَ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ بِهَا إِلَّا حَجَبَتْهُ عَنِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَفِي رِوَايَةٍ: لَا يَلْقَى اللّٰهَ بِهِمَا أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أُدْخِلَ الْجَنَّةَ عَلٰى مَا كَانَ فِيْهِ. رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ١/١٦٥

৪৭. হযরত আবু আম্‌রাহ আনসারী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোন মাবুদ নাই এবং আমি আল্লাহ তায়ালার রসূল। যে কোন বান্দা (অন্তর দ্বারা) এই কলেমার প্রতি একীন করিয়া আল্লাহ তায়ালার সহিত সাক্ষাত করিবে অবশ্যই এই কালেমায়ে শাহাদৎ তাহার জন্য কেয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুন হইতে আড়াল হইয়া যাইবে। এক রেওয়ায়াতে আছে, যে ব্যক্তি এই দুইটি বিষয় (আল্লাহ তায়ালার একত্ব ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাত)এর সাক্ষ্য লইয়া আল্লাহ তায়ালার সহিত কেয়ামতের দিন সাক্ষাৎ করিবে তাহাকে বেহেশতে দাখিল করা হইবে। চাই তাহার (আমলনামায়) যত গুনাহই থাকুক না কেন।

ফায়দা ঃ হাদীস ব্যাখ্যাকারগণ অন্যান্য হাদীসের আলোকে এই হাদীসও এই ধরনের অন্যান্য হাদীসসমূহের ব্যাখ্যা এরূপ করেন যে, যে ব্যক্তি উভয় শাহাদৎ অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার একত্ব ওরাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রেসালাতের সাক্ষ্য লইয়া আল্লাহ তায়ালার দরবারে পৌছিবে, তাহার আমলনামায় যদি গুনাহ থাকেও তবুও আল্লাহ তায়ালা তাহাকে অবশ্যই বেহেশতে দাখেল করিবেন। হয় আপন মেহেরবানীতে ক্ষমা করিয়া দিয়া অথবা গুনাহের শাস্তি দান করিয়া।

(মাআরেফুল হাদীস)

٤٨- عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يَشْهَدُ أَحَدٌ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَيَدْخُلَ النَّارَ، أَوْ تَطْعَمَهُ.

(وهو بعض الحديث) رواه مسلم، باب الدليل على أن من مات ....، رقم:١٤٩

৪৮. হযরত ইতবান ইবনে মালেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে,

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এমন হইতে পারে না যে, কোন ব্যক্তি এই কথার সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোন মাবুদ নাই এবং আমি (মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তায়ালার রসূল। অতঃপর সে জাহান্নামে দাখিল হইবে অথবা জাহান্নামের আগুন তাহাকে ভক্ষণ করিবে। (মুসলিম)

৪৯- عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لَآ إِلٰـهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ فَذَلَّ بِهَا لِسَانُهُ وَاطْمَأَنَّ بِهَا قَلْبُهُ لَمْ تَطْعَمْهُ النَّارُ. رواه البيهقي في شعب الإيمان ١/ ٤١

৪৯. হযরত আবু কাতাদাহ (রাযিঃ) তাহার পিতা হইতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি এই কথার সাক্ষ্য দিয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোন মাবুদ নাই এবং আমি (মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তায়ালার রসূল এবং (অধিক পরিমাণে বলার দরুন) তাহার জবান এই কালেমায় অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। আর এই কালেমা (পড়ার) দ্বারা অন্তরে প্রশান্তি লাভ হয়। এমন ব্যক্তিকে জাহান্নামের আগুন ভক্ষণ করিবে না। (বায়হাকী)

৫০- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ نَفْسٍ تَمُوْتُ وَهِيَ تَشْهَدُ أَنْ لَآ إِلٰـهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنِّي رَسُوْلُ اللّٰهِ يَرْجِعُ ذٰلِكَ إِلٰى قَلْبِ مُوْقِنٍ إِلَّا غَفَرَ اللّٰهُ لَهَا. رواه أحمد ٥/ ٢٢٩

৫০. হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যে কোন ব্যক্তি এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিবে যে, খাঁটি অন্তরে এই কথা সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোন মাবুদ নাই এবং আমি আল্লাহ তায়ালার রসূল, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। (আহমাদ)

৫১- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ـ وَمُعَاذٌ رَدِيْفُهُ عَلَى الرَّحْلِ ـ قَالَ: يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ! قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: يَامُعَاذُ! قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ ثَلَاثًا قَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَآ إِلٰـهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ، صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ!

أَفَلَا أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا؟ قَالَ: إِذًا يَتَّكِلُوا، وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا. رواه البخارى، باب من خص بالعلم قوما ٠ ٠ ٠ ٠ ٠، رقم:١٢٨

৫১. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত হযরত মুআয (রাযিঃ) একই উটের পিঠে সওয়ার ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে মুআয ইবনে জাবাল! তিনি আরজ করিলেন, لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ سَعْدَيْكَ (হে আল্লাহর রসূল, আমি হাজির)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় বলিলেন, হে মুআয! তিনি আরজ করিলেন, لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ سَعْدَيْكَ (হে আল্লাহর রসূল, আমি হাজির)। তিনবার এমন হইল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যে ব্যক্তি খাঁটি মনে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোন মা'বুদ নাই এবং মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তায়ালার রসূল। আল্লাহ তায়ালা এইরূপ ব্যক্তিকে দোযখের উপর হারাম করিয়া দিয়াছেন। হযরত মুআয (রাযিঃ) (এই সুসংবাদ শুনিয়া) আরজ করিলেন, আমি কি লোকদেরকে ইহার খবর দিব না যাহাতে তাহারা খুশী হইয়া যায়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তখন তাহারা উহার উপর ভরসা করিয়া বসিয়া থাকিবে (আমল করা ছাড়িয়া দিবে)।

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, হযরত মুআয (রাযিঃ) এই ভয়ে যে (হাদীস গোপন করার) গুনাহ না হইয়া যায় জীবনের শেষ মুহূর্তে লোকদের মধ্যে এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। (বোখারী)

ফায়দা ঃ যে সকল হাদীসে শুধু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এর সাক্ষ্যের উপর দোযখের আগুন হারাম হওয়া উল্লেখিত আছে। হাদীস ব্যাখ্যাকারগণ ঐরূপ হাদীসসমূহের দুইটি অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। এক এই যে, দোযখের চিরস্থায়ী আজাব হইতে মুক্তি পাইবে। অর্থাৎ কাফির, মুশরিকদের মত চিরস্থায়ীভাবে তাহাদেরকে দোযখে রাখা হইবে না। যদিও মন্দ আমলের শাস্তির জন্য কিছু সময় দোযখে রাখা হইবে। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর সাক্ষ্যের ভিতর পুরা ইসলামী জিন্দেগী অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। যে ব্যক্তি খাঁটি অন্তরে এবং বুঝিয়া শুনিয়া এই সাক্ষ্য দিয়াছে, তাহার জিন্দেগী পরিপূর্ণরূপে দ্বীন ইসলাম মোতাবেক হইবে। (মাজাহেরে হক)

٥٢- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ ﷺ: أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَآ إِلٰـهَ إِلَّا اللّٰهُ خَالِصًا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ.

(وهو بعض الحديث) رواه البخارى، باب صفة الجنة والنار، رقم: ٦٥٧٠

৫২. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার শাফায়াত দ্বারা কেয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশী উপকৃত ঐ ব্যক্তি হইবে যে খাঁটি দিলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিবে। (বোখারী)

٥٣- عَنْ رِفَاعَةَ الْجُهَنِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ ﷺ: أَشْهَدُ عِنْدَ اللّٰهِ لَا يَمُوْتُ عَبْدٌ يَشْهَدُ أَنْ لَآ إِلٰـهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَأَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ، ثُمَّ يُسَدِّدُ إِلَّا سَلَكَ فِى الْجَنَّةِ. (الحديث) رواه أحمد ١٦/٤

৫৩. হযরত রিফাআহ জুহানী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট এই কথার সাক্ষ্য দিতেছি, যে ব্যক্তি খাঁটি দিলে ইহার সাক্ষ্য দেয় যে, এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিবে যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোন মাবুদ নাই এবং আমি অর্থাৎ হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়ালার রসূল, অতঃপর নিজের আমলসমূহকে দুরুস্ত রাখে সে ব্যক্তি অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করিবে। (মুসনাদে আহমাদ)

٥٤- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنِّىْ لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُوْلُهَا عَبْدٌ حَقًّا مِنْ قَلْبِهِ فَيَمُوْتُ عَلٰى ذٰلِكَ إِلَّا حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ، لَآ إِلٰـهَ إِلَّا اللّٰهُ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبى ٧٢/١

৫৪. হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আমি এমন একটি কালেমা জানি যে কোন বান্দা অন্তর দ্বারা হক মনে করিয়া উহা বলিবে এবং ঐ অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করিবে, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাহার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করিয়া দিবেন। সেই

কালেমা হইল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। (মুসতাদরাকে হাকেম)

٥٥- عَنْ عِيَاضٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ كَلِمَةٌ، عَلَى اللّٰهِ كَرِيْمَةٌ، لَهَا عِنْدَ اللّٰهِ مَكَانٌ، وَهِيَ كَلِمَةٌ مَنْ قَالَهَا صَادِقًا أَدْخَلَهُ اللّٰهُ بِهَا الْجَنَّةَ وَمَنْ قَالَهَا كَاذِبًا حَقَنَتْ دَمَهُ وَأَحْرَزَتْ مَالَهُ وَلَقِيَ اللّٰهَ غَدًا فَحَاسَبَهُ. رواه البزار ورجاله موثقون، مجمع الزوائد ١/١٧٤

৫৫. হযরত ইয়ায আনসারী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কালেমা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ আল্লাহ তায়ালার নিকট বড় মর্যাদাপূর্ণ ও মূল্যবান কালেমা। আল্লাহ তায়ালার নিকট উহার বড় মর্যাদা ও স্থান রহিয়াছে। যে ব্যক্তি উহাকে খাঁটি দিলে বলিবে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে জান্নাতে দাখিল করিবেন। আর যে ব্যক্তি উহাকে মিথ্যা ও কপট মনে বলিবে, এই কালিমা (দুনিয়াতে তো) তাহার জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার কারণ হইয়া যাইবে, কিন্তু কাল কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার সহিত এমন অবস্থায় মিলিত হইবে যে, আল্লাহ তায়ালা তাহার হিসাব লইবেন। (বাযযার, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

ফায়দা ঃ মিথ্যা ও কপট মনে কালেমা বলার কারণে জান ও মালের হেফাজত হইয়া যাইবে, কেননা এই ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে মুসলমান অতএব তাহাকে ঐ সমস্ত কাফেরদের মত কতল করা হইবে না এবং তাহার মালও ছিনাইয়া লওয়া হইবে না যাহারা সরাসরি মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ করে।

٥٦- عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ يُصَدِّقُ قَلْبُهُ لِسَانَهُ دَخَلَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ. رواه أبو يعلى ١/٦٨

৫৬. হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি এমনভাবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর সাক্ষ্য দিয়াছে যে, তাহার অন্তর তাহার জবানকে সত্য বলিয়া স্বীকার করে সে জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়া ইচ্ছা প্রবেশ করিতে পারিবে। (মুসনাদে আবু ইয়ালা)

৫৭- عَنْ أَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَبْشِرُوا وَبَشِّرُوا مَنْ وَرَاءَكُمْ أَنَّهُ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ صَادِقًا بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ . رواه أحمد والطبرانى فى الكبير ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ١/١٥٩

৫৭. হযরত আবু মূসা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সুসংবাদ গ্রহণ কর ও অন্যদেরকেও সুসংবাদ দান কর, যে ব্যক্তি খাঁটি দিলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ স্বীকার করিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

(মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

৫৮- عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ مُخْلِصًا دَخَلَ الْجَنَّةَ. مجمع البحرين فى زوائد المعجمين ١/٥٦ قال المحقق: صحيح لجميع طرقه

৫৮. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি এখলাসের সহিত এই কথার সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোন মাবুদ নাই এবং মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার বান্দা ও তাঁহার রসূল। সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। (মাজমাউল বাহরাইন)

৫৯- عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ فِيْ عَارِضَتَيِ الْجَنَّةِ مَكْتُوْبًا ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ بِالذَّهَبِ، السَّطْرُ الْأَوَّلُ: لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ، وَالسَّطْرُ الثَّانِي: مَا قَدَّمْنَا وَجَدْنَا وَمَا أَكَلْنَا رَبِحْنَا وَمَا خَلَّفْنَا خَسِرْنَا، وَالسَّطْرُ الثَّالِثُ: أُمَّةٌ مُذْنِبَةٌ وَرَبٌّ غَفُوْرٌ. رواه الرافعى وابن النجار وهو حديث صحيح، الجامع الصغير ١/٦٤٥

৫৯. হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি জান্নাতে প্রবেশ করিয়া উহার উভয় পার্শ্বে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত তিনটি লাইন দেখিতে পাইলাম। প্রথম লাইন—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। দ্বিতীয়

লাইন—যাহা আমরা আগে পাঠাইয়া দিয়াছি অর্থাৎ দান খয়রাত ইত্যাদি করিয়াছি উহার প্রতিদান পাইয়াছি, আর যাহা কিছু আমরা দুনিয়াতে পানাহার করিয়াছি, উহা দ্বারা লাভবান হইয়াছি। যাহা কিছু দুনিয়াতে ছাড়িয়া আসিয়াছি উহাতে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। তৃতীয় লাইন—উম্মত গোনাহগার এবং রব ক্ষমাকারী। (রাফেঈ, ইবনে নাজ্জার, জামে' সগীর)

٦٠- عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَنْ يُّوَافِيَ عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُوْلُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ يَبْتَغِيْ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ إِلَّا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ النَّارَ. رواه البخارى، باب العمل الذى يبتغى به وجه الله تعالى، رقم:٦٤٢٣

৬০. হযরত ইতবান ইবনে মালেক আনসারী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন এমনভাবে আসিবে যে, সে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিয়াছে আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর দোযখের আগুনকে অবশ্যই হারাম করিয়া দিবেন। (বোখারী)

٦١- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ فَارَقَ الدُّنْيَا عَلَى الْإِخْلَاصِ لِلّٰهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، فَارَقَهَا وَاللّٰهُ عَنْهُ رَاضٍ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى ٣٣٢/٢

৬১. হযরত আনাস (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় দুনিয়া হইতে বিদায় গ্রহণ করিল যে, সে আল্লাহ তায়ালার প্রতি আন্তরিক ও মুখলেস ছিল, যিনি অদ্বিতীয়, যাঁহার কোন শরীক নাই, এবং (সারাজীবন) সে নামায কায়েম করিয়াছে, (আর সম্পদশালী হইলে) যাকাত আদায় করিয়াছে, সে এমন অবস্থায় বিদায় গ্রহণ করিল যে, আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট। (মুস্তাদরাকে হাকেম)

ফায়দাঃমুখলেস হওয়ার অর্থ আন্তরিকভাবে আনুগত্য গ্রহণ করিয়াছে।

٦٢- عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَخْلَصَ قَلْبَهُ لِلْإِيْمَانِ وَجَعَلَ قَلْبَهُ سَلِيْمًا وَلِسَانَهُ صَادِقًا وَنَفْسَهُ

مُطْمَئِنَّةً وَخَلِيْقَتَهُ مُسْتَقِيْمَةً وَجَعَلَ أُذُنَهُ مُسْتَمِعَةً وَعَيْنَهُ نَاظِرَةً.

(الحديث) رواه أحمد٥/١٤٧

৬২. হযরত আবু যর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে ঐ ব্যক্তি সফলতা লাভ করিয়াছে, যে নিজের অন্তরকে ঈমানের জন্য খালেস করিয়াছে এবং নিজের অন্তরকে (কুফর ও শিরক) হইতে পবিত্র করিয়াছে, নিজের জবানকে সত্যবাদী রাখিয়াছে, নিজের নফসকে প্রশান্ত করিয়াছে, (অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার স্মরণ ও তাহার মর্জিমত চলার দ্বারা নফস শান্তি লাভ করে) নিজের স্বভাবকে ঠিক রাখিয়াছে, (মন্দ পথে চলে নাই) নিজের কানকে সত্য শ্রবণকারী বানাইয়াছে, নিজের চোখকে (ঈমানের দৃষ্টিতে) দৃষ্টিপাতকারী বানাইয়াছে। (মুসনাদে আহমাদ)

٦٣- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ لَقِيَ اللّٰهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ. رواه مسلم، باب الدليل على من مات......، رقم:٢٧٠

৬৩. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সহিত এমন অবস্থায় মিলিত হইবে যে, তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করে নাই সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সহিত এমন অবস্থায় মিলিত হইবে যে, সে তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করিয়াছে, সে দোযখে প্রবেশ করিবে। (মুসলিম)

٦٤- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ النَّارَ. عمل اليوم والليلة للنسائي، رقم:١١٢

৬৪. হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিয়াছে যে সে আল্লাহ তায়ালার সহিত কাহাকেও শরীক করে নাই অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর দোযখের আগুন হারাম করিয়া দিয়াছেন।

(আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ)

٦٥- عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ مَاتَ وَهُوَ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ مَغْفِرَتُهُ. رواه الطبرانى فى الكبير وإسناده لا بأس به، مجمع الزوائد ١/١٦٤

৬৫. হযরত নাওয়াস ইবনে মাসআন (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন, যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিল যে, সে আল্লাহ তায়ালার সহিত কাহাকেও শরীক করে নাই, অবশ্যই তাহার জন্য মাগফিরাত অবধারিত হইয়া গিয়াছে। (তাবারানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

٦٦- عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَا مُعَاذُ! هَلْ سَمِعْتَ مُنْذُ اللَّيْلَةِ حِسًّا؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: إِنَّهُ أَتَانِيْ آتٍ مِنْ رَبِّيْ، فَبَشَّرَنِيْ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِيْ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَفَلَا أَخْرُجُ إِلَى النَّاسِ فَأُبَشِّرُهُمْ، قَالَ: دَعْهُمْ فَلْيَسْتَبِقُوا الصِّرَاطَ. رواه الطبرانى فى الكبير ٢٠/٥٩

৬৬. হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন,হে মুআয ! তুমি কি অদ্য রাত্রে কোন আওয়াজ শুনিতে পাইয়াছ? আমি আরজ করিলাম, না। তিনি এরশাদ করিলেন, আমার নিকট আমার রবের পক্ষ হইতে একজন ফেরেশতা আসিয়াছেন। তিনি আমাকে এই সুসংবাদ দিয়াছেন যে, আমার উম্মতের মধ্য হইতে যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিবে যে, সে আল্লাহ তায়ালার সহিত কাহাকেও শরীক করে নাই সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আমি আরজ করিলাম; হে আল্লাহর রসূল ! কি আমি লোকদের নিকট যাইয়া এই সুসংবাদ শুনাইয়া দিব না? তিনি বলিলেন, তাহাদেরকে নিজ অবস্থায় থাকিতে দাও, যেন তাহারা (আমলের) রাস্তায় পরস্পর প্রতিযোগিতামূলক আগে বাড়িতে থাকে। (তাবারানী)

٦٧- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَا مُعَاذُ! أَتَدْرِيْ مَا حَقُّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ؟ قَالَ: قُلْتُ: اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ: فَإِنَّ حَقَّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ أَنْ لَا

يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. (الحديث) رواه مسلم، باب الدليل على أن من مات ...، رقم: ١٤٤

৬৭. হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হে মুআয! তুমি কি জান যে, বান্দাগণের উপর আল্লাহ তায়ালার কি হক? আর আল্লাহ তায়ালার উপর বান্দাগণের কি হক? আমি আরজ করিলাম, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার রসূল অধিক জানেন। তিনি বলিলেন, বান্দাগণের উপর আল্লাহ তায়ালার হক হইল, তাহার ইবাদত করিবে ও তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না। আর আল্লাহ তায়ালার উপর বান্দাগণের হক হইল, যে বান্দা তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না তাহাকে তিনি আযাব দিবেন না। (মুসলিম)

٦٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ لَقِيَ اللّٰهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَقْتُلُ نَفْسًا لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ خَفِيْفُ الظَّهْرِ.

رواه الطبراني في الكبير وفي إسناده ابن لهيعة، مجمع الزوائد ١/١٦٧، ابن لهيعة صدوق، تقريب التهذيب

৬৮. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সহিত এমন অবস্থায় সাক্ষাত করিবে যে, আল্লাহ তায়ালার সহিত কাহাকেও শরীক করে নাই এবং কাহাকেও হত্যা করে নাই সে আল্লাহ তায়ালার দরবারে (এই দুই গুনাহের বোঝা না থাকার কারণে) হালকা অবস্থায় হাজির হইবে। (তাবারানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

٦٩- عَنْ جَرِيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلَمْ يَتَنَدَّ بِدَمٍ حَرَامٍ أُدْخِلَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ. رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون، مجمع الزوائد ١/١٦٥

৬৯. হযরত জারীর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিবে যে, আল্লাহ তায়ালার সহিত কাহাকেও শরীক সাব্যস্ত করে না এবং অন্যায়ভাবে কাহাকেও হত্যা করিয়া হাত রঞ্জিত করে নাই তাহাকে জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়া চাহিবে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইবে। (তাবরানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

গায়েবের বিষয়সমূহের প্রতি ঈমান

আল্লাহ তায়ালার উপর ও সমস্ত গায়েবী বিষয়ের উপর ঈমান আনা, এবং হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি খবরকে না দেখিয়া শুধু তাহার প্রতি আস্থার কারণে নিশ্চিতরূপে সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া এবং তাহার দেওয়া খবরের মোকাবিলায় অস্থায়ী স্বাদ আহলাদ, এবং মানুষের প্রত্যক্ষ দর্শন ও বস্তুগত অভিজ্ঞতাকে বর্জন করা।

আল্লাহ তায়ালা, তাঁহার মহান গুণাবলী, তাঁহার রসূল ও তাকদীরের উপর ঈমান

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ﴾ [البقرة:١٧٧]

(ইয়াহুদী ও নাসারাগণ বলিল যে, আমাদের ও মুসলমানদের কেবলা

যখন এক, তখন আমরা কি করিয়া আযাবের উপযুক্ত হইতে পারি? এই ধারণার জবাবে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন) শুধু ইহাই কোন সকল নেকী (গুণ) নহে যে তোমরা তোমাদের চেহারা পূর্বমুখী অথবা পশ্চিমমুখী কর। বরং নেকী তো এই যে, কোন ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার (সত্তা ও গুণাবলীর) উপর দৃঢ়বিশ্বাস রাখে এবং (এমনিভাবে) আখেরাতের দিনের উপর, ফেরেশতাদের উপর, সকল আসমানী কিতাবসমূহের উপর এবং নবীদের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। আর মালের প্রতি মহব্বত ও নিজের প্রয়োজন সত্ত্বেও আত্মীয়-স্বজন, এতীম, মিসকীন, মুসাফির ও গোলামদেরকে মুক্ত করার মধ্যে খরচ করে এবং নামাযের পাবন্দি করে এবং যাকাতও আদায় করে, (আর এই সকল আকীদা ও আমলের সহিত তাহাদের এই আখলাকও হয় যে,) যখন তাহারা কোন শরীয়তসম্মত কাজের ওয়াদা করে তখন সেই ওয়াদাকে পুরা করে এবং তাহারা অভাব অনটনে, অসুস্থতায় ও যুদ্ধের কঠিন অবস্থায় ধীরস্থির থাকে। ইহারাই সত্যবাদী লোক এবং ইহারাই খোদাভীরু। (বাকারা ১৭৭)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۭ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۭ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۡ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ﴾ [فاطر:٣]

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে,—হে লোকসকল, তোমরা আল্লাহ তায়ালার ঐ সকল অনুগ্রহসমূহকে স্মরণ কর যাহা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতি করিয়াছেন। (একটু চিন্তা করিয়া তো দেখ!) আল্লাহ তায়ালা ছাড়াও কি আর কোন স্রষ্টা আছেন যিনি তোমাদেরকে আসমান ও জমিন হইতে রিযিক পৌছাইয়া থাকেন? তিনি ছাড়া কোন সত্য মাবুদ নাই। অতএব তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া যাইতেছ? (ফাতির ৩)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ ۭ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ﴾

[الأنعام: ١٠١]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—তিনি আসমান ও জমিনসমূহকে পূর্ব নমুনা ব্যতীত সৃষ্টিকারী, তাহার কোন সন্তান কিভাবে থাকিতে পারে যখন তাহার কোন স্ত্রীই নাই এবং আল্লাহ তায়ালাই প্রত্যেক জিনিসকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আর তিনিই প্রত্যেক জিনিসকে জানেন। (আল আনআম ১০১)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ۞ ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ﴾ [الواقعة:٥٨،٥٩]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—আচ্ছা, তবে বলত দেখি, তোমরা (নারীর গর্ভে) যেই শুক্রবিন্দু পৌঁছাইয়া থাক, উহাকে তোমরাই মানুষ বানাও নাকি আমিই সৃষ্টিকারী? (ওয়াকেয়া ৫৮–৫৯)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ۞ ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ﴾ [الواقعة: ٦٣،٦٤]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—আচ্ছা তবে বলত দেখি, জমিনে যে বীজ তোমরা বপন করিয়া থাক, তাহা কি তোমরাই অঙ্কুরিত কর নাকি আমি তাহার অঙ্কুরণকারী। (ওয়াকেয়া ৬৩–৬৪)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اَفَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِىْ تَشْرَبُوْنَ۞ ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ۞ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ۞ اَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِىْ تُوْرُوْنَ۞ ءَاَنْتُمْ اَنْشَاْتُمْ شَجَرَتَهَآ اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُوْنَ﴾ [الواقعة:٦٨-٧٢]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,---আচ্ছা তবে বলত দেখি, যেই পানি তোমরা পান করিয়া থাক, উহা কি তোমরা মেঘ হইতে বর্ষণ করিয়াছ, নাকি আমি উহার বর্ষণকারী। যদি আমি ইচ্ছা করি তবে ঐ পানিকে তিক্ত করিয়া দিতে পারি, তবে কেন তোমরা শোকর কর না।

আচ্ছা তবে বলত দেখি ! যে আগুন তোমরা প্রজ্জ্বলিত করিয়া থাক, উহা নির্দিষ্ট বৃক্ষকে (এমনিভাবে আরও যে সকল উপকরণ হইতে আগুন সৃষ্টি হয় উহাকে) তোমরা সৃষ্টি করিয়াছ, নাকি আমি উহার সৃষ্টিকারী। (ওয়াকেয়া ৬৮–৭২)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اِنَّ اللّٰهَ فٰلِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى ؕ يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَىِّ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ۞ فَالِقُ الْاِصْبَاحِ ۚ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ۞ وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِىْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ؕ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ۞

وَهُوَ الَّذِىْ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَّمُسْتَوْدَعٌ ؕ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّفْقَهُوْنَ۞ وَهُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَىْءٍ فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ۚ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ ۙ وَّجَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ؕ اُنْظُرُوْٓا اِلٰى ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ۞ [الأنعام: ٩٥-٩٩]

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে,—নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তায়ালা বীজ ও আঁটিকে বিদীর্ণকারী আর তিনিই নির্জীব হইতে সজীবকে বাহির করেন, এবং তিনিই সজীব হইতে নির্জীবকে বাহির করেন, তিনিই তো আল্লাহ, যাহার এরূপ কুদরত রহিয়াছে। সুতরাং তোমরা (আল্লাহ তায়ালাকে ছাড়িয়া অপরের দিকে) কোথায় চলিয়া যাইতেছ। সেই আল্লাহ্ রাত্র হইতে প্রভাতের বিকাশকারী, আর তিনি রাত্রিকে আরামের জন্য বানাইয়াছেন, তিনি সূর্য ও চন্দ্রের চলনকে হিসাবমত রাখিয়াছেন, এবং উহাদের গতির হিসাব এমন সত্তার পক্ষ হইতে নির্ধারিত আছে যিনি বড় ক্ষমতাবান ও মহাজ্ঞানী। আর তিনি তোমাদের ফায়দার জন্য নক্ষত্ররাজিকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যেন তোমরা উহাদের সাহায্যে রাত্রির অন্ধকারে স্থলভাগে এবং সমুদ্রে পথের সন্ধান লাভ করিতে পার। আর আমি এই সকল নিদর্শন অত্যন্ত বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া দিয়াছি ঐ সকল লোকদের জন্যে যাহারা ভাল মন্দের জ্ঞান রাখে। আর তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদেরকে (মৌলিকভাবে) একই ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, অনন্তর কিছু সময়ের জন্য জমিন হইল তোমাদের ঠিকানা, অতঃপর তোমাদেরকে কবরের হাওয়ালা করিয়া দেওয়া হয়, নিশ্চয় আমি এই সকল প্রমাণসমূহও বিশদরূপে বর্ণনা করিয়া দিয়াছি ঐ সকল লোকদের জন্যে যাহারা বুঝে। আর আল্লাহ যিনি আসমান হইতে পানি বর্ষণ করিয়াছেন এবং একই পানি দ্বারা আমি সর্বপ্রকার উদ্ভিদ জমিন হইতে বাহির করিয়াছি, অতঃপর আমি উহা হইতে সবুজ ফসল বাহির করিয়াছি, অনন্তর সেই ফসল হইতে আমি এমন শস্যদানা বাহির করি যাহা একে অন্যের উপর সংস্থাপিত হয়, আর খেজুর গাছ অর্থাৎ উহার মাথী হইতে এমন ছড়া বাহির হয় যাহা ফলের ভারে ঝুকিয়া থাকে। অনন্তর সেই একই পানি হইতে আঙ্গুরের বাগান, জয়তুন এবং আনারের গাছ সৃষ্টি করিয়াছি, যাহার ফল রং, আকার ও স্বাদের দিক হইতে একে অন্যের সদৃশ, আবার কতক অসাদৃশ্য,

প্রত্যেক গাছের ফলের প্রতি একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখ যখন উহা ফলবান হয়, একেবারেই কাঁচা ও বিস্বাদ, অতঃপর উহার পাকিবার মধ্যেও গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখ যে, ঐ সময় সমুদয় গুণাবলীতে পরিপূর্ণ হইয়া যায়, নিঃসন্দেহে ইয়াকীন ওয়ালাদের জন্য এইসব বস্তুর মধ্যে বড় নিদর্শনসমূহ রহিয়াছে। (আল আনআম ৯৫–৯৯)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ وَلَهُ الْكِبْرِيَآءُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ﴾ [الجاثية:٣٦،٣٧]

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে,—সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আসমানসমূহের প্রতিপালক এবং জমিনসমূহেরও প্রতিপালক এবং সমগ্র জগতের প্রতিপালক। আর আসমানসমূহে ও জমিনে সর্বপ্রকার শ্রেষ্ঠত্ব তাহারই জন্যে বিরাজমান। তিনি মহাপরাক্রান্ত এবং প্রজ্ঞাময়। (জাসিয়া ৩৬–৩৭)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ۫ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۞ تُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ ۫ وَتُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ ۫ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [آل عمران:٢٦،٢٧]

আল্লাহ তায়ালা আপন রসূল (সাঃ)কে সম্বোধন করিয়া এরশাদ করিয়াছেন,—আপনি এইরূপ বলুন, হে আল্লাহ! হে সমস্ত রাজ্যের মালিক, আপনি রাজ্যের যতটুকু অংশ যাহাকে ইচ্ছা দান করেন। আর যাহার নিকট হইতে ইচ্ছা ছিনাইয়া লন, আপনি যাহাকে ইচ্ছা ইজ্জত দান করেন, যাহাকে ইচ্ছা অপদস্থ করিয়া দেন, সমস্ত কল্যাণ আপনারই অধিকারে রহিয়াছে, নিশ্চয় আপনি সর্ববিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান। আপনি রাত্রকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং আপনিই দিনকে রাত্রির মধ্যে প্রবেশ করান, অর্থাৎ আপনি কোন মৌসুমে রাত্রের কিছু অংশকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান যাহাতে দিন বড় হইয়া যায়, আবার কোন মৌসুমে দিনের অংশকে রাত্রির মধ্যে প্রবেশ করান, ইহাতে রাত্রি বড় হইয়া যায়। আর আপনি সজীবকে নির্জীব হইতে বাহির করেন আর নির্জীবকে সজীব হইতে বাহির করেন, আর আপনি যাহাকে চাহেন অপরিমিত রিযিক দান

করেন। (আলে ইমরান ২৬–২৭)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ اِلَّا هُوَ ۗ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۗ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۞ وَهُوَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰىكُمْ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ لِيُقْضٰٓى اَجَلٌ مُّسَمًّى ۚ ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ﴾ [الأنعام:٥٩، ٦٠]

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে,—আর আল্লাহ তায়ালারই নিকটে আছে সমস্ত গুপ্ত বস্তুর ভাণ্ডার, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া ঐ সকল গুপ্ত ভাণ্ডার সম্পর্কে কেহই জানে না। আর তিনি সবকিছুই অবগত আছেন যাহা কিছু স্থলে এবং সমুদ্রে রহিয়াছে, এবং গাছ হইতে কোন পাতা ঝরে না তাহার অজ্ঞাতসারে, আর জমিনের অন্ধকারে যে কোন বীজই পতিত হয় তিনি উহাকে জানেন এবং প্রত্যেক আর্দ্র ও শুষ্ক বস্তু পূর্ব হইতেই আল্লাহ তায়ালার নিকট লওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আর সেই আল্লাহ তায়ালাই যিনি রাত্রে তোমাদেরকে নিদ্রাদান করেন এবং তোমরা দিনের বেলায় যাহা কিছু করিয়াছ তাহা জানেন। অতঃপর (আল্লাহ তায়ালাই) তোমাদেরকে নিদ্রা হইতে জাগ্রত করেন যেন জীবনের নির্দিষ্ট সীমা কাল পূর্ণ করা হয়। অবশেষে তাহারই দিকে তোমাদিগকে ফিরিতে হইবে, অতঃপর তোমাদেরকে ঐ সকল আমলের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করিবেন যাহা তোমরা করিতে। (আল আনআম ৫৯–৬০)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ﴾ [الأنعام:١٤]

আল্লাহ তায়ালা আপন রসূল (সাঃ)কে সম্বোধন করিয়া এরশাদ করিয়াছেন,— আপনি তাহাদেরকে বলিয়া দিন, আমি কি সেই আল্লাহ তায়ালাকে ব্যতীত অন্য কাহাকেও নিজের সাহায্যকারী সাব্যস্ত করিব যিনি আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা, এবং তিনিই সকলকে আহার দান করেন, আর তাহাকে কেহ আহার প্রদান করে না। (কেননা সেই সত্তা এই সকল প্রয়োজন হইতে পবিত্র) (আল আনআম ১৪)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهٗ ز وَمَا نُنَزِّلُهٗ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ﴾ [الحجر:٢١]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,— আমার নিকট প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার ভরপুর রহিয়াছে। কিন্তু আমি হেকমতের সহিত প্রতিটি বস্তু এক নির্ধারিত পরিমাণে নাযিল করিতে থাকি। (হিজর ২১)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا﴾ [النساء: ١٣٩]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,— এই সকল (মুনাফিক) লোকেরা কি কাফেরদের নিকট সম্মান তালাশ করে? বস্তুত সমস্ত সম্মান আল্লাহ তায়ালারই অধিকারে রহিয়াছে। (নিসা ১৩৯)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ق اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ ز وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ﴾ [العنكبوت:٦٠]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—আর অনেক প্রাণী এমন রহিয়াছে যাহারা আপন রুজি জমা করিয়া রাখে না। আল্লাহ তায়ালাই তাহাদেরকেও তাহাদের তকদীরের রুজি পৌঁছাইয়া থাকেন এবং তোমাদিগকেও। আর তিনি সবকিছু শুনেন, সবকিছু জানেন। (আল আনকাবুত ৬০)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ مَّنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِهٖ ط اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُوْنَ﴾ [الأنعام:٤٦]

আল্লাহ তায়ালা আপন রসূল (সাঃ)কে সম্বোধন করিয়া এরশাদ করিয়াছেন,—আপনি তাহাদিগকে বলুন, আচ্ছা বলত দেখি, যদি আল্লাহ তায়ালা (তোমাদের বদআমলের কারণে) তোমাদের শ্রবণ শক্তি ও দর্শন শক্তিগুলি সম্পূর্ণরূপে ছিনাইয়া নেন, এবং তোমাদের অন্তরসমূহের উপর মোহর লাগাইয়া দেন (যাহাতে কোন কথা বুঝিতে না পার) তবে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোন সত্তা এই বিশ্ব জগতে আছে কি যে তোমাদিগকে এই সমস্ত বস্তু পুনরায় ফিরাইয়া দিবে? আপনি দেখুন! আমি কিরূপে প্রমাণসমূহকে বিভিন্ন ধরনে বর্ণনা করিতেছি। তবুও তাহারা মুখ ফিরাইয়া লইতেছে। (আল আনআম ৪৬)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰـهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَآءٍ ط اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ☆ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰـهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ ط اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ﴾ [القصص: ٧١، ٧٢]

আল্লাহ তায়ালা আপন রসূল (সাঃ)কে সম্বোধন করিয়া এরশাদ করিয়াছেন,— আপনি তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, আচ্ছা বলত দেখি, যদি আল্লাহ তায়ালা কিয়ামত পর্যন্ত একাধারে রাত্রিকে তোমাদের উপর স্থায়ী করিয়া দেন, তবে আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কে এমন উপাস্য আছে, যে তোমাদের জন্য আলো আনিয়া দিবে? তোমরা কি শুনিতে পাও না। আপনি তাহাদেরকে আরো জিজ্ঞাসা করুন, আচ্ছা বলত দেখি! যদি আল্লাহ তায়ালা কেয়ামত পর্যন্ত তোমাদের উপর দিনকে স্থায়ী করিয়া দেন তবে আল্লাহ তায়ালা ভিন্ন কে এমন উপাস্য আছে যে তোমাদের জন্য রাত্রি আনিয়া দিবে? যাহাতে তোমরা উহাতে আরাম কর। তবুও কি তোমরা দেখ না? (কাসাস ৭১–৭২)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَمِنْ اٰيٰتِهِ الْجَوَارِ فِى الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ☆ اِنْ يَّشَاْ يُسْكِنِ الرِّيْحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهْرِهٖ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ☆ اَوْ يُوْبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوْا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيْرٍ﴾ [الشورى: ٣٢-٣٤]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—আর তাহার কুদরতের নিদর্শনসমূহের মধ্যে সমুদ্রে ভাসমান পর্বতাকার জাহাজসমূহ। যদি তিনি চাহেন বাতাসকে স্থির করিয়া দিতে পারেন, তখন ঐ জাহাজগুলি সমুদ্রের উপরিভাগে অচল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে। নিঃসন্দেহে ইহাতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য (আল্লাহ তায়ালার কুদরতের উপর) নিদর্শনসমূহ রহিয়াছে। অথবা যদি আল্লাহ তায়ালা চাহেন বাতাস বহাইয়া ঐ সকল জাহাজের সওয়ারীদিগকে তাহাদের মন্দ আমলের দরুন ধ্বংস করিয়া দেন। আর অনেককে তো ক্ষমাই করিয়া দেন। (শুরা ৩২–৩৪)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا ط يٰجِبَالُ اَوِّبِىْ مَعَهٗ وَالطَّيْرَ ج وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ﴾ [سبا: ١٠]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,— এবং আমি দাউদ (আঃ)কে আমার পক্ষ হইতে বড় নেয়ামত দান করিয়াছিলাম। সুতরাং আমি পর্বতসমূহকে হুকুম দিয়াছিলাম যে, দাউদ (আঃ)এর সহিত মিলিয়া তাসবীহ আদায় কর। এবং পাখীসমূহকেও একই নির্দেশ দিয়াছিলাম। আর আমি তাহার জন্য লৌহকে মোমের মত নরম করিয়া দিয়াছিলাম। (সাবা ১০)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ فَمَا كَانَ لَهٗ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ﴾ [القصص:٨١]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—আর আমি (কারুনের দুঃস্কৃতির কারণে) তাহাকে তাহার অট্টালিকা সহ জমিনে ধসাইয়া দিলাম। অতঃপর আল্লাহ তায়ালার আজাব হইতে তাহাকে বাঁচাইবার জন্য কোন দলই দাঁড়াইল না। আর সে নিজেও নিজেকে রক্ষা করিতে পারে নাই। (কাসাস ৮১)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿فَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ﴾ [الشعراء:٦٣]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—অতঃপর আমি মূসা (আঃ)কে নির্দেশ দিলাম যে, তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর, সুতরাং লাঠি দ্বারা আঘাত করিতেই সমুদ্র ফাটিয়া গেল (এবং ফাটিয়া কয়েকটি অংশে বিভক্ত হইয়া গেল যেন অনেকগুলি সড়ক তৈয়ার হইয়া গেল।) আর প্রত্যেক অংশই বিরাটকায় পর্বত সদৃশ ছিল। (শুআরা ৬৩)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَمَآ اَمْرُنَآ اِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾ [القمر:٥٠]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—এবং আমাদের নির্দেশ তো এমন যে, একবার বলিলেই চোখের পলকে পুরা হইয়া যায়। (আল কামার ৫০)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ﴾ [الأعراف:٥٤]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—স্মরণ রাখিও, সৃষ্টি করা তাহারই কাজ আর তাহারই হুকুম কার্যকর। (আ'রাফ ৫৪)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ﴾ [الأعراف:٥٩]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,— (প্রত্যেক নবী আসিয়া তাহার কওমকে একই দাওয়াত দিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালারই ইবাদত কর) আর তিনি ব্যতীত কোন সত্তাই এবাদতের উপযুক্ত নহে। (আল আ'রাফ ৫৯)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَلَوْ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ﴾ [لقمن:٢٧]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—(ঐ পবিত্র সত্তার গুণাবলী এত অধিক যে,) সমগ্র জগতে যত বৃক্ষ রহিয়াছে, যদি উহা দ্বারা কলম তৈয়ার করা হয়, আর এই যে সমুদ্র রহিয়াছে ইহা ব্যতীত আরও এইরূপ সাতটি সমুদ্রকে ঐ সমস্ত কলমের জন্য কালিরূপে ব্যবহার করা হয় এবং অতঃপর এই কলম ও কালিসমূহ দ্বারা আল্লাহ তায়ালার গুণাবলী লিখিতে আরম্ভ করা হয় তবে সমস্ত কলম ও কালি নিঃশেষ হইয়া যাইবে কিন্তু আল্লাহ তায়ালার গুণাবলীর বর্ণনা শেষ হইবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। (লোকমান ২৭)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوْلٰنَا ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ﴾ [التوبة:٥١]

আল্লাহ তায়ালা রসূলুল্লাহ (সাঃ)কে সম্বোধন করিয়া এরশাদ করিয়াছেন,—আপনি বলিয়া দিন, আমাদের উপর যে কোন বিপদ আপদই আসিবে উহা আল্লাহ তায়ালার হুকুমেই আসিয়া থাকিবে, তিনিই আমাদের মালিক (সুতরাং ঐ বিপদের মধ্যেও আমাদের জন্য কোন কল্যাণ নিহিত থাকিবে) আর মুসলমানদের জন্য উচিত হইল যে, শুধু আল্লাহ তায়ালার উপরই ভরসা করে। (তওবা ৫১)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَ ۚ وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ ؕ يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ﴾ [يونس:١٠٧]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—আর আল্লাহ তায়ালা যদি তোমাকে কোন কষ্টে নিপতিত করেন, তবে তিনি ছাড়া উহা মোচনকারী কেহ নাই, আর যদি তিনি তোমার প্রতি কোন শান্তি পৌঁছাইতে চান তবে তাহার অনুগ্রহে কোন বাধাদানকারী নাই, বরং তিনি স্বীয় অনুগ্রহ নিজের বান্দাদের মধ্য হইতে যাহাকে চাহেন দান করেন এবং তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতিশয় দয়ালু। (ইউনুস ১০৭)

হাদীস শরীফ

৭০- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ جِبْرِيْلَ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ حَدِّثْنِيْ مَا الْإِيْمَانُ؟ قَالَ: الْإِيْمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّيْنَ وَتُؤْمِنَ بِالْمَوْتِ وَبِالْحَيَاةِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَتُؤْمِنَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْحِسَابِ وَالْمِيْزَانِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ كُلِّهِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذٰلِكَ فَقَدْ آمَنْتُ؟ قَالَ: إِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ فَقَدْ آمَنْتَ. (وهو قطعة من حديث طويل) رواه أحمد ١/٣١٩

৭০. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত জিবরাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিলেন, আমাকে বলুন, ঈমান কাহাকে বলে? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, ঈমানের (বিবরণ) এই যে, তুমি আল্লাহ তায়ালার প্রতি, আখেরাতের দিনের প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি, আল্লাহ তায়ালার কিতাবসমূহের প্রতি, এবং নবীগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে, মৃত্যু ও মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হওয়ার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে, বেহেশত, দোযখ, হিসাব এবং আমলের পরিমাপের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে, এবং তাকদীরের ভাল ও মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে। হযরত জিবরাঈল (আঃ) আরজ করিলেন, আমি যদি এই সকল বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি তবে (কি) আমি ঈমানদার হইয়া যাইব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যখন তুমি এই সকল বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলে তখন তুমি ঈমানদার হইয়া গেলে। (মুসনাদে আহমাদ)

৭১- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْإِيْمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَبِلِقَائِهِ، وَرُسُلِهِ، وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ. (الحديث)

رواه البخاري، باب سؤال جبريل النبي ﷺ ...... رقم: ٥٠

৭১. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঈমান এই যে, তুমি আল্লাহ তায়ালাকে তাঁহার ফেরেশতাদিগকে এবং (আখেরাতে) আল্লাহ তায়ালার সহিত মিলিত হওয়াকে এবং তাঁহার রসূলগণকে সত্য বলিয়া জানিবে ও সত্য বলিয়া মানিবে, (এবং মৃত্যুর পর) পুনরায়) উত্থিত

হওয়াকে সত্য জানিবে ও সত্য মানিবে। (বোখারী)

٧٢- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ مَاتَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، قِيْلَ لَهُ ادْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شِئْتَ. رواه أحمد وفي إسناده شهر بن حوشب وقد وثق، مجمع الزوائد ١/١٨٢

৭২. হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তির মৃত্যু এমতাবস্থায় আসিবে যে, সে আল্লাহ তায়ালার প্রতি এবং কেয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে, তাহাকে বলা হইবে যে, তুমি জান্নাতের আটটি দরজা হইতে যে দরজা দ্বারা ইচ্ছা হয় প্রবেশ কর।

(মুসনাদে আহমাদ, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

٧٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَّةً بِابْنِ آدَمَ وَلِلْمَلَكِ لَمَّةً، فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ فَإِيْعَادٌ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيْبٌ بِالْحَقِّ، وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ فَإِيْعَادٌ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيْقٌ بِالْحَقِّ، فَمَنْ وَجَدَ ذٰلِكَ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ اللّٰهِ فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ، وَمَنْ وَجَدَ الْأُخْرٰى فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ثُمَّ قَرَأَ: ﴿اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ﴾ الآية. رواه الترمذى

৭৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষের অন্তরে একপ্রকার ভাবনা শয়তানের পক্ষ হইতে উদয় হয়, আর একপ্রকার ভাবনা ফেরেশতাদের পক্ষ হইতে উদয় হয়। শয়তানের পক্ষ হইতে যে ভাবনা উদয় হয় তাহা এই যে, সে মন্দ কাজের প্রতি এবং সত্যকে অস্বীকার করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করে। ফেরেশতাদের পক্ষ হইতে যেই ভাবনা উদয় হয় তাহা এই যে, সে নেক কাজের প্রতি এবং সত্যকে গ্রহণ করিবার প্রতি উৎসাহ প্রদান করে, সুতরাং যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে নেক কাজ ও সত্য গ্রহণের প্রতি উৎসাহ পায় তাহার বুঝা উচিত যে, ইহা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে হেদায়াত স্বরূপ, আর এই অবস্থার উপর তাহার শোকর আদায় করা উচিত। আর যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে অন্য

অবস্থা (শয়তানী চিন্তাভাবনা) পায় তাহার জন্য উচিত হইল বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ তায়ালার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনে করীমের আয়াত তেলাওয়াত করিলেন যাহার অর্থ হইল, শয়তান তোমাদিগকে দারিদ্রের ভয় দেখায়, এবং গুনাহের প্রতি উৎসাহিত করে। (তিরমিযী)

٧٤- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَجِلُّوا اللّٰهَ يَغْفِرْ لَكُمْ. رواه أحمد ٥/١٩٩

৭৪. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা আল্লাহ তায়ালার আজমত অন্তরে বসাও, তিনি তোমাদিগকে মাফ করিয়া দিবেন।

(মুসনাদে আহমাদ)

٧٥- عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا رَوَى عَنِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى أَنَّهُ قَالَ: يَا عِبَادِيْ! إِنِّيْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلٰى نَفْسِيْ، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا، يَا عِبَادِيْ! كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِيْ أَهْدِكُمْ، يَا عِبَادِيْ! كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطْعِمُونِيْ أُطْعِمْكُمْ، يَا عِبَادِيْ! كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُونِيْ أَكْسُكُمْ، يَا عِبَادِيْ! إِنَّكُمْ تُخْطِئُوْنَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا، فَاسْتَغْفِرُونِيْ أَغْفِرْ لَكُمْ، يَا عِبَادِيْ! إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّيْ فَتَضُرُّونِيْ، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِيْ فَتَنْفَعُونِيْ، يَاعِبَادِيْ! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، كَانُوا عَلٰى أَتْقٰى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا زَادَ ذٰلِكَ فِيْ مُلْكِيْ شَيْئًا،

يَاعِبَادِيْ! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، كَانُوا عَلٰى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِنْ مُلْكِيْ شَيْئًا، يَاعِبَادِيْ! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، قَامُوا فِيْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِيْ، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِمَّا عِنْدِيْ إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ، يَا

عِبَادِيْ! إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيْهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوَفِّيْكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذٰلِكَ فَلَا يَلُوْمَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. رواه مسلم، باب تحريم الظلم، رقم:٦٥٧٢

৭৫. হযরত আবু যার (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে কুদসীতে আপন রবের এই এরশাদ বর্ণনা করেন যে, হে আমার বান্দাগণ! আমি নিজের উপর জুলুমকে হারাম করিয়াছি এবং তোমাদের মাঝেও উহা হারাম করিয়াছি। সুতরাং তোমরা একে অন্যের উপর জুলুম করিও না। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা সকলে পথভ্রষ্ট, ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যাহাকে আমি হেদায়েত দান করি, সুতরাং আমার নিকট হেদায়েত চাও আমি তোমাদিগকে হেদায়েত দান করিব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা সকলেই ক্ষুধার্ত, ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যাহাকে আমি আহার করাই, সুতরাং তোমরা আমার নিকট আহার চাও, আমি তোমাদিগকে আহার করাইব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা সকলেই বস্ত্রহীন ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যাহাকে আমি পরিধান করাই, সুতরাং তোমরা আমরা নিকট বস্ত্র চাও, আমি তোমাদিগকে পরিধান করাইব।

হে আমার বান্দাগণ! তোমরা রাত্র–দিন গুনাহ কর, আর আমি গুনাহসমূহকে মাফ করি। সুতরাং আমার নিকট মাফ চাও আমি তোমাদিগকে মাফ করিয়া দিব।

হে আমার বান্দাগণ! তোমরা আমার ক্ষতি করিতে চাহিলে কখনও ক্ষতি করিতে পারিবে না। আর তোমরা আমার উপকার করিতে চাহিলে কখনো উপকার করিতে পারিবে না।

হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মানুষ ও জিন, সকলে ঐ ব্যক্তির মত হইয়া যায়, যাহার অন্তরে তোমাদের সকলের চেয়ে বেশী আল্লাহ তায়ালার ভয় রহিয়াছে তবে ইহা আমার রাজত্বে একটুও বৃদ্ধি করিতে পারিবে না।

হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মানুষ ও জিন সকলে ঐ ব্যক্তির মত হইয়া যায় যে তোমাদের মধ্যে সকলের চেয়ে বেশী বদকার হয় তবে ইহা আমার রাজত্বে কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।

হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মানুষ ও জীন সকলে খোলা এক ময়দানে একত্রিত হইয়া আমার কাছে চায়, আর আমি প্রত্যেককে তাহার চাহিদা অনুপাতে দান করি তবে ইহাতে আমার

ভাণ্ডারসমূহে এই পরিমাণ কম হইবে যে পরিমাণ সমুদ্রে সুঁই ডুবাইয়া উঠাইলে সমুদ্রের পানি কম হইয়া যায়। (এই সামান্য কম হওয়া কোন ধর্তব্য বিষয় নয়, এমনিভাবে আল্লাহ তায়ালার ভাণ্ডারসমূহেও সকলকে দেওয়ার কারণে কোনরূপ কম হয় নাই।)

হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের আমলগুলিই যাহা আমি তোমাদের জন্য সংরক্ষণ করিতেছি। অতঃপর তোমাদিগকে উহার পরিপূর্ণ বদলা দান করিব। সুতরাং যে ব্যক্তি (আল্লাহর তৌফিকে) নেক আমল করে, তাহার উচিত সে যেন আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করে, আর যাহার দ্বারা কোন গুনাহ হইয়া যায়, সে যেন স্বীয় নফসকেই তিরস্কার করে, (কেননা নফসের প্রলোভনেই তাহার দ্বারা গুনাহ প্রকাশ পাইয়াছে)। (মুসলিম)

٧٦- عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ فَقَالَ: إِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِيْ لَهُ أَنْ يَنَامَ، يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ، حِجَابُهُ النُّوْرُ لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ. رواه مسلم، باب في قوله عليه السلام: إن الله لا ينام .....، رقم:٤٤٥

৭৬. হযরত আবু মূসা আশআরী (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আমাদিগকে ৫টি কথা এরশাদ করিলেন— (১) আল্লাহ তায়ালা ঘুমান না এবং ঘুমানো তাহার মর্যাদার উপযোগীও নয়। (২) তিনি রুজি কম ও বৃদ্ধি করেন। (৩) তাঁহার নিকট রাত্রের আমল দিনের পূর্বে (৪) এবং দিনের আমল রাত্রের পূর্বে পৌছিয়া যায়। (৫) (তাহার এবং মাখলুকের মাঝখানে) পর্দা হইল তাহার নূর। তিনি যদি ঐ পর্দা উঠাইয়া দেন তবে আপন মাখলুকের যে পর্যন্ত তাঁহার দৃষ্টি যাইবে তাহার পবিত্র সত্তার নূর সব কিছুকে ভস্ম করিয়া দিবে। (মুসলিম)

٧٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ إِسْرَافِيْلَ مُنْذُ يَوْمَ خَلَقَهُ صَآفًّا قَدَمَيْهِ لَا يَرْفَعُ بَصَرَهُ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى سَبْعُوْنَ نُوْرًا، مَا مِنْهَا مِنْ نُوْرٍ يَدْنُوْ مِنْهُ إِلَّا احْتَرَقَ. مصابيح السنة وعده من الحسان ٣١/٤

৭৭. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা যখন হইতে ইসরাফীল (আঃ)কে সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন হইতে তিনি বরাবর উভয় পা বরাবর করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না, তাহার এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মাঝখানে সত্তরটি নূরের পর্দা রহিয়াছে। প্রতিটি পর্দা এইরূপ যে, ইসরাফীল যদি উহার নিকটেও যায় তবে জ্বলিয়া ছাঁই হইয়া যাইবে। (মাসাবীহুস্ সুন্নাহ)

٧٨- عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِجِبْرِيْلَ: هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ؟ فَانْتَفَضَ جِبْرِيْلُ وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ سَبْعِيْنَ حِجَابًا مِنْ نُوْرٍ لَوْ دَنَوْتُ مِنْ بَعْضِهَا لَاحْتَرَقْتُ.

مصابيح السنة وعده من الحسان ٤/٣٠

৭৮. হযরত যুরারাহ ইবনে আওফা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জিবরাঈল (আঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি আপন রবকে দেখিয়াছেন? ইহা শুনিয়া জিবরাঈল (আঃ) কাঁপিয়া উঠিলেন এবং আরয করিলেন, হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমার এবং তাঁহার মাঝখানে সত্তরটি নূরের পর্দা রহিয়াছে। আমি যদি কোন একটির নিকটেও যাই তবে জ্বলিয়া যাইব। (মাসাবীহুস সুন্নাহ)

٧٩- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ: أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ، وَقَالَ: يَدُ اللّٰهِ مَلْأَىٰ لَا يَغِيْضُهَا نَفَقَةٌ، سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِيْ يَدِهٖ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَبِيَدِهِ الْمِيْزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ. رواه البخاري، باب قوله وكان عرشه على الماء، رقم:٤٦٨٤

৭৯. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তায়ালার এরশাদ করেন, তুমি খরচ কর, আমি তোমাকে দিব। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ তায়ালার হাত অর্থাৎ তাহার ভাণ্ডার ভরপুর রহিয়াছে। রাত্র দিনের অনবরত খরচ সেই

ভাণ্ডারকে কমাইতে পারে না। তোমরা কি দেখ না যে, যখন হইতে আল্লাহ তায়ালা আসমান ও জমিনকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং (উহারও পূর্বে যখন) তাহার আরশ পানির উপর ছিল, কত খরচ করিয়াছেন! (এতদসত্ত্বেও) তাহার ভাণ্ডারে কোন কম হয় নাই। তাকদীরের ভাল-মন্দ, ফয়সালার দাড়িপাল্লা তাহারই হাতে রহিয়াছে। (বোখারী)

٨٠- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَقْبِضُ اللّٰهُ الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَيْنَ مُلُوْكُ الْأَرْضِ؟ رواه البخاري، باب قول الله تعالى ملك الناس، رقم:٧٣٨٢

৮০. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি এরশাদ ফরমাইয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন জমিনকে আপন মুষ্টিতে ধারণ করিবেন, এবং আসমানকে আপন ডান হাতে পেঁচাইয়া লইবেন, অতঃপর বলিবেন, আমিই বাদশাহ! জমিনের বাদশাহরা কোথায়? (বোখারী)

٨١- عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنِّيْ أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُوْنَ، أَطَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ مَا فِيْهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلَّا وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ لِلّٰهِ سَاجِدًا، وَاللّٰهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا، وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ، وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُدَاتِ تَجْأَرُوْنَ إِلَى اللّٰهِ، لَوَدِدْتُ أَنِّيْ كُنْتُ شَجَرَةً تُعْضَدُ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء في قول النبي ﷺ لو تعلمون ....، رقم:٢٣١٢

৮১. হযরত আবু যার (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি ঐ সমস্ত বস্তু দেখি যাহা তোমরা দেখ না, এবং আমি ঐ সমস্ত কথা শুনি যাহা তোমরা শোন না। আসমান (আল্লাহ তায়ালার আজমত ও বড়ত্বের ভারে) মড় মড় করিয়া আওয়াজ করে, (যেমন খাট পালং ইত্যাদি ভারি জিনিসের কারণে আওয়াজ করে) আর আসমানের জন্য মড় মড় করাই উচিত। উহাতে চার আঙ্গুল পরিমাণও কোন জায়গা খালি নাই যেখানে কোন না কোন ফেরেশতা আপন কপাল আল্লাহ তায়ালার সামনে সিজদায় ফেলিয়া রাখে নাই।

আল্লাহর কসম! যদি তোমরা জানিতে যাহা আমি জানি, তবে কম হাসিতে ও বেশী কাঁদিতে এবং বিছানায় স্ত্রীদের সহিত আনন্দ উপভোগ করিতে না। আর আল্লাহ তায়ালার নিকট ফরিয়াদ করিতে করিতে (জঙ্গলের) পথে বাহির হইয়া যাইতে। হায় আমি যদি একটি গাছ হইতাম, যাহা (মূল হইতে) কাটিয়া ফেলা হইত। (তিরমিযী)

٨٢- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ اسْمًا مِائَةً غَيْرَ وَاحِدَةٍ مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ. هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ الْحَكَمُ الْعَدْلُ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ الْحَلِيْمُ الْعَظِيْمُ الْغَفُوْرُ الشَّكُوْرُ الْعَلِىُّ الْكَبِيْرُ الْحَفِيْظُ الْمُقِيْتُ الْحَسِيْبُ الْجَلِيْلُ الْكَرِيْمُ الرَّقِيْبُ الْمُجِيْبُ الْوَاسِعُ الْحَكِيْمُ الْوَدُوْدُ الْمَجِيْدُ الْبَاعِثُ الشَّهِيْدُ الْحَقُّ الْوَكِيْلُ الْقَوِىُّ الْمَتِيْنُ الْوَلِىُّ الْحَمِيْدُ الْمُحْصِى الْمُبْدِئُ الْمُعِيْدُ الْمُحْيِى الْمُمِيْتُ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ الْوَاجِدُ الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ الْمُقَدِّمُ الْمُؤَخِّرُ الْأَوَّلُ الْآخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِى الْمُتَعَالِى الْبَرُّ التَّوَّابُ الْمُنْتَقِمُ الْعَفُوُّ الرَّؤُوْفُ مَالِكُ الْمُلْكِ ذُوالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ الْمُقْسِطُ الْجَامِعُ الْغَنِىُّ الْمُغْنِى الْمَانِعُ الضَّارُّ النَّافِعُ النُّوْرُ الْهَادِى الْبَدِيْعُ الْبَاقِى الْوَارِثُ الرَّشِيْدُ الصَّبُوْرُ. رواه الترمذى وقال: هذاحديث غريب، باب حديث فى أسماء الله.....، رقم:٣٥٠٧

৮২. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার নিরানব্বই অর্থাৎ এক কম একশ'টি নাম রহিয়াছে। যে ব্যক্তি ভালভাবে উহা মুখস্থ করিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। তিনি আল্লাহ যিনি ব্যতীত কোন মালিক ও মা'বুদ নাই। (তাহার নিরানব্বইটি গুণবাচক নাম এই)

১. الرَّحْمٰنُ পরম দয়ালু।
২. الرَّحِيْمُ অতি মেহেরবান।
৩. الْمَلِكُ প্রকৃত বাদশাহ।
৪. الْقُدُّوْسُ সর্বপ্রকার দোষ হইতে পবিত্র।
৫. السَّلَامُ সকল প্রকার বিপদ হইতে নিরাপত্তা দানকারী।
৬. الْمُؤْمِنُ নিরাপত্তা ও ঈমান দানকারী।
৭. الْمُهَيْمِنُ পরিপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণকারী।
৮. الْعَزِيْزُ সকলের উপর ক্ষমতাবান।
৯. الْجَبَّارُ বিকৃতের সংস্কারক।
১০. الْمُتَكَبِّرُ নিরঙ্কুশ বড়ত্বের অধিকারী। সুমহান।
১১. الْخَالِقُ স্রষ্টা।
১২. الْبَارِئُ ঠিক ঠিক সৃষ্টিকারী।
১৩. الْمُصَوِّرُ আকৃতি সৃষ্টিকারী।
১৪. الْغَفَّارُ পরম ক্ষমাশীল।
১৫. الْقَهَّارُ সকলকে নিজের আয়ত্তে ধারণকারী।
১৬. الْوَهَّابُ সবকিছু দানকারী।
১৭. الرَّزَّاقُ মহান রিযিকদাতা।
১৮. الْفَتَّاحُ সকলের জন্য রহমতের দ্বার উন্মুক্তকারী।
১৯. الْعَلِيْمُ সর্ববিষয়ে অবগত।
২০. الْقَابِضُ সংকীর্ণতা সৃষ্টিকারী।
২১. الْبَاسِطُ প্রশস্ততা দানকারী।
২২. الْخَافِضُ অবনতকারী।
২৩. الرَّافِعُ উন্নতকারী।
২৪. الْمُعِزُّ মর্যাদা দানকারী।

২৫. الْمُذِلُّ যিল্লত দানকারী।
২৬. السَّمِيْعُ সর্ববিষয় শ্রবণকারী।
২৭. الْبَصِيْرُ সর্ববিষয় দর্শনকারী।
২৮. الْحَكَمُ অটল ফায়সালাকারী।
২৯. الْعَدْلُ পূর্ণ ইনসাফকারী।
৩০. اللَّطِيْفُ গোপন বিষয় অবগত।
৩১. الْخَبِيْرُ সর্ববিষয় অবগত।
৩২. الْحَلِيْمُ অতি ধৈর্যশীল।
৩৩. الْعَظِيْمُ অতি মর্যাদার অধিকারী।
৩৪. الْغَفُوْرُ অতি ক্ষমাশীল।
৩৫. الشَّكُوْرُ গুনগ্রাহী (অল্পের বিনিময়ে অধিক দানকারী)
৩৬. الْعَلِيُّ উচ্চ মর্যাদার অধিকারী।
৩৭. الْكَبِيْرُ সুমহান।
৩৮. الْحَفِيْظُ হেফাজতকারী।
৩৯. الْمُقِيْتُ সকলকে জীবনের প্রয়োজনীয় উপকরণ দানকারী।
৪০. الْحَسِيْبُ সকলের জন্য যথেষ্ট।
৪১. الْجَلِيْلُ পরম মর্যাদার অধিকারী।
৪২. الْكَرِيْمُ বিনা প্রার্থনায় দানকারী।
৪৩. الرَّقِيْبُ তত্ত্বাবধানকারী।
৪৪. الْمُجِيْبُ কবুলকারী।
৪৫. الْوَاسِعُ সর্বব্যাপী।
৪৬. الْحَكِيْمُ প্রজ্ঞাময়।
৪৭. الْوَدُوْدُ স্বীয় বান্দাদের প্রতি সদয়।
৪৮. الْمَجِيْدُ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী।

৪৯. اَلْبَاعِثُ জীবন দান করিয়া কবর হইতে পুনরুত্থানকারী।

৫০. اَلشَّهِيْدُ এমন উপস্থিত যিনি সবকিছু দেখেন ও জানেন।

৫১. اَلْحَقُّ আপন সকল গুণাবলীর সহিত বিদ্যমান।

৫২. اَلْوَكِيْلُ কর্ম সম্পাদনকারী।

৫৩. اَلْقَوِىُّ মহাশক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী।

৫৪. اَلْمَتِيْنُ সুদৃঢ়।

৫৫. اَلْوَلِىُّ অভিভাবক ও সাহায্যকারী।

৫৬. اَلْحَمِيْدُ প্রশংসার উপযুক্ত।

৫৭. اَلْمُحْصِى সমস্ত সৃষ্টির সর্ববিষয় অবগত।

৫৮. اَلْمُبْدِئُ প্রথমবার সৃষ্টিকারী।

৫৯. اَلْمُعِيْدُ পুনরায় সৃষ্টিকারী।

৬০. اَلْمُحْيِى জীবন দানকারী।

৬১. اَلْمُمِيْتُ মৃত্যু দানকারী।

৬২. اَلْحَىُّ চিরঞ্জীব।

৬৩. اَلْقَيُّوْمُ সকলের ধারক ও সংরক্ষণকারী।

৬৪. اَلْوَاجِدُ অফুরন্ত ভাণ্ডারের মালিক অর্থাৎ সবকিছু তাহার ভাণ্ডারে রহিয়াছে।

৬৫. اَلْمَاجِدُ বড়ত্বের অধিকারী।

৬৬. اَلْوَاحِدُ এক।

৬৭. اَلْاَحَدُ একক।

৬৮. اَلصَّمَدُ কাহারো মুখাপেক্ষী নন সকলে তাঁহার মুখাপেক্ষী।

৬৯. اَلْقَادِرُ অসীম শক্তির অধিকারী।

৭০. اَلْمُقْتَدِرُ সকলের উপর পরিপূর্ণ ক্ষমতাবান।

৭১. اَلْمُقَدِّمُ আগে বাড়ানেওয়ালা।

৭২. اَلْمُؤَخِّرُ পিছে হটানেওয়ালা।

৭৩. اَلْاَوَّلُ সবকিছুর পূর্বে।

৭৪. اَلْاٰخِرُ সবকিছুর পরে অর্থাৎ যখন কেহ ছিল না, কিছু ছিল না, তখনও তিনি বিদ্যমান ছিলেন এবং যখন কেহ থাকিবে না, কিছু থাকিবে না তিনি তখন এবং তাহার পরেও বিদ্যমান থাকিবেন।

৭৫. اَلظَّاهِرُ সম্পূর্ণ প্রকাশিত, অর্থাৎ প্রমাণের আলোকে তাহার অস্তিত্ব সুপ্রকাশিত।

৭৬. اَلْبَاطِنُ দৃষ্টি হইতে অদৃশ্য।

৭৭. اَلْوَالِى সকল কিছুর অভিভাবক।

৭৮. اَلْمُتَعَالِى সৃষ্টির গুণাবলী হইতে ঊর্ধ্বে।

৭৯. اَلْبَرُّ বড় অনুগ্রহকারী।

৮০. اَلتَّوَّابُ তওবার তৌফিক দানকারী এবং তওবা কবুলকারী।

৮১. اَلْمُنْتَقِمُ অপরাধীদের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

৮২. اَلْعَفُوُّ অত্যাধিক ক্ষমা দানকারী।

৮৩. اَلرَّؤُوْفُ অত্যন্ত স্নেহশীল।

৮৪. مَالِكُ الْمُلْكِ সমগ্র জগতের বাদশাহ।

৮৫. ذُوالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ মর্যাদা ও মহিমার অধিকারী, নেয়ামত ও সম্মান দানকারী।

৮৬. اَلْمُقْسِطُ হকদারের হক আদায়কারী।

৮৭. اَلْجَامِعُ সমস্ত সৃষ্টিকে কেয়ামতের দিন একত্রকারী।

৮৮. اَلْغَنِىُّ স্বয়ং সম্পূর্ণ। তাঁহার কাহারো নিকট কোন প্রয়োজন নাই।

৮৯. اَلْمُغْنِى আপন দান দ্বারা বান্দাদেরকে স্বয়ংসম্পূর্ণতা দানকারী।

৯০. اَلْمَانِعُ বাধা দানকারী।

৯১. الضَّارُّ (আপন কৌশল ও ইচ্ছাধীন) ক্ষতিসাধনকারী।

৯২. النَّافِعُ লাভ দানকারী।

৯৩. النُّوْرُ সম্পূর্ণ নূর ও নূর দানকারী।

৯৪. الْهَادِى সরল পথ প্রদর্শনকারী ও উহার উপর পরিচালনাকারী।

৯৫. الْبَدِيْعُ নমুনা ছাড়া সৃষ্টিকারী।

৯৬. الْبَاقِى চির অবিনশ্বর (যিনি কখনও ধ্বংস হইবেন না)।

৯৭. الْوَارِثُ সবকিছু ধ্বংস হইবার পর বিদ্যমান।

৯৮. الرَّشِيْدُ হেদায়েত ও হেকমতের অধিকারী (যাহার প্রতিটি কাজ ও সিদ্ধান্ত সঠিক)।

৯৯. الصَّبُوْرُ. অত্যাধিক ধৈর্যধারণকারী (বান্দাদের বড় হইতে বড় নাফরমানী দেখিয়াও তাৎক্ষণিক আজাব পাঠাইয়া তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দেন না।) (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ কুরআনে করীম ও অন্যান্য রেওয়ায়াতে আল্লাহ তায়ালার অনেক নাম উল্লেখিত হইয়াছে, তন্মধ্য হইতে এই হাদীসে নিরানব্বইটি নাম বর্ণিত হইয়াছে। (মাযাহেরে হক)

٨٣- عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ الْمُشْرِكِيْنَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ: يَامُحَمَّدُ! انْسُبْ لَنَا رَبَّكَ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى: ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ☆ اللّٰهُ الصَّمَدُ☆ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ☆ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾. رواه أحمد ٥/١٣٤

৮৩. হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, মুশরিকরা একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিল, হে মোহাম্মাদ! আমাদিগকে আপনার পরওয়ার দিগারের বংশ পরিচয় বলুন, তখন আল্লাহ তায়ালা এই সূরা (সূরায়ে এখলাস) নাযিল করিলেন।

যাহার তরজমা হইল ঃ আপনি বলুন যে তিনি—অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা এক, আল্লাহ তায়ালা অমুখাপেক্ষী, তাঁহার সন্তান নাই, এবং তিনি কাহারো সন্তান নহেন এবং কেহ তাঁহার সমকক্ষ নহে।

(মুসনাদে আহমাদ)

٨٤- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: (قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ): كَذَّبَنِى ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذٰلِكَ، وَشَتَمَنِىْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذٰلِكَ، اَمَّا تَكْذِيْبُهُ اِيَّاىَ اَنْ يَقُوْلَ: اِنِّىْ لَنْ اُعِيْدَهُ كَمَا بَدَاْتُهُ، وَاَمَّا شَتْمُهُ اِيَّاىَ اَنْ يَقُوْلَ: اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا، وَاَنَا الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ اَلِدْ وَلَمْ اُوْلَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لِىْ كُفُوًا اَحَدٌ. رواه البخارى، باب قوله الله الصمد، رقم:٤٩٧٥

৮৪. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদীসে কুদসীতে আপন রবের এই এরশাদ মুবারক বর্ণনা করেন, আদমের সন্তান আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিয়াছে, অথচ ইহা তাহার জন্য উচিত ছিল না। এবং আমাকে গালি দিয়াছে অথচ তাহার ইহার অধিকার ছিল না। আমাকে তাহারা মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা এই যে, সে বলে আমি তাহাকে পুনরায় জীবিত করিতে পারিব না, যেমন প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছিলাম। আর তাহার গালাগাল দেওয়া এই যে, সে বলে আমি কাহাকেও নিজের ছেলে বানাইয়া লইয়াছি। অথচ আমি অমুখাপেক্ষী, আমার কোন সন্তান নাই, আমি কাহারো সন্তান নই এবং কেহ আমার সমকক্ষ নহে। (বোখারী)

٨٥- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُوْنَ حَتّٰى يُقَالَ هٰذَا: خَلَقَ اللّٰهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللّٰهَ؟ فَإِذَا قَالُوا ذٰلِكَ فَقُوْلُوا: اَللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ، ثُمَّ لْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسْتَعِذْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. رواه أبوداؤد، مشكوة المصابيح، رقم:٧٥

৮৫. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, লোকেরা সর্বদা (আল্লাহ তায়ালার সত্তা সম্পর্কে) একে অপরকে জিজ্ঞাসা করিতে থাকিবে, অবশেষে বলা হইবে যে, আল্লাহ তায়ালা সমস্ত মাখলুককে সৃষ্টি করিয়াছেন, (কিন্তু) আল্লাহ তায়ালাকে কে সৃষ্টি করিয়াছে (নাউযুবিল্লাহ)? যখন লোকেরা এই কথা বলিবে, (তখন তোমরা এই কালেমাসমূহ বলিও—

اَللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ

তরজমা ঃ আল্লাহ তায়ালা এক, আল্লাহ তায়ালা কাহারো মুখাপেক্ষী নহেন, সকলে তাহার মুখাপেক্ষী। আল্লাহ তায়ালার না কোন সন্তান আছে, আর না তিনি কাহারো হইতে সৃষ্টি হইয়াছেন। আর না কেহ আল্লাহ তায়ালার সমকক্ষ আছে। অতঃপর নিজের বাম দিকে তিনবার থুথু নিক্ষেপ করিবে এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট বিতাড়িত শয়তান হইতে পানাহ চাহিবে। (আবু দাউদ, মিশকাত)

٨٦- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: يُؤْذِيْنِي ابْنُ آدَمَ، يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ، بِيَدِي الْأَمْرُ، أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. رواه البخارى، باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، رقم: ٧٤٩١

৮৬. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদীসে কুদসীতে আপন রবের এই এরশাদ মোবারক বর্ণনা করেন, আদমের সন্তান আমাকে কষ্ট দিতে চায়, যামানাকে গালি দেয়, অথচ যামানা (কিছুই নহে যামানা তো) স্বয়ং আমিই, (যামানার) সমস্ত বিষয়ই আমার নিয়ন্ত্রণে। যেমন ইচ্ছা হয় রাত্র দিনকে আবর্তন করি। (বোখারী)

٨٧- عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا أَحَدٌ أَصْبَرَ عَلٰى أَذًى سَمِعَهُ مِنَ اللّٰهِ، يَدْعُونَ لَهُ الْوَلَدَ ثُمَّ يُعَافِيْهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ. رواه البخارى، باب قول الله تعالى أن الله هو الرزاق.....، رقم: ٧٣٧٨

৮৭. হযরত আবু মূসা আশআরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কষ্টদায়ক কথা শুনিয়া আল্লাহ তায়ালার চেয়ে অধিক ধৈর্য ধারণকারী কেহ নাই। মুশরিকরা তাহার জন্য পুত্র সাব্যস্ত করে তারপরও তিনি তাহাদিগকে নিরাপত্তা দান করেন ও রিযিক দান করেন। (বোখারী)

٨٨- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ الْخَلْقَ، كَتَبَ فِيْ كِتَابِهِ، فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ: إِنَّ رَحْمَتِيْ تَغْلِبُ غَضَبِيْ. رواه مسلم، باب في سعة رحمة الله تعالى.....، رقم: ٦٩٦٩

৮৮. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন আল্লাহ তায়ালা মাখলুককে সৃষ্টি করিলেন, তখন লৌহে মাহফুজে ইহা লিখিয়া দিলেন, আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর প্রধান্য লাভ করিয়াছে। এই লেখা আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে আরশের উপর মওজুদ রহিয়াছে।

(মুসলিম)

٨٩- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الْعُقُوْبَةِ، مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الرَّحْمَةِ، مَا قَنِطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ. رواه مسلم، باب فى سعة رحمة الله تعالى .....، رقم:٦٩٧٩

৮৯. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট নাফরমানদের জন্য যে শাস্তি রহিয়াছে মুমিন বান্দা যদি তাহা সঠিকরূপে জানিত তবে কেহই তাহার জান্নাতের আশা করিত না। আর আল্লাহ তায়ালার নিকট যেই রহমত রহিয়াছে কাফের যদি উহা সঠিকরূপে জানিত তবে তাহার জান্নাত হইতে কেহই নিরাশ হইত না।

(মুসলিম)

٩٠- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ لِلّٰهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ، أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ وَالْبَهَائِمِ وَالْهَوَامِّ، فَبِهَا يَتَعَاطَفُوْنَ، وَبِهَا يَتَرَاحَمُوْنَ، وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلٰى وَلَدِهَا، وَأَخَّرَ اللّٰهُ تِسْعًا وَتِسْعِيْنَ رَحْمَةً، يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه مسلم، باب فى سعة رحمة الله تعالى .....، رقم:٦٩٧٤

وفى رواية لمسلم: فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَكْمَلَهَا بِهٰذِهِ الرَّحْمَةِ.

رقم:٦٩٧٧

৯০. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তায়ালার নিকট একশত রহমত রহিয়াছে, তিনি উহা হইতে একটি রহমত জিন, ইনসান, জীবজন্তু, পোকামাকড়ের মধ্যে অবতীর্ণ করিয়াছেন। সেই একটি অংশের কারণে তাহারা একে অন্যের প্রতি মায়ামমতা ও দয়া করে, উহারই কারণে হিংস্র পশু আপন সন্তানকে মায়া করে। আর আল্লাহ তায়ালা নিরানব্বইটি রহমতকে কেয়ামতের দিনের জন্য রাখিয়াছেন যে, উহা দ্বারা

আপন বান্দাদের প্রতি দয়া করিবেন। এক রেওয়ায়াতে আছে, যখন কেয়ামতের দিন হইবে তখন নিজের সেই নিরানব্বইটি রহমতকে এই দুনিয়াবী রহমতের সহিত মিলাইয়া পূর্ণতা দান করিবেন। (অতঃপর একশ'টি রহমত দ্বারা আপন বান্দাদের উপর দয়া করিবেন।) (মুসলিম)

৯১- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قُدِمَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِسَبْيٍ، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْيِ، تَبْتَغِيْ، إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ، أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ، فَقَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَتَرَوْنَ هٰذِهِ الْمَرْأَةَ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ؟ قُلْنَا: لَا وَاللّٰهِ! وَهِيَ تَقْدِرُ عَلٰى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَلّٰهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هٰذِهِ بِوَلَدِهَا. رواه مسلم، باب في سعة رحمة الله تعالى ....، رقم:٦٩٧٨

৯১. হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কয়েকজন কয়েদীকে আনা হইল। তাহাদের মধ্যে একটি মেয়েলোককে দেখিলেন যে তাহার সন্তানকে তালাশ করিয়া বেড়াইতেছে। যখনি সে তাহার সন্তানকে পাইল অমনি তাহাকে উঠাইয়া আপন পেটের সহিত জড়াইয়া লইল এবং দুধপান করাইল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমাদের কি ধারণা এই মেয়েলোকটি কি তাহার সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করিতে পারে? আমরা আরজ করিলাম আল্লাহর কসম, পারে না। বিশেষতঃ যখন সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ না করিবার তাহার ক্ষমতা থাকে (এবং কোন অপারগতা না থাকে)। অতঃপর তিনি এরশাদ করিলেন, এই মেয়েলোক আপন সন্তানকে যে পরিমাণ দয়া ও মায়া করে আল্লাহ তায়ালা আপন বান্দাদেরকে তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী দয়া ও মায়া করেন। (মুসলিম)

৯২- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ صَلٰوةٍ وَقُمْنَا مَعَهُ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ وَهُوَ فِي الصَّلٰوةِ: اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا. فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ: لَقَدْ حَجَّرْتَ وَاسِعًا يُرِيْدُ رَحْمَةَ اللّٰهِ. رواه البخاري، باب رحمة الناس والبهائم، رقم:٦٠١٠

৯২. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, (একবার) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে দাঁড়াইলেন, আমরাও তাহার সহিত দাঁড়াইয়া গেলাম। একজন গ্রাম্য (নওমুসলিম) নামাযের মধ্যেই বলিল, হে আল্লাহ, (শুধু) আমার উপর এবং মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর রহম কর, আমাদের সহিত আর কাহারো উপর দয়া করিও না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাম ফিরাইলেন তখন সেই গ্রাম্য লোকটিকে বলিলেন, তুমি অত্যন্ত প্রশস্ত জিনিসকে সংকীর্ণ করিয়া দিয়াছ। (ভয় করিও না রহমত তো এত পরিমাণ যে সবাইকে ঢাকিয়া লইলেও সংকীর্ণ হইবে না, তুমিই উহাকে সংকীর্ণ মনে করিতেছ।) (বোখারী)

٩٣- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ! لَا يَسْمَعُ بِيْ أَحَدٌ مِنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ يَهُوْدِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوْتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِيْ أُرْسِلْتُ بِهٖ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. رواه مسلم، باب وجوب الإيمان ...، رقم:٣٨٦

৯৩. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঐ সত্তার কসম, যাহার হাতে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাণ। এই উম্মতের মধ্যে কোন ইহুদী অথবা খৃষ্টান যে কেহ আমার (নবুওয়তের) খবর শুনিয়াও এই দ্বীনের প্রতি ঈমান আনিবে না যে দ্বীন দিয়া আমাকে পাঠানো হইয়াছে, এবং (এই অবস্থায়) মৃত্যুবরণ করিবে নিঃসন্দেহে সে জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে। (মুসলিম)

٩٤- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَتْ مَلَائِكَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ نَائِمٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ، فَقَالُوا: إِنَّ لِصَاحِبِكُمْ هٰذَا مَثَلًا، قَالَ: فَاضْرِبُوا لَهُ مَثَلًا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ، فَقَالُوا: مَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا وَجَعَلَ فِيْهَا مَأْدُبَةً وَبَعَثَ دَاعِيًا، فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِيَ دَخَلَ الدَّارَ وَأَكَلَ مِنَ الْمَأْدُبَةِ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَأْدُبَةِ، فَقَالُوا: أَوِّلُوْهَا لَهُ يَفْقَهْهَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ

بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ، فَقَالُوا: فَالدَّارُ: الْجَنَّةُ، وَالدَّاعِي: مُحَمَّدٌ ﷺ، فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا ﷺ فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ، وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا ﷺ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ، وَمُحَمَّدٌ ﷺ فَرَّقَ بَيْنَ النَّاسِ. رواه البخارى، باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ، رقم:٧٢٨١

৯৪. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, কয়েকজন ফেরেশতা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলেন যখন তিনি ঘুমাইতেছিলেন। ফেরেশতাগণ পরস্পর বলিলেন, তিনি ঘুমাইয়া আছেন। এক ফেরেশতা বলিলেন, চক্ষু ঘুমাইতেছে কিন্তু অন্তর জাগ্রত আছে। পুনরায় পরস্পর বলিতে লাগিলেন, তোমাদের এই সাথী (মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে, উহা তাহার সম্মুখে বর্ণনা কর। অন্যান্য ফেরেশতাগণ বলিলেন, তিনি তো ঘুমাইতেছেন, (সুতরাং বর্ণনা করিয়া লি লাভ?) তাহাদের মধ্য হইতে কেহ বলিল, নিঃসন্দেহে চক্ষু ঘুমাইতেছে কিন্তু অন্তর তো জাগ্রত আছে। অতঃপর ফেরেশতাগণ পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, তাঁহার দৃষ্টান্ত এরূপ যেমন এক ব্যক্তি ঘর বানাইল এবং উহাতে দাওয়াতের আয়োজন করিল, অতঃপর লোকদেরকে ডাকিবার জন্যে একজন মানুষ পাঠাইল, যে ব্যক্তি আহবানকারীর কথা মানিল সে ঘরে প্রবেশ করিবে এবং খানাও খাইবে। আর যে ব্যক্তি আহ্বানকারীর কথা মানিল না সে ঘরে প্রবেশ করিবে না খানাও খাইবে না। ইহা শুনিয়া ফেরেশতাগণ পরস্পর বলিলেন, এই দৃষ্টান্তটি উত্তমরূপে ব্যাখ্যা কর যাহাতে তিনি বুঝিতে পারেন। জনৈক ফেরেশতা বলিলেন, তিনি তো ঘুমাইতেছেন। (উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করিয়া কি লাভ?) অন্যান্যরা বলিলেন, চক্ষু ঘুমাইতেছে কিন্তু অন্তর তো জাগ্রত আছে। অতঃপর বলিতে লাগিলেন, সেই ঘর হইল জান্নাত (যাহা আল্লাহ তায়ালা বানাইয়াছেন এবং উহার মধ্যে বিভিন্ন রকমের নেয়ামতসমূহ রাখিয়া দাওয়াতের আয়োজন করিয়াছেন,) আর (সেই জান্নাতের দিকে) আহবানকারী হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যে ব্যক্তি মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করিল সে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করিল (সুতরাং সে জান্নাতে দাখেল হইবে এবং সেখানকার নেয়ামতসমূহ লাভ করিবে) আর যে ব্যক্তি মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাফরমানী করিল সে আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী করিল

(সুতরাং সে জান্নাতের নেয়ামতসমূহ হইতে বঞ্চিত থাকিবে।) মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে দুই প্রকারে বিভক্ত করিয়া দিয়াছেন (আনুগত্যকারী ও অবাধ্য)। (বোখারী)

ফায়দা ঃ ইহা নবীগণের বৈশিষ্ট্য যে, তাহাদের ঘুম সাধারণ মানুষের ঘুম হইতে ভিন্ন রকমের হয়। সাধারণ মানুষ ঘুমন্ত অবস্থায় সম্পূর্ণ বেখবর থাকে, অপরদিকে নবীগণ ঘুমন্ত অবস্থায়ও সম্পূর্ণ বেখবর হন না। তাহাদের ঘুমের সম্পর্ক শুধু চক্ষুর সহিত থাকে, অন্তর ঘুমন্ত অবস্থায় ও আল্লাহ তায়ালার সত্তার দিকে মনোযোগী থাকে। (বাযলুল মাজহুদ)

٩٥- عَنْ أَبِيْ مُوْسَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّمَا مَثَلِيْ وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللّٰهُ بِهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتٰى قَوْمًا فَقَالَ: يَا قَوْمِ، إِنِّيْ رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَيَّ، وَإِنِّيْ أَنَا النَّذِيْرُ الْعُرْيَانُ، فَالنَّجَاءَ، فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَأَدْلَجُوا فَانْطَلَقُوا عَلٰى مَهْلِهِمْ فَنَجَوا، وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ، فَذٰلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِيْ فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِيْ وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ. رواه البخاري، باب الإقتداء بسنن رسول الله ﷺ، رقم:٧٢٨٣

৯৫. হযরত আবু মূসা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার এবং যে দ্বীন দিয়া আল্লাহ তায়ালা আমাকে পাঠাইয়াছেন উহার উদাহরণ হইল ঐ ব্যক্তি ন্যায় যে নিজের কওমের নিকট আসিয়া বলিল, হে আমার কওম! আমি স্বচক্ষে শত্রুবাহিনী দেখিয়াছি, এবং আমি একজন সত্য ভয়প্রদর্শনকারী, সুতরাং বাঁচার চিন্তা কর। ইহাতে তাহার কওমের কিছু লোকেরা তো তাহার কথা মানিল, এবং ধীরে ধীরে রাত্রিতেই রওয়ানা হইয়া গেল এবং শত্রুর হাত হইতে বাঁচিয়া গেল। কিছু লোকেরা তাহাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিল এবং সকাল পর্যন্ত নিজেদের ঘরে থাকিয়া গেল। সকাল হইতেই শত্রুবাহিনী তাহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং তাহাদেরকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া দিল। ইহাই ঐ ব্যক্তির উদাহরণ যে আমার কথা মানিল এবং আমার আনিত দ্বীনের অনুসরণ করিল (সে বাঁচিয়া গেল) এবং ইহাই ঐ ব্যক্তির উদাহরণ যে আমার কথা মানিল না এবং আমার আনিত দ্বীনকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিল (সে ধ্বংস হইয়া গেল)। (বোখারী)

ফায়দা ঃ যেহেতু আরবদের মধ্যে ভোরে ভোরে হামলা করার প্রচলন ছিল, এইজন্য দুশমনের হামলা হইতে নিরাপদ থাকিবার জন্য রাত্রেই সফর করা হইত।

٩٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنِّيْ مَرَرْتُ بِأَخٍ لِيْ مِنْ قُرَيْظَةَ فَكَتَبَ لِيْ جَوَامِعَ مِنَ التَّوْرَاةِ، أَلَا أَعْرِضُهَا عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ يَعْنِي ابْنَ ثَابِتٍ، فَقُلْتُ لَهُ: أَلَا تَرَى مَا بِوَجْهِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ؟ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: رَضِيْنَا بِاللّٰهِ تَعَالٰى رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ رَسُوْلًا، قَالَ: فَسُرِّيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ: وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ أَصْبَحَ فِيْكُمْ مُوْسَى ثُمَّ اتَّبَعْتُمُوْهُ وَتَرَكْتُمُوْنِيْ لَضَلَلْتُمْ، إِنَّكُمْ حَظِّيْ مِنَ الْأُمَمِ وَأَنَا حَظُّكُمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ. رواه أحمد ٤/٢٦٥

৯৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সাবেত (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি বনু কোরায়যা গোত্রীয় আমার এক ভাইয়ের নিকট দিয়া গেলাম সে (আমার উপকারার্থে) তাওরাত হইতে কিছু সারগর্ভ কথা লিখিয়া দিয়াছে। অনুমতি হইলে আপনার সম্মুখে পেশ করিব? হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারকের রং পরিবর্তন হইয়া গেল। আমি বলিলাম, ওমর! আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারকে অসন্তুষ্টির ভাব লক্ষ্য করিতেছেন না? হযরত ওমর (রাযিঃ) তৎক্ষণাৎ নিজের ভুল বুঝিতে পারিলেন এবং আরজ করিলেন, আমরা আল্লাহ তায়ালাকে রব, ইসলামকে দ্বীন ও মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল হিসাবে মানিয়া সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছি। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা হইতে অসন্তুষ্টির ভাব দূর হইল এবং এরশাদ করিলেন, ঐ সত্তার কসম, যাহার হাতে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাণ, যদি মূসা (আঃ) তোমাদের মধ্যে থাকিতেন আর তোমরা আমাকে ছাড়িয়া তাহার অনুসরণ করিতে তবে নিঃসন্দেহে তোমরা গোমরাহ হইয়া যাইতে। সকল উম্মতের মধ্য হইতে তোমরা

আমার অংশে আসিয়াছ, সকল নবীদের মধ্য হইতে আমি তোমাদের অংশে আসিয়াছি। (সুতরাং আমারই অনুসরণের মধ্যে তোমাদের সফলতা রহিয়াছে। (মুসনাদে আহমাদ)

٩٧- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: كُلُّ أُمَّتِيْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبٰى، قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَمَنْ يَأْبٰى؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِيْ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ أَبٰى. رواه البخاری، باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ، رقم: ٧٢٨٠

৯৭. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার সকল উম্মত জান্নাতে যাইবে, ঐ সমস্ত লোক ব্যতীত যাহারা অস্বীকার করিবে। সাহাবা (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (জান্নাতে যাইতে) কে অস্বীকার করিতে পারে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে এরশাদ করিলেন, যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করিল সে জান্নাতে দাখেল হইল। আর যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করিল অবশ্যই সে জান্নাতে যাইতে অস্বীকার করিল। (বোখারী)

٩٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ. رواه البغوی فی شرح السنة ١/٢١٣، قال النووی: حديث صحيح، رويناه فی كتاب الحجة بإسناد صحيح، جامع العلوم والحكم ص٣٦٤

৯৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন ব্যক্তি ঐ পর্যন্ত (পূর্ণ) ঈমানদার হইতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার মনের খাহেশসমূহ আমার আনিত দ্বীনের অধীন না হইয়া যাইবে। (শারহুস সুন্নাহ)

٩٩- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: يَا بُنَيَّ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ لَيْسَ فِيْ قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ، ثُمَّ قَالَ لِيْ: يَا بُنَيَّ وَذٰلِكَ مِنْ سُنَّتِيْ، وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِيْ فَقَدْ أَحَبَّنِيْ وَمَنْ أَحَبَّنِيْ كَانَ مَعِيْ فِي الْجَنَّةِ. رواه الترمذی وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء فی الأخذ بالسنة .....، رقم: ٢٦٧٨

৯৯. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এরশাদ করিয়াছেন, হে আমার পুত্র! যদি তুমি সকাল সন্ধ্যা (সবসময়) নিজের অন্তরের অবস্থা এইরূপ করিতে পার যে, তোমার অন্তর কাহারো ব্যাপারে সামান্য পরিমাণও কালিমাযুক্ত হয় না, তবে অবশ্যই এইরূপ করিও। অতঃপর তিনি এরশাদ করিলেন, হে আমার পুত্র, ইহা আমার সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত, এবং যে ব্যক্তি আমার সুন্নতকে জিন্দা করিল সে আমাকে ভালবাসিল, আর যে আমাকে ভালবাসিল সে আমার সঙ্গে জান্নাতে থাকিবে। (তিরমিযী)

١٠٠- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلٰى بُيُوْتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوْهَا فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَأَنَا أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُوْمُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ إِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: أَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللّٰهِ إِنِّيْ لَأَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لٰكِنِّي أَصُوْمُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّي. رواه البخاري، باب الترغيب في النكاح، رقم:٥٠٦٣

১০০. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বলেন, তিন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য তাঁহার বিবিগণের নিকট আসিলেন। যখন তাহাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদতের অবস্থা জানানো হইল, তখন তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদতকে কম মনে করিলেন এবং বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আমাদের তুলনা হইতে পারে? আল্লাহ তায়ালা তাহার সামনের পিছনের সকল গুনাহ (যদি হইয়াও থাকে) মাফ করিয়া দিয়াছেন। তাহাদের মধ্য হইতে একজন বলিলেন, আমি সর্বদা সারারাত্রি নামায পড়িব। দ্বিতীয় জন বলিলেন, আমি সর্বদা রোযা রাখিব এবং কখনও বাদ দিব না। তৃতীয় জন বলিলেন, আমি স্ত্রীলোকদের নিকট হইতে দূরে থাকিব, কখনও বিবাহ করিব না। (তাহাদের পরস্পরের

মধ্যে এরূপ কথাবার্তা হইতেছিল। এমন সময়) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তশরীফ আনিলেন এবং বলিলেন, তোমরা কি এই সমস্ত কথা বলিয়াছ? মনোযোগ সহকারে শুন, আল্লাহ তায়ালার কসম! আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহ তায়ালাকে সবচেয়ে বেশী ভয় করি এবং তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পরহেজগারী অবলম্বন করি। কিন্তু আমি রোযা রাখি, আবার রাখিও না, নামায পড়ি এবং নিদ্রাও যাই, এবং বিবাহও করি (ইহাই আমার তরীকা সুতরাং) যে আমার তরীকা হইতে মুখ ফিরাইয়াছে সে আমার দলভুক্ত নয়। (বোখারী)

١٠١- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِىْ عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِىْ فَلَهُ أَجْرُ شَهِيْدٍ. رواه الطبرانى بإسناد لا بأس به، ترغيب ١/ ٨٠

১০১. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন যে, আমার উম্মতের ফেৎনা ফাসাদের যামানায় যে ব্যক্তি আমার তরীকাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে সে শহীদের সওয়াব পাইবে। (তাবরানী, তারগীব)

١٠٢- عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللّٰهِ وَسُنَّةُ نَبِيِّهٖ. رواه الإمام مالك فى الموطأ، النهى عن القول فى القدر ص ٧٠٢

১০২. হযরত মালেক ইবনে আনাস (রহঃ) বলেন, আমার নিকট এই রেওয়ায়াত পৌছিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি তোমাদের নিকট দুইটি জিনিস রাখিয়া গিয়াছি, যতক্ষণ তোমরা উহাকে মজবুতভাবে ধরিয়া রাখিবে কখনও গোমরাহ হইবে না। উহা হইল আল্লাহ তায়ালার কিতাব এবং তাঁহার রাসূলের সুন্নত। (মোয়াত্তা ইমাম মালেক)

١٠٣- عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: وَعَظَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا بَعْدَ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ هٰذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَبِمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: أُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا،

وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ، عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. رواه الترمذی، وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء فی الأخذ بالسنة، الجامع الترمذی ۲/۲ ٥ طبع فاروقی کتب خانه، ملتان

১০৩. হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন ফজরের নামাযের পর আমাদেরকে এইরূপ মর্মস্পর্শী নসীহত করিলেন যে, চক্ষু হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইল, এবং অন্তরে ভয় পয়দা হইয়া গেল, এক ব্যক্তি আরজ করিল ইহা তো বিদায়ী ব্যক্তির নসীহত মনে হইতেছে। সুতরাং আপনি আমাদেরকে কোন বিষয়ের প্রতি অসিয়ত করিতেছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করিতে থাকার এবং (আমীরের কথা) শুনার ও মানার অসীয়ত করিতেছি, যদিও সেই আমীর হাবশী গোলাম হয়। তোমাদের মধ্য হইতে যে ব্যক্তি আমার পর জীবিত থাকিবে সে বহু মতবিরোধ দেখিতে পাইবে। তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন নতুন জিনিস সৃষ্টি করা হইতে বাঁচিও। কেননা প্রত্যেক নতুন জিনিস গোমরাহী। সুতরাং তোমরা যদি সেই যামানা পাও তবে আমার এবং হেদায়েতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনদের সুন্নতকে মজবুতভাবে ধরিয়া থাকিও। (তিরমিযী)

۱۰۴- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَأٰى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِيْ يَدِ رَجُلٍ، فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ: يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلٰى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِيْ يَدِهِ فَقِيْلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ، قَالَ: لَا، وَاللّٰهِ! لَا آخُذُهُ أَبَدًا، وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ. رواه مسلم، باب تحريم خاتم الذهب.....، رقم:٥٤٧٢

১০৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির হাতে সোনার আংটি দেখিয়া উহা খুলিয়া ফেলিয়া দিলেন এবং বলিলেন, (কি আশ্চর্যের কথা) তোমাদের মধ্য হইতে কেহ আগুনের কয়লা হাতে রাখিতে চায়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আপন হাতে সোনার কোন জিনিস পরিবে তাহার হাত

দোযখে চলিয়া যাইবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলিয়া যাওয়ার পর ঐ ব্যক্তিকে বলা হইল, তোমার আংটি লইয়া যাও (এবং) উহা বিক্রয় করিয়া অথবা হাদিয়া স্বরূপ দান করিয়া উহা) দ্বারা উপকৃত হও। সে জওয়াব দিল, না, আল্লাহর কসম! যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফেলিয়া দিয়াছেন, আমি কখনও উহা উঠাইব না। (মুসলিম)

١٠٥- قَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلٰى أُمِّ حَبِيْبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ تُوُفِّيَ أَبُوْهَا أَبُوْسُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيْبَةَ بِطِيْبٍ فِيْهِ صُفْرَةٌ خَلُوْقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ: وَاللّٰهِ مَالِيْ بِالطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلٰى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. رواه البخاري،

باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا، رقم:٥٣٣٤

১০৫. হযরত যয়নব (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবি হযরত উম্মে হাবীবা (রাযিঃ)এর নিকট ঐ সময় গেলাম যখন তাহার পিতা হযরত আবু সুফিয়ান ইবনে হারব (রাযিঃ)এর ইন্তেকাল হইয়াছিল। হযরত উম্মে হাবীবা (রাযিঃ) সুগন্ধি আনাইলেন, যাহাতে খালুক অথবা অন্য কোন বস্তুর মিশ্রণ থাকার কারণে হলুদ বর্ণ ছিল। উহা হইতে কিছু খুশবু বাঁদিকে লাগাইলেন, পরে নিজের চেহারায় মাখিয়া লইলেন। অতঃপর বলিলেন, আল্লাহর কসম! আমার সুগন্ধি ব্যবহার করার কোন প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু কথা এই যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছি যে মহিলা আল্লাহ তায়ালা এবং কিয়ামতের দিনের উপর ঈমান রাখে তাহার জন্য জায়েয নহে যে, সে স্বামী ব্যতীত অন্য কাহারো জন্য তিন দিনের বেশী শোক পালন করে। (কেননা স্বামীর জন্য শোক পালনের সময়) চার মাস দশ দিন। (বোখারী)

ফায়দা ঃ খালুক একপ্রকার মিশ্র সুগন্ধিকে বলা হয়। যাহার অন্যান্য অংশের মধ্যে জাফরানের অংশ বেশী থাকে।

١٠٦- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: مَتَى السَّاعَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟ قَالَ: مَا أَعْدَدْتُ لَهَا

مِنْ كَثِيْرِ صَلٰوةٍ وَلَا صَوْمٍ وَلَا صَدَقَةٍ، وَلٰكِنِّيْ أُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ، قَالَ: أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ. رواه البخارى، باب علامة الحب فى الله . . . .، رقم:٦١٧١

১০৬. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, কেয়ামত কবে আসিবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, কেয়ামতের জন্য তুমি কি তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছ? লোকটি আরজ করিল, আমি কেয়ামতের জন্য অধিক (নফল) নামায, (নফল) রোযা এবং অধিক সদকা খয়রাত তৈয়ার করি নাই। তবে একটি বিষয় এই যে, আমি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার রসূলকে ভালবাসি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলে, তবে (কেয়ামতের দিন) তুমি তাহারই সঙ্গে থাকিবে যাহাকে তুমি (দুনিয়াতে) ভালবাসিয়াছ। (বোখারী)

١٠٧- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِيْ، وَإِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِيْ وَمَالِيْ، وَإِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَلَدِيْ، وَإِنِّيْ لَأَكُوْنُ فِي الْبَيْتِ فَأَذْكُرُكَ فَمَا أَصْبِرُ حَتّٰى آتِيَ فَأَنْظُرَ إِلَيْكَ، وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِيْ وَمَوْتَكَ، عَرَفْتُ أَنَّكَ إِذَا دَخَلْتَ الْجَنَّةَ رُفِعْتَ مَعَ النَّبِيِّيْنَ، وَإِنِّيْ إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ خَشِيْتُ أَنْ لَا أَرَاكَ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا حَتّٰى نَزَلَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِهٰذِهِ الْآيَةِ: ﴿وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَأُولٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ﴾. رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن عمران العابدى وهو ثقة، مجمع الزوائد٧/٦٣

১০৭. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, একজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমার নিকট আমার প্রাণের চেয়েও বেশী প্রিয়, আমার স্ত্রীর ও মালের চেয়েও বেশী প্রিয়। আমার সন্তানের

চেয়েও বেশী প্রিয়। আমি আমার ঘরে থাকা অবস্থায় যখন আপনার কথা মনে পড়িয়া যায় তখন আমি ধৈর্য ধারণ করিতে পারি না যতক্ষণ পর্যন্ত হাজির হইয়া আপনাকে দেখিয়া না লই। আমি জানি যে, এই দুনিয়া হইতে আমাকে এবং আপনাকে যাইতে হইবে, অতঃপর আপনি তো জান্নাতে নবীগণের মর্যাদায় পৌঁছিয়া যাইবেন, আর (আমার ব্যাপারে প্রথমতঃ ইহাও জানা নাই যে, আমি জান্নাতে পৌঁছিতে পারিব কি না) যদি আমি জান্নাতে পৌঁছিয়াও যাই তবুও (যেহেতু আমার মর্যাদা আপনার চেয়ে অনেক নীচে হইবে সেহেতু) আমার আশংকা হয় যে আমি সেখানে আপনাকে দেখিতে পারিব না। তখন আমি কিভাবে সবর করিব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার কথা শুনিয়া কোন জবাব দিলেন না। অবশেষে এই আয়াত নাযিল হইল—

"وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَأُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ"

অর্থ ঃ আর যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং রাসূলের কথা মানিয়া লইবে, তখন এরূপ ব্যক্তিও তাহাদের সহিত থাকিবে যাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা পুরস্কৃত করিয়াছেন।

অর্থাৎ, নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও নেক লোকগণ। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

١٠٨- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ قَالَ: مِنْ أَشَدِّ أُمَّتِيْ إِلَيَّ حُبًّا، نَاسٌ يَكُوْنُوْنَ بَعْدِيْ، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ رَآنِيْ بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ. رواه مسلم، باب فيمن يودّ رؤية النبي ﷺ ...... رقم: ٧١٤٥

১০৮. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার উম্মতের মধ্যে আমার প্রতি অধিক ভালবাসা পোষণকারী লোকদের মধ্যে তাহারা (ও) রহিয়াছে, যাহারা আমার পরে আসিবে। তাহারা এই আকাংখা করিবে যে, হায় যদি তাহাদের আপন ঘরবাড়ী ধনসম্পদ সবকিছু কোরবান করিয়া কোন প্রকারে আমাকে দেখিতে পাইত। (মুসলিম)

١٠٩- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ: أُعْطِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُوْرًا وَمَسْجِدًا،

وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّوْنَ. رواه مسلم، باب المساجد ومواضع الصلوة، رقم:١١٦٧

১০৯. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমাকে ছয়টি কারণে অন্যান্য নবীদের উপর মর্যাদা দান করা হইয়াছে—

(১) আমাকে ব্যাপক অর্থবোধক সংক্ষিপ্ত বাক্য দান করা হইয়াছে।

(২) আমাকে ভীতি দ্বারা সাহায্য করা হইয়াছে। (আল্লাহ তায়ালা দুশমনদের অন্তরে আমার ভীতি ও ভয় সৃষ্টি করিয়া দেন।)

(৩) গনীমতের মাল আমার জন্য হালাল করা হইয়াছে। (পূর্বেকার উম্মতের মধ্যে গনীমতের মালকে আগুন আসিয়া জ্বালাইয়া দিত।)

(৪) সমস্ত জমিনকে আমার জন্য মসজিদ অর্থাৎ নামায পড়ার স্থান বানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। (পূর্বেকার উম্মতগণের জন্য শুধু নির্দিষ্ট স্থানসমূহে এবাদত আদায় করা যাইত) আর সমস্ত জমিনের (মাটিকে) আমার জন্য পবিত্র করিয়া দেওয়া হইয়াছে। (তৈয়াম্মুমের দ্বারাও পবিত্রতা অর্জন করা যায়)

(৫) সমগ্র সৃষ্টির জন্য আমাকে নবী বানাইয়া পাঠানো হইয়াছে। (আমার পূর্বেকার নবীদেরকে বিশেষভাবে তাহাদের কাওমের প্রতিই পাঠানো হইত।)

(৬) নবুয়ত ও রিসালাতের ধারাবাহিকতা আমার উপর শেষ করা হইয়াছে। অর্থাৎ এখন তাঁহার পর কোন নবী ও রসূল আসিবে না। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ, 'আমাকে ব্যাপক অর্থবোধক সংক্ষিপ্ত বাক্য দান করা হইয়াছে।' ইহার অর্থ এই যে, সংক্ষিপ্ত শব্দ দ্বারা গঠিত ছোট বাক্যের মধ্যে ব্যাপক অর্থ বিদ্যমান থাকে।

١١٠- عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنِّيْ عَبْدُ اللّٰهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ.

(الحديث) رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٤١٨/٢

১১০. হযরত ইরবাজ ইবনে সারিয়া (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ

করিতে শুনিয়াছি, নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহ তায়ালার বান্দা এবং শেষ নবী। (মুসতাদরাকে হাকেম)

١١١- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ مَثَلِيْ وَمَثَلَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِيْ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنٰى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوْفُوْنَ بِهِ وَيَعْجَبُوْنَ لَهُ وَيَقُوْلُوْنَ: هَلَّا وُضِعَتْ هٰذِهِ اللَّبِنَةُ؟ قَالَ: فَأَنَا اللَّبِنَةُ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ. رواه البخاري، باب خاتم النبيين، رقم:٣٥٣٥

১১১. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করেন যে, আমার এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণের দৃষ্টান্ত এমন, যেমন এক ব্যক্তি ঘর বানাইয়াছে, এবং উহার মধ্যে সকল প্রকার কারুকার্য ও সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়াছে কিন্তু ঘরের কোন এক কোণে একটি ইটের জায়গা খালি রাখিয়া দিয়াছে। এখন লোকেরা ঘরের চারিদিকে ঘুরিয়া দেখে, ঘরের সৌন্দর্যের প্রশংসা করে, কিন্তু এই কথাও বলে যে, এই জায়গায় একটি ইট কেন রাখা হইল না? সুতরাং আমিই সেই ইট, এবং আমি শেষ নবী। (বোখারী)

١١٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمًا، فَقَالَ: يَا غُلَامُ! إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ، احْفَظِ اللّٰهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللّٰهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللّٰهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلٰى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ لَكَ، وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلٰى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب حديث حنظلة ......، رقم:٢٥١٦

১১২. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, আমি একদিন (বাহনের উপর) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে বসা ছিলাম। তিনি এরশাদ করিলেন, হে বালক! আমি তোমাকে কয়েকটি (গুরুত্বপূর্ণ) কথা শিক্ষা দিব। আল্লাহ তায়ালার (হুকুমসমূহের) হেফাজত কর, আল্লাহ তায়ালা তোমার হেফাজত করিবেন। আল্লাহ তায়ালার হকসমূহের খেয়াল

কর, তাঁহাকে তোমার সম্মুখে পাইবে। (তাহার সাহায্য তোমার সঙ্গে থাকিবে) যখন চাহিবে তখন আল্লাহ তায়ালার নিকট চাহিবে। যখন সাহায্য চাহিবে তখন আল্লাহ তায়ালার (ই) নিকট চাহিবে। আর ইহা জানিয়া রাখ যে, সমস্ত উম্মত যদি একত্রিত হইয়া তোমার কোন উপকার করিতে চাহে তবে তাহারা তোমার ততটুকুই উপকার করিতে পারিবে যতটুকু আল্লাহ তায়ালা তোমার জন্য (তাকদীরে) লিখিয়া দিয়াছেন। আর যদি সকলে মিলিয়া তোমার ক্ষতি করিতে চাহে তবে ততটুকুই ক্ষতি করিতে পারিবে যতটুকু আল্লাহ তায়ালা তোমার (তাকদীরে) লিখিয়া দিয়াছেন। (তাকদীরের) কলম (দ্বারা সবকিছু লিখাইয়া উহা)কে উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে এবং (তাকদীরের) কাগজের কালি শুকাইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ তাকদীরের ফয়সালাসমূহের মধ্যে বিন্দু পরিমাণও পরিবর্তন সম্ভব নহে। (তিরমিযী)

١١٣- عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لِكُلِّ شَىْءٍ حَقِيْقَةٌ، وَمَا بَلَغَ عَبْدٌ حَقِيْقَةَ الْإِيْمَانِ حَتّٰى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ وَمَا أَخْطَاَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَهُ. رواه أحمد والطبرانى ورجاله ثقات، ورواه الطبرانى فى الأوسط، مجمع الزوائد٧/٤٠٤

১১৩. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, প্রত্যেক বস্তুর একটি হাকিকত আছে, কোন বান্দা ততক্ষণ ঈমানের হাকিকত পর্যন্ত পৌঁছিতে পারিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার অন্তরে এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস না হইবে যে, যে সকল অবস্থা তাহার উপর আসিয়াছে, তাহা আসিতই। আর যে সকল অবস্থা তাহার উপর আসে নাই, উহা আসিতেই পারিত না।

(মুসনাদে আহমাদ, তাবরানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

ফায়দা ঃ মানুষ যে সকল অবস্থার সম্মুখীন হয় সেই সম্পর্কে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস থাকা উচিত যে, যাহা কিছু ঘটিয়াছে উহা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে ফয়সালাকৃত ছিল। আর জানা নাই যে, উহার মধ্যে আমার জন্য কি কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে। তাকদীরের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস মানুষের ঈমানের হেফাজত ও অমূলক ধারণা হইতে মুক্তিলাভের উপায়।

١١٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: كَتَبَ اللّٰهُ مَقَادِيْرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ

السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ، قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. رواه مسلم، باب حجاج آدم وموسى صلى الله عليهما وسلم، رقم:٦٧٤٨

১১৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযিঃ) বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তায়ালা জমিন ও আসমানকে সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে সমস্ত সৃষ্টির তাকদীরসমূহ লিখিয়া দিয়াছেন। তখন আল্লাহ তায়ালার আরশ পানির উপর ছিল। (মুসলিম)

١١٥- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ فَرَغَ إِلٰى كُلِّ عَبْدٍ مِنْ خَلْقِهِ مِنْ خَمْسٍ: مِنْ أَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَمَضْجَعِهِ وَأَثَرِهِ وَرِزْقِهِ. رواه أحمد٥/١٩٧

১১৫. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক বান্দার পাঁচটি বিষয় লিখিয়া অবসর হইয়া গিয়াছেন—তাহার মৃত্যুর সময়, তাহার (ভালমন্দ) আমল, তাহার দাফন হওয়ার স্থান, তাহার বয়স ও তাহার রিযিক। (মুসনাদে আহমাদ)

١١٦- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يُؤْمِنُ الْمَرْءُ حَتّٰى يُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. رواه أحمد٢/١٨١

১১৬. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মোমিন হইতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত যাবতীয় ভালমন্দ তাকদীরের উপর এই ঈমান না রাখিবে যে, উহা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে হইয়াছে। (মুসনাদে আহমাদ)

١١٧- عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتّٰى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعٍ: يَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ بَعَثَنِيْ بِالْحَقِّ، وَيُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ، وَيُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَيُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ. رواه الترمذي، باب ما جاء أن الإيمان بالقدر .....، رقم:٢١٤٥

১১৭. হযরত আলী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন বান্দা মোমিন

হইতে পারে না, যতক্ষন পর্যন্ত চারটি বিষয়ের প্রতি ঈমান না আনিবে। (১) এই কথার সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোন সত্তা এবাদত ও বন্দেগীর উপযুক্ত নাই, আর আমি (মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তায়ালার রসূল। তিনি আমাকে হক দিয়া পাঠাইয়াছেন। (২) মৃত্যুর উপর ঈমান আনিবে। (৩) মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার উপর ঈমান আনিবে। (৪) তাকদীরের উপর ঈমান আনিবে। (তিরমিযী)

١١٨- عَنْ أَبِىْ حَفْصَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ: قَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ لِابْنِهِ: يَابُنَىَّ! إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ حَقِيْقَةِ الْإِيْمَانِ حَتّٰى تَعْلَمَ اَنَّ مَا اَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا اَخْطَاَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَكَ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ اَوَّلَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ تَعَالٰى الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ، فَقَالَ: رَبِّ وَمَاذَا اَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبْ مَقَادِيْرَ كُلِّ شَىْءٍ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ، يَا بُنَىَّ! إِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ مَاتَ عَلٰى غَيْرِ هٰذَا فَلَيْسَ مِنِّىْ. رواه أبوداوٗد، باب فى القدر، رقم: ٤٧٠٠

১১৮. হযরত আবু হাফসা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত উবাদাহ ইবনে সামেত (রাযিঃ) নিজের ছেলেকে বলিলেন, হে আমার ছেলে! তোমার প্রকৃত ঈমানের স্বাদ কখনও হাসিল হইবে না যতক্ষণ তুমি এই একীন না করিবে যে, যে সকল অবস্থা তোমার উপর আসিয়াছে উহা হইতে তুমি কখনও বাঁচিতে পারিতে না। আর যাহা তোমার উপর আসে নাই উহা কখনও তোমার উপর আসিতেই পারিত না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, উহা হইল কলম। অতঃপর উহাকে আদেশ করিলেন, লিখ। তখন উহা আরজ করিল, পরওয়ারদিগার, কি লিখিব? এরশাদ হইল, কেয়ামত পর্যন্ত যে জিনিসের জন্য যাহা কিছু নির্ধারণ করা হইয়াছে উহা সমস্ত লিখ।

হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রাযিঃ) বলিলেন, হে আমার ছেলে! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি এই বিশ্বাস ব্যতীত অন্য কোন বিশ্বাসের উপর মৃত্যুবরণ করিবে আমার সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। (আবু দাউদ)

١١٩- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: وَكَّلَ اللّٰهُ بِالرَّحِمِ مَلَكًا فَيَقُوْلُ: أَيْ رَبِّ نُطْفَةٌ، أَيْ رَبِّ عَلَقَةٌ، أَيْ رَبِّ مُضْغَةٌ، فَإِذَا أَرَادَ اللّٰهُ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَهَا، قَالَ: أَيْ رَبِّ ذَكَرٌ أَمْ أُنْثٰى؟ أَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيْدٌ؟ فَمَا الرِّزْقُ؟ فَمَا الْأَجَلُ؟ فَيُكْتَبُ كَذٰلِكَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ. رواه البخاري، كتاب القدر، رقم:٦٥٩٥

১১৯. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা বাচ্চাদানীর উপর একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। সে উহা আরজ করিতে থাকে, হে আমার পরওয়ারদিগার ! ইহা এখন বীর্য আকারে আছে। হে আমার পরওয়ারদিগার ! ইহা এখন জমাট রক্ত আকারে আছে। হে আমার পরওয়ারদিগার ! ইহা এখন মাংসপিণ্ড আকারে আছে। (আল্লাহ তায়ালা সবকিছু জানেন, ইহা সত্ত্বেও ফেরেশতা আল্লাহ তায়ালাকে বাচ্চার বিভিন্ন পরিবর্তিত অবস্থা জানাইতে থাকে) অতঃপর যখন আল্লাহ তায়ালা তাহাকে সৃষ্টি করিতে চাহেন তখন ফেরেশতা জিজ্ঞাসা করে, তাহার সম্পর্কে কি লিখিব? ছেলে অথবা মেয়ে? বদবখত অথবা নেকবখত? রিযিক কি হইবে? বয়স কি পরিমাণ হইবে? সুতরাং সমস্ত বিষয় বিস্তারিতভাবে তখনই লিখিয়া লওয়া হয় যখন সে মাতৃগর্ভে থাকে। (বোখারী)

١٢٠- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللّٰهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء في الصبر على البلاء، رقم:٢٣٩٦

১২০. হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, পরীক্ষা যত কঠোর হয় উহার পুরস্কারও তত বড় আকারে পাওয়া যায়। আর আল্লাহ তায়ালা যখন কোন জাতিকে ভালবাসেন তখন তাহাদিগকে পরীক্ষা করেন। সুতরাং যাহারা ঐ পরীক্ষার ব্যাপারে সন্তুষ্ট রহিল আল্লাহ তায়ালাও তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া যান। আর যাহারা অসন্তুষ্ট হইল আল্লাহ তায়ালাও তাহাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া যান। (তিরমিযী)

١٢١- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الطَّاعُوْنِ فَأَخْبَرَنِيْ أَنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ، وَأَنَّ اللّٰهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ، لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُوْنُ فَيَمْكُثُ فِيْ بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيْبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيْدٍ. رواه البخاری، كتاب أحاديث

১২১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্লেগ রোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি এরশাদ করিলেন, ইহা আল্লাহ তায়ালার একটি আজাব, যাহার উপর ইচ্ছা হয় নাযিল করেন। (কিন্তু) উহাকেই আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের জন্য রহমত বানাইয়া দিয়াছেন। যদি কোন ব্যক্তির এলাকায় প্লেগ মহামারী আকারে ছড়াইয়া পড়ে এবং সেই ব্যক্তি ধৈর্য সহকারে সওয়াবের আশায় নিজের এলাকায় অবস্থান করে এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, উহাই হইবে যাহা আল্লাহ তায়ালা তাকদীরে রাখিয়াছেন (অতঃপর তাকদীরের ফয়সালা অনুযায়ী মহামারীতে আক্রান্ত হইয়া উহাতে তাহার মৃত্যু হইয়া যায়)। তবে সে শহীদের সমান সওয়াব পাইবে। (বোখারী)

ফায়দা ঃ শরীয়তের হুকুম এই যে, প্লেগ আক্রান্ত এলাকা হইতে পলায়ন না করা। এই কারণে হাদীস শরীফের মধ্যে সওয়াবের আশায় অবস্থান করিতে বলা হইয়াছে। (ফাতহুল বারী)

١٢٢- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: خَدَمْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَأَنَا ابْنُ ثَمَانِ سِنِيْنَ خَدَمْتُهُ عَشْرَ سِنِيْنَ فَمَا لَامَنِيْ عَلٰى شَيْءٍ قَطُّ أُتِيَ فِيْهِ عَلٰى يَدَيَّ فَإِنْ لَامَنِيْ لَائِمٌ مِنْ أَهْلِهِ قَالَ: دَعُوْهُ فَإِنَّهُ لَوْ قُضِيَ شَيْءٌ كَانَ. مصابيح السنة للبغوي وعده من الحسان ٤/٥٧

১২২. হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি আট বৎসর বয়স হইতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করিতে শুরু করি এবং দশ বৎসর পর্যন্ত খেদমত করিয়াছি (এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে) যখনই আমার হাতে কোন ক্ষতি হইয়াছে, তখন তিনি আমাকে কখনও উহার কারণে তিরস্কার করেন নাই। তাহার পরিবারের লোকদের

মধ্য হইতে কখনও কেহ যদি কিছু বলিয়াছেনও তখন তিনি বলিয়া দিয়াছেন, বাদ দাও (কিছু বলিও না)। কেননা যদি কোন ক্ষতি হওয়া তাকদীরের ফয়সালা হয় তবে উহা হইয়াই থাকে। (মাসাবীহুস সুন্নাহ)

١٢٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ، حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ. رواه مسلم، باب كل شيء بقدر، رقم:٦٧٥

১২৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সবকিছু তাকদীরে লেখা হইয়া গিয়াছে। এমনকি (মানুষের) বুদ্ধিহীন ও অক্ষম হওয়া, চালাক ও বুদ্ধিমান হওয়াও তাকদীর দ্বারাই নির্ধারিত। (মুসলিম)

١٢٤- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ، وَفِيْ كُلٍّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلٰى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ، وَلَا تَعْجِزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّيْ فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلٰكِنْ قُلْ قَدَرُ اللّٰهِ، وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. رواه مسلم، باب الإيمان بالقدر.....، رقم:٦٧٧٤

১২৪. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিন হইতে উত্তম এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট অধিক প্রিয়। আর ইহা ছাড়াও প্রত্যেক মুমিনের মধ্যে কল্যাণ রহিয়াছে। (স্মরণ রাখিও) যে জিনিস তোমার জন্য উপকারী উহার আগ্রহ কর, এবং উহার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর, এবং হিম্মত হারাইও না। আর যদি তোমার কোন ক্ষতি হইয়া যায় তখন ইহা বলিও না যে, যদি আমি এইরূপ করিতাম তবে এমন হইত, এমন হইত। বরং বল যে, আল্লাহ তায়ালার ফয়সালা এমনই ছিল, এবং তিনি যেমন চাহিয়াছেন করিয়াছেন। কেননা 'যদি' (শব্দটি) শয়তানের কাজের দরজা খুলিয়া দেয়। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ 'যদি আমি এমন করিতাম তবে এমন হইত, এমন হইত' মানুষের জন্য এই ধরনের কথা বলা ঐ সময় নিষেধ যখন ঐরূপ বাক্য দ্বারা তাকদীরের সহিত মোকাবিলা করা এবং নিজের চেষ্টা তদবীরের উপর

ভরসা করা উদ্দেশ্য হয় এবং তাকদীরকে অবিশ্বাস করার আকীদা হয়। কেননা তখন শয়তানের জন্য তাকদীর হইতে বিশ্বাস হটানোর সুযোগ মিলিয়া যায়। (মোযাহেরে হক)

١٢٥- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَلَا وَإِنَّ الرُّوْحَ الْأَمِيْنَ نَفَثَ فِيْ رُوْعِي أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تَمُوْتُ حَتّٰى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا، فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوا بِمَعَاصِي اللّٰهِ فَإِنَّهُ لَا يُدْرَكُ مَا عِنْدَ اللّٰهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ. (وهو طرف من الحديث) شرح السنة للبغوي١٤/٣٠٥، قال المحشي: رجاله ثقات وهو مرسل

১২৫. হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জিবরাঈল (আঃ) (আল্লাহ তায়ালার হুকুমে) আমার অন্তরে এই কথা ঢালিয়াছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি নিজের (তাকদীরে নির্ধারিত) রিযিক পুরা না করিবে কখনও মরিতে পারে না। সুতরাং আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করিতে থাক এবং রিযিক হাসিল করার ব্যাপারে সৎপথ অবলম্বন কর। রিযিকের বিলম্ব যেন তোমাকে আল্লাহ তায়ালার নাফরমানীর সহিত রিযিকের তালাশে লাগাইয়া না দেয়। কেননা তোমার রিযিক আল্লাহ তায়ালার আয়ত্বে রহিয়াছে, আর যে জিনিস তাহার আয়ত্বে রহিয়াছে উহা শুধু তাহারই আনুগত্যের মাধ্যমে হাসিল করা যাইতে পারে। (শারহুস সুন্নাহ)

١٢٦- عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقَالَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ لَمَّا أَدْبَرَ: حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَلُوْمُ عَلَى الْعَجْزِ وَلٰكِنْ عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ فَإِذَا غَلَبَكَ أَمْرٌ فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ. رواه أبوداود، باب الرجل يحلف على حقه، رقم:٣٦٢٧

১২৬. হযরত আউফ ইবনে মালেক (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই ব্যক্তির মাঝে ফয়সালা করিলেন, যাহার বিপক্ষে ফয়সালা হইয়াছিল, সে যখন ফিরিয়া যাইতেছিল তখন (আক্ষেপের সহিত) বলিল—

حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

(আল্লাহ তায়ালাই আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনি অতি উত্তম ব্যবস্থাকারী।) ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আল্লাহ তায়ালা উত্তম পন্থায় চেষ্টা তদবীর না করার কারণে তিরস্কার করেন। এইজন্য সবসময় প্রথমে নিজের যাবতীয় বিষয়ে বিচক্ষণতা অবলম্বন কর। যদি তারপরও অবস্থা বিপরীত হইয়া যায় তখন حَسْبِيَ اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ পড়। (এবং উহা দ্বারা অন্তরে সান্ত্বনা লাভ কর যে, আল্লাহ তায়ালাই আমার জন্য যথেষ্ট, আর তিনিই এই অবস্থায় আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ করিয়া দিবেন।) (আবু দাউদ)

মৃত্যুর পর আগত অবস্থাসমূহের প্রতি ঈমান

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: ﴿يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۚ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَیْءٌ عَظِيْمٌ ☆ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّاۤ اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ﴾ [الحج:١،٢]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—হে লোকসকল, স্বীয় প্রতিপালককে ভয় কর, নিঃসন্দেহে কেয়ামতের কম্পন বড় ভয়ানক হইবে। যেদিন তোমরা এই কম্পনকে দেখিবে সেদিন এমন অবস্থা হইবে যে, সমস্ত স্তন্যদানকারিণী নারীগণ আপন স্তন্যপায়ী সন্তানদেরকে ভয়ের কারণে ভুলিয়া যাইবে, এবং সমস্ত গর্ভবতী নারীগণ তাহাদের গর্ভপাত করিয়া ফেলিবে। আর লোকদেরকে নেশাগ্রস্তের ন্যায় দেখা যাইবে অথচ তাহারা নেশাগ্রস্ত হইবে না বরং আল্লাহ তায়ালার আযাবই বড় কঠিন (যে কারণে তাহাদিগকে আত্মহারা বিহ্বল মনে হইবে।) (সূরা হজ্জ ১–২)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَلَا يَسْئَلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا☆ يُّبَصَّرُوْنَهُمْ ۗ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِىْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍۭ بِبَنِيْهِ☆ وَصَاحِبَتِهٖ وَاَخِيْهِ☆ وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِىْ تُـْٔوِيْهِ☆ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۙ ثُمَّ يُنْجِيْهِ☆ كَلَّا﴾[المعارج: ١٠ـ١٥]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—ঐদিন অর্থাৎ কেয়ামতের দিন কোন বন্ধু কোন বন্ধুর খোঁজ লইবে না, অথচ তাহাদের একে অপরকে দেখাইয়া দেওয়া হইবে অর্থাৎ একজন অন্যজনকে দেখিতে পাইবে। সেইদিন অপরাধী এই আকাংখা করিবে যে, আযাব হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য নিজের পুত্রদিগকে, স্ত্রীকে, ভাইকে, এবং আত্মীয় স্বজনদেরকে যাহাদের মধ্যে সে বসবাস করিত, আর সমস্ত জমিনবাসীদেরকে, নিজের মুক্তিপণ স্বরূপ দিয়া দেয় আর নিজেকে মুক্ত করিয়া লয়। ইহা কখনও হইবে না। (সূরা মাআরেজ ১০–১৫)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ ۗ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ☆ مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِىْ رُءُوْسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۚ وَاَفْـِٕدَتُهُمْ هَوَآءٌ﴾ [إبراهيم: ٤٢، ٤٣]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—এই সকল অত্যাচারী লোকেরা যাহা কিছু করিতেছে উহা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালাকে (তৎক্ষণাৎ পাকড়াও না করার কারণে) কখনও বেখবর মনে করিও না। কেননা তাহাদেরকে আল্লাহ তায়ালা ঐদিন পর্যন্ত অবকাশ দিয়া রাখিয়াছেন, যেইদিন ভয়ের কারণে তাহাদের চক্ষুসমূহ বিস্ফারিত হইয়া থাকিবে, এবং তাহারা হিসাবের স্থানের দিকে আপন মস্তক ঊর্ধ্বমুখী করিয়া দৌড়াইয়া যাইতে থাকিবে। তাহাদের চক্ষুসমূহ এইরূপ স্থির হইয়া যাইবে যে, পলক পড়িবে না এবং তাহাদের অন্তরসমূহ একেবারেই দিশাহারা হইবে। (সূরা ইবরাহীম ৪২)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ☆ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ﴾ [الأعراف:٨، ٩]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,— এবং সেইদিন আমলের ওজন একটি বাস্তব সত্য। অতঃপর যেই ব্যক্তির পাল্লা ভারী হইবে সেই ব্যক্তিই সফলকাম হইবে আর যাহাদের ঈমান ও আমলের পাল্লা হালকা হইবে

ইহারাই হইবে যাহারা নিজেদের ক্ষতি করিয়াছে, যেহেতু তাহারা আমাদের আয়াতসমূহকে অস্বীকার করিত। (সূরা আরাফ, ৮–৯)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا ۚ وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ☆ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ؕ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ☆ الَّذِىْ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَّلَا يَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوْبٌ﴾

[فاطر: ٣٣_٣٥]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—(উত্তম আমলকারীদের জন্য) জান্নাতের মধ্যে চিরস্থায়ী বসবাসের জন্য বাগানসমূহ হইবে। উহার মধ্যে তাহারা প্রবেশ করিবে, এবং তাহাদেরকে সোনার বালা ও মুক্তা পরানো হইবে আর তাহাদের পোশাক হইবে রেশমের, আর তাহারা ঐ সকল বাগানে প্রবেশ করিয়া বলিবে যে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি চিরদিনের জন্য আমাদের সকল প্রকার দুঃখকষ্ট দূর করিয়া দিয়াছেন। নিঃসন্দেহে আমাদের প্রতিপালক বড় ক্ষমাশীল ও অত্যন্ত গুণগ্রাহী। যিনি আমাদেরকে চিরস্থায়ী বাসস্থানে দাখেল করিয়াছেন ; যেখানে না কোন প্রকার কষ্ট আমাদেরকে স্পর্শ করে আর না কোন ক্লান্তি স্পর্শ করে।

(সূরা ফাতের ৩৩–৩৫)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ ☆ فِىْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ☆ يَلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ☆ كَذٰلِكَ ۗ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ☆ يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ اٰمِنِيْنَ ☆ لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى ۚ وَوَقٰهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ☆ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكَ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ﴾ [الدخان:٥١_٥٧]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—নিঃসন্দেহে যাহারা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে তাহারা সম্পূর্ণ নিরাপদ স্থানে থাকিবে। অর্থাৎ বাগান ও ঝর্ণাসমূহের মধ্যে। তাহারা পাতলা ও পুরু রেশম পরিহিত অবস্থায় পরস্পর সামনাসামনি বসা থাকিবে। এই সকল ঘটনা যেমন বর্ণনা করা হইয়াছে তেমনি হইবে। আর আমরা তাহাদের বিবাহ সুন্দর ও ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট হুরদের সহিত করাইয়া দিব। সেখানে তাহারা নিশ্চিন্ত মনে সকল প্রকার ফলফলাদি তলব করিবে। তথায় তাহারা সেই মৃত্যু ব্যতীত

যাহা দুনিয়াতে আসিয়াছিল দ্বিতীয়বার কোন মৃত্যু আস্বাদন করিবে না। আর আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে দোযখের আযাব হইতে হেফাজত করিবেন। এই সবকিছুই তাহারা আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহে পাইয়াছে। ইহাই বড় সফলতা। (সূরা দোখান ৫১-৫৭)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا☆ عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا☆ يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهٗ مُسْتَطِيْرًا☆ وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّأَسِيْرًا☆ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا☆ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا☆ فَوَقٰهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقّٰهُمْ نَضْرَةً وَّسُرُوْرًا☆ وَجَزٰهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّحَرِيْرًا☆ مُّتَّكِئِيْنَ فِيْهَا عَلَى الْأَرَآئِكِ ج لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلَا زَمْهَرِيْرًا☆ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا☆ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَا۠☆ قَوَارِيْرَا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا☆ وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا☆ عَيْنًا فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلًا☆ وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ج إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُوْرًا☆ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيْمًا وَّمُلْكًا كَبِيْرًا☆ عٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَّإِسْتَبْرَقٌ ز وَّحُلُّوْآ أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ ج وَسَقٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا☆ إِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا﴾ [الدهر: ٥-٢٢]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—নিঃসন্দেহে নেক লোকেরা এমন পেয়ালায় শরাব পান করিবে যাহাতে কাফুর মিশ্রিত থাকিবে। উহা এমন একটি ঝর্ণা যাহা হইতে আল্লাহ তায়ালার খাস বান্দাগণ পান করিবেন, এবং সেই ঝর্ণাকে ঐ সকল খাস বান্দাগণ যেইদিকে ইচ্ছা প্রবাহিত করিয়া লইয়া যাইবেন। ইহারা ঐ সমস্ত লোক যাহারা জরুরী আমলসমূহকে এখলাসের সহিত পুরা করে। এবং তাহারা এমন দিনকে ভয় করে যাহার ভয়াবহতার প্রভাব কমবেশী সকলের উপর পড়িবে। আর তাহারা আল্লাহ তায়ালার মহব্বতে গরীব, এতীম ও কয়েদীদেরকে আহার করায় এবং তাহারা এরূপ বলে যে, আমরা তো তোমাদেরকে শুধু আল্লাহ তায়ালার

সন্তুষ্টির জন্যে আহার করাই। আমরা না তোমাদের নিকট হইতে কোন প্রতিদান চাই আর না কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, আর আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে ঐদিন সম্পর্কে ভয় করি যেইদিন অত্যন্ত তিক্ত ও অত্যন্ত কঠিন হইবে। তবে আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে সেই আনুগত্য ও এখলাসের বরকতে ঐদিনের কঠোরতা হইতে রক্ষা করিবেন। এবং তাহাদেরকে সজীবতা ও আনন্দ দান করিবেন। এবং তাহাদেরকে দ্বীনের উপর দৃঢ়তার বিনিময়ে জান্নাত এবং রেশমী পোশাক দান করিবেন, সেখানে তাহাদের অবস্থা এইরূপ হইবে যে, জান্নাতের মধ্যে সিংহাসনে হেলান দিয়া বসিয়া থাকিবে। আর জান্নাতে না রৌদ্রের তাপ দেখিতে পাইবে আর না শীতের প্রচণ্ডতা, (বরং আনন্দদায়ক মধ্যম ধরনের আবহাওয়া হইবে) জান্নাতের বৃক্ষের ছায়াসমূহ তাহাদের উপর ঝুকিয়া থাকিবে। আর উহার ফলসমূহ তাহাদের ইচ্ছাধীন করিয়া দেওয়া হইবে, অর্থাৎ সর্বদা বিনা পরিশ্রমে ফল লইতে পারিবে, তাহাদেরকে ঘিরিয়া রৌপ্যপাত্র ও কাঁচের পেয়ালাসমূহের পানচক্র চলিতে থাকিবে, আর কাঁচসমূহও রৌপ্যনির্মিত হইবে। অর্থাৎ স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন হইবে। যাহাকে পূর্ণকারীগণ যথোপযুক্ত পরিমাণে পূর্ণ করিবে। আর তাহাদেরকে সেখানে এমন শরাবও পান করানো হইবে যাহার মধ্যে শুষ্ক আদ্রকের সংমিশ্রণ হইবে। উহার ঝর্ণা জান্নাতের মধ্যে সালসাবিল নামে প্রসিদ্ধ হইবে। আর তাহাদের নিকট এই সকল জিনিস লইয়া এমন বালকরা আনাগোনা করিবে যাহারা চির বালকই থাকিবে। আর ঐ সকল বালকরা এত সুশ্রী হইবে যে, তোমরা তাহাদিগকে ছড়ানো মুক্তা মনে করিবে। আর যখন তোমরা সেখানে দেখিবে তখন প্রচুর নেয়ামতসমূহ এবং বিশাল রাজত্ব দেখিতে পাইবে। আর সেই জান্নাতবাসীদের পরনে সবুজ রংএর মিহিন ও মোটা রেশমের পোশাক হইবে। এবং তাহাদেরকে রূপার বালা পরানো হইবে। তাহাদেরকে স্বয়ং তাহাদের প্রতিপালক পবিত্র শরাব পান করাইবেন। জান্নাতবাসীদের বলা হইবে যে, এই সকল নেয়ামতসমূহ তোমাদের নেক আমলের প্রতিদান স্বরূপ দেওয়া হইয়াছে এবং তোমাদের চেষ্টা ও মেহনত কবুল হইয়াছে।

(সূরা দাহর ৫–২২)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَاَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ☆ فِيْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ☆ وَّطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ☆ وَّظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ☆ وَّمَآءٍ مَّسْكُوْبٍ☆ وَّفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ☆ لَّا مَقْطُوْعَةٍ وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ☆ وَّفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ☆ اِنَّآ

اَنْشَانٰهُنَّ اِنْشَآءً☆ فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًا☆ عُرُبًا اَتْرَابًا☆ لِّاَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ☆ ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ☆ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ﴾ [الواقعة:٢٧-٤٠]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—আর ডানদিকের লোকেরা, কতই না উত্তম ডান দিকের লোকেরা। (অর্থাৎ ঐ সমস্ত লোক যাহাদের আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হইবে এবং তাহাদের জন্য জান্নাতের ফয়সালা হইবে।) তাহারা এমন বাগানসমূহের মধ্যে থাকিবে যাহার মধ্যে কাঁটাবিহীন কুল হইবে, ঐ বাগানের গাছসমূহে থরে থরে কলা লাগিয়া থাকিবে। আর ঐ বাগানসমূহের মধ্যে সুবিস্তৃত ছায়া থাকিবে। প্রবাহমান পানি থাকিবে, প্রচুর ফলফলাদি থাকিবে। না উহাদের মৌসুম কখনও শেষ হইবে আর না উহাদের খাওয়ার ব্যাপারে কোন বাধা নিষেধ থাকিবে। আর ঐ সকল বাগানে উচু উচু বিছানা হইবে। আমি জান্নাতের মহিলাদেরকে বিশেষরূপে সৃষ্টি করিয়াছি। তাহারা চিরকুমারী থাকিবে, স্বামীদের প্রিয়পাত্রী ও জান্নাতবাসীদের সমবয়সী হইবে। এই সকল নেয়ামত ডান দিক ওয়ালাদের জন্য। আর তাহাদের একটি বড় দল পূর্ববর্তী লোকদের মধ্য হইতে হইবে, আর একটি বড় দল পরবর্তী লোকদের মধ্য হইতে হইবে।

(সূরা ওয়াকেয়া, ২৭–৪০)

ফায়দা ঃ পূর্ববর্তী লোকদের বলিতে পূর্ববর্তী উম্মতের লোকেরা এবং পরবর্তী লোকদের বলিতে এই উম্মতের লোকদের বুঝানো হইয়াছে।

(বায়ানুল কুরআন)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ☆ نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ﴾ [حم السجدة: ٣١،٣٢]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—এবং জান্নাতে তোমাদের জন্য এমন প্রত্যেক জিনিস রহিয়াছে যাহা তোমাদের মন চাহিবে এবং আর তোমরা সেখানে যাহা চাহিবে পাইবে। এই সবকিছু ঐ সত্তার পক্ষ হইতে মেহমানদারী স্বরূপ হইবে, যিনি পরম ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

(সূরা হামীম সিজদা, ৩১–৩২)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَاِنَّ لِلطّٰغِيْنَ لَشَرَّ مَاٰبٍ☆ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ☆ هٰذَا فَلْيَذُوْقُوْهُ حَمِيْمٌ وَّغَسَّاقٌ☆ وَّاٰخَرُ مِنْ شَكْلِهٖٓ اَزْوَاجٌ﴾ [ص:٥٥-٥٨]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—এবং নিঃসন্দেহে অবাধ্যদের জন্য

রহিয়াছে অত্যন্ত মন্দ ঠিকানা, অর্থাৎ দোযখ যাহাতে তাহারা প্রবেশ করিবে, উহা কতই না নিকৃষ্ট স্থান। ইহাতে ফুটন্ত পানি এবং পুঁজ (মওজুদ) রহিয়াছে। তাহারা ইহার স্বাদ গ্রহণ করুক, আর উহা ব্যতীত অনুরূপ আরও বিভিন্ন প্রকার অপছন্দনীয় বস্তুসমূহ রহিয়াছে। (উহার স্বাদও গ্রহণ করুক) (সূরা সোয়াদ, ৫৫–৫৮)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اِنْطَلِقُوْآ اِلٰى مَا كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ☆ اِنْطَلِقُوْآ اِلٰى ظِلٍّ ذِىْ ثَلٰثِ شُعَبٍ☆ لَا ظَلِيْلٍ وَّلَا يُغْنِىْ مِنَ اللَّهَبِ☆ اِنَّهَا تَرْمِىْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ☆ كَاَنَّهٗ جِمٰلَتٌ صُفْرٌ﴾ [المرسلت: ٢٩-٣٣]

আল্লাহতায়ালা জাহান্নামীদেরকে বলিবেন,–তোমরা চলো ঐ আযাবের দিকে যাহাকে তোমরা অস্বীকার করিতে, (উহাতে একটি শাস্তি এই হইবে যাহা এই হুকুমে বলা হইয়াছে) একটি শামিয়ানার দিকে চল যাহার তিনটি শাখা আছে, যাহাতে না (শীতল) ছায়া আছে। আর না উহা উত্তাপ হইতে রক্ষা করে (এই শামিয়ানার অর্থ দোযখ হইতে নির্গত এক প্রকার ধুম্রজাল। কেননা উহা প্রচুর পরিমাণে নির্গত হইবে, অতএব উপরে উঠিয়া ফাটিয়া তিন খণ্ডে বিভক্ত হইয়া যাইবে।) সেই আগুন এমন অঙ্গার বর্ষণ করিবে (যাহা ঊর্ধ্বে উঠিয়া বিরাট আকারের কারণে এমন হইবে যেন) বড় বড় অট্টালিকা। অতঃপর যখন উহা জমিনে পতিত হইবে উহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড হইয়া এমন হইবে) যেমন কালো কালো উট। (সূরা মুরসালাত)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ؕ ذٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهٖ عِبَادَهٗ ؕ يٰعِبَادِ فَاتَّقُوْنِ﴾ [الزمر: ١٦]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—আগুন ঐ সকল জাহান্নামীদেরকে উপর হইতেও বেষ্টন করিয়া রাখিবে, এবং নীচ হইতেও বেষ্টন করিয়া রাখিবে। ইহাই সেই আযাব যাহা হইতে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় বান্দাদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন। হে আমার বান্দারা ! আমাকে ভয় করিতে থাক।

(সূরা যুমার ১৬)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ☆ طَعَامُ الْاَثِيْمِ☆ كَالْمُهْلِ ۚ يَغْلِىْ فِى الْبُطُوْنِ☆ كَغَلْىِ الْحَمِيْمِ☆ خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ اِلٰى سَوَآءِ الْجَحِيْمِ☆ ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَاْسِهٖ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ☆ ذُقْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ☆ اِنَّ هٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهٖ تَمْتَرُوْنَ﴾ [الدخان: ٤٣-٥٠]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—নিঃসন্দেহে জাহান্নামের মধ্যে বড় গুনাহগারদের জন্য খাদ্যস্বরূপ যাক্কুমের গাছ রহিয়াছে। আর উহা দেখিতে তেলের তলানীর মত কালো বর্ণ হইবে। যাহা পেটের মধ্যে এমনভাবে ফুটিবে যেমন ফুটন্ত গরম পানি। এবং ফেরেশতাদিগকে হুকুম দেওয়া হইবে যে, এই অপরাধীকে ধর, এবং হেঁচড়াইয়া দোযখের মাঝখানে ফেলিয়া দাও। আর তাহার মাথার উপর যন্ত্রণাদায়ক উত্তপ্ত পানি ঢালিয়া দাও। (আর মনঃপীড়া দেওয়ার জন্য বলা হইবে যে,) স্বাদ গ্রহণ কর। তুমি বড় ইজ্জতওয়ালা ও সম্মানিত। (অর্থাৎ দুনিয়াতে তোমাকে বড় সম্মানিত মনে করা হইত। এই কারণে আমার হুকুম মানিয়া চলিতে লজ্জাবোধ করিতে, এখন এইভাবে তোমাকে সম্মান করা হইতেছে।) আর এই সমস্তই সেই সকল জিনিস যাহার ব্যাপারে তোমরা সন্দেহ পোষণ করিয়া অস্বীকার করিতে। (সূরা দোখান, ৪৩–৫০)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿مِنْ وَّرَآئِهٖ جَهَنَّمُ وَيُسْقٰى مِنْ مَّـآءٍ صَدِيْدٍ☆ يَّتَجَرَّعُهٗ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهٗ وَيَاْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ؕ وَمِنْ وَّرَآئِهٖ عَذَابٌ غَلِيْظٌ﴾ [ابراهيم:١٦-١٧]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—(আর অবাধ্য ব্যক্তি) এখন তাহার সম্মুখে দোযখ রহিয়াছে, এবং তাহাকে পুঁজের পানি পান করানো হইবে, যাহা (কঠিন পিপাসার কারণে) ঢোক ঢোক করিয়া পান করিবে, (কিন্তু অত্যাধিক গরম হওয়ার কারণে) সহজে গলাধঃকরণ করিতে পারিবে না এবং সকল দিক হইতে মৃত্যু আসিতেছে মনে হইবে। আর সে কোন প্রকারেই মরিবে না। (বরং এইভাবে কাতরাইতে থাকিবে) আর এই আযাব ছাড়া আরও কঠিন আযাব হইতে থাকিবে। (সূরা ইবরাহীম ১৬–১৭)

হাদীস শরীফ

١٢٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ أَبُوْبَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! قَدْ شِبْتَ قَالَ: شَيَّبَتْنِيْ هُوْدٌ وَالْوَاقِعَةُ وَالْمُرْسَلَاتُ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ومن سورة الواقعة، رقم:٣٢٩٧

১২৭. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু

বকর (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার উপর বার্ধক্য আসিয়া গিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমাকে সূরা হুদ, সূরা ওয়াকেয়া, সূরা মুরসালাত, সূরা আম্মা ইয়াতাছাআলুন এবং সূরা ইযাশ শামছু কুব্বিরাত বৃদ্ধ করিয়া দিয়াছে।
(তিরমিযী)

ফায়দা ঃ এইজন বৃদ্ধ করিয়া দিয়াছে যে, এই সকল সূরার মধ্যে কেয়ামত, আখেরাত এবং অবাধ্যদের উপর আল্লাহ তায়ালার আযাবের বড় ভয়ানক বর্ণনা রহিয়াছে।

١٢٨- عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرٍ الْعَدَوِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَبَنَا عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، فَحَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنٰى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتْ بِصُرْمٍ، وَوَلَّتْ حَذَّاءَ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الْإِنَاءِ يَتَصَابُّهَا صَاحِبُهَا، وَإِنَّكُمْ مُنْتَقِلُوْنَ مِنْهَا إِلٰى دَارٍ لَا زَوَالَ لَهَا، فَانْتَقِلُوْا بِخَيْرِ مَا بِحَضْرَتِكُمْ، فَإِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الْحَجَرَ يُلْقٰى مِنْ شَفَةِ جَهَنَّمَ فَيَهْوِىْ فِيْهَا سَبْعِيْنَ عَامًا، لَا يُدْرِكُ لَهَا قَعْرًا، وَوَاللّٰهِ لَتُمْلَأَنَّ، أَفَعَجِبْتُمْ؟ وَلَقَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيْعِ الْجَنَّةِ مَسِيْرَةُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً، وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهُوَ كَظِيْظٌ مِنَ الزِّحَامِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِىْ سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الشَّجَرِ، حَتّٰى قَرِحَتْ أَشْدَاقُنَا فَالْتَقَطْتُ بُرْدَةً فَشَقَقْتُهَا بَيْنِىْ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، فَاتَّزَرْتُ بِنِصْفِهَا، وَاتَّزَرَ سَعْدٌ بِنِصْفِهَا، فَمَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا أَصْبَحَ أَمِيْرًا عَلٰى مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ، وَإِنِّىْ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ أَنْ أَكُوْنَ فِىْ نَفْسِىْ عَظِيْمًا وَعِنْدَ اللّٰهِ صَغِيْرًا، وَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ نُبُوَّةٌ قَطُّ إِلَّا تَنَاسَخَتْ، حَتّٰى تَكُوْنَ آخِرُ عَاقِبَتِهَا مُلْكًا، فَسَتَخْبُرُوْنَ وَتُجَرِّبُوْنَ الْأُمَرَاءَ بَعْدَنَا. رواه مسلم، باب الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر، رقم: ٧٤٣٥

১২৮. হযরত খালেদ ইবনে ওমায়ের আদভী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত ওতবা ইবনে গাযওয়ান (রাযিঃ) (যিনি বসরার গভর্নর ছিলেন) আমাদের উদ্দেশ্যে বয়ান করিলেন, হামদ ও সানা পাঠ করার পর বলিলেন, নিঃসন্দেহে দুনিয়া নিজের খতম হওয়ার ঘোষণা করিয়া দিয়াছে

এবং পিঠ ফিরাইয়া দ্রুত চলিয়া যাইতেছে। আর দুনিয়া হইতে সামান্যতম অংশ অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছে। যেমন বরতনের মধ্যে সামান্য কিছু পানীয় বস্তু অবশিষ্ট থাকিয়া যায় এবং মানুষ তাহা চুষিয়া লয়। তোমরা দুনিয়া হইতে স্থানান্তরিত হইয়া এমন ঘরের দিকে যাইবে যাহা কখনও শেষ হইবে না। অতএব সর্বোত্তম বস্তু (নেক আমলসমূহ) যাহা তোমাদের নিকট রহিয়াছে তাহা সঙ্গে করিয়া ঐ ঘরের দিকে যাও। আমাদিগকে বলা হইয়াছে যে, জাহান্নামের কিনারা হইতে একটি পাথর নিক্ষেপ করা হইবে যাহা সত্তর বৎসর পর্যন্ত জাহান্নামের মধ্যে পড়িতে থাকিবে কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তলদেশ পর্যন্ত পৌছিতে পারিবে না।

আল্লাহ তায়ালার কসম এই জাহান্নামও একদিন মানুষ দ্বারা পূর্ণ হইয়া যাইবে। তোমরা কি ইহাতে আশ্চর্যবোধ করিতেছ? আর আমাদেরকে ইহাও বলা হইয়াছে যে, জান্নাতের দরজার দুই কপাটের মাঝখানে চল্লিশ বৎসরের দূরত্ব হইবে। কিন্তু একদিন এমন হইবে যে, জান্নাতীদের ভীড়ের কারণে এত প্রশস্ত দরজাও ভরিয়া যাইবে। আমি সেই যুগও দেখিয়াছি যখন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সাতজন ছিলাম, আমিও তাহাদের মধ্যে শামিল ছিলাম, শুধু গাছের পাতাই আমাদের খাদ্য ছিল। অনবরত উহা খাওয়ার কারণে আমাদের মাড়ীগুলি ক্ষত হইয়া গিয়াছিল। আমি একটি চাদর পাইলাম উহাকে দুই টুকরা করিয়া অর্ধেক দ্বারা লুঙ্গি বানাইলাম বাকী অর্ধেক দ্বারা সা'দ ইবনে মালেক লুঙ্গি বানাইয়া লইল। আজ আমাদের মধ্য হইতে প্রত্যেকে কোননা কোন শহরের গভর্নর হইয়াছে। আমি আমার দৃষ্টিতে বড় হই আর আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টিতে ছোট হই—ইহা হইতে আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট পানাহ চাহিতেছি। সর্বকালে এই নিয়ম চলিয়া আসিয়াছে যে, নবুওতী তরীক কিছুকাল চলিয়া শেষ হইয়া যায় আর বাদশাহী উহার স্থান দখল করিয়া লয়। আমাদের পর তোমরা অপর গভর্নরদের অভিজ্ঞতা অর্জন করিবে। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ নবুওতী তরীকার বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে একটি এই যে, উহার মধ্যে ন্যায় ও ইনসাফ কায়েম হয়, দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহ ও আখেরাতের আগ্রহ নসীব হয়। (তাকমিলাহ ফাতহুল মুলহিম)

١٢٩- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيْعِ

فَيَقُوْلُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ، وَأَتَاكُمْ مَا تُوْعَدُوْنَ غَدًا مُؤَجَّلُوْنَ، وَإِنَّا ـ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ ـ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ، اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ. رواه مسلم، باب ما يقال عند دخول القبور ...، رقم:٢٢٥٥

১২৯. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, যখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (রাত্রি যাপনের) পালা আমার ঘরে হইত এবং তিনি রাত্রে তাশরীফ আনিতেন, তখন রাত্রের শেষাংশে (মদীনায় কবরস্থান) বাকী'তে গমন করিতেন এবং এরশাদ করিতেন—

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ، وَأَتَاكُمْ مَا تُوْعَدُوْنَ غَدًامُؤَجَّلُوْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ، اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ:

অর্থ ঃ হে মুসলমান বস্তির অধিবাসীগণ! আসসালামু আলাইকুম, তোমাদের উপর সেই আগামীকাল আসিয়া গিয়াছে যাহাতে তোমাদের মৃত্যুর খবর দেওয়া হইয়াছিল, আর ইনশাআল্লাহ আমরাও তোমাদের সহিত মিলিত হইব। হে আল্লাহ! বাকীবাসীদের ক্ষমা করিয়া দিন। (মুসলিম)

١٣٠- عَنْ مُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: وَاللّٰهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هٰذِهِ فِي الْيَمِّ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ بِمَ تَرْجِعُ؟. رواه مسلم، باب فناء الدنيا...، رقم:٧١٩٧

১৩০. হযরত মুসতাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার কসম, দুনিয়ার উদাহরণ আখেরাতের মোকাবিলায় এমন, যেমন তোমাদের মধ্য হইতে কোন ব্যক্তি নিজের আঙ্গুল সমুদ্রে ডুবাইয়া বাহির করিয়া দেখিল যে, আঙ্গুলে কি পরিমাণ পানি লাগিয়াছে, অর্থাৎ যেমনিভাবে আঙ্গুলে লাগিয়া থাকা পানি সমুদ্রের মোকাবিলায় অতি সামান্য, তেমনিভাবে দুনিয়ার জিন্দেগী আখেরাতের মোকাবিলায় অতি সামান্য। (মুসলিম)

١٣١- عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا

وَتَمَنّٰى عَلَى اللّٰهِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن، باب حديث الكيس من دان نفسه . . . . . ، رقم:٢٤٥٩

১৩১. হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বুদ্ধিমান ঐ ব্যক্তি যে নিজের নফসের হিসাব লইতে থাকে এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য আমল করে। আর বোকা ঐ ব্যক্তি যে নফসের খাহেশ মোতাবেক চলে এবং আল্লাহ তায়ালার প্রতি আশা রাখে (যে আল্লাহ তায়ালা বড় ক্ষমাশীল।) (তিরমিযী)

١٣٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَاشِرَ عَشْرَةٍ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللّٰهِ! مَنْ أَكْيَسُ النَّاسِ، وَأَحْزَمُ النَّاسِ؟ قَالَ: أَكْثَرُهُمْ ذِكْرًا لِلْمَوْتِ، وَأَكْثَرُهُمْ اسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُوْلِ الْمَوْتِ، أُولٰئِكَ هُمُ الْأَكْيَاسُ، ذَهَبُوا بِشَرَفِ الدُّنْيَا وَكَرَامَةِ الْآخِرَةِ. قلت: رواه ابن ماجه باختصار، رواه الطبرانى فى الصغير وإسناده حسن، مجمع الزوائد ١٠/٥٥٦

১৩২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি দশজনের একজামাতের সহিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম। আনসারদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আরজ করিল, হে আল্লাহর নবী! লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বুদ্ধিমান ও হুঁশিয়ার ব্যক্তি কে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী মৃত্যুকে স্মরণ খরে এবং মৃত্যু আসিবার পূর্বে সবচেয়ে বেশী মৃত্যুর তৈয়ারী করে। (যাহারা এইরূপ করিবে তাহারাই বুদ্ধিমান) ইহারাই ঐ সমস্ত লোক যাহারা দুনিয়ার মর্যাদা ও আখেরাতের সম্মান অর্জন করিয়াছে।

(তাবরানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

١٣٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَّ النَّبِيُّ ﷺ خَطًّا مُرَبَّعًا، وَخَطَّ خَطًّا فِي الْوَسَطِ خَارِجًا مِنْهُ، وَخَطَّ خُطَطًا صِغَارًا إِلٰى هٰذَا الَّذِيْ فِي الْوَسَطِ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِيْ فِي الْوَسَطِ، فَقَالَ: هٰذَا الْإِنْسَانُ، وَهٰذَا أَجَلُهُ مُحِيْطٌ بِهِ -أَوْ قَدْ أَحَاطَ بِهِ- وَهٰذَا الَّذِيْ هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ،

وَهٰذِهِ الْخُطَطُ الصِّغَارُ الْأَعْرَاضُ، فَإِنْ أَخْطَأَهُ هٰذَا نَهَشَهُ هٰذَا، وَإِنْ أَخْطَأَهُ هٰذَا نَهَشَهُ هٰذَا. رواه البخاري، باب في الأمل وطوله، رقم:٦٤١٧

১৩৩. হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার কোণ বিশিষ্ট (চারটি রেখাযুক্ত) একটি নকশা আঁকিলেন, অতঃপর ঐ চার কোণবিশিষ্ট নকশার মধ্যে অন্য একটি লম্বা রেখা টানিলেন যাহা নকশার বাহিরে চলিয়া গেল। তারপর নকশার ভিতরে ছোট ছোট রেখা টানিলেন। (উহার আকৃতি ওলামাগণ বিভিন্ন প্রকার লিখিয়াছেন তন্মধ্য হইতে একটি নকশা হইল এইরূপ)
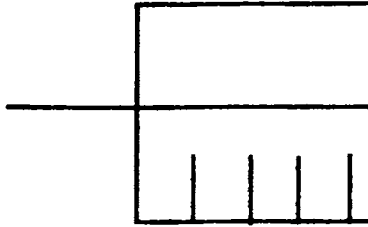
ইহার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, মাঝখানের রেখাটি হইল মানুষ, আর (চারকোণ বিশিষ্ট নকশা) যাহা তাহাকে চতুর্দিক হইতে ঘিরিয়া রাখিয়াছে উহা তাহার মৃত্যু, যাহা হইতে মানুষ কখনও বাহির হইতেই পারে না, আর যে রেখাটি বাহিরে চলিয়া গিয়াছে উহা হইল তাহার আশা আকাঙ্ক্ষাসমূহ, যাহা তাহার জীবনের চেয়েও আগে চলিয়া গিয়াছে। আর এই ছোট ছোট রেখাগুলি হইল তাহার রোগব্যাধি ও বিপদ আপদসমূহ। প্রত্যেকটি ছোট রেখা হইল এক একটি বিপদ। যদি একটি হইতে বাঁচিয়া যায় তখন আরেকটি তাহাকে ধরিয়া ফেলে, আর যদি উহা হইতে প্রাণে বাঁচিয়া যায় তখন অন্য কোন বিপদ আসিয়া পড়ে। (বোখারী)

١٣٤- عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: اثْنَتَانِ يَكْرَهُهُمَا ابْنُ آدَمَ، الْمَوْتُ وَالْمَوْتُ خَيْرٌ مِنَ الْفِتْنَةِ، وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ، وَقِلَّةُ الْمَالِ أَقَلُّ لِلْحِسَابِ. رواه أحمد بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح، مجمع الزوائد ١/٤٥٣

১৩৪. হযরত মাহমুদ ইবনে লাবীদ (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন যে, দুইটি বস্তু এমন রহিয়াছে যাহা মানুষ পছন্দ করে না, (একটি হইল) মৃত্যু। অথচ মৃত্যু তাহার জন্য ফেৎনা হইতে উত্তম অর্থাৎ মৃত্যুর দরুন মানুষ দ্বীনের জন্য ক্ষতিকারক ফেৎনা হইতে বাঁচিয়া যায়। এবং (দ্বিতীয়টি হইল) সম্পদ কম হওয়া। ইহা মানুষ পছন্দ করে না। অথচ সম্পদ কম হওয়া আখেরাতের হিসাবকে অনেক কম করিয়া দেয়। (মুসনাদে আহমাদ, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

١٣٥- عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ لَقِىَ اللّٰهَ يَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَآمَنَ بِالْبَعْثِ وَالْحِسَابِ دَخَلَ الْجَنَّةَ. ذكر الحافظ ابن كثير هذا الحديث بطوله في البداية والنهاية ٥/ ٣٠٤

১৩৫. হযরত আবু সালামাহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি এই অবস্থায় আল্লাহ তায়ালার সহিত সাক্ষাৎ করিবে যে, সে এই কথার সাক্ষ্যদান করে যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কেহ এবাদতের উপযুক্ত নাই, এবং হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়ালার রসূল। (আর এই অবস্থায় সাক্ষাৎ করিবে যে,) মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়া, এবং হিসাব কিতাবের উপর ঈমান আনিয়াছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া)

١٣٦- عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ لِأَبِى الدَّرْدَاءِ: أَلَا تَبْتَغِىْ لِأَضْيَافِكَ مَا يَبْتَغِى الرِّجَالُ لِأَضْيَافِهِمْ فَقَالَ: إِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ أَمَامَكُمْ عَقَبَةً كَؤُوْدًا لَا يُجَاوِزُهَا الْمُثْقِلُوْنَ فَأُحِبُّ أَنْ أَتَخَفَّفَ لِتِلْكَ الْعَقَبَةِ. رواه البيهقى فى شعب الايمان ٧/ ٣٠٩

১৩৬. হযরত উম্মে দারদা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি আবু দারদা (রাযিঃ)এর নিকট আরজ করিলাম যে, আপনি আপনার মেহমানদের মেহমানদারী করার জন্য অন্যান্য লোকদের মত মাল উপার্জন করেন না কেন? তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, তোমাদের সামনে একটি কঠিন ঘাঁটি রহিয়াছে, উহার উপর দিয়া বেশী বোঝা বহনকারী সহজে

অতিক্রম করিতে পারিবে না। অতএব আমি সেই ঘাঁটি অতিক্রম করার জন্য হালকা থাকিতে চাই। (বায়হাকী)

١٣٧-عَنْ هَانِيءٍ مَوْلٰى عُثْمَانَ رَحِمَهُ اللّٰهُ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ إِذَا وَقَفَ عَلٰى قَبْرٍ بَكٰى حَتّٰى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ، فَقِيْلَ لَهُ تُذْكَرُ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَلَا تَبْكِيْ وَتَبْكِيْ مِنْ هٰذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ قَالَ: وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلَّا وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء في فظاعة القبر.....، رقم:٢٣٠٨

১৩৭. হযরত ওসমান (রাযিঃ)এর আজাদকৃত গোলাম হযরত হানী (রহঃ) বলেন যে, হযরত ওসমান (রাযিঃ) যখন কোন কবরের পাশে দাঁড়াইতেন তখন খুব কাঁদিতেন, এমনকি চোখের পানিতে দাড়ি ভিজাইয়া ফেলিতেন। তাহার নিকট আরজ করা হইল, (কি ব্যাপার) আপনি জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনায় কাঁদেন না, আর কবর দেখিয়া এত কাঁদেন? তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কবর আখেরাতের ঘাঁটিসমূহের মধ্য হইতে প্রথম ঘাঁটি, যদি বান্দা ইহা হইতে নাজাত পাইয়া যায় তবে পরবর্তী ঘাঁটিসমূহ উহা হইতে সহজ হইবে, আর যদি এই ঘাঁটি হইতে নাজাত না পায়, তবে পরবর্তী ঘাঁটিসমূহ উহা হইতে বেশী কঠিন হইবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ইহাও) এরশাদ করিয়াছেন, আমি কবরের দৃশ্য হইতে ভয়ানক কোন দৃশ্য দেখি নাই। (তিরমিযী)

١٣٨-عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيْكُمْ وَاسْأَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيْتِ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ. رواه أبوداوُد، باب الاستغفار عند القبر.....، رقم:٣٢٢١

১৩৮. হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মৃত ব্যক্তিকে দাফন করিয়া অবসর হইতেন, তখন কবরের পাশে দাঁড়াইতেন, এবং এরশাদ করিতেন, তোমাদের ভাইয়ের জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট

মাগফিরাতের দোয়া কর, এবং এই দোয়া কর যে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে (প্রশ্নের উত্তরে) অটল রাখেন। কেননা এখন তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইতেছে। (আবু দাউদ)

١٣٩- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُصَلَّاهُ فَرَآى نَاسًا كَأَنَّهُمْ يَكْتَشِرُوْنَ قَالَ: أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ أَكْثَرْتُمْ ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ لَشَغَلَكُمْ عَمَّا أَرَى الْمَوْتُ فَأَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ إِلَّا تَكَلَّمَ فَيَقُوْلُ: أَنَا بَيْتُ الْغُرْبَةِ، وَأَنَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ وَأَنَا بَيْتُ التُّرَابِ وَأَنَا بَيْتُ الدُّوْدِ، فَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا، أَمَا إِنْ كُنْتَ لَأَحَبَّ مَنْ يَمْشِيْ عَلٰى ظَهْرِيْ إِلَيَّ فَإِذْ وُلِّيْتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ إِلَيَّ فَسَتَرَى صَنِيْعِيْ بِكَ، قَالَ: فَيَتَّسِعُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ أَوِ الْكَافِرُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ لَا مَرْحَبًا وَلَا أَهْلًا أَمَا إِنْ كُنْتَ لَأَبْغَضَ مَنْ يَمْشِيْ عَلٰى ظَهْرِيْ إِلَيَّ فَإِذْ وُلِّيْتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ إِلَيَّ فَسَتَرَى صَنِيْعِيْ بِكَ، قَالَ: فَيَلْتَئِمُ عَلَيْهِ حَتّٰى يَلْتَقِيَ عَلَيْهِ وَتَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِأَصَابِعِهِ فَأَدْخَلَ بَعْضَهَا فِيْ جَوْفِ بَعْضٍ قَالَ: وَيُقَيَّضُ اللّٰهُ لَهُ سَبْعِيْنَ تِنِّيْنًا لَوْ أَنَّ وَاحِدًا مِنْهَا نَفَخَ فِي الْأَرْضِ مَا أَنْبَتَتْ شَيْئًا مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، فَيَنْهَشْنَهُ وَيَخْدِشْنَهُ حَتّٰى يُفْضٰى بِهِ إِلَى الْحِسَابِ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب حديث أكثروا ذكر هاذم اللذات، رقم: ٢٤٦٠

১৩৯. হযরত আবু সাঈদ (রাযিঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের জন্য মসজিদে আসিলেন। দেখিলেন যে, হাসির দরুন কিছু লোকের দাঁত দেখা যাইতেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যদি তোমরা স্বাদবিনষ্টকারী মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ করিতে তবে তোমাদের এই অবস্থা হইত না যাহা আমি দেখিতেছি। সুতরাং স্বাদবিনষ্টকারী মৃত্যুকে

বেশী বেশী স্মরণ কর। কেননা কবরের উপর এমন কোনদিন যায় না যেদিন সে এই আওয়াজ দেয় না যে, আমি অপরিচিতের ঘর, আমি একাকিত্বের ঘর, আমি মাটির ঘর, আমি পোকামাকড়ের ঘর। যখন মোমিন বান্দাকে দাফন করাহয় তখন কবর তাহাকে বলে তোমার আগমন বরকতময় হউক। খুব ভাল করিয়াছ যে, তুমি আসিয়া গিয়াছ। যত লোক আমার উপর চলাফেরা করিত তাহাদের সকলের মধ্যে তুমি আমার নিকট বেশী পছন্দনীয় ছিলে। আজ যখন তোমাকে আমার সোপর্দ করা হইয়াছে এবং আমার নিকট আসিয়াছ তখন আমার উত্তম ব্যবহারও দেখিতে পাইবে। অতঃপর যতদূর পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির দৃষ্টি পৌঁছিতে পারে কবর ততদূর পর্যন্ত প্রশস্ত হইয়া যায়। এবং তাহার জন্য একটি দরজা জান্নাতের দিকে খুলিয়া দেওয়া হয়।

আর যখন কোন গোনাহগার অথবা কাফেরকে কবরে রাখা হয় তখন কবর বলে, তোমার আগমন বরকতময় না হউক, তুমি আসিয়াছ খুব মন্দ করিয়াছ, যত লোক আমার উপর চলাফেরা করিত তাহাদের সকলের মধ্যে তোমার প্রতিই আমার বেশী ঘৃণা ছিল। আজ যখন তুমি আমার সোপর্দ হইয়াছ, তখন আমার দুর্ব্যবহারও দেখিতে পাইবে। অতঃপর কবর তাহাকে এমনভাবে চাপ দেয় যে, একদিকের পাঁজর অন্যদিকের পাঁজরে ঢুকিয়া যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাতের আঙ্গুলসমূহ অন্য হাতের আঙ্গুলসমূহের মধ্যে ঢুকাইয়া বলিলেন যে, এইভাবে একদিকের পাঁজর অন্যদিকে ঢুকিয়া যায়। আর আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর এমন সত্তরটি অজগর সাপ নিযুক্ত করিয়া দেন যাহাদের মধ্য হইতে একটিও যদি জমিনের উপর শ্বাস ফেলে তবে উহার (বিষের) প্রভাবে কেয়ামত পর্যন্ত জমিনে ঘাস উৎপন্ন হওয়া বন্ধ হইয়া যাইবে। উহারা তাহাকে কেয়ামত পর্যন্ত কামড়াইতে ও দংশন করিতে থাকিবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কবর জান্নাতের একটি বাগান অথবা জাহান্নামের একটি গর্ত। (তিরমিযী)

١٤٠- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدْ فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّمَا عَلٰى رُؤُوْسِنَا الطَّيْرُ وَفِيْ يَدِهِ عُوْدٌ يَنْكُتُ بِهِ فِي الْأَرْضِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: اسْتَعِيْذُوا

بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ: وَيَأْتِيْهِ مَلَكَان فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُوْلَان لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُوْلُ: رَبِّيَ اللّٰهُ، فَيَقُوْلَان لَهُ: مَا دِيْنُكَ؟ فَيَقُوْلُ: دِيْنِيَ الإِسْلَامُ، فَيَقُوْلَان لَهُ: مَا هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِيْ بُعِثَ فِيْكُمْ؟ قَالَ فَيَقُوْلُ: هُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، فَيَقُوْلَان: وَمَا يُدْرِيْكَ؟ فَيَقُوْلُ: قَرَأْتُ كِتَابَ اللّٰهِ فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ قَالَ: فَيُنَادِيْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ قَدْ صَدَقَ عَبْدِيْ فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ قَالَ: فَيَأْتِيْهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيْبِهَا قَالَ: وَيُفْتَحُ لَهُ فِيْهَا مَدَّ بَصَرِهِ قَالَ: وَإِنَّ الْكَافِرَ، فَذَكَرَ مَوْتَهُ قَالَ: وَتُعَادُ رُوْحُهُ فِيْ جَسَدِهِ وَيَأْتِيْهِ مَلَكَان فَيُجْلِسَانِهِ، فَيَقُوْلَان لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُوْلُ: هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِيْ، فَيَقُوْلَان لَهُ: مَا دِيْنُكَ؟ فَيَقُوْلُ: هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِيْ، فَيَقُوْلَان لَهُ: مَا هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِيْ بُعِثَ فِيْكُمْ؟ فَيَقُوْلُ: هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِيْ، فَيُنَادِيْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ كَذَبَ فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ قَالَ: فَيَأْتِيْهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُوْمِهَا قَالَ: وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتّٰى تَخْتَلِفَ فِيْهِ أَضْلَاعُهُ. رواه أبوداؤد، باب المسألة في القبر ....، رقم:٤٧٥٣

১৪০. হযরত বারা ইবনে আযেব (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এক আনসারী সাহাবীর জানাযায় (কবরস্থানে) গেলাম। যখন আমরা কবরের নিকট পৌঁছিলাম তখনও কবর খনন শেষ হইয়াছিল না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কবর তৈয়ার হওয়ার অপেক্ষায়) বসিলেন। আর আমরাও তাহার চারিপার্শ্বে এমনভাবে মনোযোগ সহকারে বসিয়া গেলাম যেন আমাদের মাথার উপর পাখী বসিয়া আছে। তাঁহার হাতে একটি কাঠি ছিল যাহা দ্বারা তিনি মাটি খোঁচাইতে ছিলেন। (কোন গভীর চিন্তামগ্ন অবস্থায় এইরূপ হইয়া থাকে।) অতঃপর তিনি তাহার মাথা উঠাইলেন এবং দুই অথবা তিনবার বলিলেন, কবরের আযাব হইতে আল্লাহ তায়ালার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। অতঃপর বলিলেন, (আল্লাহ তায়ালার মোমিন বান্দা এই দুনিয়া হইতে স্থান পরিবর্তন করিয়া যখন বরযখের জগতে পৌঁছে অর্থাৎ তাহাকে কবরে দাফন করিয়া দেওয়া হয় তখন) তাহার নিকট দুইজন ফেরেশতা আসেন। তাহারা তাহাকে বসান। অতঃপর তাহাকে প্রশ্ন

বেশী বেশী স্মরণ কর। কেননা কবরের উপর এমন কোনদিন যায় না যেদিন সে এই আওয়াজ দেয় না যে, আমি অপরিচিতের ঘর, আমি একাকিত্বের ঘর, আমি মাটির ঘর, আমি পোকামাকড়ের ঘর। যখন মোমিন বান্দাকে দাফন করাহয় তখন কবর তাহাকে বলে তোমার আগমন বরকতময় হউক। খুব ভাল করিয়াছ যে, তুমি আসিয়া গিয়াছ। যত লোক আমার উপর চলাফেরা করিত তাহাদের সকলের মধ্যে তুমি আমার নিকট বেশী পছন্দনীয় ছিলে। আজ যখন তোমাকে আমার সোপর্দ করা হইয়াছে এবং আমার নিকট আসিয়াছ তখন আমার উত্তম ব্যবহারও দেখিতে পাইবে। অতঃপর যতদূর পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির দৃষ্টি পৌছিতে পারে কবর ততদূর পর্যন্ত প্রশস্ত হইয়া যায়। এবং তাহার জন্য একটি দরজা জান্নাতের দিকে খুলিয়া দেওয়া হয়।

আর যখন কোন গোনাহগার অথবা কাফেরকে কবরে রাখা হয় তখন কবর বলে, তোমার আগমন বরকতময় না হউক, তুমি আসিয়াছ খুব মন্দ করিয়াছ, যত লোক আমার উপর চলাফেরা করিত তাহাদের সকলের মধ্যে তোমার প্রতিই আমার বেশী ঘৃণা ছিল। আজ যখন তুমি আমার সোপর্দ হইয়াছ, তখন আমার দুর্ব্যবহারও দেখিতে পাইবে। অতঃপর কবর তাহাকে এমনভাবে চাপ দেয় যে, একদিকের পাঁজর অন্যদিকের পাঁজরে ঢুকিয়া যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাতের আঙ্গুলসমূহ অন্য হাতের আঙ্গুলসমূহের মধ্যে ঢুকাইয়া বলিলেন যে, এইভাবে একদিকের পাঁজর অন্যদিকে ঢুকিয়া যায়। আর আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর এমন সত্তরটি অজগর সাপ নিযুক্ত করিয়া দেন যাহাদের মধ্য হইতে একটিও যদি জমিনের উপর শ্বাস ফেলে তবে উহার (বিষের) প্রভাবে কেয়ামত পর্যন্ত জমিনে ঘাস উৎপন্ন হওয়া বন্ধ হইয়া যাইবে। উহারা তাহাকে কেয়ামত পর্যন্ত কামড়াইতে ও দংশন করিতে থাকিবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কবর জান্নাতের একটি বাগান অথবা জাহান্নামের একটি গর্ত। (তিরমিযী)

١٣٠- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَانْتَهَيْنَا اِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدْ فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَاَنَّمَا عَلٰى رُؤُوْسِنَا الطَّيْرُ وَفِىْ يَدِهِ عُوْدٌ يَنْكُتُ بِهِ فِى الْاَرْضِ، فَرَفَعَ رَاْسَهُ فَقَالَ: اسْتَعِيْذُوا

بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ: وَيَأْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُوْلَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُوْلُ: رَبِّيَ اللّٰهُ، فَيَقُوْلَانِ لَهُ: مَا دِيْنُكَ؟ فَيَقُوْلُ: دِيْنِيَ الْإِسْلَامُ، فَيَقُوْلَانِ لَهُ: مَا هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِيْ بُعِثَ فِيْكُمْ؟ قَالَ فَيَقُوْلُ: هُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، فَيَقُوْلَانِ: وَمَا يُدْرِيْكَ؟ فَيَقُوْلُ: قَرَأْتُ كِتَابَ اللّٰهِ فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ قَالَ: فَيُنَادِيْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ قَدْ صَدَقَ عَبْدِيْ فَأَفْرِشُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوْا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ قَالَ: فَيَأْتِيْهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيْبِهَا قَالَ: وَيُفْتَحُ لَهُ فِيْهَا مَدُّ بَصَرِهِ قَالَ: وَإِنَّ الْكَافِرَ، فَذَكَرَ مَوْتَهُ قَالَ: وَتُعَادُ رُوْحُهُ فِيْ جَسَدِهِ وَيَأْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ، فَيَقُوْلَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُوْلُ: هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِيْ، فَيَقُوْلَانِ لَهُ: مَا دِيْنُكَ؟ فَيَقُوْلُ: هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِيْ، فَيَقُوْلَانِ لَهُ: مَا هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِيْ بُعِثَ فِيْكُمْ؟ فَيَقُوْلُ: هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِيْ، فَيُنَادِيْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ كَذَبَ فَأَفْرِشُوْهُ مِنَ النَّارِ وَأَلْبِسُوْهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوْا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ قَالَ: فَيَأْتِيْهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُوْمِهَا قَالَ: وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتّٰى تَخْتَلِفَ فِيْهِ أَضْلَاعُهُ. رواه أبوداؤد، باب المسألة فى القبر ....، رقم:٤٧٥٣

১৪০. হযরত বারা ইবনে আযেব (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এক আনসারী সাহাবীর জানাযায় (কবরস্থানে) গেলাম। যখন আমরা কবরের নিকট পৌঁছিলাম তখনও কবর খনন শেষ হইয়াছিল না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কবর তৈয়ার হওয়ার অপেক্ষায়) বসিলেন। আর আমরাও তাহার চারিপার্শ্বে এমনভাবে মনোযোগ সহকারে বসিয়া গেলাম যেন আমাদের মাথার উপর পাখী বসিয়া আছে। তাঁহার হাতে একটি কাঠি ছিল যাহা দ্বারা তিনি মাটি খোঁচাইতে ছিলেন। (কোন গভীর চিন্তামগ্ন অবস্থায় এইরূপ হইয়া থাকে।) অতঃপর তিনি তাহার মাথা উঠাইলেন এবং দুই অথবা তিনবার বলিলেন, কবরের আযাব হইতে আল্লাহ তায়ালার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। অতঃপর বলিলেন, (আল্লাহ তায়ালার মোমিন বান্দা এই দুনিয়া হইতে স্থান পরিবর্তন করিয়া যখন বরযখের জগতে পৌঁছে অর্থাৎ তাহাকে কবরে দাফন করিয়া দেওয়া হয় তখন) তাহার নিকট দুইজন ফেরেশতা আসেন। তাহারা তাহাকে বসান। অতঃপর তাহাকে প্রশ্ন

করেন, তোমার রব কে? সে বলে, আল্লাহ আমার রব। পুনরায় প্রশ্ন করেন, তোমার দ্বীন কি? সে বলে, ইসলাম আমার দ্বীন। আবার প্রশ্ন করেন, এই ব্যক্তি যাহাকে তোমাদের মধ্যে (নবী বানাইয়া) পাঠানো হইয়াছিল অর্থাৎ হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার ব্যাপারে তোমার কি ধারণা? সে বলে, তিনি আল্লাহ তায়ালার রসূল। ফেরেশতারা বলেন, তোমাকে ইহা কে বলিয়াছে? অর্থাৎ তুমি তাহার রসুল হওয়া সম্পর্কে কিরূপে জানিয়াছ? সে বলে, আমি আল্লাহ তায়ালার কিতাব পড়িয়াছি, উহার উপর ঈমান আনিয়াছি, এবং উহাকে সত্য বলিয়া মানিয়াছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, (মোমিন বান্দা যখন ফেরেশতাদের জিজ্ঞাসাবাদের উত্তর ঐরূপ ঠিক ঠিক দিয়া দেয় তখন) একজন ঘোষণাকারী আসমান হইতে ঘোষণা করে অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে আসমান হইতে ঘোষণা করা হয় যে, আমার বান্দা সত্য বলিয়াছে। সুতরাং তাহার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছাইয়া দাও, তাহাকে জান্নাতের পোশাক পরাইয়া দাও, এবং তাহার জন্য জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলিয়া দাও। (সুতরাং দরজা খুলিয়া দেওয়া হয়) এবং ঐ দরজা দিয়া জান্নাতের মিষ্টি বাতাস এবং সুগন্ধ আসিতে থাকে। আর কবর তাহার জন্য দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হয়। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুবরণকারী মোমেনের এই অবস্থা বর্ণনা করিলেন)

অতঃপর তিনি কাফেরের মৃত্যুর আলোচনা করিলেন এবং এরশাদ করিলেন, মৃত্যুর পর তাহার রূহ তাহার শরীরে ফিরাইয়া দেওয়া হয় এবং তাহার নিকট (ও) দুইজন ফেরেশতা আসেন, তাহারা তাহাকে বসান এবং প্রশ্ন করেন, তোমার রব কে? সে বলে হায় আফসোস, আমি কিছু জানি না। অতঃপর ফেরেশতা তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার দ্বীন কি ছিল? সে বলে হায় আফসোস, আমি কিছু জানি না। অতঃপর ফেরেশতা তাহাকে বলেন, এই ব্যক্তি যাহাকে তোমাদের মধ্যে (নবী হিসাবে) পাঠানো হইয়াছিল তাহার সম্পর্কে তোমার ধারণা কি ছিল? সে তখনও ইহাই বলে, হায় আফসোস, আমি কিছু জানি না। (এই প্রশ্ন উত্তরের পর) আসমান হইতে একজন ঘোষণাকারী আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে ঘোষণা করে। এই ব্যক্তি মিথ্যা বলিয়াছে। অতঃপর (আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে) এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করে যে, তাহার জন্য আগুনের বিছানা বিছাইয়া দাও, এবং তাহাকে আগুনের পোশাক পরাইয়া দাও, আর তাহার জন্য দোযখের একটি দরজা খুলিয়া দাও। (সুতরাং এই সবকিছু

করিয়া দেওয়া হয়) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, (দোযখের ঐ দরজা দিয়া) দোযখের উত্তাপ ও ঝলসানো বাতাস তাহার নিকট পৌঁছিতে থাকে। আর তাহার উপর কবর এত সংকীর্ণ করিয়া দেওয়া হয় যে, উহার কারণে তাহার পাঁজরগুলি একটি অন্যটির মধ্যে ঢুকিয়া যায়। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ কাফেরদের ব্যাপারে ইহা বলা যে, সে মিথ্যা বলিয়াছে ইহার অর্থ হইল, ফেরেশতাদের প্রশ্নের উত্তরে কাফেরদের অজ্ঞতা প্রকাশ করা মিথ্যা। কেননা প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদ তাঁহার রসূল এবং দ্বীন ইসলামের অস্বীকারকারী ছিল।

١٤١- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِيْ قَبْرِهِ وَتَوَلّٰى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، أَتَاهُ مَلَكَان فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُوْلَان: مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِي هٰذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ ﷺ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُوْلُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ، فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلٰى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللّٰهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ، فَيَرَاهُمَا جَمِيْعًا وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِيْ هٰذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُوْلُ: لَا أَدْرِيْ، كُنْتُ أَقُوْلُ مَا يَقُوْلُهُ النَّاسُ، فَيُقَالُ: لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ، وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيْدٍ ضَرْبَةً فَيَصِيْحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيْهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ. رواه البخاري، باب ما جاء في عذاب القبر، رقم: ١٣٧٤

১৪১. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষকে যখন তাহার কবরে রাখা হয় এবং তাহার সঙ্গীরা অর্থাৎ তাহার জানাযার সহিত আগত লোকেরা ফিরিয়া যায় এবং (তখনও তাহারা এতটুকু নিকটে থাকে যে) সে তাহাদের জুতার আওয়াজ শুনিতে পায়, ইত্যবসরে তাহার নিকট দুইজন ফেরেশতা আসেন। তাহারা তাহাকে বসান। অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি এই ব্যক্তি—মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কি বলিতে? যে ব্যক্তি মোমেন হয় সে বলে আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, তিনি আল্লাহ তায়ালার বান্দা এবং তাঁহার রসূল। (এই জওয়াব শুনিয়া) তাহাকে বলা হয় (ঈমান না আনার কারণে) দোযখে তোমার যেই স্থান হইত উহা দেখিয়া লও। এখন আল্লাহ তায়ালা উহার পরিবর্তে তোমাকে জান্নাতে স্থান দিয়াছেন। (দোযখ এবং জান্নাতের উভয়

স্থান তাহার সম্মুখে প্রকাশ করিয়া দেওয়া হয়) ফলে সে এক সাথে উভয় স্থান দেখিতে পায়। আর যে মোনাফেক ও কাফের হয় তাহাকেও এমনিভাবে (মৃত্যুর পর) (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে) জিজ্ঞাসা করা হয় যে, এই ব্যক্তির ব্যাপারে তুমি কি বলিতে? ঐ মোনাফেক এবং কাফের বলে, তাহার ব্যাপারে আমি নিজে তো কিছু জানি না। তবে অন্যান্য লোকেরা যাহা বলিত আমিও উহাই বলিতাম। (তাহার এই উত্তরে) তাহাকে বলা হয় যে, না তুমি নিজে জানিয়াছ, আর না (যাহারা জানে তাহাদের) অনুসরণ করিয়াছ? (অতঃপর শাস্তিস্বরূপ) লোহার হাতুড়ি দ্বারা তাহাকে মারা হয়। ইহাতে সে এমনভাবে চিৎকার করে যে, মানুষ ও জীন ব্যতীত আশে পাশের প্রতিটি বস্তু তাহার চিৎকার শুনিতে পায়। (বোখারী)

١٤٢- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ: اَللّٰهُ اَللّٰهُ. وفى رواية: لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ عَلٰى أَحَدٍ يَقُوْلُ: اَللّٰهُ اَللّٰهُ. رواه مسلم، باب ذهاب الإيمان آخر الزمان، رقم:٣٧٥، ٣٧٦

১৪২. হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কেয়ামত আসিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত (এমন মন্দ সময় আসিয়া না পড়ে যে, দুনিয়াতে আল্লাহ আল্লাহ বলা বন্ধ হইয়া যায়। অন্য এক হাদীসে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, এমন কোন ব্যক্তি থাকা অবস্থায় কেয়ামত কায়েম হইবে না যে আল্লাহ আল্লাহ বলে। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ কেয়ামত ঐ সম আসিবে যখন দুনিয়া আল্লাহ তায়ালার স্মরণ হইতে সম্পূর্ণ খালি হইয়া যাইবে।

এই হাদীসের এই অর্থও বর্ণনা করা হইয়াছে যে, কেয়ামত ঐ সময় পর্যন্ত কায়েম হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়াতে এমন ব্যক্তি বিদ্যমান থাকিবে যে এই কথা বলে যে, হে লোকেরা! আল্লাহ তায়ালাকে ভয় কর, আল্লাহ তায়ালার বন্দেগী কর। (মেরকাত)

١٤٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلٰى شِرَارِ النَّاسِ. رواه مسلم، باب قرب الساعة، رقم:٧٤٠٢

১৪৩. হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিকৃষ্টতম লোকদের উপরেই কেয়ামত কায়েম হইবে। (মুসলিম)

১৪৪-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِيْ أُمَّتِيْ فَيَمْكُثُ أَرْبَعِيْنَ: لَا أَدْرِيْ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا، أَوْ أَرْبَعِيْنَ شَهْرًا، أَوْ أَرْبَعِيْنَ عَامًا، فَيَبْعَثُ اللّٰهُ عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ كَأَنَّهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُوْدٍ، فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِيْنَ، لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللّٰهُ رِيْحًا بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّامِ، فَلَا يَبْقَى عَلٰى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَدٌ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ أَوْ إِيْمَانٍ إِلَّا قَبَضَتْهُ، حَتّٰى لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ دَخَلَ فِيْ كَبِدِ جَبَلٍ لَدَخَلَتْهُ عَلَيْهِ، حَتّٰى تَقْبِضَهُ قَالَ: فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فِيْ خِفَّةِ الطَّيْرِ وَأَحْلَامِ السِّبَاعِ لَا يَعْرِفُوْنَ مَعْرُوْفًا وَلَا يُنْكِرُوْنَ مُنْكَرًا، فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ فَيَقُوْلُ: أَلَا تَسْتَجِيْبُوْنَ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، وَهُمْ فِيْ ذٰلِكَ دَارٌّ رِزْقُهُمْ، حَسَنٌ عَيْشُهُمْ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ، فَلَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا أَصْغٰى لِيْتًا وَرَفَعَ لِيْتًا، قَالَ: وَأَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوْطُ حَوْضَ إِبِلِهِ قَالَ: فَيَصْعَقُ، وَيَصْعَقُ النَّاسُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللّٰهُ مَطَرًا كَأَنَّهُ الطَّلُّ فَتَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيْهِ أُخْرٰى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُوْنَ، ثُمَّ يُقَالُ: يٰأَيُّهَا النَّاسُ! هَلُمُّوا إِلٰى رَبِّكُمْ، وَقِفُوْهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُوْلُوْنَ، ثُمَّ يُقَالُ: أَخْرِجُوا بَعْثَ النَّارِ، فَيُقَالُ: مِنْ كَمْ؟ فَيُقَالُ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ، تِسْعَمِائَةٍ وَّتِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ قَالَ: فَذٰلِكَ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا، وَذٰلِكَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ. رواه مسلم، باب في خروج الدجال...، رقم:٧٣٨١ وفي رواية: فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَى النَّاسِ حَتّٰى تَغَيَّرَتْ وُجُوْهُهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مِنْ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ وَمِنْكُمْ وَاحِدٌ. (الحديث) رواه البخاري، باب قوله: وترى الناس سكارى، رقم:٤٧٤١

১৪৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, (কেয়ামতের পূর্বে) দাজ্জাল বাহির হইবে। এবং সে চল্লিশ পর্যন্ত অবস্থান করিবে। এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) বলেন, আমি জানি না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চল্লিশ বলার উদ্দেশ্য চল্লিশ দিন অথবা চল্লিশ মাস, অথবা চল্লিশ বছর ছিল। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা (হযরত) ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ)কে (দুনিয়াতে) পাঠাইবেন। দেখিতে তিনি যেন ওরওয়া ইবনে মাসউদ। অর্থাৎ তাহার অবয়ব ও আকৃতি হযরত ওরওয়া ইবনে মাসউদ (রাযিঃ)এর মত হইবে। তিনি দাজ্জালকে তালাশ করিবেন। (তাহাকে ধাওয়া করিবেন এবং ধরিয়া) শেষ করিয়া ফেলিবেন। অতঃপর সাত বৎসর পর্যন্ত মানুষ এমনভাবে বসবাস করিবে যে, দুইজন মানুষের মাঝে (ও) পরস্পর শত্রুতা থাকিবে না। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা সিরিয়ার দিক হইতে এক (বিশেষ ধরনের) ঠাণ্ডা বাতাস প্রবাহিত করিবেন যাহার প্রভাবে জমিনের উপর এমন কোন ব্যক্তি আর অবশিষ্ট থাকিবে না যাহার অন্তরে সামান্যতম ঈমানও রহিয়াছে। (মোটকথা এই বাতাসের প্রভাবে সকল ঈমানদার ব্যক্তি শেষ হইয়া যাইবে।) এমনকি যদি তোমাদের মধ্য হইতে কোন ব্যক্তি কোন পাহাড়ের ভিতর (ও) চলিয়া যায় তবে এই বাতাস সেইখানে পৌঁছিয়া তাহাকে খতম করিয়া দিবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন ইহার পর শুধু মন্দ লোকেরাই দুনিয়াতে থাকিয়া যাইবে। (তাহাদের অন্তর ঈমান হইতে একেবারেই খালি হইবে) তাহাদের মধ্যে পাখীর মত ক্ষিপ্রতা হইবে। অর্থাৎ যেভাবে পাখীরা উড়িবার সময় দ্রুতগতিসম্পন্ন হয় এমনিভাবে এই সকল লোকেরা নিজেদের অন্যায় খাহেশ পূরণ করার ব্যাপারে ক্ষিপ্রতা দেখাইবে। আর (অন্যদের উপর জুলুম ও শক্তি প্রয়োগ করার ব্যাপারে) হিংস্র পশুর ন্যায় স্বভাব হইবে ন্যায় কাজকে ন্যায় মনে করিবে না, মন্দ কাজকে মন্দ বুঝিবে না। শয়তান একটি আকৃতি ধারণ করিয়া তাহাদের সম্মুখে আসিবে এবং তাহাদেরকে বলিবে, তোমরা কি আমার হুকুম মানিবে না? তাহারা বলিবে, তুমি আমাদেরকে কি হুকুম দাও? অর্থাৎ তুমি যাহা বলিবে আমরা উহা করিব। তখন শয়তান তাহাদেরকে মূর্তিপূজার হুকুম করিবে। (তাহারা তাহার হুকুম পালন করিবে) ঐ সময় তাহাদের উপর রিযিকের প্রাচুর্য হইবে। আর তাহাদের জিন্দেগী (বাহ্যিকভাবে) বড় সুন্দর (আরাম আয়েশের) হইবে। তারপর শিঙ্গায় ফুঁক

দেওয়া হইবে। যে কেহ ঐ শিঙ্গার আওয়াজ শুনিবে (সেই আওয়াজের ভয়াবহতা এবং ভয়ের কারণে বেহুঁশ হইয়া যাইবে। আর উহার কারণে তাহার মাথা শরীরের উপর সোজা রাখিতে পারিবে না। বরং) তাহার গর্দান এদিক্ সেদিক কাত হইয়া যাইবে। সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি শিঙ্গার আওয়াজ শুনিতে পাইবে (এবং যাহার উপর সর্বপ্রথম উহার প্রভাব পড়িবে) সে এক ব্যক্তি হইবে যে তাহার উটের পানি পান করানোর হাউজ মাটি দ্বারা মেরামত করিতে থাকিবে, সে বেহুঁশ এবং প্রাণহীন হইয়া পড়িয়া যাইবে। অর্থাৎ মরিয়া যাইবে। আর অন্যান্য সকল লোকেরাও মরিয়া পড়িয়া যাইবে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা (হালকা) শিশিরের ন্যায় বৃষ্টি বর্ষণ করিবেন। উহার কারণে মানুষের শরীরে প্রাণের সঞ্চার হইবে। অতঃপর দ্বিতীয় বার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হইবে। তখন সঙ্গে সঙ্গে সবাই দাঁড়াইয়া যাইবে। (এবং চারিদিকে) দেখিতে থাকিবে। অতঃপর বলা হইবে, হে লোকসকল, তোমাদের রবের দিকে চল। (এবং ফেরেশতাদের প্রতি হুকুম হইবে যে,) তাহাদেরকে (হিসাবের ময়দানে) দাঁড় করাও। (কেননা) তাহাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। (এবং তাহাদের আমলের হিসাবকিতাব হইবে।) অতঃপর হুকুম হইবে তাহাদের মধ্য হইতে দোযখীদেরকে বাহির কর। আরজ করা হইবে কতজনের মধ্য হইতে কতজন? হুকুম হইবে প্রতি হাজারের মধ্য হইতে নয়শত নিরানব্বইজন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, এই সেই দিন যাহা বাচ্চাদেরকে বুড়া বানাইয়া দিবে। অর্থাৎ সেই দিনের কঠোরতা ও দীর্ঘতা বাচ্চাদেরকে বুড়া করিয়া দেওয়ার মত হইবে। যদিও প্রকৃতপক্ষে বাচ্চা বুড়া না হউক। আর ইহাই হইবে সেইদিন যেইদিন পায়ের গোছা প্রকাশ করা হইবে, অর্থাৎ যেদিন আল্লাহ তায়ালা বিশেষ প্রকারের তাজাল্লী বা জ্যোতি প্রকাশ করিবেন। (মুসলিম)

অন্য এক রেওয়ায়াতে এইরূপ আছে যে, যখন সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) শুনিলেন হাজারের মধ্য হইতে নয়শত নিরানব্বই জন জাহান্নামে যাইবে তখন তাহারা এই কথা শুনিয়া এত চিন্তাযুক্ত হইলেন যে, তাহাদের চেহারার রং পরিবর্তন হইয়া গেল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, নয়শত নিরানব্বইজন যাহারা জাহান্নামে যাইবে তাহারা ইয়াজুজ মাজুজ (এবং তাহাদের মত কাফের মুশরিকদের) মধ্য হইতে হইবে। আর এক হাজার হইতে একজন (যে জান্নাতে যাইবে) সে তোমাদের মধ্য হইতে (এবং তোমাদের তরীকা অবলম্বনকারীদের মধ্য হইতে) হইবে। (বোখারী)

١٤٥- عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: كَيْفَ أَنْعَمُ وَصَاحِبُ الْقَرْنِ قَدِ الْتَقَمَ الْقَرْنَ وَاسْتَمَعَ الْأُذُنَ مَتٰى يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ فَيَنْفُخُ فَكَأَنَّ ذٰلِكَ ثَقُلَ عَلٰى أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ لَهُمْ: قُوْلُوا: حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا. رواه الترمذى

وقال: هذا حديث حسن، باب ما جاء فى شأن الصور، رقم: ٢٤٣١

১৪৫. হযরত আবু সাঈদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি কিভাবে আনন্দিত ও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি, অথচ শিঙ্গায় ফুঁক দানকারী ফেরেশতা শিঙ্গা মুখে লাগাইয়া ফেলিয়াছেন এবং তিনি কান লাগাইয়া রাখিয়াছেন যে, কখন তাহাকে শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার হুকুম হইবে আর তিনি উহাতে ফুঁক দিবেন। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)দের নিকট ইহা কঠিন মনে হইল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে এরশাদ করিলেন ঃ তোমরা বল—

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا

অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম ব্যবস্থাকারী। আল্লাহ তায়ালারই উপর আমরা ভরসা করিলাম। (তিরমিযী)

١٤٦- عَنِ الْمِقْدَادِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: تُدْنٰى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ، حَتّٰى تَكُوْنَ مِنْهُ كَمِقْدَارِ مِيْلٍ فَيَكُوْنُ النَّاسُ عَلٰى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِى الْعَرَقِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُوْنُ إِلٰى كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُوْنُ إِلٰى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُوْنُ إِلٰى حَقْوَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا قَالَ: وَأَشَارَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهِ إِلٰى فِيْهِ. رواه مسلم، باب فى صفة يوم القيامة، رقم: ٧٢٠٦

১৪৬. হযরত মেকদাদ (রাযিঃ) বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, কেয়ামতের দিন সূর্যকে সৃষ্টির নিকটবর্তী করিয়া দেওয়া হইবে। এমনকি তাহাদের হইতে মাত্র এক মাইলের দূরত্ব পরিমাণ থাকিয়া যাইবে। এবং (উহার গরমে) লোকেরা তাহাদের আমল পরিমাণ ঘর্মাক্ত হইবে। অর্থাৎ যাহার আমল যত মন্দ হইবে তাহার ঘাম ততবেশী হইবে। কিছু লোকের ঘাম

তাহাদের পায়ের গিরা পর্যন্ত হইবে। আর কিছু লোকের ঘাম তাহাদের হাঁটু পর্যন্ত হইবে। আর কিছু লোকের কোমর পর্যন্ত হইবে। আর কিছু লোক যাহাদের ঘাম তাহাদের মুখ পর্যন্ত পৌঁছিয়া যাইবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের মুখের দিকে হাত দ্বারা ইশারা করিলেন (যে তাহাদের ঘাম এই পর্যন্ত পৌঁছিয়া যাইবে।) (মুসলিম)

١٤٧- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ: صِنْفًا مُشَاةً وَصِنْفًا رُكْبَانًا وَصِنْفًا عَلٰى وُجُوْهِهِمْ قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَكَيْفَ يَمْشُوْنَ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ؟ قَالَ: إِنَّ الَّذِيْ أَمْشَاهُمْ عَلٰى أَقْدَامِهِمْ قَادِرٌ عَلٰى أَنْ يُمْشِيَهُمْ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ، أَمَا إِنَّهُمْ يَتَّقُوْنَ بِوُجُوْهِهِمْ كُلَّ حَدَبٍ وَشَوْكَةٍ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن، باب ومن سورة بنى اسرآئيل، رقم: ٣١٤٢

১৪৭. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন লোকদেরকে তিনপ্রকারে উঠানো হইবে। একদল পায়ে হাঁটিয়া চলিবে, একদল সওয়ারীতে আরোহণ করিয়া চলিবে, একদল মুখের উপর ভর করিয়া চলিবে। আরজ করা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, মুখের উপর ভর করিয়া কিরূপে চলিবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যে আল্লাহ তাহাদেরকে পায়ের উপর ভর করাইয়া চালাইয়াছেন, তিনি নিঃসন্দেহে তাহাদেরকে মুখের উপর ভর করাইয়া চালাইতেও ক্ষমতা রাখেন। ভালরূপে বুঝিয়া লও! ইহারা তাহাদের মুখের দ্বারাই জমিনের প্রতিটি টিলা এবং প্রতিটি কাঁটা হইতে বাঁচিবে। (তিরমিযী)

١٤٨- عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرٰى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرٰى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرٰى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ. رواه البخارى، باب كلام الرب تعالى .....، رقم: ٧٥١٢

১৪৮. হযরত আলী ইবনে হাতেম (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, (কেয়ামতের দিন) তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত আল্লাহ তায়ালা সরাসরি কথা বলিবেন, মাঝখানে কোন দোভাষী থাকিবে না। (ঐ সময় বান্দা অসহায়ভাবে এদিক ওদিক দেখিবে) যখন নিজের ডান দিকে দেখিবে তখন তাহার আমল ছাড়া কিছুই দেখিবে না। যখন নিজের বাম দিকে দেখিবে তখন তাহার আমল ছাড়া কিছুই দেখিবে না। আর যখন নিজের সম্মুখে দেখিবে তখন আগুন ছাড়া কিছু দেখিবে না। সুতরাং দোযখের আগুন হইতে বাঁচ যদিও শুকনা খেজুরের টুকরা (সদকা করার) দ্বারাই সম্ভব হয়। (বোখারী)

١٤٩- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ فِيْ بَعْضِ صَلَاتِهِ: اللّٰهُمَّ حَاسِبْنِيْ حِسَابًا يَّسِيْرًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللّٰهِ! مَا الْحِسَابُ الْيَسِيْرُ؟ قَالَ: أَنْ يُّنْظَرَ فِيْ كِتَابِهِ فَيُتَجَاوَزَ عَنْهُ، إِنَّهُ مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَئِذٍ يَا عَائِشَةُ هَلَكَ. (الحديث) رواه أحمد٦/٤٨

১৪৯. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন যে, আমি কোন কোন নামাযে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই দোয়া করিতে শুনিয়াছি—

اللّٰهُمَّ حَاسِبْنِيْ حِسَابًا يَّسِيْرًا

অর্থাৎ, হে আল্লাহ আমার হিসাব সহজ করিয়া দিন। আমি আরজ করিলাম, হে আল্লাহর নবী! সহজ হিসাব বলিতে কি বুঝায়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, বান্দার আমলনামা দেখা হইবে অতঃপর ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। কেননা হে আয়শা, ঐ দিন যাহার হিসাবের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে সে তো ধ্বংস হইয়া যাইবে। (মুসনাদে আহমাদ)

١٥٠- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: أَخْبِرْنِيْ مَنْ يَّقْوَى عَلَى الْقِيَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْ قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ ﴿يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ﴾ فَقَالَ: يُخَفَّفُ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَتّٰى يَكُوْنَ عَلَيْهِ كَالصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ. رواه البيهقي في كتاب البعث والنشور، مشكوة المصابيح، رقم:٥٥٦٣

১৫০. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন এবং আরজ করিলেন, আমাকে বলিয়া দিন, কেয়ামতের দিন (যাহা পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হইবে) কাহার পক্ষে দাঁড়াইয়া থাকা সম্ভব হইবে। যে সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন—

يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

অর্থাৎ, যেদিন সমস্ত লোক রাব্বুল আলামীনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, মোমেনের জন্য এই দাঁড়াইয়া থাকা এত সহজ করিয়া দেওয়া হইবে যে, সেই দিনটি তাহার জন্য ফরজ নামায আদায় করার সমান হইবে।

(বায়হাকী, মেশকাত)

١٥١- عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَتَانِي آتٍ مِنْ عِنْدِ رَبِّي فَخَيَّرَنِي بَيْنَ أَنْ يُدْخِلَ نِصْفَ أُمَّتِي الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ، فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ وَهِيَ لِمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا. رواه الترمذى، باب منه حديث تخيير النبى ﷺ ....، رقم:٢٤٤١

১৫১. হযরত আউফ ইবনে মালেক আশজায়ী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট হইতে একজন ফেরেশতা আমার নিকট আসিয়াছেন এবং তিনি আমাকে (আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে) দুইটি বিষয়ের মধ্য হইতে একটির এখতিয়ার দিলেন। হয় তো আল্লাহ তায়ালা আমার অর্ধেক উম্মতকে জান্নাতে দাখিল করিবেন, অথবা আমাকে (সবার জন্য) সুপারিশ করার অধিকার দান করিবেন। তখন আমি সুপারিশের অধিকারকে গ্রহণ করিলাম। (যাহাতে সমস্ত মুসলমান উহা দ্বারা উপকৃত হইতে পারে। কেহ বঞ্চিত না হয়) সুতরাং আমার সুপারিশ ঐ সকল ব্যক্তির জন্য হইবে যাহারা আল্লাহ তায়ালার সহিত কাহাকেও শরীক না করিয়া মৃত্যুবরণ করিবে। (তিরমিযী)

١٥٢- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: شَفَاعَتِيْ لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، باب منه حديث شفاعتى ....، رقم:٢٤٣٥

১৫২. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কবীরা গুনাহকারীদের ব্যাপারে আমার সুপারিশ শুধু আমার উম্মতের লোকদের জন্য নির্দিষ্ট হইবে। (অন্যান্য উম্মতের লোকদের জন্য নয়।) (তিরমিযী)

١٥٣-عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُوْلُونَ: اشْفَعْ لَنَا إِلٰى رَبِّكَ، فَيَقُوْلُ: لَسْتُ لَهَا، وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَاهِيْمَ فَإِنَّهُ خَلِيْلُ الرَّحْمٰنِ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيْمَ فَيَقُوْلُ: لَسْتُ لَهَا، وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوْسٰى فَإِنَّهُ كَلِيْمُ اللّٰهِ، فَيَأْتُونَ مُوْسٰى فَيَقُوْلُ: لَسْتُ لَهَا، وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيْسٰى فَإِنَّهُ رُوْحُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهُ، فَيَأْتُونَ عِيْسٰى فَيَقُوْلُ: لَسْتُ لَهَا، وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ ﷺ فَيَأْتُوْنِي فَأَقُوْلُ: أَنَا لَهَا، فَأَسْتَأْذِنُ عَلٰى رَبِّي فَيُؤْذَنُ لِي وَيُلْهِمُنِي مَحَامِدَ أَحْمَدُهُ بِهَا لَا تَحْضُرُنِي الْآنَ، فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، وَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ! ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُوْلُ: يَا رَبِّ! أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيُقَالُ: انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيْرَةٍ مِنْ إِيْمَانٍ، فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ثُمَّ أَعُوْدُ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ! ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُوْلُ: يَا رَبِّ! أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيُقَالُ: انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ أَوْ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيْمَانٍ، فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ثُمَّ أَعُوْدُ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ: يَامُحَمَّدُ! ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُوْلُ: يَا رَبِّ! أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيَقُوْلُ: انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنٰى أَدْنٰى أَدْنٰى مِثْقَالِ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَأَخْرِجْهُ مِنَ النَّارِ مِنَ النَّارِ مِنَ النَّارِ، فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ، ثُمَّ أَعُوْدُ الرَّابِعَةَ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ، ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ! ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَسَلْ

تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُوْلُ: يَا رَبِّ! ائْذَنْ لِي فِيْمَنْ قَالَ: لَآ إِلٰـهَ إِلَّا اللّٰهُ، فَيَقُوْلُ: وَعِزَّتِيْ وَجَلَالِيْ وَكِبْرِيَائِيْ وَعَظَمَتِيْ لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ: لَآ إِلٰـهَ إِلَّا اللّٰهُ. رواه البخاري، باب كلام الرب تعالى .... رقم: ٧٥١٠

(وَفِي حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ) عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى: شَفَعَتِ الْمَلَائِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّوْنَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُوْنَ، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ، فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ، قَدْ عَادُوا حُمَمًا فَيُلْقِيْهِمْ فِيْ نَهْرٍ فِي أَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ نَهْرُ الْحَيَاةِ، فَيَخْرُجُونَ كَمَا تَخْرُجُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيْلِ السَّيْلِ قَالَ: فَيَخْرُجُونَ كَاللُّؤْلُؤِ فِي رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِمُ، يَعْرِفُهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ، هٰؤُلَاءِ عُتَقَاءُ اللّٰهِ الَّذِيْنَ أَدْخَلَهُمُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَلَا خَيْرٍ قَدَّمُوهُ، ثُمَّ يَقُوْلُ: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَمَا رَأَيْتُمُوهُ فَهُوَ لَكُمْ، فَيَقُوْلُوْنَ: رَبَّنَا أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِيْنَ، فَيَقُوْلُ: لَكُمْ عِنْدِيْ أَفْضَلُ مِنْ هٰذَا، فَيَقُوْلُوْنَ: يَا رَبَّنَا! أَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ هٰذَا؟ فَيَقُوْلُ: رِضَائِيْ فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا. رواه مسلم، باب معرفة طريق الرؤية، رقم: ٤٥٤

১৫৩. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন কেয়ামতের দিন হইবে তখন (অস্থিরতার কারণে) লোকেরা একে অন্যের নিকট দৌড়াইতে থাকিবে। সুতরাং (হযরত) আদম (আঃ)এর নিকট যাইবে, আর তাহার নিকট আরজ করিবে, আপনি আপনার রবের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। তিনি বলিবেন, আমি ইহার উপযুক্ত নহি। তোমরা ইবরাহীম (আঃ)এর নিকট যাও। তিনি আল্লাহ তায়ালার খলীল। লোকেরা তাঁহার নিকট যাইবে। তিনি বলিবেন, আমি ইহার উপযুক্ত নহি। তবে তোমরা মূসা (আঃ)এর নিকট যাও, তিনি কালীমুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার সহিত কথা বলিতেন। ইহারা তাহার নিকট যাইবে। তিনিও বলিবেন, আমি ইহার উপযুক্ত নহি। তোমরা ঈসা (আঃ)এর নিকট যাও। তিনি রুহুল্লাহ এবং কালেমাতুল্লাহ। ইহারা তাহার নিকট যাইবে। তিনিও

বলিবেন, আমি ইহার উপযুক্ত নহি, তবে তোমরা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাও। সুতরাং তাহারা আমার নিকট আসিবে। আমি বলিব, আমি সুপারিশের অধিকার রাখি। অতঃপর আমি আমার রবের নিকট অনুমতি চাহিব। আমাকে অনুমতি দেওয়া হইবে। আল্লাহ তায়ালা আমার অন্তরে তাহার প্রশংসাসূচক এমন বাক্যসমূহ ঢালিবেন যাহা এখন আমি করিতে পারি না। আমি ঐসকল বাক্যসহকারে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিব এবং সিজদায় পড়িয়া যাইব। এরশাদ হইবে, হে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মাথা উঠাও। বল, তোমার কথা মানিয়া লওয়া হইবে। প্রার্থনা কর দান করা হইবে। সুপারিশ কর, কবুল করা হইবে। আমি আরজ করিব, ইয়া রব! আমার উম্মত। আমার উম্মত। অর্থাৎ আমার উম্মতকে ক্ষমা করিয়া দিন। আমাকে বলা হইবে, যাও, যাহার অন্তরে যবের দানা পরিমাণও ঈমান থাকিবে তাহাকেও জাহান্নাম হইতে বাহির কর। আমি যাইব এবং হুকুম পালন করিব। ফিরিয়া আসিয়া আবার ঐ সকল বাক্য সহকারে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিব এবং সেজদায় পড়িয়া যাইব। এরশাদ হইবে, হে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! মাথা উঠাও, বল তোমার কথা মানা হইবে, চাও পাইবে, সুপারিশ কর, কবুল করা হইবে। আমি আরজ করিব, ইয়া রব! আমার উম্মত! আমার উম্মত! (আমাকে) বলা হইবে যাও, যাহার অন্তরে এক বালুকণা অথবা একটি সরিষা দানা পরিমাণও ঈমান থাকিবে তাহাকেও বাহির কর। আমি যাইব এবং হুকুম পালন করিব। ফিরিয়া আসিয়া আবার ঐ সকল বাক্যসহকারে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিব এবং সিজদায় পড়িয়া যাইব। এরশাদ হইবে, হে মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মাথা উঠাও, বল, তোমার কথা মানা হইবে, চাও পাইবে, সুপারিশ কর কবুল করা হইবে। আমি আরজ করিব, ইয়া রব! আমার উম্মত! আমার উম্মত! (আমাকে) বলা হইবে, যাও, যাহার অন্তরে একটি সরিষার দানার চেয়ে ও অতি কম ঈমান থাকিবে তাহাকেও বাহির কর। আমি যাইব এবং হুকুম পালন করিব। চতুর্থবার পুনরায় ফিরিয়া আসিব এবং আবার ঐ সকল বাক্য সহকারে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিব এবং সিজদায় পড়িয়া যাইব। এরশাদ হইবে, হে মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মাথা উঠাও, বল, তোমার কথা মানা হইবে, চাও পাইবে, সুপারিশ কর কবুল করা হইবে। আমি আরজ করিব, হে আমার রব, আমাকে ঐ সমস্ত ব্যক্তিদেরও বাহির করিয়া আনিবার অনুমতি দিন

যাহারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু পড়িয়াছে। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিবেন, আমার ইজ্জতের কসম ! আমার উচ্চ মর্যাদার কসম ! আমার বড়ত্বের কসম ! আমার সম্মানের কসম ! যাহারা এই কালেমা পড়িয়া নিয়াছে, তাহাদেরকে তো আমি অবশ্যই জাহান্নাম হইতে (নিজেই) বাহির করিয়া লইব। (বোখারী)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হাদীসে এইরূপ আছে যে, (চতুর্থবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জওয়াবে) আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিবেন যে, ফেরেশতারাও সুপারিশ করিয়া শেষ করিয়াছে, নবীগণও সুপারিশ করিয়া শেষ করিয়াছেন, মুমিনগণও সুপারিশ করিয়া শেষ করিয়াছে, এখন আরহামুর রাহেমীন ছাড়া আর কেহ বাকীনাই। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা মুঠ ভরিয়া এমন সমস্ত লোকদেরকে দোযখ হইতে বাহির করিবেন যাহারা পূর্বে কখনও কোন নেকীর কাজ করে নাই, তাহারা দোযখে (জ্বলিয়া) কয়লা হইয়া গিয়াছে। জান্নাতের দরজাসমূহের সামনে একটি নহর রহিয়াছে যাহাকে নহরে হায়াত বলা হয়। আল্লাহ তায়ালা উহার মধ্যে ঐ সকল লোকদেরকে ফেলিয়া দিবেন। তাহারা উহার মধ্য হইতে (সঙ্গে সঙ্গে তরতাজা হইয়া) বাহির হইয়া আসিবে। যেমন শস্য বীজ ঢলের পানির খড়কুটার মধ্যে (পানি এবং সারের কারণে দ্রুত) অংকুরিত হয়। আর এই সকল লোক মুক্তার ন্যায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও উজ্জ্বল হইয়া যাইবে। তাহাদের ঘাড়ে সোনালী মোহর লাগানো থাকিবে। যাহাতে জান্নাতী লোকেরা তাহাদিগকে চিনিতে পারিবে যে, ইহারা (জাহান্নামের আগুন হইতে) আল্লাহ তায়ালা আযাদকৃত যাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা কোন নেক আমল ছাড়া জান্নাতে দাখেল করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা (তাহাদিগকে) বলিবেন, জান্নাতে দাখেল হইয়া যাও। তোমরা (জান্নাতে) যাহা কিছু দেখিয়াছ উহা সব তোমাদের জন্য। তাহারা বলিবে হে আমাদের রব ! আপনি আমাদেরকে ঐ সকল বস্তু দান করিয়াছেন যাহা দুনিয়াতে কাহাকেও দান করেন নাই। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিবেন, আমার নিকট তোমাদের জন্য ইহা হইতে উত্তম নেয়ামত রহিয়াছে। তাহারা আরজ করিবে, হে আমাদের রব ! ইহা হইতে উত্তম নেয়ামত কি হইবে? আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিবেন, আমার সন্তুষ্টি। ইহার পর আমি তোমাদের প্রতি আর কখনও অসন্তুষ্ট হইব না। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ হাদীস শরীফের মধ্যে হযরত ঈসা (আঃ)কে রুহুল্লাহ ও কালেমাতুল্লাহ এইজন্য বলা হইয়াছে যে, তাহার জন্ম বাপ ছাড়া শুধু

আল্লাহ তায়ালার হুকুম (كُنْ) কুন বাক্য দ্বারা এইরূপে হইয়াছে যে, জিবরাঈল (আঃ) আল্লাহ তায়ালার হুকুমে তাহার মায়ের বুকে ফুঁক দিলেন। ফলে উহা একটি রূহ ও প্রাণ বিশিষ্ট বস্তুতে পরিণত হইয়া গেল। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

١٥٤- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُسَمَّوْنَ الْجَهَنَّمِيِّيْنَ. رواه البخاري، باب صفة الجنة والنار، رقم:٦٥٦٦

১৫৪. হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, একদল লোক যাহাদের উপাধি জাহান্নামী হইবে। তাহারা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপারিশে দোযখ হইতে বাহির হইয়া জান্নাতে প্রবেশ করিবে। (বোখারী)

١٥٥- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ مِنْ أُمَّتِيْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْفِئَامِ مِنَ النَّاسِ، مِنْهُمْ مَنْ يَّشْفَعُ لِلْقَبِيْلَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَّشْفَعُ لِلْعُصْبَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَّشْفَعُ لِلرَّجُلِ حَتّٰى يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب منه دخول سبعين ألفا .....، رقم:٢٤٤٠

১৫৫. হযরত আবু সাঈদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার উম্মতের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক এমন হইবে যাহারা অন্যান্য কাওমের জন্য সুপারিশ করিবে। অর্থাৎ তাহাদের মর্যাদা এমন হইবে যে, আল্লাহ তায়ালা তাহাদেরকে বিভিন্ন কওমের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দান করিবেন। কিছুসংখ্যক এমন হইবে যাহারা বিভিন্ন গোত্রের জন্য সুপারিশ করিবে। কিছুসংখ্যক এমন হইবে, যাহারা এক ওসবার জন্য সুপারিশ করিবে। আর কিছুসংখ্যক এমন হইবে যাহারা এক ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করিতে পারিবে। (আল্লাহ তায়ালা সকলের সুপারিশ কবুল করিবেন।) এমনকি তাহারা সকলে জান্নাতে পৌঁছিয়া যাইবে। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ দশ থেকে চল্লিশ পর্যন্ত সংখ্যাকে ওসবাহ বলে।

١٥٦- عَنْ حُذَيْفَةَ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا (فِيْ حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ) قَالَا: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ فَتَقُوْمَانِ

جَنَبَتَيِ الصِّرَاطِ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَيَمُرُّ أَوَّلُكُمْ كَالْبَرْقِ قَالَ قُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَيُّ شَيْءٍ كَمَرِّ الْبَرْقِ؟ قَالَ: أَلَمْ تَرَوْا إِلَى الْبَرْقِ كَيْفَ يَمُرُّ وَيَرْجِعُ فِي طَرْفَةِ عَيْنٍ؟ ثُمَّ كَمَرِّ الرِّيحِ، ثُمَّ كَمَرِّ الطَّيْرِ وَشَدِّ الرِّجَالِ، تَجْرِي بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ، وَنَبِيُّكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ يَقُولُ: رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ، حَتَّى تَعْجِزَ أَعْمَالُ الْعِبَادِ، حَتَّى يَجِيءَ الرَّجُلُ فَلَا يَسْتَطِيعُ السَّيْرَ إِلَّا زَحْفًا قَالَ: وَفِي حَافَتَيِ الصِّرَاطِ كَلَالِيبُ مُعَلَّقَةٌ مَأْمُورَةٌ تَأْخُذُ مَنْ أُمِرَتْ بِهِ فَمَخْدُوشٌ نَاجٍ وَمَكْدُوسٌ فِي النَّارِ وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ! إِنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ لَسَبْعِينَ خَرِيفًا. رواه مسلم، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، رقم:٤٨٢

১৫৬. হযরত হোযায়ফা ও হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন আমানত ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা এই দুইটি গুণকে (একটি আকৃতি দান করিয়া) ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। এই উভয় বস্তু পুলসিরাতের ডান ও বাম দিকে দাঁড়াইয়া যাইবে। (তাহারা তাহাদের রক্ষাকারীদের জন্য সুপারিশ ও যাহারা রক্ষা করে নাই তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবে।) তোমাদের প্রথম দল পুলসিরাতের উপর দিয়া বিজলীর গতিতে দ্রুত পার হইয়া যাইবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আরজ করিলাম, আমার মাতাপিতা আপনার উপর কোরবান হউক, বিজলীর মত দ্রুত পার হওয়ার কি অর্থ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তুমি কি বিজলী দেখ নাই? উহা কিভাবে চোখের পলকে চলিয়া যায় আবার ফিরিয়া আসে। উহার পরে অতিক্রমকারী বাতাসের গতিতে দ্রুত পার হইয়া যাইবে, অতঃপর দ্রুতগামী পাখীদের মত, অতঃপর শক্তিশালী পুরুষদের দৌড়ের গতিতে। মোটকথা প্রত্যেক ব্যক্তির গতি তাহার আমল অনুযায়ী হইবে। আর তোমাদের নবী (আঃ) পুলসিরাতের উপর দাঁড়াইয়া বলিতে থাকিবেন, হে আমার রব! ইহাদেরকে নিরাপদে পার করিয়া দিন! নিরাপদে পার করিয়া দিন। অবশেষে এমন লোকও হইবে যাহারা তাহাদের আমলের দুর্বলতার কারণে পুলসিরাতের উপর দিয়া হেঁচড়াইয়াই চলিতে পারিবে। পুলসিরাতের উভয় দিকে বক্রমাথাবিশিষ্ট লৌহ শলাকা ঝুলানো থাকিবে। যাহার সম্পর্কে হুকুম দেওয়া হইবে উহা তাহাকে ধরিয়া ফেলিবে। ঐ সমস্ত লৌহ শলাকার

কালেমায়ে তাইয়্যেবা

কারণে কাহারো শুধু আঁচড় লাগিবে, সে তো মুক্তি পাইয়া যাইবে। আবার কাহাকেও জাহান্নামে ফেলিয়া দেওয়া হইবে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, ঐ জাতের কসম, যাহার হাতে আবু হোরায়রার প্রাণ রহিয়াছে, নিঃসন্দেহে জাহান্নামের গভীরতা সত্তর বৎসরের দূরত্বের সমান। (মুসলিম)

١٥٧- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أَسِيْرُ فِي الْجَنَّةِ إِذَا أَنَا بِنَهَرٍ حَافَتَاهُ قِبَابُ الدُّرِّ الْمُجَوَّفِ، قُلْتُ: مَا هٰذَا يَا جِبْرِيْلُ؟ قَالَ: هٰذَا الْكَوْثَرُ الَّذِيْ أَعْطَاكَ رَبُّكَ، فَإِذَا طِيْنُهُ مِسْكٌ أَذْفَرُ. رواه البخاري، باب في الحوض، رقم:٦٥٨١

১৫৭. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি জান্নাতে ভ্রমণ করিতে করিতে একটি নহরের নিকট পৌঁছিলাম। উহার উভয় পাশে ভিতরে ফাঁকা এরূপ মুক্তার তৈরী গম্বুজ বানানো ছিল। আমি জিবরাঈল (আঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কি? জিবরাঈল (আঃ) বলিলেন, ইহা নহরে কাউসার। যাহা আপনার রব আপনাকে দান করিয়াছেন। আমি দেখিলাম উহার (তলদেশের) মাটি অত্যন্ত সুরভিত মিশক। (বোখারী)

١٥٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: حَوْضِيْ مَسِيْرَةُ شَهْرٍ، وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ، وَمَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ الْوَرِقِ، وَرِيْحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، وَكِيْزَانُهُ كَنُجُوْمِ السَّمَاءِ، فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَا يَظْمَأُ بَعْدَهُ أَبَدًا. رواه مسلم، باب إثبات حوض نبينا ...، رقم:٥٩٧١

১৫৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার হাউজের দূরত্ব একমাসের সমান, আর উহার উভয় কোণ সম্পূর্ণ বরাবর, অর্থাৎ উহার দৈর্ঘ্য প্রস্থ সমান। উহার পানি রূপার চেয়ে বেশী সাদা। উহার সুগন্ধি মিশকের সুগন্ধির চেয়ে উত্তম। উহার পেয়ালাসমূহ আসমানের তারার ন্যায় (অগণিত)। যে ব্যক্তি উহার পানি পান করিয়া লইবে তাহার কখনও পিপাসা লাগিবে না। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ হাউজের দূরত্ব এক মাসের সমান—ইহার অর্থ এই যে,

আল্লাহ তায়ালা যেই হাউজে কাউসার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করিয়াছেন উহা এত লম্বা ও চওড়া যে, উহার একদিক হইতে অন্যদিক পর্যন্ত এক মাসের পথ।

١٥٩- عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوْضًا وَإِنَّهُمْ يَتَبَاهَوْنَ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ وَارِدَةً وَإِنِّيْ أَرْجُوْ أَنْ أَكُوْنَ أَكْثَرَهُمْ وَارِدَةً. رواه الترمذی وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء فی صفة الحوض، رقم:٢٤٤٣

১৫৯. হযরত সামুরা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, (আখেরাতে) প্রত্যেক নবীর একটি হাউজ রহিয়াছে। নবীগণ পরস্পর এই ব্যাপারে গর্ব করিবেন যে, তাহাদের মধ্য হইতে কাহার নিকট পানি পানকারী বেশী আসে। আমি আশা রাখি পানি পান করার জন্য সকলের চেয়ে বেশী আমার নিকট আসিবে। (এবং আমার হাউজ দ্বারা পরিতৃপ্ত হইবে।) (তিরমিযী)

١٦٠- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَأَنَّ عِيْسٰى عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، أَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ عَلٰى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ. زَادَ جُنَادَةُ: مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ أَيِّهَا شَاءَ.

رواه البخاری، باب قوله تعالى يا أهل الكتاب . . . . ، رقم:٣٤٣٥

১৬০. হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করেন যে, যে ব্যক্তি এই সাক্ষ্য দিয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোন মাবুদ নাই, তিনি একা, তাহার কোন শরীক নাই, আর এই সাক্ষ্য দিয়াছে যে, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার বান্দা ও রসূল এবং হযরত ঈসা (আঃ)ও আল্লাহ তায়ালার বান্দা এবং তাহার রসূল, এবং তাহার কালেমা (কেননা তাহার জন্ম পিতা ব্যতীত শুধু আল্লাহ তায়ালার হুকুম কুন বাক্য দ্বারা হইয়াছে) এবং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে তিনি একটি রূহ অর্থাৎ প্রাণ। (যেই প্রাণকে হযরত জিবরাঈল (আঃ)এর ফুঁকের মাধ্যমে হযরত

মারইয়াম (আঃ)এর গর্ভে পৌছানো হইয়াছে। হযরত জিবরাঈল (আঃ) হযরত মারইয়াম (আঃ)এর বুকে ফুঁক দিয়াছিলেন।) আর এই সাক্ষ্য দেয় যে, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, (যে ব্যক্তি এইসকল বিষয়ের সাক্ষ্য দিবে) আল্লাহ তায়ালা তাহাকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন। চাই তাহার আমল যেমনই হউক। হযরত জুনাদা (রাযিঃ) ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন যে, সে ব্যক্তি জান্নাতের আটটি দরজার মধ্য হইতে যে কোন দরজা দিয়া চাহিবে প্রবেশ করিবে। (বোখারী)

١٦١- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: قَالَ اللّٰهُ: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ، فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾. رواه البخاري، باب ما جاء في صفة الجنة ....، رقم:٣٢٤٤

১৬১. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে কুদসী বর্ণনা করতঃ আল্লাহ তায়ালার এরশাদ করিয়াছেন যে, আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন নেয়ামতসমূহ তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছি যাহা কোন চক্ষু দেখে নাই, এবং কোন কান শুনে নাই, আর কোন মানুষের অন্তরে কখনও উহার চিন্তা আসে নাই। তোমরা ইচ্ছা করিলে কুরআনের এই আয়াত পড়িয়া লও—

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ

অর্থাৎ, কোন মানুষই ঐ নেয়ামতগুলির কথা জানে না যাহা ঐ সকল বান্দাদের জন্য লুকাইয়া রাখা হইয়াছে। যাহাতে তাহাদের চক্ষু শীতলকারী বস্তুসমূহ রহিয়াছে। (বোখারী)

١٦٢- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا. رواه البخاري، باب ما جاء في صفة الجنة ....، رقم:٣٢٥٠

১৬২. হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জান্নাতের একটি চাবুক পরিমাণ জায়গা অর্থাৎ অতি সামান্য পরিমাণ জায়গাও

দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যাহা কিছু আছে উহা হইতে উত্তম। (ও অধিক মূল্যবান।) (বোখারী)

١٦٣- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ أَوْ مَوْضِعُ قَدَمٍ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيْحًا، وَلَنَصِيْفُهَا يَعْنِي الْخِمَارَ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا. رواه البخاري، باب صفة الجنة والنار، رقم:٦٥٦٨

১৬৩. হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জান্নাতে তোমাদের একটি ধনুক পরিমাণ জায়গা অথবা এক কদম পরিমাণ জায়গা দুনিয়া এবং যাহা কিছু দুনিয়ার মধ্যে আছে উহা হইতে উত্তম। আর যদি জান্নাতের মহিলাদের মধ্য হইতে কোন মহিলা (জান্নাত হইতে) জমিনের দিকে উঁকি দেয় তবে জান্নাত হইতে জমিন পর্যন্ত (স্থানকে) আলোকিত করিয়া দিবে, এবং খুশবু দ্বারা ভরিয়া দিবে। আর তাহার ওড়নাও দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যাহা কিছু আছে উহা হইতে উত্তম। (বোখারী)

١٦٤- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً، يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِيْ ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ، لَا يَقْطَعُهَا، وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ ﴿وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ﴾. رواه البخاري، باب قوله وظل ممدود، رقم:٤٨٨١

১৬৪. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জান্নাতে এমন একটি গাছ রহিয়াছে যে, একজন আরোহী উহার ছায়াতে একশত বৎসর চলিয়াও উহা অতিক্রম করিতে পারিবে না। আর তোমরা চাহিলে এই আয়াত পড়— وَ ظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ এবং (জান্নাতীরা) বিস্তৃত ছায়ায় (অবস্থান করিবে)। (বোখারী)

١٦٥- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُوْنَ فِيْهَا وَيَشْرَبُوْنَ، وَلَا يَتْفِلُوْنَ وَلَا يَبُوْلُوْنَ، وَلَا يَتَغَوَّطُوْنَ وَلَا يَمْتَخِطُوْنَ قَالُوْا: فَمَا بَالُ الطَّعَامِ؟ قَالَ: جُشَاءٌ وَرَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ، يُلْهَمُوْنَ التَّسْبِيْحَ وَالتَّحْمِيْدَ، كَمَا

يُلْهَمُونَ النَّفَسَ. رواه مسلم، باب فى صفات الجنة وأهلها، رقم:٧١٥٢

১৬৫. হযরত যাবের (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, জান্নাতীরা জান্নাতের মধ্যে খাইবে এবং পান করিবে (কিন্তু) না থুথু আসিবে, না পেশাব পায়খানাও হইবে, আর না নাক পরিষ্কার করার প্রয়োজন হইবে। সাহাবা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, যাহা খাইয়াছে উহার কি হইবে? অর্থাৎ কিরূপে হজম হইবে। তিনি এরশাদ করিলেন, ঢেকুর আসিবে এবং মিশকের ঘামের ন্যায় ঘাম হইবে। অর্থাৎ খাদ্য গ্রহণের পরিণতিতে যাহা বাহির হইবে উহা ঢেকুর ও ঘামের মাধ্যমে বাহির হইয়া যাইবে। আর জান্নাতীদের মুখে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও পবিত্রতা এমনভাবে জারি হইবে যেমন তাহাদের শ্বাস প্রশ্বাস জারি হইবে।

(মুসলিম)

١٦٦- عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ وَأَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يُنَادِىْ مُنَادٍ: إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوا فَلَا تَمُوْتُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا فَذٰلِكَ قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَنُوْدُوْٓا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ﴾.

رواه مسلم، باب في دوام نعيم أهل الجنة.....، رقم:٧١٥٧

১৬৬. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) ও হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, একজন ঘোষণাকারী জান্নাতীদেরকে ডাকিয়া বলিবেন, তোমাদের জন্য সুস্থতা রহিয়াছে, কখনও অসুস্থ হইবে না। তোমাদের জন্য জীবন রহিয়াছে, কখনও মৃত্যু আসিবে না। তোমাদের জন্য যৌবন রহিয়াছে, কখনও বার্ধক্য আসিবে না, তোমাদের জন্য সুখ রহিয়াছে কখনও কোন দুঃখ হইবে না। উক্ত হাদীস নিম্নোক্ত আয়াতের তফসীর স্বরূপ যাহাতে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন—

وَنُوْدُوْٓا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

অর্থাৎ, এবং তাহাদেরকে ডাকিয়া বলা হইবে এই জান্নাত তোমাদিগকে তোমাদের আমলের বিনিময় দেওয়া হইয়াছে। (মুসলিম)

١٦٧- عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى: تُرِيْدُونَ شَيْئًا أَزِيْدُكُمْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوْهَنَا؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلٰى رَبِّهِمْ عَزَّوَجَلَّ. رواه مسلم، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ...، رقم:٤٤٩

১৬৭. হযরত সুহাইব (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জান্নাতী লোকেরা যখন জান্নাতে পৌঁছিয়া যাইবে, তখন আল্লাহ তায়ালা তাহাদেরকে বলিবেন, তোমরা কি চাও যে, আমি তোমাদেরকে একটি অতিরিক্ত বস্তু দান করি? অর্থাৎ তোমাদেরকে এই পর্যন্ত যাহা কিছু দান করা হইয়াছে উহা হইতে অতিরিক্ত একটি বিশেষ বস্তু দান করিব কি? তাহারা বলিবে, আপনি কি আমাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করিয়া দেন নাই, আর আপনি কি আমাদেরকে জাহান্নাম হইতে বাঁচাইয়া জান্নাতে দাখেল করিয়া দেন নাই? (এখন উহা ব্যতীত আর কি হইতে পারে, যাহার খাহেশ আমরা করিব? বান্দাদের এই জওয়াবের পর) আল্লাহ তায়ালা পর্দা সরাইয়া দিবেন, (যাহার পর তাহারা আল্লাহ তায়ালার দর্শন লাভ করিবে) এখন তাহাদের অবস্থা এই হইবে যে, এই পর্যন্ত তাহারা যাহা কিছু পাইয়াছিল ঐসব কিছু হইতে তাহাদের রবের দর্শন লাভ করার নেয়ামত তাহাদের নিকট অধিক প্রিয় হইবে। (মুসলিম)

١٦٨- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَا تَغْبِطُوا فَاجِرًا بِنِعْمَةٍ، إِنَّكَ لَا تَدْرِيْ مَا هُوَ لَاقٍ بَعْدَ مَوْتِهِ، إِنَّ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ قَاتِلًا لَا يَمُوْتُ. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ١٠/٦٤٣ اَلْقَاتِلُ: النَّارُ (شرح السنة١٤/٢٩٥)

১৬৮. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা কোন কট্টর নাফরমানকে নেয়ামতের মধ্যে দেখিয়া তাহার প্রতি ঈর্ষা করিও না। তুমি জাননা মৃত্যুর পর তাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করা হইবে। আল্লাহ তায়ালার নিকট তাহার জন্য এমন এক ঘাতক রহিয়াছে যাহার কখনও মৃত্যু আসিবে না। (ঘাতক বলিয়া দোযখ বুঝানো হইয়াছে। যাহাতে সে

অবস্থান করিবে।) (তাবরানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

١٦٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً، قَالَ: فُضِّلَتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَسِتِّيْنَ جُزْءًا كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا. رواه البخارى، باب صفة النار وأنها مخلوقة، رقم:٣٢٦٥

১৬৯. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের এই দুনিয়ার আগুন দোযখের আগুনের সত্তর ভাগের একভাগ। আরজ করা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই (দুনিয়ার আগুনই) যথেষ্ট ছিল। তিনি এরশাদ করিলেন, দোযখের আগুনকে দুনিয়ার আগুনের মোকাবিলায় উনসত্তর স্তর বৃদ্ধি করা হইয়াছে। প্রত্যেক স্তরের তাপ দুনিয়ার আগুনের তাপের বরাবর। (বোখারী)

١٧٠- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: يُؤْتٰى بِاَنْعَمِ اَهْلِ الدُّنْيَا، مِنْ اَهْلِ النَّارِ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُصْبَغُ فِى النَّارِ صَبْغَةً: ثُمَّ يُقَالُ: يَا ابْنَ آدَمَ! هَلْ رَاَيْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيْمٌ قَطُّ؟ فَيَقُوْلُ: لَا، وَاللّٰهِ يَا رَبِّ! وَيُؤْتٰى بِاَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِى الدُّنْيَا، مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِى الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ! هَلْ رَاَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ؟ فَيَقُوْلُ: لَا، وَاللّٰهِ يَا رَبِّ! مَا مَرَّ بِىْ بُؤْسٌ قَطُّ، وَلَا رَاَيْتُ شِدَّةً قَطُّ. رواه مسلم، باب صبغ انعم أهل الدنيا فى النار، رقم:٧٠٨٨

১৭০. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন দোযখীদের মধ্য হইতে এমন এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হইবে যে তাহার দুনিয়ার জীবন অত্যন্ত আরাম আয়েশের সহিত অতিবাহিত করিয়াছে। তাহাকে দোযখের আগুনে একটি ডুব দেওয়ানো হইবে। অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, হে আদমের সন্তান! তুমি কি কখনো কোন ভাল অবস্থা দেখিয়াছ? আর তোমার উপর কখনও কি কোন আরাম আয়েশের সময় অতিবাহিত হইয়াছে? সে আল্লাহর কসম খাইয়া বলিবে, হে আমার রব, কখনও না। এমনিভাবে জান্নাতীদের মধ্য

হইতে এমন এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হইবে যাহার জীবন সবার চেয়ে বেশী কষ্টের মধ্যে কাটিয়াছে। তাহাকে জান্নাতের মধ্যে একটি ডুব দেওয়ানো হইবে, অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, হে আদমের সন্তান! তুমি কি কখনও কোন কষ্ট দেখিয়াছ? তোমার উপর কি কখনও কোন কষ্টকর সময় অতিবাহিত হইয়াছে? সে আল্লাহর কসম খাইয়া বলিবে, হে আমার রব! কখনও না। কখনও কোন কষ্ট আমার উপর অতিবাহিত হয় নাই, আর আমি কখনও কোন কষ্ট দেখি নাই। (মুসলিম)

١٧١- عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلٰى كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلٰى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلٰى حُجْزَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلٰى تَرْقُوَتِهِ. رواه مسلم، باب جهنم، رقم: ٧١٧٠

১৭১. হযরত সামুরা ইবনে জুনদব (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন কোন দোযখীকে আগুন তাহাদের পায়ের গিঁট পর্যন্ত পাকড়াও করিবে, কাহারো হাঁটু পর্যন্ত পাকড়াও করিবে, কাহারো কোমর পর্যন্ত পাকড়াও করিবে কাহারো হাঁসুলি (গলার নীচের হাড়) পর্যন্ত পাকড়াও করিবে। (মুসলিম)

١٧٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَرَأَ هٰذِهِ الْآيَةَ ﴿اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ﴾(البقرة:١٣٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِنَ الزَّقُّوْمِ قُطِرَتْ فِيْ دَارِ الدُّنْيَا لَأَفْسَدَتْ عَلٰى أَهْلِ الدُّنْيَا مَعَايِشَهُمْ، فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُوْنُ طَعَامُهُ.

رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء فى صفة شراب أهل النار، رقم:٢٥٨٥

১৭২. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ

অর্থাৎ, 'আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করিতে থাক যেইরূপ তাহাকে ভয় করার হক রহিয়াছে, আর (পরিপূর্ণ) ইসলামের উপরই মৃত্যুবরণ করিবে।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার আযাবকে ভয় করার উপর) বয়ান করিলেন যে, যাক্কুমের একটি ফোটা যদি দুনিয়াতে পড়ে তবে দুনিয়াবাসীদের জীবন ধারণের সকল উপকরণ ধ্বংস করিয়া দিবে। সুতরাং ঐ ব্যক্তির কি অবস্থা হইবে যাহার একমাত্র খাবারই যাক্কুম হইবে। (যাক্কুম জাহান্নামে সৃষ্ট একটি গাছ) (তিরমিযী)

١٧٣-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ الْجَنَّةَ قَالَ لِجِبْرِيْلَ: اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: أَيْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ! لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا، ثُمَّ حَفَّهَا بِالْمَكَارِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا جِبْرِيْلُ! اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: أَيْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ! لَقَدْ خَشِيْتُ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ، قَالَ: فَلَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ تَعَالَى النَّارَ قَالَ: يَا جِبْرِيْلُ! اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: أَيْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ! لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلَهَا، فَحَفَّهَا بِالشَّهَوَاتِ، ثُمَّ قَالَ: يَا جِبْرِيْلُ! اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: أَيْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ! لَقَدْ خَشِيْتُ أَنْ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا.

رواه أبو داوُد، باب فى خلق الجنة والنار:٤٧٤٤

১৭৩. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন আল্লাহ তায়ালা জান্নাতকে সৃষ্টি করিলেন তখন জিবরাঈল (আঃ)কে বলিলেন, যাও জান্নাতকে দেখ। তিনি যাইয়া দেখিলেন। অতঃপর ফিরিয়া আসিয়া আল্লাহ তায়ালার নিকট আরজ করিলেন, হে আমার রব! আপনার ইজ্জতের কসম, যে কেহ এই জান্নাতের অবস্থা শুনিবে সে অবশ্যই উহাতে দাখেল হইবে। অর্থাৎ জান্নাতে পৌঁছিবার পুরাপুরি চেষ্টা করিবে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা উহাকে কষ্টদায়ক জিনিস দ্বারা ঘিরিয়া দিলেন। অর্থাৎ শরীয়তের হুকুমের পাবন্দী লাগাইয়া দিলেন। যাহার উপর আমল করা নফসের জন্য কষ্টকর। অতঃপর বলিলেন, হে জিবরাঈল! এখন যাইয়া দেখ, সুতরাং তিনি যাইয়া দেখিলেন। ফিরিয়া আসিয়া আরজ করিলেন, হে আমার রব! আপনার ইজ্জতের কসম, এখন তো আমার ভয় হইতেছে যে, উহাতে কেহই যাইতে পারিবে না। অতঃপর

আল্লাহ তায়ালা যখন জাহান্নাম সৃষ্টি করিলেন তখন জিবরাঈল (আঃ)কে বলিলেন, জিবরাঈল, যাও জাহান্নাম দেখ, তিনি যাইয়া দেখিলেন। ফিরিয়া আসিয়া আরজ করিলেন, হে আমার রব! আপনার ইজ্জতের কসম, যে কেহ উহার অবস্থা শুনিবে উহাতে প্রবেশ করা হইতে বাঁচিবে। অর্থাৎ বাঁচিবার জন্য পুরাপুরি চেষ্টা করিবে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা দোযখকে নফসের খাহেশ দ্বারা ঘিরিয়া দিলেন। পুনরায় বলিলেন, জিবরাঈল! এখন যাইয়া দেখ। তিনি যাইয়া দেখিলেন, ফিরিয়া আসিয়া আরজ করিলেন, হে আমার রব! আপনার ইজ্জতের কসম! আপনার উচ্চ মর্যাদার কসম! এখন তো আমার ভয় হইতেছে যে, কেহই জাহান্নামে প্রবেশ করা হইতে বাঁচিতে পারিবে না। (আবু দাউদ)

আল্লাহ তায়ালার হুকুম পালনের মধ্যে সফলতা

আল্লাহ তায়ালার সুমহান সত্তা হইতে সরাসরি ফায়দা হাসিল করার জন্য দৃঢ়ভাবে এইকথা বিশ্বাস করা যে, দুনিয়া–আখেরাতের সর্বপ্রকার সফলতা আল্লাহ তায়ালার যাবতীয় হুকুমকে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকায় পালন করার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ؕ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا﴾ [الاحزاب:٣٦]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—এবং কোন মোমেন পুরুষ ও মোমেন মহিলার জন্য এই সুযোগ নাই যে, যখন আল্লাহ তায়ালা এবং তাহার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কাজের হুকুম দিয়া দেন তখন

তাহাদের নিজেদের কাজের ব্যাপারে তাহাদের কোন অধিকার বাকী থাকিবে।

অর্থাৎ, ইহার অধিকার থাকে না যে, সেই কাজ করিবে বা করিবে না। বরং কাজ করাই জরুরী। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা এবং তাহার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাফরমানী করিবে সে নিঃসন্দেহে প্রকাশ্য গোমরাহীর মধ্যে লিপ্ত হইবে। (সূরা আহযাব ৩৬)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ﴾ [النساء: ٦٤]

অপর এক জায়গায় এরশাদ করেন,—আর আমরা প্রত্যেক রসূলকে এই উদ্দেশ্যেই পাঠাইয়াছি যেন আল্লাহ তায়ালার তৌফিকে সেই রাসূলের আনুগত্য করা হয়। (সূরা নিসা ৬৪)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا﴾ [الحشر: ٧]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—আর রসূল যাহাকিছু তোমাদেরকে দান করেন উহা গ্রহণ কর, আর যাহা কিছু হইতে নিষেধ করেন উহা হইতে বিরত থাক, অর্থাৎ যাহাই হুকুম করেন উহা মানিয়া লও। (সূরা হাশর ৭)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا﴾ [الأحزاب: ٢١]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে উত্তম আদর্শ রহিয়াছে। বিশেষ করিয়া ঐ ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ তায়ালা (র সহিত সাক্ষাৎ) ও কেয়ামত (আগমন) এর আশা রাখে এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করে। (সূরা আহযাব ২১)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖٓ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ﴾ [النور: ٦٣]

এক জায়গায় এরশাদ করেন,—যে সমস্ত লোক আল্লাহ তায়ালার আদেশের বিরোধিতা করে তাহাদের এই ব্যাপারে ভয় করা উচিত যে, তাহাদের উপর কোন বিপদ আসিয়া পড়ে অথবা তাহাদের উপর কোন যন্ত্রণাময় আযাব অবতীর্ণ হয়। (সূরা নূর ৬৩)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴾ [النحل: ٩٧]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—যে ব্যক্তি কোন নেক কাজ করে পুরুষ হোক অথবা মহিলা, যদি সে ঈমানদার হয় তবে আমরা তাহাকে অবশ্যই উত্তম জিন্দেগী যাপন করাইব (ইহা দুনিয়াতে হইবে) আর (আখেরাতে) তাহাদের নেক আমলসমূহের বিনিময়ে তাহাদিগকে সওয়াব দান করিব।

(সূরা নাহাল ৯৭)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا﴾

[الأحزاب: ٧١]

এক জায়গায় এরশাদ করিয়াছেন,—আর যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাহার রসূলের কথা মানিল সে বড় সফলতা লাভ করিল।(সূরা আহযাব ৭১)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ﴾ [آل عمران: ٣١]

আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিয়াছেন,—আপনি বলিয়া দিন, যদি তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভালবাস তবে তোমরা আমার ফরমাবরদারী কর, আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে ভালবাসিবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করিয়া দিবেন। আর আল্লাহ তায়ালা বড় ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

(সূরা আলে ইমরান, ৩১)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا﴾ [مريم: ٩٦]

এক জায়গায় এরশাদ করিয়াছেন,—নিঃসন্দেহে যে সকল লোক ঈমান আনিয়াছে, এবং তাহারা নেক আমল করিয়াছে, আল্লাহ তায়ালা তাহাদের জন্য সৃষ্টির অন্তরে মহব্বত পয়দা করিয়া দিবেন।

(সূরা মারইয়াম ৯৬)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخٰفُ ظُلْمًا وَّلَا هَضْمًا﴾ [طه: ١١٢]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—আর যে ব্যক্তি নেক কাজ করিবে এবং সে ঈমানও রাখিবে, সে তাহার আমলের পরিপূর্ণ প্রতিদান পাইবে আর না তাহার কোন জুলুমের ভয় থাকিবে আর না তাহার হক নষ্ট হওয়ার। অর্থাৎ না এমন হইবে যে, গোনাহ না করা সত্ত্বেও লিখিয়া দেওয়া হইবে আর না কোন নেকী কম লিখিয়া হক নষ্ট করা হইবে। (সূরা তাহা ১১২)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا☆ وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: ٢،٣]

এক জায়গায় এরশাদ করিয়াছেন,—আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে, আল্লাহ তায়ালা সকল মুশকিল হইতে কোন না কোন পথ বাহির করিয়া দেন, এবং এমন জায়গা হইতে রুজি পৌঁছান যেখান হইতে সে কল্পনাও করে না। (সূরা তালাক, ২–৩)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَّكُمْ وَاَرْسَلْنَا السَّمَآءَ عَلَيْهِمْ مِّدْرَارًا ۪ وَّجَعَلْنَا الْاَنْهٰرَ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ﴾ [الأنعام:٦]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—তাহারা কি দেখে নাই যে, আমরা তাহাদের পূর্বে কতই না এমন জাতিকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি যাহাদেরকে আমরা দুনিয়াতে এমন শক্তি দান করিয়াছিলাম যেই শক্তি তোমাদেরকে দান করি নাই (শারীরিক শক্তি, সম্পদের প্রাচুর্য, জনবল, মর্যাদা, দীর্ঘায়ু, শাসন ক্ষমতা ইত্যাদি) আর আমরা তাহাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছি। আমরা তাহাদের ক্ষেত ও বাগানের তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত করিয়াছি। অতঃপর (এতসব শক্তি ও সম্পদ সত্ত্বেও) আমরা তাহাদেরকে তাহাদের গুনাহের কারণে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি। আর তাহাদের পর তাহাদের স্থানে অন্য সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া দিয়াছি)

(সূরা আনআম ৬)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا﴾ [الكهف: ٤٦]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—ধনসম্পদ ও সন্তান–সন্ততি তো (ক্ষণস্থায়ী) দুনিয়ার জিন্দেগীর (শোভা আর চিরস্থায়ী নেক আমলসমূহ

আপনার প্রতিপালকের নিকট অর্থাৎ—আখেরাতে প্রতিদান হিসাবে ও হাজার গুণে উত্তম এবং আশা আকাংখার দিক দিয়াও হাজার গুণে উত্তম। অর্থাৎ নেক আমলের উপর যে আশা করা হয় উহা আখেরাতে পূর্ণ হইবে, এবং আশার চেয়েও বেশী প্রতিদান মিলিবে। পক্ষান্তরে ধনসম্পদ দ্বারা আশা আকাংখা পূর্ণ হয় না। (সূরা কাহাফ ৪৬)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ ۗ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْٓا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴾ [النحل: ٩٦]

এক জায়গায় এরশাদ করিয়াছেন,—দুনিয়াতে যাহা কিছু তোমাদের নিকট আছে উহা একদিন শেষ হইয়া যাইবে। আর যেই আমল তোমরা আল্লাহ তায়ালার নিকট পাঠাইয়া দিবে, উহা সবসময় বাকী থাকিবে। আর যাহারা ধৈর্যধারণ করিয়াছে আমরা তাহাদিগকে তাহাদের আমলের উত্তম প্রতিদান দান করিব। (সূরা নাহাল)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتُهَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ﴾ [القصص: ٦٠]

এক জায়গায় এরশাদ করিয়াছেন,—এবং দুনিয়াতে যাহাকিছু তোমাদেরকে দেওয়া হইয়াছে, উহা তো শুধু ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জীবন যাপনের আসবাব, এবং এখানকার (ক্ষণস্থায়ী) জাঁকজমক মাত্র। আর যাহা কিছু আল্লাহ তায়ালার নিকট রহিয়াছে উহা উত্তম এবং চিরস্থায়ী। তোমরা কি এই সাধারণ কথাও বুঝ না? (সূরা কাসাস ৬০)

হাদীস শরীফ

١٧٤-عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سَبْعًا، هَلْ تَنْتَظِرُوْنَ إِلَّا فَقْرًا مُنْسِيًا، أَوْ غِنًى مُطْغِيًا، أَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا، أَوْ هَرَمًا مُفْنِدًا، أَوْ مَوْتًا مُجْهِزًا أَوِ الدَّجَّالَ فَشَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ أَوِ السَّاعَةَ؟ فَالسَّاعَةُ أَدْهٰى وَأَمَرُّ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء فى المبادرة بالعمل، رقم:٢٣٠٦ الجامع الصحيح وهو سنن الترمذى، طبع دار الباز

১৭৪. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সাতটি জিনিস আসার পূর্বেই নেক আমলের প্রতি ধাবিত হও। তোমরা কি এমন অভাবের অপেক্ষায় আছ যাহা সবকিছু ভুলাইয়া দেয়। অথবা এমন প্রাচুর্যের যাহার অবাধ্য বানাইয়া দেয়, অথবা এমন অসুস্থতার যাহা অকর্মণ্য করিয়া দেয়, অথবা এমন বার্ধক্যের যাহা বিবেক বুদ্ধি ধ্বংস করিয়া দেয়, অথবা এমন মৃত্যুর যাহা হঠাৎ আসিয়া যায়, (কেননা কোন কোন সময় তওবা করার সুযোগও মিলে না) অথবা দাজ্জালের আগমনের যাহা ভবিষ্যতের অপ্রকাশিত মন্দসমূহের মধ্যে নিকৃষ্টতম মন্দ? অথবা কেয়ামতের? কেয়ামত তো বড় কঠিন ও অত্যন্ত তিক্ত বিষয়। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ উপরোক্ত হাদীসের উদ্দেশ্য হইল, বর্ণিত সাতটি জিনিসের মধ্য হইতে কোন একটি আসিয়া যাওয়ার পূর্বে নেক আমলের দ্বারা মানুষকে তাহার আখেরাতের প্রস্তুতি লওয়া চাই। এমন যেন না হয় যে, উপরোক্ত বাধাসমূহের মধ্য হইতে কোন বাধা আসিয়া যায়, যাহাতে মানুষ নেক আমল হইতে বঞ্চিত হইয়া যায়।

١٧٥- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ: فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ، يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ. رواه مسلم، كتاب الزهد، رقم:٧٤٢٤

১৭৫. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তিনটি জিনিস মৃত ব্যক্তির সহিত যায়। দুইটি জিনিস ফিরিয়া আসে, আর একটি জিনিস সাথে থাকিয়া যায়। পরিবার–পরিজন, সম্পদ এবং আমল সঙ্গে যায়। অতঃপর পরিবার পরিজন ও সম্পদ ফিরিয়া আসে, আর আমল সাথে থাকিয়া যায়। (মুসলিম)

١٧٦- عَنْ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ يَوْمًا فَقَالَ فِيْ خُطْبَتِهِ: أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا عَرَضٌ حَاضِرٌ يَأْكُلُ مِنْهَا الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ أَلَا وَإِنَّ الْآخِرَةَ أَجَلٌ صَادِقٌ يَقْضِيْ فِيْهَا مَلِكٌ قَادِرٌ، أَلَا وَإِنَّ الْخَيْرَ كُلَّهُ بِحَذَافِيْرِهِ فِي الْجَنَّةِ، أَلَا وَإِنَّ الشَّرَّ كُلَّهُ بِحَذَافِيْرِهِ فِي النَّارِ أَلَا فَاعْمَلُوْا وَأَنْتُمْ مِنَ اللّٰهِ عَلٰى حَذَرٍ، وَاعْلَمُوْا أَنَّكُمْ مَعْرُوْضُوْنَ عَلٰى

أَعْمَالِكُمْ، فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ، وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ. مسند الشافعى ١/١٤٨

১৭৬. হযরত আমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন খোতবা দিলেন। উহাতে এরশাদ করিলেন, মনোযোগ সহকারে শুন, দুনিয়া একটি সাময়িক পণ্য বিশেষ, (উহার কোন মূল্য নাই অতএব) উহার মধ্যে ভালমন্দ সকলের অংশ রহিয়াছে এবং সকলে উহা হইতে ভোগ করে। নিঃসন্দেহে আখেরাত একটি বাস্তব সত্য যাহা নির্দিষ্ট সময়ে আসিবে এবং উহাতে এক শক্তিশালী বাদশাহ ফয়সালা করিবেন। মনোযোগ সহকারে শুন, সকল প্রকার কল্যাণকর বিষয় জান্নাতের মধ্যে রহিয়াছে। আর সকল প্রকার মন্দ বিষয় জাহান্নামের মধ্যে রহিয়াছে। উত্তমরূপে বুঝিয়া লও, যাহাকিছু কর আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করিয়া কর। আরো বুঝিয়া লও, তোমাদেরকে নিজ নিজ আমলের সহিত আল্লাহ তায়ালার দরবারে হাজির করা হইবে। যে ব্যক্তি বালুকণা পরিমাণ কোন নেকী করিয়া থাকিবে সে উহাও দেখিতে পাইবে, আর যে ব্যক্তি বালুকণা পরিমাণ মন্দ করিয়া থাকিবে সে উহাও দেখিতে পাইবে। (মুসনাদে শাফেয়ী)

١٧٧-عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ يُكَفِّرُ اللّٰهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَفَهَا وَكَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ الْقِصَاصُ: الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلٰى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يَّتَجَاوَزَ اللّٰهُ عَنْهَا. رواه البخارى، باب حسن إسلام المرء، رقم:٤١

১৭৭. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন যে, বান্দা যখন ইসলাম গ্রহণ করে এবং ইসলামের সৌন্দর্য তাহার জীবনে আসিয়া যায়, তখন যে সকল মন্দকাজ সে পূর্বে করিয়াছে আল্লাহ তায়ালা ইসলামের বরকতে ঐ সবকিছু ক্ষমা করিয়া দেন। অতঃপর তাহার নেকী ও বদীর হিসাব এইরূপ হয় যে, এক নেকীর কারণে দশ হইতে সাতশত গুণ পর্যন্ত সওয়াব দেওয়া হয়। আর মন্দ কাজ করার কারণে সে ঐ একটি মন্দ কাজেরই শাস্তির উপযুক্ত হয়। অবশ্য আল্লাহ তায়ালা যদি উহাও ক্ষমা করিয়া দেন তবে ভিন্ন কথা। (বোখারী)

ফায়দা ঃ জীবনে ইসলামের সৌন্দর্য আসার অর্থ হইল, অন্তর ঈমানের আলোতে আলোকিত হয়, আর শরীর আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের দ্বারা সজ্জিত হয়।

١٧٨-عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الإِسْلَامُ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَّآ إِلٰـهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، وَتُقِيْمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا.

(وهو جزء من الحديث) رواه مسلم، باب بيان الإيمان والإسلام ....، رقم:٩٣

১৭৮. হযরত ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ইসলাম (এর স্তম্ভসমূহ এই যে, (অন্তর ও মুখে) তুমি এই সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোন ইলাহ নাই (কোন সত্তা এবাদত ও বন্দেগীর উপযুক্ত নাই) আর এই যে, মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার রসূল। এবং নামায আদায় কর, জাকাত আদায় কর, রমযানের রোযা রাখ আর যদি তোমার হজ্জ করার ক্ষমতা থাকে তবে হজ্জ কর। (মুসলিম)

١٧٩- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الإِسْلَامُ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمَ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، وَالْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتَسْلِيْمُكَ عَلٰى اَهْلِكَ فَمَنِ انْتَقَصَ شَيْئًا مِنْهُنَّ فَهُوَ سَهْمٌ مِنَ الإِسْلَامِ يَدَعُهُ وَمَنْ تَرَكَهُنَّ كُلَّهُنَّ فَقَدْ وَلَّى الإِسْلَامَ ظَهْرَهُ. رواه

الحاكم في المستدرك ١/٢١ وقال: هذا الحديث مثل الأول في الاستقامة

১৭৯. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ইসলাম এই যে, তুমি আল্লাহ তায়ালার এবাদত কর এবং তাহার সহিত কাহাকেও শরীক করিও না। নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর, রমযানের রোযা রাখ, হজ্জ কর, নেককাজের হুকুম কর, মন্দ কাজ হইতে বাধা প্রদান কর, এবং নিজ পরিবারের লোকদেরকে সালাম কর। যে ব্যক্তি এইগুলির মধ্যে কোন একটি বিষয়ে ত্রুটি করিতেছে সে ইসলামের একটি অংশ ছাড়িয়া দিতেছে। আর যে ব্যক্তি এই সবগুলিই ছাড়িয়া দিল সে ইসলাম হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে। (মুস্তাদরাকে হাকেম)

١٨٠- عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْإِسْلَامُ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ، الْإِسْلَامُ سَهْمٌ وَالصَّلٰوةُ سَهْمٌ وَالزَّكَاةُ سَهْمٌ وَحَجُّ الْبَيْتِ سَهْمٌ وَالصِّيَامُ سَهْمٌ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ سَهْمٌ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ سَهْمٌ وَالْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ سَهْمٌ وَقَدْ خَابَ مَنْ لَا سَهْمَ لَهُ. رواه البزار وفيه: يزيد بن عطاء وثقه أحمد وغيره وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات،

مجمع الزوائد ١٩١/١

১৮০. হযরত হোযায়ফা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ইসলামের (গুরুত্বপূর্ণ) আটটি অংশ রহিয়াছে। ঈমান একটি অংশ, নামায পড়া একটি অংশ, যাকাত দেওয়া একটি অংশ, হজ্জ করা একটি অংশ, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদ করা একটি অংশ, রমযানের রোযা রাখা একটি অংশ, নেককাজের হুকুম করা একটি অংশ, মন্দ কাজ হইতে বিরত রাখা একটি অংশ। নিঃসন্দেহে ঐ ব্যক্তি ব্যর্থ হইল যাহার (ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলির মধ্য হইতে কোন একটির মধ্যেও) কোন অংশ নাই।

(বাযযার, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

١٨١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْإِسْلَامُ أَنْ تُسْلِمَ وَجْهَكَ لِلّٰهِ وَتَشْهَدَ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَتُقِيْمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ. (الحديث) رواه أحمد ٣١٩/١

১৮১. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ইসলাম এই যে, তুমি (বিশ্বাস ও আমলের দিক হইতে নিজেকে আল্লাহ তায়ালার সোপর্দ করিয়া দাও। এবং (অন্তর ও মুখে) তুমি এই সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোন ইলাহ নাই (কোন সত্তা এবাদত ও বন্দেগীর উপযুক্ত নাই।) মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার বান্দা এবং রসূল। নামায কায়েম কর, এবং যাকাত আদায় কর।

(মুসনাদে আহমাদ)

١٨٢- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: دُلَّنِيْ عَلٰى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، قَالَ: تَعْبُدُ اللّٰهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيْمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوْبَةَ، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوْضَةَ،

وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ، قَالَ: وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ! لَا أَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا، فَلَمَّا وَلّٰى قَالَ النَّبِىُّ ﷺ: مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَنْظُرَ إِلٰى رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلٰى هٰذَا. رواه البخارى، باب وجوب الزكاة، رقم:١٣٩٧

১৮২. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, একজন গ্রাম্য ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইল এবং আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন কোন আমল বলিয়া দিন যাহা করিলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করিব। তিনি এরশাদ করিলেন, আল্লাহ তায়ালার এবাদত করিতে থাক, তাহার সহিত কাহাকেও শরিক করিও না, ফরয নামায পড়িতে থাক, যাকাত আদায় করিতে থাক, রমযানের রোযা রাখিতে থাক। সে ব্যক্তি আরজ করিল, ঐ যাতের কসম, যাহার হাতে আমার প্রাণ! (যে সমস্ত আমল আপনি বলিয়া দিয়াছেন তদ্রূপ করিব) উহাতে কোন কিছু বাড়াইব না। অতঃপর সেই ব্যক্তি চলিয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যে ব্যক্তি কোন জান্নাতীকে দেখিতে চায় সে যেন এই ব্যক্তিকে দেখিয়া লয়। (বোখারী)

١٨٣- عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، مِنْ اَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ نَسْمَعُ دَوِىَّ صَوْتِهِ وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُوْلُ حَتّٰى دَنَا فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَقَالَ: هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لَا، إِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: وَصِيَامُ رَمَضَانَ، قَالَ: هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ، قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الزَّكَاةَ، قَالَ: هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لَا، إِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ، قَالَ: فَاَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُوْلُ: وَاللّٰهِ لَا أَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا وَلَا اَنْقُصُ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ. رواه البخارى، باب الزكاة من الإسلام، رقم:٤٦

১৮৩. হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, নাজদবাসীদের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইল, তাহার মাথার চুল এলোমেলো ছিল। আমরা তাহার আওয়াজের গুণ গুণ শব্দতো শুনিতেছিলাম (কিন্তু দূরত্বের

কারণে) তাহার কথা বুঝে আসিতেছিল না। অবশেষে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিয়া গেল। তখন আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইসলামের (আমল) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাহার জওয়াবে) এরশাদ করিলেন, দিবারাত্র পাঁচ ওয়াক্ত নামায (ফরয)। সে ব্যক্তি আরজ করিল, এই নামাযসমূহ ছাড়াও কোন নামায আমার উপর ফরয আছে কি? তিনি এরশাদ করিলেন, না। কিন্তু তুমি যদি নফল পড়িতে চাও তবে পড়িতে পার। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, রমযানের রোযা ফরয। সে আরজ করিল, এই রোযা ছাড়াও কোন রোযা আমার উপর ফরয আছে কি? তিনি এরশাদ করিলেন, না। কিন্তু নফল রোযা রাখিতে চাহিলে রাখিতে পার। (অতঃপর) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাতের কথা বলিলেন। এই ব্যাপারেও সে আরজ করিল, যাকাত ছাড়াও কোন সদকা আমার উপর ফরয আছে কি? তিনি এরশাদ করিলেন, না। কিন্তু নফল সদকা দিতে চাহিলে দিতে পার। অতঃপর সে ব্যক্তি এই বলিতে বলিতে চলিয়া গেল যে, আল্লাহর কসম! আমি এই সকল আমলের মধ্যে না কোন কিছুর বৃদ্ধি করিব, আর না কম করিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যদি এই ব্যক্তি সত্যবাদী হয় তবে সফলকাম হইয়া গিয়াছে। (বোখারী)

١٨٤-عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ -وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ اَصْحَابِهِ-: بَايِعُوْنِيْ عَلٰى اَلَّا تُشْرِكُوا بِاللّٰهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُوْنَهُ بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَاَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُوا فِيْ مَعْرُوْفٍ، فَمَنْ وَفٰى مِنْكُمْ فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ، وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللّٰهُ فَهُوَ إِلَى اللّٰهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ، فَبَايَعْنَاهُ عَلٰى ذٰلِكَ. رواه البخاری، كتاب الإيمان، رقم:١٨

১৮৪. হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার নিকট উপবিষ্ট সাহাবাদের এক জামাতকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমার হাতে এই

বিষয়ের উপর বাইয়াত কর যে, আল্লাহ তায়ালার সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না। চুরি করিবে না, যিনা করিবে না। (অভাবের ভয়ে) নিজ সন্তানকে হত্যা করিবে না, জানিয়া শুনিয়া কাহারো উপর অপবাদ দিবে না এবং শরীয়তের হুকুমসমূহের অবাধ্যতা করিবে না। যে কেহ তোমাদের মধ্য হইতে এই অঙ্গীকার পূর্ণ করিবে তাহার প্রতিদান আল্লাহ তায়ালার দায়িত্বে। আর যে ব্যক্তি (শিরক ব্যতীত) এইগুলির মধ্য হইতে কোন গুনাহে লিপ্ত হইবে অতঃপর দুনিয়াতে সে উক্ত গুনাহের শাস্তিও পাইয়া যায় (যেমন ইসলামী দণ্ডভোগ করে) তবে ঐ শাস্তি তাহার গুনাহের জন্য ক্ষতিপূরণ হইয়া যাইবে। আর যদি আল্লাহ তায়ালা উহা মধ্য হইতে কোন গুনাহকে গোপন করিয়া রাখেন (এবং দুনিয়াতে সে শাস্তি পাইল না) তবে তাহার বিষয় আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে। তিনি চাহিলে (আপন দয়া ও অনুগ্রহে) আখেরাতেও ক্ষমা করিয়া দিবেন, আর চাহিলে শাস্তি দিবেন। (হযরত ওবাদা (রাযিঃ) বলেন) আমরা এই বিষয়গুলির উপর তাহার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করিলাম।) (বোখারী)

١٨٥- عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: أَوْصَانِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ قَالَ: لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَإِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّدًا، فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللّٰهِ، وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ، وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ، وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَأَنْتَ فِيْهِمْ فَاثْبُتْ، وَأَنْفِقْ عَلٰى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا وَأَخِفْهُمْ فِي اللّٰهِ. رواه أحمد ٥/٢٣٨

১৮৫. হযরত মুআয (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দশটি বিষয়ে অসিয়ত করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার সহিত কোন কিছুকে শরীক করিবে না, যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় এবং জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। মাতাপিতার অবাধ্যতা করিবে না, যদিও তাহারা তোমাকে এই হুকুম করে যে, স্ত্রীকে ছাড়িয়া দাও এবং সমস্ত সম্পদ খরচ করিয়া ফেল। জানিয়া বুঝিয়া ফরয নামায ছাড়িবে না, কেননা যে ব্যক্তি জানিয়া বুঝিয়া ফরয নামায ছাড়িয়া দেয়, সে আল্লাহ

তায়ালার জিম্মাদারী হইতে বাহির হইয়া যায়। শরাব পান করিবে না, কেননা ইহা সকল অন্যায়ের মূল। আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী করিবে না, কেননা নাফরমানীর কারণে আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টি অবতীর্ণ হয়। যুদ্ধের ময়দান হইতে পলায়ন করিবে না, যদিও তোমার সকল সঙ্গী মরিয়া যায়। যখন লোকদের মধ্যে (মহামারী আকারে) মৃত্যু ব্যাপক হইয়া যায় (যেমন প্লেগ রোগ ইত্যাদি) আর তুমি তাহাদের মধ্যে অবস্থান কর, তখন সেখান হইতে পলায়ন করিবে না। পরিবার পরিজনের উপর নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী খরচ করিবে। (শিক্ষার জন্য) তাহাদের উপর হইতে লাঠি সরাইবে না। তাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালার ভয় দেখাইতে থাকিবে। (আহমদ)

ফায়দা ঃ এই হাদীসে মাতাপিতার আনুগত্য সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে, উহা হইল আনুগত্যের সর্বোচ্চ স্তরের বর্ণনা। যেমন এই হাদীসেই ইহা বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালার সহিত কোন কিছুকে শরীক করিবে না যদিও তোমাকে হত্যা করিয়া দেওয়া হয় এবং জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। ইহা ঈমানের উচ্চস্তরের কথা। কেননা এমতাবস্থায় মুখে কুফরী বাক্য বলার সুযোগ রহিয়াছে যখন অন্তর ঈমানের উপর অবিচল থাকে। (মিরকাত)

١٨٦- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ ﷺ: مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، جَاهَدَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَوْ جَلَسَ فِىْ أَرْضِهِ الَّتِىْ وُلِدَ فِيْهَا فَقَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَفَلَا نُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: إِنَّ فِى الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللّٰهُ لِلْمُجَاهِدِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللّٰهَ فَاسْأَلُوْهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ. رواه البخاري، باب درجات المجاهدين في سبيل الله، رقم: ٢٧٩٠

১৮৬. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার রসূলের প্রতি ঈমান আনিয়াছে, নামায কায়েম করিয়াছে, এবং রমযানের রোযা রাখিয়াছে, তাহাকে জান্নাতে দাখিল করা

আল্লাহ তায়ালার দায়িত্বে হইবে। চাই সে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করিয়াছে অথবা জন্মস্থানেই পড়িয়া রহিয়াছে। অর্থাৎ জেহাদ করে নাই। সাহাবা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই সুসংবাদ লোকদেরকে শুনাইয়া দিব কি? তিনি এরশাদ করিলেন, (না) কেননা জান্নাতের মধ্যে একশত শ্রেণী রহিয়াছে। যাহা আল্লাহ তায়ালা তাহার রাস্তায় জেহাদে গমনকারীদের জন্য তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছেন। উহার মধ্যে প্রত্যেক দুই শ্রেণীর মাঝে এই পরিমাণ ব্যবধান রহিয়াছে যেই পরিমাণ আসমান ও জমিনের মাঝে ব্যবধান রহিয়াছে। তোমরা যখন আল্লাহ তায়ালার নিকট জান্নাত চাহিবে তখন জান্নাতুল ফেরদাউস চাহিও। কেননা উহা জান্নাতের মধ্যে সর্বোত্তম এবং সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। এবং উহার উপর রহমানের আরশ রহিয়াছে। আর উহা হইতে জান্নাতের ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত হয়। (বোখারী)

١٨٧-عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: خَمْسٌ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ مَعَ إِيْمَان دَخَلَ الْجَنَّةَ. مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ عَلٰى وُضُوْئِهِنَّ وَرُكُوْعِهِنَّ وَسُجُوْدِهِنَّ وَمَوَاقِيْتِهِنَّ وَصَامَ رَمَضَانَ وَحَجَّ الْبَيْتَ إِن اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا وَآتَى الزَّكَاةَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ وَأَدَّى الْأَمَانَةَ، قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَمَا أَدَاءُ الْأَمَانَةِ؟ قَالَ: الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ إِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَأْمَنِ ابْنَ آدَمَ عَلٰى شَيْءٍ مِنْ دِيْنِهِ غَيْرَهَا. رواه الطبراني بإسناد جيد، الترغيب ١/٢٤١

১৮৭. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সহিত পাঁচটি আমল করিয়া (আল্লাহ তায়ালার দরবারে) আসিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায সময়মত গুরুত্বসহকারে এইরূপে পড়ে উহার অযু এবং রুকু ও সেজদা সঠিকভাবে আদায় করে, রমযান মাসের রোযা রাখে, হজ্জ করার সামর্থ্য থাকিলে হজ্জ করে, সন্তুষ্টচিত্তে যাকাত আদায় করে এবং আমানত আদায় করে। আরজ করা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমানত আদায় করার অর্থ কি? তিনি এরশাদ করিলেন, জানাবতের (ফরয) গোসল করা। কেননা আল্লাহ তায়ালা আদম সন্তানের জানাবতের গোসল ব্যতীত দ্বীনের আর কোন আমলের উপর আস্থা স্থাপন করেন নাই। (কেননা জানাবতের গোসল এমন গোপনীয় আমল যাহা

করার ব্যাপারে শুধুমাত্র আল্লাহর ভয় তাহাকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে।)

(তাবারানী, তারগীব)

١٨٨- عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: اَنَا زَعِيْمٌ لِمَنْ آمَنَ بِيْ وَاَسْلَمَ وَهَاجَرَ بِبَيْتٍ فِيْ رَبَضِ الْجَنَّةِ، وَبِيْتٍ فِيْ وَسَطِ الْجَنَّةِ، وَاَنَا زَعِيْمٌ لِمَنْ آمَنَ بِيْ وَاَسْلَمَ وَجَاهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِبَيْتٍ فِيْ رَبَضِ الْجَنَّةِ، وَبَيْتٍ فِيْ وَسَطِ الْجَنَّةِ، وبَيْتٍ فِيْ اَعْلَى غُرَفِ الْجَنَّةِ، فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ لَمْ يَدَعْ لِلْخَيْرِ مَطْلَبًا وَلَا مِنَ الشَّرِّ مَهْرَبًا يَمُوْتُ حَيْثُ شَاءَ اَنْ يَمُوْتَ. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده صحيح ١٠/٤٨٠

১৮৮. হযরত ফুযালা ইবনে ওবাইদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি আমার প্রতি ঈমান আনয়ন করে, আনুগত্য গ্রহণ করে, এবং হিজরত করে আমি তাহার জন্য জান্নাতের কিনারায় একটি ঘরের ও জান্নাতের মাঝখানে একটি ঘরের জিম্মাদার হইব। আর যে ব্যক্তি আমার প্রতি ঈমান আনয়ন করে আনুগত্য গ্রহণ করে এবং আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদ করে, আমি তাহার জন্য জান্নাতের কিনারায় একটি ঘর ও মাঝখানে একটি ঘর এবং জান্নাতের উপরতলায় একটি ঘরের জিম্মাদার হইব। যে এইরূপ করিল, সে সর্বপ্রকার কল্যাণ অর্জন করিল, এবং সকল প্রকার মন্দ হইতে বাঁচিয়া গেল। এখন তাহার মৃত্যু যেভাবেই আসুক (সে জান্নাতের উপযুক্ত হইয়া গিয়াছে।) (ইবনে হিব্বান)

١٨٩- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ لَقِيَ اللّٰهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا يُصَلِّي الْخَمْسَ وَيَصُوْمُ رَمَضَانَ غُفِرَ لَهُ. (الحديث) رواه أحمد ٥/٢٣٢

১৮৯. হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাযিঃ) বলেন যে, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সহিত এমতাবস্থায় সাক্ষাৎ করিবে যে, সে তাহার সহিত কাহাকেও শরীক করে না, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে, রমযানের রোযা রাখে, তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে।

(মুসনাদে আহমাদ)

١٩٠- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ لَقِيَ اللّٰهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَأَدّٰى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبًا بِهَا نَفْسُهُ مُحْتَسِبًا وَسَمِعَ وَأَطَاعَ فَلَهُ الْجَنَّةُ. (الحديث) رواه أحمد ٢/٣٦١

১৯০. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সহিত এমতাবস্থায় সাক্ষাৎ করিবে যে, সে আল্লাহ তায়ালার সহিত কাহাকেও শরীক করে নাই, নিজের মালের জাকাত সন্তুষ্টচিত্তে আদায় করিয়াছে, এবং (মুসলমানদের) ইমামের কথা শুনিয়া উহা মানিয়াছে, তাহার জন্য জান্নাত রহিয়াছে। (মুসনাদে আহমাদ)

١٩١- عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ. رواه الترمذى وقال: حديث فضالة حديث حسن صحيح، باب ما جاء فى فضل من مات مرابطا، رقم: ١٦٢١

১৯১. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মোজাহিদ ঐ ব্যক্তি যে তাহার নফসের সহিত জেহাদ করে, অর্থাৎ নফসের খাহেশের বিপরীত চলার চেষ্টা করে। (তিরমিযী)

١٩٢- عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا يَخِرُّ عَلٰى وَجْهِهِ مِنْ يَوْمِ وُلِدَ إِلٰى يَوْمِ يَمُوْتُ فِيْ مَرْضَاةِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ لَحَقَّرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه أحمد والطبرانى فى الكبير

১৯২. হযরত ওতবা ইবনে আব্দ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করার জন্য নিজের জন্মের দিন হইতে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত মুখের উপর ভর করিয়া (সেজদায়) পড়িয়া থাকে, তবুও কেয়ামতের দিন সে নিজের এই আমলকেও নগণ্য মনে করিবে।

(মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

١٩٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: خَصْلَتَانِ مَنْ كَانَتَا فِيْهِ كَتَبَهُ اللّٰهُ شَاكِرًا صَابِرًا، وَمَنْ لَمْ تَكُوْنَا فِيْهِ لَمْ يَكْتُبْهُ اللّٰهُ شَاكِرًا وَلَا صَابِرًا. مَنْ نَظَرَ فِيْ دِيْنِهِ إِلٰى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فَاقْتَدٰى بِهِ، وَمَنْ نَظَرَ فِيْ دُنْيَاهُ إِلٰى مَنْ هُوَ

دُوْنَهُ فَحَمِدَ اللّٰهَ عَلٰى مَا فَضَّلَهُ بِهِ عَلَيْهِ، كَتَبَهُ اللّٰهُ شَاكِرًا وَصَابِرًا،
وَمَنْ نَظَرَ فِيْ دِيْنِهِ إِلٰى مَنْ هُوَ دُوْنَهُ وَنَظَرَ فِيْ دُنْيَاهُ إِلٰى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ
فَأَسِفَ عَلٰى مَا فَاتَهُ مِنْهُ، لَمْ يَكْتُبْهُ اللّٰهُ شَاكِرًا وَلَا صَابِرًا. رواه
الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب انظروا إلى من هو أسفل منكم،
رقم:٢٥١٢

১৯৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তির মধ্যে দুইটি অভ্যাস থাকে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে শোকরকারী ও সবরকারীদের দলভুক্ত করেন। আর যাহার মধ্যে এই দুইটি অভ্যাস পাওয়া যায় না, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে শোকর ও সবরকারীদের মধ্যে লিখেন না। যে ব্যক্তি দ্বীনের ব্যাপারে নিজের চেয়ে উত্তম লোকদেরকে দেখে এবং তাহাদের অনুসরণ করে, আর দুনিয়ার ব্যাপারে নিজের চেয়ে নিম্ন স্তরের লোকদেরকে দেখে এবং এই ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় করে যে, (আল্লাহ তায়ালা আপন দয়া ও অনুগ্রহে) তাহাকে এই সকল লোকদের তুলনায় উত্তম অবস্থায় রাখিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা তাহাকে সবর ও শোকরকারীদের মধ্যে লিখিয়াছেন। আর যে ব্যক্তি দ্বীনের ব্যাপারে নিজের চেয়ে নিম্ন স্তরের লোকদেরকে দেখে, এবং দুনিয়ার ব্যাপারে নিজের চেয়ে উপরের লোকদেরকে দেখে, এবং দুনিয়ার স্বল্পতার উপর আফসোস করে তখন আল্লাহ তায়ালা তাহাকে না সবরকারীদের মধ্যে গণ্য করিবেন, না শোকরকারীদের মধ্যে গণ্য করিবেন। (তিরমিযী)

١٩٤- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ. رواه مسلم، باب الدنيا سجن للمؤمن.....
رقم:٧٤١٧

১৯৪. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দুনিয়া মোমেনের জন্য কয়েদখানা আর কাফেরের জন্য জান্নাত। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ একজন মোমেনের জন্য জান্নাতে যে সমস্ত নেয়ামত প্রস্তুত রহিয়াছে, সেই হিসাবে এই দুনিয়া মোমেনের জন্য কয়েদখানা। আর

কাফেরের জন্য যে সমস্ত চিরস্থায়ী আজাব রহিয়াছে সেই হিসাবে দুনিয়া তাহার জন্য জান্নাত। (মেরকাত)

١٩٥- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِذَا اتُّخِذَ الْفَيْءُ دُوَلًا، وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا، وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّيْنِ، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، وَأَدْنٰى صَدِيْقَهُ وَأَقْصٰى أَبَاهُ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَسَادَ الْقَبِيْلَةَ فَاسِقُهُمْ، وَكَانَ زَعِيْمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، وَشُرِبَتِ الْخُمُوْرُ، وَلَعَنَ آخِرُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذٰلِكَ رِيْحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا، وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث غريب، باب ما جاء فى علامة حلول المسخ والخسف، رقم:٢٢١١

১৯৫. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন গনীমতের মালকে ব্যক্তিগত সম্পদ মনে করিতে আরম্ভ করা হইবে, আমানতকে গনীমতের মাল মনে করিতে আরম্ভ করা হইবে অর্থাৎ আমানতকে আদায় করার পরিবর্তে নিজে খরচ করিয়া ফেলে, যাকাতকে জরিমানা মনে করিতে আরম্ভ করা হইবে, অর্থাৎ খুশী মনে দেওয়ার পরিবর্তে অসন্তুষ্টির সহিত দেয়, এলেম দ্বীনের উদ্দেশ্যে নয় বরং দুনিয়ার জন্য অর্জন করিতে আরম্ভ করিবে, মানুষ স্ত্রীর আনুগত্য ও মায়ের অবাধ্যতা করিতে শুরু করিবে, বন্ধু বান্ধবদেরকে নিকটে করিবে ও বাপকে দূরে সরাইয়া দিবে, মসজিদসমূহের মধ্যে প্রকাশ্যে শোরগোল করা আরম্ভ হইবে, ফাসেক লোক কওমের নেতৃত্ব দিতে আরম্ভ করিবে, কওমের সর্দার কাওমের নিকৃষ্টতম লোক হইবে, কাহারো অনিষ্ট হইতে বাঁচার জন্য তাহার সম্মান করা হইতে লাগিবে, গায়িকা নারীদের এবং বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন হইবে, ব্যাপকভাবে শরাব পান আরম্ভ করা হইবে এবং উম্মতের পরবর্তী লোকেরা তাহাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে মন্দ বলিতে আরম্ভ করিবে, এমন সময় লালবর্ণের ঝড়, ভূমিকম্প, জমিনে ধসিয়া যাওয়া, মানুষের চেহারা বিকৃত হওয়া, এবং আসমান হইতে পাথর বর্ষিত হওয়ার অপেক্ষা করা

উচিত। আর এমন লাগাতার বিপদ আপদসমূহের অপেক্ষা কর, যেমন মালার সুতা ছিঁড়িয়া গেলে উহার মুক্তাদানাগুলি একের পর এক দ্রুত পড়িতে থাকে। (তিরমিযী)

١٩٦- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ مَثَلَ الَّذِىْ يَعْمَلُ السَّيِّئَاتِ، ثُمَّ يَعْمَلُ الْحَسَنَاتِ، كَمَثَلِ رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيْهِ دِرْعٌ ضَيِّقَةٌ قَدْ خَنَقَتْهُ، ثُمَّ عَمِلَ حَسَنَةً فَانْفَكَّتْ حَلْقَةٌ ثُمَّ عَمِلَ حَسَنَةً أُخْرَى فَانْفَكَّتْ حَلْقَةٌ أُخْرَى، حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى الْأَرْضِ. رواه أحمد٤/١٤٥

১৯৬. হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি গুনাহ করে অতঃপর নেক আমল করিতে থাকে, তাহার দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির মত যাহার শরীরে একটি আঁটসাঁট লৌহবর্ম রহিয়াছে, যাহা তাহার শ্বাসরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। অতঃপর সে কোন নেক আমল করে যাহার কারণে ঐ লৌহবর্মের একটি আংটা খুলিয়া যায়, অতঃপর দ্বিতীয় কোন নেক আমল করে যাহার কারণে দ্বিতীয় আংটা খুলিয়া যায় (এমনিভাবে নেক আমল করিতে থাকে আর কড়াসমূহ খুলিতে থাকে) এমনকি সম্পূর্ণ বর্ম খুলিয়া জমিনের উপর আসিয়া পড়ে। (মুসনাদে আহমাদ)

ফায়দা ঃ ইহার অর্থ গুনাহগার গুনাহের বাঁধনে আবদ্ধ থাকে এবং পেরেশান থাকে, নেক কাজ করার কারণে গুনাহের বাঁধন খুলিয়া যায় এবং পেরেশানী দূর হইয়া যায়।

١٩٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: مَا ظَهَرَ الْغُلُوْلُ فِىْ قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا أُلْقِىَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبُ وَلَا فَشَى الزِّنَا فِىْ قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا كَثُرَ فِيْهِمُ الْمَوْتُ وَلَا نَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ إِلَّا قُطِعَ عَنْهُمُ الرِّزْقُ وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ الْحَقِّ إِلَّا فَشَى فِيْهِمُ الدَّمُ وَلَا خَتَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ إِلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْعَدُوُّ. رواه الإمام مالك في الموطا، باب ما جاء في الغلول ص٤٧٦

১৯৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, যখন কোন কওমের মধ্যে প্রকাশ্যে গনীমতের মালে খেয়ানত করা হয় তখন তাহাদের অন্তরে শত্রুর ভয়ভীতি ঢালিয়া দেওয়া হয়। যখন কোন কওমের মধ্যে

যেনা ব্যভিচার ব্যাপক হইয়া যায়, তখন তাহাদের মধ্যে মৃত্যু ব্যাপক হইয়া যায়। যখন কোন কাওম ওজনে কমবেশী করে তখন তাহাদের রিযিক উঠাইয়া লওয়া হয়। অর্থাৎ তাহাদের রিযিকের বরকত খতম করিয়া দেওয়া হয়। যখন কোন কওম বিচারকার্যে জুলুম করে, তখন তাহাদের মধ্যে খুনখারাবী ছড়াইয়া যায়, যখন কোন কওম অঙ্গিকার ভঙ্গ করে তখন তাহাদের উপর শত্রু চাপাইয়া দেওয়া হয়।

(মোয়াত্তা ইমাম মালেক)

١٩٨- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَقُوْلُ: إِنَّ الظَّالِمَ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ فَقَالَ أَبُوْهُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ: بَلٰى وَاللّٰهِ حَتّٰى الْحُبَارَى لَتَمُوْتُ فِىْ وَكْرِهَا هَزْلًا لِظُلْمِ الظَّالِمِ. رواه البيهقى فى شعب الإيمان٦/٥٤

১৯৮. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি এক ব্যক্তিকে বলিতে শুনিলেন যে, জালেম ব্যক্তি শুধু নিজের ক্ষতি করে। ইহার জওয়াবে হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) এরশাদ করিলেন, নিজের তো ক্ষতি করেই, আল্লাহর কসম! জালেমের জুলুমের কারণে সুরখাব (পাখী)ও তাহার বাসায় ক্ষীণ ও দুর্বল হইয়া মারা যায়। (বায়হাকী)

ফায়দা ঃ জুলুমের ক্ষতি জালেম পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে না। তাহার জুলুমের কুফল স্বরূপ বিভিন্ন প্রকারের মুসীবত অবতীর্ণ হইতে থাকে। বৃষ্টি বন্ধ হইয়া যায়। পাখীরা মাঠে জঙ্গলে শস্যদানা পায় না। শেষ পর্যন্ত ক্ষুধার কারণে নিজেদের বাসায় মরিয়া যায়।

١٩٩- عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْنِىْ مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَقُوْلَ لِأَصْحَابِهِ: هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا؟ قَالَ: فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَقُصَّ، وَإِنَّهُ قَالَ ذَاتَ غَدَاةٍ إِنَّهُ أَتَانِى اللَّيْلَةَ آتِيَانِ، وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِىْ وَإِنَّهُمَا قَالَا لِىْ: انْطَلِقْ، وَإِنِّى انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلٰى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ وَإِذَا هُوَ يَهْوِىْ بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ فَيَتَدَهْدَهُ الْحَجَرُ هَاهُنَا، فَيَتْبَعُ الْحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتّٰى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُوْدُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُوْلٰى،

قَالَ: قُلْتُ سُبْحَانَ اللّٰهِ، مَا هٰذَانِ؟ قَالَ: قَالَا لِيْ: انْطَلِقْ انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلٰى رَجُلٍ مُسْتَلْقٍ لِقَفَاهُ وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوْبٍ مِنْ حَدِيْدٍ، وَإِذَا هُوَ يَأْتِيْ أَحَدَ شِقَّيْ وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلٰى قَفَاهُ، وَمَنْخِرَهُ إِلٰى قَفَاهُ، وَعَيْنَهُ إِلٰى قَفَاهُ، ـ قَالَ وَرُبَّمَا قَالَ أَبُوْرَجَاءٍ: فَيَشُقُّ ـ قَالَ: ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الْأَوَّلِ، فَمَا يَفْرُغُ مِنْ ذٰلِكَ الْجَانِبِ حَتّٰى يَصِحَّ ذٰلِكَ الْجَانِبُ كَمَا كَانَ ثُمَّ يَعُوْدُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُوْلٰى، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: سُبْحَانَ اللّٰهِ، مَا هٰذَانِ؟ قَالَ: قَالَا لِيْ: انْطَلِقْ انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلٰى مِثْلِ التَّنُّوْرِ ـ قَالَ وَأَحْسِبُ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ ـ فَإِذَا فِيْهِ لَغَطٌ وَأَصْوَاتٌ، قَالَ: فَاطَّلَعْنَا فِيْهِ فَإِذَا فِيْهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيْهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذٰلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوا، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هٰؤُلَاءِ؟ قَالَ: قَالَا لِيْ: انْطَلِقْ انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلٰى نَهَرٍ ـ حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ ـ أَحْمَرَ مِثْلِ الدَّمِ، وَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ، وَإِذَا عَلٰى شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيْرَةً، وَإِذَا ذٰلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا سَبَحَ، ثُمَّ يَأْتِيْ ذٰلِكَ الَّذِيْ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ، كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَغَرَ لَهُ فَاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَرًا، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هٰذَانِ؟ قَالَ: قَالَا لِيْ: انْطَلِقْ انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلٰى رَجُلٍ كَرِيْهِ الْمَرْآةِ كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلًا مَرْآةً، فَإِذَا عِنْدَهُ نَارٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هٰذَا؟ قَالَ: قَالَا لِيْ: انْطَلِقْ انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلٰى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ فِيْهَا مِنْ كُلِّ لَوْنِ الرَّبِيْعِ، وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَى الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيْلٌ لَا أَكَادُ أَرٰى رَأْسَهُ طُوْلًا فِي السَّمَاءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَانٍ رَأَيْتُهُمْ قَطُّ، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هٰذَا؟ مَا هٰؤُلَاءِ؟ قَالَ: قَالَا لِيْ: انْطَلِقْ انْطَلِقْ،

قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَانْتَهَيْنَا إِلٰى رَوْضَةٍ عَظِيْمَةٍ لَمْ أَرَ رَوْضَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلَا أَحْسَنَ، قَالَ: قَالَا لِيْ: ارْقَ، فَارْتَقَيْتُ فِيْهَا، قَالَ: فَارْتَقَيْنَا فِيْهَا فَانْتَهَيْنَا إِلٰى مَدِيْنَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَبٍ وَلَبِنِ فِضَّةٍ، فَأَتَيْنَا بَابَ الْمَدِيْنَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا فَدَخَلْنَاهَا فَتَلَقَّانَا فِيْهَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، قَالَ: قَالَا لَهُمْ: اذْهَبُوا فَقَعُوا فِيْ ذٰلِكَ النَّهَرِ، قَالَ: وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِيْ كَأَنَّ مَاءَهُ الْمَحْضُ مِنَ الْبَيَاضِ، فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيْهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذٰلِكَ السُّوْءُ عَنْهُمْ فَصَارُوا فِيْ أَحْسَنِ صُوْرَةٍ، قَالَ: قَالَا لِيْ: هٰذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ وَهٰذَاكَ مَنْزِلُكَ، قَالَ: فَسَمَا بَصَرِيْ صُعُدًا فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ، قَالَ: قَالَا لِيْ: هٰذَاكَ مَنْزِلُكَ، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكُمَا، ذَرَانِيْ فَأَدْخُلَهُ، قَالَا: أَمَّا الْآنَ فَلَا وَأَنْتَ دَاخِلُهُ، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: فَإِنِّيْ قَدْ رَأَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا، فَمَا هٰذَا الَّذِيْ رَأَيْتُ؟ قَالَ: قَالَا لِيْ: أَمَا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ، أَمَّا الرَّجُلُ الْأَوَّلُ الَّذِيْ أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفِضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ، وَأَمَّا الَّذِيْ أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ إِلٰى قَفَاهُ وَمَنْخِرُهُ إِلٰى قَفَاهُ وَعَيْنُهُ إِلٰى قَفَاهُ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُوْ مِنْ بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الْكَذْبَةَ تَبْلُغُ الْآفَاقَ، وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِيْنَ فِيْ مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّوْرِ فَهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِيْ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِيْ أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِي النَّهَرِ وَيُلْقَمُ الْحِجَارَةَ فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا، وَأَمَّا الرَّجُلُ الْكَرِيْهُ الْمَرْآةِ الَّذِيْ عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا وَيَسْعٰى حَوْلَهَا فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيْلُ الَّذِيْ فِي الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيْمُ ﷺ وَأَمَّا الْوِلْدَانُ الَّذِيْنَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُوْدٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ. قَالَ: فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِيْنَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِيْنَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِيْنَ، وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَانُوا شَطْرًا مِنْهُمْ حَسَنٌ وَشَطْرًا

مِنْهُمْ قَبِيْحٌ فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا تَجَاوَزَ اللّٰهُ عَنْهُمْ رواه البخارى، باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح رقم:٧٠٤٧

১৯৯. হযরত সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রাযিঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় তাহার সাহাবাদেরকে জিজ্ঞাসা করিতেন যে, তোমাদের মধ্যে কেহ কোন স্বপ্ন দেখিয়াছ কি? কেহ স্বপ্ন বর্ণনা করিত। (তিনি উহার ব্যাখ্যা বলিয়া দিতেন) একদিন সকাল বেলায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, রাত্রিবেলায় আমি স্বপ্ন দেখিলাম যে, দুইজন ফেরেশতা আমার নিকট আসিলেন এবং আমাকে উঠাইয়া বলিলেন, আমাদের সাথে চলুন। আমি তাহাদের সহিত চলিলাম। আমরা একজন শায়িত ব্যক্তির নিকট দিয়া গেলাম। তাহার পাশে পাথর হাতে এক ব্যক্তি দাঁড়ানো আছে। সে শায়িত ব্যক্তির মাথার উপর পাথরটি সজোরে নিক্ষেপ করে। ইহাতে তাহার মাথা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। এবং পাথরটি গড়াইয়া অন্যদিকে চলিয়া যায়। উক্ত ব্যক্তি যাইয়া পাথরটি উঠাইয়া আনে। তাহার ফিরিয়া আসার পূর্বে শায়িত ব্যক্তির মাথা আগের মত সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া যায়। পুনরায় সে পাতর নিক্ষেপ করে এবং পরিণতি উহাই হয় যাহা পূর্বে হইয়াছিল। আমি অবাক হইয়া সঙ্গী দুইজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সুবহানাল্লাহ! এই দুই ব্যক্তি কাহারা? (এবং ইহা কি হইতেছে?) তাহারা বলিলেন, চলুন, সামনে চলুন!

আমরা সামনে চলিলাম। আমরা চিৎ হইয়া শায়িত এক ব্যক্তির নিকট দিয়া গেলাম। এবং একব্যক্তি তাহার নিকট লোহার চিমটা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। চিমটাধারী ব্যক্তি শায়িত ব্যক্তির চেহারার এক পাশে আসিয়া তাহার চোয়াল নাক এবং চোখ, মাথার পিছনের অংশ পর্যন্ত চিরিয়া ফেলে। অতঃপর অন্য পাশেও এইরূপ করে। দ্বিতীয় পাশ হইতে অবসর হওয়ার পূর্বেই প্রথম পাশ সম্পূর্ণরূপে ভাল হইয়া যায়। সে ব্যক্তি এইরূপ করিতে থাকে। আমি তাহাদের দুইজনকে বলিলাম। সুবহানাল্লাহ এই দুই ব্যক্তি কাহারা? তাহারা বলিলেন, চলুন, সামনে চলুন। আমরা সামনে চলিলাম। একটি তন্দুরের নিকট পৌঁছিলাম। উহাতে বড় শোরগোল হইতেছিল। আমরা উঁকি দিয়া দেখিলাম। উহাতে অনেক উলঙ্গ পুরুষ ও মহিলা রহিয়াছে। তাহাদের নীচের দিক হইতে একটি অগ্নিশিখা আসে। সেই অগ্নিশিখা যখন তাহাদেরকে জড়াইয়া ধরে তখন তাহারা চিৎকার করিতে থাকে। আমি তাহাদের দইজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম ইহারা

কাহারা? তাহারা বলিলেন, চলুন, সামনে চলুন।

আমরা সামনে চলিলাম। একটি নদীর নিকট পৌছিলাম। উহা রক্তের মত লালবর্ণ ছিল। আর উহাতে এক ব্যক্তি সাঁতার কাটিতেছিল। নদীর কিনারায় অপর এক ব্যক্তি ছিল যে অনেকগুলি পাথর জমা করিয়া রাখিয়াছিল। সাঁতার কাটা লোকটি যখন সাঁতরাইয়া পাথর জমাকারী লোকটির নিকট আসে তখন সে নিজের মুখ খুলিয়া দেয়। তখনই কিনারায় অপেক্ষমান ব্যক্তি তাহার মুখের ভিতর পাথর ঢালিয়া দেয়। (ইহাতে সে দূরে) চলিয়া যায়। এবং পুনরায় সাঁতরাইয়া ঐ ব্যক্তির নিকট ফিরিয়া আসে। যখনই এই ব্যক্তি সাঁতরাইয়া কিনারায় অপেক্ষমান লোকটির নিকট আসে তখনই সে মুখ হা করে। আর কিনারায় অপেক্ষমান ব্যক্তি তাহার মুখের ভিতর পাথর ঢালিয়া দেয়। আমি তাহাদের দুইজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই দুই ব্যক্তি কাহারা? তাহারা দুইজন বলিলেন, চলুন, সামনে চলুন।

আমরা সামনে চলিলাম। তোমরা যত কুৎসিত চেহারার মানুষ দেখিয়াছ তাহাদের অপেক্ষা বেশী কুৎসিত চেহারার মানুষের নিকট দিয়া আমরা গেলাম। তাহার নিকট আগুন জ্বলিতেছিল। সে উহাকে আরো প্রজ্জ্বলিত করিতেছিল এবং উহার চতুর্দিকে দৌড়াইতেছিল। আমি তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই ব্যক্তি কে? তাহারা বলিলেন, চলুন সামনে চলুন।

অতঃপর আমরা এমন এক বাগানে পৌছিলাম যাহা ঘন সবুজ ছিল। উহাতে বসন্তকালীন সবরকমের ফুল ছিল। বাগানের মাঝখানে অতি দীর্ঘকায় এক ব্যক্তিকে দেখা গেল। অতি দীর্ঘ হওয়ার কারণে তাহার মাথা দেখা আমার জন্য কষ্টকর ছিল। তাহার চারিপার্শ্বে অনেক শিশু ছিল। এত বেশী সংখ্যক শিশু আমি কখনও দেখি নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইনি কে? আর এই শিশুরা কে? তাহারা আমাকে বলিলেন, সামনে চলুন, সামনে চলুন।

আমরা চলিলাম এবং একটি বড় বাগানে পৌছিলাম। আমি এত বড় ও সুন্দর বাগান কখনও দেখি নাই। তাহারা আমাকে বলিলেন, ইহার উপরে চড়ুন। আমরা উহার উপর চড়িলাম এবং এমন এক শহরের নিকট পৌছিলাম, যাহা এমনভাবে তৈরী ছিল যে, উহার একটি ইট সোনার ছিল, একটি ইট রূপার ছিল। আমরা শহরের দরজায় পৌছিলাম। দরজা খুলিতে বলিলে উহা আমাদের জন্য খুলিয়া দেওয়া হইল। আমরা উহার মধ্যে এমন লোকদের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম, যাহাদের শরীরের অর্ধেক অংশ

এত সুন্দর ছিল যে, তোমরা এমন সুন্দর দেখ নাই। আর অর্ধেক অংশ এত কুৎসিৎ ছিল যে, তোমরা এমন কুৎসিত চেহারা দেখ নাই। ঐ দুই ফেরেশতা তাহাদিগকে বলিলেন, যাও এই নদীতে ঝাঁপ দাও। আমি দেখিলাম, সামনে একটি প্রশস্ত নদী প্রবাহিত হইতেছে। উহার পানি দুধের মত সাদা। তাহারা উহাতে ঝাঁপাইয়া পড়িল। অতঃপর যখন তাহারা আমাদের নিকট ফিরিয়া আসিল তখন তাহাদের কুৎসিত অবস্থা দূর হইয়া গিয়াছিল, এবং তাহারা অত্যন্ত সুন্দর হইয়া গিয়াছিল। উভয় ফেরেশতা আমাকে বলিলেন, ইহা জান্নাতে আদন এবং ইহা আপনার ঘর। উপরের দিকে আমার দৃষ্টি পড়িলে দেখিলাম, আমি সাদা মেঘের মত একটি মহল দেখিলাম। তাহারা বলিলেন, ইহাই আপনার ঘর। আমি তাহাদেরকে বলিলাম, আল্লাহ তোমাদেরকে বরকত দান করুন। আমাকে ছাড়িয়া দাও আমি উহার ভিতরে প্রবেশ করিব। তাহারা বলিলেন, এখন নয়, তবে পরে যাইবেন। আমি তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আজ রাত্রে আশ্চর্য বিষয়সমূহ দেখিয়াছি। ইহার রহস্য কি? তাহারা আমাকে বলিলেন, এখন আমরা আপনাকে বলিতেছি।

প্রথম ব্যক্তি যাহার নিকট দিয়া আপনি অতিক্রম করিয়াছেন, এবং তাহার মাথা পাথর দ্বারা চূর্ণবিচূর্ণ করা হইতেছিল সে হইল যে কুরআন শিক্ষা করে অতঃপর উহাকে ছাড়িয়া দেয় (তেলাওয়াতও করে না, আমলও করে না) আর ফরয নামায ছাড়িয়া ঘুমাইয়া পড়ে। (দ্বিতীয়) ঐ ব্যক্তি যাহার নিকট দিয়া আপনি অতিক্রম করিয়াছেন, এবং তাহার চোয়াল, নাক, চোখ, মাথার পিছন পর্যন্ত কাটা হইতেছিল। সে ঐ ব্যক্তি যে সকাল বেলায় ঘর হইতে বাহির হইয়া মিথ্যা কথা বলে এবং সেই মিথ্যা দুনিয়াতে প্রচারিত হইয়া যায়। (তৃতীয়) ঐ সকল মেয়ে পুরুষ যাহাদেরকে আপনি তন্দুরে জ্বলিতে দেখিয়াছিলেন। তাহারা হইল যিনাকার (ব্যভিচারী) পুরুষ ও মহিলা। (চতুর্থ) ঐ ব্যক্তি যাহার নিকট দিয়া আপনি অতিক্রম করিয়াছেন, যে নদীতে সাঁতার কাটিতেছিল এবং তাহার মুখে পাথর নিক্ষেপ করা হইতেছিল, সে সুদখোর। (পঞ্চম) ঐ কুৎসিত ব্যক্তি যাহার নিকট দিয়া আপনি অতিক্রম করিয়াছিলেন, যিনি আগুন প্রজ্জ্বলিত করিতেছিলেন এবং উহার চারিপার্শ্বে দৌড়াইতেছিলেন, তিনি জাহান্নামের দারোগা। যাহার নাম মালেক। (ষষ্ঠ) ঐ ব্যক্তি যিনি বাগানের মধ্যে ছিলেন। তিনি হযরত ইবরাহীম (আঃ)। আর যে সকল শিশুরা তাহার চারিপার্শ্বে ছিল, তাহারা শৈশবেই (ইসলামের) স্বভাবের উপর মৃত্যুবরণ করিয়াছে। কোন সাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া

রাসূলাল্লাহ! মুশরিকদের শিশুদের কি হইবে? তিনি এরশাদ করিলেন, মুশরিকদের শিশুরাও (তাহারাই) ছিল। আর যাহাদের অর্ধেক শরীর সুন্দর ও অর্ধেক শরীর কুৎসিত ছিল তাহারা ঐ সমস্ত লোক যাহারা নেক আমলের সহিত বদআমলও করিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা তাহাদের গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। (বোখারী)

٢٠٠-عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ وَاَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: اِنِّىْ لَاَعْرِفُ اُمَّتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ الْاُمَمِ، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَكَيْفَ تَعْرِفُ اُمَّتَكَ؟ قَالَ: اَعْرِفُهُمْ يُؤْتَوْنَ كُتُبَهُمْ بِاَيْمَانِهِمْ وَاَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ مِنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ وَاَعْرِفُهُمْ بِنُوْرِهِمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ رواه أحمد ٥/١٩٩

২০০. হযরত আবু যার (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন সকল উম্মতের মধ্য হইতে আমি আমার উম্মতকে চিনিয়া লইব। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আপনার উম্মতকে কিভাবে চিনিবেন? তিনি এরশাদ করিলেন, আমি তাহাদিগকে তাহাদের আমলনামা ডানহাতে দেওয়ার কারণে চিনিব এবং তাহাদিগকে তাহাদের চেহারার নূরের কারণে চিনিব, যাহা অধিক সেজদার কারণে তাহাদের চেহারায় প্রকাশ পাইবে। আর তাহাদিগকে তাহাদের এক (বিশেষ) নূরের কারণে চিনিব যাহা তাহাদের সম্মুখে দৌড়াইতে থাকিবে। (মুসনাদে আহমাদ)

ফায়দা ঃ ইহা প্রত্যেক মোমেনের ঈমানের নূর হইবে। প্রত্যেকে তাহার ঈমানী শক্তি হিসাবে নূর পাইবে। (কাশফুর রহমান)

॥ ॥ ॥

নামায

আল্লাহ তায়ালার কুদরত হইতে সরাসরি ফায়দা হাসিল করার উপায় হইল, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের হুকুমগুলিকে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকায় পুরা করা। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও বুনিয়াদী আমল হইল নামায।

ফরয নামায

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: ﴿اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ العنكبوت:٤٥

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—নিশ্চয় নামায নির্লজ্জ ও অশোভনীয় কাজ হইতে বিরত রাখে। (আনকাবূত)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ﴾ [البقرة:٢٧٧]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নেক আমল করিয়াছে। আর (বিশেষভাবে) নামাযের পাবন্দী করিয়াছে এবং যাকাত আদায় করিয়াছে তাহাদের রব্বের নিকট তাহাদের সওয়াব

সংরক্ষিত রহিয়াছে। আর না তাহাদের কোন আশংকা থাকিবে এবং না তাহারা চিন্তিত হইবে। (বাকারাহ–২৭৭)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿قُلْ لِّعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنٰـهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّأْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلٰلٌ﴾ [ابراهيم:٣١]

আল্লাহ তায়ালা তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিয়াছেন—আমার ঈমানদার বান্দাদিগকে বলিয়া দিন, যেন তাহারা নামাযের পাবন্দী করে এবং আমি যাহা কিছু তাহাদিগকে দিয়াছি উহা হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে দান–খয়রাতও করে—সেইদিন আসিবার পূর্বে যেদিন না কোন ক্রয়–বিক্রয় থাকিবে (অর্থাৎ কোন জিনিস দিয়া নেক আমল খরিদ করিয়া লওয়া যাইবে না।) আর না কোন বন্ধুত্ব কাজে আসিবে। (অর্থাৎ কোন বন্ধু তোমাকে নেক আমল দান করিবে না)

(সূরা ইবরাহীম–৩১)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ﴾ [ابراهيم:٤٠]

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম দোয়া করিয়াছেন—হে আমার রব্ব, আমাকে বিশেষভাবে নামাযের পাবন্দী করনেওয়ালা বানাইয়া দিন এবং আমার বংশধরগণের মধ্য হইতেও। হে আমাদের রব্ব, এবং আমার দোয়া কবুল করুন। (সূরা ইবরাহীম–৪০)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ ۖ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا﴾ [بنى اسرائيل:٧٨]

আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিয়াছেন—সূর্য ঢলিয়া পড়ার পর হইতে রাত্রি অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়া পর্যন্ত নামাযগুলি আদায় করিতে থাকুন। (অর্থাৎ জোহর আসর মাগরিব এশা) আর ফজরের নামাযও আদায় করিতে থাকুন, নিশ্চয় ফজরের নামায (আমল লেখার কাজে নিয়োজিত) ফেরেশতাদের উপস্থিতির সময়।

(বনি ইসরাঈল–৭৮)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ﴾ [المؤمنون:٩]

আল্লাহ তায়ালা সফলকাম ঈমানদারদের একটি গুণ এরূপ উল্লেখ

করিয়াছেন—আর যাহারা নিজেদের ফরয নামাযসমূহের পাবন্দী করে।
(সূরা মুমিনূন–৯)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِاللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾ [الجمعة:٩]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—হে ঈমানদারগণ, যখন জুমুআর দিনে (জুমুআর) নামাযের জন্য আযান দেওয়া হয় তখন তোমরা আল্লাহর যিকির (অর্থাৎ খোতবা ও নামায)এর দিকে তৎক্ষণাৎ ধাবিত হও এবং ক্রয়–বিক্রয় (ও অন্যান্য কাজকর্ম) ত্যাগ কর, ইহা তোমাদের জন্য অধিক উত্তম যদি তোমাদের কিছু জ্ঞান থাকে। (সূরা জুমুআহ–৯)

হাদীস শরীফ

١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: بُنِىَ الإِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ. رواه البخارى، باب دعاؤكم إيمانكم ۰۰۰۰، رقم:٨

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ইসলামের ইমারত পাঁচ জিনিসের উপর কায়েম করা হইয়াছে, (এক) লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এর সাক্ষ্য প্রদান। (অর্থাৎ এই সত্য কথার সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কেহ এবাদতের উপযুক্ত নাই এবং হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়ালার বান্দা ও রাসূল।) (২) নামায কায়েম করা। (৩) যাকাত আদায় করা। (৪) হজ্জ করা। (৫) রমযান মাসের রোযা রাখা। (বোখারী)

٢- عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ مُرْسَلًا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَا أُوْحِىَ إِلَىَّ اَنْ اَجْمَعَ الْمَالَ، وَاَكُوْنَ مِنَ التَّاجِرِيْنَ، وَلٰكِنْ أُوْحِىَ إِلَىَّ اَنْ: سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ. رواه البغوى فى شرح السنة، مشكوة المصابيح، رقم:٥٢٠٦

২. হযরত জুবাইর ইবনে নুফাইর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমাকে এই হুকুম দেওয়া হয় নাই যে, আমি মাল জমা করি এবং ব্যবসায়ী হই, বরং আমাকে এই হুকুম দেওয়া হইয়াছে যে, আপনি আপনার রব্বের তসবীহ ও প্রশংসা করিতে থাকুন, নামায পাঠকারীদের অন্তর্ভুক্ত থাকুন এবং মৃত্যু আসা পর্যন্ত আপনার রব্বের এবাদত করিতে থাকুন।

(শরহে সুন্নাহ, মেশকাত)

٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ سُؤَالِ جِبْرَئِيْلَ إِيَّاهُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ: الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ، وَأَنْ تُقِيْمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، وَتَعْتَمِرَ، وَتَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَأَنْ تُتِمَّ الْوُضُوْءَ، وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ. قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذٰلِكَ فَأَنَا مُسْلِمٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: صَدَقْتَ. رواه ابن خزيمة ١/٤

৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, জিবরাঈল (আঃ) (একজন অপরিচিত ব্যক্তির বেশে উপস্থিত হইয়া) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি (উত্তরে) বলিলেন, ইসলাম এই যে, তুমি (অন্তর ও মুখ দ্বারা) এই সাক্ষ্য প্রদান কর যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নাই এবং (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তায়ালার রাসূল, নামায পড়, যাকাত আদায় কর, হজ্জ ও ওমরা কর, জানাবাত হইতে পাক হওয়ার জন্য গোসল কর, অযুকে পূর্ণ কর এবং রমযানের রোযা রাখ। হযরত জিবরাঈল (আঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি এই সকল আমল করিলে কি মুসলমান হইয়া যাইব? এরশাদ করিলেন, হাঁ। হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলিলেন, আপনি সত্য বলিয়াছেন।

(ইবনে খুযাইমাহ)

٤- عَنْ قُرَّةَ بْنِ دَعْمُوْصٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: أَلْفَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ قَالَ: أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ أَنْ تُقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَتُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَتَحُجُّوا الْبَيْتَ الْحَرَامَ وَتَصُوْمُوا رَمَضَانَ فَإِنَّ فِيْهِ لَيْلَةً خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ وَتُحَرِّمُوا دَمَ

الْمُسْلِمِ وَمَالَهُ وَالْمُعَاهَدَ إِلَّا بِحَقِّهِ وَتَعْتَصِمُوا بِاللّٰهِ وَالطَّاعَةِ. رواه البيهقى فى شعب الإيمان ٤/٣٤٢

৪. হযরত কুররাহ ইবনে দা'মুস (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত বিদায় হজ্জে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। আমরা আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি আমাদিগকে কি কি বিষয়ে অসিয়ত করিতেছেন? তিনি এরশাদ করিলেন, আমি তোমাদিগকে অসিয়ত করিতেছি যে, নামায কায়েম করিবে, যাকাত আদায় করিবে, বাইতুল্লার হজ্জ করিবে এবং রমযান মাসের রোযা রাখিবে। এই মাসে এমন একটি রাত্র রহিয়াছে যাহা হাজার মাস হইতে উত্তম। কোন মুসলমান ও জিম্মিকে (অর্থাৎ যাহাদের সহিত মুসলমানদের কোন প্রকার চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে) কতল করা এবং তাহার মালসম্পদকে নিজের জন্য হারাম মনে করিবে। অবশ্য কোন অপরাধ করিলে তাহাকে আল্লাহ তায়ালার হুকুম অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া হইবে। তোমাদিগকে আরো অসিয়ত করিতেছি যে, তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার আনুগত্যকে মজবুত করিয়া ধরিয়া থাক। (অর্থাৎ গায়রুল্লার রাজি নারাজির পরওয়া না করিয়া হিম্মতের সহিত দ্বীনের কাজে লাগিয়া থাক।) (বায়হাকী)

٥- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ ﷺ: مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلَاةُ وَمِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُوْرُ. رواه أحمد ٣/٣٤٠

৫. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, বেহেশতের চাবি হইল নামায, আর নামাযের চাবি হইল অযূ। (মুসনাদে আহমাদ)

٦- عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: جُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِى فِى الصَّلَاةِ. (وهو بعض الحديث) رواه النسائى، باب حب النساء، رقم: ٣٣٩١

৬. হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার চোখের শীতলতা নামাযের মধ্যে রাখা হইয়াছে। (নাসায়ী)

٧- عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّيْنِ. رواه أبونعيم فى الحلية وهو حديث حسن، الجامع الصغير ٢/١٢٠

৭. হযরত ওমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন যে, নামায দ্বীনের স্তম্ভ। (জামে সগীর)

৮- عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ آخِرُ كَلَامِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ: الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ، اتَّقُوا اللّٰهَ فِيْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ رواه أبوداؤد، باب فى حق المملوك، رقم:٥١٥٦

৮. হযরত আলী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ অসিয়ত এই করিয়াছেন যে, নামায, নামায, আপন গোলাম ও অধীনস্থদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় কর। (অর্থাৎ তাহাদের হক আদায় কর।) (আবু দাউদ)

৯- عَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقْبَلَ مِنْ خَيْبَرَ، وَمَعَهُ غُلَامَانِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَخْدِمْنَا، قَالَ: خُذْ أَيُّهُمَا شِئْتَ، قَالَ: خِرْ لِيْ قَالَ: خُذْ هٰذَا وَلَا تَضْرِبْهُ، فَإِنِّيْ قَدْ رَأَيْتُهُ يُصَلِّي مَقْفِلَنَا مِنْ خَيْبَرَ، وَإِنِّيْ قَدْ نُهِيْتُ عَنْ ضَرْبِ أَهْلِ الصَّلٰوةِ.

(وهو بعض الحديث) رواه أحمد والطبرانى، مجمع الزوائد٤/٤٣٣

৯. হযরত আবু উমামাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবার হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে দুইটি গোলাম ছিল। হযরত আলী (রাযিঃ) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, খেদমতের জন্য আমাদিগকে কোন খাদেম দান করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই দুইজনের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা হয় লইয়া যাও। হযরত আলী (রাযিঃ) আরজ করিলেন, আপনিই পছন্দ করিয়া দিন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজনের প্রতি ইশারা করিয়া বলিলেন, ইহাকে লইয়া যাও। তবে তাহাকে মারধর করিও না, কারণ খাইবার হইতে ফিরিবার পথে আমি তাহাকে নামায পড়িতে দেখিয়াছি। আর আমাকে নামাযীদের মারধর করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

(মুসনাদে আহমাদ, তাবরানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

১০- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ، مَنْ

أَحْسَنَ وُضُوءَهُنَّ وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ، كَانَ لَهُ عَلَى اللّٰهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللّٰهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ. رواه أبو داوُد، باب المحافظة على الصلوات، رقم:٤٢٥

১০. হযরত ওবাদাহ ইবনে সামেত (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তায়ালা পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করিয়াছেন। যে ব্যক্তি এই নামাযগুলির জন্য উত্তমরূপে অযূ করে, উহাকে মুস্তাহাব ওয়াক্তে আদায় করে, রুকু (সেজদা) এতমিনানের সহিত করে এবং পরিপূর্ণ খুশু'র সহিত পড়ে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে তাহার জন্য এই ওয়াদা যে, তাহাকে অবশ্য মাফ করিয়া দিবেন। আর যে ব্যক্তি এই নামাযগুলিকে সময়মত আদায় করে না এবং খুশু'র সহিতও পড়ে না তাহার মাগফিরাতের কোন ওয়াদা নাই। ইচ্ছা হইলে মাফ করিবেন, আর না হয় শাস্তি দিবেন।

(আবু দাউদ)

١١- عَنْ حَنْظَلَةَ الْأُسَيْدِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ عَلٰى وُضُوْءِهَا وَمَوَاقِيْتِهَا وَرُكُوْعِهَا وَسُجُوْدِهَا يَرَاهَا حَقًّا لِلّٰهِ عَلَيْهِ حُرِّمَ عَلَى النَّارِ. رواه أحمد ٤/٢٦٧

১১. হযরত হানযালা উসাইদী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযকে এরূপ পাবন্দীর সহিত আদায় করে যে, ওযু ও সময়ের এহতেমাম করে, রুকু সেজদা উত্তমরূপে আদায় করে এবং এইভাবে নামায আদায় করাকে নিজের উপর আল্লাহ তায়ালার হক মনে করে তবে জাহান্নামের আগুনের জন্য তাহাকে হারাম করিয়া দেওয়া হইবে। (মুসনাদে আহমাদ)

١٢- عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ: إِنِّيْ فَرَضْتُ عَلٰى أُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ، وَعَهِدْتُ عِنْدِيْ عَهْدًا، أَنَّهُ مَنْ جَاءَ يُحَافِظُ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ فَلَا عَهْدَ لَهُ عِنْدِيْ. رواه أبو داوُد، باب المحافظة على الصلوات، رقم:٤٣٠

১২. হযরত আবু কাতাদাহ ইবনে রিবঈ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন, আমি তোমার উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করিয়াছি এবং আমি এই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছি যে, যে ব্যক্তি এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযকে সময়মত আদায় করিবার এহতেমাম করিয়া আমার নিকট আসিবে আমি তাহাকে বেহেশতে প্রবেশ করাইব। আর যে ব্যক্তি নামাযের এহতেমাম করে নাই তাহার জন্য আমার কোন দায়িত্ব নাই। (ইচ্ছা হইলে মাফ করিব, আর না হয় শাস্তি দিব।) (আবু দাউদ)

١٣- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ عَلِمَ أَنَّ الصَّلَاةَ حَقٌّ وَاجِبٌ دَخَلَ الْجَنَّةَ. رواه عبد الله بن احمد فى زياداته وابويعلى إلا انه قال: حَقٌّ مَكْتُوْبٌ وَاجِبٌ والبزار بنحوه، ورجاله موثقون، مجمع الزوائد ٢/١٥

১৩. হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি নামায পড়া জরুরী মনে করিবে সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে।

(বাযযার, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

١٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُرْطٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ فَإِنْ صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ. رواه الطبرانى فى الأوسط ولا بأس بإسناده إنشاء الله، الترغيب ١/٢٤٥

১৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কুরত (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব করা হইবে। যদি নামায ঠিক থাকে তবে বাকি আমলও ঠিক হইবে। আর যদি নামায খারাপ হইয়া থাকে তবে বাকি আমলও খারাপ হইবে। (তাবারানী, তারগীব)

١٥- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ فُلَانًا يُصَلِّيْ فَإِذَا أَصْبَحَ سَرَقَ. قَالَ: سَيَنْهَاهُ مَا يَقُوْلُ. رواه البزار ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ٢/٣٥١

১৫. হযরত জাবের (রাযিঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরয করিল, অমুক ব্যক্তি (রাত্রে) নামায পড়ে আবার সকাল হইতেই চুরি করে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহার নামায অতিসত্বর তাহাকে এই খারাপ কাজ হইতে রুখিয়া দিবে। (বাযযার, মাজমা)

١٦- عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ صَلَّى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، تَحَاتَّتْ خَطَايَاهُ كَمَا يَتَحَاتُّ هٰذَا الْوَرَقُ، وَقَالَ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ﴾ [هود:١١٤]. (وهو جزء من الحديث) رواه أحمد٥/٤٣٧

১৬. হযরত সালমান (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুসলমান যখন উত্তমরূপে অযূ করিয়া পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে তখন তাহার গুনাহসমূহ এমনভাবে ঝরিয়া পড়ে যেমন এই (গাছের) পাতাগুলি ঝরিয়া পড়িতেছে। অতঃপর তিনি কোরআন পাকের এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

"وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ"

অর্থ ঃ (হে মুহাম্মাদ,) আর আপনি দিনের দুই প্রান্তে ও রাত্রির কিছু অংশে নামাযের পাবন্দী করুন, নিঃসন্দেহে নেক কার্যাবলী মন্দ কার্যসমূহকে দূর করিয়া দেয়, ইহা হইতেছে (পরিপূর্ণ) নসীহত নসীহত মান্যকারীদের জন্য। (মুসনাদে আহমাদ)

ফায়দা ঃ কোন কোন আলেমের মতে দিনের দুই প্রান্তের দ্বারা দিনের দুই অংশ বুঝানো হইয়াছে। অতএব প্রথম অংশ দ্বারা ফজরের নামায ও দ্বিতীয় অংশ দ্বারা জোহর ও আসরের নামায উদ্দেশ্য। রাত্রির কিছু অংশে নামাযের দ্বারা মাগরিব ও এশার নামায আদায় করা উদ্দেশ্য। (তফসীরে ইবনে কাসীর)

١٧- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ: الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلٰى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ. رواه مسلم، باب الصلوات الخمس ....، رقم:٥٥٢

১৭. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও জুমুআর নামায বিগত জুমুআর নামায পর্যন্ত এবং রমযানের রোযা বিগত রমযানের রোযা পর্যন্ত মধ্যবর্তী সকল গুনাহের জন্য কাফ্ফারা হইবে। যদি এই আমলসমূহ পালনকারী কবিরা গুনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকে। (মুসলিম)

١٨- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ حَافَظَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ.

(الحديث) رواه ابن خزيمة فى صحيحه ٢/ ١٨٠

১৮. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পাবন্দী করে সে আল্লাহ তায়ালার এবাদত হইতে গাফেল ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য হয় না। (ইবনে খুযাইমাহ)

١٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا، فَقَالَ: مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُوْرًا وَبُرْهَانًا، وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُوْرٌ وَلَا بُرْهَانٌ، وَلَا نَجَاةٌ، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ. رواه أحمد والطبرانى فى الكبير والأوسط، ورجال أحمد ثقات،

مجمع الزوائد ٢/ ٢١

১৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের আলোচনা প্রসঙ্গে এরশাদ করিলেন, যে ব্যক্তি নামাযের এহতেমাম করিবে এই নামায কেয়ামতের দিন তাহার জন্য নূর হইবে, তাহার (কামেল ঈমানদার হওয়ার) দলীল হইবে এবং কেয়ামতের দিন আযাব হইতে বাঁচার উপায় হইবে। যে ব্যক্তি নামাযের এহতেমাম করে না তাহার জন্য কেয়ামতের দিন না নূর হইবে, না তাহার (ঈমানদার হওয়ার) কোন দলীল হইবে, আর না আযাব হইতে বাঁচার কোন উপায় হইবে। সে কেয়ামতের দিন ফেরআউন, হামান ও উবাই ইবনে খালাফের সহিত থাকিবে।

(মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٠- عَنْ أَبِيْ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَّمُوْهُ الصَّلَاةَ. رواه الطبراني في الكبير٨/٣٨٠وفي الحاشية: قال في المجمع١/٢٩٣: رواه الطبراني والبزار ورجاله رجال الصحيح.

২০. হযরত আবু মালেক আশজায়ী (রাযিঃ) তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কেহ মুসলমান হইলে (সাহাবা (রাযিঃ)) সর্বপ্রথম তাহাকে নামায শিক্ষা দিতেন। (তাবারানী)

٢١- عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ، وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب حديث ينزل ربنا كل ليلة.....، رقم:٣٤٩٩

২১. হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল, কোন্ সময় দোয়া বেশী কবুল হয়? তিনি বলিলেন, রাত্রির শেষ অংশে এবং ফরয নামাযের পর। (তিরমিযী)

٢٢- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهَا، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَعْتَمِلُ فَكَانَ بَيْنَ مَنْزِلِهِ وَمُعْتَمَلِهِ خَمْسَةُ أَنْهَارٍ، فَإِذَا أَتَى مُعْتَمَلَهُ عَمِلَ فِيْهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ فَأَصَابَهُ الْوَسَخُ أَوِالْعَرَقُ فَكُلَّمَا مَرَّ بِنَهَرٍ اغْتَسَلَ مَا كَانَ ذٰلِكَ يُبْقِيْ مِنْ دَرَنِهِ، فَكَذٰلِكَ الصَّلَاةُ كُلَّمَا عَمِلَ خَطِيْئَةً فَدَعَا وَاسْتَغْفَرَ غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ قَبْلَهَا. رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير وزاد فيه: ثُمَّ صَلّٰى صَلَاةً اسْتَغْفَرَ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وفيه: عبد الله بن قريظ ذكره ابن حبان في الثقات، وبقية رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد٢/٣٢

২২. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে

শুনিয়াছেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায উহার মধ্যবর্তী সময়ের জন্য কাফ্ফারাহ। (অর্থাৎ এক নামায হইতে অপর নামায পর্যন্ত যত সগীরা গুনাহ হয় তাহা নামাযের বরকতে মাফ হইয়া যায়।) অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যদি কোন ব্যক্তির একটি কারখানা থাকে এবং সে উহাতে কাজকর্ম করে। তাহার কারখানা ও বাড়ীর পথে পাঁচটি নহর পড়ে। সে যখন কারখানায় কাজ করে তখন তাহার শরীরে ময়লা লাগে অথবা তাহার ঘাম বাহির হয়। অতঃপর সে বাড়ী যাওয়ার সময় প্রতিটি নহরে গোসল করিতে করিতে যায়। তাহার (এই বার বার গোসল করার দরুন) শরীরে কোন ময়লা থাকে না। নামাযের উদাহরণও তদ্রুপ। যখনই সে কোন গুনাহ করে তখন (নামাযের মধ্যে) দোয়া এস্তেগফার করার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা নামাযের পূর্বে কৃত তাহার সকল গুনাহকে মাফ করিয়া দেন।(বায্যার, তাবারানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

٢٣- عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: أُمِرْنَا أَنْ نُسَبِّحَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَّثَلَاثِيْنَ وَنَحْمَدَهُ ثَلَاثًا وَّثَلَاثِيْنَ وَنُكَبِّرَهُ أَرْبَعًا وَّثَلَاثِيْنَ قَالَ: فَرَأَى رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْمَنَامِ، فَقَالَ: أَمَرَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ تُسَبِّحُوا فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَّثَلَاثِيْنَ وَتَحْمَدُوا اللّٰهَ ثَلَاثًا وَّثَلَاثِيْنَ وَتُكَبِّرُوا أَرْبَعًا وَثَلَاثِيْنَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَاجْعَلُوا خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ وَاجْعَلُوا التَّهْلِيْلَ مَعَهُنَّ فَغَدَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَحَدَّثَهُ فَقَالَ: افْعَلُوا. رواه الترمذى وقال: هذاحديث صحيح، باب منه ماجاء فى التسبيح والتكبير والتحميد عند المنام، رقم:٣٤١٣، الجامع الصحيح وهو سنن الترمذى، طبع دار الكتب العلمية

২৩. হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাযিঃ) বলেন, (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হইতে) আমাদিগকে হুকুম করা হইয়াছিল যে, আমরা যেন প্রত্যেক নামাযের পর সুবহানাল্লাহ তেত্রিশ বার ও আলহামদুলিল্লাহ তেত্রিশ বার ও আল্লাহু আকবার চৌত্রিশ বার পাঠ করি। একজন আনসারী সাহাবী (রাযিঃ) স্বপ্নে দেখিলেন, কেহ বলিতেছে, তোমাদিগকে কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক নামাযের পর সুবহানাল্লাহ তেত্রিশবার আলহামদুলিল্লাহ তেত্রিশ বার ও আল্লাহু আকবার চৌত্রিশবার পড়িতে হুকুম করিয়াছেন? উক্ত সাহাবী বলিলেন, হাঁ। সে ব্যক্তি বলিল, প্রত্যেকটিকে পঁচিশ বার পড়িয়া উহার

সহিত লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ পঁচিশ বার বাড়াইয়া লও। সুতরাং সকাল বেলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া উক্ত সাহাবী স্বপ্নের কথা বর্ণনা করিলে তিনি বলিলেন, এই রকমই পড়। অর্থাৎ স্বপ্ন অনুযায়ী পড়িবার অনুমতি দান করিলেন। (তিরমিযী)

২৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِيْنَ أَتَوا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ، فَقَالُوا: قَدْ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُوْرِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلٰى وَالنَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ. فَقَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا: يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّيْ، وَيَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُوْمُ، وَيَتَصَدَّقُوْنَ وَلَا نَتَصَدَّقُ، وَيُعْتِقُوْنَ وَلَا نُعْتِقُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَفَلَا أُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُوْنَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ، وَتَسْبِقُوْنَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ؟ وَلَا يَكُوْنُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ. قَالُوا: بَلٰى، يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ: تُسَبِّحُوْنَ وَتُكَبِّرُوْنَ وَتَحْمَدُوْنَ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ، ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ مَرَّةً، قَالَ أَبُوْصَالِحٍ: فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوا: سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْلُ الْأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا، فَفَعَلُوا مِثْلَهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ. رواه مسلم، باب استحباب الذكر بعد الصلاة ۰۰۰۰۰، رقم:١٣٤٧

২৪. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একবার গরীব মুহাজিরগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরয করিলেন, ধনীগণ উচ্চ মরতবা ও চিরস্থায়ী নেয়ামতসমূহ লইয়া গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা কিরূপে? তাহারা বলিলেন, তাহারা আমাদের ন্যায় নামায পড়ে আমাদের ন্যায় রোযা রাখে, উপরন্তু তাহারা সদকা খয়রাত করে আমরা তাহা করিতে পারি না, তাহারা গোলাম আযাদ করে আমরা তাহা করিতে পারি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমি কি তোমাদিগকে এমন জিনিস বলিয়া দিব না, যাহাতে তোমরা তোমাদের অপেক্ষা অগ্রগামীদের মরতবা হাসিল করিয়া লও এবং তোমাদের অপেক্ষা কম মরতবাওয়ালাদের উপর অগ্রগামী থাক, আর কেহ তোমাদের অপেক্ষা উত্তম হইবে না যতক্ষণ সে এই আমল না করিবে? তাহারা আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, অবশ্যই বলিয়া দিন। তিনি বলিলেন, প্রত্যেক

নামাযের পর সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার তেত্রিশ তেত্রিশবার করিয়া পড়িয়া লও। (অতএব তাহারা এরূপ আমল করিতে আরম্ভ করিলেন। অতঃপর ধনীগণও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদের কথা জানিতে পারিয়া উহার উপর আমল করিতে শুরু করিলেন।) গরীব মুহাজিরগণ পুনরায় খেদমতে হাজির হইয়া আরয করিলেন যে, আমাদের ধনী ভাইরাও জানিতে পারিয়া এই আমল করিতে শুরু করিয়াছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইহা তো আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানী যাহাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন। (মুসলিম)

٢٥- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ سَبَّحَ اللّٰهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ، وَحَمِدَ اللّٰهَ ثَلَاثًا وَّثَلَاثِيْنَ وَكَبَّرَ اللّٰهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ، فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَّتِسْعُوْنَ، وَقَالَ: تَمَامَ الْمِائَةِ: لَآ إِلٰـهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ. رواه

مسلم، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، رقم:١٣٥٢

২৫. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর সুবহানাল্লাহ তেত্রিশবার আলহামদুলিল্লাহ তেত্রিশবার ও আল্লাহু আকবার তেত্রিশ বার পড়ে। ইহাতে সর্বমোট ৯৯ বার হইল। আর একবার لَآ إِلٰـهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ পড়িয়া একশতবার পূর্ণ করে তাহার গুনাহসমূহ সমুদ্রের ফেনা বরাবর হইলেও তাহা মাফ হইয়া যায়। (মুসলিম)

٢٦- عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْحَسَنِ الضَّمْرِىِّ أَنَّ أُمَّ الْحَكَمِ ـ أَوْ ضُبَاعَةَ ـ ابْنَتَيِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا حَدَّثَتْهُ، عَنْ إِحْدَاهُمَا أَنَّهَا قَالَتْ: أَصَابَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَبْيًا فَذَهَبْتُ أَنَا وَأُخْتِيْ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ مَا نَحْنُ فِيْهِ وَسَأَلْنَاهُ أَنْ يَأْمُرَ لَنَا بِشَىْءٍ مِنَ السَّبْيِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: سَبَقَكُنَّ يَتَامَى

بَدْرٍ، وَلٰكِنْ سَأَدُلُّكُنَّ عَلٰى مَا هُوَ خَيْرٌ لَّكُنَّ مِنْ ذٰلِكَ، تُكَبِّرْنَ اللّٰهَ عَلٰى إِثْرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَّثَلَاثِيْنَ تَكْبِيْرَةً وَثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ تَسْبِيْحَةً وَثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ تَحْمِيْدَةً وَلَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. رواه أبو داؤد، باب في مواضع قسم الخمس رقم:٢٩٨٧

২৬. হযরত ফজল ইবনে হাসান যামরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত যুবায়ের ইবনে আবদুল মুত্তালিবের সাহেবযাদী দ্বয়ের মধ্য হইতে হযরত উম্মে হাকাম (রাযিঃ) অথবা হযরত যুবাআহ (রাযিঃ) এই ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কয়েকজন কয়েদী আসিল। আমি ও আমার বোন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহেবযাদী হযরত ফাতেমা (রাযিঃ)—আমরা এই তিনজন তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইয়া নিজেদের কষ্টের কথা বলিলাম এবং খেদমতের জন্য কয়েকজন কয়েদী চাহিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, খাদেম পাওয়ার ব্যাপারে বদরের যুদ্ধের এতীমগণ তোমাদের অপেক্ষা অগ্রগণ্য। অতএব আমি তোমাদেরকে খাদেম অপেক্ষা উত্তম জিনিস বলিয়া দিতেছি। প্রত্যেক নামাযের পর সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার এই তিনটি কলেমার প্রত্যেকটিকে তেত্রিশবার করিয়া এবং একবার

لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

পড়িয়া লইও। (আবু দাউদ)

٢٧- عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيْبُ قَائِلُهُنَّ، أَوْ فَاعِلُهُنَّ: ثَلَاثًا وَّثَلَاثِيْنَ تَسْبِيْحَةً، وَثَلَاثًا وَّثَلَاثِيْنَ تَحْمِيْدَةً، وَّأَرْبَعًا وَّثَلَاثِيْنَ تَكْبِيْرَةً فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ. رواه مسلم، باب استحباب الذكر بعد الصلاة.....، رقم:١٣٥٠

২৭. হযরত কা'ব ইবনে উজরা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নামাযের পর পড়া হয় কতিপয় কলেমা এমন রহিয়াছে যাহার পাঠকারী কখনও বঞ্চিত হয় না। সেই কলেমাগুলি এই—প্রত্যেক নামাযের পর সুবহানাল্লাহ তেত্রিশবার, আলহামদুলিল্লাহ তেত্রিশবার এবং আল্লাহু আকবার চৌত্রিশবার। (মুসলিম)

٢٨- عَنِ السَّائِبِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا زَوَّجَهُ فَاطِمَةَ بَعَثَ مَعَهُ بِخَمِيْلَةٍ، وَوِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيْفٌ، وَرَحَيَيْنِ وَسِقَاءٍ، وَجَرَّتَيْنِ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لِفَاطِمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا ذَاتَ يَوْمٍ: وَاللّٰهِ لَقَدْ سَنَوْتُ حَتّٰى لَقَدِ اشْتَكَيْتُ صَدْرِي، قَالَ: وَقَدْ جَاءَ اللّٰهُ أَبَاكِ بِسَبْيٍ فَاذْهَبِيْ فَاسْتَخْدِمِيْهِ، فَقَالَتْ: وَأَنَا وَاللّٰهِ قَدْ طَحَنْتُ حَتّٰى مَجِلَتْ يَدَايَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكِ أَيْ بُنَيَّةُ؟ قَالَتْ: جِئْتُ لِأُسَلِّمَ عَلَيْكَ وَاسْتَحْيَتْ أَنْ تَسْأَلَهُ وَرَجَعَتْ فَقَالَ: مَا فَعَلْتِ، قَالَتْ: اسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ، فَأَتَيْنَاهُ جَمِيْعًا، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! لَقَدْ سَنَوْتُ حَتّٰى اشْتَكَيْتُ صَدْرِي، وَقَالَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا: قَدْ طَحَنْتُ قَدْ طَحَنْتُ حَتّٰى مَجِلَتْ يَدَايَ، وَقَدْ جَاءَكَ اللّٰهُ بِسَبْيٍ وَسَعَةٍ فَأَخْدِمْنَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: وَاللّٰهِ لَا أُعْطِيْكُمَا وَأَدَعُ أَهْلَ الصُّفَّةِ تُطْوٰى بُطُوْنُهُمْ لَا أَجِدُ مَا أُنْفِقُ عَلَيْهِمْ، وَلٰكِنِّي أَبِيْعُهُمْ وَأُنْفِقُ عَلَيْهِمْ أَثْمَانَهُمْ، فَرَجَعَا فَأَتَاهُمَا النَّبِيُّ ﷺ، وَقَدْ دَخَلَا فِيْ قَطِيْفَتِهِمَا إِذَا غَطَّيَا رُؤُوْسَهُمَا تَكَشَّفَتْ أَقْدَامُهُمَا، وَإِذَا غَطَّيَا أَقْدَامَهُمَا تَكَشَّفَتْ رُؤُوْسُهُمَا فَثَارَا، فَقَالَ: مَكَانَكُمَا. ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمَا بِخَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَانِي؟ قَالَا: بَلٰى، فَقَالَ: كَلِمَاتٌ عَلَّمَنِيْهِنَّ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: تُسَبِّحَانِ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا، وَتَحْمَدَانِ عَشْرًا، وَتُكَبِّرَانِ عَشْرًا، وَإِذَا أَوَيْتُمَا إِلٰى فِرَاشِكُمَا فَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ، وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ، وَكَبِّرَا أَرْبَعًا وَثَلَاثِيْنَ. قَالَ: فَوَاللّٰهِ مَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ عَلَّمَنِيْهِنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ. قَالَ: فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْكَوَّاءِ: وَلَا لَيْلَةَ صِفِّيْنَ، فَقَالَ: قَاتَلَكُمُ اللّٰهُ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ نَعَمْ، وَلَا لَيْلَةَ صِفِّيْنَ. رواه أحمد ١/١٠٦

২৮. হযরত সায়েব (রাযিঃ) বলেন, হযরত আলী (রাযিঃ) বলিয়াছেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সহিত হযরত ফাতেমা (রাযিঃ)কে বিবাহ দেন তখন হযরত ফাতেমা

(রাযিঃ)এর সঙ্গে একটি চাদর, একটি চামড়ার বালিশ যাহার মধ্যে খেজুরের ছাল ভর্তি ছিল, দুইটি যাঁতা, একটি মশক ও দুইটি মটকা দিলেন। হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, আমি একদিন হযরত ফাতেমা (রাযিঃ)কে বলিলাম, আল্লাহর কসম, কুয়া হইতে বালতি টানিতে টানিতে আমার বুকে ব্যথা হইয়া গিয়াছে, তোমার পিতার নিকট আল্লাহ তায়ালা কিছু কয়েদী পাঠাইয়াছেন। তাঁহার খেদমতে যাইয়া একজন খাদেম চাহিয়া লও। হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) বলিলেন, যাঁতা চালানোর দরুন আমার হাতেও গিঁট পড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আমার প্রিয় বেটি, কি মনে করিয়া আসিয়াছ? হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) বলিলেন, সালাম করিতে আসিয়াছি। লজ্জার দরুন প্রয়োজনের কথা বলিতে পারিলেন না। এমনিই ফিরিয়া আসিলেন। হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি করিয়াছ? তিনি বলিলেন, লজ্জার দরুন খাদেম চাহিতে পারি নাই। অতঃপর আমরা উভয়েই একত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ কুয়া হইতে পানি টানিতে টানিতে আমার বুকে ব্যথা হইয়া গিয়াছে। হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, যাঁতা ঘুরাইতে ঘুরাইতে আমার হাতে গিঁট পড়িয়া গিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা আপনার নিকট কয়েদী পাঠাইয়াছেন এবং কিছু সচ্ছলতা দান করিয়াছেন। কাজেই আমাদিগকেও একজন খাদেম দান করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আল্লাহর কসম, আহলে সুফফার লোকজন ক্ষুধার কারণে তাহাদের পেটের চামড়ায় ভাঁজ পড়িয়া রহিয়াছে। তাহাদের উপর খরচ করার মত আমার নিকট আর কিছুই নাই, কাজেই এই সকল গোলাম বিক্রয় করিয়া উহার মূল্য সুফফার লোকদের উপর ব্যয় করিব। ইহা শুনিয়া আমরা উভয়ে ফিরিয়া আসিলাম। রাত্রে আমরা দুইজন ছোট একটি কম্বল জড়াইয়া শুইয়াছিলাম। যখন উহা দ্বারা মাথা ঢাকিতাম তখন পা খুলিয়া যাইত, আর যখন পা ঢাকিতাম মাথা খুলিয়া যাইত। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আসিলেন। আমরা তাড়াতাড়ি উঠিতে চাহিলাম, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা নিজের জায়গায় শুইয়া থাক। তারপর বলিলেন, তোমরা আমার নিকট যে খাদেম চাহিয়াছ, তোমাদিগকে উহা হইতে উত্তম জিনিস বলিয়া দিব কি? আমরা

আরজ করিলাম, অবশ্যই বলিয়া দিন। এরশাদ করিলেন, এই কয়েকটি কলেমা জিবরাঈল (আঃ) আমাকে শিখাইয়াছেন। তোমরা উভয়ে প্রত্যেক নামাযের পর দশবার সুবহানাল্লাহ, দশবার আলহামদুলিল্লাহ, দশবার আল্লাহু আকবার পড়িয়া লইও। আর যখন বিছানায় শুইয়া পড় তখন তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আলহামদুলিল্লাহ এবং চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার পড়িও।

হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, যেদিন হইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এই কলেমাগুলি শিক্ষা দিয়াছেন সেদিন হইতে আমি কখনও উহা ছাড়ি নাই। ইবনে কাওয়া (রহঃ) হযরত আলী (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, সিফফীনের যুদ্ধের রাত্রেও কি আপনি উহা পড়া ছাড়েন নাই? তিনি বলিলেন, হে ইরাকবাসী, তোমার উপর আল্লাহর মার পড়ুক, সিফফীনের রাত্রেও আমি এই কলেমাগুলি ছাড়ি নাই। (মুসনাদে আহমাদ)

٢٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: خَصْلَتَانِ لَا يُحْصِيْهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ، هُمَا يَسِيْرٌ، وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيْلٌ يُسَبِّحُ اللّٰهَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا، وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا، وَيُكَبِّرُ عَشْرًا قَالَ: فَأَنَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ، قَالَ: فَقَالَ: خَمْسُوْنَ وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ، وَأَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ فِي الْمِيْزَانِ، وَإِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ سَبَّحَ وَحَمِدَ وَكَبَّرَ مِائَةً، فَتِلْكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ، وَأَلْفٌ فِي الْمِيْزَانِ فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ أَلْفَيْنِ وَخَمْسَمِائَةِ سَيِّئَةٍ، قَالَ: كَيْفَ لَا يُحْصِيْهِمَا؟ قَالَ: يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ، وَهُوَ فِي صَلَاةٍ، فَيَقُوْلُ: اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا، حَتّٰى شَغَلَهُ وَلَعَلَّهُ أَنْ لَا يَعْقِلَ، وَيَأْتِيْهِ فِي مَضْجَعِهِ فَلَا يَزَالُ يُنَوِّمُهُ حَتّٰى يَنَامَ. رواه ابن حبان، قال المحقق: حديث صحيح ٣٥٤/٥

২৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দুইটি অভ্যাস এমন রহিয়াছে, যে কোন মুসলমান উহার পাবন্দী করিবে সে জান্নাতে অবশ্যই প্রবেশ করিবে। সেই দুইটি অভ্যাস অত্যন্ত সহজ, কিন্তু উহার উপর আমলকারী অত্যন্ত কম। একটি এই যে, প্রত্যেক নামাযের

পর দশবার সুবহানাল্লাহ, দশবার আলহামদুলিল্লাহ, দশবার আল্লাহু আকবার পড়িবে। হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছি যে, নিজ অঙ্গুলীর উপর তিনি উহা গুণিতেছিলেন। এইভাবে (তিনটি কলেমা প্রতেক নামাযের পর দশবার করিয়া) পড়ার দ্বারা একশত পঞ্চাশবার হইবে, কিন্তু আমল ওজন করার পাল্লায় (দশগুণ বৃদ্ধির কারণে) পনের শত হইয়া যাইবে। দ্বিতীয় অভ্যাস এই যে, যখন শুইবার জন্য বিছানায় যাইবে তখন সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ এবং আল্লাহু আকবার একশতবার পড়িবে। (অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ তেত্রিশবার, আলহামদুলিল্লাহ তেত্রিশবার এবং আল্লাহু আকবার চৌত্রিশবার) এরূপে একশত কলেমা পড়া হইলেও সওয়াবের হিসাবে একহাজার নেকী হইল। (এখন ইহা ও সারা দিনে নামাযের পরের সংখ্যা মিলাইয়া মোট দুই হাজার পাঁচশত নেকী হইয়া গেল।) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, সারাদিনে দুই হাজার পাঁচশত গুনাহ কে করে? অর্থাৎ এই পরিমাণ গুনাহ হয় না অথচ দুই হাজার পাঁচশত নেকী লেখা হইয়া যায়।

হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই অভ্যাসগুলির উপর আমলকারী কম হওয়ার কারণ কি? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, (কারণ এই যে,) শয়তান নামাযের মধ্যে আসিয়া বলে, অমুক প্রয়োজন বা অমুক কথা স্মরণ কর। অবশেষে তাহাকে এই সমস্ত খেয়ালে মশগুল করিয়া দেয়, যেন এই কলেমাগুলি পড়ার কথা খেয়াল না থাকে। আর শয়তান বিছানায় আসিয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইতে থাকে। এইভাবে সে এই কলেমাগুলি না পড়িয়াই ঘুমাইয়া পড়ে। (ইবনে হিব্বান)

٣٠- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَخَذَ بِيَدِهٖ وَقَالَ: يَا مُعَاذُ! وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاُحِبُّكَ، فَقَالَ: اُوْصِيْكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ! اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ. رواه ابوداؤد، باب فى الاستغفار، رقم:١٥٢٢

৩০. হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার হাত ধরিয়া এরশাদ করিয়াছেন, হে মুআয, আল্লাহর কসম, তোমাকে আমি মহব্বত করি। অতঃপর বলিলেন, আমি তোমাকে অসিয়ত করিতেছি যে, কোন

নামাযের পর ইহা পড়িতে ছাড়িও না—

اَللّٰهُمَّ أَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ, আমাকে সাহায্য করুন, যেন আমি আপনার যিকির করি, আপনার শোকর করি এবং উত্তমরূপে আপনার এবাদত করি। (আবু দাউদ)

٣١- عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ، لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا اَنْ يَمُوْتَ. رواه النسائى فى عمل اليوم والليلة، رقم: ١٠٠، وفى رواية: وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط بأسانيد وأحدها جيد، مجمع الزوائد ١٢٨/١٠

৩১. হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পড়িবে তাহার জান্নাতে প্রবেশ করিতে শুধু মৃত্যুই বাধা হইয়া রহিয়াছে। এক রেওয়ায়াতে আয়াতুল কুরসীর সহিত সূরা কুল হুয়াল্লাহু আহাদ পড়ার কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে। (তাবারানী,মাজমায়ে যাওয়ায়েদ, আমালুল ইয়াউমে ওয়াল লাইলাহ)

٣٢- عَنْ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِىْ دُبُرِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ كَانَ فِىْ ذِمَّةِ اللّٰهِ إِلَى الصَّلَاةِ الْأُخْرٰى. رواه الطبرانى وإسناده حسن، مجمع الزوائد ١٢٨/١٠

৩২. হযরত হাসান ইবনে আলী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি ফরয নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পড়িয়া লয় সে পরবর্তী নামায পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার হেফাজতে থাকে। (তাবারানী ও মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٣٣- عَنْ اَبِىْ أَيُّوْبَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ نَبِيِّكُمْ ﷺ إِلَّا سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ حِيْنَ يَنْصَرِفُ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ خَطَايَاىَ وَذُنُوْبِىْ كُلَّهَا، اَللّٰهُمَّ وَانْعَشْنِىْ وَاجْبُرْنِىْ وَاهْدِنِىْ لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ وَالْأَخْلَاقِ، لَا يَهْدِىْ لِصَالِحِهَا، وَلَا يَصْرِفُ سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ. رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط وإسناده جيد، مجمع الزوائد ١٤٥/١٠

৩৩. হযরত আবু আইয়ুব (রাযিঃ) বলেন, আমি যখনই তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে নামায পড়িয়াছি, তাঁহাকে নামায শেষ করিয়া এই দোয়া পড়িতে শুনিয়াছি—

اللّٰهُمَّ اغْفِرْ خَطَايَایَ وَذُنُوْبِیْ كُلَّهَا، اللّٰهُمَّ وَانْعَشْنِیْ وَاجْبُرْنِیْ وَاهْدِنِیْ لِصَالِحِ الْاَعْمَالِ وَالْاَخْلَاقِ، لَا يَهْدِیْ لِصَالِحِهَا، وَلَا يَصْرِفُ سَيِّئَهَا اِلَّا اَنْتَ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ, আমার সমস্ত ভুল–ভ্রান্তি ও গুনাহ মাফ করিয়া দিন, আয় আল্লাহ, আমাকে উন্নতি দান করুন, আমার ত্রুটি–বিচ্যুতি দূর করিয়া দিন, এবং আমাকে উত্তম আমল ও উত্তম আখলাকের তৌফিক নসীব করুন, কারণ উত্তম আমল ও উত্তম আখলাকের প্রতি হেদায়াত আপনি ব্যতীত আর কেহ দিতে পারে না, এবং খারাপ আমল ও খারাপ আখলাক আপনি ব্যতীত আর কেহ দূর করিতে পারে না।

(তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٣٤- عَنْ اَبِیْ مُوْسٰی رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَلَّی الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ. رواه البخاری، باب فضل صلوة الفجر، رقم:٥٧٤

৩৪. হযরত আবু মূসা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি দুই ঠাণ্ডার সময়ের নামায আদায় করে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। (বোখারী)

ফায়দা ঃ দুই ঠাণ্ডার সময়ের নামায বলিতে ফজর ও আসরের নামায বুঝানো হইয়াছে। ফজর ঠাণ্ডার সময়ের শেষের দিকে ও আসর ঠাণ্ডার সময়ের শুরুতে আদায় করা হয়। এই দুই নামাযকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হইল, ফজরের নামায নিদ্রার আধিক্যের কারণে এবং আসরের নামায কাজ–কারবারে ব্যস্ততার দরুন আদায় করা কঠিন হইয়া যায়। অতএব যে ব্যক্তি এই দুই নামাযের পাবন্দী করিবে সে অবশ্যই বাকি তিন নামাযেরও পাবন্দী করিবে। (মেরকাত)

٣٥- عَنْ رُوَيْبَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: لَنْ يَلِجَ النَّارَ اَحَدٌ صَلّٰی قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا، يَعْنِی الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ. رواه مسلم، باب فضل صلاتی الصبح والعصر..... رقم:١٤٣٦

৩৫. হযরত রুআইবাহ (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি সূর্য উদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে নামায আদায় করে—অর্থাৎ ফজর ও আসরের নামায, সে জাহান্নামে প্রবেশ করিবে না। (মুসলিম)

٣٦- عَنْ اَبِیْ ذَرٍّ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ قَالَ فِی دُبُرِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَهُوَ ثَانٍ رِجْلَيْهِ قَبْلَ اَنْ يَتَكَلَّمَ: لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، عَشْرَ مَرَّاتٍ كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَمُحِيَ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَ يَوْمَهُ ذٰلِكَ كُلَّهُ فِیْ حِرْزٍ مِنْ كُلِّ مَكْرُوْهٍ وَحُرِسَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَلَمْ يَنْبَغِ لِذَنْبٍ اَنْ يُدْرِكَهُ فِیْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ اِلَّا الشِّرْكَ بِاللّٰهِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، باب فى ثواب كلمة التوحيد.....، رقم:٣٤٧٤ ورواه النسائى فى عمل اليوم والليلة، رقم:١١٧وذكر بِيَدِهِ الْخَيْرُ مكان يُحْيِي وَيُمِيْتُ، وزاد فيه: وَكَانَ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ قَالَهَا عِتْقُ رَقَبَةٍ، رقم:١٢٧ ورواه النسائى أيضا فى عمل اليوم والليلة من حديث معاذ، وزاد فيه: وَمَنْ قَالَهُنَّ حِيْنَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ اُعْطِيَ مِثْلَ ذٰلِكَ فِی لَيْلَتِهِ. رقم:١٢٦

৩৬. হযরত আবু যার (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি ফজরের পর (যেভাবে নামাযে বসে সেভাবে) হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া কাহারো সহিত কথা বলার পূর্বে দশবার (নিম্নোক্ত কলেমাগুলি) পড়িয়া লয়। এক রেওয়ায়াতে আছে, আসরের নামাযের পরও দশবার পড়িয়া লয়, তাহার জন্য দশটি নেকী লিখিয়া দেওয়া হয়, দশটি গুনাহ মুছিয়া দেওয়া হয়, দশটি মর্তবা বুলন্দ করিয়া দেওয়া হয়। সারাদিন সে অবাঞ্ছিত ও অপছন্দনীয় জিনিস হইতে নিরাপদ থাকে। এই কলেমাগুলি শয়তান হইতে বাঁচাইবার জন্য পাহারাদারীর কাজ করে এবং সেদিন শিরক ব্যতীত আর কোন গুনাহ তাহাকে ধ্বংস করিতে পারিবে না। এক রেওয়ায়াতে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রত্যেক কলেমা পড়ার বিনিময়ে একটি করিয়া গোলাম আযাদ করার সওয়াব লাভ হয় এবং আসরের পর পড়ার দ্বারাও রাতভর সেরূপ সওয়াব লাভ হয় যেরূপ ফজরের পর পড়ার দ্বারা দিনভর

লাভ হয়। (কলেমাগুলি নিম্নরূপ)—

لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔

এক রেওয়ায়াতে يُحْيِىْ وَ يُمِيْتُ এর পরিবর্তে بِيَدِهِ الْخَيْرُ আসিয়াছে।

অর্থ ঃ আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নাই, তিনি আপন সত্তা ও গুণাবলীর মধ্যে একক, কেহ তাঁহার অংশীদার নাই। দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্ত রাজত্ব তাহারই, তাহারই হাতে সকল কল্যাণ। সকল প্রশংসা তাহারই জন্য তিনিই জীবন দান করেন, তিনিই মৃত্যু দান করেন, তিনি সকল জিনিসের উপর ক্ষমতাবান। (তিরমিযী)

٣٧- عَنْ جُنْدُبِ الْقَسْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِيْ ذِمَّةِ اللّٰهِ، فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللّٰهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبْهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكْهُ، ثُمَّ يَكُبَّهُ عَلٰى وَجْهِهِ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ رواه مسلم، باب فضل صلاة العشاء.....، رقم:١٤٩٤

৩৭. হযরত জুন্দুব কাসরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামায আদায় করে সে আল্লাহ তায়ালার হেফাজতে আসিয়া যায়। (অতএব তাহাকে কষ্ট দিও না) এবং এই ব্যাপারে সতর্ক থাকিও যে, আল্লাহ তায়ালা যাহাকে আপন হেফাজতে লইয়াছেন তাহাকে কষ্ট দেওয়ার কারণে তিনি যেন তোমার নিকট কোন জিনিসের দাবী না করিয়া বসেন, কারণ আল্লাহ তায়ালা যাহাকে আপন হেফাজতে লইয়াছেন, তাহার ব্যাপারে যাহার নিকট কোন প্রকার দাবী করিবেন তাহাকে পাকড়াও করিবেন, অতঃপর তাহাকে উপুড় করিয়া জাহান্নামের আগুনে ফেলিয়া দিবেন। (মুসলিম)

٣٨- عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الْحَارِثِ التَّمِيْمِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ أَسَرَّ إِلَيْهِ فَقَالَ: إِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقُلْ: اَللّٰهُمَّ أَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذٰلِكَ ثُمَّ مُتَّ فِيْ لَيْلَتِكَ كُتِبَ لَكَ جِوَارٌ مِنْهَا، وَإِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَقُلْ كَذٰلِكَ، فَإِنَّكَ إِنْ مُتَّ فِيْ يَوْمِكَ كُتِبَ لَكَ جِوَارٌ مِنْهَا. رواه أبو داود، باب ما يقول إذا أصبح، رقم:٥٠٧٩

৩৮. হযরত মুসলিম ইবনে হারেস তামীমী (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে চুপে চুপে বলিলেন, যখন তুমি মাগরিবের নামায হইতে ফারেগ হইয়া যাও তখন সাতবার এই দোয়া পড়িয়া লইও—

اللّٰهُمَّ أَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ, আমাকে দোযখ হইতে নিরাপদ রাখিও। যদি তুমি ইহা পড়িয়া লও আর সেই রাত্রে তোমার মৃত্যু আসিয়া যায় তবে দোযখ হইতে নিরাপদ থাকিবে। যদি এই দোয়া সাতবার ফজরের নামাযের পরও পড়িয়া লও, আর সেই দিন তোমার মৃত্যু আসিয়া যায় তবে দোযখ হইতে নিরাপদ থাকিবে। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপে চুপে এই জন্য বলিয়াছেন যেন শ্রোতার মনে উহার গুরুত্ব পয়দা হয়।(বজঃ মাজহুদ)

٣٩- عَنْ أُمِّ فَرْوَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ فِيْ أَوَّلِ وَقْتِهَا. رواه أبوداؤد، باب المحافظة على الصلوات، رقم:٤٢٦

৩৯. হযরত উম্মে ফারওয়া (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইল, সবচেয়ে উত্তম আমল কি? তিনি এরশাদ করিলেন, ওয়াক্তের শুরুতে নামায আদায় করা। (আবু দাউদ)

٤٠- عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ! أَوْتِرُوْا فَإِنَّ اللّٰهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ. رواه أبوداؤد، باب استحباب الوتر، رقم:١٤١٦

৪০. হযরত আলী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হে কুরআনওয়ালাগণ, অর্থাৎ হে মুসলমানগণ, তোমরা বিতর নামায পড়িও। কারণ আল্লাহ তায়ালা বিতর অর্থাৎ বেজোড়। অতএব তিনি বিতর পড়াকে পছন্দ করেন। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ বিতর বেজোড় সংখ্যাকে বলা হয়। আল্লাহ তায়ালা বিতর হওয়ার অর্থ হইল, তাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই। বিতর পড়াকে পছন্দ করার কারণও ইহাই যে, এই নামাযের রাকাত বেজোড়।

(মাজমায়ে বিহারিল আনওয়ার)

٤١- عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ، وَهِيَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، وَهِيَ الْوِتْرُ، فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِيْمَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوْعِ الْفَجْرِ. رواه أبوداوٗد، باب استحباب الوتر، رقم:١٤١٨

৪১. হযরত খারেজাহ ইবনে হোযাফা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আসিলেন এবং এরশাদ করিলেন যে, আল্লাহ তায়ালা আরেকটি নামায তোমাদিগকে দান করিয়াছেন যাহা তোমাদের জন্য লালবর্ণের উটের পাল হইতে উত্তম। আর তাহা বেতরের নামায। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য উহা আদায়ের সময় এশার নামাযের পর হইতে ফজর পর্যন্ত নির্ধারণ করিয়াছেন। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ আরবদের নিকট লালবর্ণের উট অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ মনে করা হইত।

٤٢- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: أَوْصَانِيْ خَلِيْلِيْ ﷺ بِثَلَاثٍ: بِصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ، وَرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ.

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد٢/ ٤٦٠

৪২. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বলেন, আমাকে আমার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন বিষয়ের অসীয়ত করিয়াছেন, প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোযা রাখা, শুইবার আগে বেতর পড়িয়া লওয়া এবং ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত আদায় করা।(তাবারানী, মাজঃ যাওয়ায়েদ)

ফায়দা ঃ যাহাদের রাত্রে উঠার অভ্যাস আছে তাহাদের জন্য (রাত্রে তাহাজ্জুদের সময়) উঠিয়া বেতর পড়া উত্তম। আর যদি রাত্রে উঠার অভ্যাস না থাকে তবে ঘুমাইবার পূর্বেই বেতর পড়িয়া লওয়া উচিত।

٤٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا طُهُوْرَ لَهُ، وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا صَلَاةَ لَهُ، إِنَّمَا مَوْضِعُ الصَّلَاةِ مِنَ الدِّيْنِ كَمَوْضِعِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ. رواه الطبراني في الأوسط والصغير وقال: تفرد به الحسين بن الحكم الحِبَرِي، الترغيب١/ ٢٤٦

৪৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমানতদার নহে সে কামেল ঈমানদার নহে। যাহার অযূ নাই তাহার নামায আদায় হয় নাই। আর যে ব্যক্তি নামায পড়ে না তাহার কোন দ্বীন নাই। দ্বীনের মধ্যে নামাযের মর্যাদা এমন যেমন শরীরের মধ্যে মাথার মর্যাদা। অর্থাৎ মাথা ব্যতীত যেমন মানুষ জীবিত থাকিতে পারে না তদ্রুপ নামায ব্যতীত দ্বীন বাকি থাকিতে পারে না। (তাবারানী, তারগীব)

٤٤- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ. رواه

مسلم، باب بيان إطلاق اسم الكفر رقم:٢٤٧

৪৪. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, নামায ছাড়িয়া দেওয়া মুসলমানকে কুফর ও শিরক পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ ওলামায়ে কেরাম এই হাদীসের কয়েকটি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি এই যে, বেনামাযী গুনাহের কাজে নির্ভীক হইয়া যায়। এই কারণে তাহার কুফরীতে দাখেল হইয়া যাওয়ার আশংকা থাকে। দ্বিতীয় এই যে, বেনামাযীর জন্য বেঈমান হইয়া মৃত্যুর আশংকা রহিয়াছে। (মেরকাত)

٤٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ لَقِىَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ. رواه البزار والطبرانى فى الكبير،

وفيه: سهل بن محمود ذكره ابن أبى حاتم وقال: روى عنه أحمد بن ابراهيم الدورقى و سعدان بن يزيد، قلت: وروى عنه محمد بن عبد الله المخرمى ولم يتكلم فيه أحد، وبقية رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٢/٢٦

৪৫. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি নামায ছাড়িয়া দেয় সে আল্লাহর সহিত এমনভাবে সাক্ষাৎ করিবে যে, আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি অত্যাধিক নারাজ থাকিবেন।

(বায্যার, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٤٦- عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده صحيح ٤: ٣٣٠

৪৬. হযরত নাওফাল ইবনে মুআবিয়া (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যাহার এক ওয়াক্ত নামায ছুটিয়া গেল তাহার যেন ঘরবাড়ী পরিবার পরিজন ও মালদৌলত সবই ছিনাইয়া লওয়া হইল। (ইবনে হিব্বান)

٤٧- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِيْنَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. رواه أبو داود، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، رقم:٤٩٥

৪৭. হযরত আমর ইবনে শোআইব তাহার পিতা হইতে এবং তিনি তাহার পিতা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিজ সন্তানদিগকে সাত বৎসর বয়সে নামাযের হুকুম কর। দশ বৎসর বয়সে নামায না পড়িলে তাহাদেরকে মার এবং এই বয়সে (ভাইবোনের) বিছানা পৃথক করিয়া দাও। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ মারধর করিতে ইহার খেয়াল রাখিবে যেন, শারীরিক কোন ক্ষতি না হয়।

জামাতের সহিত নামায আদায়

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: ﴿وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ﴾ [البقرة:٤٣]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—এবং নামায কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর, আর রুকু করণেওয়ালাদের সঙ্গে রুকু কর অর্থাৎ জামাতের সহিত নামায আদায় কর। (সূরা বাকারাহ)

হাদীস শরীফ

٤٨- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اَلْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ، وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، وَشَاهِدُ الصَّلَاةِ يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُوْنَ صَلَاةً، وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا. رواه أبو داود، باب رفع الصوت بالأذان، رقم:٥١٥

৪৮. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুয়ায্যিনের গুনাহ ঐ স্থান পর্যন্ত মাফ করিয়া দেওয়া হয় যেস্থান পর্যন্ত তাহার আযানের আওয়াজ পৌঁছায়। (অর্থাৎ যদি এত দূর পর্যন্ত জায়গা তাহার গুনাহ দ্বারা ভরিয়া যায় তবুও সমুদয় গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয়) প্রাণী ও নিষ্প্রাণ যাহারাই মুয়াযযিনের আওয়াজ শুনিতে পায় তাহারা সকলেই কেয়ামতের দিন তাহার পক্ষে সাক্ষ্য দান করিবে। মুয়াযযিনের আওয়াজ শুনিয়া যাহারা নামায পড়িতে আসে তাহাদের জন্য পঁচিশ নামাযের সওয়াব লিখিয়া দেওয়া হয় এবং এক নামায হইতে বিগত নামায পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয়। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ কোন কোন ওলামাদের মতে পঁচিশ নামাযের সওয়াব মুয়াযযিনের জন্য এবং তাহার এক আযান হইতে বিগত আযান পর্যন্ত মধ্যবর্তী গুনাহসমূহ মাফ হইয়া যায়। (বযলুল মাজহুদ)

٤٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: يُغْفَرُ لِلْمُؤَذِّنِ مُنْتَهٰى أَذَانِهِ، وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَّيَابِسٍ سَمِعَ صَوْتَهُ. رواه أحمد والطبراني في الكبير والبزار إلا أنه قال: وَيُجِيْبُهُ كُلُّ رَطْبٍ وَّيَابِسٍ ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٢/٨١

৪৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে স্থান পর্যন্ত মুয়াযযিনের আওয়াজ পৌঁছে, সে স্থান পর্যন্ত তাহার মাগফিরাত করিয়া দেওয়া হয়। প্রত্যেক প্রাণী ও নিষ্প্রাণ যাহারাই তাহার আযান শুনিতে পায় তাহার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করে। এক রেওয়ায়াতে আছে, প্রত্যেক প্রাণী ও নিষ্প্রাণ জিনিস তাহার আযানের জওয়াব দেয়।

(মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী, বাযযার, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٥٠- عَنْ أَبِيْ صَعْصَعَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ أَبُوْسَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: إِذَا كُنْتَ فِي الْبَوَادِيْ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: لَا يَسْمَعُ صَوْتَهُ شَجَرٌ، وَلَا مَدَرٌ، وَلَا حَجَرٌ، وَلَا جِنٌّ، وَلَا إِنْسٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ. رواه ابن خزيمة ١/٢٠٣

৫০. হযরত আবু সা'সাআহ (রাযিঃ) বলেন, হযরত আবু সাঈদ (রাযিঃ) (আমাকে) বলিয়াছেন, তুমি যখন ময়দানে থাক তখন উচ্চস্বরে আযান দিও, কারণ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে গাছ, মাটির ঢিলা, পাথর জ্বিন ও ইনসান মুয়াযযিনের আওয়াজ শুনিতে পায় তাহারা সকলে কেয়ামতের দিন মুয়াযযিনের পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। (ইবনে খুযাইমাহ)

٥١- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ، وَالْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ بِمَدِّ صَوْتِهِ، وَيُصَدِّقُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطْبٍ وَّيَابِسٍ، وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلّٰى مَعَهُ. رواه النسائي، باب رفع الصوت بالأذان، رقم:٦٤٧

৫১. হযরত বারা ইবনে আযেব (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন,

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা প্রথম কাতারে যাহারা শরীক হয় তাহাদের উপর রহমত নাযিল করেন, ফেরেশতাগণ তাহাদের জন্য রহমতের দোয়া করেন, এবং মুয়াযযিন যত বেশী তাহাদের আওয়াজকে উঁচা করে ততবেশী তাহার গুনাহকে মাফ করিয়া দেওয়া হয়। যে সমস্ত প্রাণী বা নিষ্প্রাণ জিনিস তাহার আযান শুনে সকলে তাহার সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করে এবং মুয়াযযিন সেই সকল নামাযীদের সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করে যাহারা তাহার সহিত নামায আদায় করিয়াছে। (নাসায়ী)

ফায়দা ঃ কোন কোন ওলামায়ে কেরাম হাদীসের দ্বিতীয় বাক্যের অর্থ এরূপও বর্ণনা করিয়াছেন যে, আযানের স্থান হইতে আযানের আওয়াজ পৌঁছা পর্যন্ত মধ্যবর্তী স্থানে মুয়াযযিনের যত গুনাহ হইয়াছে সমুদয় গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয়। এক অর্থ ইহাও করা হইয়াছে যে, যেখান পর্যন্ত মুয়াযযিনের আযানের আওয়াজ পৌঁছে সেখান পর্যন্ত সমস্ত লোকের গুনাহ মুয়াযযিনের সুপারিশের দ্বারা মাফ করিয়া দেওয়া হইবে।

(বযলুল মাজহুদ)

٥٢- عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: الْمُؤَذِّنُوْنَ اَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه مسلم، باب فضل الأذان ...... رقم: ٨٥٢

৫২. হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, মুয়াযযিন কেয়ামতের দিন সর্বাপেক্ষা লম্বা ঘাড়ওয়ালা হইবে। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ ওলামায়ে কেরাম এই হাদীসের কয়েকটি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এক এই যে, যেহেতু মুয়াযযিনের আযান শুনিয়া সকলে নামাযের জন্য মসজিদে যায় সেহেতু নামাযীগণ অনুসারী ও মুয়াযযিন আসল হইল। আর যে আসল হয় সে সরদার হইয়া থাকে। অতএব মুয়াযযিনের ঘাড় লম্বা হইবে যেন তাহার মাথা সকলের উপরে দেখা যায়। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা এই যে, মুয়াযযিন যেহেতু অনেক বেশী সওয়াব লাভ করিবে সেহেতু সে নিজের অধিক সওয়াবের আগ্রহে বারবার ঘাড় উঠাইয়া দেখিবে। এই কারণে তাহার ঘাড় লম্বা দেখাইবে। তৃতীয় ব্যাখ্যা এই যে, মুয়াযযিনের ঘাড় উন্নত হইবে, কারণ সে নিজ আমলের উপর লজ্জিত হইবে না। যে লজ্জিত হয় তাহার ঘাড় ঝুকানো থাকে। চতুর্থ ব্যাখা এই যে, ঘাড় লম্বা হওয়ার অর্থ হইল, হাশরের ময়দানে মুয়াযযিনকে সকলের চাইতে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী দেখা যাইবে। কোন কোন ওলামায়ে কেরামের মতে

হাদীস শরীফের অর্থ এই যে, কেয়ামতের দিন মুয়াযযিন দ্রুতগতিতে জান্নাতের দিকে যাইবে। (নাভাভী)

٥٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَذَّنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَكُتِبَ لَهُ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ بِتَأْذِيْنِهِ سِتُّوْنَ حَسَنَةً وَبِإِقَامَتِهِ ثَلَاثُوْنَ حَسَنَةً. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي ١/٢٠٥

৫৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি বার বৎসর আযান দিয়াছে তাহার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে। তাহার জন্য প্রত্যেক আযানের বিনিময়ে ষাট নেকী লেখা হয় এবং প্রত্যেক একামতের বিনিময়ে ত্রিশ নেকী লেখা হয়। (মুসতাদরাকে হাকেম)

٥٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: ثَلَاثَةٌ لَا يَهُوْلُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ، وَلَا يَنَالُهُمُ الْحِسَابُ، هُمْ عَلٰى كَثِيْبٍ مِنْ مِسْكٍ حَتّٰى يُفْرَغَ مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِقِ: رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ، وَأَمَّ بِهِ قَوْمًا وَهُمْ رَاضُوْنَ بِهِ، وَدَاعٍ يَدْعُوْ إِلَى الصَّلَوَاتِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ، وَعَبْدٌ أَحْسَنَ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ وَفِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوَالِيْهِ. رواه الترمذي باختصار، وقد رواه الطبراني في الأوسط والصغير، وفيه: عبد

৫৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তিন ব্যক্তি এমন আছে যাহাদের জন্য কেয়ামতের কঠিন পেরেশানীর ভয় নাই, তাহাদের কোন হিসাব কিতাব দিতে হইবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত মাখলুক তাহাদের হিসাব কিতাব হইতে অবসর হইবে ততক্ষণ তাহারা মেশকের টিলার উপর ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবে। এক সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য কুরআন পড়িয়াছে এবং এমনভাবে ইমামতী করিয়াছে যে, মুক্তাদীগণ তাহার প্রতি সন্তুষ্ট রহিয়াছে। দ্বিতীয় সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য লোকদেরকে নামাযের জন্য ডাকে। তৃতীয় সেই ব্যক্তি যে নিজের রবের সহিতও ভাল সম্পর্কে রাখিয়াছে এবং নিজ অধীনস্থ লোকদের সহিতও ভাল সম্পর্ক রাখিয়াছে।

(তিরমিযী, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٥٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: ثَلَاثَةٌ عَلٰى كُثْبَانِ الْمِسْكِ -أُرَاهُ قَالَ- يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَغْبِطُهُمُ الْاَوَّلُوْنَ وَالْآخِرُوْنَ: رَجُلٌ يُنَادِيْ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَرَجُلٌ يَؤُمُّ قَوْمًا وَهُمْ بِهٖ رَاضُوْنَ، وَعَبْدٌ أَدّٰى حَقَّ اللّٰهِ وَحَقَّ مَوَالِيْهِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب أحاديث في صفة الثلاثة الذين يحبهم الله، رقم:٢٥٦٦

৫৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তিন প্রকারের লোক কেয়ামতের দিন মেশকের টিলার উপর অবস্থান করিবে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষ তাহাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হইবে। এক সেই ব্যক্তি যে প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য আযান দিত। দ্বিতীয় সেই ব্যক্তি যে লোকদের এমনভাবে ইমামতী করিয়াছে যে, তাহারা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট রহিয়াছে। তৃতীয় সেই গোলাম যে আল্লাহ তায়ালার হকও আদায় করিয়াছে আবার আপন মনিবের হকও আদায় করিয়াছে। (তিরমিযী)

٥٦- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اَللّٰهُمَّ! أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِيْنَ.

رواه أبو داود، باب ما يجب على المؤذن . . . ، رقم:٥١٧

৫৬. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ইমাম একজন দায়িত্ববান ব্যক্তি, আর মুয়াযযিনের উপর নির্ভর করা হয়। আয় আল্লাহ, ইমামদের পথ প্রদর্শন করুন, আর মুয়াযযিনদের মাগফিরাত করুন।

(আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ ইমাম দায়িত্ববান হওয়ার অর্থ এই যে, ইমামের উপর যেমন তাহার নিজের নামাযের দায়িত্ব আছে তেমনি মুক্তাদীদের নামাযেরও দায়িত্ব রহিয়াছে। কাজেই ইমামের জন্য যথাসম্ভব জাহেরী ও বাতেনীভাবে উত্তমরূপে নামায পড়ার চেষ্টা করা উচিত। এইজন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস শরীফে তাহাদের জন্য দোয়াও করিয়াছেন। 'মুয়াযযিনের উপর নির্ভর করা হয়' এর অর্থ এই যে, লোকেরা নামায রোযার সময়ের ব্যাপারে তাহার উপর আস্থা রাখিয়াছে। কাজেই মুয়াযযিনের জন্য সঠিক সময়ে আযান দেওয়া উচিত। যেহেতু কখনও

কখনও আযানের সময়ের ব্যাপারে মুয়াযযিনের দ্বারা ভুল হইয়া যায় সেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করিয়াছেন। (বযলুল মাজহুদ)

٥٧- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ، ذَهَبَ حَتّٰى يَكُوْنَ مَكَانَ الرَّوْحَاءِ قَالَ سُلَيْمَانُ رَحِمَهُ اللّٰهُ: فَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّوْحَاءِ؟ فَقَالَ: هِيَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ سِتَّةٌ وَّثَلَاثُوْنَ مِيْلًا. رواه مسلم، باب فضل الأذان ....، رقم:٨٥٤

৫৭. হযরত জাবের (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, শয়তান যখন নামাযের আযান শোনে তখন সে রাওহা নামক স্থান পর্যন্ত দূরে চলিয়া যায়। হযরত সুলাইমান (রহঃ) বলেন, আমি হযরত জাবের (রাযিঃ)এর নিকট রাওহা নামক স্থান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, উহা মদীনা হইতে ছত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত। (মুসলিম)

٥٨- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتّٰى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِيْنَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّأْذِيْنُ أَقْبَلَ، حَتّٰى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ، حَتّٰى إِذَا قُضِيَ التَّثْوِيْبُ أَقْبَلَ، حَتّٰى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ. يَقُوْلُ لَهُ: اذْكُرْ كَذَا، وَاذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ مِنْ قَبْلُ، حَتّٰى يَظَلَّ الرَّجُلُ مَا يَدْرِيْ كَمْ صَلّٰى. رواه مسلم، باب فضل الأذان ....، رقم:٨٥٩

৫৮. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন নামাযের জন্য আযান দেওয়া হয় তখন শয়তান সশব্দে বায়ু ত্যাগ করিতে করিতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া ভাগিয়া যায়, যেন আযান শুনিতে না হয়। আযান শেষ হইবার পর আবার ফিরিয়া আসে। যখন একামত বলা হয় তখন আবার সে ভাগিয়া যায়। একামত শেষ হইবার পর নামাযীর অন্তরে ওয়াসওয়াসা দিবার জন্য পুনরায় সে ফিরিয়া আসে। সুতরাং সে নামাযীকে বলে, এই কথা স্মরণ কর, এই কথা স্মরণ কর। এমন এমন কথা স্মরণ করায় যাহা নামাযের পূর্বে নামাযীর স্মরণ ছিল না। অবশেষে নামাযীর ইহাও

স্মরণ থাকে না যে, কত রাকাত হইয়াছে। (মুসলিম)

٥٩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا. (وهوجزء من الحديث) رواه البخاري، باب الاستهام في الأذان، رقم:٦١٥

৫৯. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যদি লোকেরা আযান ও প্রথম কাতারে (নামাযে)র সওয়াব জানিত এবং লটারী ব্যতীত আজান ও প্রথম কাতার হাসিল করা সম্ভব না হইত তবে তাহারা অবশ্যই লটারী করিত। (বোখারী)

٦٠- عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ بِأَرْضٍ قِيٍّ فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَتَوَضَّأْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً فَلْيَتَيَمَّمْ، فَإِنْ أَقَامَ صَلَّى مَعَهُ مَلَكَاهُ، وَإِنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ صَلَّى خَلْفَهُ مِنْ جُنُوْدِ اللّٰهِ مَا لَا يُرَى طَرَفَاهُ. رواه عبد الرزاق في مصنفه ١/٥١٠

৬০. হযরত সালমান ফারসী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যদি কেহ মাঠে থাকে আর নামাযের সময় হইয়া যায় তবে অযূ করিবে, আর যদি পানি না পায়, তবে তায়াম্মুম করিবে। অতঃপর যখন সে একামত বলিয়া নামায পড়ে তখন তাহার (আমলনামা লেখক) দুই ফেরেশতা তাহার সহিত নামায পড়ে। আর যদি আযান দেয়, তারপর একামত বলিয়া নামায পড়ে তবে তাহার পিছনে আল্লাহ তায়ালার বাহিনী অর্থাৎ ফেরেশতাদের এত বিরাট সংখ্যা নামায আদায় করে যাহার দুই কিনারা দৃষ্টিগোচর হয় না। (মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক)

٦١- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: يَعْجَبُ رَبُّكَ عَزَّوَجَلَّ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِيْ رَأْسِ شَظِيَّةٍ بِجَبَلٍ يُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ وَيُصَلِّيْ، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ: انْظُرُوْا إِلٰى عَبْدِيْ هٰذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيْمُ لِلصَّلَاةِ يَخَافُ مِنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِيْ وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ. رواه أبوداود، باب الأذان في السفر، رقم:١٢٠٣

৬১. হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, তোমাদের রব সেই বকরীর রাখালের প্রতি অত্যধিক খুশী হন, যে কোন পাহাড়ের চূড়ায় আযান দেয় এবং নামায আদায় করে। আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে বলেন, আমার এই বান্দাকে দেখ, আযান দিয়া নামায আদায় করিতেছে। সে এইসব আমার ভয়ে করিতেছে। আমি আমার বান্দাকে মাফ করিয়া দিলাম এবং তাহার জান্নাতে প্রবেশ করা সাব্যস্ত করিয়া দিলাম। (আবু দাউদ)

٦٢- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: ثِنْتَان لَا تُرَدَّان أَوْ قَلَّمَا تُرَدَّانِ: اَلدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ، وَعِنْدَ الْبَأْسِ حِيْنَ يُلْحِمُ بَعْضُهُ بَعْضًا. رواه أبوداود، باب الدعاء عند اللقاء، رقم: ٢٥٤٠

৬২. হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দুই সময়ে দোয়া ফেরৎ দেওয়া হয় না। এক আযানের সময়, দ্বিতীয় যখন যুদ্ধ প্রচণ্ড আকার ধারণ করে। (আবু দাউদ)

٦٣- عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ. رواه مسلم، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ...... رقم: ٨٥١

৬৩. হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি মুয়াযযিনের আযান শুনার সময় ইহা বলিবে—

وَأَنَاأَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا

তাহার গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে।

অর্থ ঃ আমিও সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই, তিনি এক, তাহার কোন শরীক নাই এবং এই সাক্ষ্য দিতেছি যে, (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তায়ালার বান্দা ও

রাসূল এবং আমি আল্লাহ তায়ালাকে রব স্বীকার করার উপর, (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে রাসূল স্বীকার করার উপর এবং ইসলামকে দ্বীন স্বীকার করার উপর সন্তুষ্ট আছি। (মুসলিম)

٦٤- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَقَامَ بِلَالٌ يُنَادِيْ فَلَمَّا سَكَتَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ قَالَ مِثْلَ هٰذَا يَقِيْنًا دَخَلَ الْجَنَّةَ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه

هكذا ووافقه الذهبي ١/٢٠٤

৬৪. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত ছিলাম। হযরত বেলাল (রাযিঃ) আযান দেওয়ার জন্য দাঁড়াইলেন। তিনি যখন আযান শেষ করিলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যে ব্যক্তি একীনের সহিত এই কলেমাগুলি বলিবে যাহা মুয়াযযিন বলিয়াছে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। (মুসতাদরাকে হাকেম)

ফায়দা ঃ এই রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, আযানের জওয়াব দাতা সেই শব্দগুলি পুনরাবৃত্তি করিবে যাহা মুয়াযযিন বলিয়াছে। অবশ্য হযরত ওমর (রাযিঃ)এর রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ ও حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ এর জওয়াবে لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ বলিতে হইবে। (মুসলিম)

٦٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّ الْمُؤَذِّنِيْنَ يَفْضُلُوْنَنَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: قُلْ كَمَا يَقُوْلُوْنَ فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَهْ. رواه أبوداود، باب ما يقول إذا سمع

الصمد بن عبد العزيز المقرى ذكره ابن حبان فى الثقات، مجمع الزوائد ٢/٨٥

৬৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) বলেন, এক ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, মুয়াযযিনগণ আজর ও সওয়াব হিসাবে আমাদের অপেক্ষা অগ্রগামী রহিয়াছে। (এমন কোন আমল আছে কি যে আমরাও মুয়াযযিনের ন্যায় ফজীলত হাসিল করিতে পারি?) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, সেই কলেমাগুলি বল যেগুলি মুয়াযযিন বলে। অতঃপর আযানের জওয়াব শেষ করিয়া দোয়া কর, (যাহা চাহিবে) তাহা দেওয়া হইবে। (আবু দাউদ)

٦٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ، فَقُوْلُوا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللّٰهَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِيْ إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ، وَأَرْجُوْ أَنْ أَكُوْنَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ. رواه مسلم، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ...، رقم: ٨٤٩

৬৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন, যখন মুয়াযযিনের আওয়াজ শুন তখন মুয়াযযিন যেরূপ বলে সেরূপ তোমরাও বল, অতঃপর আমার প্রতি দরূদ পাঠাও। যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠায় আল্লাহ তায়ালা ইহার বিনিময়ে দশটি রহমত প্রেরণ করেন। অতঃপর আমার জন্য আল্লাহর নিকট উসীলার দোয়া কর। কারণ উসীলা জান্নাতে একটি বিশেষ মর্যাদা, যাহা আল্লাহ তাআলার বান্দাগণের মধ্য হইতে একজনের জন্য নির্ধারণ করা হইয়াছে। আমি আশা করি সেই বান্দা আমিই হইব। যে ব্যক্তি আমার জন্য উসীলার দোয়া করিবে সে আমার শাফায়াতের হকদার হইবে। (মুসলিম)

٦٧- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا الَّذِيْ وَعَدْتَّهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه البخاري، باب الدعاء عند النداء، رقم: ٦١٤ ورواه البيهقي في سننه الكبرى، وزاد في آخره: إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ١/٤١٠

৬৭. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আযান শুনিয়া এই দোয়া করিবে—

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا الَّذِيْ وَعَدْتَّهُ، إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ

কেয়ামতের দিন তাহার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হইবে।

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ, এই পরিপূর্ণ দাওয়াত ও (আযানের পর) আদায়কৃত নামাযের রব, (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে উসীলা দান করুন এবং সম্মান দান করুন, এবং তাহাকে সেই মাকামে মাহমূদে পৌঁছাইয়া দিন যাহার ওয়াদা আপনি তাহার সহিত করিয়াছেন। নিঃসন্দেহে, আপনি ওয়াদা ভঙ্গ করেন না।(বোখারী, বাইহাকী)

٦٨- عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يُنَادِى الْمُنَادِى: اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ النَّافِعَةِ، صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ، وَارْضَ عَنْهُ رِضًا لَا تَسْخَطُ بَعْدَهُ، اسْتَجَابَ اللّٰهُ لَهُ دَعْوَتَهُ. رواه أحمد ٣/٣٣٧

৬৮. হযরত জাবের (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আযান শুনিয়া এই দোয়া করিবে—

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ النَّافِعَةِ، صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ، وَارْضَ عَنْهُ رِضًا لَا تَسْخَطُ بَعْدَهُ

আল্লাহ তায়ালা তাহার দোয়া কবুল করিবেন।

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ, হে এই পরিপূর্ণ দাওয়াত (আযান) ও উপকারী নামাযের রব, হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর উপর রহমত নাযিল করুন, আর আপনি তাহার প্রতি এরূপ সন্তুষ্ট হইয়া যান যে, উহার পর আর কখনও অসন্তুষ্ট হইবেন না। (মুসনাদে আহমাদ)

٦٩- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: الدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ قَالُوا: فَمَاذَا نَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: سَلُوا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. رواه الترمذى وقال:

৬৯. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আযান ও একামতের মধ্যবর্তী সময়ে দোয়া রদ হয় না, অর্থাৎ কবুল হইয়া যায়। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা কি

দোয়া করিব? তিনি এরশাদ করিলেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের আফিয়াত (অর্থাৎ নিরাপত্তা) চাও। (তিরমিযী)

٧٠- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَاسْتُجِيْبَ الدُّعَاءُ. رواه أحمد ٣٤٢/٣

৭০. হযরত জাবের (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন নামাযের জন্য একামত বলা হয় তখন আসমানের দরজাসমূহ খুলিয়া দেওয়া হয় এবং দোয়া কবুল করা হয়। (মুসনাদে আহমাদ)

٧١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوْءَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَإِنَّهُ يُكْتَبُ لَهُ بِإِحْدٰى خُطْوَتَيْهِ حَسَنَةٌ، وَيُمْحٰى عَنْهُ بِالْأُخْرٰى سَيِّئَةٌ، فَإِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ الْإِقَامَةَ فَلَا يَسْعَ، فَإِنَّ أَعْظَمَكُمْ أَجْرًا أَبْعَدُكُمْ دَارًا. قَالُوا: لِمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: مِنْ أَجْلِ كَثْرَةِ الْخُطَا. رواه الإمام مالك في الموطأ، جامع الوضوء ص ٢٢

৭১. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযূ করে, অতঃপর নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদের দিকে যায়, যতক্ষণ সে এই উদ্দেশ্যের উপর কায়েম থাকে ততক্ষণ নামাযের সওয়াব পাইতে থাকে। তাহার এক কদমে একটি নেকী লেখা হয়। অপর কদমে একটি গুনাহ মিটাইয়া দেওয়া হয়। তোমাদের কেহ একামত শুনিয়া দৌড়াইবে না। আর তোমাদের যাহার ঘর মসজিদ হইতে যত দূরে হইবে ততই তাহার সওয়াব বেশী হইবে। হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ)এর শাগরেদগণ ইহা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবু হোরায়রা, ঘর দূরে হওয়ার কারণে সওয়াব কেন বেশী হইবে? বলিলেন, কদম বেশী হওয়ার কারণে।

(মুয়াত্তা ইমাম মালেক (রহঃ))

٧٢- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ حَتّٰى يَرْجِعَ فَلَا يَقُلْ هٰكَذَا، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٢٠٦/١

৭২. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের কেহ যখন ঘর হইতে অযূ করিয়া মসজিদে আসে তখন ঘরে ফিরা পর্যন্ত নামাযের সওয়াব পাইতে থাকে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের একহাতের অঙ্গুলিগুলি অপর হাতের অঙ্গুলিসমূহের মধ্যে ঢুকাইয়া বলিলেন, এরূপ করা উচিত নয়। (মুসতাদরাকে হাকেম)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ যেমন নামাযরত অবস্থায় একহাতের অঙ্গুলি অপর হাতের অঙ্গুলির মধ্যে ঢুকানো দুরস্ত নাই এবং অকারণে এরূপ করা পছন্দনীয় নয় তেমনি যে ব্যক্তি ঘর হইতে অযূ করিয়া নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদে আসে তাহার জন্যও এরূপ করা সমীচীন নয়। কারণ নামাযের সওয়াব হাসিল করার কারণে এই ব্যক্তিও যেন নামাযরত রহিয়াছে। যেমন অন্যান্য রেওয়ায়াতে ইহা পরিষ্কারভাবে বুঝানো হইয়াছে।

٧٣- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رَحِمَهُ اللّٰهُ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، لَمْ يَرْفَعْ قَدَمَهُ الْيُمْنٰى إِلَّا كَتَبَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ حَسَنَةً، وَلَمْ يَضَعْ قَدَمَهُ الْيُسْرٰى إِلَّا حَطَّ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ عَنْهُ سَيِّئَةً، فَلْيُقَرِّبْ أَحَدُكُمْ أَوْ لِيُبَعِّدْ، فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلّٰى فِيْ جَمَاعَةٍ غُفِرَ لَهُ فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا بَعْضًا وَبَقِيَ بَعْضٌ صَلّٰى مَا أَدْرَكَ وَأَتَمَّ مَا بَقِيَ، كَانَ كَذٰلِكَ، فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ، كَانَ كَذٰلِكَ. رواه

أبوداؤد، باب ما جاء فى الهدى فى المشى إلى الصلاة، رقم:٥٦٣

৭৩. হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (রহঃ) একজন আনসারী সাহাবী হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যখন তোমাদের কেহ উত্তমরূপে অযূ করিয়া নামাযের উদ্দেশ্যে বাহির হয় তখন প্রত্যেক ডান পা উঠানোর উপর আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য একটি নেকী লিখিয়া দেন এবং প্রত্যেক বাম পা রাখার উপর তাহার একটি গুনাহ মাফ করিয়া দেন। (এখন তাহার ইচ্ছা) ছোট ছোট কদম রাখুক অথবা লম্বা লম্বা কদম রাখুক। যদি এই ব্যক্তি মসজিদে আসিয়া জামাতের সহিত নামায পড়িয়া লয় তবে তাহার মাগফিরাত করিয়া দেওয়া হয়। আর যদি

মসজিদে আসিয়া দেখে, জামাত হইতেছে এবং লোকেরা নামাযের কিছু অংশ পড়িয়া ফেলিয়াছে আর কিছু বাকি আছে। অতঃপর সে জামাতের সহিত যে পরিমাণ পায় পড়িয়া লয়, অবশিষ্ট নামায নিজে পুরা করিয়া লয় তবুও তাহার মাগফিরাত করিয়া দেওয়া হয়। আর যদি এই ব্যক্তি মসজিদে আসিয়া দেখে যে, লোকেরা নামায পড়িয়া ফেলিয়াছে, অতঃপর সে নিজের নামায পড়িয়া লয় তবুও তাহার মাগফিরাত করিয়া দেওয়া হয়। (আবু দাউদ)

٧٤- عَنْ اَبِى اُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا اِلٰى صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ فَاَجْرُهُ كَاَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، وَمَنْ خَرَجَ اِلٰى تَسْبِيْحِ الضُّحٰى لَا يُنْصِبُهُ اِلَّا اِيَّاهُ فَاَجْرُهُ كَاَجْرِ الْمُعْتَمِرِ، وَصَلَاةٌ عَلٰى اِثْرِ صَلَاةٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِىْ عِلِّيِّيْنَ.

رواه أبوداؤد، باب ما جاء فى فضل المشى إلى الصلوة، رقم:٥٥٨

৭৪. হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি নিজের ঘর হইতে উত্তমরূপে অযূ করিয়া ফরয নামাযের উদ্দেশ্যে বাহির হয় সে এহরাম বাঁধিয়া হজ্জে গমনকারী ব্যক্তির ন্যায় সওয়াব লাভ করে। আর যে ব্যক্তি শুধু চাশতের নামায আদায়ের জন্য কষ্ট করিয়া নিজের জায়গা হইতে বাহির হয় সে ওমরা আদায়কারীর ন্যায় সওয়াব লাভ করে। এক নামাযের পর আরেক নামায এইভাবে আদায় করা যে মধ্যবর্তী সময়ে কোন অনর্থক কাজ বা অনর্থক কথা না হয়, এই আমল উঁচা মরতবার আমলের মধ্যে লেখা হয়। (আবু দাউদ)

٧٥- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَا يَتَوَضَّأُ اَحَدُكُمْ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهُ وَيُسْبِغُهُ، ثُمَّ يَاْتِى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيْدُ اِلَّا الصَّلَاةَ فِيْهِ اِلَّا تَبَشْبَشَ اللّٰهُ اِلَيْهِ كَمَا يَتَبَشْبَشُ اَهْلُ الْغَائِبِ بِطَلْعَتِهِ.

رواه ابن خزيمة فى صحيحه ٢/٣٧٤

৭৫. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযূ করে এবং অযূকে পরিপূর্ণরূপে করে। অতঃপর সে শুধু নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদে আসে আল্লাহ তায়ালা সেই বান্দার উপর

এরূপ খুশী হন যেরূপ দূরে চলিয়া যাওয়া কোন আত্মীয় হঠাৎ আগমন করিলে ঘরের লোকেরা খুশী হয়। (ইবনে খুযাইমাহ)

٧٦- عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ فِيْ بَيْتِهِ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ، فَهُوَ زَائِرُ اللّٰهِ، وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُوْرِ أَنْ يُكْرِمَ الزَّائِرَ. رواه الطبرانى فى الكبير وأحد إسناديه رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٢/١٤٩

৭৬. হযরত সালমান (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি নিজ ঘর হইতে উত্তমরূপে অযূ করিয়া মসজিদে আসে সে আল্লাহ তায়ালার মেহমান। (আল্লাহ তায়ালা তাহার মেজবান।) আর মেজবানের দায়িত্ব হইল মেহমানের সম্মান করা। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٧٧- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَلَتِ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ، فَأَرَادَ بَنُوْ سَلِمَةَ أَنْ يَنْتَقِلُوا إِلٰى قُرْبِ الْمَسْجِدِ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تُرِيْدُوْنَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ، قَالُوا: نَعَمْ، يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَدْ أَرَدْنَا ذٰلِكَ. فَقَالَ: يَا بَنِيْ سَلِمَةَ! دِيَارَكُمْ! تُكْتَبْ آثَارُكُمْ، دِيَارَكُمْ! تُكْتَبْ آثَارُكُمْ. رواه مسلم، باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد، رقم:١٥١٩

৭৭. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, মসজিদে নাবাবীর আশেপাশে কিছু খালি জমিন পড়িয়াছিল। (মদীনা মুনাওয়ারার একটি গোত্র) বনু সালামা (যাহাদের ঘরগুলি মসজিদ হইতে দূরে ছিল, তাহারা) মসজিদের নিকটবর্তী কোথাও স্থানান্তরিত হইবার ইচ্ছা করিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই সংবাদ পৌঁছিলে তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, আমি সংবাদ পাইয়াছি যে, তোমরা মসজিদের নিকট স্থানান্তরিত হইতে চাও। তাহারা আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, অবশ্যই আমরা ইহাই চাহিতেছি। তিনি এরশাদ করিলেন, হে বনু সালামা, তোমরা সেখানেই থাক। তোমাদের (মসজিদ পর্যন্ত আসার) সমস্ত কদম লেখা হয়। সেখানেই থাক, তোমাদের (মসজিদ পর্যন্ত আসার) সমস্ত কদম লেখা হয়। (মুসলিম)

٧٨- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مِنْ حِيْنِ يَخْرُجُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنْزِلِهِ إِلَى مَسْجِدِيْ فَرِجْلٌ تَكْتُبُ لَهُ حَسَنَةً، وَرِجْلٌ تَحُطُّ عَنْهُ سَيِّئَةً حَتَّى يَرْجِعَ. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده صحيح ٥٠٣/٤

৭৮. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের কেহ যখন ঘর হইতে আমার মসজিদের উদ্দেশ্যে বাহির হয় তখন তাহার ঘরে ফিরা পর্যন্ত প্রত্যেক কদমে একটি নেকী লেখা হয় এবং প্রত্যেক দ্বিতীয় কদমে একটি গুনাহ মিটাইয়া দেওয়া হয়। (ইবনে হিব্বান)

٧٩- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ ـ قَالَ: تَعْدِلُ بَيْنَ الإِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَتُعِيْنُ الرَّجُلَ فِيْ دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ، صَدَقَةٌ ـ قَالَ: وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطْوَةٍ تَمْشِيْهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَتُمِيْطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ. رواه مسلم، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف......، رقم: ٢٣٣٥

৭৯. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, প্রত্যেক মানুষের উপর জরুরী যে, সূর্য উদয় হয় এমন প্রতিদিন আপন শরীরের প্রতিটি জোড় বা গ্রন্থির পক্ষ হইতে (উহার সুস্থ ও সচল থাকার শোকর হিসাবে) একটি করিয়া সদকা আদায় করে। তোমাদের দুই ব্যক্তির মধ্যে ইনসাফ করিয়া দেওয়া একটি সদকা, কাহাকেও তাহার বাহনের উপর বসাইতে অথবা তাহার সামানপত্র উহার উপর উঠাইতে তাহার সাহায্য করা একটি সদকা, ভাল কথা বলা একটি সদকা, নামাযের জন্য যে কদম উঠাও উহার প্রতিটি এক একটি সদকা, পথ হইতে কষ্টদায়ক জিনিস সরাইয়া দাও, ইহাও একটি সদকা। (মুসলিম)

٨٠- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللّٰهَ لَيُضِيْءُ لِلَّذِيْنَ يَتَخَلَّلُوْنَ إِلَى الْمَسَاجِدِ فِي الظُّلَمِ بِنُوْرٍ سَاطِعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن، مجمع الزوائد ١٤٨/٢

৮০. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যাহারা অন্ধকারে মসজিদের দিকে যায় কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে (চারিদিক) আলোকিত করে এমন নূর দ্বারা নূরান্বিত করিবেন।

(তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٨١- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اَلْمَشَّاءُوْنَ إِلَى الْمَسَاجِدِ فِي الظُّلَمِ، أُولٰئِكَ الْخَوَّاضُونَ فِيْ رَحْمَةِ اللّٰهِ. رواه ابن ماجه وفي إسناده اسماعيل بن رافع تكلم فيه الناس، وقال الترمذي: ضعفه بعض أهل العلم وسمعت محمدا يعني البخاري يقول هو ثقة مقارب الحديث، الترغيب ٢١٣/١

৮১. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, অন্ধকারে অধিক পরিমাণে মসজিদে যাতায়াতকারী লোকেরাই আল্লাহ তায়ালার রহমতের ভিতর ডুবদানকারী। (ইবনে মাজাহ, তারগীব)

٨٢- عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: بَشِّرِ الْمَشَّائِيْنَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه أبوداود، باب ما جاء في المشي إلى الصلوة في الظلم، رقم: ٥٦١

৮২. হযরত বুরাইদাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যাহারা অন্ধকারে অধিক পরিমাণে মসজিদে যাতায়াত করে তাহাদিগকে কেয়ামতের দিন পূর্ণ নূরের সুসংবাদ শুনাইয়া দাও। (আবু দাউদ)

٨٣- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلٰى شَيْءٍ يُكَفِّرُ الْخَطَايَا، وَيَزِيْدُ فِي الْحَسَنَاتِ؟ قَالُوْا: بَلٰى، يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ -أَوِ الطُّهُوْرِ- فِي الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلٰى هٰذَا الْمَسْجِدِ، وَالصَّلَاةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَمَا مِنْ أَحَدٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا حَتّٰى يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّيَ مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ، أَوْ مَعَ الإِمَامِ، ثُمَّ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ الَّتِيْ بَعْدَهَا، إِلَّا

قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ. (الحديث) رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده صحيح ٢/١٢٧

৮৩. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি কি তোমাদিগকে এমন জিনিস বলিয়া দিব না, যাহা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা গুনাহসমূহকে মাফ করিয়া দেন এবং নেকীসমূহকে বৃদ্ধি করিয়া দেন? সাহাবা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, অবশ্যই বলিয়া দিন। এরশাদ করিলেন, মনের অনিচ্ছা সত্ত্বে (যেমন শীতের মৌসুমে) উত্তমরূপে অযূ করা, মসজিদের দিকে অধিক পরিমাণে কদম উঠানো, এক নামাযের পর পরবর্তী নামাযের অপেক্ষায় থাকা। যে ব্যক্তি নিজ ঘর হইতে অযূ করিয়া মসজিদে আসে এবং মুসলমানদের সহিত জামাতে নামায আদায় করে। অতঃপর পরবর্তী নামাযের অপেক্ষায় বসিয়া থাকে ফেরেশতাগণ তাহার জন্য দোয়া করিতে থাকেন, আয় আল্লাহ, এই ব্যক্তিকে মাফ করিয়া দিন, আয় আল্লাহ, এই ব্যক্তির উপর রহম করুন। (ইবনে হিব্বান)

٨٤- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلٰى مَا يَمْحُوْ اللّٰهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا: بَلٰى، يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ. رواه مسلم، باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره، رقم: ٥٨٧

৮৪. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি কি তোমাদিগকে এমন আমল বলিয়া দিব না যাহা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা গুনাহসমূহকে মিটাইয়া দেন এবং মর্তবাসমূহ বুলন্দ করিয়া দেন? সাহাবা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, অবশ্যই বলিয়া দিন। এরশাদ করিলেন, অনিচ্ছা ও কষ্ট হওয়া সত্ত্বে পরিপূর্ণ অযূ করা, মসজিদের দিকে অধিক পরিমাণে কদম উঠানো, এক নামাযের পর পরবর্তী নামাযের অপেক্ষায় থাকা, ইহাই প্রকৃত রেবাত। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ রেবাতের প্রসিদ্ধ অর্থ হইল, শত্রু হইতে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত হেফাজতের জন্য ছাউনী স্থাপন করা, যাহা অত্যন্ত বিরাট আমল। এই হাদীস শরীফে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই

আমলগুলিকে সম্ভবতঃ এইজন্য রেবাত বলিয়াছেন যে, যেমন সীমান্তে ছাউনী স্থাপন করিয়া হেফাজত করা হয় তেমনি এই সমস্ত আমল দ্বারা নফস ও শয়তানের আক্রমন হইতে নিজের হেফাজত করা হয়। (মেরকাত)

٨٥- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَطَهَّرَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ يَرْعَى الصَّلَاةَ كَتَبَ لَهُ كَاتِبَاهُ ـأَوْكَاتِبُهُـ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوْهَا إِلَى الْمَسْجِدِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَالْقَاعِدُ يَرْعَى الصَّلَاةَ كَالْقَانِتِ، وَيُكْتَبُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ مِنْ حِيْنَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتّٰى يَرْجِعَ إِلَيْهِ. رواه أحمد ٤/١٥٧

৮৫. হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে অযূ করে, অতঃপর মসজিদে আসিয়া নামাযের অপেক্ষায় থাকে তখন তাহার আমল লেখক ফেরেশতাগণ মসজিদের প্রতি তাহার যে কদম উঠিয়াছে প্রত্যেকটির বিনিময়ে দশটি করিয়া নেকী লেখেন। আর নামাযের অপেক্ষায় যে বসিয়া থাকে সে এবাদতকারীর সমতুল্য হয় এবং ঘর হইতে বাহির হওয়ার পর ঘরে ফিরিয়া আসা পর্যন্ত তাহাকে নামায আদায়কারীদের মধ্যে গণ্য করা হয়। (মুসনাদে আহমাদ)

٨٦- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى): يَامُحَمَّدُ! قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَبِّ، قَالَ: فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلٰى؟ قُلْتُ: فِي الْكَفَّارَاتِ، قَالَ: مَا هُنَّ؟ قُلْتُ: مَشْيُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، وَالْجُلُوْسُ فِي الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ، وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكْرُوْهَاتِ، قَالَ: ثُمَّ فِيْمَ؟ قُلْتُ: إِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَلِيْنُ الْكَلَامِ، وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، قَالَ: سَلْ، قُلْتُ: اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِيْ وَتَرْحَمَنِيْ، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِيْ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِيْ غَيْرَ مَفْتُوْنٍ، وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلٰى حُبِّكَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّهَا حَقٌّ فَادْرُسُوْهَا ثُمَّ

تَعَلَّمُوهَا. (وهو بعض الحديث) رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح،
باب ومن سورة ص، رقم:٣٢٣٥

৮৬. হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তায়ালা (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নের মাধ্যমে) এরশাদ করিয়াছেন, হে মুহাম্মাদ, আমি আরজ করিলাম, হে আমার রব আমি হাজির আছি। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিলেন, নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ কোন সকল আমল উত্তম হওয়ার ব্যাপারে পরস্পর বিতর্ক করিতেছে? আমি আরজ করিলাম, সেই সকল আমলের ব্যাপারে যাহা গুনাহের কাফফারা হয়। এরশাদ হইল, সেই আমলসমূহ কি? আমি আরজ করিলাম, জামাতের সহিত নামায আদায়ের জন্য পায়ে হাঁটিয়া যাওয়া, এক নামাযের পর পরবর্তী নামাযের অপেক্ষায় বসিয়া থাকা এবং অনিচ্ছা সত্ত্বে (যেমন শীতের মৌসুমে) উত্তমরূপে অযূ করা। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিলেন, আর কোন্ আমল উত্তম হওয়ার ব্যাপারে পরস্পর বিতর্ক করিতেছে? আমি বলিলাম, খানা খাওয়ানো, নরম কথা বলা এবং রাত্রে যখন লোকজন ঘুমাইয়া থাকে তখন নামায পড়া। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিলেন, চাও। আমি এই দোয়া করিলাম—

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ وَاَنْ تَغْفِرَ لِیْ وَتَرْحَمَنِیْ وَاِذَا اَرَدْتَ فِتْنَةً فِیْ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِیْ غَيْرَ مَفْتُوْنٍ وَاَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ اِلٰى حُبِّكَ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ, আমি আপনার নিকট নেক কাজ করার, খারাপ কাজ ত্যাগ করার এবং মিসকীনদের মহব্বত করার প্রার্থনা করিতেছি, আর এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি আমাকে মাফ করিয়া দিন, আমার উপর রহম করুন, আর যখন কোন কাওমকে পরীক্ষায় ফেলিবার ও আযাবে লিপ্ত করিবার ফয়সালা করেন তখন আমাকে পরীক্ষা ব্যতিরেকে নিজের নিকট ডাকিয়া লইবেন। আয় আল্লাহ, আমি আপনার নিকট আপনার মহব্বত এবং সেই ব্যক্তির মহব্বত চাহিতেছি যে আপনার সহিত মহব্বত রাখে এবং সেই আমলের মহব্বত চাহিতেছি যাহা আমাকে আপনার মহব্বতের নিকটবর্তী করিয়া দিবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, এই দোয়া

হক, অতএব এই দোয়া শিখিবার উদ্দেশ্যে বারবার পড়। (তিরমিযী)

٨٧- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ، وَالْمَلَائِكَةُ تَقُوْلُ: اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ صَلَاتِهِ أَوْ يُحْدِثْ. رواه البخاري، باب إذا قال: أحدكم آمين ٠٠٠٠٠، رقم:٣٢٢٩

৮৭. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ততক্ষণ নামাযের সওয়াব পাইতে থাকে যতক্ষণ সে নামাযের অপেক্ষায় থাকে। ফেরেশতাগণ তাহার জন্য দোয়া করিতে থাকেন, ইয়া আল্লাহ, এই ব্যক্তিকে মাফ করিয়া দিন, তাহার উপর রহম করুন। (নামায শেষ করিবার পরও) যতক্ষণ সে নামাযের স্থানে অযূর সহিত বসিয়া থাকে ততক্ষণ ফেরেশতাগণ তাহার জন্য এই দোয়াই করিতে থাকেন। (বোখারী)

٨٨- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مُنْتَظِرُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، كَفَارِسٍ اشْتَدَّ بِهِ فَرَسُهُ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ عَلٰى كَشْحِهِ وَهُوَ فِي الرِّبَاطِ الْأَكْبَرِ. رواه أحمد والطبراني في الأوسط، وإسناد أحمد صالح، الترغيب ١/٢٨٤

৮৮. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি এক নামাযের পর অপর নামাযের অপেক্ষায় বসিয়া থাকে সে সেই ঘোড়সওয়ারের ন্যায় যাহার ঘোড়া তাহাকে লইয়া দ্রুতগতিতে আল্লাহর রাস্তায় দৌড়ায়। নামাযের অপেক্ষাকারী (নফস ও শয়তানের বিরুদ্ধে) সবচেয়ে বড় আত্মরক্ষা ব্যূহে অবস্থান করে।

(মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী, তারগীব)

٨٩- عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الْمُقَدَّمِ، ثَلَاثًا، وَلِلثَّانِيْ مَرَّةً. رواه ابن ماجه، باب فضل الصف المقدم، رقم:٩٩٦

৮৯. হযরত ইরবাজ ইবনে সারিয়া (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম কাতারওয়ালাদের জন্য

তিনবার এবং দ্বিতীয় কাতারওয়ালাদের জন্য একবার মাগফিরাতের দোয়া করিতেন। (ইবনে মাজাহ)

٩٠- عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ اللّٰهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ، قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، وَعَلَى الثَّانِيْ؟ قَالَ: إِنَّ اللّٰهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ، قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، وَعَلَى الثَّانِيْ؟ قَالَ: وَعَلَى الثَّانِي، وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: سَوُّوا صُفُوْفَكُم وَحَاذُوا بَيْنَ مَنَاكِبِكُمْ، وَلِيْنُوا فِيْ أَيْدِيْ إِخْوَانِكُمْ، وَسُدُّوا الْخَلَلَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ فِيْمَا بَيْنَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْحَذَفِ -يَعْنِي- أَوْلاَدَ الضَّأْنِ الصِّغَارِ. رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد موثقون، مجمع الزوائد٢/٢٥٢

৯০. হযরত আবু উমামাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা প্রথম কাতারওয়ালাদের উপর রহমত নাযিল করেন এবং তাঁহার ফেরেশতাগণ তাহাদের জন্য রহমতের দোয়া করেন। সাহাবা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, দ্বিতীয় কাতারওয়ালাদের জন্যও কি এই ফযীলত? তিনি এরশাদ করিলেন, আল্লাহ তায়ালা প্রথম কাতারওয়ালাদের উপর রহমত নাযিল করেন এবং তাঁহার ফেরেশতাগণ তাহাদের জন্য রহমতের দোয়া করেন। সাহাবা (রাযিঃ) (দ্বিতীয়বার) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, দ্বিতীয় কাতারওয়ালাদের জন্যও কি এই ফযীলত? তিনি এরশাদ করিলেন, দ্বিতীয় কাতারওয়ালাদের জন্যও এই ফযীলত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাও এরশাদ করিয়াছেন যে, নিজেদের কাতারগুলিকে সোজা রাখ, কাঁধে কাঁধে বরাবর কর। কাতার সোজা করার ব্যাপারে তোমাদের ভাইদের জন্য নরম হইয়া যাও এবং কাতারের মাঝে খালি জায়গাকে পূর্ণ কর, কারণ শয়তান (কাতারের মাঝে খালি জায়গা দেখিয়া) তোমাদের মাঝখানে মেষশাবকের ন্যায় ঢুকিয়া পড়ে। (মুসনাদে আহমাদ তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

ফায়দা ঃ ভাইদের জন্য নরম হইয়া যাওয়ার অর্থ এই যে, যদি কেহ কাতার সোজা করার জন্য তোমার গায়ে হাত রাখিয়া আগপিছ হইতে বলে তবে তাহার কথা মানিয়া লইও।

৯১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا. رواه مسلم، باب تسوية الصفوف ...، رقم: ٩٨٥

৯১. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, পুরুষদের কাতারের মধ্যে সর্বাধিক সওয়াব প্রথম কাতারে, আর সর্বাপেক্ষা কম সওয়াব শেষ কাতারে। মেয়েদের কাতারের মধ্যে সর্বাধিক সওয়াব শেষ কাতারে আর সর্বাপেক্ষা কম সওয়াব প্রথম কাতারে। (মুসলিম)

৯২- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَتَخَلَّلُ الصَّفَّ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَى نَاحِيَةٍ، يَمْسَحُ صُدُوْرَنَا وَمَنَاكِبَنَا وَيَقُوْلُ: لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ. وَكَانَ يَقُوْلُ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصُّفُوْفِ الْأُوَلِ. رواه أبوداود، باب تسوية الصفوف، رقم: ٦٦٤

৯২. হযরত বারা ইবনে আযেব (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাতারের এক কিনারা হইতে অপর কিনারা পর্যন্ত যাইতেন। আমাদের সিনা ও কাঁধের উপর হাত রাখিয়া কাতারগুলিকে সোজা করিতেন এবং বলিতেন, কাতারে আগপিছ হইও না। যদি এমন হয় তবে তোমাদের অন্তরে একের সহিত অন্যের বিভেদ সৃষ্টি হইয়া যাইবে। আর ইহাও বলিতেন, আল্লাহ তায়ালা প্রথম কাতারওয়ালাদের উপর রহমত নাযিল করেন এবং ফেরেশতাগণ তাহাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করেন। (আবু দাউদ)

৯৩- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ يَلُوْنَ الصُّفُوْفَ الْأُوَلَ، وَمَا مِنْ خُطْوَةٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ خُطْوَةٍ يَمْشِيْهَا يَصِلُ بِهَا صَفًّا. رواه أبوداود، باب في الصلوة تقام ...، رقم: ٥٤٣

৯৩. হযরত বারা ইবনে আযেব (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা প্রথম কাতারের নিকটবর্তী কাতারওয়ালাদের উপর রহমত নাযিল করেন

এবং তাঁহার ফেরেশতাগণ তাহাদের জন্য দোয়া করেন। আল্লাহ তায়ালার নিকট সেই কদম অপেক্ষা কোন কদম অধিক প্রিয় নয় যাহা কাতারের খালি স্থানকে পুরা করার জন্য মানুষ উঠায়। (আবু দাউদ)

٩٤- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلٰى مَيَامِنِ الصُّفُوْفِ. رواه أبو داود، باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف ٠٠٠٠٠، رقم:٦٧٦

৯৪. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা কাতারের ডান দিকে দাঁড়ানো লোকদের উপর রহমত নাযিল করেন এবং ফেরেশতাগণ তাহাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করেন। (আবু দাউদ)

٩٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ عَمَّرَ جَانِبَ الْمَسْجِدِ الْاَيْسَرِ لِقِلَّةِ اَهْلِهِ فَلَهُ اَجْرَانِ. رواه الطبراني في الكبير وفيه: بقية، وهو مدلس وقد عنعنه ولكنه ثقة، مجمع الزوائد ٢/٢٥٧

৯৫. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি মসজিদে কাতারের বামদিকে এইজন্য দাঁড়ায় যে, সেখানে লোক কম দাঁড়াইয়াছে তবে সে দুইটি সওয়াব পাইবে। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

ফায়দা ঃ সাহাবা (রাযিঃ) যখন জানিতে পারিলেন যে, কাতারের বাম দিক অপেক্ষা ডান দিকের ফযীলত বেশী তখন তাহাদের আগ্রহ পয়দা হইল যে, ডান দিকে দাঁড়াইবেন, ফলে বামদিকে জায়গা খালি থাকিতে লাগিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাম দিকে দাঁড়াইবার ফযীলতও এরশাদ করিলেন।

٩٦- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ الصُّفُوْفَ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ١/٢١٤

৯৬. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা কাতারের খালি জায়গা পূরণকারীদের উপর রহমত নাযিল করেন, এবং ফেরেশতাগণ তাহাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করেন।

(মুসতাদরাকে হাকেম)

٩٧- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: لَا يَصِلُ عَبْدٌ صَفًّا إِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ بِهِ دَرَجَةً، وَذَرَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مِنَ الْبِرِّ.

(وهو بعض الحديث) رواه الطبرانى فى الأوسط ولا بأس بإسناده، الترغيب ١/٣٢٢

৯৭. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কাতারকে মিলায় আল্লাহ তায়ালা ইহার দ্বারা তাহার একটি মর্তবা উন্নত করিয়া দেন এবং ফেরেশতাগণ তাহার উপর রহমত ছিটাইয়া দেন। (তাবারানী তরগীব)

٩٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: خِيَارُكُمْ أَلْيَنُكُمْ مَنَاكِبَ فِى الصَّلٰوةِ، وَمَا مِنْ خَطْوَةٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ خَطْوَةٍ مَشَاهَا رَجُلٌ إِلٰى فُرْجَةٍ فِى الصَّفِّ فَسَدَّهَا. رواه البزار

بإسناد حسن، وابن حبان فى صحيحه كلاهما بالشطر الأول، ورواه بتمامه الطبرانى

فى الأوسط، الترغيب ١/٣٢٢

৯৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম লোক তাহারা যাহারা নামাযে আপন কাঁধকে নরম রাখে। আর সেই কদম সর্বাধিক সওয়াব দনকারী যাহা মানুষ কাতারের খালি জায়গা পূরণের জন্য উঠায়। (বাযযার, ইবনে হিব্বান, তাবারানী, তরগীব)

ফায়দা ঃ নামাযে আপন কাঁধকে নরম রাখার অর্থ এই যে, যখন কেহ কাতারের মধ্যে ঢুকিতে চায় তখন ডানে বামের নামাযী তাহার জন্য আপন কাঁধ নরম করিয়া দেয় যেন আগত ব্যক্তি কাতারে ঢুকিতে পারে।

٩٩- عَنْ أَبِى جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ سَدَّ فُرْجَةً فِى الصَّفِّ غُفِرَ لَهُ. رواه البزار وإسناده حسن، مجمع الزوائد ٢/٢٥١

৯৯. হযরত আবু জুহাইফা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কাতারে খালি জায়গা পূরণ করে তাহার মাগফিরাত করিয়া দেওয়া হয়।
(বায্যার, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٠٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللّٰهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللّٰهُ. (وهو بعض الحديث) رواه

أبو داؤد، باب تسوية الصفوف، رقم: ٦٦٦

১০০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কাতারকে মিলায় আল্লাহ তায়ালা তাহাকে আপন রহমতের সহিত মিলাইয়া দেন, আর যে ব্যক্তি কাতারকে ভঙ্গ করে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে আপন রহমত হইতে দূরে সরাইয়া দেন। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ কাতার ভঙ্গ করার অর্থ এই যে, কাতারের মাঝখানে এমন জায়গায় সামানপত্র রাখিয়া দিল যদ্দরুন কাতার পূরা হইতে পারিল না অথবা কাতারে খালি জায়গা দেখিয়াও উহাকে পূরণ করিল না। (মেরকাত)

١٠١- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: سَوُّوا صُفُوْفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلٰوةِ. رواه البخارى، باب إقامة الصف من تمام الصلاة، رقم:٧٢٣

১০১. হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কাতারগুলিকে সোজা কর, কারণ উত্তমরূপে নামায আদায় করার মধ্যে কাতারসমূহ সোজা করাও শামিল রহিয়াছে। (বোখারী)

١٠٢- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ فَأَسْبَغَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ مَشٰى إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ، فَصَلَّاهَا مَعَ النَّاسِ، أَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ، أَوْ فِي الْمَسْجِدِ، غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ ذُنُوْبَهُ. رواه مسلم، باب فضل الوضوء والصلوة عقبه، رقم:٥٤٩

১০২. হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি পরিপূর্ণরূপে অযূ করে, অতঃপর ফরয নামাযের জন্য পায়ে হাঁটিয়া যায় এবং মসজিদে যাইয়া জামাতের সহিত নামায আদায় করে আল্লাহ তায়ালা তাহার গুনাহসমূহকে মাফ করিয়া দেন। (মুসলিম)

١٠٣-عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى لَيَعْجَبُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْجَمْعِ. رواه أحمد وإسناده حسن، مجمع الزوائد ١٦٣/٢

১০৩. হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তায়ালা জামাতের সহিত নামায পড়ার উপর খুশী হন।

(মুসনাদে আহমাদ, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٠٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: فَضْلُ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ عَلٰى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ بِضْعٌ وَعِشْرُوْنَ دَرَجَةً. رواه أحمد ١/٣٧٦

১০৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, একা নামায পড়া অপেক্ষা জামাতের সহিত নামায পড়া বিশগুণেরও বেশী ফযীলত রাখে। (মুসনাদে আহমাদ)

١٠٥- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلٰى صَلَاتِهِ فِيْ بَيْتِهِ وَفِيْ سُوْقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ ضِعْفًا. (الحديث) رواه البخاري، باب فضل صلوة الجماعة، رقم:٦٤٧

১০৫. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষের জামাতের সহিত নামায পড়া তাহার ঘরে এবং বাজারে নামায পড়া অপেক্ষা পঁচিশ গুণ বেশী সওয়াব রাখে। (বোখারী)

١٠٦- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً. رواه مسلم، باب فضل صلوة الجماعة رقم:١٤٧٧

১০৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জামাতের সহিত নামায আজর ও সওয়াব হিসাবে একা নামায অপেক্ষা সাতাইশ গুণ বেশী। (মুসলিম)

١٠٧- عَنْ قُبَاثِ بْنِ أَشْيَمَ اللَّيْثِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: صَلَاةُ الرَّجُلَيْنِ يَؤُمُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ أَزْكٰى عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ صَلَاةِ أَرْبَعَةٍ تَتْرٰى، وَصَلَاةُ أَرْبَعَةٍ يَؤُمُّ أَحَدُهُمْ أَزْكٰى عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ

صَلَاةِ ثَمَانِيَةٍ تَتْرَى، وَصَلَاةُ ثَمَانِيَةٍ يَؤُمُّ أَحَدُهُمْ أَزْكَى عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ مِائَةٍ تَتْرَى. رواه البزار والطبراني في الكبير ورجال الطبراني موثقون، مجمع الزوائد ٢/١٦٣

১০৭. হযরত কুবাছ ইবনে আশইয়াম লাইসী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দুই ব্যক্তির জামাতের নামায, একজন ইমাম হয় অপরজন মুক্তাদী, আল্লাহ তায়ালার নিকট চারজনের পৃথক পৃথক নামায অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয়। এমনিভাবে চারজনের জামাতের নামায আটজনের পৃথক পৃথক নামায অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয় এবং আটজনের জামাতের নামায একশত জনের পৃথক পৃথক নামায অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয়।
(বাযযার, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٠٨-عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاتَهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ. (وهو بعض الحديث) رواه أبوداود، باب في فضل صلوة الجماعة، رقم: ٥٥٤ سنن أبي داود طبع دار الباز للنشر والتوزيع

১০৮. হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন এক ব্যক্তির জন্য অপর একজনের সহিত মিলিয়া জামাতে নামায আদায় করা তাহার একা নামায পড়া অপেক্ষা উত্তম এবং তিনজনের জামাতে নামায পড়া দুইজনের জামাতে নামায পড়া অপেক্ষা উত্তম। এমনিভাবে জামাতের মধ্যে যত লোকজন বেশী হয় তত আল্লাহ তায়ালার নিকট অধিক প্রিয় হয়। (আবু দাউদ)

١٠٩- عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ صَلَاةً، فَإِذَا صَلَّاهَا فِي فَلَاةٍ فَأَتَمَّ رُكُوْعَهَا وَسُجُوْدَهَا بَلَغَتْ خَمْسِيْنَ صَلَاةً. رواه أبوداود.

১০৯. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জামাতের সহিত নামাযের সওয়াব পঁচিশ নামাযের সমান হয়। যখন কেহ মাঠে

ময়দানে নামায পড়ে এবং উহার রুকূ, সেজদা পরিপূর্ণভাবে আদায় করে। অর্থাৎ তসবীহগুলিকে ধীরস্থিরভাবে পড়ে তখন সেই নামাযের সওয়াব পঞ্চাশ নামাযের সমান হইয়া যায়। (আবু দাউদ)

١١٠- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ. رواه أبوداؤد، باب التشديد في ترك الجماعة، رقم:٥٤٧

১১০. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে গ্রামে অথবা মাঠে তিনজন মানুষ থাকে আর সেখানে জামাতে নামায না হয় তাহাদের উপর সম্পূর্ণরূপে শয়তান বিজয়ী হইয়া যায়। অতএব জামাতের সহিত নামায পড়াকে জরুরী মনে কর। একা বকরীকে বাঘে খাইয়া ফেলে (আর মানুষের বাঘ শয়তান)। (আবু দাউদ)

١١١- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي فَأَذِنَّ لَهُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلَاهُ فِي الْأَرْضِ. رواه البخاري، باب الغسل والوضوء في المخضب ....، رقم:١٩٨

১১১. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হইলেন এবং তাঁহার কষ্ট বাড়িয়া গেল, তখন তিনি তাঁহার অন্যান্য বিবিগণের নিকট হইতে অনুমতি লইলেন যেন তাঁহার অসুস্থতার খেদমত আমার ঘরে করা হয়। বিবিগণ তাঁহাকে এই ব্যাপারে অনুমতি দিলেন। (অতঃপর যখন নামাযের সময় হইল তখন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মসজিদে যাওয়ার জন্য) দুই ব্যক্তির উপর ভর করিয়া এইভাবে বাহির হইলেন যে, (দুর্বলতার দরুন) তাঁহার পা মোবারক মাটির উপর হেঁচড়াইতেছিল। (বোখারী)

١١٢- عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ يَخِرُّ رِجَالٌ مِنْ قَامَتِهِمْ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الْخَصَاصَةِ وَهُمْ أَصْحَابُ الصُّفَّةِ حَتّٰى تَقُوْلَ الْأَعْرَابُ: هٰؤُلَاءِ مَجَانِيْنُ أَوْ

مَجَانُونَ، فَإِذَا صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ انصَرَفَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: لَوْ تَعْلَمُونَ مَا لَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ لَأَحْبَبْتُمْ أَنْ تَزْدَادُوا فَاقَةً وَحَاجَةً. قَالَ فَضَالَةُ: وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء فى معيشة أصحاب النبى ﷺ، رقم:٢٣٦٨

১১২. হযরত ফাযালাহ ইবনে ওবায়েদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায পড়াইতেন তখন কাতারে দাঁড়ানো কোন কোন আসহাবে সুফফা অত্যাধিক ক্ষুধার দরুন পড়িয়া যাইতেন। এমনকি বহিরাগত গ্রাম্য লোকেরা তাহাদিগকে দেখিয়া মনে করিত, ইহারা পাগল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন নামায শেষ করিয়া তাহাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, তোমাদের জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট যে সওয়াব রহিয়াছে তাহা যদি তোমাদের জানা থাকিত তবে ইহা অপেক্ষা আরো অধিক অভাব অনটনে ও অনাহারে থাকা পছন্দ করিতে। হযরত ফাযালাহ (রাযিঃ) বলেন, আমি সেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। (তিরমিযী)

١١٣- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِيْ جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِيْ جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ. رواه مسلم، باب فضل صلاة العشاء والصبح فى جماعة، رقم:١٤٩١

১১৩. হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে এশার নামায জামাতের সহিত পড়ে সে যেন অর্ধরাত্রি এবাদত করিল, আর যে ফজরের নামাযও জামাতের সহিত পড়িয়া লয় সে যেন সারারাত্র এবাদত করিল। (মুসলিম)

١١٤- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ. (الحديث) رواه مسلم، باب فضل صلاة الجماعة .....، رقم:١٤٨٢

১১৪. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুনাফিকদের জন্য

সর্বাপেক্ষা কঠিন হইল এশা ও ফজরের নামায। (মুসলিম)

١١٥- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيْرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا. (وهو طرف من الحديث) رواه البخاري، باب الاستهام في الأذان، رقم:٦١٥

১১৫. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যদি দ্বিপ্রহরের গরমে জোহরের নামাযের জন্য মসজিদে যাওয়ার ফযীলত লোকেরা জানিত তবে জোহরের নামাযের জন্য দৌড়াইয়া যাইত। আর যদি তাহারা এশা ও ফজরের নামাযের ফযীলত জানিত তবে (অসুস্থতার দরুন) হামাগুড়ি দিয়া হইলেও এই নামাযের জন্য মসজিদে যাইত। (বোখারী)

١١٦- عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِيْ جَمَاعَةٍ فَهُوَ فِيْ ذِمَّةِ اللّٰهِ فَمَنْ أَخْفَرَ ذِمَّةَ اللّٰهِ كَبَّهُ اللّٰهُ فِي النَّارِ لِوَجْهِهِ. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٢٩/٢

১১৬. হযরত আবু বাকরাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাতের সহিত আদায় করে সে আল্লাহ তায়ালার হেফাজতের মধ্যে থাকে। যে কেহ আল্লাহ তায়ালার হেফাজতভুক্ত ব্যক্তিকে কষ্ট দিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে উপুড় করিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবেন।

(তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١١٧- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ صَلَّى لِلّٰهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فِيْ جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيْرَةَ الْأُوْلَى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ: بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ. رواه الترمذي، باب ما جاء في فضل التكبيرة الأولى، رقم:٢٤١ قال الحافظ المنذري: رواه الترمذي وقال: لا أعلم أحدا رفعه إلا ما روى مسلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو قال المملي رحمه الله: ومسلم وطعمة وبقية رواته ثقات، الترغيب ٢٦٣/١

১১৭. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন

এখলাসের সহিত তকবীরে উলার সঙ্গে জামাতে নামায পড়ে সে দুইটি পরওয়ানা লাভ করে। এক পরওয়ানা জাহান্নাম হইতে মুক্তির, দ্বিতীয় নেফাক (মুনাফেকী) হইতে মুক্তির। (তিরমিযী)

١١٨- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَتِيْ فَيَجْمَعُ حُزَمًا مِنْ حَطَبٍ ثُمَّ آتِيْ قَوْمًا يُصَلُّوْنَ فِيْ بُيُوْتِهِمْ لَيْسَتْ بِهِمْ عِلَّةٌ فَأُحَرِّقُهَا عَلَيْهِمْ. رواه أبو داود، باب التشديد في ترك الجماعة، رقم:٥٤٩

১১৮. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার ইচ্ছা হয় যে, কতিপয় যুবককে বলি যে, তাহারা অনেকগুলি লাকড়ি জোগাড় করিয়া আনে। অতঃপর আমি ঐ সকল লোকদের নিকট যাই যাহারা বিনা ওজরে ঘরে নামায পড়িয়া লয় এবং তাহাদের ঘরগুলিকে জ্বালাইয়া দেই। (আবু দাউদ)

١١٩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا. رواه مسلم، باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة، رقم:١٩٨٨

১১৯. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযূ করে, অতঃপর জুমুআর নামাযের জন্য আসে, খুব মনোযোগ দিয়া খোতবা শুনে এবং খোতবার সময় চুপ থাকে তাহার এই জুমুআ হইতে বিগত জুমুআ পর্যন্ত এবং অতিরিক্ত আরও তিন দিনের গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি পাথরের কঙ্করে হাত লাগাইয়াছে, অর্থাৎ খোতবার সময় উহা দ্বারা খেলিতে রহিয়াছে (অথবা হাত, চাটাই বা কাপড় ইত্যাদি লইয়া খেলা করিতে রহিয়াছে) সে অনর্থক কাজ করিয়াছে (এবং উহার কারণে জুমুআর খাছ সওয়াব নষ্ট করিয়া দিয়াছে)। (মুসলিম)

١٢٠- عَنْ أَبِي أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمَسَّ مِنْ طِيْبٍ إِنْ كَانَ

عِنْدَهُ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ خَرَجَ حَتّٰى يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ، فَيَرْكَعَ إِنْ بَدَا لَهُ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتّٰى يُصَلِّيَ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرٰى. رواه أحمد٥/٤٢٠

১২০. হযরত আবু আইউব আনসারী (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি জুমুআর দিন গোসল করে, খুশবু থাকিলে উহা ব্যবহার করে, ভাল কাপড় পরিধান করে এবং তারপর মসজিদে যায়। অতঃপর মসজিদে আসিয়া সময় থাকে তো নফল নামায পড়িয়া লয় এবং কাহাকেও কষ্ট দেয় না, অর্থাৎ লোকদের ঘাড় টপকাইয়া যায় না। তারপর যখন ইমাম খোতবা দেওয়ার জন্য আসেন তখন হইতে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত চুপ থাকে, অর্থাৎ কোন কথাবার্তা না বলে তবে এই আমলসমূহ এই জুমুআ হইতে বিগত জুমুআ পর্যন্ত গুনাহসমূহ মাফ হইয়া যাওয়ার কারণ হইয়া যায়। (মুসনাদে আহমাদ)

١٢١- عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنَ الطُّهْرِ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيْبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّيْ مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرٰى. رواه البخاري، باب الدهن للجمعة، رقم:٨٨٣

১২১. হযরত সালমান ফারসী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি জুমুআর দিন গোসল করে, যথাসম্ভব পাক পবিত্রতা হাসিল করে। নিজের তৈল লাগায় অথবা নিজ ঘর হইতে খুশবু ব্যবহার করে, অতঃপর মসজিদে যায়। মসজিদে পৌঁছিয়া এমন দুই ব্যক্তির মাঝখানে বসে না যাহারা পূর্ব হইতে একত্রে বসিয়া আছে, যে পরিমাণ তৌফিক হয় জুমুআর পূর্বে নামায পড়ে। অতঃপর যখন ইমাম খোতবা দেয় উহা মনোযোগ সহকারে চুপ করিয়া শ্রবণ করে তবে এই জুমুআ হইতে বিগত জুমুআ পর্যন্ত সকল গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয়। (বোখারী)

١٢٢- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ جُمُعَةٍ مِنَ الْجُمَعِ: مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِيْنَ! إِنَّ هٰذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللّٰهُ لَكُمْ عِيْدًا فَاغْتَسِلُوْا وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ. رواه الطبرانى فى الأوسط والصغير ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ٢/٣٨٨

১২২. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার জুমুআর দিন এরশাদ করিলেন, মুসলমানগণ, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য এই দিনকে ঈদের দিন বানাইয়াছেন। অতএব এই দিনে গোসল করিও, মেসওয়াকের এহতেমাম করিও। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٢٣- عَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَيَسُلُّ الْخَطَايَا مِنْ أُصُوْلِ الشَّعْرِ اسْتِلَالًا. رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ٢/١٧٧، طبع مؤسسة المعارف، بيروت

১২৩. হযরত আবু উমামাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জুমুআর দিনের গোসল চুলের গোড়া হইতে পর্যন্ত গুনাহগুলিকে বাহির করিয়া দেয়। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٢٤- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ ﷺ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَفَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلٰى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُوْنَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِىْ يُهْدِىْ بَدَنَةً، ثُمَّ كَالَّذِىْ يُهْدِىْ بَقَرَةً، ثُمَّ كَبْشًا، ثُمَّ دَجَاجَةً، ثُمَّ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ. رواه البخارى، باب الإستماع إلى الخطبة يوم الجمعة، رقم: ٩٢٩

১২৪. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জুমুআর দিন ফেরেশতাগণ মসজিদের দরজায় দাঁড়াইয়া যান, প্রথম আগমনকারীর নাম প্রথমে তারপর আগমনকারীর নাম তারপরে লিখেন। (এইভাবে আগমানকারীদের নাম তাহাদের আগমনের নিয়মে একের পর এক লিখিতে থাকেন।) যে ব্যক্তি জুমুআর জন্য সকাল গমন করে সে উট সদকা করার সওয়াব লাভ

করে। তারপর আগমনকারী গাভী সদকা করার সওয়াব লাভ করে, অতঃপর আগমনকারী দুম্বা সদকা, তারপর আগমনকারী মুরগী সদকা ও তারপর আগমনকারী ডিম সদকা করার সওয়াব লাভ করে। যখন ইমাম খোতবা দেওয়ার জন্য আসেন তখন ফেরেশতাগণ রেজিষ্টার খাতা যাহাতে আগমনকারীদের নাম লেখা হইয়াছে বন্ধ করিয়া ফেলেন এবং খোতবা শুনিতে মশগুল হইয়া যান। (বোখারী)

١٢٥- عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ مَرْيَمَ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ: لَحِقَنِيْ عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ، وَأَنَا مَاشٍ إِلَى الْجُمُعَةِ فَقَالَ: أَبْشِرْ، فَإِنَّ خُطَاكَ هٰذِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، سَمِعْتُ أَبَا عَبْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُمَا حَرَامٌ عَلَى النَّارِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، باب ما جاء فى فضل من اغبرت قدماه فى سبيل الله، رقم:١٦٣٢

১২৫. হযরত ইয়াযীদ ইবনে আবু মারয়াম (রহঃ) বলেন, আমি জুমুআর জন্য পায়ে হাঁটিয়া যাইতেছিলাম। এমন সময় হযরত আবায়াহ ইবনে রাফে’ (রহঃ)এর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। তিনি বলিতে লাগিলেন, তোমার জন্য সুসংবাদ, কারণ তোমার কদমগুলি আল্লাহর রাস্তায় আছে। আমি হযরত আবু আবস (রাযিঃ)কে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যাহার কদম আল্লাহর রাস্তায় ধুলাযুক্ত হয় তাহার সেই কদম দোযখের আগুনের উপর হারাম। (তিরমিযী)

١٢٦- عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشٰى، وَلَمْ يَرْكَبْ، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا. رواه أبوداؤد، باب فى الغسل للجمعة، رقم:٣٤٥

১২৬. হযরত আওস ইবনে আওস সাকাফী (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি জুমুআর দিন খুব উত্তমরূপে গোসল করিয়া অতি প্রত্যুষে মসজিদে যায়, পায়ে হাঁটিয়া যায় সওয়ারীতে আরোহন করে না,

ইমামের নিকটবর্তী হইয়া বসে এবং মনোযোগ সহকারে খোতবা শ্রবণ করে। খোতবার সময় কোন প্রকার কথা বলে না সে জুমুআর জন্য যত কদম হাঁটিয়া আসে উহার প্রত্যেক কদমের বিনিময়ে এক বৎসরের রোযার সওয়াব ও এক বৎসরের রাত্রের এবাদতের সওয়াব লাভ করে।

(আবু দাউদ)

١٢٧-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِىْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ، وَغَدَا وَابْتَكَرَ، وَدَنَا فَاقْتَرَبَ، وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوْهَا أَجْرُ قِيَامِ سَنَةٍ وَصِيَامِهَا.

رواه أحمد ٢/٢٠٩

১২৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আসী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি জুমুআর দিন উত্তমরূপে গোসল করে, অতি প্রত্যুষে জুমুআর জন্য যায়, ইমামের অতি নিকটবর্তী হইয়া বসে, মনোযোগ সহকারে খোতবা শ্রবণ করে, খোতবার সময় চুপ থাকে সে যত কদম হাঁটিয়া মসজিদে আসে উহার প্রত্যেক কদমের বিনিময়ে সারা বৎসরের তাহাজ্জুদ ও সারা বৎসরের রোযার সওয়াব লাভ করে। (মুসনাদে আহমাদ)

١٢٨- عَنْ أَبِىْ لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ ﷺ: إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْأَيَّامِ، وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ. وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحٰى وَيَوْمِ الْفِطْرِ. وَفِيْهِ خَمْسُ خِلَالٍ: خَلَقَ اللّٰهُ فِيْهِ آدَمَ، وَأَهْبَطَ اللّٰهُ فِيْهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ، وَفِيْهِ تَوَفَّى اللّٰهُ آدَمَ، وَفِيْهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللّٰهَ فِيْهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا، وَفِيْهِ تَقُوْمُ السَّاعَةُ، مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا سَمَاءٍ وَلَا أَرْضٍ وَلَا رِيَاحٍ وَلَا جِبَالٍ وَلَا بَحْرٍ إِلَّا وَهُنَّ يُشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ. رواه ابن ماجه، باب في فضل الجمعة، رقم: ١٠٨٤

১২৮. হযরত আবু লুবাবা ইবনে আবদুল মুনযির (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জুমুআর দিন সমস্ত দিনের সরদার, আল্লাহ তায়ালার নিকট সমস্ত দিনের

মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত। এই দিন আল্লাহর নিকট ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের দিন অপেক্ষা অধিক মর্যাদাবান। এই দিনে পাঁচটি জিনিস হইয়াছে। এই দিনে আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই দিনেই তাহাকে জমিনে নামাইয়াছেন। এই দিনেই তাহাকে মৃত্যু দিয়াছেন। এইদিনে একটি মুহূর্ত এমন রহিয়াছে যে, বান্দা সেই মুহূর্তে যাহা চায় আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাহাকে উহা দান করেন, শর্ত হইল কোন হারাম জিনিস না চায়। এই দিনে কেয়ামত কায়েম হইবে। সমস্ত নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ, আসমান, জমিন, হাওয়া, পাহাড়, সমুদ্র সকলেই জুমুআর দিনকে ভয় করে। (কারণ জুমুআর দিনেই কেয়ামত আসিবে।) (ইবনে মাজাহ)

١٢٩- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: لَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ وَلَا تَغْرُبُ عَلٰى يَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ إِلَّا وَهِيَ تَفْزَعُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا هٰذَيْنِ الثَّقَلَيْنِ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده صحيح ٧/٥

১২৯. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে সকল দিনে সূর্য উদয় অস্ত যায় তন্মধ্যে জুমুআর দিন অপেক্ষা কোন দিন উত্তম নয়। অর্থাৎ জুমুআর দিন সকল দিন অপেক্ষা উত্তম। মানুষ ও জিন ব্যতীত সকল প্রাণী জুমুআর দিনকে (এইজন্য) ভয় করে (যে, নাজানি কেয়ামত কায়েম হইয়া যায়।) (ইবনে হিব্বান)

١٣٠- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ فِيْهَا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَهِيَ بَعْدَ الْعَصْرِ. رواه أحمد، الفتح الرباني ٦/١٣

১৩০. হযরত আবু সাঈদ খুদরী ও হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জুমুআর দিনে এমন এক মুহূর্ত রহিয়াছে যে, মুসলমান বান্দা সেই মুহূর্তে আল্লাহ তায়ালার নিকট যাহা চায় আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাহাকে উহা দান করিয়া দেন। আর সেই মুহূর্ত আসরের পরে হয়।
(মুসনাদে আহমাদ, ফাতহে রাব্বানী)

١٣١- عَنْ أَبِىْ مُوْسى الْأَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: هِىَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلٰى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ.

رواه مسلم، باب فى الساعة التى فى يوم الجمعة، رقم:١٩٧٥

১৩১. হযরত আবু মূসা আশআরী (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জুমুআর (সেই) মুহূর্ত সম্পর্কে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, সেই মুহূর্ত জুমুআর খোতবা আরম্ভ হইতে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ জুমুআর দিনে দোয়া কবুল হওয়ার সময় নির্ধারণ সম্পর্কে আরো অনেক হাদীস রহিয়াছে। অতএব সম্পূর্ণ দিনেই অধিক পরিমাণে দোয়া ও এবাদতের এহতেমাম করা উচিত। (নাবাবী)

সুন্নাত ও নফল নামায

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: ﴿وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسٰٓى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا﴾ [بنى اسرائيل:٧٩]

আল্লাহ তায়ালা তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,—এবং রাত্রের কিছু অংশে জাগ্রত হইয়া তাহাজ্জুদের নামায পড়ুন, যাহা আপনার জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের অতিরিক্ত একটি নামায। আশা করা যায় যে, এই তাহাজ্জুদ পড়ার কারণে আপনার রব আপনাকে মাকামে মাহমুদে স্থান দিবেন। (বনি ইসরাঈল)

ফায়দা ঃ কেয়ামতের দিন যখন সকল মানুষ পেরেশান হইবে তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপারিশের দ্বারা সেই পেরেশানী হইতে নাজাত মিলিবে এবং হিসাব কিতাব আরম্ভ হইবে। এই সুপারিশের হককে মাকামে মাহমূদ বলা হয়। (বায়ানুল কুরআন)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا﴾ [الفرقان:٦٤]

আল্লাহ তায়ালা আপন নেক বান্দাদের একটি গুণ এই বর্ণনা করিয়াছে যে,—তাহারা আপন রবের সামনে সেজদারত হইয়া এবং দাঁড়াইয়া রাত কাটায়। (ফুরকান)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا ۡ وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ☆ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ اُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ ۚ جَزَآءً ۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴾ [السجدة:١٦، ١٧]

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে যে,—তাহারা রাত্রে নিজেদের বিছানা হইতে উঠিয়া আযাবের ভয়ে এবং সওয়াবের আশায় আপন রবকে ডাকে। (অর্থাৎ নামায, যিকির ও দোয়ায় মশগুল থাকে) এবং যাহা কিছু আমরা তাহাদিগকে দান করিয়াছি তাহা হইতে দান করে। এই সকল লোকদের জন্য চক্ষু শীতলকারী যে সমস্ত জিনিস গায়বের খাজানায় রক্ষিত আছে তাহা কেহই জানে না। ইহা তাহারা সেই সকল আমলের বিনিময়ে পাইবে যাহা তাহারা করিত। (সেজদা)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ☆ اٰخِذِيْنَ مَآ اٰتٰـهُمْ رَبُّهُمْ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ☆ كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ☆ وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ﴾ [الذريت:١٥-١٨]

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন,—মুত্তাকী লোকেরা বাগান ও ঝর্ণাসমূহে থাকিবে, তাহাদের রব তাহাদিগকে যে পুরস্কার দান করিবেন তাহা তাহারা আনন্দচিত্তে গ্রহণ করিতে থাকিবে। তাহারা ইতিপূর্বে (অর্থাৎ দুনিয়াতে) নেক কাজ করিত। তাহারা রাত্রে খুবই কম শয়ন করিত (অর্থাৎ রাত্রের অধিকাংশ এবাদতে মশগুল থাকিত) এবং রাত্রের শেষাংশে এস্তেগফার করিত। (যারিয়াত)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿يٰۤاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ☆ قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا☆ نِّصْفَهٗۤ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا☆ اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا☆ اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا☆ اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْاً وَّاَقْوَمُ قِيْلًا☆ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا﴾ [المزمل:١-٧]

আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,—হে, চাদরাবৃত, রাত্রে তাহাজ্জুদের নামাযে দাঁড়াইয়া থাকুন, অবশ্য কিছুক্ষণ আরাম করিয়া লউন, অর্থাৎ অর্ধ রাত্র অথবা অর্ধরাত্র হইতে কিছু কম, অথবা অর্ধ রাত্র হইতে কিছু বেশী আরাম করিয়া লউন। আর (এই তাহাজ্জুদ নামাযে) কুরআনে করীমকে থামিয়া থামিয়া পড়ুন। (তাহাজ্জুদ নামাযের হুকুমের মধ্যে একটি হেকমত এই যে,

রাত্রে উঠার কষ্ট স্বীকার করার দরুন যেন স্বভাবের মধ্যে কামেলরূপে ভারী কালাম সহ্য করার ক্ষমতা সৃষ্টি হইয়া যায়। কেননা) আমরা অতিসত্বর আপনার উপর ভারী কালাম অর্থাৎ কুরআনে কারীম নাযিল করিব। (দ্বিতীয় হেকমত এই যে,) রাত্রের উঠা নফসকে খুব দুর্বল করে এবং তখন কথা ঠিক ঠিক উচ্চারিত হয়। অর্থাৎ কেরাআত, জিকির ও দোয়ার শব্দগুলি খুবই শান্তভাবে আদায় হয় এবং আমলের মধ্যে মন লাগে। (তৃতীয় হেকমত এই যে,) দিনের বেলা আপনার অনেক কাজ থাকে (যেমন তবলীগী কাজ) অতএব রাত্রের সময় একাগ্রতার সহিত এবাদতে এলাহীর জন্য হওয়া চাই।) (মুযযাম্মিল)

হাদীস শরীফ

١٣٢-عَنْ اَبِیْ اُمَامَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ﷺ: مَا اَذِنَ اللّٰهُ لِعَبْدٍ فِیْ شَیْءٍ اَفْضَلَ مِنْ رَکْعَتَیْنِ یُصَلِّیْهِمَا، وَاِنَّ الْبِرَّ لَیُذَرُّ عَلٰی رَاْسِ الْعَبْدِ مَا دَامَ فِیْ صَلَاتِهٖ وَمَا تَقَرَّبَ الْعِبَادُ اِلَی اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ. رواه الترمذی، باب ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه، رقم:٢٩١١

১৩২. হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা কোন বান্দাকে দুই রাকাত নামাযের তৌফিক দিয়া দেন ইহা হইতে উত্তম জিনিস আর কিছু নাই। বান্দা যতক্ষণ নামাযে মশগুল থাকে ততক্ষণ তাহার মাথার উপর কল্যাণসমূহ ছিটানো হয় এবং বান্দা সেই জিনিস হইতে বেশী আর কোন জিনিস দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করিতে পারে না যাহা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার যাত বা সত্তা হইতে বাহিরে হইয়াছে, অর্থাৎ কুরআন শরীফ। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ উক্ত হাদীস শরীফের অর্থ এই যে, আল্লাহ তায়ালার সবচেয়ে বেশী নৈকট্য কুরআন শরীফের তেলাওয়াত দ্বারা হাসিল হয়।

١٣٣-عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِقَبْرٍ فَقَالَ: مَنْ صَاحِبُ هٰذَا الْقَبْرِ؟ فَقَالُوْا: فُلَانٌ فَقَالَ: رَکْعَتَانِ اَحَبُّ اِلَیَّ هٰذَا مِنْ بَقِیَّةِ دُنْیَاکُمْ. رواه الطبرانی فی الأوسط ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ٥١٦/٢

১৩৩. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কবরের নিকট দিয়া যাওয়ার সময় জিজ্ঞাসা করিলেন, এই কবরটি কাহার? সাহাবা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, অমুক ব্যক্তির। তিনি এরশাদ করিলেন, এই কবরবাসী লোকটির নিকট দুই রাকাত নামায তোমাদের অবশিষ্ট দুনিয়ার সমস্ত জিনিস অপেক্ষা অধিক প্রিয়। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

ফায়দা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদের উদ্দেশ্য এই যে, দুই রাকাতের মূল্য সমগ্র দুনিয়ার আসবাবপত্র হইতে বেশী। আর ইহা কবরে যাওয়ার পর বুঝে আসিবে।

١٣٤-عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ زَمَنَ الشِّتَاءِ، وَالْوَرَقُ يَتَهَافَتُ فَاَخَذَ بِغُصْنَيْنِ مِنْ شَجَرَةٍ فَجَعَلَ ذٰلِكَ الْوَرَقُ يَتَهَافَتُ، فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ! قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ لَيُصَلِّى الصَّلَاةَ يُرِيْدُ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ فَتَهَافَتُ عَنْهُ ذُنُوْبُهُ كَمَا يَتَهَافَتُ هٰذَا الْوَرَقُ عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ. رواه أحمده/١٧٩

১৩৪. হযরত আবু যার (রাযিঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শীতের মৌসুমে বাহিরে আসিলেন। গাছ হইতে পাতা ঝরিয়া পড়িতেছিল। তিনি একটি গাছের দুইটি ডাল হাতে লইলেন। উহার পাতা আরও ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আবু যার! আমি আরজ করিলাম, হাজির আছি ইয়া রাসূলাল্লাহ। তিনি এরশাদ করিলেন, মুসলমান বান্দা যখন আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে নামায পড়ে তখন তাহার গুনাহ এইভাবে তাহার উপর হইতে ঝরিয়া পড়ে যেমন এই গাছ হইতে পাতা ঝরিয়া পড়িতেছে। (মুসনাদে আহমাদ)

١٣٥-عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ صَابَرَ عَلٰى اثْنَتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ، اَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ. رواه النسائى، باب ثواب من صلى فى اليوم والليلة ثنتى عشرة ركعة . . . .، رقم:١٧٩٦

১৩৫. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন যে, যে ব্যক্তি বার রাকাত পড়ার পাবন্দী করে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য জান্নাতে মহল তৈয়ার করেন। চার রাকাত জোহরের পূর্বে, দুই রাকাত জোহরের পর, দুই রাকাত মাগরিবের পর, দুই রাকাত এশার পর এবং দুই রাকাত ফজরের পূর্বে। (নাসায়ী)

١٣٦- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ عَلٰى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ. رواه مسلم، باب استحباب ركعتي سنة الفجر ....، رقم:١٦٨٦

১৩৬. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নফল (ও সুন্নাতের)এর মধ্যে কোন নামাযের এত গুরুত্ব ছিল না যত ফজরের পূর্বে দুই রাকাত সুন্নাত পড়ার গুরুত্ব ছিল। (মুসলিম)

١٣٧-عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِيْ شَأْنِ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ: لَهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيْعًا. رواه مسلم، باب استحباب ركعتي سنة الفجر ....، رقم:١٦٨٩

১৩৭. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত সম্পর্কে এরশাদ করিয়াছেন যে, এই দুই রাকাত আমার নিকট সমগ্র দুনিয়া হইতে প্রিয়। (মুসলিম)

١٣٨-عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ بِنْتِ أَبِيْ سُفْيَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ حَافَظَ عَلٰى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَى النَّارِ. رواه النسائي، باب الإختلاف على اسماعيل بن أبي خالد، رقم:١٨١٧

১৩৮. হযরত উম্মে হাবীবা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি জোহরের পূর্বে চার রাকাত ও জোহরের পর চার রাকাত নিয়মিত পড়ে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে দোযখের আগুনের উপর হারাম করিয়া দেন। (নাসায়ী)

ফায়দা ঃ জোহরের পূর্বে চার রাকাত সুন্নাতে মুআক্কাদাহ এবং

জোহরের পর চার রাকাতের মধ্যে দুই রাকাত সুন্নাতে মুআক্কাদাহ ও দুই রাকাত নফল।

١٣٩- عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يُصَلِّيْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الظُّهْرِ فَتَمَسُّ وَجْهَهُ النَّارُ أَبَدًا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ. رواه النسائى، باب الاختلاف على اسماعيل بن أبى خالد، رقم: ١٨١٤

১৩৯. হযরত উম্মে হাবীবা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে কোন মুমিন বান্দা জোহরের পর চার রাকাত পড়ে ইনশাআল্লাহ জাহান্নামের আগুন তাহাকে কখনও স্পর্শ করিবে না। (নাসায়ী)

١٤٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَزُوْلَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَقَالَ: إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيْهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِيْ فِيْهَا عَمَلٌ صَالِحٌ.

رواه الترمذى وقال: حديث عبد الله بن السائب حديث حسن غريب، باب ما جاء فى الصلاة عند الزوال، رقم:٤٧٨ الجامع الصحيح وهو سنن الترمذى

১৪০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সায়েব (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য ঢলার পর জোহরের পূর্বে চার রাকাত পড়িতেন। তিনি এরশাদ করিয়াছেন, ইহা এমন সময় যখন আসমানের দরজাসমূহ খুলিয়া দেওয়া হয়। এইজন্য আমি চাই যে, এই সময় আমার কোন নেক আমল আসমানের দিকে যাক। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ জোহরের পূর্বে চার রাকাতের দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, চার রাকাত সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। কোন কোন ওলামায়ে কেরামের নিকট সূর্য ঢলার পর চার রাকাত জোহরের সুন্নাতে মুআক্কাদা ব্যতীত ভিন্ন নামায।

١٤١- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ تُحْسَبُ بِمِثْلِهِنَّ مِنْ صَلَاةِ السَّحَرِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: وَلَيْسَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَهُوَ يُسَبِّحُ اللّٰهَ تِلْكَ السَّاعَةَ ثُمَّ قَرَأَ: ﴿يَتَفَيَّؤُا ظِلٰلُهُ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَآئِلِ سُجَّدًا لِّلّٰهِ

وَهُمْ دٰخِرُوْنَ﴾ [النحل:٤٨] الْآيَةَ كُلَّهَا. رواه الترمذى وقال: هذا حديث غريب، باب ومن سورة النحل، رقم:٣١٢٨

১৪১. হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, সূর্য ঢলার পর জোহরের পূর্বে চার রাকাত তাহাজ্জুদের চার রাকাতের সমতুল্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এই সময় সমস্ত জিনিস আল্লাহ তায়ালার তসবীহ পাঠ করে, অতঃপর কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করিয়াছেন, যাহার অর্থ এই যে, ছায়াযুক্ত জিনিসসমূহ ও উহাদের ছায়া (সূর্য ঢলার সময়) বিনয়ের সহিত আল্লাহ তায়ালাকে সেজদা করতঃ কখনও একদিকে কখনও অপরদিকে ঝুকিয়া পড়ে। (তিরমিযী)

١٤٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: رَحِمَ اللّٰهُ امْرَأً صَلّٰى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا. رواه أبوداؤد، باب الصلاة قبل العصر، رقم:١٢٧١

১৪২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যক্তির উপর রহম করুন, যে আসরের পূর্বে চার রাকাত পড়ে। (আবু দাউদ)

١٤٣- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. رواه البخارى، باب تطوع قيام رمضان من الإيمان، رقم:٣٧

১৪৩. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি রমযানের রাত্রে আল্লাহ তায়ালার ওয়াদার উপর বিশ্বাস করিয়া তাহার আজর ও পুরস্কারের আগ্রহে (তারাবীর) নামায পড়ে, তাহার পিছনের সমস্ত গুনাহ মাফ হইয়া যায়। (বোখারী)

١٤٤- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَكَرَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: شَهْرٌ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. رواه ابن ماجه، باب ما جاء فى قيام شهر رمضان، رقم:١٣٢٨

১৪৪. হযরত আবদুর রহমান (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একবার) রমযান মাসের আলোচনা প্রসঙ্গে এরশাদ করিলেন, ইহা এমন মাস যাহার রোযা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর ফরজ করিয়াছেন এবং আমি তোমাদের জন্য উহার তারাবীহকে সুন্নাত সাব্যস্ত করিয়াছি। যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার ওয়াদার উপর বিশ্বাস করিয়া এবং তাহার আজর ও পুরস্কারের আগ্রহ লইয়া এই মাসের রোযা রাখে ও তারাবীহ পড়ে সে গুনাহ হইতে এরূপ পাক হইয়া যায় যেন সে আজই আপন মাতৃগর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। (ইবনে মাজাহ)

١٤٥- عَنْ أَبِيْ فَاطِمَةَ الْأَزْدِيِّ أَوِ الْأَسَدِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ: يَا أَبَا فَاطِمَةَ! إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَلْقَانِيْ فَأَكْثِرِ السُّجُوْدَ.

رواه أحمد ٣/٤٢٨

১৪৫. হযরত আবু ফাতেমা (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এরশাদ করিয়াছেন, হে আবু ফাতেমা, তুমি যদি (আখেরাতে) আমার সহিত মিলিত হইতে চাও তবে বেশী পরিমাণে সেজদা করিও, অর্থাৎ অধিক পরিমাণে নামায পড়িও।

(মুসনাদে আহমাদ)

١٤٦- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيْضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّوَجَلَّ: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِيْ مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَيُكَمِّلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيْضَةِ، ثُمَّ يَكُوْنُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلٰى ذٰلِكَ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيمة الصلاة ٠٠٠٠٠، رقم: ٤١٣

১৪৬. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, কেয়ামতের দিন মানুষের আমলের মধ্য হইতে সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব করা হইবে। যদি নামায উত্তম হইয়াছে বলিয়া সাব্যস্ত হয় তবে সে ব্যক্তি সফলকাম ও কৃতকার্য হইবে। আর যদি নামায খারাপ হয় তবে সে ব্যর্থ ও অকৃতকার্য হইবে। যদি ফরয নামাযে কোন ত্রুটি হইয়া থাকে তবে

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিবেন, দেখ, আমার বান্দার নিকট কিছু নফলও আছে কিনা? যাহা দ্বারা ফরযের ক্রটি পূরণ করা যায়। যদি নফল থাকে তবে আল্লাহ তায়ালা উহা দ্বারা ফরযের ক্রটি পূরণ করিয়া দিবেন। অতঃপর এইভাবে বাকি আমল—রোযা, যাকাত ইত্যাদির হিসাব হইবে। অর্থাৎ ফরয রোযার ক্রটি নফল রোযার দ্বারা পূরণ করা হইবে এবং যাকাতের ক্রটি নফল সদকা দ্বারা পূরা করা হইবে। (তিরমিযী)

١٤٧-عَنْ أَبِى أُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ أَغْبَطَ أَوْلِيَائِىْ عِنْدِىْ لَمُؤْمِنٌ خَفِيْفُ الْحَاذِ ذُوْحَظٍّ مِنَ الصَّلَاةِ، أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَأَطَاعَهُ فِى السِّرِّ وَكَانَ غَامِضًا فِى النَّاسِ لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا فَصَبَرَ عَلٰى ذٰلِكَ. ثُمَّ نَقَرَ بِإِصْبَعِهِ فَقَالَ: عُجِّلَتْ مَنِيَّتُهُ قَلَّتْ بَوَاكِيْهِ قَلَّ تُرَاثُهُ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن، باب ما جاء فى الكفاف ....، رقم:٢٣٤٧

১৪৭. হযরত আবু উমামাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার বন্ধুদের মধ্যে আমার নিকট সর্বাপেক্ষা ঈর্ষার পাত্র সে যে হালকা পাতলা হয়। অর্থাৎ দুনিয়ার আসবাবপত্র ও পরিবার পরিজনের বেশী বোঝা না হয়, নামায হইতে অধিক অংশলাভ করিয়াছে। অর্থাৎ নফল বেশী পরিমাণে পড়িয়া থাকে, আপন রবের এবাদত উত্তমরূপে করে, আল্লাহ তায়ালাকে (যেমন প্রকাশ্যে মান্য করিয়া থাকে তেমনি) গোপনেও মান্য করে, লোকদের মধ্যে অপরিচিত থাকে, তাহার প্রতি অঙ্গুলি দ্বারা ইঙ্গিত করা হয় না, অর্থাৎ লোকদের মধ্যে প্রসিদ্ধ না হয়, রুজি শুধু জীবন ধারণ পরিমাণ হয় যাহার উপর সবর করিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়া দেয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের হাত দ্বারা তুড়ি বাজাইলেন (যেমন কোন কাজ তাড়াতাড়ি হইয়া গেলে মানুষ তুড়ি বাজায়) এবং এরশাদ করিলেন, তাড়াতাড়ি তাহার মৃত্যু আসিয়া যায় আর তাহার জন্য না কান্নাকাটি করার মত কোন মহিলা থাকে আর না তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি বেশী থাকে। (তিরমিযী)

١٤٨-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلْمَانَ رَحِمَهُ اللّٰهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَهُ قَالَ: لَمَّا فَتَحْنَا خَيْبَرَ أَخْرَجُوا غَنَائِمَهُمْ مِنَ الْمَتَاعِ وَالسَّبْيِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَبَاعُوْنَ غَنَائِمَهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ:

يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! لَقَدْ رَبِحْتُ رِبْحًا مَا رَبِحَ الْيَوْمَ مِثْلَهُ اَحَدٌ مِنْ اَهْلِ هٰذَا الْوَادِىْ قَالَ: وَيْحَكَ وَمَا رَبِحْتَ؟ قَالَ: مَا زِلْتُ اَبِيْعُ وَاَبْتَاعُ حَتّٰى رَبِحْتُ ثَلَاثَمِائَةِ اُوْقِيَّةٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اَنَا اُنَبِّئُكَ بِخَيْرِ رَجُلٍ رَبِحَ، قَالَ: مَا هُوَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الصَّلَاةِ. رواه أبوداوُد، باب فى التجارة فى الغزو، رقم:٢٦٦٧ مختصر سنن أبى داوُد للمنذرى

১৪৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালমান (রহঃ) বলেন, একজন সাহাবী আমাকে বলিয়াছেন যে, আমরা যখন খায়বার জয় করিলাম তখন লোকেরা নিজ নিজ গনীমতের মাল বাহির করিল। উহাতে বিভিন্ন প্রকার সামানপত্র ও কয়েদী ছিল। বেচাকেনা আরম্ভ হইয়া গেল। (অর্থাৎ প্রত্যেকে নিজের প্রয়োজনীয় জিনিস খরিদ করিতে লাগিল এবং অন্যান্য অতিরিক্ত জিনিস বিক্রয় করিতে লাগিল।) ইতিমধ্যে একজন সাহাবী (রাযিঃ) (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আজকের এই ব্যবসায় আমার এত মুনাফা হইয়াছে যে, সমস্ত লোকদের মধ্যে আর কাহারো এত মুনাফা হয় নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কত কামাইয়াছ? তিনি বলিলেন, আমি সামান খরিদ করিতে ও বিক্রয় করিতে থাকিলাম, যাহাতে তিনশত উকিয়া চান্দি মুনাফা হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমি তোমাকে সর্বোত্তম মুনাফা অর্জনকারী ব্যক্তি বলিয়া দিতেছি, তিনি আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, কি সেই মুনাফা (যাহা সেই ব্যক্তি অর্জন করিয়াছে)? এরশাদ করিলেন, ফরজ নামাযের পর দুই রাকাত নফল। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ এক উকিয়া চল্লিশ দেরহামে হয়। আর এক দেরহামে প্রায় তিন গ্রাম রূপা হয়। এই হিসাবে প্রায় তিন হাজার তোলা রূপা (মুনাফা অর্জন) হইয়াছে।

١٤٩- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلٰى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ ـ إِذَا هُوَ نَامَ ـ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ مَكَانَ كُلِّ عُقْدَةٍ: عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيْلٌ فَارْقُدْ. فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللّٰهَ

انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقَدُهُ، فَأَصْبَحَ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيْثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ. رواه أبوداؤد، باب قيام الليل، رقم:١٣٠٦ وفي رواية ابن ماجه: فَيُصْبِحُ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفْسِ قَدْ أَصَابَ خَيْرًا. وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، أَصْبَحَ كَسِلًا خَبِيْثَ النَّفْسِ لَمْ يُصِبْ خَيْرًا. باب ما جاء في قيام الليل، رقم:١٣٢٩

১৪৯. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের কেহ যখন শয়ন করে তখন শয়তান তাহার ঘাড়ের উপর তিনটি গিরা লাগাইয়া দেয়। প্রত্যেক গিরাতে সে এই বলিয়া ফুঁ দেয় যে, এখনও রাত্রি অনেক বাকি আছে, ঘুমাইতে থাক। মানুষ যদি জাগ্রত হইয়া আল্লাহ তায়ালার নাম উচ্চারণ করে তবে একটি গিরা খুলিয়া যায়। আর যদি অযূ করিয়া লয় তবে দ্বিতীয় গিরাও খুলিয়া যায়। অতঃপর যদি তাহাজ্জুদ পড়িয়া লয় তবে সমস্ত গিরাগুলি খুলিয়া যায়। অতএব সকালবেলা সে অত্যন্ত সতেজ মন ও হাসিখুশী থাকে। তাহার অনেক বড় কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে। আর যদি তাহাজ্জুদ না পড়ে তবে সে অলস ও ভারাক্রান্ত থাকে এবং অনেক বড় কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হইয়া যায়।

(আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

١٥٠- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: رَجُلَانِ مِنْ أُمَّتِيْ يَقُوْمُ أَحَدُهُمَا مِنَ اللَّيْلِ فَيُعَالِجُ نَفْسَهُ إِلَى الطُّهُوْرِ، وَعَلَيْهِ عُقَدٌ فَيَتَوَضَّأُ، فَإِذَا وَضَّأَ يَدَيْهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا وَضَّأَ وَجْهَهُ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا وَضَّأَ رِجْلَيْهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَيَقُوْلُ الرَّبُّ-عَزَّوَجَلَّ- لِلَّذِيْنَ وَرَاءَ الْحِجَابِ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِيْ هٰذَا يُعَالِجُ نَفْسَهُ مَا سَأَلَنِيْ عَبْدِيْ هٰذَا فَهُوَ لَهُ. رواه أحمد، الفتح الرباني ١/٢٠٤

১৫০. হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আমার উম্মতের দুই ব্যক্তির মধ্যে এক ব্যক্তি রাত্রে উঠে এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজেকে অযূর জন্য প্রস্তুত করে, কারণ তাহার উপর শয়তানের গিরা লাগিয়া থাকে। যখন সে অযূর মধ্যে নিজের উভয় হাত ধৌত করে

তখন একটি গিরা খুলিয়া যায়। যখন চেহারা ধৌত করে তখন দ্বিতীয় গিরা খুলিয়া যায়, যখন মাথা মাসাহ করে তখন আরও একটি গিরা খুলিয়া যায়, যখন পা ধৌত করে তখন আরও একটি গিরা খুলিয়া যায়। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে যাহারা মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে রহিয়াছেন, বলেন, আমার এই বান্দাকে দেখ, সে কিরূপ কষ্ট সহ্য করিতেছে, আমার এই বান্দা আমার নিকট যাহা চাহিবে তাহা সে পাইবে। (মুসনাদে আহমাদ আল ফাতহুর রাব্বানী)

١٥١- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ، وَلَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ، ثُمَّ قَالَ: اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ، أَوْ دَعَا اسْتُجِيْبَ، فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلّٰى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ.

رواه البخاري، باب فضل من تعارّ من الليل فصلّى، رقم:١١٥٤

১৫১. হযরত ওবাদাহ ইবনে সামেত (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যাহার রাত্রে চোখ খুলিয়া যায়, অতঃপর সে এই দোয়া পড়িয়া লয়—

لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ، وَلَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ

অতঃপর اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ (অর্থাৎ আয় আল্লাহ আমাকে মাফ করিয়া দিন) বলে, অথবা আর কোন দোয়া করে তবে উহা কবুল হইয়া যায়। তারপর যদি অযূ করিয়া নামায পড়িতে লাগিয়া যায় তবে তাহার নামায কবুল করা হয়। (বোখারী)

١٥٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ: اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ

وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاءُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ ﷺ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ. اَللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ -أَوْ- لَآ إِلٰهَ غَيْرُكَ. قال سفيان وزاد عبد الكريم أبو أمية وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ. رواه البخارى باب التهجد بالليل، رقم: ١١٢٠

১৫২. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রে যখন তাহাজ্জুদের জন্য উঠিতেন তখন এই দোয়া পড়িতেন—

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاءُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ ﷺ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ. اَللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা আপনারই জন্য, আপনি আসমানসমূহ ও জমিন এবং উহাতে যে সকল মাখলুক আবাদ রহিয়াছে সকলের রক্ষণাবেক্ষণকারী, সমস্ত প্রশংসা আপনারই জন্য, জমিন আসমান ও উহার মধ্যে অবস্থিত সকল মাখলুকের উপর আপনারই রাজত্ব। সমস্ত প্রশংসা আপনারই জন্য, আপনি জমিন–আসমানের আলো দানকারী, সমস্ত প্রশংসা আপনারই জন্য, আপনি জমিন আসমানের বাদশাহ, সমস্ত প্রশংসা আপনারই জন্য, প্রকৃত অস্তিত্ব আপনারই, আপনার ওয়াদা হক (টলিতে পারে না)। আপনার সাক্ষাৎ অবশ্যই লাভ

হইবে, আপনার ফরমান হক, জান্নাতের অস্তিত্ব হক, জাহান্নামের অস্তিত্ব হক, সমস্ত নবী আলাইহিমুস সালামগণ সত্য, (হযরত) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য (রাসূল), কেয়ামত অবশ্যই আসিবে, আয় আল্লাহ আমি নিজেকে আপনার সোপর্দ করিলাম, আমি আপনাকে অন্তর দ্বারা মানিলাম, আপনারই উপর ভরসা করিলাম, আপনারই দিকে মনোনিবেশ করিলাম, (অস্বীকারকারীদের মধ্য হইতে) যাহার সহিত বিবাদ করিয়াছি তাহা আপনারই সাহায্যে করিয়াছি এবং আপনারই দরবারে ফরিয়াদ পেশ করিয়াছি, অতএব আমার সেই সকল গুনাহ মাফ করিয়া দিন যাহা আমি আজ পর্যন্ত করিয়াছি আর যাহা পরে করিব, আর যে গুনাহ আমি গোপনে করিয়াছি, আর যাহা প্রকাশ্যে করিয়াছি। আপনিই তৌফিক দান করতঃ দ্বীনি আমলের দিকে অগ্রগামী করেন আপনিই তৌফিক ছিনাইয়া লইয়া পশ্চাদগামী করেন। আপনি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই, নেক কাজ করার শক্তি ও বদ কাজ হইতে বাঁচার শক্তি একমাত্র আল্লাহর পক্ষ হইতেই হয়। (বোখারী)

١٥٣- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللّٰهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ، صَلٰوةُ اللَّيْلِ رواه مسلم، باب فضل صوم المحرم، رقم:٢٧٥٥

১৫৩. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, রমযানুল মোবারকের পরে সর্বাপেক্ষা উত্তম রোযা মাহে মুহাররমের রোযা। আর ফরয নামাযের পর সর্বাপেক্ষা উত্তম নামায রাত্রের নামায। (মুসলিম)

١٥٤- عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْمُزَنِيِّ رَحِمَهُ اللّٰهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: لَابُدَّ مِنْ صَلٰوةٍ بِلَيْلٍ وَلَوْ حَلْبَ شَاةٍ، وَمَا كَانَ بَعْدَ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ فَهُوَ مِنَ اللَّيْلِ. رواه الطبرانى فى الكبير وفيه: محمد بن اسحاق وهو مدلس وبقية رجاله ثقات، مجمع الزوائد ٢/٥٢١ وهو ثقة، مجمع الزوائد ١٠/٩٢

১৫৪. হযরত ইয়াস ইবনে মুআবিয়া মুযানী (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তাহাজ্জুদ অবশ্যই পড় যদিও বকরীর দুধ দোহন পরিমাণ এত অল্প সময়ের জন্যই হউক না কেন। আর এশার পর যে নামাযই পড়া হইবে তাহা তাহাজ্জুদের মধ্যে গণ্য হইবে। (তাবরানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

ফায়দা ঃ ঘুম হইতে জাগ্রত হইবার পর যে নামায পড়া হয় উহাকে তাহাজ্জুদ বলে। কোন কোন ওলামায়ে কেরামের নিকট এশার পর ঘুমাইবার পূর্বে যে নফল পড়িয়া লওয়া হইবে উহাও তাহাজ্জুদ।

(এলাউস সুনান)

١٥٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: فَضْلُ صَلٰوةِ اللَّيْلِ عَلٰى صَلٰوةِ النَّهَارِ كَفَضْلِ صَدَقَةِ السِّرِّ عَلٰى صَدَقَةِ الْعَلَانِيَةِ. رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ٢/٥١٩

১৫৫. হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, রাত্রের নফল নামায দিনের নফল নামায হইতে এরূপ উত্তম যেরূপ গোপন সদকা প্রকাশ্য সদকা হইতে উত্তম। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٥٦- عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَاِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ اِلٰى رَبِّكُمْ وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْاِثْمِ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ١/٣٠٨

১৫৬. হযরত আবু উমামা বাহেলী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তাহাজ্জুদ অবশ্যই পড়িও। উহা তোমাদের পূর্ববর্তী নেক লোকদের তরীকা। আর উহা দ্বারা তোমাদের আপন রবের নৈকট্য লাভ হইবে, গুনাহ মাফ হইবে এবং গুনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। (মুসতাদরাকে হাকেম)

١٥٧- عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللّٰهُ، وَيَضْحَكُ اِلَيْهِمْ وَيَسْتَبْشِرُ بِهِمُ الَّذِىْ اِذَا انْكَشَفَتْ فِئَةٌ قَاتَلَ وَرَاءَهَا بِنَفْسِهِ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ، فَاِمَّا اَنْ يُقْتَلَ وَاِمَّا اَنْ يَنْصُرَهُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ وَيَكْفِيَهُ، فَيَقُوْلُ: انْظُرُوا اِلٰى عَبْدِىْ هٰذَا كَيْفَ صَبَرَ لِىْ بِنَفْسِهِ؟ وَالَّذِىْ لَهُ امْرَاَةٌ حَسَنَةٌ وَفِرَاشٌ لَيِّنٌ حَسَنٌ، فَيَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَقُوْلُ: يَذَرُ شَهْوَتَهُ وَيَذْكُرُنِى، وَلَوْ شَاءَ رَقَدَ، وَالَّذِىْ اِذَا كَانَ فِىْ سَفَرٍ وَكَانَ مَعَهُ رَكْبٌ فَسَهِرُوا ثُمَّ هَجَعُوا فَقَامَ مِنَ السَّحَرِ فِىْ ضَرَّاءَ وَسَرَّاءَ. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، الترغيب ١/٤٣٤

১৫৭. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তিন ব্যক্তি এমন আছে যাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা মহব্বত করেন, এবং তাহাদেরকে দেখিয়া অত্যন্ত খুশী হন, তন্মধ্যে একজন সেই ব্যক্তি যে জেহাদে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য একাই লড়াই করিতে থাকে যখন তাহার সমস্ত সাথী ময়দান ছাড়িয়া চলিয়া যায়। অতঃপর সে হয়ত শহীদ হইয়া যাইবে অথবা আল্লাহ তায়ালা তাহাকে সাহায্য করিবেন এবং তাহাকে জয়যুক্ত করিবেন। আল্লাহ তায়ালা (ফেরেশতাদেরকে) বলেন, আমার এই বান্দাকে দেখ, আমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কিভাবে ময়দানে দৃঢ়পদ রহিয়াছে। দ্বিতীয় সেই ব্যক্তি যাহার পার্শ্বে সুন্দরী স্ত্রী রহিয়াছে এবং উত্তম ও নরম বিছানা রহিয়াছে তথাপি সে (এইসব ছাড়িয়া) তাহাজ্জুদে মশগুল হইয়া যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, দেখ, নিজের খাহেশকে ত্যাগ করিতেছে আর আমাকে স্মরণ করিতেছে। ইচ্ছা করিলে সে ঘুমাইয়া থাকিতে পারিত। তৃতীয় সেই ব্যক্তি যে সফরে কাফেলার সহিত রহিয়াছে। কাফেলার লোকজন অধিক রাত্র জাগ্রত থাকিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, আর এই ব্যক্তি মনের ইচ্ছায় অনিচ্ছায়—সর্বাবস্থায় তাহাজ্জুদের জন্য উঠিয়া দাঁড়ায়। (তাবারানী, তরগীব)

١٥٨- عَنْ أَبِيْ مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا، وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا، أَعَدَّهَا اللّٰهُ لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَأَفْشَى السَّلَامَ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده قوى ٢/٢٦٢

১৫৮. হযরত আবু মালেক আশআরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জান্নাতে এরূপ বালাখানা রহিয়াছে, যাহার ভিতরের জিনিস বাহির হইতে এবং বাহিরের জিনিস ভিতর হইতে দেখা যায়। এই সকল বালাখানা আল্লাহ তায়ালা ঐ সকল লোকের জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন যাহারা লোকদেরকে খানা খাওয়ায়, অধিক পরিমাণে সালাম প্রচার করে এবং রাত্রে এমন সময় নামায পড়ে যখন লোকেরা ঘুমাইয়া থাকে। (ইবনে হিব্বান)

١٥٩- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ جِبْرَئِيْلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، وَاعْمَلْ مَا

شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ، وَعِزَّهُ اسْتِغْنَاءُهُ عَنِ النَّاسِ. رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن، الترغيب ١/٤٣١

১৫৯. হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাযিঃ) বলেন, হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, হে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনি যতদিনই জীবিত থাকুন না কেন একদিন মৃত্যু আসিবেই। আপনি যাহা ইচ্ছা আমল করুন উহার বদলা বা বিনিময় আপনাকে দেওয়া হইবে। যাহাকে ইচ্ছা মহব্বত করুন অবশেষে একদিন পৃথক হইতে হইবে। জানিয়া রাখুন, মুমিনের বুযুর্গী তাহাজ্জুদ পড়ার মধ্যে, আর মুমিনের সম্মান লোকদের হইতে অমুখাপেক্ষী থাকার মধ্যে। (তাবারানী, তরগীব)

١٦٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: يَا عَبْدَ اللّٰهِ لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ. رواه البخاري، باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه، رقم:١١٥٢

১৬০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিয়াছেন, আবদুল্লাহ, তুমি অমুকের মত হইও না। সে রাত্রে তাহাজ্জুদ পড়িত আবার তাহাজ্জুদ ছাড়িয়া দিল। (বোখারী)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ কোন ওজর ব্যতীত নিজের দৈনন্দিনের দ্বীনী আমলকে ছাড়িয়া দেওয়া ভাল নয়। (মোজাহেরে হক)

١٦١- عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيْعَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى، وَإِذَا صَلّٰى أَحَدُكُمْ فَلْيَتَشَهَّدْ فِيْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ لِيُلْحِفْ فِي الْمَسْئَلَةِ، ثُمَّ إِذَا دَعَا فَلْيَتَسَاكَنْ وَلْيَتَبَاءَسْ وَلْيَتَضَعَّفْ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَذَاكَ الْخِدَاجُ أَوْ كَالْخِدَاجِ. رواه أحمد ٤/١٦٧

১৬১. হযরত মুত্তালিব ইবনে রাবীআহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, রাত্রের নামায দুই দুই রাকাত করিয়া। অতএব তোমাদের কেহ যখন নামায পড়িবে তখন প্রতি দুই রাকাতের শেষে তাশাহহুদ পড়িবে। অতঃপর দোয়ার মধ্যে মিনতি করিবে, বিনীত ভাব অবলম্বন করিবে, অসহায়তা ও অক্ষমতা প্রকাশ করিবে। যে এরূপ করে নাই তাহার নামায অসম্পূর্ণ রহিয়াছে।

(মুসনাদে আহমাদ)

ফায়দা ঃ তাশাহহুদের পর দোয়া করা, নামাযের মধ্যেও এবং সালামের পরও করা যাইতে পারে।

١٦٢- عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ بِالنَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً وَهُوَ يُصَلِّى فِى الْمَسْجِدِ فِى الْمَدِيْنَةِ قَالَ: فَقُمْتُ أُصَلِّى وَرَاءَهُ يُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ، فَاسْتَفْتَحَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ، فَقُلْتُ إِذَا جَاءَ مِائَةَ آيَةٍ رَكَعَ، فَجَاءَهَا فَلَمْ يَرْكَعْ، فَقُلْتُ إِذَا جَاءَ مِائَتَىْ آيَةٍ رَكَعَ، فَجَاءَهَا فَلَمْ يَرْكَعْ، فَقُلْتُ إِذَا خَتَمَهَا رَكَعَ، فَخَتَمَ فَلَمْ يَرْكَعْ، فَلَمَّا خَتَمَ قَالَ: اللّٰهُمَّ! لَكَ الْحَمْدُ، اللّٰهُمَّ! لَكَ الْحَمْدُ، وِتْرًا ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ، فَقُلْتُ إِنْ خَتَمَهَا رَكَعَ، فَخَتَمَهَا وَلَمْ يَرْكَعْ، وَقَالَ: اللّٰهُمَّ! لَكَ الْحَمْدُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ افْتَتَحَ سُوْرَةَ الْمَائِدَةِ، فَقُلْتُ: إِذَا خَتَمَ رَكَعَ، فَخَتَمَهَا فَرَكَعَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ، وَيُرَجِّعُ شَفَتَيْهِ فَاَعْلَمُ أَنَّهُ يَقُوْلُ غَيْرَ ذٰلِكَ، ثُمَّ سَجَدَ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: سُبْحَانَ رَبِّىَ الْأَعْلٰى، وَيُرَجِّعُ شَفَتَيْهِ فَاَعْلَمُ أَنَّهُ يَقُوْلُ غَيْرَ ذٰلِكَ فَلَا أَفْهَمُ غَيْرَهُ ثُمَّ افْتَتَحَ سُوْرَةَ الْأَنْعَامِ فَتَرَكْتُهُ وَذَهَبْتُ. رواه عبد الرزاق فى مصنفه ٢/١٤٧

১৬২. হযরত হোযাইফা ইবনে ইয়ামান (রাযিঃ) বলেন, আমি এক রাত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দিয়া গেলাম। তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় মসজিদে নামায পড়িতেছিলেন। আমিও তাঁহার পিছনে নামায পড়িতে দাঁড়াইয়া গেলাম। আমার ধারণা ছিল যে, তিনি জানেন না যে, আমি তাঁহার পিছনে নামায পড়িতেছি। তিনি সূরা বাকারা আরম্ভ করিলেন, আমি মনে মনে বলিলাম, হয়ত একশত আয়াতের পর রুকু করিবেন। কিন্তু তিনি যখন একশত আয়াত পড়িয়া রুকু করিলেন না তখন ভাবিলাম, দুইশত আয়াত পড়িয়া রুকু করিবেন। কিন্তু তিনি যখন

দুইশত আয়াত পড়িয়া রুকু করিলেন না তখন আমি ভাবিলাম, হয়ত সূরা শেষ করিয়া রুকু করিবেন। যখন তিনি সূরা শেষ করিলেন তখন তিনবার اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ পড়িলেন। অতঃপর সূরা আলে এমরান আরম্ভ করিলেন। আমি ধারণা করিলাম যে, ইহা শেষ করিয়া তো রুকু করিবেনই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সূরা শেষ করিলেন, কিন্তু রুকু করিলেন না, বরং তিন বার اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ পড়িলেন। অতঃপর সূরা মায়েদাহ আরম্ভ করিয়া দিলেন। আমি চিন্তা করিলাম, সূরা মায়েদাহ শেষ করিয়া রুকু করিবেন। সুতরাং তিনি সূরা মায়েদাহ শেষ করিয়া রুকু করিলেন। আমি তাঁহাকে রুকুতে سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ। পড়িতে শুনিলাম এবং তিনি নিজের ঠোঁট মোবারক নাড়াইতেছিলেন। (যাহাতে) আমি বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি উহার সহিত আরও কিছু পড়িতেছেন। অতঃপর তিনি সেজদা করিলেন। আমি তাঁহাকে সেজদাতে سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى পড়িতে শুনিলাম এবং তিনি তাঁহার ঠোঁট মোবারক নাড়াইতেছিলেন। যাহাতে আমি বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি উহার সহিত আরও কিছু পড়িতেছেন যাহা আমি বুঝিতে পারিতেছিলাম না। অতঃপর দ্বিতীয় রাকাতে সূরা আনআম আরম্ভ করিলে আমি তাহাকে নামাযরত অবস্থায় ছাড়িয়া চলিয়া আসিলাম। (কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আর নামায পড়িতে হিম্মত করিতে পারিলাম না।) (মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক)

١٢٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَيْلَةً حِيْنَ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهٖ: اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِىْ بِهَا قَلْبِىْ، وَتَجْمَعُ بِهَا اَمْرِىْ، وَتَلُمُّ بِهَا شَعْثِىْ، وَتُصْلِحُ بِهَا غَائِبِىْ، وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِىْ، وَتُزَكِّىْ بِهَا عَمَلِىْ، وَتُلْهِمُنِىْ بِهَا رُشْدِىْ، وَتَرُدُّ بِهَا اُلْفَتِىْ، وَتَعْصِمُنِىْ بِهَا مِنْ كُلِّ سُوْءٍ، اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِىْ اِيْمَانًا وَيَقِيْنًا لَيْسَ بَعْدَهٗ كُفْرٌ، وَرَحْمَةً اَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ الْفَوْزَ فِى الْقَضَاءِ وَنُزُلَ الشُّهَدَاءِ وَعَيْشَ السُّعَدَاءِ، وَالنَّصْرَ عَلَى الْاَعْدَاءِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُنْزِلُ بِكَ حَاجَتِىْ وَاِنْ قَصُرَ رَاْيِىْ وَضَعُفَ عَمَلِىْ افْتَقَرْتُ اِلٰى رَحْمَتِكَ، فَاَسْاَلُكَ يَا قَاضِىَ الْاُمُوْرِ، وَيَاشَافِىَ الصُّدُوْرِ، كَمَا تُجِيْرُ بَيْنَ الْبُحُوْرِ، اَنْ تُجِيْرَنِىْ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ،

وَمِنْ دَعْوَةِ الثُّبُوْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْقُبُوْرِ. اَللّٰهُمَّ مَا قَصُرَ عَنْهُ رَأْيِیْ وَلَمْ تَبْلُغْهُ نِيَّتِیْ وَلَمْ تَبْلُغْهُ مَسْأَلَتِیْ مِنْ خَيْرٍ، وَعَدْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ خَيْرٍ أَنْتَ مُعْطِيْهِ أَحَدًا مِنْ عِبَادِكَ فَإِنِّیْ أَرْغَبُ إِلَيْكَ فِيْهِ وَأَسْأَلُكَهُ بِرَحْمَتِكَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ، اَللّٰهُمَّ ذَا الْحَبْلِ الشَّدِيْدِ، وَالْأَمْرِ الرَّشِيْدِ، أَسْأَلُكَ الْأَمْنَ يَوْمَ الْوَعِيْدِ، وَالْجَنَّةَ يَوْمَ الْخُلُوْدِ مَعَ الْمُقَرَّبِيْنَ الشُّهُوْدِ، الرُّكَّعِ السُّجُوْدِ، الْمُوْفِيْنَ بِالْعُهُوْدِ، أَنْتَ رَحِيْمٌ وَدُوْدٌ، وَإِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تُرِيْدُ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا هَادِيْنَ مُهْتَدِيْنَ غَيْرَ ضَالِّيْنَ وَلَا مُضِلِّيْنَ سِلْمًا لِأَوْلِيَائِكَ وَعَدُوًّا لِأَعْدَائِكَ نُحِبُّ بِحُبِّكَ مَنْ أَحَبَّكَ وَنُعَادِیْ بِعَدَاوَتِكَ مَنْ خَالَفَكَ، اَللّٰهُمَّ هٰذَا الدُّعَاءُ وَعَلَيْكَ الْإِجَابَةُ وَهٰذَا الْجُهْدُ وَعَلَيْكَ التُّكْلَانُ. اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِیْ نُوْرًا فِیْ قَلْبِیْ وَنُوْرًا فِیْ قَبْرِیْ وَنُوْرًا مِنْ بَيْنِ يَدَیَّ، وَنُوْرًا مِنْ خَلْفِیْ، وَنُوْرًا عَنْ يَمِيْنِیْ، وَنُوْرًا عَنْ شِمَالِیْ، وَنُوْرًا مِنْ فَوْقِیْ، وَنُوْرًا مِنْ تَحْتِیْ، وَنُوْرًا فِیْ سَمْعِیْ، وَنُوْرًا فِیْ بَصَرِیْ، وَنُوْرًا فِیْ شَعْرِیْ، وَنُوْرًا فِیْ بَشَرِیْ، وَنُوْرًا فِیْ لَحْمِیْ، وَنُوْرًا فِیْ دَمِیْ، وَنُوْرًا فِیْ عِظَامِیْ، اَللّٰهُمَّ أَعْظِمْ لِیْ نُوْرًا وَأَعْطِنِیْ نُوْرًا وَاجْعَلْ لِیْ نُوْرًا، سُبْحَانَ الَّذِیْ تَعَطَّفَ الْعِزَّ وَقَالَ بِهِ، سُبْحَانَ الَّذِیْ لَبِسَ الْمَجْدَ وَتَكَرَّمَ بِهِ، سُبْحَانَ الَّذِیْ لَا يَنْبَغِی التَّسْبِيْحُ إِلَّا لَهُ، سُبْحَانَ ذِی الْفَضْلِ وَالنِّعَمِ، سُبْحَانَ ذِی الْمَجْدِ وَالْكَرَمِ، سُبْحَانَ ذِی الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. رواه الترمذی وقال: هذا حديث غريب، باب منه دعاء: اللّٰهم إنی أسئلك رحمة من عندك . . . . ، رقم: ٣٤١٩

১৬৩. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাত্রে তাহাজ্জুদ নামায শেষ করিবার পর আমি তাহাকে এই দোয়া করিতে শুনিয়াছি—

اَللّٰهُمَّ إِنِّیْ أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِیْ بِهَا قَلْبِیْ، وَتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِیْ، وَتَلُمُّ بِهَا شَعْثِیْ، وَتُصْلِحُ بِهَا غَائِبِیْ، وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِیْ، وَتُزَكِّیْ بِهَا عَمَلِیْ، وَتُلْهِمُنِیْ بِهَا رُشْدِیْ، وَتَرُدُّ بِهَا أُلْفَتِیْ، وَتَعْصِمُنِیْ بِهَا مِنْ كُلِّ

سُوْءٍ، اللّٰهُمَّ أَعْطِنِيْ إِيْمَانًا وَيَقِيْنًا لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ، وَرَحْمَةً أَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْفَوْزَ فِي الْقَضَاءِ وَنُزُلَ الشُّهَدَاءِ وَعَيْشَ السُّعَدَاءِ، وَالنَّصْرَ عَلَى الْأَعْدَاءِ، اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أُنْزِلُ بِكَ حَاجَتِيْ وَإِنْ قَصُرَ رَأْيِيْ وَضَعُفَ عَمَلِيْ افْتَقَرْتُ إِلٰى رَحْمَتِكَ، فَأَسْأَلُكَ يَا قَاضِيَ الْأُمُوْرِ، وَيَاشَافِيَ الصُّدُوْرِ، كَمَا تُجِيْرُ بَيْنَ الْبُحُوْرِ، أَنْ تُجِيْرَنِيْ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ، وَمِنْ دَعْوَةِ الثُّبُوْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْقُبُوْرِ. اللّٰهُمَّ مَا قَصُرَ عَنْهُ رَأْيِيْ وَلَمْ تَبْلُغْهُ نِيَّتِيْ وَلَمْ تَبْلُغْهُ مَسْأَلَتِيْ مِنْ خَيْرٍ، وَعَدْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ خَيْرٍ أَنْتَ مُعْطِيْهِ أَحَدًا مِنْ عِبَادِكَ فَإِنِّيْ أَرْغَبُ إِلَيْكَ فِيْهِ وَأَسْأَلُكَهُ بِرَحْمَتِكَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ، اللّٰهُمَّ ذَا الْحَبْلِ الشَّدِيْدِ، وَالْأَمْرِ الرَّشِيْدِ، أَسْأَلُكَ الْأَمْنَ يَوْمَ الْوَعِيْدِ، وَالْجَنَّةَ يَوْمَ الْخُلُوْدِ مَعَ الْمُقَرَّبِيْنَ الشُّهُوْدِ، الرُّكَّعِ السُّجُوْدِ، الْمُوْفِيْنَ بِالْعُهُوْدِ، أَنْتَ رَحِيْمٌ وَدُوْدٌ، وَإِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تُرِيْدُ، اللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا هَادِيْنَ مُهْتَدِيْنَ غَيْرَ ضَالِّيْنَ وَلَا مُضِلِّيْنَ سِلْمًا لِأَوْلِيَائِكَ وَعَدُوًّا لِأَعْدَائِكَ نُحِبُّ بِحُبِّكَ مَنْ أَحَبَّكَ وَنُعَادِيْ بِعَدَاوَتِكَ مَنْ خَالَفَكَ، اللّٰهُمَّ هٰذَا الدُّعَاءُ وَعَلَيْكَ الْإِجَابَةُ وَهٰذَا الْجُهْدُ وَعَلَيْكَ التُّكْلَانُ. اللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِيْ نُوْرًا فِيْ قَلْبِيْ وَنُوْرًا فِيْ قَبْرِيْ وَنُوْرًا مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَنُوْرًا مِنْ خَلْفِيْ، وَنُوْرًا عَنْ يَمِيْنِيْ، وَنُوْرًا عَنْ شِمَالِيْ، وَنُوْرًا مِنْ فَوْقِيْ، وَنُوْرًا مِنْ تَحْتِيْ، وَنُوْرًا فِيْ سَمْعِيْ، وَنُوْرًا فِيْ بَصَرِيْ، وَنُوْرًا فِيْ شَعْرِيْ، وَنُوْرًا فِيْ بَشَرِيْ، وَنُوْرًا فِيْ لَحْمِيْ، وَنُوْرًا فِيْ دَمِيْ، وَنُوْرًا فِيْ عِظَامِيْ، اللّٰهُمَّ أَعْظِمْ لِيْ نُوْرًا وَأَعْطِنِيْ نُوْرًا وَاجْعَلْ لِيْ نُوْرًا، سُبْحَانَ الَّذِيْ تَعَطَّفَ الْعِزَّ وَقَالَ بِهِ، سُبْحَانَ الَّذِيْ لَبِسَ الْمَجْدَ وَتَكَرَّمَ بِهِ، سُبْحَانَ الَّذِيْ لَا يَنْبَغِي التَّسْبِيْحُ إِلَّا لَهُ، سُبْحَانَ ذِي الْفَضْلِ وَالنِّعَمِ، سُبْحَانَ ذِي الْمَجْدِ وَالْكَرَمِ، سُبْحَانَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ্‌, আমি আপনার নিকট আপনার খাস রহমত চাহিতেছি, যাহা দ্বারা আপনি আমার দিলকে হেদায়াত নসীব করুন এবং উহা দ্বারা আমার কাজকে সহজ করিয়া দিন, আর সেই রহমত দ্বারা

আমার পেরেশানীর অবস্থাকে দূর করিয়া দিন এবং আমার অনুপস্থিতির বিষয়গুলির দেখাশুনা করুন, আর যাহা আমার নিকট আছে উহাকে সেই রহমত দ্বারা উন্নতি ও সম্মান নসীব করুন এবং আমার আমলকে সেই রহমত দ্বারা (শিরক ও রিয়া) হইতে পাক করিয়া দিন, আর সেই রহমত দ্বারা আমার অন্তরে এমন কথা ঢালিয়া দিন যাহা আমার জন্য সঠিক ও উপযোগী হয় এবং আমি যে জিনিসকে ভালবাসি সেই রহমত দ্বারা আমাকে উহা দান করুন, এবং সেই রহমত দ্বারা আমাকে সর্বপ্রকার খারাবী হইতে হেফাজত করুন। আয় আল্লাহ, আমাকে এমন ঈমান ও একীন নসীব করুন যাহার পর আর কোন প্রকার কুফর না থাকে এবং আমাকে আপনার সেই রহমত দান করুন যাহা দ্বারা আমার দুনিয়া আখেরাতে আপনার পক্ষ হইতে ইজ্জত ও সম্মানজনক স্থান লাভ হইবে। আয় আল্লাহ, আমি আপনার নিকট ফয়সালা বা সিদ্ধান্তের বিশুদ্ধতা এবং আপনার নিকট শহীদগণের ন্যায় মেহমানদারী, ভাগ্যবানদের ন্যায় জীবন এবং শত্রুর মোকাবিলায় আপনার সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। আয় আল্লাহ, আমি আপনার নিকট আমার প্রয়োজন পেশ করিতেছি, যদিও আমার বুদ্ধি অসম্পূর্ণ ও আমার আমল দুর্বল, আমি আপনার রহমতের মুখাপেক্ষী। হে কার্যসম্পাদনকারী ও অন্তরসমূহের শেফাদানকারী, যেমন আপনি আপন কুদরত দ্বারা (একই সঙ্গে প্রবাহিত) সমুদ্রগুলির একটি হইতে অপরটিকে পৃথক করিয়া রাখেন, (অর্থাৎ লোনাকে মিষ্টি হইতে এবং মিষ্টিকে লোনা হইতে পৃথক রাখেন) তেমনি আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, আমাকে আপনি দোযখের আগুন হইতে এবং সেই আযাব হইতে যাহা দেখিয়া মানুষ হায় হায় (অর্থাৎ মৃত্যু কামনা) করিতে আরম্ভ করে এবং কবরের আযাব হইতে দূরে রাখুন। আয় আল্লাহ, যে কল্যাণ পর্যন্ত আমার আকল বুদ্ধি পৌঁছিতে পারে নাই এবং আমার আমল উহা অর্জন করার ব্যাপারে দুর্বল রহিয়াছে এবং আমার নিয়তও সেই পর্যন্ত পৌঁছে নাই এবং আমি আপনার নিকট সেই কল্যাণ সম্পর্কে আবেদনও করি নাই, যাহা আপনি আপনার মাখলুক হইতে কোন বান্দার সঙ্গে ওয়াদা করিয়াছেন অথবা এমন কোন কল্যাণ যাহা আপনি আপনার কোন বান্দাকে দেওয়ার ইচ্ছা করিয়াছেন, হে সমস্ত জগতের পালনকর্তা, আমিও আপনার নিকট সেই কল্যাণ কামনা করি এবং আপনার রহমতের উসিলায় উহা চাহিতেছি। হে দৃঢ় অঙ্গীকারকারী ও নেককাজের মালিক আল্লাহ, আমি আপনার নিকট আযাবের দিন নিরাপত্তা ও কেয়ামতের দিন জান্নাতে ঐ সমস্ত লোকদের সঙ্গী হওয়ার প্রার্থনা করিতেছি যাহারা

আপনার নৈকট্যপ্রাপ্ত, আপনার দরবারে উপস্থিত, রুকু সেজদায় পড়িয়া থাকে, অঙ্গীকারকে পালন করে। নিশ্চয় আপনি বড় মেহেরবান ও অত্যন্ত মহব্বত করনেওয়ালা এবং নিশ্চয় আপনি যাহা চাহেন তাহা করেন। আয় আল্লাহ, আমাদিগকে অন্যদের জন্য সৎপথের প্রদর্শক ও স্বয়ং হেদায়াতপ্রাপ্ত বানাইয়া দিন। এমন করিবেন না যে, নিজেও পথভ্রষ্ট হই এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করি। আপনার দোস্তদের সহিত যেন আমাদের সন্ধি হয় আপনার দুশমনদের যেন দুশমন হই। যে আপনার সহিত মহব্বত রাখে তাহার সহিত আপনার মহব্বতের কারণে মহব্বত করি। আর যে আপনার বিরোধিতা করে তাহার সহিত আপনার দুশমনির কারণে যেন দুশমনি করি। আয় আল্লাহ, এই দোয়া করা আমার কাজ আর কবুল করা আপনার কাজ, আর ইহা আমার চেষ্টা এবং আপনার যাতের উপর ভরসা রাখি। আয় আল্লাহ, আমার অন্তরে নূর ঢালিয়া দিন, আমার কবরকে নূরানী করিয়া দিন, আমার সামনে নূর, আমার পিছনে নূর, আমার ডানে নূর, আমার বামে নূর, আমার উপরে নূর, আমার নিচে নূর, অর্থাৎ আমার চারিদিকে আপনারই নূর হউক, এবং আমার কানে নূর আমার চোখে নূর, আমার লোমে লোমে নূর, আমার চামড়ায় নূর, আমার গোশতে নূর, আমার রক্তে নূর, আমার হাঁড়ে হাঁড়ে নূরই নূর করিয়া দিন। আয় আল্লাহ, আমার নূরকে বৃদ্ধি করিয়া দিন, আমাকে নূর দান করুন, আমার জন্য নূর নির্ধারিত করিয়া দিন। পবিত্র সেই সত্তা ইজ্জত যাহার চাদর এবং তাহার ফরমান সম্মানিত। পবিত্র সেই সত্তা মহিমা ও মহত্ব যাহার পোশাক ও তাঁহার দান। পবিত্র সেই সত্তা যাহার শানই একমাত্র দোষ হইতে পাক হওয়ার উপযুক্ত। পবিত্র সেই সত্তা যিনি বড় অনুগ্রহ ও নেয়ামতের মালিক। পবিত্র সেই সত্তা, যিনি অত্যন্ত মহিমাময় সম্মানিত। পবিত্র সেই সত্তা যিনি অতীব মর্যাদা ও দয়ার মালিক। (তিরমিযী)

١٦٤- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ صَلَّى فِيْ لَيْلَةٍ بِمِائَةِ آيَةٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ، وَمَنْ صَلَّى فِيْ لَيْلَةٍ بِمِائَتَيْ آيَةٍ فَإِنَّهُ يُكْتَبُ مِنَ الْقَانِتِيْنَ الْمُخْلِصِيْنَ. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبى ١/٣٠٩

১৬৪. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন রাত্রে নামাযের মধ্যে একশত আয়াত পড়ে, সে ঐ রাত্রে আল্লাহর এবাদত

হইতে গাফেল ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য হয় না, আর যে ব্যক্তি কোন রাত্রে নামাযের মধ্যে দুইশত আয়াত পড়ে, সে ঐ রাত্রে এখলাসের সহিত এবাদতকারীদের মধ্যে গণ্য হয়। (মুসতাদরাকে হাকেম)

١٦٥-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ، وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِيْنَ، وَمَنْ قَرَأَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطِرِيْنَ. رواه ابن خزيمة في صحيحه ٢/١٨١

১৬৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদে দশ আয়াত পড়িয়া লয় সে ঐ রাত্রে গাফেলীনদের মধ্যে গণ্য হয় না। যে একশত আয়াত পড়িয়া লয় সে এবাদতগুজারদের মধ্যে গণ্য হয়। আর যে একহাজার আয়াত পড়িয়া লয় সে ঐ সকল লোকদের মধ্যে গণ্য হয় যাহারা কিনতার পরিমাণ সওয়াব লাভ করে।

(ইবনে খুযাইমা)

١٦٦- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: الْقِنْطَارُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ أُوْقِيَةٍ، كُلُّ أُوْقِيَةٍ خَيْرٌ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده حسن٦/٣١١

১৬৬. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বার হাজার উকিয়াতে এক কিনতার হয় এবং প্রত্যেক উকিয়া জমিন আসমানের মধ্যবর্তী সমুদয় জিনিস হইতে উত্তম। (ইবনে হিব্বান)

١٦٧- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلّٰى ثُمَّ أَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِيْ وَجْهِهَا الْمَاءَ، وَرَحِمَ اللّٰهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ ثُمَّ أَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلّٰى، فَإِنْ أَبٰى نَضَحَتْ فِيْ وَجْهِهِ الْمَاءَ. رواه النسائي، باب الترغيب في قيام الليل، رقم:١٦١١

১৬৭. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ

তায়ালা সেই ব্যক্তির উপর রহমত নাযিল করুন, যে রাত্রে উঠিয়া তাহাজ্জুদ পড়ে, অতঃপর নিজ স্ত্রীকেও জাগ্রত করে এবং সেও নামায পড়ে। আর যদি (ঘুমের আধিক্যের দরুন) সে না উঠে তবে তাহার মুখের উপর হালকা পানির ছিটা দিয়া জাগ্রত করে। এমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা সেই মহিলার উপর রহমত নাযিল করুন, যে রাত্রে উঠিয়া তাহাজ্জুদ পড়ে, অতঃপর নিজ স্বামীকে জাগ্রত করে এবং সেও নামায পড়ে। আর যদি সে না উঠে তবে তাহার মুখের উপর হালকা পানির ছিটা দিয়া উঠাইয়া দেয়। (নাসাঈ)

ফায়দা ঃ এই হাদীস সেই স্বামী স্ত্রীর জন্য যাহারা তাহাজ্জুদের আগ্রহ রাখে এবং এইভাবে একে অপরকে জাগ্রত করার দ্বারা তাহাদের মধ্যে মনমালিন্যতা সৃষ্টি না হয়। (মাআরিফে হাদীস)

١٦٨- عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ وَأَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَا: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا أَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَمِيْعًا كُتِبَ فِى الذَّاكِرِيْنَ وَالذَّاكِرَاتِ. رواه أبوداؤد، باب قيام الليل، رقم:١٣٠٩

১৬৮. হযরত আবু হোরায়রা ও হযরত আবু সাঈদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষ যখন রাত্রে তাহার পরিবার পরিজনকে জাগ্রত করে এবং স্বামী স্ত্রী উভয়ে (কমসে কম) তাহাজ্জুদের দুই রাকাত পড়িয়া লয় তখন তাহারা অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকিরকারীদের মধ্যে গণ্য হইয়া যায়। (আবু দাউদ)

١٦٩- عَنْ عَطَاءٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَخْبِرِيْنِىْ بِأَعْجَبِ مَا رَأَيْتِ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، قَالَتْ: وَأَىُّ شَأْنِهِ لَمْ يَكُنْ عَجَبًا؟ إِنَّهُ أَتَانِىْ لَيْلَةً فَدَخَلَ مَعِىَ لِحَافِىْ ثُمَّ قَالَ: ذَرِيْنِىْ أَتَعَبَّدُ لِرَبِّىْ، فَقَامَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّىْ، فَبَكَى حَتّٰى سَالَتْ دُمُوْعُهُ عَلٰى صَدْرِهِ، ثُمَّ رَكَعَ فَبَكَى ثُمَّ سَجَدَ فَبَكَى، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَبَكَى، فَلَمْ يَزَلْ كَذٰلِكَ حَتّٰى جَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، وَمَا يُبْكِيْكَ وَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ: أَفَلَا أَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا، وَلِمَ لَا أَفْعَلُ وَقَدْ أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَىَّ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ: ﴿إِنَّ

فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِى الْأَلْبَابِ﴾ الْآيَاتِ. أخرجه ابن حبان في صحيحه، إقامة الحجة ص ١١٢

১৬৯. হযরত আতা (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর নিকট আরজ করিলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন আশ্চর্য বিষয় যাহা আপনি দেখিয়াছেন, আমাকে শুনাইয়া দিন। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন জিনিস আশ্চর্য ছিল না। এক রাত্রে তিনি আমার নিকট ছিলেন এবং আমার সহিত আমার লেপের ভিতর শয়ন করিলেন। অতঃপর বলিলেন, ছাড়, আমি আমার রবের এবাদত করি। এই বলিয়া তিনি বিছানা হইতে উঠিলেন, অযূ করিলেন, অতঃপর নামাযের জন্য দাঁড়াইয়া গেলেন এবং কাঁদিতে লাগিলেন। এমনকি অশ্রু সীনা মোবারকের উপর বহিতে লাগিল। অতঃপর রুকু করিলেন, উহাতেও এইভাবে কাঁদিতে থাকিলেন। অতঃপর সেজদা করিলেন, উহাতেও এইভাবে কাঁদিতে থাকিলেন। অতঃপর সেজদা হইতে উঠিলেন এবং এইভাবে কাঁদিতে থাকিলেন। অবশেষে হযরত বেলাল (রাযিঃ) আসিয়া ফজরের নামাযের জন্য আওয়াজ দিলেন। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহ তায়ালা যখন আপনার অগ্র–পশ্চাতের সকল গুনাহ (যদি হইয়াও থাকে) মাফ করিয়া দিয়াছেন তখন আপনি এত কেন কাঁদিতেছেন? তিনি এরশাদ করিলেন, তবে কি আমি শোকরগুজার বান্দা হইব না? আর আমি এরূপ কেন করিব না, যখন আজ আমার উপর

﴿إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِى الْأَلْبَابِ﴾

হইতে সূরা আলে এমরানের শেষ পর্যন্ত আয়াতসমূহ নাযিল হইয়াছে? (ইবনে হিব্বান, একামাতুল হুজ্জাত)

١٧٠- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَا مِنِ امْرِىءٍ تَكُوْنُ لَهُ صَلٰوةٌ بِلَيْلٍ فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا نَوْمٌ إِلَّا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ أَجْرَ صَلٰوتِهِ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ. رواه النسائي، باب من كان له صلاة بالليل ....، رقم:١٧٨٥

১৭০. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদ পড়িতে অভ্যস্ত, (কিন্তু কোন রাত্রে) ঘুমের আধিক্যের দরুন চোখ না খুলে, তবে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য তাহাজ্জুদের সওয়াব লিখিয়া দেন, এবং তাহার ঘুম আল্লাহর পক্ষ হইতে তাহার জন্য পুরস্কার স্বরূপ। অর্থাৎ তাহাজ্জুদ পড়া ছাড়াই (সেই রাত্রে) সে তাহাজ্জুদের সওয়াব পাইয়া যায়। (নাসাঈ)

١٧١- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُوْمَ، يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتّٰى أَصْبَحَ، كُتِبَ لَهُ مَا نَوٰى وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ.

رواه النسائي، باب من أتى فراشه وهو ينوى القيام فنام، رقم:١٧٨٨

১৭১. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি রাত্রে ঘুমাইবার জন্য বিছানায় আসিল আর তাহার তাহাজ্জুদ পড়িবার নিয়ত ছিল কিন্তু এমনই ঘুমাইল যে, সে সকালে জাগ্রত হইল, সে তাহার নিয়তের কারণে তাহাজ্জুদের সওয়াব লাভ করিবে আর তাহার ঘুম আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে একটি পুরস্কার স্বরূপ। (নাসাঈ)

١٧٢- عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ قَعَدَ فِي مُصَلَّاهُ حِيْنَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتّٰى يُسَبِّحَ رَكْعَتَيِ الضُّحٰى لَا يَقُوْلُ إِلَّا خَيْرًا غُفِرَ لَهُ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ. رواه أبوداؤد، باب صلوة الضحى، رقم:١٢٨٧

১৭২. হযরত মুআয ইবনে আনাস জুহানী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামায শেষ করিয়া উক্ত জায়গায় বসিয়া থাকে, ভাল কথা ছাড়া কোন কথা না বলে। অতঃপর দুই রাকাত এশরাকের নামায পড়ে তাহার গুনাহ মাফ হইয়া যায়, যদিও তাহা সমুদ্রের ফেনা হইতে অধিক হয়। (আবু দাউদ)

١٧٣- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ ثُمَّ ذَكَرَ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ حَتّٰى تَطْلُعَ

الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَمْ تَمَسَّ جِلْدَهُ النَّارُ.

رواه البيهقي في شعب الايمان٣/٤٢٠

১৭৩. হযরত হাসান ইবনে আলী (রাযিঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি ফজরের নামায পড়িয়া সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার যিকিরে মশগুল থাকে। অতঃপর দুই অথবা চার রাকাত (এশরাকের নামায) পড়ে দোযখের আগুন তাহার চামড়া (ও) স্পর্শ করিবে না। (বায়হাকী)

١٧٤-عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللّٰهَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما ذكر مما يستحب من الجلوس ۰۰۰۰، رقم:٥٨٦

১৭৪. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাতের সহিত আদায় করে। অতঃপর সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার যিকিরে মশগুল থাকে, তারপর দুই রাকাত নফল পড়ে তবে সে হজ্জ ও ওমরার সওয়াব লাভ করে। হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন বার এরশাদ করিয়াছেন, পরিপূর্ণ হজ্জ ও ওমরার সওয়াব, পরিপূর্ণ হজ্জ ও ওমরার সওয়াব, পরিপূর্ণ হজ্জ ও ওমরার সওয়াব লাভ করে। (তিরমিযী)

١٧٥-عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُوْلُ: ابْنَ آدَمَ لَا تَعْجِزَنَّ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ. رواه أحمد ورجاله ثقات، مجمع الزوائد٢/٤٩٢

১৭৫. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে আদমের সন্তান, দিনের শুরুতে চার রাকাত পড়িতে অক্ষম হইও না আমি তোমার সারা দিনের কাজ সম্পন্ন করিয়া দিব।

(মুসনাদে আহমাদ, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

ফায়দা ঃ এই ফযীলত এশরাক নামাযের জন্য। অথবা ইহার দ্বারা চাশতের নামাযও উদ্দেশ্য হইতে পারে।

١٧٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْثًا فَأَعْظَمُوا الْغَنِيْمَةَ، وَأَسْرَعُوا الْكَرَّةَ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، مَا رَأَيْنَا بَعْثًا قَطُّ أَسْرَعَ كَرَّةً وَلَا أَعْظَمَ غَنِيْمَةً مِنْ هٰذَا الْبَعْثِ! فَقَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَسْرَعَ كَرَّةً مِنْهُ، وَأَعْظَمَ غَنِيْمَةً؟ رَجُلٌ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ عَمِدَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيْهِ الْغَدَاةَ، ثُمَّ عَقَّبَ بِصَلَاةِ الضَّحْوَةِ فَقَدْ أَسْرَعَ الْكَرَّةَ، وَأَعْظَمَ الْغَنِيْمَةَ. رواه

أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٢/٤٩١

১৭৬. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বাহিনী পাঠাইলেন। যাহারা অতি অল্প সময়ে সমস্ত গনীমতের মাল লইয়া ফিরিয়া আসিল। একজন সাহাবী (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা এমন বাহিনী দেখি নাই যাহারা এত অল্প সময়ে সমস্ত গনীমতের মাল লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমি কি তোমাদিগকে ইহা অপেক্ষা কম সময়ে এই গনীমতের মাল হইতে অধিক গনীমত অর্জনকারী ব্যক্তির কথা বলিব না ! সে ঐ ব্যক্তি যে নিজের ঘর হইতে উত্তমরূপে অযূ করিয়া মসজিদে যায়, ফজরের নামায পড়ে। অতঃপর (সূর্যোদয়ের পর) এশরাকের নামায পড়ে। এই ব্যক্তি অতি অল্প সময়ে অনেক বেশী মুনাফা উপার্জনকারী।

(আবু ইয়ালা, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٧٧-عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: يُصْبِحُ عَلٰى كُلِّ سُلَامٰى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذٰلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحٰى. رواه مسلم، باب استحباب صلاة الضحى....، رقم: ١٦٧١

১৭৭. হযরত আবু যার (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের প্রত্যেক

ব্যক্তির উপর অবশ্য কর্তব্য যে, তাহার শরীরের প্রত্যেকটি জোড়ের সুস্থতার শোকরস্বরূপ প্রত্যহ সকালে একটি করিয়া সদকা করে। প্রতিবার সুবহানাল্লাহ বলা সদকা। প্রতিবার আলহামদুলিল্লাহ বলা সদকা, প্রতিবার লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা সদকা, প্রতিবার আল্লাহু আকবার বলা সদকা, ভাল কাজের হুকুম করা সদকা, অন্যায় কাজ হইতে বাধা প্রদান করা সদকা এবং প্রত্যেক জোড়ের শোকর আদায়ের জন্য চাশতের সময় দুই রাকাত পড়া যথেষ্ট হইয়া যায়। (মুসলিম)

١٧٨- عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: فِي الإِنْسَانِ ثَلٰثُمِائَةٍ وَسِتُّوْنَ مَفْصِلًا، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهُ بِصَدَقَةٍ. قَالُوا: وَمَنْ يُطِيْقُ ذٰلِكَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ؟ قَالَ: النُّخَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ تَدْفِنُهَا، وَالشَّيْءُ تُنَحِّيْهِ عَنِ الطَّرِيْقِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَرَكْعَتَا الضُّحٰى تُجْزِئُكَ. رواه أبوداؤد، باب في إماطة الأذى عن الطريق، رقم: ٥٢٤٢

১৭৮. হযরত বুরাইদাহ (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, মানুষের মধ্যে তিনশত যাটটি জোড় আছে। তাহার উপর অবশ্য কর্তব্য যে, প্রত্যেক জোড়ের সুস্থতার শোকরস্বরূপ একটি করিয়া সদকা আদায় করে। সাহাবা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এত সদকা কে আদায় করিতে পারে? এরশাদ করিলেন, মসজিদে যদি থুথু পড়িয়া থাকে তবে উহাকে মাটি দ্বারা ঢাকিয়া দেওয়া সদকার সওয়াব রাখে, রাস্তা হইতে কষ্টদায়ক জিনিস সরাইয়া দেওয়াও সদকা, যদি এইসব কাজের সুযোগ না পায়, তবে তোমাদের জন্য এই সকল সদকার বিনিময়ে চাশতের দুই রাকাত নামায পড়া যথেষ্ট হইবে। (আবু দাউদ)

١٧٩- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ حَافَظَ عَلٰى شُفْعَةِ الضُّحٰى غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوْبُهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ. رواه ابن ماجه، باب ما جاء في صلوة الضحى، رقم: ١٣٨٢

১৭৯. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে চাশতের দুই রাকাত পড়ার এহতেমাম করে তাহার গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয় যদিও তাহা সমুদ্রের ফেনা সমতুল্য হয়। (ইবনে মাজাহ)

١٨٠- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ صَلَّى الضُّحٰى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ، وَمَنْ صَلَّى أَرْبَعًا كُتِبَ مِنَ الْعَابِدِيْنَ، وَمَنْ صَلَّى سِتًّا كُفِيَ ذٰلِكَ الْيَوْمَ، وَمَنْ صَلَّى ثَمَانِيًا كَتَبَهُ اللّٰهُ مِنَ الْقَانِتِيْنَ، وَمَنْ صَلَّى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، وَمَا مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا لِلّٰهِ مَنٌّ يَمُنُّ بِهِ عَلٰى عِبَادِهِ وَصَدَقَةٌ، وَمَا مَنَّ اللّٰهُ عَلٰى أَحَدٍ مِنْ عِبَادِهِ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ يُلْهِمَهُ ذِكْرَهُ. رواه الطبراني في الكبير وفيه: موسى بن يعقوب الزمعي، وثقه ابن معين وابن حبان، وضعفه ابن المديني وغيره، وبقية رجاله ثقات، مجمع الزوائد ٢/٤٩٤

১৮০. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি চাশতের দুই রাকাত নফল পড়ে সে আল্লাহ তায়ালার এবাদত হইতে গাফেল ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য হয় না। যে চার রাকাত নফল পড়ে তাহাকে এবাদতগুজারদের মধ্যে লেখা হয়। যে ছয় রাকাত নফল পড়ে তাহাকে সেই দিনের কাজকর্মে সাহায্য করা হয়। যে আট রাকাত নফল পড়ে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে অনুগত বান্দাদের মধ্যে লিখিয়া দেন, আর যে বার রাকাত নফল পড়ে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য জান্নাতে মহল তৈয়ার করিয়া দেন। প্রত্যেক দিনে ও রাত্রে আল্লাহ তায়ালা আপন বান্দাগণের উপর সদকা ও এহসান করিতে থাকেন। আর আপন বান্দার উপর আল্লাহ তায়ালার সবচেয়ে বড় এহসান এই যে, তাহাকে যিকিরের তৌফিক দান করেন। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٨١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمغرِبِ سِتَّ رِكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيْمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوْءٍ عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً. رواه الترمذي وقال: حديث أبي هريرة حديث غريب، باب ما جاء في فضل التطوع...، رقم:٤٣٥

১৮১. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের নামাযের পর ছয় রাকাত এইভাবে পড়ে যে, উহার মাঝে কোন অনর্থক কথা না বলে তবে তাহার বার বৎসর এবাদতের সমপরিমাণ সওয়াব লাভ হয়। (তিরমিযী)

এই কলেমাগুলিই দশবার পড়িবেন। চার রাকাত এই নিয়মে পড়িবেন। এই নিয়মে প্রত্যেক রাকাতে এই কলেমাগুলি পঁচাত্তর বার পড়িবেন। (হে আমার চাচা,) যদি আপনার দ্বারা সম্ভব হয় তবে প্রত্যহ একবার এই নামায পড়িবেন। আর যদি প্রত্যহ পড়িতে না পারেন তবে প্রতি জুমুআর দিন পড়িবেন। আর যদি আপনি ইহাও করিতে না পারেন তবে বৎসরে একবার পড়িবেন। আর যদি ইহাও সম্ভব না হয় তবে জীবনে একবার পড়িয়া লইবেন। (আবু দাউদ)

١٨٤-عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: وَجَّهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَعْفَرَ بْنَ أَبِىْ طَالِبٍ إِلٰى بِلَادِ الْحَبَشَةِ فَلَمَّا قَدِمَ اعْتَنَقَهُ، وَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَلَا أَهَبُ لَكَ، أَلَا أُبَشِّرُكَ أَلَا أَمْنَحُكَ أَلَا أُتْحِفُكَ؟ قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ. ثم ذكر نحو ما تقدم، أخرجه الحاكم وقال: هذا إسناد صحيح لا غبار عليه ومما يستدل به على صحة هذا الحديث استعمال الأئمة من اتباع التابعين إلى عصرنا هذا إياه ومواظبتهم عليه وتعليمهم الناس منهم عبد الله بن المبارك رحمه الله، قال الذهبي هذا إسناد صحيح لا غبار عليه ١/٣١٩

১৮৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জা'ফর ইবনে আবি তালেব (রাযিঃ)কে হাবশায় রওয়ানা করিলেন। যখন তিনি হাবশা হইতে মদীনা তায়্যিবায় আসিলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সহিত গলাগলি করিলেন এবং তাহার কপালে চুম্বন করিলেন। অতঃপর এরশাদ করিলেন, আমি কি তোমাকে একটি হাদিয়া দিব না? আমি কি তোমাকে একটি সুসংবাদ দিব না? আমি কি তোমাকে একটি তোহফা দিব না? তিনি আরজ করিলেন, অবশ্যই এরশাদ করুন। অতঃপর তিনি সালাতুত তাসবীহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিলেন।

(মুসতাদরাকে হাকেম)

١٨٥-عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَاعِدٌ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَصَلّٰى فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: عَجِلْتَ أَيُّهَا الْمُصَلِّي! إِذَا صَلَّيْتَ فَقَعَدْتَ فَاحْمَدِ اللّٰهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ وَصَلِّ عَلَيَّ ثُمَّ ادْعُهُ، قَالَ: ثُمَّ صَلّٰى رَجُلٌ آخَرُ بَعْدَ ذٰلِكَ، فَحَمِدَ اللّٰهَ وَصَلّٰى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: أَيُّهَا

الْمُصَلِّي ادْعُ تُجَبْ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن، باب فى إيجاب الدعاء،....، رقم:٣٤٧٦

১৮৫. হযরত ফাযালাহ ইবনে ওবায়েদ (রাযিঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসিয়াছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করিয়া নামায পড়িল। অতঃপর এই দোয়া করিল— "اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِي"

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ, আমাকে মাফ করিয়া দিন, আমার উপর রহম করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযীকে বলিলেন, তুমি দোয়া করিতে তাড়াহুড়া করিয়াছ। যখন তুমি নামায শেষ করিয়া বস, তখন প্রথম আল্লাহ তায়ালার শান অনুযায়ী তাঁহার প্রশংসা করিবে এবং আমার উপর দরুদ পাঠাইবে, তারপর দোয়া করিবে।

হযরত ফাযালাহ (রাযিঃ) বলেন, অতঃপর অপর এক ব্যক্তি নামায পড়িল। সে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিল এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ পাঠাইল। তিনি এই ব্যক্তিকে বলিলেন, এখন তুমি দোয়া কর, কবুল হইবে। (তিরমিযী)

١٨٦- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِأَعْرَابِيٍّ، وَهُوَ يَدْعُوْ فِيْ صَلَاتِهِ، وَهُوَ يَقُوْلُ: يَا مَنْ لَا تَرَاهُ الْعُيُوْنُ، وَلَا تُخَالِطُهُ الظُّنُوْنُ، وَلَا يَصِفُهُ الْوَاصِفُوْنَ، وَلَا تُغَيِّرُهُ الْحَوَادِثُ، وَلَا يَخْشَى الدَّوَائِرَ، يَعْلَمُ مَثَاقِيْلَ الْجِبَالِ، وَمَكَايِيْلَ الْبِحَارِ، وَعَدَدَ قَطْرِ الْأَمْطَارِ، وَعَدَدَ وَرَقِ الْأَشْجَارِ، وَعَدَدَ مَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، وَأَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ، وَلَا تُوَارِي مِنْهُ سَمَاءٌ سَمَاءً، وَلَا أَرْضٌ أَرْضًا، وَلَا بَحْرٌ مَا فِيْ قَعْرِهِ، وَلَا جَبَلٌ مَا فِيْ وَعْرِهِ، اجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِيْ آخِرَهُ، وَخَيْرَ عَمَلِيْ خَوَاتِيْمَهُ، وَخَيْرَ أَيَّامِيْ يَوْمَ أَلْقَاكَ فِيْهِ، فَوَكَّلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْأَعْرَابِيِّ رَجُلًا فَقَالَ: إِذَا صَلّٰى فَأْتِنِيْ بِهِ، فَلَمَّا صَلّٰى أَتَاهُ، وَقَدْ كَانَ أُهْدِيَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ذَهَبٌ مِنْ بَعْضِ الْمَعَادِنِ، فَلَمَّا أَتَاهُ الْأَعْرَابِيُّ وَهَبَ لَهُ الذَّهَبَ، وَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ يَا أَعْرَابِيُّ؟ قَالَ: مِنْ بَنِيْ عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، قَالَ: هَلْ

تَدْرِىْ لِمَ وَهَبْتُ لَكَ الذَّهَبَ؟ قَالَ: لِلرَّحِمِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، قَالَ: إِنَّ لِلرَّحِمِ حَقًّا، وَلٰكِنْ وَهَبْتُ لَكَ الذَّهَبَ بِحُسْنِ ثَنَاءِكَ عَلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ. رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله رجال الصحيح غيرعبد الله بن محمد بن أبى عبد الرحمن الأذرمى وهو ثقة، مجمع الزوائد ١٠/٢٤٢

১৮৬. হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন গ্রাম্য ব্যক্তির নিকট দিয়া গেলেন। সে নামাযে এইরূপ দোয়া করিতেছিল—

يَا مَنْ لَا تَرَاهُ الْعُيُوْنُ، وَلَا تُخَالِطُهُ الظُّنُوْنُ، وَلَا يَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ، وَلَا تُغَيِّرُهُ الْحَوَادِثُ، وَلَا يَخْشَى الدَّوَائِرَ، يَعْلَمُ مَثَاقِيْلَ الْجِبَالِ، وَمَكَايِيْلَ الْبِحَارِ، وَعَدَدَ قَطْرِ الْاَمْطَارِ، وَعَدَدَ وَرَقِ الْاَشْجَارِ، وَعَدَدَ مَا اَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، وَأَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ، وَلَا تُوَارِى مِنْهُ سَمَاءٌ سَمَاءً، وَلَا أَرْضٌ أَرْضًا، وَلَا بَحْرٌ مَا فِىْ قَعْرِهِ، وَلَا جَبَلٌ مَا فِىْ وَعْرِهِ، اجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِىْ آخِرَهُ، وَخَيْرَ عَمَلِىْ خَوَاتِيْمَهُ، وَخَيْرَ أَيَّامِى يَوْمَ أَلْقَاكَ فِيْهِ

অর্থ ঃ হে ঐ যাত যাহাকে চক্ষুসমূহ দেখিতে পারে না এবং কাহারো ধারণা যাহার পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে না, আর না কোন প্রশংসাকারী তাহার প্রশংসা করিতে পারে, আর না যামানার মুসীবত তাহার উপর কোন প্রভাব ফেলিতে পারে, আর না তিনি যামানার কোন আপদ বিপদকে ভয় করেন। (হে ঐ যাত) যিনি পাহাড়সমূহের ওজন, সাগরসমূহের পরিমাপ, বারিবিন্দুর সংখ্যা ও বৃক্ষপত্রের সংখ্যা সম্পর্কে জানেন, আর (হে ঐ যাত যিনি) ঐ সকল জিনিসকে জানেন, যাহার উপর রাতের আঁধার ছাইয়া যায় এবং যাহার উপর দিন তাহার আলো বিকিরণ করে, না কোন আসমান অপর আসমানকে তাঁহার নিকট হইতে আড়াল করিতে পারে, আর না কোন জমিন অপর জমিনকে, আর না সমুদ্র ঐ জিনিসকে তাহার নিকট হইতে গোপন করিতে পারে যাহা উহার তলদেশে রহিয়াছে, আর না কোন পাহাড় ঐ জিনিসকে গোপন করিতে পারে যাহা উহার কঠিন স্তরের ভিতর রহিয়াছে। আপনি আমার জীবনের শেষাংশকে সর্বোত্তম অংশ বানাইয়া দিন এবং আমার সর্বশেষ আমলকে সর্বোত্তম আমল বানাইয়া দিন এবং সেই দিনকে আমার সর্বোত্তম দিন বানাইয়া দিন যেদিন

আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে---অর্থাৎ মৃত্যুর দিন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়া বলিলেন যে, এই ব্যক্তি যখন নামায শেষ করিবে তখন তাহাকে আমার নিকট লইয়া আসিবে। অতএব উক্ত ব্যক্তি নামাযের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কোন এক খনি হইতে কিছু স্বর্ণ হাদিয়াস্বরূপ আসিয়াছিল। তিনি তাহাকে সেই স্বর্ণ হাদিয়াস্বরূপ দান করিলেন। অতঃপর সেই গ্রাম্য লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোন্ গোত্রের? সে আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বনু আমের গোত্রের। তিনি এরশাদ করিলেন, আমি তোমাকে এই স্বর্ণ কেন হাদিয়া দিলাম, তাহা কি তুমি জান? সে আরজ করিল যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ এই জন্য যে, আপনার সহিত আমাদের আত্মীয়তা রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আত্মীয়তারও হক রহিয়াছে, তবে আমি তোমাকে এই স্বর্ণ এইজন্য দিয়াছি যে, তুমি অত্যন্ত সুন্দরভাবে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিয়াছ। (তাবরানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

ফায়দা ঃ নফল নামাযের যে কোন রোকনে এইরূপ দোয়া করা যাইতে পারে।

١٨٧-عَنْ أَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيُحْسِنُ الطُّهُوْرَ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ إِلَّا غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ، ثُمَّ قَرَأَ هٰذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوْٓا أَنْفُسَهُمْ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ [آل عمران:١٣٥].

رواه أبو داؤد، باب في الاستغفار، رقم:١٥٢١

১৮৭. হযরত আবু বকর (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তির দ্বারা কোন গুনাহ হইয়া যায়, অতঃপর সে উত্তমরূপে অযূ করে এবং উঠিয়া দুই রাকাত পড়ে। তারপর সে আল্লাহ তায়ালার নিকট ক্ষমা চায় আল্লাহ তায়ালা তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন। অতঃপর তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوْٓا أَنْفُسَهُمْ (الآية)

অর্থ ঃ এবং ঐ সকল বান্দা (যাহাদের অবস্থা এই যে,) যখন তাহাদের

দ্বারা কোন গুনাহ হইয়া যায় অথবা কোন মন্দ কাজ করিয়া নিজেদের উপর জুলুম করিয়া বসে তখন অতি শীঘ্রই তাহারা আল্লাহকে স্মরণ করে। অতঃপর তাহারা আল্লাহ তায়ালার নিকট আপন গুনাহের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হয়। প্রকৃতই আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কে আছে গুনাহ মাফ করিতে পারে? তাহারা মন্দ কাজের উপর হঠকারিতা করে না এবং তাহারা একীন রাখে (যে, তওবা দ্বারা গুনাহ মাফ হইয়া যায়)।

(আবু দাউদ)

১৮৮- عَنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَا أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا ثُمَّ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلٰى بَرَازٍ مِنَ الْأَرْضِ فَصَلّٰى فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ، وَاسْتَغْفَرَ اللّٰهَ مِنْ ذٰلِكَ الذَّنْبِ إِلَّا غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ.

رواه البيهقي في شعب الإيمان ٥/٤٠٣

১৮৮. হযরত হাসান (রহঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন যে, যে ব্যক্তির দ্বারা কোন গুনাহ হইয়া যায়, অতঃপর সে উত্তমরূপে অযূ করে এবং খোলা ময়দানে যাইয়া দুই রাকাত পড়িয়া আল্লাহ তায়ালার নিকট সেই গুনাহ হইতে মাফ চায় আল্লাহ তায়ালা তাহাকে অবশ্যই মাফ করিয়া দেন। (বাইহাকী)

১৮৯- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الْإِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُوْرِ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، يَقُوْلُ: إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ، اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ ـ أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِيْ وَآجِلِهِ ـ فَاقْدُرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ ـ أَوْ قَالَ: فِيْ عَاجِلِ أَمْرِيْ وَآجِلِهِ ـ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِيْ بِهِ، قَالَ: وَيُسَمِّيْ حَاجَتَهُ. رواه البخاري، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، رقم:١١٦٢

১৮৯. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে আমাদের কাজকর্মের ব্যাপারে এস্তেখারা করিবার তরীকা এরূপ গুরুত্বসহকারে শিক্ষা দিতেন যেরূপ গুরুত্ব সহকারে আমাদিগকে কুরআন মজীদের কোন সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলিতেন, যখন তোমাদের কেহ কোন কাজ করিবার ইচ্ছা করে (আর সে উহার পরিণতি সম্পর্কে চিন্তিত হয়, তখন তাহার এইভাবে এস্তেখারা করা উচিত যে,) সে প্রথমে দুই রাকাত নফল পড়িয়া লইবে, অতঃপর এইভাবে দোয়া করিবে—

اللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ، اللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِىْ، فَاقْدُرْهُ لِىْ وَيَسِّرْهُ لِىْ ثُمَّ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِىْ، فَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَاصْرِفْنِىْ عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِىْ بِهِ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ, আমি আপনার নিকট আপনার এলমের মাধ্যমে কল্যাণ কামনা করি, আপনার কুদরত দ্বারা শক্তি চাই, এবং আপনার নিকট আপনার মহান অনুগ্রহ প্রার্থনা করি। কেননা আপনি প্রত্যেক কাজের কুদরত ও ক্ষমতা রাখেন আর আমি কোন কাজের ক্ষমতা রাখি না। আপনি সবকিছু জানেন, আর আমি কিছুই জানি না এবং আপনিই সমস্ত গোপন বিষয়কে অতি উত্তমরূপে জানেন। আয় আল্লাহ, যদি আপনার এলেম অনুযায়ী এই কাজ আমার দ্বীন, আমার দুনিয়া ও পরিণতি হিসাবে আমার জন্য কল্যাণকর হয় তবে উহা আমার জন্য নির্ধারিত করিয়া দিন এবং সহজ করিয়া দিন, অতঃপর উহার মধ্যে আমার জন্য বরকতও দান করুন। আর যদি আপনার এলেম অনুযায়ী এই কাজ আমার দ্বীন, আমার দুনিয়া ও পরিণতি হিসাবে আমার জন্য কল্যাণকর না হয় তবে এই কাজকে আমার নিকট হইতে পৃথক রাখুন এবং আমাকে উহা হইতে বিরত রাখুন এবং যেখানে যে কাজেই আমার জন্য কল্যাণ থাকে তাহা আমাকে নসীব করুন। অতঃপর আমাকে সেই কাজের উপর সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত করিয়া দিন। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাও এরশাদ করিয়াছেন যে, দোয়ার

মধ্যে নিজের প্রয়োজনের নাম লইবে। (বোখারী)

ফায়দা ঃ উদাহরণ স্বরূপ সফরের জন্য এস্তেখারা করিতে হইলে هٰذَا السَّفَرَ। বলিবে। আর বিবাহের জন্য এস্তেখারা করিতে হইলে هٰذَا النِّكَاحَ বলিবে। যদি আরবীতে বলিতে না পারে তবে দোয়ার মধ্যে যখন উভয় স্থানে هٰذَا الْاَمْرَ পর্যন্ত পৌঁছিবে তখন নিজের যে প্রয়োজনের জন্য এস্তেখারা করিতেছে উহার ধ্যান করিবে।

١٩٠- عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهٰى إِلَى الْمَسْجِدِ وَثَابَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، فَانْجَلَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ وَإِنَّهُمَا لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَإِذَا كَانَ ذٰلِكَ فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتّٰى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ، وَذٰلِكَ أَنَّ ابْنًا لِلنَّبِيِّ ﷺ مَاتَ يُقَالُ لَهُ: إِبْرَاهِيْمُ. فَقَالَ النَّاسُ فِي ذٰلِكَ. رواه البخاري، باب الصلاة في كسوف القمر، رقم:١٠٦٣

১৯০. হযরত আবু বাকরাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে সূর্যগ্রহণ হইল। তিনি নিজের চাদর হেঁচড়াইয়া (দ্রুতগতিতে) মসজিদে পৌঁছিলেন। সাহাবা (রাযিঃ) তাঁহার নিকট সমবেত হইলেন। তিনি তাহাদিগকে দুই রাকাত নামায পড়াইলেন। ইতিমধ্যে গ্রহণও শেষ হইয়া গেল। অতঃপর তিনি এরশাদ করিলেন, সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ আল্লাহ তায়ালার কুদরতের নিদর্শন হইতে দুইটি নিদর্শন। কাহারো মৃত্যুর কারণে গ্রহণ হয় না, (বরং জমিন আসমানের অন্যান্য মাখলুকের ন্যায় তাহাদের উপরও আল্লাহ তায়ালার হুকুম চলে। তাহাদের আলো ও অন্ধকার আল্লাহ তায়ালার হাতে) অতএব যখন সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ হয়, তখন নামায ও দোয়ায় মশগুল থাক, যতক্ষণ না উহাদের গ্রহণ শেষ হইয়া যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছাহেবজাদা হযরত ইবরাহীম (রাযিঃ)এর যেহেতু (সেইদিনই) ইন্তেকাল হইয়াছিল, সেহেতু কেহ কেহ বলিতে লাগিয়াছিল যে, এই গ্রহণ তাহার মৃত্যুর কারণে হইয়াছে। এইজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা এরশাদ করিয়াছেন। (বোখারী)

١٩١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدِ الْمَازِنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلَى الْمُصَلّٰى فَاسْتَسْقٰى، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِيْنَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. رواه مسلم، باب كتاب صلاة الإستسقاء، رقم:٢٠٧٠

১৯১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ মাযেনী (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টির জন্য দোয়া করিবার উদ্দেশ্যে ঈদগাহতে গেলেন এবং তিনি কেবলার দিকে মুখ করিয়া নিজের চাদর মোবারককে উল্টাইয়া পরিধান করিলেন। (ইহা দ্বারা যেন শুভলক্ষণের প্রতি ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য ছিল যে, এইভাবে আল্লাহ তায়ালা আমাদের অবস্থা পরিবর্তন করিয়া দেন।) (মুসলিম)

١٩٢- عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلّٰى. رواه أبوداود، باب وقت قيام النبى ﷺ من الليل، رقم:١٣١٩

১৯২. হযরত হোযাইফা (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়ম ছিল যে, যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থিত হইত তৎক্ষণাৎ তিনি নামাযে মশগুল হইয়া যাইতেন। (আবু দাউদ)

١٩٣- عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ عَلٰى أَهْلِهِ بَعْضُ الضِّيْقِ فِي الرِّزْقِ أَمَرَ أَهْلَهُ بِالصَّلٰوةِ ثُمَّ قَرَأَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ "وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ" (الآية). إتحاف السادة المتقين عن مصنف عبد الرزاق وعبد بن حميد٣/١١

১৯৩. হযরত মা'মার (রহঃ) একজন কোরাইশী ব্যক্তি হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের উপর যখন খরচপত্রের কোন প্রকার অভাব হইত তখন তিনি তাহাদিগকে নামাযের হুকুম করিতেন এবং এই আয়াত তেলাওয়াত করিতেন—

﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى﴾

অর্থ ঃ নিজ পরিবারস্থ লোকদেরকে নামাযের হুকুম করুন এবং নিজেও নামাযের পাবন্দী করুন। আমরা আপনার নিকট রিযিক চাহি না। রিযিক আপনাকে আমরা দিব। এবং উত্তম পরিণতি তো কেবল পরহেযগারীরই। (মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক, ইত্তেহাফুস সাদাহ)

١٩٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ أَوْفَى الْأَسْلَمِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى اللّٰهِ أَوْ إِلٰى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لِيَقُلْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، اللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، أَسْئَلُكَ أَلَّا تَدَعَ لِىْ ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا حَاجَةً هِىَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا لِىْ، ثُمَّ يَسْأَلُ اللّٰهَ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَا شَاءَ فَإِنَّهُ يُقَدَّرُ. رواه ابن ماجه، باب ماجاء فى صلوٰة الحاجة، رقم:١٣٤٨ قال البوصيرى: قلت: رواه الترمذى من طريق فائد به دون قوله: ثُمَّ يَسْأَلُ اللّٰهَ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا إلى آخره ورواه الحاكم فى المستدرك باختصار وزاد بعد قوله: وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْعِصْمَةَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وله شاهد من حديث انس رواه الاصبهانى ورواه أبويعلى الموصلى فى مسنده من طريق فائد به.....، مصباح الزجاجة ٢٤٦/١

১৯৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা আসলামী (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আসিলেন এবং এরশাদ করিলেন, যে কোন ব্যক্তির যে কোন প্রয়োজন দেখা দেয়, উহার সম্পর্ক আল্লাহ তায়ালার সহিত হউক বা মাখলুকের মধ্যে কাহারো সহিত হউক, তাহার উচিত যে, অযূ করিয়া দুই রাকাত নামায পড়ে। অতঃপর এইভাবে দোয়া করে—

لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، اللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، أَسْئَلُكَ أَلَّا تَدَعَ لِىْ ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا حَاجَةً هِىَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا لِىْ "الله تعالٰى

অর্থ ঃ আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই। তিনি বড় ধৈর্যশীল অত্যন্ত দয়াবান। আল্লাহ তায়ালা সকল দোষ হইতে পবিত্র, আরশে আযীমের মালিক। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি সমস্ত

জগতের পালনকর্তা। আয় আল্লাহ, আমি আপনার নিকট ঐ সকল জিনিস চাহিতেছি যাহা আপনার রহমতকে ওয়াজিব করে এবং যাহা দ্বারা আপনার মাগফিরাত নিশ্চিত হইয়া যায়। আমি আপনার নিকট সকল নেক কাজ হইতে অংশ ও সকল গুনাহ হইতে নিরাপদ থাকার প্রার্থনা করিতেছি। আমি আপনার নিকট ইহাও চাই যে, আমার এমন কোন গুনাহ বাকি না রাখেন, যাহা আপনি ক্ষমা করিয়া না দেন, আর না এমন কোন চিন্তা যাহা আপনি দূর করিয়া না দেন, আর না এমন কোন প্রয়োজন মিটাইতে বাকি রাখেন যাহাতে আপনার সন্তুষ্টি রহিয়াছে।

এই দোয়ার পর দুনিয়া আখরাত সম্পর্কে যাহা ইচ্ছা চাহিবে, তাহা সে পাইবে। (ইবনে মাজাহ)

١٩٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنِّىْ أُرِيْدُ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الْبَحْرَيْنِ فِىْ تِجَارَةٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: صَلِّ رَكْعَتَيْنِ. رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله موثقون، مجمع الزوائد ٢/٥٧٢

১৯৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি ব্যবসার উদ্দেশ্যে বাহরাইন যাইতে চাই, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, (সফরের পূর্বে) দুই রাকাত নফল পড়িয়া লইও। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٩٦- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ مَنْزِلَكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَمْنَعَانِكَ مَدْخَلَ السُّوْءِ، وَإِذَا خَرَجْتَ مِنْ مَنْزِلِكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَمْنَعَانِكَ مَخْرَجَ السُّوْءِ. رواه البزار ورجاله موثقون، مجمع الزوائد ٢/٥٧٢

১৯৬. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন তুমি ঘরে প্রবেশ কর তখন দুই রাকাত নামায পড়িয়া লইও। এই দুই রাকাত তোমাকে ঘরে প্রবেশের পরের খারাবী হইতে বাঁচাইবে। এমনিভাবে ঘর হইতে বাহির হওয়ার পূর্বে দুই রাকাত পড়িয়া লইও। এই দুই রাকাত তোমাকে বাহির হওয়ার পরের খারাবী হইতে বাঁচাইবে।

(বাযযার, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٩٧- عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَهُ: كَيْفَ تَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ أُمَّ الْقُرْآنِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيْلِ وَلَا فِي الزَّبُوْرِ وَلَا فِي الْقُرْآنِ مِثْلَهَا وَإِنَّهَا لَلسَّبْعُ الْمَثَانِيْ.

رواه أحمد، الفتح الربانى ١٨/٦٥

১৯৭. হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এরশাদ করিলেন, তুমি নামাযের শুরুতে কি পড়? হযরত কা'ব (রাযিঃ) বলেন, আমি সূরা ফাতেহা পড়িলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ, আল্লাহ তায়ালা এইরূপ কোন সূরা না তাওরাতে, না ঈঞ্জীলে, না যাবুরে, না বাকি কুরআনে নাযিল করিয়াছেন এবং ইহাই সেই (সূরা ফাতেহার) সাত আয়াত যাহা প্রত্যেক নামাযে বার বার পড়া হয়।

(মুসনাদে আহমাদ, ফাতহে রাব্বানী)

١٩٨- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: ﴿اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: حَمِدَنِيْ عَبْدِيْ، وَإِذَا قَالَ: ﴿الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ﴾ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: أَثْنٰى عَلَيَّ عَبْدِيْ، فَإِذَا قَالَ: ﴿مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ﴾ قَالَ: مَجَّدَنِيْ عَبْدِيْ ـ وَقَالَ مَرَّةً: فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِيْ ـ فَإِذَا قَالَ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ﴾ قَالَ: هٰذَا بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: ﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ﴾ قَالَ: هٰذَا لِعَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ. (وهو جزء من الحديث) رواه مسلم، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة.....، رقم:٨٧٨

১৯৮. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, আল্লাহ

তায়ালা বলেন, আমি সূরা ফাতেহাকে নিজের ও নিজের বান্দার মধ্যে আধাআধি ভাগ করিয়া দিয়াছি। (প্রথমার্ধের সম্পর্ক আমার সহিত, আর দ্বিতীয়ার্ধের সম্পর্ক আমার বান্দার সহিত) আমার বান্দা তাহা পাইবে যাহা সে চাহিবে। যখন বান্দা বলে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ —'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি সমস্ত জগতের পালনকর্তা'—তখন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, আমার বান্দা আমার গুণ বর্ণনা করিয়াছে। যখন বান্দা বলে, اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ —যিনি বড় মেহেরবান অত্যন্ত দয়ালু—তখন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, বান্দা আমার প্রশংসা করিয়াছে। যখন বান্দা বলে, مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ —যিনি পুরস্কার ও শাস্তি দিবসের মালিক—তখন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, আমার বান্দা আমার মহত্ব বর্ণনা করিয়াছে। বান্দা যখন বলে, اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ —আমরা আপনারই এবাদত করি আপনারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি—তখন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, ইহা আমার ও আমার বান্দার মধ্যে, অর্থাৎ এবাদত করা আমার জন্য, আর সাহায্য প্রার্থনা করা বান্দার প্রয়োজন এবং আমার বান্দা যাহা চাহিবে তাহাকে দেওয়া হইবে। যখন বান্দা বলে, اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ —আমাদিগকে সোজা পথে পরিচালনা করুন। ঐ সকল লোকদের পথে যাহাদের উপর আপনি মেহেরবানী করিয়াছেন, তাহাদের পথে নহে যাহাদের উপর আপনার গযব নাযিল হইয়াছে আর না তাহাদের পথে যাহারা পথভ্রষ্ট হইয়াছে। —তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন, সূরার এই অংশ কেবল আমার বান্দার জন্য, আর আমার বান্দা যাহা চাহিয়াছে, তাহা সে পাইয়াছে। (মুসলিম)

١٩٩- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ﴾ فَقُوْلُوْا: آمِيْنَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. رواه البخاري، باب جهر المأموم بالتامين، رقم:٧٨٢

১৯৯. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন ইমাম (সূরা ফাতেহার শেষে) غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ বলে তখন তোমরা আ–মীন বল। কারণ যে ব্যক্তির আ–মীন ফেরেশতাদের

আ–মীনের সহিত মিলিয়া যায় (অর্থাৎ উভয়ের আ–মীন একই সময়ে হয়) তাহার পিছনের সমস্ত গুনাহ মাফ হইয়া যায়। (বোখারী)

٢٠٠-عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ (فِيْ حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ): وَإِذَا قَالَ: غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ، فَقُوْلُوْا آمِيْنَ، يُجِبْكُمُ اللّٰهُ. رواه مسلم، باب التشهد فى الصلاة، رقم:٤٠٩

২০০. হযরত আবু মূসা আশআরী (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন যে, যখন ইমাম غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ বলে তখন আ–মীন বল, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের দোয়া কবুল করিবেন। (মুসলিম)

٢٠١- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيْهِ ثَلَاثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: فَثَلَاثُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِيْ صَلَاتِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ. رواه مسلم، باب فضل

২০১. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের কাহারো কি ইহা পছন্দ হয় যে, যখন সে ঘরে ফিরে তখন সেখানে তিনটি বড় ও মোটা গর্ভবতী উটনী মওজুদ পায়? আমরা আরজ করিলম, নিশ্চয়। তিনি এরশাদ করিলেন, তোমাদের কেহ যে তিনটি আয়াত নামাযে পাঠ করে তাহা এই তিনটি বড় ও মোটা গর্ভবতী উটনী হইতে উত্তম। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ আরবদের নিকট যেহেতু উট অত্যন্ত পছন্দনীয় জিনিস ছিল, বিশেষ করিয়া এমন উটনী যাহার কুঁজ অত্যন্ত গোশতপূর্ণ হয় সেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের উদাহরণ দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, নামাযে কুরআনে কারীম পাঠ করা এই পছন্দনীয় সম্পদ হইতেও উত্তম।

٢٠٢-عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ رَكَعَ رَكْعَةً أَوْ سَجَدَ سَجْدَةً، رُفِعَ بِهَا دَرَجَةً وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً. رواه كله أحمد والبزار بنحوه بأسانيد وبعضها رجاله رجال الصحيح ورواه الطبراني في الأوسط، مجمع الزوائد ٢/٥١٥

২০২. হযরত আবু যার (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি একটি রুকু করে অথবা একটি সেজদা করে তাহার একটি মর্তবা উন্নত করিয়া দেওয়া হয় এবং তাহার একটি গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয়।

(মুসনাদে আহমাদ, বাযযার, তাবারানী মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٠٣- عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي يَوْمًا وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ: سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، قَالَ رَجُلٌ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: مَنِ الْمُتَكَلِّمُ؟ قَالَ: أَنَا، قَالَ: رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِيْنَ مَلَكًا يَبْتَدِرُوْنَهَا، أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ. رواه البخاري، كتاب الأذان، رقم:٧٩٩

২০৩. হযরত রেফাআহ ইবনে রাফে' যুরাকী (রাযিঃ) বলেন, আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে নামায পড়িতেছিলাম। যখন তিনি রুকু হইতে মাথা উঠাইলেন তখন বলিলেন—, سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ ইহার উত্তরে এক ব্যক্তি বলিল— رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ। তিনি নামায শেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে এই কলেমাগুলি বলিয়াছিল? উক্ত ব্যক্তি আরজ করিল, আমি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমি ত্রিশ জনের অধিক ফেরেশতাকে দেখিয়াছি যে, তাহারা প্রত্যেকে এই কলেমাগুলির সওয়াব লেখার ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করিতেছে যে, কে আগে লিখিবে। (বোখারী)

٢٠٤- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُوْلُوْا: اَللّٰهُمَّ! رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. رواه مسلم، باب التسميع والتحميد والتأمين، رقم:٩١٣

২০৪. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন ইমাম (রুকু হইতে উঠার সময়) سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বলে, তখন তোমরা

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলিবে। যাহার এই বলা ফেরেশতাদের বলার সহিত মিলিয়া যায় তাহার পিছনের সমস্ত গুনাহ মাফ হইয়া যায়। (মুসলিম)

٢٠٥-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: أَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ. رواه مسلم، باب ما يقال في الركوع والسجود، رقم:١٠٨٣

২০৫. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বান্দা নামাযের মধ্যে সেজদার অবস্থায় আপন রবের সর্বাধিক নিকটবর্তী হয়। অতএব (এই অবস্থায়) খুব দোয়া কর। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ নফল নামাযের সেজদায় বিশেষভাবে দোয়ার এহতেমাম করা চাই।

٢٠٦-عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلّٰهِ سَجْدَةً إِلَّا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، وَمَحَا عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً، وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً فَاسْتَكْثِرُوا مِنَ السُّجُوْدِ.

رواه ابن ماجه، باب ماجاء في كثرة السجود، رقم:١٤٢٤

২০৬. হযরত ওবাদাহ ইবনে সামেত (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন যে, যে কোন বান্দা আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে সেজদা করে আল্লাহ তায়ালা এই কারণে অবশ্যই একটি নেকী লিখিয়া দেন, একটি গুনাহ মাফ করিয়া দেন এবং একটি মর্তবা উন্নত করিয়া দেন। অতএব অধিক পরিমাণে সেজদা কর। অর্থাৎ নামায পড়। (ইবনে মাজাহ)

٢٠٧-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ، اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِيْ، يَقُوْلُ: يَا وَيْلِيْ! أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُوْدِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُوْدِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ. رواه مسلم، باب بيان إطلاق اسم الكفر . . . . . ، رقم:٢٤٤

২০৭. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন আদম সন্তান সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করিয়া সেজদা করিয়া লয়

তখন শয়তান কাঁদিতে কাঁদিতে এক পার্শ্বে সরিয়া যায় এবং বলে, হায় আফসোস, আদম সন্তানকে সেজদা করার হুকুম করা হইয়াছে আর সে সেজদা করিয়া জান্নাতের উপযুক্ত হইয়া গিয়াছে। আর আমাকে সেজদা করার হুকুম করা হইয়াছে কিন্তু আমি সেজদা করিতে অস্বীকার করিয়া জাহান্নামের উপযুক্ত হইয়াছি। (মুসলিম)

٢٠٨-عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ (فِىْ حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ): إِذَا فَرَغَ اللّٰهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ، وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا ـمِمَّنْ أَرَادَ اللّٰهُ تَعَالٰى أَنْ يَرْحَمَهُ ـ مِمَّنْ يَقُوْلُ: لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، فَيَعْرِفُونَهُمْ فِى النَّارِ، يَعْرِفُونَهُمْ بِأَثَرِ السُّجُوْدِ ـتَأْكُلُ النَّارُ مِنَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا أَثَرَ السُّجُوْدِ ـ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُوْدِ، فَيُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ. رواه مسلم، باب معرفة طريق الرؤية، رقم: ٤٥١

২০৮. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা যখন বান্দাগণের ফয়সালা হইতে অবসর হইবেন এবং এই এরাদা করিবেন যে, আপন মর্জি অনুসারে যাহাকে ইচ্ছা দোযখ হইতে বাহির করিয়া লইবেন তখন ফেরেশতাগণকে হুকুম করিবেন যে, যাহারা দুনিয়াতে শির্‌ক করে নাই এবং লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিয়াছে, তাহাদিগকে দোযখের আগুন হইতে বাহির করিয়া লও। ফেরেশতাগণ তাহাদিগকে সেজদার চিহ্নসমূহের কারণে চিনিতে পারিবেন। আগুন সেজদার চিহ্নসমূহ ব্যতীত সমস্ত শরীরকে জ্বালাইয়া দিবে। কারণ আল্লাহ তায়ালা দোযখের আগুনের উপর সেজদার চিহ্নসমূহকে জ্বালানো হারাম করিয়া দিয়াছেন। এই সমস্ত লোকদিগকে (যাহাদের সম্পর্কে ফেরেশতাদেরকে হুকুম দেওয়া হইয়াছিল) জাহান্নামের আগুন হইতে বাহির করিয়া লওয়া হইবে। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ সেজদার চিহ্নসমূহ দ্বারা উদ্দেশ্য সেই সপ্ত অঙ্গ যাহার উপর মানুষ সেজদা করে–কপাল, উভয় হাত, উভয় হাঁটু ও উভয় পা। (নাবাবী)

٢٠٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا

التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ. رواه مسلم، باب التشهد فى الصلاة، رقم: ٩٠٢

২০৯. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে এমনভাবে তাশাহহুদ শিক্ষা দিতেন যেমনভাবে কুরআনে করীমের কোন সূরা শিক্ষা দিতেন। (মুসলিম)

٢١٠- عَنْ خِفَافِ بْنِ إِيْمَاءِ بْنِ رَحْضَةَ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ يُشِيْرُ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، وَكَانَ الْمُشْرِكُوْنَ يَقُوْلُوْنَ يَسْحَرُ بِهَا، وَكَذَبُوا وَلٰكِنَّهُ التَّوْحِيْدُ.

رواه أحمد مطولا والطبرانى فى الكبير ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ٢/٣٣٣

২১০. হযরত খিফাফ ইবনে ঈমা (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযের শেষে অর্থাৎ শেষ বৈঠকে বসিতেন তখন নিজ শাহাদত অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করিতেন। মুশরিকরা বলিত, (নাউযুবিল্লাহ) ইনি এই ইশারা দ্বারা জাদু করেন। অথচ তাহারা মিথ্যা বলিত। বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা দ্বারা তৌহিদের প্রতি ইঙ্গিত করিতেন। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার এক হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত উদ্দেশ্য হইত। (মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢١١- عَنْ نَافِعٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ وَأَتْبَعَهَا بَصَرَهُ ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَهِيَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيْدِ يَعْنِي السَّبَّابَةَ. رواه أحمد ٢/١١٩

২১১. হযরত নাফে' (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) যখন নামাযে (বৈঠকে) বসিতেন তখন নিজের উভয় হাত আপন উভয় হাঁটুর উপর রাখিয়া (শাহাদাতের) অঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করিতেন এবং দৃষ্টি অঙ্গুলির উপর রাখিতেন। অতঃপর (নামাযের পর) বলিতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এই (শাহাদাতের অঙ্গুলি) শয়তানের জন্য লোহা হইতে অধিক কঠিন। অর্থাৎ তাশাহহুদের অবস্থায় শাহাদাতের অঙ্গুলি দ্বারা আল্লাহ তায়ালার তাওহীদের প্রতি ইঙ্গিত করা শয়তানের উপর বর্শা ইত্যাদি নিক্ষেপ করা অপেক্ষা অধিক কঠিন হয়। (মুসনাদে আহমাদ)

খুশু'-খুযু

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: ﴿حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ق وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ﴾ [البقرة:٢٣٨]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—সমস্ত নামাযের এবং বিশেষ করিয়া মধ্যবর্তী নামায অর্থাৎ আসরের নামাযের পাবন্দী কর। আর আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে আদব ও বিনয়ের সহিত দণ্ডায়মান থাক। (বাকারাহ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ط وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ﴾ [البقرة:٤٥]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—সবর (ধৈর্য) ও নামাযের দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয় এই নামায অবশ্যই দুস্কর, কিন্তু যাহাদের অন্তরে খুশু' রহিয়াছে তাহাদের জন্য কোনই দুস্কর নহে। (বাকারাহ)

ফায়দা ঃ সবরের অর্থ এই যে, মানুষ নিজেকে নফসের খাহেশাত হইতে বিরত রাখে এবং আল্লাহ তায়ালার সমস্ত হুকুমকে পালন করে। এমনিভাবে কষ্ট সহ্য করাও একপ্রকার সবর বা ধৈর্য। (কাশফুর রহমান)

উক্ত আয়াতের মধ্যে দ্বীনের উপর আমল করার জন্য সবর ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য চাওয়ার হুকুম করা হইয়াছে। (ফাতহুল মুলহিম)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۞ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ﴾ [المومنون:١-٢]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—নিশ্চয় সেই ঈমানদারগণ সফলকাম হইয়াছে যাহারা নিজেদের নামাযে খুশু' খুযু করে। (মুমিনূন)

হাদীস শরীফ

٢١٢- عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَا مِنِ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوْبَةٌ، فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهَا وَخُشُوْعَهَا وَرُكُوْعَهَا، إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوْبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيْرَةً، وَذٰلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ. رواه مسلم، باب فضل الوضوء ....، صحيح مسلم ٢٠٦/١ طبع دار إحياء التراث العربي

২১২. হযরত ওসমান (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে কোন মুসলমান ফরজ নামাযের সময় হওয়ার পর উহার জন্য উত্তমরূপে অযূ করে। অতঃপর অত্যন্ত খুশু'র সহিত নামায পড়ে, উহাতে রুকুও সুন্দরভাবে করে তবে এই নামায তাহার পিছনের গুনাহের জন্য কাফফারা হইয়া যায়, যতক্ষণ সে কোন কবীরা গুনাহ না করে। আর নামাযের এই ফযীলত সে সর্বদা পাইতে থাকে। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ নামাযের খুশু' এই যে, অন্তরে আল্লাহ তায়ালার আজমত ও ভয় থাকে এবং অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ শান্ত থাকে। ইহা ছাড়া কেয়াম অর্থাৎ দাঁড়ানো অবস্থায় দৃষ্টি সেজদার জায়গায়, রুকুতে পায়ের অঙ্গুলীসমূহের প্রতি, সেজদাতে নাকের প্রতি এবং বসা অবস্থায় কোলের উপর থাকাও খুশু'র মধ্যে শামিল। (বায়ানুল কুরআন, শরহে সুনানে আবি দাউদ—আইনী)

٢١٣- عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوْءَهُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يَسْهُوْ فِيْهِمَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. رواه أبوداؤد، باب كراهية الوسوسة .....، رقم: ٩٠٥

২১৩. হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযূ করে তারপর দুই রাকাত নামায এইভাবে আদায় করে যে, কোন ভুল করে না, অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার প্রতি পূর্ণ মনোযোগ রাখে তবে তাহার পিছনের সমস্ত গুনাহ মাফ হইয়া যায়।

(আবু দাউদ)

٢١٤- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ يَقُوْمُ فِيْ صَلَاتِهِ فَيَعْلَمُ مَا

يَقُوْلُ إِلَّا انفَتَلَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ مِنَ الْخَطَايَا لَيْسَ عَلَيْهِ ذَنْبٌ.

(الحديث) رواه الحاكم وقال: هذاحديث صحيح وله طرق عن أبى اسحاق ولم يخرجاه ووافقه الذهبى ٢/٣٩٩

২১৪. হযরত ওকবা ইবনে আমের জুহানী (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন যে, যে কোন মুসলমান পরিপূর্ণভাবে অযূ করে অতঃপর আপন নামাযে এরূপ ধ্যানের সহিত দাঁড়ায় যে, যাহা পড়িতেছে তাহা সে জানে তবে সে যখন নামায শেষ করে তখন তাহার কোন গুনাহ অবশিষ্ট থাকে না। (এমন হইয়া যায়) যেমন সে সেদিন ছিল যেদিন তাহার মা তাহাকে প্রসব করিয়াছিলেন।

(মুসতাদরাকে হাকেম)

٢١٥- عَنْ حُمْرَانَ مَوْلٰى عُثْمَانَ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ دَعَا بِوَضُوْءٍ فَتَوَضَّأَ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنٰى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرٰى مِثْلَ ذٰلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرٰى مِثْلَ ذٰلِكَ. ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِيْ هٰذَا، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِيْ هٰذَا، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، لَا يُحَدِّثُ فِيْهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ عُلَمَاؤُنَا يَقُوْلُوْنَ: هٰذَا الْوُضُوْءُ أَسْبَغُ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ أَحَدٌ لِلصَّلَاةِ. رواه مسلم، باب صفة الوضوء وكماله، رقم:٥٣٨

২১৫. হযরত ওসমান (রাযিঃ)এর আযাদকৃত গোলাম হুমরান (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাযিঃ) অযূর জন্য পানি আনাইলেন এবং অযূ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমে নিজের উভয় হাতকে (কব্জি পর্যন্ত) তিনবার ধৌত করিলেন, অতঃপর কুলি করিলেন, নাক পরিস্কার করিলেন। তারপর আপন চেহারাকে তিনবার ধৌত করিলেন, তারপর নিজের ডান হাতকে কনুই পর্যন্ত তিনবার ধৌত করিলেন, অতঃপর বাম হাতকেও এমনিভাবে তিনবার ধৌত করিলেন। তারপর মাথা মাসাহ করিলেন। তারপর ডান পা টাখনু পর্যন্ত তিনবার ধৌত করিলেন, পরে বাম পাও এইভাবে তিনবার ধৌত করতঃ বলিলেন,

আমি যেভাবে অযূ করিয়াছি এইভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অযূ করিতে দেখিয়াছি। অযূ করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি আমার এই নিয়মে অযূ করে, অতঃপর দুই রাকাত নামায এমন ভাবে পড়ে যে, অন্তরে কোন জিনিসের খেয়াল না আনে তবে তাহার পিছনের সমস্ত গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয়। হযরত ইবনে শিহাব (রহঃ) বলিয়াছেন, আমাদের ওলামারা বলেন, নামাযের জন্য ইহা সর্বাপেক্ষা পরিপূর্ণ অযূ।

(মুসলিম)

٢١٦- عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ تَوَضَّا فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ اَوْ اَرْبَعًا -شَكَّ سَهْلٌ- يُحْسِنُ فِيْهِمَا الرُّكُوْعَ وَالْخُشُوْعَ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ اللّٰهَ غُفِرَ لَهُ. رواه أحمد وإسناده حسن، مجمع الزوائد ٢/٥٦٤

২১৬. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযূ করে অতঃপর দুই অথবা চার রাকাত পড়ে। বর্ণনাকারী ইহাতে সন্দেহ করিতেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই রাকাত বলিয়াছিলেন না চার রাকাত বলিয়াছিলেন। উহাতে রুকু ভালভাবে করে, খুশুর সহিতও পড়ে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালার নিকট মাগফিরাত কামনা করে তাহার মাগফিরাত হইয়া যায়।

(মুসনাদে আহমাদ, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢١٧- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ اَحَدٍ يَتَوَضَّاُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوْءَ وَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ عَلَيْهِمَا اِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. رواه أبوداؤد، باب كراهية الوسوسة.....، رقم:٩٠٦

২১৭. হযরত ওকবা ইবনে আমের জুহানী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে অযূ করে, অতঃপর দুই রাকাত এমনভাবে পড়ে যে, অন্তর নামাযের প্রতি মনোযোগী থাকে এবং অঙ্গ–প্রত্যঙ্গও শান্ত থাকে তবে নিশ্চয় তাহার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হইয়া যায়। (আবু দাউদ)

٢١٨- عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اَىُّ الصَّلَاةِ اَفْضَلُ؟ قَالَ: طُوْلُ الْقُنُوْتِ. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده صحيح٥/٥٤

২১৮. হযরত জাবের (রাযিঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, কোন্ নামায সর্বাপেক্ষা উত্তম? এরশাদ করিলেন, যে নামাযে দীর্ঘক্ষণ কেয়াম অর্থাৎ দাঁড়াইয়া থাকা হয়। (ইবনে হিব্বান)

٢١٩- عَنْ مُغِيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ النَّبِىُّ ﷺ حَتّٰى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ فَقِيْلَ لَهُ: غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ: اَفَلَا اَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا؟. رواه البخارى، باب قوله: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك.....، رقم:٤٨٣٦

২১৯. হযরত মুগীরাহ (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নামাযে এত দীর্ঘ) কেয়াম করিতেন যে, তাঁহার পা মোবারক ফুলিয়া যাইত। তাঁহার খেদমতে আরজ করা হইল যে, আল্লাহ তায়ালা আপনার অগ্রপশ্চাতের গুনাহ (যদি হইয়াও থাকে তবু) মাফ করিয়া দিয়াছেন। (তারপরও আপনি কেন এত কষ্ট স্বীকার করেন?) এরশাদ করিলেন, (এই কারণে) আমি কি শোকরগুজার বান্দা হইব না? (বোখারী)

٢٢٠- عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلَّا عُشْرُ صَلَاتِهِ تُسْعُهَا ثُمُنُهَا سُبُعُهَا سُدُسُهَا خُمُسُهَا رُبُعُهَا ثُلُثُهَا نِصْفُهَا. رواه أبوداوٗد، باب ما جاء فى نقصان الصلوة، رقم:٧٩٦

২২০. হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, মানুষ নামায শেষ করার পর তাহার জন্য সওয়াবের দশ ভাগের এক ভাগ লেখা হয়, এমনিভাবে কাহারো জন্য নয় ভাগের এক ভাগ, আট ভাগের এক ভাগ, সাত ভাগের এক ভাগ, ছয় ভাগের এক ভাগ, পাঁচ ভাগের এক ভাগ, চার ভাগের এক ভাগ, তিন ভাগের এক ভাগ, অর্ধেক অংশ লেখা হয়। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ হাদীস শরীফের উদ্দেশ্য এই যে, নামাযের বাহ্যিক বিষয় ও অভ্যন্তরীণ অবস্থা যত সুন্নাত মোতাবেক হয় ততই আজর ও সওয়াব বেশী পাওয়া যায়। (বযলুল মাজহুদ)

٢٢١- عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى، تَشَهُّدٌ فِيْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَتَضَرُّعٌ، وَتَخَشُّعٌ، وَتَسَاكُنٌ ثُمَّ تَقْنَعُ يَدَيْكَ تَرْفَعُهُمَا إِلٰى رَبِّكَ عَزَّوَجَلَّ مُسْتَقْبِلًا بِبُطُوْنِهِمَا وَجْهَكَ تَقُوْلُ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ ثَلَاثًا فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذٰلِكَ فَهِيَ خِدَاجٌ. رواه أحمد ١٦٧/٤

২২১. হযরত ফজল ইবনে আববাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নামায দুই দুই রাকাত করিয়া এইভাবে পড় যে, প্রতি দুই রাকাত শেষে তাশাহহুদ পড়। নামাযে বিনয়, শান্তভাব ও অপারগতা প্রকাশ কর। নামায শেষ করিয়া আপন দুই হাতকে দোয়ার জন্য আপন রবের সামনে এইভাবে উঠাও যে উভয় হাতের তালু তোমার চেহারার দিকে থাকে। অতঃপর তিনবার ইয়া রব ইয়া রব বলিয়া দোয়া কর। যে এরূপ করে নাই তাহার নামায (আজর ও সওয়াব হিসাবে) অসম্পূর্ণ রহিল। (মুসনাদে আহমাদ)

٢٢٢-عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَا يَزَالُ اللّٰهُ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ فِيْ صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، فَإِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ انْصَرَفَ عَنْهُ. رواه النسائي، باب التشديد في الإلتفات في الصلاة، رقم:١١٩٦

২২২. হযরত আবু যার (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ রাখেন যতক্ষণ সে নামাযের মধ্যে অন্য কোন দিকে মনোযোগ না দেয়। যখন বান্দা নামায হইতে আপন মনোযোগ সরাইয়া লয়, তখন আল্লাহ তায়ালাও আপন মনোযোগ সরাইয়া ফেলেন। (নাসাঈ)

٢٢٣-عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي أَقْبَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ حَتّٰى يَنْقَلِبَ أَوْ يُحْدِثَ حَدَثَ سُوْءٍ.

رواه ابن ماجه، باب المصلي يتنخم، رقم:١٠٢٣

২২৩. হযরত হোযাইফা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষ যখন নামায পড়িতে দাঁড়ায় তখন আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দেন, যতক্ষণ সে নামায শেষ না করে অথবা (নামাযের ভিতর) এমন কোন আমল করে যাহা নামাযে খুশু'র পরিপন্থী হয়। (ইবনে মাজাহ)

٢٢٤-عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ فَلَا يَمْسَحِ الْحَصٰى فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ. رواه الترمذى وقال: حديث أبى ذر حديث حسن، باب ما جاء فى كراهية مسح الحصى ٠٠٠٠، رقم:٣٧٩

২২৪. হযরত আবু যার (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের কেহ যখন নামাযের জন্য দাঁড়ায় তখন নামায রত অবস্থায় অযথা হাত দ্বারা কঙ্কর স্পর্শ না করে। কেননা সেই সময় তাহার প্রতি আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহমত মনোযোগী হয়। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ ইসলামের প্রাথমিক যুগে মসজিদে কাতারের জায়গায় কঙ্কর বিছাইয়া দেওয়া হইত। কখনও কোন কঙ্কর হয়ত চোখা হইয়া থাকিত, ইহাতে সেজদা করা কষ্টকর হইয়া যাইত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারংবার কঙ্কর সরাইতে এইজন্য নিষেধ করিয়াছেন যে, এই সময় আল্লাহ তায়ালার রহমত মনোযোগী হইবার সময়। কঙ্কর সরানো অথবা এ জাতীয় আর কোন কাজে মশগুল হওয়ার কারণে রহমত হইতে বঞ্চিত হইয়া না যায়।

٢٢٥-عَنْ سَمُرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا فِى الصَّلٰوةِ وَرَفَعْنَا رُؤُوْسَنَا مِنَ السُّجُوْدِ أَنْ نَطْمَئِنَّ عَلَى الْأَرْضِ جُلُوْسًا وَلَا نَسْتَوْفِزَ عَلٰى أَطْرَافِ الْأَقْدَامِ رواه بتمامه هكذا الطبرانى فى الكبير وإسناده حسن وقد تكلم الأزدى وابن حزم فى بعض رجاله بما لا يقدح، مجمع الزوائد ٢/٣٢٥

২২৫. হযরত সামুরা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে হুকুম করিতেন, যখন আমরা নামাযে সেজদা হইতে মাথা উঠাইতাম যেন শান্ত হইয়া জমিনের উপর বসি, পায়ের আঙ্গুলের উপর ভর করিয়া না বসি। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٢٦-عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حِيْنَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: أُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: اعْبُدِ اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وَاعْدُدْ نَفْسَكَ فِى الْمَوْتٰى، وَإِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَإِنَّهَا تُسْتَجَابُ، وَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَشْهَدَ الصَّلَاتَيْنِ الْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ وَلَوْ حَبْوًا فَلْيَفْعَلْ. رواه الطبرانى فى الكبير والرجل الذى من النخع لم أحد من ذكره وقد ورد من وجه آخر وسماه جابرًا. وفى الحاشية: وله شواهد يتقوى به، مجمع الزوائد ٢/١٦٥

২২৬. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) ইন্তেকালের সময় বলিলেন, আমি তোমাদের নিকট একটি হাদীস বর্ণনা করিতেছি যাহা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে শুনিয়াছিলাম। তিনি এরশাদ করিয়াছেন, এমনভাবে আল্লাহ তায়ালার এবাদত কর যেন তুমি তাঁহাকে দেখিতেছ, আর যদি এরূপ অবস্থা নসীব না হয় তবে এই ধ্যান রাখ যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে দেখিতেছেন। নিজেকে মৃত লোকদের মধ্যে গণ্য কর (নিজেকে জীবিতদের মধ্যে গণ্য করিও না, তখন না কোন কথায় আনন্দ হইবে, আর না কোন কথায় দুঃখ হইবে।) মজলুমের বদদোয়া হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখ, কেননা উহা তৎক্ষণাৎ কবুল হইয়া যায়। তোমাদের কেহ যদি এশা ও ফজরের নামাযে শরীক হওয়ার জন্য জমিনে হেঁচড়াইয়াও যাইতে পারে তবে তাহাকে হেঁচড়াইয়া হইলেও জামাতে শরীক হওয়া উচিত। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٢٧-عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: صَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ كُنْتَ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. (الحديث)

رواه أبومحمد الإبراهيمى فى كتاب الصلوة وابن النجار عن ابن عمر وهو حديث حسن، الجامع الصغير ٢/٦٩

২২৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এমন ব্যক্তির ন্যায় নামায পড় যে চিরবিদায় হইতেছে, অর্থাৎ এমন লোকের ন্যায় যাহার এই ধারণা যে, ইহা আমার জীবনের শেষ নামায। এমনভাবে নামায পড় যেন তুমি আল্লাহ তায়ালাকে দেখিতেছ। যদি এই অবস্থা সৃষ্টি করা সম্ভব না হয় তবে কমসেকম এই অবস্থা যেন অবশ্য হয় যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে দেখিতেছেন। (জামে' সগীর)

٢٢٨-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَيَرُدُّ عَلَيْنَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ، سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ، فَتَرُدُّ عَلَيْنَا، فَقَالَ: إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا. رواه مسلم، باب تحريم الكلام في الصلاة ....، رقم:١٢٠١

২২৮. হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, (ইসলামের প্রথম যুগে) আমরা নামাযরত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম করিতাম এবং তিনি আমাদিগকে সালামের উত্তর দিতেন। যখন আমরা নাজাশীর নিকট হইতে ফিরিয়া আসিলাম তখন আমরা (পূর্ব অভ্যাস অনুযায়ী) তাঁহাকে সালাম করিলাম। তিনি আমাদিগকে জওয়াব দিলেন না। আমরা আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, পূর্বে আমরা আপনাকে নামাযরত অবস্থায় সালাম করিতাম আর আপনি আমাদের জওয়াব দিতেন (কিন্তু এইবার আপনি আমাদের জওয়াব দিলেন না।) তিনি এরশাদ করিলেন, নামাযরত অবস্থায় শুধু নামাযের মধ্যেই মশগুল থাকা চাই। (মুসলিম)

٢٢٩-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ وَفِيْ صَدْرِهِ أَزِيْزٌ كَأَزِيْزِ الرَّحٰى مِنَ الْبُكَاءِ ﷺ. رواه أبوداود، باب البكاء في الصلاة، رقم:٩٠٤

২২৯. হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামায পড়িতে দেখিয়াছি। তাঁহার সীনা মোবারক হইতে (শ্বাস রুদ্ধ হওয়ার দরুন) অনবরত ক্রন্দনের এরূপ আওয়াজ আসিতেছিল যেরূপ জাঁতা ঘোরার আওয়াজ হইয়া থাকে। (আবু দাউদ)

٢٣٠-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا مَرْفُوْعًا قَالَ: مَثَلُ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ كَمَثَلِ الْمِيْزَانِ مَنْ أَوْفٰى اسْتَوْفٰى. رواه البيهقي هكذا ورواه غيره عن الحسن مرسلا وهو الصواب، الترغيب ١/٣٥١

২৩০. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ফরয নামাযের দৃষ্টান্ত পাল্লার ন্যায়। যে ব্যক্তি নামাযকে পূর্ণরূপে আদায় করে সে পরিপূর্ণ সওয়াব লাভ করে। (বাইহাকী, তরগীব)

٢٣١- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِيْ دَهْرِش رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مُرْسَلًا (قَالَ): لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْ عَبْدٍ عَمَلًا حَتّٰى يُحْضِرَ قَلْبَهُ مَعَ بَدَنِهِ. إتحاف السادة ١١٢/٣، قال المنذرى: رواه محمد بن نصر المروزى فى كتاب الصلاة هكذا مرسلا ووصله أبو منصور الديلمى فى مسند الفردوس من حديث أبى بن كعب والمرسل أصح، الترغيب ٣٤٦/١

২৩১. হযরত ওসমান ইবনে আবি দাহরিশ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা বান্দার সেই আমলকেই কবুল করেন যাহাতে সে নিজের শরীরের সহিত দিলকেও মনোযাগী করিয়া রাখে। (ইত্তেহাফ)

٢٣٢- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: الصَّلَاةُ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ: الطُّهُوْرُ ثُلُثٌ، وَالرُّكُوْعُ ثُلُثٌ، وَالسُّجُوْدُ ثُلُثٌ، فَمَنْ أَدَّاهَا بِحَقِّهَا قُبِلَتْ مِنْهُ، وَقُبِلَ مِنْهُ سَائِرُ عَمَلِهِ، وَمَنْ رُدَّتْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ رُدَّ عَلَيْهِ سَائِرُ عَمَلِهِ. رواه البزار وقال: لا نعلمه مرفوعا إلا عن المغيرة بن مسلم، قلت: والمغيرة ثقة وإسناده حسن، مجمع الزوائد ٣٤٥/٢

২৩২. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নামাযের তিনটি অংশ রহিয়াছে। অর্থাৎ এই তিন অংশকে বিশুদ্ধভাবে আদায় করার দ্বারা নামাযের পূর্ণ সওয়াব লাভ হয়। পবিত্রতা হাসিল করা এক তৃতীয়াংশ, রুকু এক তৃতীয়াংশ এবং সেজদা এক তৃতীয়াংশ। যে ব্যক্তি আদবের প্রতি খেয়াল রাখিয়া নামায পড়ে তাহার নামায কবুল করা হয় এবং তাহার সমস্ত আমলও কবুল করা হয়। যাহার নামায (শুদ্ধরূপে না পড়ার দরুন) কবুল হয় না তাহার অন্যান্য আমলও কবুল হয় না।
(বাযযার, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٣٣- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْعَصْرَ، فَبَصَرَ بِرَجُلٍ يُصَلِّيْ، فَقَالَ: يَا فُلَانُ اتَّقِ اللّٰهَ، أَحْسِنْ صَلَاتَكَ أَتَرَوْنَ أَنِّيْ لَا أَرَاكُمْ، إِنِّيْ لَأَرٰى مِنْ خَلْفِيْ كَمَا أَرٰى مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، أَحْسِنُوْا صَلَاتَكُمْ وَأَتِمُّوْا رُكُوْعَكُمْ وَسُجُوْدَكُمْ. رواه ابن خزيمة ٣٣٢/١

২৩৩. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে আসরের নামায পড়াইলেন। অতঃপর তিনি এক ব্যক্তিকে নামায পড়িতে দেখিয়া তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, হে অমুক, আল্লাহকে ভয় কর। নামায সুন্দরভাবে পড়। তোমরা কি মনে কর যে, আমি তোমাদিগকে দেখিতে পাই না? আমি আমার পিছনের জিনিসকেও এরূপ দেখিতে পাই যেমন নিজের সম্মুখের জিনিসকে দেখিতে পাই। নিজেদের নামাযকে সুন্দরভাবে পড়। রুকূ ও সেজদাকে পরিপূর্ণভাবে আদায় কর। (ইবনে খুযাইমাহ)

ফায়দা ঃ পিছনের জিনিসকেও দেখিতে পাওয়া ইহা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি মু'জেযা।

٢٣٤-عَنْ وَائِلِ بْنِ حِجْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا رَكَعَ فَرَّجَ أَصَابِعَهُ وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ. رواه الطبرانى فى الكبير وإسناده حسن، مجمع الزوائد ٢/٣٢٥

২৩৪. হযরত ওয়ায়েল ইবনে হিজ্‌র (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রুকু করিতেন তখন (হাতের) আঙ্গুলসমূহ ফাঁক করিয়া রাখিতেন, আর যখন সেজদা করিতেন তখন আঙ্গুলসমূহ মিলাইয়া লইতেন। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٣٥-عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يُتِمُّ رُكُوْعَهُ وَسُجُوْدَهُ لَمْ يَسْأَلِ اللّٰهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ عَاجِلًا أَوْ آجِلًا. إتحاف السادة المتقين عن الطبرانى فى الكبير ٣/٢١

২৩৫. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি এইভাবে দুই রাকাত পড়ে যে, উহার রুকু ও সেজদা পরিপূর্ণভাবে আদায় করে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালার নিকট যাহাই চায় আল্লাহ তায়ালা তৎক্ষণাৎ অথবা (কোন কারণে) কিছু পরে অবশ্যই দান করেন। (তাবারানী, ইত্তেহাফ)

٢٣٦-عَنْ أَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَثَلُ الَّذِيْ لَا يُتِمُّ رُكُوْعَهُ وَيَنْقُرُ فِيْ سُجُوْدِهِ مَثَلُ الْجَائِعِ يَأْكُلُ التَّمْرَةَ وَالتَّمْرَتَيْنِ لَا تُغْنِيَانِ عَنْهُ شَيْئًا. رواه الطبرانى فى الكبير وأبو يعلى وإسناده حسن، مجمع الزوائد ٢/٣٠٣

২৩৬. হযরত আবু আবদুল্লাহ আশআরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে

যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি রুকু পরিপূর্ণরূপে করে না এবং সেজদায়ও শুধু ঠোকর মারে তাহার দৃষ্টান্ত সেই ক্ষুধার্ত ব্যক্তির ন্যায় যে এক দুইটি খেজুর খায় যাহাতে তাহার ক্ষুধা দূর হয় না। (এমনিভাবে এই নামাযও কোন কাজে আসে না।)

(তাবারানী, আবু ইয়ালা, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٣٧-عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَوَّلُ شَيْءٍ يُرْفَعُ مِنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ الْخُشُوْعُ حَتّٰى لَا تَرَى فِيْهَا خَاشِعًا. رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن، مجمع الزوائد ٢/٣٢٦

২৩৭. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এই উম্মতের মধ্য হইতে সর্বপ্রথম খুশু' উঠাইয়া লওয়া হইবে। অবশেষে তোমরা উম্মতের মধ্যে একজনও খুশু'ওয়ালা পাইবে না। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٣٨-عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِيْ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ. قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! كَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ؟ قَالَ: لَا يُتِمُّ رُكُوْعَهَا وَلَا سُجُوْدَهَا، أَوْ لَا يُقِيْمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوْعِ وَلَا فِي السُّجُوْدِ. رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٢/٣٠٠

২৩৮. হযরত আবু কাতাদাহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিকৃষ্টতম চোর সেই ব্যক্তি যে নামাযের মধ্য হইতে চুরি করে। সাহাবা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, নামাযের মধ্য হইতে কিভাবে চুরি করে? এরশাদ করিলেন, উহার রুকু সেজদা উত্তমরূপে করে না।

(মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٣٩-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ إِلٰى صَلَاةِ رَجُلٍ لَا يُقِيْمُ صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ. رواه أحمد، الفتح الرباني ٣/٢٦٧

২৩৯. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা এমন ব্যক্তির নামাযের প্রতি ভ্রূক্ষেপই করেন না, যে রুকু ও সেজদার

মাঝখানে অর্থাৎ কাওমাতে নিজের কোমর সোজা করে না।

(মুসনাদে আহমাদ, ফাতহুর রব্বানী)

٢٤٠-عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطٰنُ مِنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما ذكر فى الإلتفات فى الصلاة، رقم:٥٩٠

২৪০. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, নামাযে এদিক সেদিক দেখা কেমন? এরশাদ করিলেন, ইহা মানুষের নামাযের মধ্য হইতে শয়তানের ছিনতাই করা। (তিরমিযী)

٢٤١- عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ رواه مسلم، باب النهى عن رفع البصر رقم:٩٦٦

২৪১. হযরত জাবের ইবনে সামুরাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যাহারা নামাযের মধ্যে আকাশের দিকে দৃষ্টি উঠাইয়া দেখে তাহারা যেন বিরত হয়। নতুবা তাহাদের দৃষ্টি উপরের দিকেই থাকিয়া যাইবে। (মুসলিম)

٢٤٢-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلّٰى فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرَدَّ، فَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، فَرَجَعَ فَصَلّٰى كَمَا صَلّٰى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، ثَلَاثًا، فَقَالَ: وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ، فَعَلِّمْنِيْ، فَقَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا وَافْعَلْ ذٰلِكَ فِيْ صَلَاتِكَ كُلِّهَا. رواه البخارى، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم فى الصلوات كلها رقم:٧٥٧

২৪২. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে তশরীফ আনিলেন। অপর এক ব্যক্তিও মসজিদে আসিল এবং নামায পড়িল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম করিল। তিনি তাহার সালামের উত্তর দিয়া বলিলেন, যাও, নামায পড়, কারণ তুমি নামায পড় নাই। সে গেল এবং পূর্বে যেরূপ নামায পড়িয়াছিল সেরূপেই নামায পড়িয়া আসিয়া পুনরায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম করিল। তিনি এরশাদ করিলেন, যাও, নামায পড়, কারণ তুমি নামায পড় নাই। এইভাবে তিনবার হইল। লোকটি আরজ করিল, সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে হক দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, আমি ইহা হইতে উত্তম নামায পড়িতে পারি না, আপনি আমাকে নামায শিখাইয়া দিন। তিনি এরশাদ করিলেন, যখন তুমি নামাযের জন্য দাঁড়াইবে তখন তাকবীর বলিবে। অতঃপর কুরআন মজীদ হইতে যাহা তুমি পড়িতে পার পড়িবে। তারপর যখন রুকুতে যাইবে তখন শান্তভাবে রুকু করিবে, তারপর রুকু হইতে উঠিয়া শান্ত হইয়া দাঁড়াইবে। তারপর সেজদায় যাইয়া শান্তভাবে সেজদা করিবে। তারপর যখন সেজদা হইতে উঠিবে তখন শান্ত হইয়া বসিবে। তুমি সম্পূর্ণ নামাযে এরূপ করিবে। (বোখারী)

অযূর ফাযায়েল

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: ﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة:٦]

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন,—হে ঈমানদারগণ, যখন তোমরা নামাযের জন্য উঠ তখন প্রথমে নিজেদের মুখমণ্ডলকে এবং কনুই পর্যন্ত নিজেদের হাতসমূহকে ধৌত কর এবং নিজেদের মস্তকসমূহকে মাসাহ কর এবং টাখনু পর্যন্ত নিজেদের পাসমূহকে ধৌত কর। (মায়েদাহ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ﴾ [التوبة:١٠٨]

এবং যাহারা অত্যন্ত পাক পবিত্র থাকে আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে পছন্দ করেন। (তওবা)

হাদীস শরীফ

٢٤٣-عَنْ أَبِىْ مَالِكٍ الْأَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: الطُّهُوْرُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَأُ الْمِيْزَانَ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَآنِ -أَوْ تَمْلَأُ- مَا بَيْنَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُوْرٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ. (الحديث) رواه مسلم، باب فضل الوضوء، رقم: ٥٣٤

২৪৩. হযরত আবু মালেক আশআরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, অযূ ঈমানের অর্ধেক, الحمد لله বলা (আমলের) পাল্লাকে (সওয়াব দ্বারা) পরিপূর্ণ করিয়া দেয়, سبحان الله والحمد لله আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী শূন্যস্থানকে (সওয়াব দ্বারা) ভরিয়া দেয়। নামায নূর, সদকা দলীল, সবর করা আলো, আর কুরআন তোমার পক্ষে দলীল অথবা তোমার বিপক্ষে দলীল। অর্থাৎ যদি উহার তেলাওয়াত করিয়া থাক এবং উহার উপর আমল করিয়া থাক তবে তোমার নাজাতের কারণ হইবে, নতুবা তোমার পাকড়াওয়ের কারণ হইবে। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ এই হাদীসে অযূকে ঈমানের অর্ধেক এইজন্য বলা হইয়াছে যে, ঈমানের দ্বারা অন্তর হইতে কুফর ও শিরকের নাপাকী দূর হয়। আর অযুর দ্বারা অঙ্গ–প্রত্যঙ্গের নাপাকী দূর হয়। নামাযের নূর হওয়ার এক অর্থ এই যে, নামায গুনাহ ও নির্লজ্জতা হইতে বিরত রাখে। যেমন নূর অন্ধকারকে দূর করিয়া দেয়। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, নামাযের দরুন কেয়ামতের দিন নামাযীর চেহারা উজ্জ্বল ও আলোকিত হইবে এবং দুনিয়াতেও নামাযীর চেহারায় সজীবতা হইবে। তৃতীয় অর্থ এই যে, নামায কবর ও কেয়ামতের অন্ধকারে আলো হইবে। সদকা দলীল হওয়ার অর্থ এই যে, মাল–সম্পদ মানুষের নিকট প্রিয় হইয়া থাকে। আর যখন সে উহা আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় খরচ করে এবং সদকা করে তখন এই সদকা করা তাহার ঈমান সত্য হওয়ার পরিচয় ও প্রমাণ হয়। সবর আলো হওয়ার অর্থ এই যে, সবরকারী ব্যক্তি অর্থাৎ যে আল্লাহ তায়ালার হুকুম পালন করে, নাফরমানী হইতে বিরত থাকে এবং কষ্ট মুসীবতে ধৈর্য ধারণ

করে সে নিজের ভিতর হেদায়াতের আলো ধারণ করিয়া রাখিয়াছে।
(নাভাভী, মেরকাত)

٢٤٤-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ خَلِيْلِيْ ﷺ يَقُوْلُ: تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوْءُ. رواه مسلم، باب تبلغ الحلية...، رقم:٥٨٦

২৪৪. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, আমি আমার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, কেয়ামতের দিন মুমিনের অলঙ্কার ঐ পর্যন্ত পৌঁছিবে যে পর্যন্ত অযূর পানি পৌঁছে। অর্থাৎ অঙ্গ–প্রত্যঙ্গের যেখান পর্যন্ত অযূর পানি পৌঁছিবে সেখান পর্যন্ত অলঙ্কার পরানো হইবে। (মুসলিম)

٢٤٥-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ أُمَّتِيْ يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوْءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيْلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ. رواه البخاري، باب فضل الوضوء والغر المحجلون...، رقم:١٣٦

২৪৫. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আমার উম্মতকে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় ডাকা হইবে যে, তাহাদের হাত, পা ও চেহারাসমূহ অযূর পানি দ্বারা ধৌত হওয়ার কারণে উজ্জ্বল ও চমকদার হইবে। অতএব যে তাহার উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করিতে চায় সে যেন তাহা বৃদ্ধি করিয়া লয়। (বোখারী)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ এরূপ যত্ন সহকারে অযূ করা উচিত যেন অযূর অঙ্গসমূহের মধ্যে কোন স্থান শুষ্ক না থাকে। (মুযাহিরে হক)

٢٤٦-عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ. رواه مسلم، باب خروج الخطايا...، رقم:٥٧٨

২৪৬. হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে অযূ করে এবং উত্তমরূপে করে, অর্থাৎ সুন্নাত আদাব ও মুস্তাহাবসমূহ যত্নসহকারে আদায় করে, তাহার গুনাহসমূহ শরীর হইতে বাহির হইয়া

যায়। এমনকি তাহার নখের নীচ হইতেও বাহির হইয়া যায়।

ফায়দা ঃ ওলামায়ে কেরামের সঠিক সিদ্ধান্ত এই যে, অযূ, নামায ইত্যাদি এবাদতের দ্বারা শুধু সগীরা গুনাহ মাফ হয়, কবীরা গুনাহ তওবা ব্যতীত মাফ হয় না। অতএব অযূ, নামায ইত্যাদি এবাদতের সঙ্গে সঙ্গে তওবা ও এস্তেগফারেরও এহতেমাম করা চাই। অবশ্য আল্লাহ তায়ালা আপন মেহেরবানীতে কাহারো কবীরা গুনাহও মাফ করিয়া দেন তবে তাহা ভিন্ন কথা। (নাভাভী)

٢٤٧-عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: لَا يُسْبِغُ عَبْدٌ الْوُضُوْءَ إِلَّا غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. رواه البزار ورجاله موثقون والحديث حسن إن شاء الله، مجمع الزوائد ١/٥٤٢

২৪৭. হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে কোন বান্দা কামেলরূপে অযূ করে, অর্থাৎ প্রত্যেক অঙ্গকে ভালভাবে তিনবার করিয়া ধৌত করে, আল্লাহ তায়ালা তাহার অগ্র পশ্চাতের সকল গুনাহ মাফ করিয়া দেন। (বাযযার, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٤٨-عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ -أَوْ فَيُسْبِغُ- الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْلُ: أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ. رواه مسلم، باب الذكر المستحب عقب الوضوء، رقم:٥٥٣، وفي رواية لمسلم **عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: مَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.** (الحديث) باب الذكر المستحب عقب الوضوء، رقم:٥٥٤، وفي رواية لابن ماجه **عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: ثُمَّ قَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . . . .**، باب ما يقال بعد الوضوء، رقم:٤٦٩، وفي رواية لأبي داؤد **عَنْ عُقْبَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ رَفَعَ نَظَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ**، باب ما يقول الرجل إذا توضأ، رقم:١٧٠، وفي رواية للترمذي

২৪৮. হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মুস্তাহাব ও আদাবসমূহের প্রতি খেয়াল করিয়া উত্তমরূপে অযূ করে, অতঃপর

أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰـهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

পাঠ করে তাহার জন্য অবশ্যই জান্নাতের আটটি দরজাই খুলিয়া যায়। যে দরজা দিয়া ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারে। হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাযিঃ)এর রেওয়ায়াতে

أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ

পড়ার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ)এর রেওয়ায়াতে এই কলেমাগুলি তিনবার পড়ার কথা উল্লেখিত হইয়াছে। অপর এক রেওয়ায়াতে হযরত ওকবা (রাযিঃ) হইতে অযূর পর আকাশের দিকে দৃষ্টি উঠাইয়া এই কলেমাগুলি পড়ার কথা বলা হইয়াছে। অপর আরেকটি রেওয়ায়াতে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) হইতে কলেমাগুলি এরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে—

: أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰـهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই তিনি একা। তাহার কোন অংশীদার নাই এবং আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, (হযরত) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার বান্দা ও রাসূল। আয় আল্লাহ! আমাকে ঐ সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন যাহারা তওবা করে ও পাক পবিত্র থাকে।

٢٤٩-عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: وَمَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلٰـهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ كُتِبَ فِىْ رَقٍّ ثُمَّ طُبِعَ بِطَابَعٍ فَلَمْ يُكْسَرْ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (وهو جزء من الحديث) رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبى ١/٥٦٤

২৪৯. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি অযূ করিবার পর

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ

পড়ে তাহার এই কলেমাগুলি একটি কাগজে লিখিয়া উহার উপর মোহর লাগাইয়া দেওয়া হয় যাহা কেয়ামত পর্যন্ত আর খোলা হইবে না। অর্থাৎ উহার সওয়াব আখেরাতের জন্য জমা করিয়া রাখা হইবে। (মুসতাদরাকে হাকেম)

٢٥٠-عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ وَاحِدَةً فَتِلْكَ وَظِيْفَةُ الْوُضُوْءِ الَّتِيْ لَابُدَّ مِنْهَا، وَمَنْ تَوَضَّأَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُ كِفْلَانِ، وَمَنْ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا فَذٰلِكَ وُضُوْئِيْ وَوُضُوْءُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِيْ. رواه أحمد ٢/٩٨

২৫০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি অযূর মধ্যে প্রত্যেক অঙ্গকে এক একবার করিয়া ধৌত করিল ইহা ফরযের পর্যায়ে হইল। আর যে অযূর মধ্যে প্রত্যেক অঙ্গকে দুই দুইবার করিয়া ধৌত করিল তাহার দ্বিগুণ সওয়াব লাভ হইল, আর যে অযূর মধ্যে প্রত্যেক অঙ্গকে তিন তিনবার করিয়া ধৌত করিল ইহা আমার ও আমার পূর্বেকার নবীদের অযূ হইল। (মুসনাদে আহমাদ)

٢٥١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ الصُّنَابِحِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فَتَمَضْمَضَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ فِيْهِ، فَإِذَا اسْتَنْثَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ، فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ يَدَيْهِ، فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ كَانَ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلَاتُهُ نَافِلَةً

لَهُ. رواه النسائي، باب مسح الأذنين مع الرأس ....، رقم:١٠٣

وَفِي حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، وَفِيْهِ مَكَانَ (ثُمَّ كَانَ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلَاتُهُ نَافِلَةً) فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى، فَحَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَمَجَّدَهُ بِالَّذِيْ هُوَ لَهُ أَهْلٌ، وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلّٰهِ، إِلَّا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيْئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. رواه مسلم،

باب إسلام عمرو بن عبسة، رقم:١٩٣٠

২৫১. হযরত আবদুল্লাহ সুনাবিহী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন মুমিন বান্দা অযূ করে এবং উহার মধ্যে কুলি করে তখন তাহার মুখের সমস্ত গুনাহ ধৌত হইয়া যায়। যখন নাক পরিষ্কার করে তখন নাকের সমস্ত গুনাহ ধৌত হইয়া যায়, যখন চেহারা ধৌত করে তখন চেহারার গুনাহ ধৌত হইয়া যায়, এমনকি চোখের পাপড়ির গোড়া হইতেও বাহির হইয়া যায়। যখন উভয় হাত ধৌত করে তখন হাতের গুনাহ ধৌত হইয়া যায়। এমনকি হাতের নখের নীচ হইতেও বাহির হইয়া যায়। যখন মাথা মাসাহ করে তখন মাথার গুনাহ ধৌত হইয়া যায়, এমনকি কান হইতেও বাহির হইয়া যায় এবং যখন পা ধৌত করে তখন পায়ের গুনাহ ধৌত হইয়া যায়। এমনকি পায়ের নখের নীচ হইতে বাহির হইয়া যায়। অতঃপর তাহার মসজিদের দিকে পায়ে হাঁটিয়া যাওয়া এবং নামায পড়া তাহার জন্য অতিরিক্ত (সওয়াবের কারণ) হয়। (নাসাঈ)

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আমর ইবনে আবাসা সুলামী (রাযিঃ) বলেন, যদি অযূর পর দাঁড়াইয়া নামায পড়ে এবং উহাতে আল্লাহ তায়ালার এরূপ হামদ ও সানা ও বুযুর্গী বর্ণনা করে যাহা তাঁহার শানের উপযুক্ত এবং নিজের দিলকে (সমস্ত চিন্তা ফিকির হইতে) খালি করিয়া আল্লাহ তায়ালার দিকে রুজু থাকে তবে এই ব্যক্তি নামায শেষ করিবার পর আপন গুনাহ হইতে এরূপ পবিত্র হইয়া যায় যেন আজই তাহার মা তাহাকে প্রসব করিয়াছেন। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ কোন কোন ওলামায়ে কেরাম প্রথম রেওয়ায়াতের এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন যে, অযূর দ্বারা সমস্ত শরীরের গুনাহ মাফ হইয়া যায় এবং নামায পড়ার দ্বারা সমস্ত বাতেনী গুনাহ মাফ হইয়া যায়।

(কাশফুল মুগাত্তা)

٢٥٢-عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ

قَامَ إِلَى وُضُوْءِهِ يُرِيْدُ الصَّلَاةَ، ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ نَزَلَتْ خَطِيْئَتُهُ مِنْ كَفَّيْهِ مَعَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ، فَإِذَا مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ نَزَلَتْ خَطِيْئَتُهُ مِنْ لِسَانِهِ وَشَفَتَيْهِ مَعَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ، فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ نَزَلَتْ خَطِيْئَتُهُ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ مَعَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ سَلِمَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ هُوَ لَهُ وَمِنْ كُلِّ خَطِيْئَةٍ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، قَالَ: فَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَتَهُ وَإِنْ قَعَدَ قَعَدَ سَالِمًا. رواه أحمد ٥/٢٦٣

২৫২. হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি নামাযের উদ্দেশ্যে অযূ করার জন্য উঠে, অতঃপর আপন উভয় হাত (কব্জি পর্যন্ত) ধৌত করে তখন পানির প্রথম ফোঁটার সহিত তাহার হাতের উভয় তালুর গুনাহ ঝরিয়া যায়। তারপর যখন সে কুলি করে, নাকে পানি দেয় ও নাক পরিষ্কার করে তখন পানির প্রথম ফোঁটার সহিত তাহার জিহ্বা ও উভয় ঠোঁটের গুনাহ ঝরিয়া যায়। তারপর যখন নিজের চেহারা ধৌত করে তখন পানির প্রথম ফোটার সহিত তাহার কান ও চোখের গুনাহ ঝরিয়া যায়। তারপর যখন উভয় হাত কনুই পর্যন্ত এবং উভয় পা টাখনু পর্যন্ত ধৌত করে তখন নিজের সমস্ত গুনাহ ও ভুল–ত্রুটি হইতে এরূপ পবিত্র হইয়া যায় যেন আজই তাহার মা তাহাকে প্রসব করিয়াছে। অতঃপর যখন নামাযের জন্য দাঁড়ায় তখন আল্লাহ তায়ালা সেই নামাযের দ্বারা মর্তবা উঁচা করিয়া দেন। আর যদি (নামাযে মশগুল না হইয়া শুধু) বসিয়া থাকে তবুও সে গুনাহ হইতে পাকসাফ হইয়া বসিয়া থাকে। (মুসনাদে আহমাদ)

٢٥٣-عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ. رواه أبوداود، باب الرجل يحدد الوضوء ...، رقم:٦٢

২৫৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিতেন, যে ব্যক্তি অযূ থাকা সত্ত্বেও নতুন অযূ করে সে দশ নেকী লাভ করে। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ ওলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন, অযূ থাকা সত্ত্বেও নতুন অযূ করার শর্ত হইল, প্রথম অযূ দ্বারা কোন এবাদত করিয়া লওয়া।

(বযলুল মাজহুদ)

٢٥٤-عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلٰى أُمَّتِى لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ. رواه مسلم، باب السواك، رقم:٥٨٩

২৫৪. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর হইয়া যাইবে, এই খেয়াল না হইলে আমি তাহাদিগকে প্রত্যেক নামাযের জন্য মেসওয়াক করিবার হুকুম করিতাম। (মুসলিম)

٢٥٥-عَنْ أَبِى أَيُّوْبَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ: اَلْحَيَاءُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ. رواه الترمذى وقال: حديث أبى أيوب حديث حسن غريب، باب ما جاء فى فضل التزويج والحث عليه، رقم:١٠٨٠

২৫৫. হযরত আবু আইউব (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, চারটি জিনিস পয়গাম্বরদের সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। হায়া ও লজ্জা করা, খুশবু লাগানো, মেসওয়াক করা ও বিবাহ করা। (তিরমিযী)

٢٥٦-عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ قَالَ زَكَرِيَّا: قَالَ مُصْعَبٌ: وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ، إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ الْمَضْمَضَةَ. رواه مسلم، باب خصال الفطرة، رقم:٦٠٤

২৫৬. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দশটি জিনিস নবীদের সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত, গোঁফ কাটা, দাড়ি লম্বা করা, মেসওয়াক করা, নাকে পানি দিয়া পরিষ্কার করা, নখ কাটা, আঙ্গুলের জোড়াগুলি (এবং এমনিভাবে শরীরের যেখানে যেখানে ময়লা জমিতে পারে, যেমন কান নাকের ছিদ্র ও বগলতলা ইত্যাদি) উত্তমরূপে ধৌত করা, বগলের চুল উৎপাটন করা, নাভীর নিচের চুল মুণ্ডন করা এবং পানি দ্বারা এস্তেঞ্জা করা। হাদীস বর্ণনাকারী হযরত মুসআব (রহঃ) বলেন, দশম জিনিসটি

আমি ভুলিয়া গিয়াছি। আমার ধারণা হয়, দশম জিনিস কুলি করা।

(মুসলিম)

٢٥٧-عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ. رواه النسائي، باب الترغيب في السواك، رقم:٥

২৫৭. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মেসওয়াক মুখ পরিষ্কার করে এবং আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির কারণ হয়। (নাসায়ী)

٢٥٨-عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَا جَاءَنِيْ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَطُّ إِلَّا أَمَرَنِيْ بِالسِّوَاكِ، لَقَدْ خَشِيْتُ أَنْ أُحْفِيَ مُقَدَّمَ فِيَّ. رواه أحمد ٥/٢٦٣

২৫৮. হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জিবরাঈল আলাইহিস সালাম যখনই আমার নিকট আসিতেন আমাকে মেসওয়াকের তাকীদ করিতেন। এমনকি আমার আশঙ্কা হইতে লাগিল যে, অত্যাধিক মেসওয়াক করার দরুন আমি নিজের মাড়ী ছিলিয়া না ফেলি।

(মুসনাদে আহমাদ)

٢٥٩-عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَرْقُدُ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ فَيَسْتَيْقِظُ إِلَّا يَتَسَوَّكُ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ. رواه أبوداود، باب السواك لمن قام بالليل، رقم:٥٧

২৫৯. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিনে বা রাত্রে যখনই ঘুম হইতে উঠিতেন, তখনই অযূ করার পূর্বে মেসওয়াক অবশ্যই করিতেন।

(আবু দাউদ)

٢٦٠-عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَسَوَّكَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّيْ قَامَ الْمَلَكُ خَلْفَهُ فَيَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِهِ فَيَدْنُوْ مِنْهُ -أَوْكَلِمَةً نَحْوَهَا- حَتّٰى يَضَعَ فَاهُ عَلٰى فِيْهِ، فَمَا يَخْرُجُ مِنْ فِيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا صَارَ فِيْ جَوْفِ الْمَلَكِ، فَطَهِّرُوْا أَفْوَاهَكُمْ لِلْقُرْآنِ. رواه البزار ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ٢/٢٦٥

২৬০. হযরত আলী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বান্দা যখন মেসওয়াক করিয়া নামাযের জন্য দাঁড়ায় তখন ফেরেশতা তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া যায় এবং অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে তাহার তেলাওয়াত শুনিতে থাকে। অতঃপর তাহার অত্যন্ত নিকটবর্তী হইয়া যায়। এমনকি তাহার মুখের উপর নিজের মুখ রাখিয়া দেয়। কুরআন পাকের যে কোন শব্দ নামাযীর মুখ হইতে বাহির হয় সোজা ফেরেশতার পেটের ভিতর চলিয়া যায় (এবং এইভাবে সে ফেরেশতাদের নিকট প্রিয় হইয়া যায়।) অতএব কুরআনে করীমের তেলাওয়াতের জন্য তোমরা নিজেদের মুখ পরিষ্কার রাখ। অর্থাৎ মেসওয়াকের এহতেমাম করে।

(বাযযার, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٦١- عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: رَكْعَتَانِ بِسِوَاكٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِيْنَ رَكْعَةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ. رواه البزار ورجاله موثقون، مجمع الزوائد ٢/٢٦٣

২৬১. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মেসওয়াক করিয়া দুই রাকাত পড়া মেসওয়াক ব্যতীত সত্তর রাকাত পড়া হইতে উত্তম।

(বাযযার, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٦٢-عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا قَامَ لِيَتَهَجَّدَ، يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ. رواه مسلم، باب السواك، رقم:٥٩٣

২৬২. হযরত হোযাইফা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাহাজ্জুদের জন্য উঠিতেন তখন মেসওয়াক দ্বারা ভালভাবে ঘঁষিয়া নিজের মুখকে পরিষ্কার করিতেন।

(মুসলিম)

٢٦٣-عَنْ شُرَيْحٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا، قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ؟ قَالَتْ: بِالسِّوَاكِ. رواه مسلم، باب السواك، رقم:٥٩٠

২৬৩. হযরত শুরাইহ (রহঃ) বলেন, আমি উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘরে আসিতেন তখন সর্বপ্রথম কি কাজ করিতেন? তিনি বলিলেন, সর্বপ্রথম তিনি মেসওয়াক করিতেন। (মুসলিম)

٢٦٤-عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ لِشَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ حَتّٰى يَسْتَاكَ. رواه

الطبرانى في الكبير ورجاله موثقون، مجمع الزوائد ٢/٢٦٦

২৬৪. হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ঘর হইতে নামাযের জন্য ততক্ষণ বাহির হইতেন না যতক্ষণ মেসওয়াক করিয়া না লইতেন। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٦٥-عَنْ أَبِي خَيْرَةَ الصُّبَاحِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ فِي الْوَفْدِ الَّذِيْنَ أَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَزَوَّدَنَا الْأَرَاكَ نَسْتَاكُ بِهِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عِنْدَنَا الْجَرِيْدُ، وَلٰكِنَّا نَقْبَلُ كَرَامَتَكَ وَعَطِيَّتَكَ. (الحديث) رواه

الطبرانى في الكبير وإسناده حسن، مجمع الزوائد ٢/٢٦٨

২৬৫. হযরত আবু খায়রাহ সুবাহী (রাযিঃ) বলেন, আমি সেই প্রতিনিধি দলের মধ্যে শামিল ছিলাম যাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়াছিল। তিনি আমাদিগকে পাথেয় হিসাবে মেসওয়াক করার জন্য আরাক গাছের ডাল দিলেন। আমরা আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদের নিকট মেসওয়াক করার জন্য খেজুরের ডাল রহিয়াছে, তবে আমরা আপনার এই সম্মানজনক দান ও হাদিয়া কবুল করিতেছি।

(তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

মসজিদের ফযীলত ও আমলসমূহ

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: ﴿اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰٓى اُولٰٓئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ﴾ [التوبة:١٨]

আল্লাহ তায়ালার মসজিদসমূহ আবাদ করা ঐ সমস্ত লোকদেরই কাজ যাহারা আল্লাহ তায়ালা ও কেয়ামতের দিনের উপর ঈমান আনিয়াছে এবং নামাযের পাবন্দী করিয়াছে এবং যাকাত প্রদান করিয়াছে এবং (আল্লাহ তায়ালার উপর এরূপ তাওয়াক্কুল করিয়াছে যে,) আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর কাহাকেও ভয় করে না। এরূপ লোকদের ব্যাপারে আশা করা যায় যে, তাহারা হেদায়াতপ্রাপ্ত লোকদের অন্তর্গত হইবে। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে হেদায়াত দেওয়ার ওয়াদা করিয়াছেন। (তওবাহ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿فِيْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ لا يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ☆ رِجَالٌ لا لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ لا يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ﴾ [النور:٣٦،٣٧]

আল্লাহ তায়ালা হেদায়াতপ্রাপ্তদের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন যে,—তাহারা এমন ঘরে যাইয়া এবাদত করে যাহার সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা হুকুম করিয়াছেন যেন উহার আদব করা হয় এবং উহাতে আল্লাহ তায়ালার নাম লওয়া হয়। সেই সকল ঘরে সকাল সন্ধ্যা এমন লোকেরা আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করে যাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালার স্মরণ হইতে, নামায পড়া হইতে এবং যাকাত দেওয়া হইতে না কোন ক্রয় গাফেল করে, না কোন বিক্রয়। তাহারা এমন দিন অর্থাৎ কেয়ামতের দিনকে ভয় করিতে থাকে, যেদিন অনেক দিল ও চোখ উল্টাইয়া যাইবে। (নূর)

ফায়দা ঃ এমন ঘর দ্বারা উদ্দেশ্য হইল মসজিদসমূহ। আর উহার আদব এই যে, উহাতে জানাবত অর্থাৎ গোসল ফরয অবস্থায় প্রবেশ না করা, কোন নাপাক জিনিস উহাতে না ঢুকানো, শোরগোল না করা, দুনিয়াবী কাজ বা দুনিয়াবী কথাবার্তা না বলা, দুর্গন্ধযুক্ত কোন জিনিস খাইয়া সেখানে না যাওয়া। (বয়ানুল কুরআন)

হাদীস শরীফ

٢٦٦-عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللّٰهِ أَسْوَاقُهَا.

رواه مسلم، باب فضل الجلوس فى مصلاه ۰۰۰۰، رقم:١٥٢٨

২৬৬. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট সমস্ত স্থান হইতে সর্বাধিক প্রিয় স্থান হইল মসজিদসমূহ, আর সর্বাধিক অপ্রিয় স্থান হইল বাজারসমূহ। (মুসলিম)

٢٦٧-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: اَلْمَسَاجِدُ بُيُوْتُ اللّٰهِ فِى الْأَرْضِ تُضِىْءُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا تُضِىْءُ نُجُوْمُ السَّمَاءِ لِأَهْلِ الْأَرْضِ. رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله موثقون، مجمع الزوائد ٢/ ١١٠

২৬৭. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, মসজিদসমূহ জমিনের বুকে আল্লাহ তায়ালার ঘর। এইগুলি আসমানবাসীদের নিকট এরূপ চমকায় যেরূপ জমিনবাসীদের নিকট আসমানের তারকাসমূহ চমকায়।

(তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٦٨-عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يُذْكَرُ فِيْهِ اسْمُ اللّٰهِ، بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده صحيح ٤/ ٤٨٦

২৬৮. হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি এমন কোন মসজিদ বানায়, যাহাতে আল্লাহ তায়ালার নাম লওয়া হয় তবে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য জান্নাতে একটি মহল তৈয়ার করিয়া দেন। (ইবনে হিব্বান)

٢٦٩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ. رواه البخاري، باب فضل من غدا إلى المسجد ....، رقم:٦٦٢

২৬৯. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যা মসজিদে যায় আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য জান্নাতে মেহমানদারীর ব্যবস্থা করেন। সকালে অথবা সন্ধ্যায় যতবার সে মসজিদে যায় ততবারই আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য মেহমানদারীর ব্যবস্থা করেন। (বোখারী)

٢٧٠- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: الْغُدُوُّ وَالرَّوَاحُ إِلَى الْمَسْجِدِ مِنَ الْجِهَادِ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ. رواه الطبراني في الكبير وفيه: القاسم أبوعبد الرحمن ثقة وفيه اختلاف، مجمع الزوائد ٢/١٤٧

২৭০. হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সকালে ও সন্ধ্যায় মসজিদে যাওয়া আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদ করার অন্তর্ভুক্ত। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٧١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ: أَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ فَإِذَا قَالَ ذٰلِكَ، قَالَ الشَّيْطَانُ: حُفِظَ مِنِّي سَائِرَ الْيَوْمِ. رواه أبوداؤد، باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد، رقم:٤٦٦

২৭১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মসজিদে প্রবেশ করিতেন তখন এই দোয়া পড়িতেন—

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

অর্থ ঃ 'আমি মহান আল্লাহ ও তাঁহার দয়াময় সত্তা ও তাঁহার চিরস্থায়ী বাদশাহীর আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি বিতাড়িত শয়তান হইতে।'

যখন এই দোয়া পড়া হয় তখন শয়তান বলে, (এই ব্যক্তি) সারাদিনের জন্য আমার হাত হইতে নিরাপদ হইয়া গিয়াছে। (আবু দাউদ)

٢٧٢-عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ أَلِفَ الْمَسْجِدَ أَلِفَهُ اللّٰهُ. رواه الطبراني في الأوسط وفيه: ابن لهيعة وفيه كلام، مجمع الزوائد ٢/١٣٥

২৭২. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি মসজিদের সহিত মহব্বত রাখে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে মহব্বত করেন। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٧٣-عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: الْمَسْجِدُ بَيْتُ كُلِّ تَقِيٍّ، وَتَكَفَّلَ اللّٰهُ لِمَنْ كَانَ الْمَسْجِدُ بَيْتَهُ بِالرَّوْحِ وَالرَّحْمَةِ، وَالْجَوَازِ عَلَى الصِّرَاطِ إِلَى رِضْوَانِ اللّٰهِ إِلَى الْجَنَّةِ. رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار وقال: إسناده حسن، قلت: ورجال البزار كلهم رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٢/١٣٤

২৭৩. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, মসজিদ মুত্তাকীর ঘর। আর আল্লাহ তায়ালা নিজের দায়িত্বে লইয়াছেন যে, মসজিদ যাহার ঘর হইবে তাহাকে শান্তি দিব। তাহার উপর রহমত নাযিল করিব, পুলসিরাতের রাস্তা সহজ করিয়া দিব, আপন সন্তুষ্টি দান করিব এবং তাহাকে জান্নাত দান করিব। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ, বাযযার)

٢٧٤-عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ ذِئْبُ الْإِنْسَانِ، كَذِئْبِ الْغَنَمِ يَأْخُذُ الشَّاةَ الْقَاصِيَةَ وَالنَّاحِيَةَ، فَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ، وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ وَالْمَسْجِدِ. رواه أحمد ٥/٢٣٢

২৭৪. হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, শয়তান মানুষের বাঘ, যেমন বকরীর পালের জন্য বাঘ রহিয়াছে। সে এমন বকরীকেই ধরে যে পাল হইতে দূরে ও আলাদা থাকে। অতএব পাহাড়ী ঘাঁটিতে আলাদা অবস্থান করা হইতে বাঁচিয়া থাক। একত্র হইয়া থাকা,

সাধারণ লোকদের মধ্যে অবস্থান করা ও মসজিদ থাকাকে মজবুত করিয়া ধরিয়া রাখ। (মুসনাদে আহমাদ)

٢٧٥-عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالإِيْمَانِ، قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ﴾. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ومن سورة التوبة، رقم:٣٠٩٣

২৭৫. হযরত আবু সাঈদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন তোমরা কাহাকেও অধিক পরিমাণে মসজিদে আসিতে অভ্যস্ত দেখ তখন তাহার ঈমানদার হওয়ার সাক্ষ্য দাও। আল্লাহ তায়ালার এরশাদ—

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

অর্থ ঃ মসজিদসমূহকে ঐ সমস্ত লোকেরাই আবাদ করে, যাহারা আল্লাহ তায়ালা ও আখেরাতের দিনের উপর ঈমান রাখে। (তিরমিযী)

٢٧٦-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا تَوَطَّنَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ الْمَسَاجِدَ لِلصَّلَاةِ وَالذِّكْرِ، إِلَّا تَبَشْبَشَ اللّٰهُ لَهُ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَائِبِ بِغَائِبِهِمْ، إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ. رواه ابن ماجه، باب لزوم المساجد وانتظار الصلوة، رقم:٨٠٠

২৭৬. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে মুসলমান নামায ও আল্লাহ তায়ালার যিকিরের জন্য মসজিদকে আপন ঠিকানা বানাইয়া লয় আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি এমন খুশী হন যেমন ঘরের লোকেরা তাহাদের কোন ঘরের লোকের ফিরিয়া আসার কারণে খুশী হয়। (ইবনে মাজাহ)

ফায়দা ঃ মসজিদসমূহকে ঠিকানা বানাইয়া লওয়ার অর্থ হইল, মসজিদের সহিত বিশেষ সম্পর্ক রাখা ও মসজিদে অধিক পরিমাণ আসা।

٢٧٧-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ كَانَ يُوَطِّنُ الْمَسَاجِدَ فَشَغَلَهُ أَمْرٌ أَوْ عِلَّةٌ، ثُمَّ عَادَ إِلٰى مَا كَانَ، إِلَّا

تَبَشْبَشَ اللّٰهُ إِلَيْهِ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَائِبِ بِغَائِبِهِمْ إِذَا قَدِمَ. رواه ابن خزيمة ١٨٦/١

২৭৭. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি মসজিদসমূহকে ঠিকানা বানাইয়া লইয়াছিল। অর্থাৎ অধিক পরিমাণে মসজিদে আসা যাওয়া করিত। অতঃপর কোন কাজে মশগুল হইয়া গিয়াছে অথবা অসুস্থতার দরুন তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তারপর পুনরায় পূর্বের ন্যায় ঠিকানা বানাইয়া লয় তখন আল্লাহ তায়ালা তাহাকে দেখিয়া এরূপ খুশী হন, যেরূপ ঘরের লোকেরা তাহাদের কোন ঘরের লোকের ফিরিয়া আসার দ্বারা খুশী হয়। (ইবনে খুযাইমাহ)

٢٧٨-عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ لِلْمَسَاجِدِ أَوْتَادًا، الْمَلَائِكَةُ جُلَسَاؤُهُمْ، إِنْ غَابُوا يَفْتَقِدُونَهُمْ، وَإِنْ مَرِضُوا عَادُوهُمْ، وَإِنْ كَانُوا فِىْ حَاجَةٍ أَعَانُوهُمْ وَقَالَ ﷺ: جَلِيْسُ الْمَسْجِدِ عَلٰى ثَلَاثِ خِصَالٍ: أَخٌ مُسْتَفَادٌ، أَوْ كَلِمَةٌ مُحْكَمَةٌ، أَوْ رَحْمَةٌ مُنْتَظَرَةٌ. رواه أحمد ٤١٨/٢

২৭৮. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যাহারা অধিক পরিমাণে মসজিদসমূহে সমবেত হইয়া থাকে তাহারা মসজিদের খুঁটিস্বরূপ। ফেরেশতাগণ তাহাদের সহিত বসেন। যদি তাহারা মসজিদে উপস্থিত না থাকে তবে ফেরেশতাগণ তাহাদিগকে তালাশ করেন। যদি তাহারা অসুস্থ হইয়া পড়ে তবে ফেরেশতাগণ তাহাদিগকে দেখিতে যান। যদি তাহারা কোন প্রয়োজনে যায় তবে ফেরেশতাগণ তাহাদিগকে সাহায্য করেন।

তিনি ইহাও এরশাদ করিয়াছেন যে, যাহারা মসজিদে বসে তাহারা তিনটি ফায়েদা হইতে একটি ফায়েদা লাভ করে, এমন কোন ভাইয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইয়া যায় যাহার দ্বারা কোন দ্বীনী ফায়দা হইয়া যায়, অথবা কোন হেকমতের কথা শুনিতে পারে। অথবা আল্লাহ তায়ালার এমন রহমত লাভ করে, যাহার জন্য প্রত্যেক মুসলমান অপেক্ষায় থাকে।

(মুসনাদে আহমাদ)

٢٧٩-عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّوْرِ، وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ. رواه أبوداود، باب اتخاذ المساجد في الدور، رقم:٤٥٥

২৭৯. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক মহল্লায় মসজিদ বানাইবার হুকুম করিয়াছেন এবং এই হুকুম দিয়াছেন যে, মসজিদকে যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয় এবং খুশবু দ্বারা সুবাসিত করা হয়। (আবু দাউদ)

٢٨٠-عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَلْتَقِطُ الْقَذٰى مِنَ الْمَسْجِدِ فَتُوُفِّيَتْ فَلَمْ يُؤْذَنِ النَّبِيُّ ﷺ بِدَفْنِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا مَاتَ لَكُمْ مَيِّتٌ فَآذِنُوْنِي، وَصَلّٰى عَلَيْهَا، وَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُهَا فِي الْجَنَّةِ لِمَا كَانَتْ تَلْقُطُ الْقَذٰى مِنَ الْمَسْجِدِ. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد٢/١١٥

২৮০. হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, একজন মহিলা মসজিদ হইতে ময়লা উঠাইয়া ফেলিয়া দিতেন। তাহার ইন্তেকাল হইয়া গেল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাহার দাফনের সংবাদ দেওয়া হয় নাই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যখন তোমাদের কাহারো ইন্তেকাল হইয়া যায় তখন আমাকে উহার সংবাদ দিও। তিনি সেই মহিলার জানাযার নামায পড়িলেন এবং এরশাদ করিলেন, আমি তাহাকে জান্নাতে দেখিয়াছি, কারণ সে মসজিদ হইতে ময়লা উঠাইয়া ফেলিয়া দিত। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

॥ ॥ ॥

এলেম ও যিকির

এলেম

আল্লাহ তায়ালার মহান সত্তা হইতে সরাসরি ফায়দা হাসিল করার জন্য আল্লাহ তায়ালার হুকুমসমূহকে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকায় পালন করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ ওয়ালার এলেম হাসিল করা। অর্থাৎ এই বিষয়ে যাচাই করা যে, আল্লাহ তায়ালা বর্তমান অবস্থায় আমার নিকট কি চাহিতেছেন।

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: ﴿كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ﴾ [البقرة:١٥١]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—যেমনভাবে আমরা (কা'বাকে কেবলা নির্ধারণ করিয়া তোমাদের উপর আপন নেয়ামতকে পরিপূর্ণ করিয়াছি, তেমনভাবে) আমরা তোমাদের মধ্যে একজন (মহান) রাসূল প্রেরণ

করিয়াছি। যিনি তোমাদেরই মধ্য হইতে একজন, তিনি তোমাদিগকে আমাদের আয়াতসমূহ পড়িয়া শুনান, তোমাদিগকে নফসের নাপাকী হইতে পাক করেন, তোমাদেরকে কুরআনে কারীমের তালীম দেন, এবং এই কুরআনের ব্যাখ্যা ও আপন সুন্নাত ও তরীকার (ও) তালীম দেন, আর তোমাদিগকে এরূপ (কাজের) কথা শিক্ষা দেন যাহা তোমরা জানিতেও না। (বাকারাহ)

وقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ۗ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا﴾ [النساء: ١١٣]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—আল্লাহ তায়ালা আপনার উপর কিতাব ও জ্ঞানের বিষয় নাযিল করিয়াছেন এবং আপনাকে এমন সকল বিষয় শিক্ষা দিয়াছেন যাহা আপনি জানিতেন না, আর আপনার প্রতি আল্লাহ তায়ালার অসীম অনুগ্রহ রহিয়াছে। (নিসা)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا﴾ [طه: ١١٤]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—আপনি এই দোয়া করুন যে, হে আমার রব আমার এলেম বৃদ্ধি করিয়া দিন। (তহা)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ عِلْمًا ۚ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ فَضَّلَنَا عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾ [النمل: ١٥]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—নিঃসন্দেহে আমরা দাউদ ও সুলাইমানকে এলেম দান করিয়াছি এবং ইহার উপর তাহারা উভয় নবী বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আমাদিগকে আপন বহু ঈমানদার বান্দাগণের উপর সম্মান দান করিয়াছেন। (নামল)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۚ وَمَا يَعْقِلُهَآ اِلَّا الْعٰلِمُوْنَ﴾ [العنكبوت: ٤٣]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—এবং আমরা এই উদাহরণসমূহ লোকদের জন্য বর্ণনা করি, (কিন্তু) জ্ঞানবানরাই উহা বুঝিতে সক্ষম হয়। (আনকাবূত)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا﴾ [فاطر: ٢٨]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালাকে তাঁহার ঐ সকল বান্দাগণই ভয় করেন যাহারা তাঁহার আজমত সম্পর্কে জানেন। (ফাতির)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ﴾ [الزمر:٩]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হইতেছে যে,—আপনি বলিয়া দিন, যাহারা জ্ঞানী ও যাহারা অজ্ঞ, তাহারা কি বরাবর হইতে পারে? (যুমার)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ۚ وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ﴾ [المجادلة:١١]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—হে ঈমানদারগণ, যখন তোমাদিগকে বলা হয় যে, মজলিসে অন্যদের জন্য বসার জায়গা করিয়া দাও তখন তোমরা আগতদের জন্য জায়গা করিয়া দিও, আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে (জান্নাতে) প্রশস্ত জায়গা দান করিবেন। আর যখন (কোন প্রয়োজনে) তোমাদিগকে বলা হয় যে, মজলিস হইতে উঠিয়া যাও, তখন উঠিয়া যাইও। আল্লাহ তায়ালা (এই হুকুম ও এমনিভাবে অপরাপর হুকুম মান্য করার কারণে) তোমাদের মধ্যে ঈমানদারগণের এবং যাহাদিগকে (দ্বীনের) এলেম দান করা হইয়াছে তাহাদের মর্তবা উচা করিয়া দিবেন। আর তোমরা যাহাকিছু কর উহা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা অবগত আছেন। (মুজাদালাহ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾ [البقرة: ٤٢]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—সত্যকে আর অসত্যের সহিত মিশ্রিত করিও না এবং জানিয়া বুঝিয়া সত্য অর্থাৎ শরীয়তের হুকুম আহকামকে গোপন করিও না। (বাকারাহ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ﴾ [البقرة:٤٤]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—(কি আশ্চর্য! যে,) তোমরা লোকদেরকে তো নেককাজের হুকুম কর, অথচ নিজের খবর লও না। অথচ তোমরা কিতাব তেলাওয়াত করিয়া থাক। (যাহার চাহিদা এই ছিল যে, তোমরা এলেমের উপর আমল করিতে) তবে কি তোমরা এতটুকুও বুঝ না?

(বাকারাহ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَآ اَنْهٰكُمْ عَنْهُ﴾

[هود:٨٨]

হযরত শোআইব আলাইহিস সালাম আপন কাওমকে বলিলেন, (আমি যেমন তোমাদিগকে এই সকল বিষয়ে শিক্ষাদান করিতেছি, নিজেও তো উহার উপর আমল করিতেছি।) এবং আমি ইহা চাই না, যে কাজ হইতে তোমাদিগকে নিষেধ করি স্বয়ং উহা করি। (হুদ)

হাদীস শরীফ

١- عَنْ أَبِيْ مُوْسَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَثَلُ مَا بَعَثَنِيَ اللّٰهُ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيْرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيْرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللّٰهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوْا وَسَقَوْا وَزَرَعُوْا، وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى، إِنَّمَا هِيَ قِيْعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَأً، فَذٰلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِيَ اللّٰهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذٰلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللّٰهِ الَّذِيْ أُرْسِلْتُ بِهِ. رواه البخاري، باب فضل من علم وعلّم، رقم:٧٩

১. হযরত আবু মূসা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে যে এলেম ও হেদায়াতের সহিত প্রেরণ করিয়াছেন, উহার দৃষ্টান্ত সেই বৃষ্টির ন্যায় যাহা কোন জমিনের উপর মুষলধারে বর্ষিত হয়। (আর যে জমিনের উপর বৃষ্টি বর্ষণ হইল উহা তিন প্রকারের ছিল।) (১) উহার

এক টুকরা অতি উত্তম ছিল, যাহা পানিকে নিজের ভিতর শোষণ করিয়া লইল ;অতঃপর যথেষ্ট পরিমাণে ঘাস ও শস্য উৎপন্ন করি। (২) জমিনের অপর টুকরা কঠিন ছিল, (যে পানিকে শোষণ তো করিল না, কিন্তু) উহার উপর পানি জমিয়া রহিল। আল্লাহ তায়ালা উহা দ্বারাও লোকদেরকে উপকৃত করিলেন। তাহারা নিজেরাও পান করিল, পশুদেরকেও পান করাইল এবং ক্ষেত কৃষিও করিল। (৩) সেই বৃষ্টি জমিনের এমন টুকরার উপরও বর্ষিত হইল যাহা খোলা ময়দান ছিল, যাহা না পানি জমা করিয়া রাখিল আর না ঘাস উৎপন্ন করিল।

এমনিভাবে (মানুষও তিন প্রকারের হইয়া থাকে। প্রথম) দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির, যে দ্বীনের বুঝ হাসিল করিল এবং যে হেদায়াত সহকারে আল্লাহ তায়ালা আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, উহা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তাহাকে উপকৃত করিলেন। সে নিজেও শিক্ষা করিল এবং অপরকেও শিক্ষা দিল। (দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির যে নিজে তো ফায়দা হাসিল করে নাই, কিন্তু অন্যরা তাহার দ্বারা ফায়দা পাইয়াছে।) (তৃতীয় দৃষ্টান্ত) সেই ব্যক্তির যে উহার প্রতি মাথা উঠাইয়াও দেখিল না, আর না আল্লাহ তায়ালার সেই হেদায়াতকে সে গ্রহণ করিল, যাহার সহিত আল্লাহ তায়ালা আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। (বোখারী)

٢- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء فى تعليم القرآن، رقم:٢٩٠٧

২. হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে, যে কুরআন শরীফ শিক্ষা করে এবং শিক্ষা দেয়। (তিরমিযী)

٣- عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَتَعَلَّمَهُ وَعَمِلَ بِهِ أُلْبِسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَاجًا مِنْ نُوْرٍ ضَوْؤُهُ مِثْلُ ضَوْءِ الشَّمْسِ، وَيُكْسٰى وَالِدَيْهِ حُلَّتَانِ لَا يَقُوْمُ بِهِمَا الدُّنْيَا، فَيَقُوْلَانِ بِمَا كُسِيْنَا هٰذَا؟ فَيُقَالُ بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبى ١/٥٦٨

৩. হযরত বুরাইদা আসলামী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ পড়ে, উহা শিক্ষা করে, উহার উপর আমল করে তাহাকে কেয়ামতের দিন তাজ (মুকুট) পরানো হইবে, যাহা নূর দ্বারা তৈরী হইবে। উহার আলো সূর্যের আলোর ন্যায় হইবে। তাহার পিতামাতাকে এমন দুই জোড়া পোশাক পরানো হইবে যে, সমগ্র দুনিয়া উহার মোকাবিলা করিতে পারে না। তাহারা আরজ করিবেন, আমাদিগকে এই পোশাক কি কারণে পরানো হইয়াছে? এরশাদ হইবে, তোমাদের সন্তানের কুরআন শরীফ পড়ার বিনিময়ে। (মুসতাদরাকে হাকেম)

٤- عَنْ مُعَاذِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيْهِ، أُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ضَوْءُهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي بُيُوْتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيْكُمْ، فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِي عَمِلَ بِهٰذَا. رواه أبوداؤد، باب في ثواب قراءة القران، رقم:١٤٥٣

৪. হযরত মুআয জুহানী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ পড়িবে এবং উহার উপর আমল করিবে, তাহার পিতামাতাকে কেয়ামতের দিন এমন এক তাজ (মুকুট) পরানো হইবে যাহার আলো সূর্যের আলো হইতেও অধিক হইবে। অতএব যদি সেই সূর্য তোমাদের ঘরের ভিতর উদয় হয়! (তবে উহা যে পরিমাণে আলো ছড়াইবে সেই তাজের আলো উহা হইতেও অধিক হইবে।) তবে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা, যে স্বয়ং কুরআন শরীফের উপর আমল করিয়াছে? (অর্থাৎ যখন পিতামাতার জন্য এই পুরস্কার, তখন আমলকারীর পুরস্কার তো ইহা হইতে আরো অনেক বেশী হইবে।) (আবু দাউদ)

٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَقَدِ اسْتَدْرَجَ النُّبُوَّةَ بَيْنَ جَنْبَيْهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُوْحٰى إِلَيْهِ، لَا يَنْبَغِيْ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ أَنْ يَجِدَ مَعَ مَنْ وَجَدَ، وَلَا يَجْهَلَ مَعَ مَنْ جَهِلَ، وَفِي جَوْفِهِ كَلَامُ اللّٰهِ. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد، الترغيب ٢/٣٥٢

৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত

আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কালামুল্লা শরীফ পড়িয়াছে সে নিজের দুই পাঁজরের মাঝে নবুওতের এলেমসমূহকে ধারণ করিয়াছে। অবশ্য তাহার প্রতি ওহী প্রেরণ করা হয় না। হাফেজে কুরআনের উচিত নয়, যে গোস্বা করে তাহার সহিত সে গোস্বা করিবে অথবা মূর্খের ন্যায় আচরণকারীদের সহিত সে মূর্খের ন্যায় আচরণ করিবে, কারণ সে নিজের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার কালাম ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। (মুসতাদরাকে হাকেম, তরগীব)

٦- عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اَلْعِلْمُ عِلْمَان: عِلْمٌ فِى الْقَلْبِ فَذَاكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ، وَعِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ فَذَاكَ حُجَّةُ اللّٰهِ عَلَى ابْنِ اٰدَمَ. رواه الحافظ أبوبكر الخطيب فى تاريخه بإسناد حسن، الترغيب ١/١٠٣

৬. হযরত জাবের (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এলেম দুই প্রকার। এক ঐ এলেম যাহা অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া যায়। ইহাই উপকারী এলেম। দ্বিতীয় ঐ এলেম যাহা শুধু জিহ্বার উপর থাকে, অর্থাৎ আমল ও এখলাস হইতে খালি হয়। উহা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে মানুষের বিরুদ্ধে (তাহার অপরাধী হওয়ার) প্রমাণ স্বরূপ। (অর্থাৎ এই এলেম তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিবে যে, জানা সত্ত্বেও আমল কেন কর নাই।) (তরগীব)

٧- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ فِى الصُّفَّةِ فَقَالَ: اَيُّكُمْ يُحِبُّ اَنْ يَغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ اِلٰى بُطْحَانَ اَوْ اِلَى الْعَقِيْقِ فَيَاْتِىَ مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ، فِى غَيْرِ اِثْمٍ وَلَا قَطْعِ رَحِمٍ؟ فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! نُحِبُّ ذٰلِكَ، قَالَ: اَفَلَا يَغْدُوْ اَحَدُكُمْ اِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمُ اَوْ يَقْرَاُ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ، وَثَلَاثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ، وَاَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَرْبَعٍ، وَمِنْ اَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْاِبِلِ؟ رواه مسلم، باب فضل قراءة القرآن.....، رقم:١٨٧٣

৭. হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তশরীফ আনিলেন। আমরা সুফফাতে বসিয়াছিলাম।

তিনি এরশাদ করিলেন, তোমাদের মধ্যে কে ইহা পছন্দ করে যে, প্রত্যহ সকালে বুতহা অথবা আকীক বাজারে যাইবে আর কোন গুনাহ (যেমন চুরি ইত্যাদি) ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা ব্যতীত দুইটি অতি উত্তম উটনী লইয়া আসিবে? আমরা আরজ করিলম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইহা তো আমাদের প্রত্যেকেই পছন্দ করিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, সকালবেলা মসজিদে যাইয়া তোমাদের কুরআনের দুইটি আয়াত শিক্ষা করা অথবা পড়া দুই উটনী হইতে, তিন আয়াত তিন উটনী হইতে এবং চার আয়াত চার উটনী হইতে উত্তম এবং উহার সমপরিমাণ উট হইতে উত্তম। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ হাদীস শরীফের অর্থ এই যে, আয়াতের সংখ্যা অনুপাতে উটনী ও উটের সমষ্টিগত সংখ্যা হইতে উত্তম। যেমন এক আয়াত এক উটনী ও এক উট উভয় হইতে উত্তম।

٨- عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللّٰهُ يُعْطِىْ.

(الحديث) رواه البخارى، باب من يرد الله به خيرا، ، ، ، رقم:٧١

৮. হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তায়ালা যে ব্যক্তির সহিত কল্যাণের এরাদা করেন তাহাকে দ্বীনের বুঝ দান করেন। আমি তো শুধু বন্টনকারী, আল্লাহ তায়ালাই দান করার মালিক। (বোখারী)

ফায়দা ঃ হাদীস শরীফের দ্বিতীয় বাক্যের অর্থ এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলেম বন্টনকারী, আর আল্লাহ তায়ালা সেই এলেমের বুঝ, উহাতে চিন্তা ফিকির ও সে অনুযায়ী আমলের তৌফিক দেওয়ার মালিক। (মেরকাত)

٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: ضَمَّنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ: اَللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ. رواه البخارى، باب قول النبي ﷺ اللّٰهم علمه الكتاب، رقم:٧٥

৯. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নিজের বুকের সহিত লাগাইলেন এবং এই দোয়া দিলেন, আয় আল্লাহ, ইহাকে কুরআনের এলেম দান করুন। (বোখারী)

١٠- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا. رواه البخاري، باب رفع العلم وظهور الجهل، رقم:٨٠

১০. হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের আলামতসমূহ হইতে একটি এই যে, এলেম উঠাইয়া লওয়া হইবে। অজ্ঞতা আসিয়া পড়িবে, (প্রকাশ্যে) মদ্যপান করা হইবে এবং ব্যভিচার ছড়াইয়া পড়িবে। (বোখারী)

١١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيْتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتّٰى إِنِّيْ لَأَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ فِيْ أَظَافِيْرِيْ، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِيْ يَعْنِيْ عُمَرَ قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: الْعِلْمَ. رواه البخاري، باب اللبن، رقم:٧٠٠٦

১১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, একবার ঘুমন্ত অবস্থায় আমার নিকট দুধের পেয়ালা পেশ করা হইল। আমি উহা হইতে এত পরিমাণে পান করিলাম যে, আমি আমার নখ হইতে পর্যন্ত উহার পরিতৃপ্তি (র আছর) বাহির হইতে অনুভব করিতেছিলাম। অতঃপর বাকি দুধ আমি ওমরকে দিলাম। সাহাবা (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি ইহার কি ব্যাখ্যা করিলেন। এরশাদ করিলেন, 'এলেম।' অর্থাৎ হযরত ওমর (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এলেম হইতে পরিপূর্ণ অংশ লাভ করিবেন। (বোখারী)

١٢- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: لَنْ يَشْبَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعُهُ حَتّٰى يَكُوْنَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةُ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، رقم:٢٦٨٦

১২. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুমিন কল্যাণ (অর্থাৎ এলেম) হইতে কখনও পরিতৃপ্ত হয় না। সে এলেমের কথা

শুনিয়া শিখিতে থাকে (অবশেষে তাহার মৃত্যু আসিয়া পড়ে) এবং জান্নাতে দাখেল হইয়া যায়। (তিরমিযী)

١٣- عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: يَا أَبَا ذَرٍّ! لَنْ تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّىَ مِائَةَ رَكْعَةٍ، وَلَأَنْ تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ، عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُصَلِّىَ أَلْفَ رَكْعَةٍ. رواه ابن ماجه، باب فضل من تعلم القرآن وعلّمه، رقم:٢١٩

১৩. হযরত আবু যার (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এরশাদ করিয়াছেন, হে আবু যার, তুমি যদি সকালবেলা যাইয়া কালামুল্লাহ শরীফের একটি আয়াত শিখিয়া লও তবে তাহা একশত রাকাত নফল হইতে উত্তম। আর যদি এলেমের একটি অধ্যায় শিখিয়া লও, চাই তাহা সেই সময় আমল হউক বা না হউক, (যেমন তায়াম্মুমের মাসায়েল) তবে হাজার রাকাত নফল পড়া হইতে উত্তম। (ইবনে মাজাহ)

١٤- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ جَاءَ مَسْجِدِىْ هٰذَا، لَمْ يَأْتِهِ إِلَّا لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذٰلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلٰى مَتَاعِ غَيْرِهِ. رواه ابن ماجه، باب فضل العلماء.....، رقم:٢٢٧

১৪. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি আমার এই মসজিদ অর্থাৎ মসজিদে নাবাভীতে কেবল কোন কল্যাণের কথা শিক্ষা করা অথবা শিক্ষা দেওয়ার জন্য আসিবে সে (সওয়াব হিসাবে) আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদকারীর সমতুল্য হইবে। আর যে ইহা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে আসিবে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে অন্যের আসবাবপত্র দেখিতেছে। (আর জানা কথা যে, অন্যের জিনিসপত্র দেখার মধ্যে নিজের কোন ফায়দা নাই।) (ইবনে মাজাহ)

ফায়দা ঃ উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত ফযীলত সকল মসজিদের জন্যই। কারণ সমস্ত মসজিদই মসজিদে নাবাভীর অধীন। (ইনজাহুল হাজাত)

١٥- عَنْ أَبِیْ هُرَيْرَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُوْلُ: خَيْرُكُمْ اَحَاسِنُكُمْ اَخْلَاقًا إِذَا فَقُهُوا. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده صحيح على شرط مسلم ١/٢٩٤

১৫. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, আমি হযরত আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে যে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম আখলাকের অধিকারী, যদি উহার সাথে সাথে দ্বীনের বুঝও থাকে।
(ইবনে হিব্বান)

١٦- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَخِيَارُهُمْ فِی الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِی الإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا. (الحديث) رواه أحمد ٢/٥٣٩

১৬. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষ খনির ন্যায়, যেমন স্বর্ণ রূপার খনি হইয়া থাকে। যাহারা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে উত্তম ছিল তাহারা ইসলাম গ্রহণের পরও উত্তম হইবে যদি তাহাদের মধ্যে দ্বীনের বুঝ থাকে। (মুসনাদে আহমাদ)

ফায়দা ঃ এই হাদীসে মানুষকে খনির সহিত তুলনা করা হইয়াছে। যেমন বিভিন্ন খনিতে বিভিন্ন প্রকার খনিজদ্রব্য হয়। কোনটা বেশী দামী যেমন স্বর্ণ, রূপা। কোনটা কম দামী যেমন চুনা, কয়লা। এমনিভাবে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে বিভিন্ন রকমের অভ্যাস ও গুণাবলী থাকে। যদ্দরুন কেহ উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন হয় এবং কেহ নিম্ন মর্যাদার হয়। এমনিভাবে স্বর্ণ রূপা যতক্ষণ খনিতে পড়িয়া থাকে ততক্ষণ উহার এরূপ মূল্য হয় না যেরূপ খনি হইতে বাহির হওয়ার পর হয়। তদ্রূপ মানুষ যতক্ষণ কুফরের অন্ধকারে আচ্ছাদিত থাকে ততক্ষণ চাই যতই তাহার মধ্যে দানশীলতা ও বিরত্ব থাকুক না কেন তাহার সেই মূল্য হয় না যাহা ইসলাম গ্রহণের পর দ্বীনের বুঝ হাসিল করার দ্বারা হয়। (মাজাহিরে হক)

١٧- عَنْ أَبِیْ أُمَامَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُرِيْدُ إِلَّا اَنْ يَتَعَلَّمَ خَيْرًا، اَوْ يُعَلِّمَهُ، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ حَاجٍّ تَامًّا حَجَّتُهُ. رواه الطبرانی فی الكبير ورجاله موثقون كلهم، مجمع الزوائد ١/٣٢٩

১৭. হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি শুধু কল্যাণের কথা শিক্ষা করার জন্য অথবা শিক্ষা দানের জন্য মসজিদে যায় তাহার সওয়াব সেই হাজীর ন্যায় হয় যাহার হজ্জ কামেল হইয়াছে।

(তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: عَلِّمُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا. (الحديث) رواه أحمد ١/٢٨٣

১৮. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, লোকদেরকে (দ্বীন) শিক্ষা দাও, তাহাদের সহিত সহজ ব্যবহার কর এবং কঠিন ব্যবহার করিও না। (মুসনাদে আহমাদ)

١٩- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ بِسُوْقِ الْمَدِيْنَةِ فَوَقَفَ عَلَيْهَا قَالَ: يَاأَهْلَ السُّوْقِ مَا أَعْجَزَكُمْ؟ قَالُوا: وَمَا ذَاكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: ذَاكَ مِيْرَاثُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُقَسَّمُ، وَأَنْتُمْ هٰهُنَا، أَلَا تَذْهَبُوْنَ فَتَأْخُذُوْنَ نَصِيْبَكُمْ مِنْهُ؟ قَالُوا: وَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: فِي الْمَسْجِدِ، فَخَرَجُوا سِرَاعًا، وَوَقَفَ أَبُوْهُرَيْرَةَ لَهُمْ حَتّٰى رَجَعُوا، فَقَالَ لَهُمْ: مَا لَكُمْ؟ قَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! فَقَدْ أَتَيْنَا الْمَسْجِدَ فَدَخَلْنَا فَلَمْ نَرَ فِيْهِ شَيْئًا يُقَسَّمُ! فَقَالَ لَهُمْ أَبُوْهُرَيْرَةَ: وَمَا رَأَيْتُمْ فِي الْمَسْجِدِ أَحَدًا ؟ قَالُوا: بَلٰى! رَأَيْنَا قَوْمًا يُصَلُّوْنَ، وَقَوْمًا يَقْرَءُوْنَ الْقُرْآنَ، وَقَوْمًا يَتَذَاكَرُوْنَ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ، فَقَالَ لَهُمْ أَبُوْهُرَيْرَةَ: وَيْحَكُمْ فَذَاكَ مِيْرَاثُ مُحَمَّدٍ ﷺ. رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن، مجمع الزوائد ١/٣٢١

১৯. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) একবার মদীনার বাজার দিয়া অতিক্রমকালে দাঁড়াইয়া গেলেন এবং বলিলেন, হে বাজারের লোকেরা, তোমাদিগকে কি জিনিস অক্ষম করিয়া দিয়াছে? লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, হে আবু হোরায়ারা, কি ব্যাপার? তিনি বলিলেন, তোমরা এখানে বসিয়া আছ, অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টন হইতেছে। তোমরা যাইয়া কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হইতে নিজেদের অংশ লইতে চাও না? লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিত্যক্ত সম্পত্তি কোথায় বন্টন হইতেছে? তিনি বলিলেন, মসজিদে। লোকেরা দৌড়াইয়া মসজিদে গেল। আবু হোরায়রা (রাযিঃ) লোকদের ফিরিয়া আসার অপেক্ষায় সেখানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। লোকেরা ফিরিয়া আসিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইল, তোমরা ফিরিয়া আসিলে কেন? তাহারা আরজ করিল, হে আবু হোরায়ারা, আমরা মসজিদে গেলাম। মসজিদে প্রবেশ করার পর আমরা সেখানে কোন জিনিস বন্টন হইতে দেখিলাম না। হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা মসজিদে কি কাহাকেও দেখ নাই? তাহারা আরজ করিল, জ্বি হাঁ, আমরা কিছু লোককে দেখিলাম তাহারা নামায পড়িতেছিল, কিছু লোক কুরআনে কারীমের তেলাওয়াত করিতেছিল। হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলিলেন, তোমাদের উপর আফসোস! ইহাই তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিত্যক্ত সম্পত্তি। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِذَا أَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَقَّهَهُ فِى الدِّيْنِ، وَأَلْهَمَهُ رُشْدَهُ.

رواه البزار والطبرانى فى الكبير ورجاله موثقون، مجمع الزوائد ١/ ٣٢٧

২০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন আল্লাহ তায়ালা কোন বান্দার সহিত কল্যাণের এরাদা করেন তখন তাহাকে দ্বীনের বুঝ দান করেন এবং সঠিক কথা তাহার অন্তরে ঢালেন।

(বাযযার, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢١- عَنْ أَبِىْ وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِى الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَذَهَبَ وَاحِدٌ، قَالَ: فَوَقَفَا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِى الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيْهَا، وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَلَى النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ؟ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى

إِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى فَآوَاهُ اللّٰهُ إِلَيْهِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللّٰهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللّٰهُ عَنْهُ. رواه البخاري، باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ...، رقم:٦٦

২১. হযরত আবু ওয়াকেদ লাইসী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে বসিয়াছিলেন এবং লোকেরাও তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিল। এমন সময় তিন ব্যক্তি আসিল। দুইজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে মনোযোগী হইল, আর একজন চলিয়া গেল। উক্ত দুই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দাঁড়াইয়া গেল, তন্মধ্যে একজন মজলিসের ভিতর খালি জায়গা দেখিয়া সেখানে বসিয়া গেল। দ্বিতীয় ব্যক্তি লোকদের পিছনে বসিয়া গেল। আর তৃতীয় ব্যক্তি (যেমন উপরে বর্ণিত হইয়াছে) পিঠ দিয়া চলিয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মজলিস হইতে অবসর হইলেন তখন এরশাদ করিলেন, আমি কি তোমাদিগকে এই তিন ব্যক্তি সম্পর্কে বলিব না? একজন তো আল্লাহ তায়ালার নিকট নিজের স্থান করিয়া লইল। অর্থাৎ মজলিসের ভিতর বসিয়া গেল। আল্লাহ তায়ালাও তাহাকে (আপন রহমতের ভিতর) স্থান করিয়া দিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি (মজলিসের ভিতরে বসিতে) লজ্জা অনুভব করিল। আল্লাহ তায়ালাও তাহার সহিত লজ্জাসুলভ ব্যবহার করিলেন। অর্থাৎ আপন রহমত হইতে বঞ্চিত করিলেন না। আর তৃতীয় ব্যক্তি বেপরওয়া ভাব দেখাইল। আল্লাহ তায়ালাও তাহার সহিত বেপরওয়া ব্যবহার করিলেন। (বোখারী)

٢٢- عَنْ أَبِيْ هَارُوْنَ الْعَبْدِيِّ رَحِمَهُ اللّٰهُ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَأْتِيْكُمْ رِجَالٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ يَتَعَلَّمُوْنَ، فَإِذَا جَاؤُوْكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا، قَالَ: فَكَانَ أَبُوْسَعِيْدٍ إِذَا رَآنَا قَالَ: مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ. رواه الترمذي، باب ما جاء في الاستيصاء ...، رقم:٢٦٥١

২২. হযরত আবু হারুন আবদী (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করিয়াছেন যে, তোমাদের নিকট পূর্ব দিক হইতে লোকেরা দ্বীনের এলেম শিক্ষা করিবার জন্য আসিবে। অতএব যখন তাহারা

তোমাদের নিকট আসিবে তোমরা তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে। হযরত আবু সাঈদ (রাযিঃ)এর সাগরিদ হযরত আবু হারুন আবদী (রহঃ) বলেন, হযরত আবু সাঈদ (রাযিঃ) যখন আমাদিগকে দেখিতেন তখন বলিতেন, 'খোশ আমদেদ (স্বাগতম) তাহাদিগকে, যাহাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে অসিয়ত করিয়াছেন।' (তিরমিযী)

٢٣- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ طَلَبَ عِلْمًا فَأَدْرَكَهُ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ كِفْلَيْنِ مِنَ الْأَجْرِ، وَمَنْ طَلَبَ عِلْمًا فَلَمْ يُدْرِكْهُ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ كِفْلًا مِنَ الْأَجْرِ. رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون، مجمع الزوائد ١/ ٣٣٠

২৩. হযরত ওয়াসেলা ইবনে আসকা' (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি এলেমের তালাশে লাগে, অতঃপর উহা হাসিল করিয়া লয়, আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য দুইটি সওয়াব লিখিয়া দেন। আর যে ব্যক্তি এলেমের তালেব হয়, কিন্তু উহা হাসিল করিতে না পারে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য একটি সওয়াব লিখিয়া দেন। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٤- عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ الْمُرَادِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ مُتَّكِئٌ عَلٰى بُرْدٍ لَهُ أَحْمَرَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنِّيْ جِئْتُ أَطْلُبُ الْعِلْمَ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِطَالِبِ الْعِلْمِ، إِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ لَتَحُفُّهُ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا، ثُمَّ يَرْكَبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتّٰى يَبْلُغُوا السَّمَاءَ الدُّنْيَا مِنْ مَحَبَّتِهِمْ لِمَا يَطْلُبُ. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ١/ ٣٤٣

২৪. হযরত সাফওয়ান ইবনে আসসাল মুরাদী (রাযিঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম। তিনি তখন তাঁহার লাল ডোরাযুক্ত চাদরে হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি এলেম হাসিল করিতে আসিয়াছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তালেবে এলেমের জন্য খোশ আমদেদ হউক, তালেবে এলেমকে ফেরেশতাগণ আপন পাখা দ্বারা বেষ্টন করিয়া লন। অতঃপর এত অধিক

এলেম ও যিকির

পরিমাণে আসিয়া একের উপর এক সমবেত হইতে থাকেন যে, আসমান পর্যন্ত পৌছিয়া যান। তাহারা সেই এলেমের মহব্বতে এরূপ করেন যাহা এই তালেবে এলেম হাসিল করিতেছে। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

২৫- عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ الصَّحَابِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قال: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ لِلْعُلَمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا قَعَدَ عَلٰى كُرْسِيِّهِ لِفَصْلِ عِبَادِهِ: إِنِّىْ لَمْ اَجْعَلْ عِلْمِىْ وَحِلْمِىْ فِيْكُمْ إِلَّا وَأَنَا أُرِيْدُ أَنْ اَغْفِرَ لَكُمْ عَلٰى مَا كَانَ فِيْكُمْ وَلَا أُبَالِىْ. رواه الطبرانى فى الكبير ورواته ثقات، الترغيب ١/١٠١

২৫. হযরত সা'লাবাহ ইবনে হাকাম (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তায়ালা আপন বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য নিজের (শান অনুযায়ী) কুরসীতে উপবেশন করিবেন তখন ওলামাদেরকে বলিবেন, আমি আপন এলেম ও হিল্‌ম অর্থাৎ নম্রতা ও ধৈর্য ক্ষমতা হইতে তোমাদিগকে এইজন্য দান করিয়াছিলাম যে, আমি চাহিতেছিলাম, তোমাদের ভুলত্রুটি সত্ত্বেও তোমাদিগকে ক্ষমা করিব এবং আমি এই ব্যাপারে কোন পরওয়া করি না। অর্থাৎ তোমরা যত বড় গুনাহগারই হও না কেন তোমাদিগকে ক্ষমা করা আমার নিকট কোন বিরাট ব্যাপার নয়। (তাবারানী, তরগীব)

২৬- عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: إِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَطْلُبُ فِيْهِ عِلْمًا سَلَكَ اللّٰهُ بِهِ طَرِيْقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالْحِيْتَانُ فِى جَوْفِ الْمَاءِ، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلٰى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ. رواه أبو داؤد، باب فى فضل العلم، رقم: ٣٦٤١

২৬. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি এলেমে

দ্বীন হাসিল করার উদ্দেশ্যে কোন রাস্তায় চলে আল্লাহ তায়ালা এই কারণে তাহাকে জান্নাতের রাস্তাসমূহ হইতে এক রাস্তায় চালাইয়া দেন। অর্থাৎ এলেম হাসিল করা তাহার জন্য জান্নাতে প্রবেশের কারণ হইয়া যায়। ফেরেশতাগণ তালেবে এলেমের সন্তুষ্টির জন্য আপন পাখা বিছাইয়া দেন। আলেমের জন্য আসমান জমিনের সমস্ত মাখলুক এবং মাছ যাহা পানিতে রহিয়াছে সকলেই মাগফিরাতের দোয়া করে। নিঃসন্দেহে আবেদের উপর আলেমের ফযীলত এরূপ যেরূপ পূর্ণিমার চাঁদের ফযীলত সমস্ত তারকারাজির উপর। নিঃসন্দেহে ওলামায়ে কেরাম আম্বিয়া আলাইহিস সালামদের উত্তরাধিকারী। আর আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম দিনার ও দেরহাম (মালদৌলত) এর উত্তরাধিকারী বানান না। তাহারা তো এলেমের উত্তরাধিকারী বানান। অতএব যে ব্যক্তি এলেমে দ্বীন হাসিল করিল সে (সেই সম্পত্তি হইতে) পরিপূর্ণ অংশ লাভ করিল। (আবু দাউদ)

٢٧- عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: وَمَوْتُ (الْعَالِمِ) مُصِيْبَةٌ لَا تُجْبَرُ وَثُلْمَةٌ لَا تُسَدُّ وَهُوَ نَجْمٌ طُمِسَ، مَوْتُ قَبِيْلَةٍ اَيْسَرُ مِنْ مَوْتِ عَالِمٍ. (وهو بعض الحديث) رواه البيهقى فى شعب الإيمان٢/٢٦٤

২৭. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আলেমের মৃত্যু এমন মুসীবত যাহার প্রতিকার হইতে পারে না এবং এমন ক্ষতি যাহা পূরণ হইতে পারে না। আর আলেম এমন এক তারকা যে (মৃত্যুর কারণে) আলোহীন হইয়া গিয়াছে। একজন আলেমের মৃত্যু অপেক্ষা একটি গোত্রের মৃত্যু অতি নগন্য ব্যাপার। (বাইহাকী)

٢٨- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ ﷺ: اِنَّ مَثَلَ الْعُلَمَاءِ كَمَثَلِ النُّجُوْمِ فِى السَّمَاءِ يُهْتَدَى بِهَا فِى ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، فَاِذَا انْطَمَسَتِ النُّجُوْمُ اَوْشَكَ اَنْ تَضِلَّ الْهُدَاةُ. رواه احمد٣/١٥٧

২৮. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ওলামাদের দৃষ্টান্ত ঐ সমস্ত তারকার ন্যায় যাহাদের দ্বারা স্থলে ও জলের অন্ধকারে পথের দিশা

পাওয়া যায়। যখন তারকাসমূহ আলোহীন হইয়া যায় তখন পথচারীর পথ হারাইবার সম্ভাবনা থাকে। (মুসনাদে আহমাদ)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ ওলামায়ে কেরাম না থাকিলে লোকজন পথভ্রষ্ট হইয়া যায়।

٢٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: فَقِيْهٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث غريب، باب ما جاء فى فضل الفقه على العبادة، رقم: ٢٦٨١

২৯. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, একজন আলেমে দ্বীন শয়তানের উপর এক হাজার আবেদ অপেক্ষা কঠিন। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ হাদীস শরীফের অর্থ হইল, শয়তানের জন্য এক হাজার আবেদকে ধোকা দেওয়া সহজ। কিন্তু পূর্ণ দ্বীনের বুঝ রাখে এমন একজন আলেমকে ধোকা দেওয়া মুশকিল।

٣٠- عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَجُلَانِ: أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالْآخَرُ عَالِمٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِيْ عَلٰى أَدْنَاكُمْ، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرَضِيْنَ حَتَّى النَّمْلَةَ فِيْ جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوْتَ لَيُصَلُّوْنَ عَلٰى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح، باب ما جاء فى فضل الفقه على العبادة، رقم: ٢٦٨٥

৩০. হযরত আবু উমামাহ বাহেলী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে দুই ব্যক্তির আলোচনা করা হইল। তন্মধ্যে একজন আবেদ ও অপরজন আলেম ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আলেমের ফযীলত আবেদের উপর এমন যেমন আমার ফযীলত তোমাদের মধ্য হইতে একজন সাধারণ ব্যক্তির উপর। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যাহারা লোকদের ভাল কথা শিক্ষা দেয় তাহাদের উপর আল্লাহ তায়ালা, তাঁহার ফেরেশতাগণ, আসমান জমিনের সমস্ত মাখলুক, এমনকি পিঁপড়া আপন গর্তে এবং মাছ (পানির ভিতর আপন আপন পদ্ধতিতে) রহমতের দোয়া করে। (তিরমিযী)

———

٣١- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ مَلْعُوْنٌ مَا فِيْهَا إِلَّا ذِكْرُ اللّٰهِ وَمَا وَالَاهُ وَعَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب منه حديث إن الدنيا ملعونة، رقم:٢٣٢٢

৩১. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, মনোযোগ দিয়া শুন, দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যাহা কিছু আছে সবই আল্লাহ তায়ালার রহমত হইতে দূরে। অবশ্য আল্লাহ তায়ালার যিকির এবং ঐ সমস্ত জিনিস যাহা আল্লাহ তায়ালার নিকটবর্তী করে (অর্থাৎ নেক আমল) এবং আলেম ও তালেবে এলেম। এই সব জিনিস আল্লাহ তায়ালার রহমত হইতে দূরে নয়। (তিরমিযী)

٣٢- عَنْ أَبِىْ بَكْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ: اغْدُ عَالِمًا، أَوْ مُتَعَلِّمًا، أَوْ مُسْتَمِعًا، أَوْ مُحِبًّا، وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَةَ فَتَهْلِكَ وَالْخَامِسَةُ أَنْ تُبْغِضَ الْعِلْمَ وَأَهْلَهُ. رواه الطبرانى فى الثلاثة والبزار ورجاله موثقون، مجمع الزوائد ١/٣٢٨

৩২. হযরত আবু বাকরাহ (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, তুমি হয়ত আলেম হও, অথবা তালেবে এলেম হও, অথবা মনোযোগ সহকারে এলেম শ্রবণকারী হও অথবা এলেম ও আলেমদের মহব্বত করনেওয়ালা হও। (এই চার ব্যতীত) পঞ্চম প্রকার হইও না, নতুবা ধ্বংস হইয়া যাইবে। পঞ্চম প্রকার এই যে, তুমি এলেম ও আলেমদের সহিত শত্রুতা পোষণ কর। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٣٣- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ: لَا حَسَدَ إِلَّا فِى اثْنَتَيْنِ: رَجُلٍ آتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلٰى هَلَكَتِهِ فِى الْحَقِّ، وَرَجُلٍ آتَاهُ اللّٰهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِىْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا. رواه البخارى، باب إنفاق المال فى حقه، رقم:١٤٠٩

৩৩. হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, দুই ব্যক্তি ব্যতীত কাহারো সহিত হিংসা করা জায়েয নাই। অর্থাৎ হিংসা করা যদি জায়েয হইত তবে এই দুই ব্যক্তি এমন ছিল যে, তাহাদের সহিত জায়েয হইত। এক ঐ ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ তায়ালা ধনসম্পদ দিয়াছেন, আর সে উহা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির কাজে খরচ করে। দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ তায়ালা এলেম দান করিয়াছেন, আর সে সেই এলেম অনুযায়ী ফয়সালা করে এবং অন্যকে উহা শিক্ষা দেয়। (বোখারী)

٣٤- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيْدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعَرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتّٰى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلٰى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلٰى فَخِذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَخْبِرْنِىْ عَنِ الْإِسْلَامِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، وَتُقِيْمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَعَجِبْنَا لَهُ، يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِى عَنِ الْإِيْمَانِ؟ قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِىْ عَنِ الْإِحْسَانِ؟ قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِىْ عَنِ السَّاعَةِ؟ قَالَ: مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِىْ عَنْ أَمَارَاتِهَا؟ قَالَ: أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ، الْعَالَةَ، رِعَاءَ الشَّاءِ، يَتَطَاوَلُوْنَ فِى الْبُنْيَانِ، قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ، فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ لِىْ: يَا عُمَرُ! أَتَدْرِىْ مَنِ السَّائِلُ؟ قُلْتُ: اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّهُ جِبْرِيْلُ، أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ. رواه مسلم، باب بيان الإيمان والإسلام .....، رقم:٩٣

৩৪. হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে বসিয়াছিলাম।

হঠাৎ এক ব্যক্তি আসিল। যাহার পোশাক অত্যন্ত সাদা এবং চুল অত্যাধিক কাল ছিল। না তাহার বেশভূষায় কোন সফরের চিহ্ন ছিল (যাহা দ্বারা বুঝা যাইত যে, এই ব্যক্তি কোন মুসাফির) আর না আমাদের কেহ তাহাকে চিনিতেছিল (যাহাতে বুঝা যাইত যে, সে মদীনার বাসিন্দা)। যাহাই হোক সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এত নিকটবর্তী হইয়া বসিল যে, নিজের হাঁটু তাঁহার হাঁটুর সহিত লাগাইয়া দিল এবং নিজের উভয় হাত আপন উভয় উরুর উপর রাখিল। অতঃপর আরজ করিল, হে মুহাম্মাদ, আমাকে বলুন, ইসলাম কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, ইসলাম (এর আরকান) এই যে, তুমি (মুখ ও অন্তর দিয়া) এই সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর কোন সত্তা এবাদত ও বন্দেগীর উপযুক্ত নাই, এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তায়ালার রাসূল, নামায আদায় করিবে, যাকাত প্রদান করিবে, রমযান মাসে রোযা রাখিবে এবং যদি সামর্থ্য থাকে তবে বাইতুল্লার হজ্জ করিবে। ইহা শুনিয়া সে ব্যক্তি বলিল, আপনি সত্য বলিয়াছেন। হযরত ওমর (রাযিঃ) বলেন, আমরা এই ব্যক্তির কথায় আশ্চর্যবোধ করিলাম, কারণ সে প্রশ্ন করিতেছে (যেন সে জানে না)। আবার সে সত্যায়ন করিতেছে (যেন পূর্ব হইতেই জানে)। তারপর সে ব্যক্তি আরজ করিল, আমাকে বলুন, ঈমান কি? তিনি এরশাদ করিলেন, ঈমান এই যে, তুমি আল্লাহ তায়ালাকে তাঁহার ফেরেশতাগণকে, তাঁহার কিতাবসমূহকে, তাঁহার রাসূলগণকে এবং কেয়ামতের দিনকে অন্তর দ্বারা স্বীকার কর এবং ভালমন্দ তকদীরের উপর বিশ্বাস রাখ। সে ব্যক্তি আরজ করিল, আপনি সত্য বলিয়াছেন। পুনরায় সেই ব্যক্তি আরজ করিল, আমাকে বলুন এহসান কি? তিনি এরশাদ করিলেন, এহসান এই যে, তুমি আল্লাহ তায়ালার এবাদত ও বন্দেগী এমনভাবে কর যেন তুমি আল্লাহ তায়ালাকে দেখিতেছ, আর যদি এই অবস্থা নসীব না হয় তবে এতটুকু তো ধ্যান কর যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে দেখিতেছেন। অতঃপর সে ব্যক্তি আরজ করিল, আমাকে কেয়ামত সম্পর্কে বলুন, (যে, কবে আসিবে?)। তিনি এরশাদ করিলেন, এই ব্যাপারে উত্তরদাতা প্রশ্নকারী অপেক্ষা বেশী জানে না। অর্থাৎ এই ব্যাপারে আমার এলেম তোমার অপেক্ষা বেশী নয়। সে ব্যক্তি আরজ করিল, তবে আমাকে উহার কিছু আলামতই বলিয়া দিন। তিনি এরশাদ করিলেন, (উহার একটি আলামত তো এই যে,) বাঁদী এমন মেয়ে প্রসব করিবে যে তাহার মনিব হইবে। আর (দ্বিতীয় আলামত এই যে,) তুমি দেখিবে যে, যাহাদের পায়ে

জুতা নাই, শরীরে কাপড় নাই, গরীব, বকরী চরানেওয়ালা, তাহারা বড় বড় দালান বানানোর ব্যাপারে একে অপর হইতে অগ্রগামী হইবার চেষ্টা করিবে। হযরত ওমর (রাযিঃ) বলেন, অতঃপর সে ব্যক্তি চলিয়া গেল। আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলাম (এবং আগত ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম না)। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ওমর, জান কি, এই প্রশ্নকারী ব্যক্তি কে ছিল? আমি আরজ করিলাম, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলই ভাল জানেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তিনি জিবরাঈল ছিলেন, তোমাদের নিকট তোমাদের দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য আসিয়াছিলেন। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ হাদীস শরীফে কেয়ামতের আলামতের মধ্যে 'বাঁদী এমন মেয়ে প্রসব করিবে, যে তাহার মনিব হইবে' বলা হইয়াছে। ইহার এক অর্থ এই যে, কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে পিতামাতার নাফরমানী ব্যাপক হইয়া যাইবে। এমনকি মেয়েরা যাহাদের স্বভাব মায়ের আনুগত্য বেশী হইয়া থাকে তাহারাও শুধু মায়ের নাফরমানই হইবে না বরং উহার বিপরীত তাহাদের উপর এমনভাবে হুকুম চালাইবে যেমনভাবে একজন মনিব আপন বাঁদীর উপর চালাইয়া থাকে। এই বিষয়কেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, মহিলা এমন মেয়ে প্রসব করিবে যে তাহার মনিব হইবে। দ্বিতীয় আলামতের অর্থ এই যে, কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে মালদৌলত এমন লোকদের হাতে আসিবে যাহারা উহার উপযুক্ত নয়। উঁচা উঁচা দালান বানানো তাহাদের অভিরুচি হইবে এবং উহাতে একে অপর হইতে অগ্রগামী হইবার চেষ্টা করিবে। (মাআরিফে হাদীস)

٣٥- عَنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَا فِي بَنِي إِسْرَائِيْلَ، أَحَدُهُمَا كَانَ عَالِمًا يُصَلِّي الْمَكْتُوْبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ، وَالْآخَرُ يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ، أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: فَضْلُ هٰذَا الْعَالِمِ الَّذِي يُصَلِّي الْمَكْتُوْبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ عَلَى الْعَابِدِ الَّذِي يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ كَفَضْلِيْ عَلٰى أَدْنَاكُمْ رَجُلًا. رواه الدارمي

١٠٩/١

৩৫. হযরত হাসান (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বনি ইসরাঈলের দুই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, উহাদের মধ্যে কে বেশী উত্তম? উহাদের মধ্যে একজন আলেম ছিল, যে ফরয নামায পড়িয়া লোকদেরকে নেকীর কথা শিক্ষা দিতে বসিয়া যাইত। অপর জন দিনভর রোযা রাখিত আর রাতভর এবাদত করিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, সেই আলেমের ফযীলত যে ফরয নামায পড়িয়া লোকদেরকে নেকীর কথা শিক্ষা দিতে মশগুল হইয়া যাইত ঐ আবেদের উপর যে দিনে রোযা রাখিত ও রাত্রে এবাদত করিত এরূপ যেরূপ আমার ফযীলত তোমাদের মধ্য হইতে সর্বনিম্ন ব্যক্তির উপর। (দারামী)

٣٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوْضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ حَتّٰى يَخْتَلِفَ الرَّجُلَانِ فِي الْفَرِيْضَةِ لَا يَجِدَانِ مَنْ يُخْبِرُهُمَا بِهَا.

رواه البيهقي في شعب الإيمان ٢/٢٥٥

৩৬. হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কুরআন শিক্ষা কর এবং লোকদেরকে শিক্ষা দাও। এলেম শিক্ষা কর এবং লোকদেরকে শিক্ষা দাও। ফরয আহকাম শিক্ষা কর এবং লোকদেরকে শিক্ষা দাও। কেননা আমাকে দুনিয়া হইতে উঠাইয়া লওয়া হইবে এবং এলেমও অতিসত্বর উঠাইয়া লওয়া হইবে। এমন কি দুই ব্যক্তি একটি ফরয হুকুম সম্পর্কে মতভেদ করিবে, আর (এলেম কম হইয়া যাওয়ার কারণে) এমন কোন ব্যক্তি পাইবে না যে, তাহাদিগকে ফরয হুকুমের ব্যাপারে সঠিক কথা বলিয়া দিবে। (বাইহাকী)

٣٧- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: يٰأَيُّهَا النَّاسُ! خُذُوا مِنَ الْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ الْعِلْمُ وَقَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ. (الحديث) رواه أحمد ٥/٢٦٦

৩৭. হযরত আবু উমামাহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হে লোকেরা, এলেম ফেরৎ লইয়া যাওয়া ও উঠাইয়া লইয়া যাওয়ার পূর্বে এলেম হাসিল

করিয়া লও। (মুসনাদে আহমাদ)

٣٨- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيْلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِيْ صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ. رواه ابن ماجه، باب ثواب معلم الناس الخير، رقم:٢٤٢

৩৮. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুমিনের মৃত্যুর পর সে যে সমস্ত আমলের সওয়াব পাইতে থাকে তন্মধ্যে একটি এলেম, যাহা সে কাহাকেও শিখাইয়াছে এবং প্রচার করিয়াছে, দ্বিতীয় নেক সন্তান যাহাকে সে রাখিয়া গিয়াছে। তৃতীয় কুরআন শরীফ যাহা সে পরিত্যক্ত সম্পত্তির মধ্যে রাখিয়া গিয়াছে। চতুর্থ মসজিদ যাহা সে বানাইয়া গিয়াছে। পঞ্চম মুসাফিরখানা যাহা সে তৈয়ার করিয়া গিয়াছে। ষষ্ঠ নহর যাহা সে জারি করিয়া গিয়াছে। সপ্তম এমন সদকা যাহা সে জীবিত ও সুস্থাবস্থায় এমনভাবে করিয়া গিয়াছে যেন মৃত্যুর পর উহার সওয়াব পাইতে থাকে। (যেমন ওয়াকফের সুরতে সদকা করিয়া গিয়াছে) (ইবনে মাজাহ)

٣٩- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتّٰى تُفْهَمَ. (الحديث) رواه البخاري، باب من أعاد الحديث ......، رقم:٩٥

৩৯. হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন কথা এরশাদ করিতেন তখন তিনবার বলিতেন যেন তাহা বুঝিয়া লওয়া যায়। (বোখারী)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ যখন তিনি কোন গুরুত্বপূর্ণ কথা এরশাদ করিতেন তখন উক্ত কথাকে তিনবার বলিতেন যাহাতে লোকেরা ভাল করিয়া বুঝিয়া লয়। (মাজাহিরে হক)

٤٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ

الْعِبَادِ، وَلٰكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتّٰى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوْسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. رواه البخاري، باب كيف يقبض العلم؟ رقم: ١٠٠

৪০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তায়ালা (শেষ জামানায়) এলেমকে এইভাবে উঠাইবেন না যে, লোকদের (দিল–দেমাগ) হইতে সম্পূর্ণ বাহির করিয়া লইবেন, বরং এলেম এইভাবে উঠাইবেন যে, ওলামাদেরকে এক এক করিয়া উঠাইয়া নিতে থাকিবেন। এমনকি যখন কোন আলেম অবশিষ্ট থাকিবে না তখন লোকেরা ওলামাদের পরিবর্তে মূর্খ জাহেলদেরকে সর্দার বানাইয়া লইবে। তাহাদের নিকট মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হইবে, আর তাহারা এলেম ছাড়া ফতওয়া দিবে। পরিণতি এই হইবে যে, নিজে তো পথভ্রষ্ট ছিলই অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করিবে। (বোখারী)

٤١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ اللّٰهَ يُبْغِضُ كُلَّ جَعْظَرِيٍّ جَوَّاظٍ سَخَّابٍ بِالْأَسْوَاقِ، جِيْفَةٍ بِاللَّيْلِ، حِمَارٍ بِالنَّهَارِ، عَالِمٍ بِأَمْرِ الدُّنْيَا، جَاهِلٍ بِأَمْرِ الْآخِرَةِ. رواه ابن حبان،

قال المحقق: إسناده صحيح على شرط مسلم ٢٧٤/١

৪১. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন যে কঠোর মেজাযের হয়, অতিমাত্রায় খায়, বাজারে চিৎকার করে, রাত্রে মরার মত পড়িয়া (ঘুমাইতে) থাকে, দিনের বেলায় গাধার মত (দুনিয়াবী কাজে আটকিয়া) থাকে, দুনিয়ার বিষয়ে অভিজ্ঞ হয় আর আখেরাতের বিষয়ে অজ্ঞ থাকে। (ইবনে হিব্বান)

٤٢- عَنْ يَزِيْدَ بْنِ سَلَمَةَ الْجُعْفِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنِّيْ قَدْ سَمِعْتُ مِنْكَ حَدِيْثًا كَثِيْرًا أَخَافُ أَنْ يُنْسِيَ أَوَّلَهُ آخِرُهُ فَحَدِّثْنِيْ بِكَلِمَةٍ تَكُوْنُ جِمَاعًا، قَالَ: اتَّقِ اللّٰهَ فِيْمَا تَعْلَمُ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث ليس إسناده بمتصل وهو عندي مرسل، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، رقم: ٢٦٨٣

৪২. হযরত ইয়াযীদ ইবনে সালামা জু'ফী (রাযিঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আপনার নিকট হইতে বহু হাদীস শুনিয়াছি। আমার ভয় হয় যে, শেষের হাদীসগুলি হয়ত আমার স্মরণ থাকিবে, আর পূর্বের হাদীসগুলি ভুলিয়া যাইব। অতএব আমাকে কোন সংক্ষিপ্ত কিন্তু অর্থবহুল কথা বলিয়া দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যে সকল বিষয়ে তোমার এলেম রহিয়াছে সে সকল বিষয়ে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করিতে থাক। অর্থাৎ আপন এলেম অনুযায়ী আমল করিতে থাক। (তিরমিযী)

٤٣- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ وَلَا تُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ، وَلَا تَخَيَّرُوا بِهِ الْمَجَالِسَ فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ، فَالنَّارُ النَّارُ. رواه ابن ماجه، باب الإنتفاع بالعلم والعمل به، رقم:٢٥٤

৪৩. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ওলামাদের উপর বড়াই করা ও বেওকুফদের সহিত ঝগড়া করা (অর্থাৎ মূর্খ সর্বসাধারণের সহিত বচসা করা) ও মজলিস জমানোর উদ্দেশ্যে এলেম হাসিল করিও না। যে ব্যক্তি এরূপ করিবে তাহার জন্য আগুন রহিয়াছে, আগুন। (ইবনে মাজাহ)

ফায়দা ঃ 'এলেমকে মজলিস জমানোর উদ্দেশ্যে হাসিল করিও না'—এই কথার অর্থ এই যে, এলেমের দ্বারা লোকদেরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করিও না।

٤٤- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ اللّٰهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه أبوداؤد، باب كراهية منع العلم، رقم:٣٦٥٨

৪৪. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যাহার নিকট এলেমের কোন কথা জিজ্ঞাসা করা হয় আর সে উহা (জানা সত্ত্বেও) গোপন করে, আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তাহার মুখে আগুনের লাগাম পরাইয়া দিবেন। (আবু দাউদ)

٤٥- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَثَلُ الَّذِىْ يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ ثُمَّ لَا يُحَدِّثُ بِهِ كَمَثَلِ الَّذِىْ يَكْنِزُ الْكَنْزَ ثُمَّ لَا يُنْفِقُ مِنْهُ. رواه الطبرانى فى الأوسط وفى إسناده ابن لهيعة، الترغيب ١٢٢/١

৪৫. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এমন ব্যক্তির উদাহরণ যে এলেম শিক্ষা করে, অতঃপর লোকদেরকে শিক্ষা দেয় না সেই ব্যক্তির ন্যায় যে ধনভাণ্ডার জমা করে, অতঃপর উহা হইতে খরচ করে না। (তাবারানী, তরগীব)

٤٦- عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ! إِنِّى أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا. (وهو قطعة من الحديث)

رواه مسلم، باب فى الأدعية، رقم: ٦٩٠٦

৪৬. হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া করিতেন—

اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ،
وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ, আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি এমন এলেম হইতে যাহা উপকারে আসে না, এমন দিল হইতে যাহা ভয় করে না, এমন নফস হইতে যাহা তৃপ্ত হয় না এবং এমন দোয়া হইতে যাহা কবুল হয় না। (মুসলিম)

٤٧- عَنْ أَبِىْ بَرْزَةَ الْأَسْلَمِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَا تَزُوْلُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يُسْاَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِيْمَا اَفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيْمَا فَعَلَ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ اَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَا اَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيْمَا اَبْلَاهُ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب فى القيامة، رقم: ٢٤١٧

৪৭. হযরত আবু বারযাহ আসলামী (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন মানুষের উভয় কদম (হিসাবের স্থান হইতে) ততক্ষণ পর্যন্ত সরিতে পারিবে না যতক্ষণ না তাহাকে এই কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে। আপন জিন্দেগী কি কাজে খরচ করিয়াছে? নিজের এলেমের উপর কি পরিমাণ আমল করিয়াছে? মাল কোথা হইতে উপার্জন করিয়াছে এবং কোথায় খরচ করিয়াছে? নিজের শারীরিক শক্তি কি কাজে লাগাইয়াছে?

(তিরমিযী)

٤٨- عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْأَزْدِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَثَلُ الَّذِىْ يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَيَنْسَى نَفْسَهُ كَمَثَلِ السِّرَاجِ يُضِيْءُ لِلنَّاسِ وَيَحْرِقُ نَفْسَهُ. رواه الطبرانى فى الكبير وإسناده حسن إن شاء الله تعالى، الترغيب ١/١٢٦

৪৮. হযরত জুন্দুব ইবনে আবদুল্লাহ আযদী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এমন ব্যক্তির উদাহরণ যে লোকদেরকে নেক কাজের কথা শিক্ষা দেয় আর নিজেকে ভুলিয়া যায় (অর্থাৎ নিজে আমল করে না) সেই চেরাগের ন্যায় যে লোকদের জন্য আলো দেয় কিন্তু নিজেকে জ্বালাইয়া ফেলে।

(তাবারানী, তরগীব)

٤٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرِ فَقِيْهٍ، وَمَنْ لَمْ يَنْفَعْهُ عِلْمُهُ ضَرَّهُ جَهْلُهُ، اقْرَإِ الْقُرْآنَ مَا نَهَاكَ، فَإِنْ لَمْ يَنْهَكَ فَلَسْتَ تَقْرَءُهُ. رواه الطبرانى فى الكبير وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد وثق، مجمع الزوائد ١/٤٤٠

৪৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, অনেক এলেমের বাহক এলেমের বুঝ রাখে না। (অর্থাৎ এলেমের সহিত যে জ্ঞান বুঝ হওয়া দরকার তাহা হইতে খালি থাকে।) আর যাহার এলেম তাহার উপকার করে না তাহার অজ্ঞতা তাহার ক্ষতি সাধন করিবে। তোমরা কুরআনে করীমের (প্রকৃত) পাঠকারী তখন গণ্য হইবে যখন এই কুরআন তোমাদিগকে (গুনাহ ও খারাপ কাজ হইতে) বিরত রাখিবে। আর যদি কুরআন তোমাদিগকে বিরত না রাখে তবে তুমি উহার (প্রকৃত) পাঠকারীই নও। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٥٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ قَامَ لَيْلَةً بِمَكَّةَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَكَانَ أَوَّاهًا، فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ نَعَمْ، وَحَرَّضْتَ وَجَهَدْتَ وَنَصَحْتَ، فَقَالَ: لَيَظْهَرَنَّ الْإِيْمَانُ حَتّٰى يُرَدَّ الْكُفْرُ إِلٰى مَوَاطِنِهِ، وَلَتُخَاضَنَّ الْبِحَارُ بِالْإِسْلَامِ، وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَتَعَلَّمُونَ فِيْهِ الْقُرْآنَ يَتَعَلَّمُونَهُ وَيَقْرَءُونَهُ وَيَقُولُونَ: قَدْ قَرَأْنَا وَعَلِمْنَا، فَمَنْ ذَا الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ مِنَّا؟ (ثُمَّ قَالَ لِأَصْحَابِهِ) فَهَلْ فِي أُوْلٰئِكَ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالُوا: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَنْ أُوْلٰئِكَ؟ قَالَ: أُوْلٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُوْلٰئِكَ وَقُوْدُ النَّارِ. رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات إلا أن هند بنت الحارث الخثعمية التابعية لم أر من وثقها ولا جرحها، مجمع الزوائد ١/١٩١طبع مؤسسة المعارف، بيروت. هند مقبولة، تقريب التهذيب

৫০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা মুকাররমায় এক রাত্রে দাঁড়াইলেন এবং তিনবার এই এরশাদ করিলেন, আয় আল্লাহ, আমি কি পৌঁছাইয়া দিয়াছি? হযরত ওমর (রাযিঃ) যিনি (আল্লাহ তায়ালার দরবারে অত্যাধিক) কান্নাকাটি করিতেন, তিনি উঠিয়া আরজ করিলেন, জ্বি হাঁ। (আমি আল্লাহ তায়ালাকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি যে, আপনি পৌঁছাইয়া দিয়াছেন।) আপনি লোকদিগকে ইসলামের ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়াছেন এবং উহার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন ও নসীহত করিয়াছেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, ঈমান অবশ্যই এই পরিমাণ বিজয় লাভ করিবে যে, কুফরকে তাহার ঠিকানায় ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। আর নিঃসন্দেহে তোমরা ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে সমুদ্র সফরও করিবে এবং লোকদের উপর অবশ্যই এমন যামানা আসিবে যে লোকেরা কুরআন শিক্ষা করিবে, উহার তেলাওয়াত করিবে, আর বলিবে যে, আমরা পড়িয়া লইয়াছি বুঝিয়া লইয়াছি, এখন আমাদের অপেক্ষা উত্তম কে আছে? (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,) তাহাদের মধ্যে কি কোন কল্যাণ থাকিতে পারে? অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে সামান্যতমও কল্যাণ নাই, অথচ তাহাদের দাবী যে, আমাদের অপেক্ষা উত্তম কে আছে? সাহাবা (রাযিঃ) আরজ করিলেন,

ইয়া রাসূলাল্লাহ ইহারা কাহারা? এরশাদ করিলেন, ইহারা তোমাদের মধ্য হইতেই হইবে। অর্থাৎ এই উম্মতের মধ্য হইতে হইবে এবং ইহারাই দোযখের ইন্ধন। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

৫১- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ بَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَتَذَاكَرُ يَنْزِعُ هٰذَا بِآيَةٍ وَيَنْزِعُ هٰذَا بِآيَةٍ فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَأَنَّمَا يُفْقَأُ فِي وَجْهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ فَقَالَ: يَا هٰؤُلَاءِ بِهٰذَا بُعِثْتُمْ أَمْ بِهٰذَا أُمِرْتُمْ؟ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِيْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات أثبات، مجمع الزوائد ٣٨٩/١

৫১. হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরজার নিকট বসিয়া পরস্পর এইভাবে আলোচনা করিতেছিলাম যে, একজন একটি আয়াতকে এবং অপরজন অন্য একটি আয়াতকে নিজের কথার সপক্ষে দলীল হিসাবে পেশ করিতেছিল (এইভাবে ঝগড়ার রূপ ধারণ করিল)। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিলেন। তাঁহার চেহারা মোবারক (রাগের দরুন) এরূপ রক্তবর্ণ হইতেছিল যেন, তাঁহার চেহারা মোবারকের উপর ডালিমের দানা নিংড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। তিনি এরশাদ করিলেন, হে লোকেরা, তোমাদিগকে কি এই (ঝগড়ার) জন্য দুনিয়াতে পাঠানো হইয়াছে, আর না তোমাদিগকে ইহার আদেশ করা হইয়াছে? আমার এই দুনিয়া হইতে চলিয়া যাওয়ার পর ঝগড়ার দরুন তোমরা একে অপরের গর্দান মারিয়া কাফের হইয়া যাইও না। (কারণ এই আমল কুফর পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়।) (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

৫২- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: إِنَّمَا الْأُمُوْرُ ثَلَاثَةٌ: أَمْرٌ تَبَيَّنَ لَكَ رُشْدُهُ فَاتَّبِعْهُ، وَأَمْرٌ تَبَيَّنَ لَكَ غَيُّهُ فَاجْتَنِبْهُ، وَأَمْرٌ اخْتُلِفَ فِيْهِ فَرُدَّهُ إِلٰى عَالِمِهِ. رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون، مجمع الزوائد ٣٩٠/١

৫২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করেন যে, হযরত ঈসা আলাইহিস

সালাম বলিয়াছেন, সমস্ত বিষয় তিন প্রকারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এক, এই যে, উহার সঠিক হওয়া তোমার নিকট স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে, অতএব উহার অনুসরণ কর। দ্বিতীয় এই যে, উহার বেঠিক হওয়া তোমার নিকট স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। অতএব উহা হইতে বাঁচিয়া থাক। তৃতীয় এই যে, উহার সঠিক ও বেঠিক হওয়া স্পষ্ট নয়। অতএব উহার ব্যাপারে যে জানে অর্থাৎ আলেমের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লও। (তাবারানী মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٥٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اتَّقُوا الْحَدِيْثَ عَنِّي إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه، رقم: ٢٩٥١

৫৩. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার সহিত সম্পৃক্ত করিয়া হাদীস বর্ণনা করিতে সতর্কতা অবলম্বন করিও। শুধু ঐ হাদীসই বর্ণনা করিও যাহার হাদীস হওয়া তোমাদের জানা থাকে। যে ব্যক্তি জানিয়া বুঝিয়া আমার সহিত ভুল হাদীস সম্পৃক্ত করিয়াছে সে যেন দোযখের ভিতর আপন ঠিকানা বানাইয়া লয়। যে ব্যক্তি নিজের রায়ের দ্বারা কুরআনে কারীমের তফসীরের ব্যাপারে কিছু বলিয়াছে, সে যেন দোযখের ভিতর আপন ঠিকানা বানাইয়া লয়। (তিরমিযী)

٥٤- عَنْ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ قَالَ فِي كِتَابِ اللّٰهِ بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ. رواه أبوداؤد، باب الكلام في كتاب الله بلا علم، رقم: ٣٦٥٢

৫৪. হযরত জুন্দুব (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কুরআনে কারীমের তফসীরের ব্যাপারে নিজের রায় দ্বারা কিছু বলিয়াছে, আর উহা প্রকৃতপক্ষে শুদ্ধও হয় তবুও সে ভুল করিয়াছে। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুরআনে কারীমের তফসীর নিজের জ্ঞানবুদ্ধির দ্বারা করে, আর ঘটনাচক্রে উহা সঠিকও হইয়া যায় তবুও সে ভুল করিয়াছে। কেননা সে এই তফসীরের ব্যাপারে না হাদীসের প্রতি রুজু হইয়াছে আর না ওলামায়ে কেরামের প্রতি রুজু হইয়াছে। (মাজাহিরে হক)

কুরআনে করীম ও হাদীস শরীফ হইতে আছর গ্রহণ করা

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: ﴿وَاِذَا سَمِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰىٓ اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ﴾ [المائدة:٨٣]

আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করিয়া এরশাদ করিয়াছেন, —আর যখন এই সমস্ত লোক সেই কিতাব শ্রবণ করে যাহা রাসূলের উপর নাযিল হইয়াছে তখন আপনি (কুরআনে করীমের আছরের দরুন) তাহাদের চোখে অশ্রু বহিতে দেখিবেন, এই কারণে যে, তাহারা সত্যকে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। (মায়েদাহ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ﴾ [الأعراف:٢٠٤]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ—আর যখন কুরআন পড়া হয় তখন উহা কান লাগাইয়া শুন এবং চুপ থাক, যেন তোমাদের উপর রহম করা হয়। (আ'রাফ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿قَالَ فَاِنِ اتَّبَعْتَنِيْ فَلَا تَسْئَلْنِيْ عَنْ شَيْءٍ حَتّٰٓى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا﴾ [الكهف:٧٠]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ—সেই বুযুর্গ ব্যক্তি হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে বলিলেন, যদি আপনি (এলেম হাসিলের উদ্দেশ্যে) আমার সহিত থাকিতে চান তবে খেয়াল রাখিবেন, যেন কোন বিষয়ে আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা না করেন, যতক্ষণ আমি নিজেই সেই বিষয়ে আপনাকে বলিয়া না দেই। (কাহাফ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ ☆ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ ۭ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدَاهُمُ اللّٰهُ وَاُولٰٓـئِكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ﴾

[الزمر: ١٧، ١٨]

আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতেছেন,—আপনি আমার সেই সকল বান্দাগণকে সুসংবাদ শুনাইয়া দিন, যাহারা এই কালামে এলাহীকে কান লাগাইয়া শ্রবণ করে, অতঃপর উহার উত্তম কথাগুলির উপর আমল করে। ইহারাই তাহারা যাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা হেদায়াত দান করিয়াছেন, আর ইহারাই জ্ঞানী লোক। (যুমার)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۚ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ﴾ [الزمر: ٢٣]

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে—আল্লাহ উৎকৃষ্ট বাণী অর্থাৎ কুরআনে কারীম নাযিল করিয়াছেন, উহা এমন কিতাব যাহার বিষয়াবলী পরস্পর সামঞ্জস্যশীল, বারবার পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে। যাহারা আপন রবকে ভয় করে তাহাদের দেহ এই কিতাব শুনিয়া কাঁপিয়া উঠে। অতঃপর তাহাদের দেহ ও তাহাদের অন্তর কোমল হইয়া আল্লাহ তায়ালার যিকিরের প্রতি মনোনিবেশকারী হইয়া পড়ে। (যুমার)

হাদীস শরীফ

৫৫- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اقْرَأْ عَلَيَّ، قُلْتُ: آقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ اُنْزِلَ؟ قَالَ: فَإِنِّيْ اُحِبُّ اَنْ اَسْمَعَهٗ مِنْ غَيْرِيْ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُوْرَةَ النِّسَاءِ حَتّٰى بَلَغْتُ ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ شَهِيْدًا﴾ قَالَ: اَمْسِكْ، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ. رواه البخاري، باب فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد . . . الآية، رقم:٤٥٨٢

এলেম ও যিকির

৫৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এরশাদ করিলেন, আমাকে কুরআন পড়িয়া শুনাও। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি কি আপনাকে কুরআন পড়িয়া শুনাইব, অথচ আপনার উপর কুরআন নাযিল হইয়াছে? তিনি এরশাদ করিলেন, আমি অপরের নিকট হইতে কুরআন শুনিতে পছন্দ করি। অতএব আমি তাঁহার সম্মুখে সূরা নিসা পড়িলাম। যখন এই আয়াত পর্যন্ত পৌঁছিলাম—

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ ۢ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ شَهِيْدًا

অর্থ ঃ ঐ সময় কি অবস্থা হইবে? যখন আমরা প্রত্যেক উম্মত হইতে একজন সাক্ষী উপস্থিত করিব এবং আপনাকে আপনার উম্মতের উপর সাক্ষীরূপে উপস্থিত করিব?

তখন তিনি এরশাদ করিলেন, বাস, এখন থাক। আমি তাঁহার প্রতি চাহিয়া দেখিলাম, তাঁহার চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইতেছে। (বোখারী)

٥٢- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ: إِذَا قَضَى اللّٰهُ الْأَمْرَ فِى السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ، كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلٰى صَفْوَانٍ، فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا: اَلْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِىُّ الْكَبِيْرُ. رواه البخارى، باب قول الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له الآية، رقم:٧٤٨١

৫৬. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা যখন আসমানে কোন হুকুম জারি করেন তখন ফেরেশতাগণ আল্লাহ তাআলার হুকুমের আজমত ও ভয়ে কাঁপিয়া উঠেন এবং আল্লাহ তায়ালার হুকুমের প্রতি নতি স্বীকার করতঃ আপন পাখাসমূহ নাড়িতে থাকেন। ফেরেশতাগণ আল্লাহ তায়ালার এরশাদ এরূপ শুনিতে পান যেরূপ মসৃণ পাথরের উপর শিকল দ্বারা আঘাতের শব্দ হয়। অতঃপর যখন ফেরেশতাদের অন্তর হইতে ভয় দূর করিয়া দেওয়া হয় তখন তাহারা একে অপরকে জিজ্ঞাসা করেন তোমাদের পরওয়ারদিগার কি হুকুম দিয়াছেন? তাহারা বলেন, হক কথার হুকুম দিয়াছেন, প্রকৃতই তিনি অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদাশীল ও সবার চেয়ে বড়। (বোখারী)

٥٧- عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ: الْتَقَى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ عَلَى الْمَرْوَةِ فَتَحَدَّثَا ثُمَّ مَضَى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو وَبَقِيَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يَبْكِيْ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَا يُبْكِيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؟ قَالَ: هٰذَا يَعْنِيْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو وَزَعَمَ أَنَّه سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ كِبْرٍ كَبَّهُ اللّٰهُ لِوَجْهِهِ فِي النَّارِ. رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ١/٢٨٢

৫৭. হযরত আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযিঃ) উভয়ের পরস্পর মারওয়া (পাহাড়)এর উপর সাক্ষাৎ হইল। তাহারা কিছু সময় পরস্পর কথাবার্তা বলিতে থাকিলেন, তারপর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) চলিয়া গেলেন, আর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) সেখানে বসিয়া কাঁদিতে থাকিলেন। এক ব্যক্তি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে আবু আবদুর রহমান, আপনি কেন কাঁদিতেছেন? হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, এই ব্যক্তি অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) এখনই বলিয়া গেলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন যে, যাহার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও অহংকার থাকিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে উপুড় করিয়া আগুনে নিক্ষেপ করিবেন।

(মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

॥ ॥ ॥

যিকির

আল্লাহ তায়ালা আমার সামনে আছেন এবং তিনি আমাকে দেখিতেছেন, এই ধ্যানের সহিত আল্লাহ তায়ালার হুকুম পালনে মশগুল হওয়া।

কুরআনে কারীমের ফাযায়েল

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: ﴿يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ☆ قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ؕ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ﴾

[يونس:٥٧،٥٨]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ—হে লোকেরা, তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ হইতে এমন এক কিতাব আসিয়াছে যাহা সম্পূর্ণ নসীহত ও অন্তরসমূহের রোগের জন্য শেফা, আর (নেক কর্মশীলদের জন্য এই কুরআনে) হেদায়াত এবং (আমলকারী) মুমিনীনদের জন্য রহমত লাভের উপায় রহিয়াছে। আপনি বলিয়া দিন যে, লোকদেরকে আল্লাহ তায়ালার এই দান ও মেহেরবানী অর্থাৎ কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার উপর আনন্দিত হওয়া উচিত। এই কুরআন সেই দুনিয়া হইতে বহু গুণে উত্তম যাহা তাহারা সঞ্চয় করিতেছে। (ইউনুস)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿قُلْ نَزَّلَهٗ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ﴾ [النحل:١٠٢]

আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাকে সম্বোধন করিয়া এরশাদ করেন, আপনি বলিয়া দিন যে, নিঃসন্দেহে এই কুরআনকে রূহুল কুদ্স অর্থাৎ জিবরাঈল আপনার রবের পক্ষ হইতে যথাযথভাবে আনিয়াছেন। যেন এই কুরআন ঈমানদারদের ঈমানকে মজবুত করে। আর এই কুরআন মুসলমানদের জন্য হেদায়াত ও সুসংবাদ। (নাহাল)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ﴾ [بنى اسرائيل:٨٢]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ—এই কুরআন যাহা আমরা নাযিল করিতেছি, উহা মুসলমানদের জন্য শেফা ও রহমত। (বনী ইসরাঈল)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ﴾ [العنكبوت:٤٥]

আল্লাহ তায়ালা তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিয়াছেন, যে কিতাব আপনার উপর নাযিল করা হইয়াছে আপনি উহা তেলাওয়াত করুন। (আনকাবুত)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ﴾ [فاطر:٢٩]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—যাহারা কুরআনে কারীমের তেলাওয়াত করিতে থাকে এবং নামাযের পাবন্দী করে এবং আমরা যাহা কিছু তাহাকে দান করিয়াছি উহা হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে, তাহারা অবশ্যই এমন ব্যবসার আশা করিয়া রহিয়াছে যাহাতে কখনও লোকসান হইবার নহে। অর্থাৎ তাহাদিগকে তাহাদের আমলের পুরাপুরি আজর ও সওয়াব দেওয়া হইবে। (ফাতির)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿فَلَآ اُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُوْمِ☆ وَاِنَّهٗ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ☆ اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ☆ فِيْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ☆ لَّا يَمَسُّهٗٓ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ☆ تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ☆ اَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَنْتُمْ مُّدْهِنُوْنَ﴾ [الواقعة:٧٥-٨١]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—আমি শপথ করিতেছি নক্ষত্রসমূহের

অস্তগমনের। আর যদি তোমরা বুঝ, তবে ইহা একটি অনেক বড় শপথ। এই কথার উপর শপথ করিতেছি যে, এই কুরআন মহাসম্মানিত, যাহা লওহে মাহফুজে লিখিত রহিয়াছে। সেই লওহে মাহফুজকে পাক ফেরেশতাগণ ব্যতীত আর কেহ হাত লাগাইতে পারে না। এই কুরআন বিশ্বজগতের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে প্রেরিত হইয়াছে। তবে কি তোমরা এই কালামকে সাধারণ কথা মনে করিতেছ? (ওয়াকেয়া)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ﴾ [الحشر:٢١]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—(কুরআনে করীম আপন আজমতের কারণে এরূপ শান রাখে যে,) যদি আমরা এই কুরআনকে কোন পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করিতাম (আর পাহাড়ের মধ্যে জ্ঞান ও বোধ শক্তি থাকিত) তবে আপনি সেই পাহাড়কে দেখিতেন যে, আল্লাহ তায়ালার ভয়ে ধসিয়া যাইত এবং বিদীর্ণ হইয়া যাইত। (হাশর)

হাদীস শরীফ

١- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: يَقُوْلُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى: مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ عَنْ ذِكْرِى، وَمَسْأَلَتِى أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِى السَّائِلِيْنَ، فَضْلُ كَلَامِ اللّٰهِ عَلٰى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللّٰهِ عَلٰى خَلْقِهِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب فضائل القرآن، رقم:٢٩٢٦

১. হযরত আবু সাঈদ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীসে কুদসী বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালার এরশাদ এই যে, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফে মশগুল থাকার দরুন যিকির ও দোয়া করার সুযোগ পায় না আমি তাহাকে দোয়া করনেওয়ালাদের চেয়ে বেশী দান করি। আর আল্লাহ তায়ালার কালামের সম্মান সমস্ত কালামের উপর এরূপ যেরূপ স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার সম্মান সমস্ত মাখলুকের উপর। (তিরমিযী)

٢- عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ الْغِفَارِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّكُمْ لَا تَرْجِعُوْنَ إِلَى اللّٰهِ بِشَىْءٍ أَفْضَلَ مِمَّا خَرَجَ مِنْهُ يَعْنِى

الْقُرْآنُ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ١/٥٥٥

২. হযরত আবু যার গিফারী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা ঐ জিনিস অপেক্ষা আর কোন জিনিস দ্বারা আল্লাহ তায়ালার অধিক নৈকট্য লাভ করিতে পারিবে না যাহা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা হইতে বাহির হইয়াছে। অর্থাৎ কুরআনে করীম। (মুসতাদরাকে হাকেম)

٣- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْقُرْآنُ مُشَفَّعٌ وَمَاحِلٌ مُصَدَّقٌ مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده جيد ١/٣٣١

৩. হযরত জাবের (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কুরআনে করীম এমন শাফায়াতকারী যাহার শাফায়াত কুবল করা হইয়াছে এবং এমন বিবাদকারী যাহার বিবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। যে ব্যক্তি উহাকে সম্মুখে রাখে—অর্থাৎ উহার উপর আমল করে তাহাকে জান্নাতে পৌঁছাইয়া দেয়। আর যে উহাকে পিছনে ফেলিয়া দেয়—অর্থাৎ উহার উপর আমল না করে তাহাকে জাহান্নামে ফেলিয়া দেয়। (ইবনে হিব্বান)

ফায়দা ঃ 'কুরআনে করীম এমন বিবাদকারী যে উহার বিবাদ স্বীকৃত হইয়াছে' এই কথার অর্থ এই যে, উহার পাঠকারী ও উহার উপর আমলকারীর মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য আল্লাহ তায়ালার দরবারে ঝগড়া করে এবং উহার হকের ব্যাপারে উদাসীন লোকদের প্রতি দাবী জানায় যে, আমার হক কেন আদায় করে নাই?

٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَان لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُوْلُ الصِّيَامُ: أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهْوَةَ فَشَفِّعْنِي فِيْهِ، وَيَقُوْلُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيْهِ، قَالَ: فَيُشْفَعَانِ لَهُ. رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال الطبراني رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٣/١٩ ٤

৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, রোযা ও

কুরআনে করীম উভয়েই কেয়ামতের দিন বান্দার জন্য শাফায়াত করিবে। রোযা আরজ করিবে, আয় আমার রব, আমি তাহাকে খাওয়া ও নফসের খাহেশ হইতে বিরত রাখিয়াছি। অতএব তাহার ব্যাপারে আমার শাফায়াত কবুল করুন। কুরআনে করীম বলিবে, আমি তাহাকে রাত্রের ঘুম হইতে বিরত রাখিয়াছি। (সে রাত্রে নফল নামাযে আমার তেলাওয়াত করিত।) অতএব তাহার ব্যাপারে আমার শাফায়াত কবুল করুন। সুতরাং উভয়ে তাহার জন্য সুপারিশ করিবে।

(মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٥- عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ بِهٰذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِيْنَ. رواه مسلم، باب فضل من يقوم بالقرآن۰۰۰۰۰، رقم:۱۸۹۷

৫. হযরত ওমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা এই কুরআন শরীফের কারণে বহু লোকের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং অনেকের মর্যাদা ক্ষুন্ন করিয়া দেন। অর্থাৎ যাহারা উহার উপর আমল করে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া–আখেরাতে তাহাদিগকে সম্মান দান করেন। আর যাহারা উহার উপর আমল করে না আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে অপমানিত করেন।

(মুসলিম)

٦- عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ (لِأَبِيْ ذَرٍّ): عَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، وَذِكْرِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ، وَنُوْرٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ. (وهو جزء من الحديث) رواه البيهقي في شعب الإيمان٤/٢٤٢

৬. হযরত আবু যার (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এরশাদ করিয়াছেন, কুরআনে কারীমের তেলাওয়াত ও আল্লাহ তায়ালার যিকিরের এহতেমাম করিও। এই আমলের দ্বারা আসমানে তোমার আলোচনা হইবে, আর এই আমল জমিনে তোমার জন্য হেদায়াতের নূর হইবে। (বাইহাকী)

٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ، رَجُلٌ آتَاهُ اللّٰهُ الْقُرْآنَ، فَهُوَ يَقُوْمُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ

وَرَجُلٌ آتَاهُ اللّٰهُ مَالًا، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ. رواه مسلم،

باب فضل من يقوم بالقرآن ..... ، رقم: ١٨٩٤

৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দুই ব্যক্তির ব্যাপারেই ঈর্ষা করা চাই। এক সেই ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ তায়ালা কুরআন শরীফ দান করিয়াছেন, আর সে দিন–রাত্র উহার তেলাওয়াতে মশগুল থাকে। দ্বিতীয় সেই ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ তায়ালা সম্পদ দান করিয়াছেন, আর সে দিন–রাত্র উহাকে খরচ করে। (মুসলিম)

٨- عَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْأُتْرُجَّةِ، رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ التَّمْرَةِ، لَا رِيْحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ، رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ، لَيْسَ لَهَا رِيْحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ. رواه مسلم، باب

فضيلة حافظ القرآن، رقم: ١٨٦٠

৮. হযরত আবু মূসা আশআরী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে মুমিন কুরআন শরীফ পাঠ করে তাহার উদাহরণ কমলালেবুর ন্যায়। উহার খুশবুও উত্তম এবং স্বাদও মনোরম। আর যে মুমিন কুরআনে করীম পাঠ করে না তাহার উদাহরণ খেজুরের ন্যায়, যাহার খুশবু তো নাই তবে স্বাদ মিষ্টি। আর যে মোনাফেক কুরআন শরীফ পাঠ করে তাহার উদাহরণ সুগন্ধযুক্ত ফুলের ন্যায়, যাহার খুশবু উত্তম কিন্তু স্বাদ তিক্ত। আর যে মোনাফেক কুরআন শরীফ পাঠ করে না তাহার উদাহরণ মাকাল ফলের ন্যায় যাহার খুশবু মোটেও নাই আবার স্বাদ তিক্ত। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ মাকাল খরবুজা জাতীয় ফল বিশেষ, যাহা দেখিতে সুদৃশ্য অথচ স্বাদ অত্যন্ত তিক্ত হয়।

٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ

بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ الٓمّٓ حَرْفٌ وَلٰكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيْمٌ حَرْفٌ. رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب،

৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কুরআনে করীমের এক হরফ পড়িবে তাহার জন্য এক হরফের বিনিময়ে এক নেকী, আর এক নেকীর সওয়াব দশ নেকীর সমান পাওয়া যায়। আমি ইহা বলি না যে, الم সম্পূর্ণ এক হরফ, বরং আলিফ এক হরফ, লাম এক হরফ এবং মীম এক হরফ। অর্থাৎ এখানে তিন হরফ হইল, উহার বিনিময়ে ত্রিশ নেকী পাওয়া যাইবে। (তিরমিযী)

١٠- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ، فَاقْرَءُوهُ فَإِنَّ مَثَلَ الْقُرْآنِ لِمَنْ تَعَلَّمَهُ فَقَرَأَهُ وَقَامَ بِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ مَحْشُوٍّ مِسْكًا يَفُوْحُ رِيْحُهُ فِيْ كُلِّ مَكَانٍ، وَمَثَلُ مَنْ تَعَلَّمَهُ فَيَرْقُدُ وَهُوَ فِيْ جَوْفِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ أُوْكِيَ عَلٰى مِسْكٍ. رواه الترمذي

وقال: هذا حديث حسن، باب ما جاء في سورة البقرة وآية الكرسي، رقم:٢٨٧٦

১০. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কুরআন শরীফ শিক্ষা কর, অতঃপর উহা পাঠ কর। কারণ যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ শিক্ষা করে এবং পাঠ করে আর তাহাজ্জুদে উহা পাঠ করিতে থাকে তাহার উদাহরণ সেই খোলা থলির ন্যায় যাহা মেশক দ্বারা পরিপূর্ণ রহিয়াছে, যাহার খুশবু সমস্ত ঘরে ছড়াইয়া যায়। আর যে ব্যক্তি কুরআনে কারীম শিক্ষা করিল, অতঃপর কুরআনে করীম তাহার সিনায় থাকা সত্ত্বেও সে ঘুমাইয়া থাকে,—অর্থাৎ উহা তাহাজ্জুদে পাঠ করে না, তাহার উদাহরণ সেই মেশকের থলির ন্যায়, যাহার মুখ বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ কুরআন করীমের উদাহরণ মেশকের ন্যায় এবং হাফেজের সিনা সেই থলির ন্যায় যাহা মেশক দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। অতএব কুরআনে করীমের তেলাওয়াতকারী হাফেজ সেই মেশকের থলির ন্যায় যাহার মুখ খোলা রহিয়াছে। আর যে তেলাওয়াত করে না সে মুখ বন্ধ মেশকের থলির ন্যায়।

١١- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلْيَسْأَلِ اللّٰهَ بِهِ فَإِنَّهُ سَيَجِيْءُ أَقْوَامٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُونَ بِهِ النَّاسَ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب من قرأ القرآن فليسأل الله به، رقم:٢٩١٧

১১. হযরত এমরান ইবনে হুসাইন (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি কুরআন মজীদ পাঠ করে তাহার জন্য উচিত যে, কুরআন দ্বারা আল্লাহ তায়ালার নিকট হইতেই চাহিবে। অতিসত্বর এমন লোক আসিবে যাহারা কুরআন মজীদ পাঠ করিবে এবং উহা দ্বারা লোকদের নিকট হইতে চাহিবে। (তিরমিযী)

١٢- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ، بَيْنَمَا هُوَ لَيْلَةً، يَقْرَأُ فِيْ مِرْبَدِهِ، إِذْ جَالَتْ فَرَسُهُ، فَقَرَأَ، ثُمَّ جَالَتْ أُخْرٰى، فَقَرَأَ، ثُمَّ جَالَتْ أَيْضًا، قَالَ أُسَيْدٌ: فَخَشِيْتُ أَنْ تَطَأَ يَحْيٰى، فَقُمْتُ إِلَيْهَا، فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فَوْقَ رَأْسِي، فِيْهَا أَمْثَالُ السُّرُجِ، عَرَجَتْ فِي الْجَوِّ حَتّٰى مَا أَرَاهَا، قَالَ: فَغَدَوْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! بَيْنَمَا أَنَا الْبَارِحَةَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ أَقْرَأُ فِيْ مِرْبَدِي، إِذْ جَالَتْ فَرَسِي، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اقْرَإِ ابْنَ حُضَيْرٍ! قَالَ: فَقَرَأْتُ، ثُمَّ جَالَتْ أَيْضًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اقْرَإِ ابْنَ حُضَيْرٍ! قَالَ: فَقَرَأْتُ، ثُمَّ جَالَتْ أَيْضًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اقْرَإِ ابْنَ حُضَيْرٍ! قَالَ: فَانْصَرَفْتُ، وَكَانَ يَحْيٰى قَرِيْبًا مِنْهَا، خَشِيْتُ أَنْ تَطَأَهُ، فَرَأَيْتُ مِثْلَ الظُّلَّةِ، فِيْهَا أَمْثَالُ السُّرُجِ، عَرَجَتْ فِي الْجَوِّ حَتّٰى مَا أَرَاهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ كَانَتْ تَسْتَمِعُ لَكَ، وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتْ يَرَاهَا النَّاسُ، مَا تَسْتَتِرُ مِنْهُمْ.

رواه مسلم، باب نزول السكينة لقراءة القرآن، رقم:١٨٥٩

১২. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন, হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর (রাযিঃ) এক রাত্রে আপন ঘরের ভিতর কুরআন মজীদ পড়িতেছিলেন। হঠাৎ তাহার ঘুড়ী লাফাইতে লাগিল। তিনি আরও

পড়িলেন, সেই ঘুড়ী আরও লাফাইতে লাগিল। তিনি যতই পড়েন ঘুড়ী ততই লাফাইতে থাকে। হযরত উসাইদ (রাযিঃ) বলেন, আমার আশংকা হইল যে, ঘুড়ী আমার ছেলে ইয়াহইয়াকে (যে সেখানে নিকটেই ছিল) পদাঘাতে শেষ করিয়া না দেয়। অতএব আমি ঘুড়ীর নিকট যাইয়া দাঁড়াইয়া গেলাম। এমন সময় দেখিলাম যে, আমার মাথার উপর মেঘের ন্যায় কোন জিনিস যাহার ভিতর চেরাগের ন্যায় উজ্জ্বল কিছু জিনিস রহিয়াছে। অতঃপর সেই মেঘের ন্যায় জিনিসটি শূন্যে উঠিয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে আমার দৃষ্টি হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল। আমি সকালবেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমি গত রাত্রে আপন ঘরের ভিতর কুরআন শরীফ পড়িতেছিলাম, হঠাৎ আমার ঘুড়ী লাফাইতে লাগিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, হে ইবনে হুযাইর, পড়িতে থাকিতে। তিনি আরজ করিলেন, আমি পড়িতেছিলাম তখন ঘুড়ী আবার লাফাইয়া উঠিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, হে ইবনে হুযাইর, পড়িতে থাকিতে। তিনি আরজ করিলেন, আমি পড়িতে থাকিলাম, তারপরও ঘুড়ী লাফাইতে থাকিল। তিনি এরশাদ করিলেন, হে ইবনে হুযাইর, পড়িতে থাকিতে। তিনি আরজ করিলেন, তারপর আমি উঠিয়া গেলাম, কারণ আমার ছেলে ইয়াহইয়া ঘুড়ীর নিকটেই ছিল। আমার আশংকা হইল যে, ঘুড়ী ইয়াহইয়াকে পদাঘাতে না শেষ করিয়া দেয়। এমন সময় দেখিলাম যে, মেঘের ন্যায় কোন জিনিস যাহার ভিতর চেরাগের ন্যায় উজ্জ্বল কিছু জিনিস রহিয়াছে। অতঃপর উহা শূন্যে উঠিয়া চলিয়া গেল। অবশেষে আমার দৃষ্টি হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তাহারা ফেরেশতা ছিল, তোমার কুরআন শুনিবার জন্য আসিয়াছিল। যদি তুমি সকাল পর্যন্ত পড়িতে থাকিতে তবে অন্যান্যরাও তাহাদিগকে দেখিতে পাইত। সেই ফেরেশতাগণ তাহাদের নিকট হইতে আত্মগোপন করিত না। (মুসলিম)

١٣- عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: جَلَسْتُ فِىْ عِصَابَةٍ مِنْ ضُعَفَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ، وَإِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَسْتَتِرُ بِبَعْضٍ مِنَ الْعُرْىِ، وَقَارِئٌ يَقْرَأُ عَلَيْنَا إِذْ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ عَلَيْنَا، فَلَمَّا قَامَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَكَتَ الْقَارِئُ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: مَا كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ؟ قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّهُ كَانَ قَارِئٌ لَنَا يَقْرَأُ عَلَيْنَا فَكُنَّا نَسْتَمِعُ إِلٰى كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى، قَالَ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ مِنْ أُمَّتِىْ مَنْ أُمِرْتُ أَنْ أَصْبِرَ نَفْسِىْ مَعَهُمْ قَالَ: فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَسْطَنَا لِيَعْدِلَ بِنَفْسِهِ فِيْنَا، ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ هٰكَذَا، فَتَحَلَّقُوا وَبَرَزَتْ وُجُوْهُهُمْ لَهُ قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَرَفَ مِنْهُمْ أَحَدًا غَيْرِىْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَبْشِرُوا يَا مَعْشَرَ صَعَالِيْكِ الْمُهَاجِرِيْنَ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَاءِ النَّاسِ بِنِصْفِ يَوْمٍ، وَذٰلِكَ خَمْسُ مِائَةِ سَنَةٍ. رواه أبوداؤد، باب في القصص، رقم:٣٦٦٦

১৩. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন, আমি গরীব মুহাজিরদের এক জামাতের সহিত বসিয়াছিলাম। (তাহাদের নিকট এত পরিমাণ কাপড়ও ছিল না যে, উহা দ্বারা সমস্ত শরীর ঢাকিবেন।) তাহারা একে অন্যের আড়াল গ্রহণ করিয়া বসিয়াছিলেন। আর একজন সাহাবী কুরআন শরীফ পড়িতেছিলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করিলেন এবং একেবারে আমাদের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনে তেলাওয়াতকারী সাহাবী চুপ হইয়া গেলেন। তিনি সালাম দিলেন। অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি করিতেছিলে। আমরা আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, একজন তেলাওয়াতকারী আমাদের সম্মুখে তেলাওয়াত করিতেছিল। আমরা আল্লাহর কিতাবের তেলাওয়াত মনোযোগ সহকারে শুনিতেছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক বানাইয়াছেন যে, তাহাদের সহিত আমাকে অবস্থান করিবার হুকুম দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝখানে বসিয়া গেলেন যাহাতে সকলের সহিত সমান দূরত্ব থাকে (কাহারো নিকটে, কাহারো হইতে দূরে না হয়)। অতঃপর সকলকে নিজের হাত মোবারক দ্বারা গোলাকার হইয়া বসিতে হুকুম করিলেন। সকলেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে মুখ করিয়া গোলাকার হইয়া বসিলেন।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন, আমি দেখিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মজলিসের লোকদের মধ্যে আমাকে ব্যতীত আর কাহাকেও চিনিলেন না। তিনি এরশাদ করিলেন, হে গরীব মুহাজিরদের জমাত, কেয়ামতের দিন তোমাদের জন্য পূর্ণ নূরের সুসংবাদ, আর এই সুসংবাদও যে, তোমরা ধনীদের অপেক্ষা অর্ধদিন পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আর এই অর্ধদিন পাঁচশত বৎসরের হইবে। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ)কে শুধু চিনিতে পারা অন্যাদেরকে চিনিতে না পারার কারণ হয়ত এই হইবে যে, রাতের অন্ধকার ছিল। আর হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) যেহেতু তাঁহার নিকটে ছিলেন, এই জন্য তিনি তাহাকে চিনিতে পারিয়াছেন।

(বজলুল মাজহুদ)

١٤- عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِىْ وَقَّاصٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ نَزَلَ بِحَزَن فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ فَابْكُوا، فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوا، وَتَغَنَّوا بِهِ فَمَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِهِ فَلَيْسَ مِنَّا. رواه ابن ماجه، باب في حسن الصوت بالقرآن، رقم:١٣٣٧

১৪. হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, এই কুরআনে করীম চিন্তা ও অস্থিরতা (পয়দা করার) জন্য নাযিল হইয়াছে। তোমরা যখন উহা পড় তখন কাঁদিও। যদি কান্না না আসে তবে ক্রন্দনকারীদের ন্যায় চেহারা বানাইও। আর কুরআন শরীফকে সুমিষ্ট আওয়াজে পড়িও। কারণ যে ব্যক্তি উহাকে সুমিষ্ট আওয়াজে না পড়ে সে আমাদের মধ্য হইতে নয়। অর্থাৎ––আমাদের পরিপূর্ণ অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত নয়। (ইবনে মাজাহ)

ফায়দা ঃ ওলামায়ে কেরাম এই হাদীসের অপর একটি অর্থ এই লিখিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি কুরআনে করীমের বরকতে লোকদের নিকট হইতে বেনেয়াজ অর্থাৎ অমুখাপেক্ষী না হয় সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

١٥- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَا أَذِنَ اللّٰهُ لِشَىْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ. رواه مسلم، باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن، رقم:١٨٤٥

১৫. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা কাহারো প্রতি এত মনোযোগ দেন না যত সেই নবীর আওয়াজকে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেন যিনি কুরআনে করীমকে সুমিষ্ট সুরে পড়েন। (মুসলিম)

١٦- عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيْدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا. رواه الحاكم ١/٥٧٥

১৬. হযরত বারা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন যে, সুন্দর আওয়াজের দ্বারা কুরআন শরীফকে সুসজ্জিত কর। কেননা সুন্দর আওয়াজ কুরআনে করীমের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়া দেয়। (মুসতাদরাকে হাকেম)

١٧- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب من قرأ القرآن فليسأل الله به، رقم:٢٩١٩

১৭. হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, সশব্দে কুরআনে করীম পাঠকারীর সওয়াব প্রকাশ্যে সদকাকারীর ন্যায়।

ফায়দা ঃ এই হাদীস শরীফের দ্বারা নিঃশব্দে পড়ার ফযীলত বুঝা যায়। ইহা এমন অবস্থায় যখন রিয়া হইবার ধারণা হয় যদি রিয়া হইবার ধারণা বা অন্যের কষ্ট হইবার আশংকা না হয় তবে অন্যান্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী উচ্চ আওয়াজে পড়া উত্তম। কারণ ইহা অন্যদের জন্য উৎসাহের কারণ হইবে। (শরহে তীবী)

١٨- عَنْ أَبِيْ مُوْسَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِأَبِيْ مُوْسَى: لَوْ رَأَيْتَنِيْ وَأَنَا أَسْتَمِعُ قِرَاءَتَكَ الْبَارِحَةَ لَقَدْ أُوْتِيْتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيْرِ آلِ دَاوُدَ. رواه مسلم، باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن، رقم:١٨٥٢

১৮. হযরত আবু মুসা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে এরশাদ করিয়াছেন, যদি তুমি আমাকে গত রাত্রে দেখিতে পাইতে যখন আমি তোমার কুরআন মনোযোগ সহকারে শুনিতেছিলাম (তবে নিশ্চয় আনন্দিত হইতে)। তুমি দাউদ আলাইহিস সালামের সুমিষ্ট সুর হইতে অংশ লাভ করিয়াছ। (মুসলিম)

١٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يُقَالُ يَعْنِيْ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَارْقَ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُ بِهَا. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب إن الذى ليس فى جوفه من القرآن۰۰۰۰، رقم:٢٩١٤

১৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, (কেয়ামতের দিন) কুরআন ওয়ালাকে বলা হইবে, কুরআন শরীফ পড়িতে থাক আর জান্নাতের মর্তবাসমূহে আরোহন করিতে থাক এবং থামিয়া থামিয়া পড়, যেমন তুমি দুনিয়াতে থামিয়া থামিয়া পড়িতে। তোমার স্থান সেখানেই হইবে যেখানে তোমার শেষ আয়াতের তেলাওয়াত খতম হইবে। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ কুরআন ওয়ালা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল হাফেজে কুরআন অথবা অত্যাধিক তেলাওয়াতকারী অথবা অর্থের প্রতি খেয়াল করিয়া কুরআনে করীমের উপর আমলকারী। (তীবী, মেরকাত)

٢٠- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيْهِ، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ، لَهُ أَجْرَانِ. رواه مسلم، باب فضل الماهر بالقرآن والذى يتتعتع فيه، رقم:١٨٦٢

২০. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সেই হাফেজে কুরআন যাহার ইয়াদও খুব ভাল এবং পড়েও সে ভাল করিয়া, কেয়ামতের দিন তাহার হাশর সেই সকল সম্মানিত ও অনুগত ফেরেশতাদের সহিত হইবে যাহারা লওহে মাহফুজ হইতে কুরআন শরীফকে নকল করেন। আর যে ব্যক্তি কুরআন শরীফকে ঠেকিয়া ঠেকিয়া পড়ে এবং কষ্ট করিয়া পড়ে তাহার জন্য দুইটি আজর বা সওয়াব রহিয়াছে। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ ঠেকিয়া ঠেকিয়া পাঠকারীর দ্বারা উদ্দেশ্য সেই হাফেজ যাহার কুরআন শরীফ ভাল ইয়াদ নাই, কিন্তু সে ইয়াদ করার চেষ্টায় লাগিয়া থাকে। এমনিভাবে সেই দেখিয়া পাঠকারীও হইতে পারে যে দেখিয়া পড়িতেও আটকিয়া যায়, কিন্তু সহীহভাবে পড়ার চেষ্টা করিতেছে। এরূপ ব্যক্তির জন্য দুইটি আজর বা সওয়াব রহিয়াছে। এক আজর তেলাওয়াত করার। দ্বিতীয় আজর বারবার ঠেকিয়া যাওয়ার দরুন কষ্ট সহ্য করার।

(তীবী, মেরকাত)

۲۱- عَنْ أَبِیْ هُرَيْرَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِیِّ ﷺ قَالَ: يَجِیْءُ صَاحِبُ الْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُ: يَا رَبِّ حَلِّهِ فَيُلْبَسُ تَاجُ الْكَرَامَةِ، ثُمَّ يَقُوْلُ: يَا رَبِّ زِدْهُ، فَيُلْبَسُ حُلَّةُ الْكَرَامَةِ، ثُمَّ يَقُوْلُ: يَا رَبِّ ارْضَ عَنْهُ، فَيَرْضٰى عَنْهُ فَيُقَالُ لَهُ: اقْرَأْ وَارْقَ وَيُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةً. رواه الترمذی وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب أن الذی ليس فی جوفه من القرآن كالبيت الخرب، رقم: ۲۹۱۵

২১. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদর করিয়াছেন, কুরআন ওয়ালা কেয়ামতের দিন (আল্লাহ তায়ালার দরবারে) আসিবে। কুরআন শরীফ আল্লাহ তায়ালার নিকট আরজ করিবে, এই ব্যক্তিকে পোশাক দান করুন। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে তাহাকে সম্মানের তাজ বা মুকুট পরানো হইবে। কুরআন শরীফ পুনরায় দরখাস্ত করিবে, হে আমার রব, আরো দান করুন। তখন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে তাহাকে সম্মানের পরিপূর্ণ পোশাক পরানো হইবে। সে আবার দরখাস্ত করিবে, হে আমার রব, এই ব্যক্তির প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া যান, তখন আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া যাইবেন। অতঃপর তাহাকে বলা হইবে, কুরআন শরীফ পড়িতে থাক, আর জান্নাতের মর্তবাসমূহে আরোহণ করিতে থাক এবং তাহার জন্য প্রত্যেক আয়াতের বিনিময়ে একটি করিয়া নেকী বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইবে। (তিরমিযী)

۲۲- عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِیِّ ﷺ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: إِنَّ الْقُرْآنَ يَلْقٰى صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِيْنَ يَنْشَقُّ عَنْهُ قَبْرُهُ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ فَيَقُوْلُ لَهُ: هَلْ تَعْرِفُنِیْ؟ فَيَقُوْلُ: مَا أَعْرِفُكَ، فَيَقُوْلُ لَهُ: هَلْ تَعْرِفُنِیْ؟ فَيَقُوْلُ: مَا أَعْرِفُكَ، فَيَقُوْلُ: أَنَا

صَاحِبُكَ الْقُرْآنُ الَّذِىْ اَظْمَأْتُكَ فِى الْهَوَاجِرِ وَاَسْهَرْتُ لَيْلَكَ، وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَتِهِ وَإِنَّكَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تِجَارَةٍ فَيُعْطَى الْمُلْكُ بِيَمِيْنِهِ وَالْخُلْدُ بِشِمَالِهِ وَيُوْضَعُ عَلٰى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ لَا يَقُوْمُ لَهُمَا أَهْلُ الدُّنْيَا فَيَقُوْلَانِ: بِمَ كُسِيْنَا هٰذِهِ؟ فَيُقَالُ: بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: اقْرَأْ وَاصْعَدْ فِىْ دَرَجَةِ الْجَنَّةِ وَغُرَفِهَا فَهُوَ فِىْ صُعُوْدٍ مَادَامَ يَقْرَأُ هَذًّا كَانَ أَوْ تَرْتِيْلًا. رواه أحمد، الفتح الربانى١٨/٦٩

২২. হযরত বুরাইদাহ (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, কেয়ামতের দিন যখন কুরআন ওয়ালা আপন কবর হইতে বাহির হইবে তখন কুরআন তাহার সহিত এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করিবে যেমন দুর্বলতার দরুন মানুষের রং বিবর্ণ হইয়া যায় এবং কুরআন পাঠকারীকে জিজ্ঞাসা করিবে, তুমি কি আমাকে চিনিতে পার? সে বলিবে, আমি তোমাকে চিনি না। কুরআন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিবে, তুমি কি আমাকে চিনিতে পার? সে বলিবে, আমি তোমাকে চিনি না। কুরআন বলিবে, আমি তোমার সঙ্গী—সেই কুরআন, যে তোমাকে কঠিন গরমের দ্বিপ্রহরে তৃষ্ণার্ত রাখিয়াছি এবং রাত্রে জাগাইয়াছি। (অর্থাৎ কুরআনের হুকুমের উপর আমল করার কারণে তুমি দিনে রোযা রাখিয়াছ এবং রাত্রে কুরআনের তেলাওয়াত করিয়াছ।) প্রত্যেক ব্যবসায়ী আপন ব্যবসার দ্বারা লাভ হাসিল করিতে চায়। আজ তুমি আপন ব্যবসার দ্বারা সর্বাপেক্ষা অধিক লাভ হাসিল করিবে। অতঃপর কুরআন ওয়ালাকে ডান হাতে বাদশাহী দেওয়া হইবে। আর বাম হাতে (জান্নাতে) চিরস্থায়ী থাকার পরওয়ানা দেওয়া হইবে। তাহার মাথায় সম্মানের তাজ রাখা হইবে এবং তাহার পিতামাতাকে এমন দুই জোড়া পোশাক পরিধান করানো হইবে দুনিয়াবাসী যাহার মূল্য ধার্য করিতে পারে না। পিতামাতা বলিবেন, আমাদিগকে এই জোড়া পোশাক কি কারণে পরিধান করানো হইয়াছে। তাহাদিগকে বলা হইবে, তোমাদের সন্তানের কুরআন হেফজ করার কারণে। অতঃপর কুরআন ওয়ালাকে বলা হইবে, কুরআন পড়িতে থাক, আর জান্নাতের মর্তবা ও বালাখানাসমূহে আরোহণ করিতে থাক। অতএব যতক্ষণ কুরআন পড়িতে থাকিবে—চাই সে দ্রুত পড়ুক, চাই সে থামিয়া থামিয়া পড়ুক, সে (জান্নাতের মর্তবা ও বালাখানাসমূহে) আরোহণ করিতে

থাকিবে। (মুসনাদে আহমাদ, ফাতহে রাব্বানী)

ফায়দা ঃ কুরআনে করীমের দুর্বলতার দরুন রং বিবর্ণ মানুষের ন্যায় কুরআন ওয়ালার সম্মুখে আসা প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং কুরআন ওয়ালার প্রতিচ্ছবি। কারণ সে রাত্রে কুরআনে করীমের তেলাওয়াত এবং দিনের বেলা উহার হুকুমসমূহের উপর আমল করিয়া নিজেকে এরূপ দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছিল। (ইনজাহুল হাজাত)

٢٣- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ا: إِنَّ لِلّٰهِ أَهْلِيْنَ مِنَ النَّاسِ قَالُوا: مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: أَهْلُ الْقُرْآنِ هُمْ أَهْلُ اللّٰهِ وَخَاصَّتُهُ. رواه الحاكم، وقال الذهبي: روى من ثلاثة أوجه عن أنس هذا أجودها ١/٥٥٦

২৩. হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার এমন কিছু লোক আছেন যেমন কাহারো ঘরের বিশেষ লোক হইয়া থাকে। সাহাবা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, তাহারা কাহারা? এরশাদ করিলেন, কুরআন শরীফ ওয়ালারা। তাহারা আল্লাহ তায়ালার ঘরওয়ালা এবং তাঁহার বিশেষ লোক। (মুসতাদরাকে হাকেম)

٢٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ الَّذِيْ لَيْسَ فِيْ جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب أن الذى ليس فى جوفه من القرآن ....، رقم:٢٩١٣

২৪. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যাহার অন্তরে কুরআনে করীমের কোন অংশই রক্ষিত নাই উহা জনশূন্য ঘরের ন্যায়। অর্থাৎ যেমন ঘরের সৌন্দর্য ও আবাদী বসবাসকারীদের দ্বারা হইয়া থাকে তেমনি মানুষের অন্তরের সৌন্দর্য ও আবাদী কুরআনে করীমকে ইয়াদ করার দ্বারা হয়। (তিরমিযী)

٢٥- عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَا مِنِ امْرِئٍ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثُمَّ يَنْسَاهُ إِلَّا لَقِيَ اللّٰهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَجْذَمَ.

رواه أبو داود، باب التشديد فيمن حفظ القرآن ....، رقم:١٤٧٤

২৫. হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ পড়িয়া ভুলিয়া যায় সে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার নিকট এমন অবস্থায় আসিবে যে, কুষ্ঠ রোগের দরুন তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঝরিয়া গিয়া থাকিবে। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ কুরআনকে ভুলিয়া যাওয়ার কয়েকটি অর্থ করা হইয়াছে। এক এই যে, দেখিয়াও পড়িতে পারে না। দ্বিতীয় এই যে, মুখস্ত পড়িতে পারে না। তৃতীয় এই যে, উহার তেলাওয়াতে গাফলতী করে। চতুর্থ এই যে, কুরআনের হুকুমসমূহ জানার পর উহার উপর আমল করে না।

(বজলুল মাজহুদ, শরহে সুনানে আবি দাউদ–আইনী)

٢٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِيْ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ. رواه أبوداؤد، باب تحزيب القرآن، رقم:١٣٩٤

২৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কুরআনে করীমকে তিন দিনের কমে খতম করনেওয়ালা ভালভাবে বুঝিতে পারে না। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদ সাধারণ লোকদের জন্য। নতুবা কোন কোন সাহাবা (রাযিঃ) সম্পর্কে তিন দিনের কম সময়ে খতম করাও প্রমাণিত আছে। (শরহে তীবী)

٢٧- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ قَرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء فى فضل سورة الكهف، رقم:٢٨٨٦

২৭. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে সূরা কাহাফের প্রথম তিন আয়াত পড়িয়া লইয়াছে তাহাকে দাজ্জালের ফেতনা হইতে বাঁচাইয়া লওয়া হইয়াছে। (তিরমিযী)

٢٨- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وفى رواية: **مِنْ آخِرِ الْكَهْفِ.** رواه مسلم، باب فضل سورة الكهف وآية الكرسى، رقم:١٨٨٣

২৮. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াত ইয়াদ করিয়া লইয়াছে সে দাজ্জালের ফেতনা হইতে নিরাপদ হইয়া গিয়াছে। এক রেওয়ায়াতে সূরা কাহাফের শেষ দশ আয়াত ইয়াদ করার কথা উল্লেখ আছে। (মুসলিম)

٢٩ - عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ قَرَأَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ سُوْرَةِ الْكَهْفِ فَإِنَّهُ عِصْمَةٌ لَهُ مِنَ الدَّجَّالِ. رواه النسائى

فى عمل اليوم والليلة، رقم:٩٤٨ قال المحقق: هذا الإسناد رجاله ثقات

২৯. হযরত সওবান (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের শেষ দশ আয়াত পড়িয়া লয়, এই পড়া তাহার জন্য দাজ্জালের ফেতনা হইতে পরিত্রাণ হইবে। (আমলুল ইয়াওমে ওল্লাইলাহ)

٣٠ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَهُوَ مَعْصُوْمٌ إِلٰى ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ فِتْنَةٍ، وَإِنْ خَرَجَ الدَّجَّالُ عُصِمَ مِنْهُ. التفسير لابن كثير عن المختارة للحافظ الضياء المقدسى

৩০. হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি জুমুআর দিন সূরা কাহাফ পড়িয়া লয় সে আট দিন পর্যন্ত—অর্থাৎ আগামী জুমুআ পর্যন্ত সর্বপ্রকার ফেতনা হইতে নিরাপদ থাকিবে। আর যদি এই সময়ের মধ্যে দাজ্জাল বাহির হইয়া আসে তবে সে তাহার ফেতনা হইতেও নিরাপদ থাকিবে।

(তফসীরে ইবনে কাসীর)

٣١ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ فِيْهَا آيَةٌ سَيِّدَةُ آيِ الْقُرْآنِ لَا تُقْرَأُ فِيْ بَيْتٍ وَفِيْهِ شَيْطَانٌ إِلَّا خَرَجَ مِنْهُ، آيَةُ الْكُرْسِيِّ. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد، الترغيب

৩১. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সূরা বাকারার মধ্যে একটি আয়াত রহিয়াছে যাহা কুরআন শরীফের সমস্ত আয়াতের সর্দার। সেই আয়াত যখনই কোন ঘরে পড়া হয়, আর সেখানে শয়তান থাকে তবে তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া যায়,—উহা আয়াতুল কুরসী।

(মুসতাদরাকে হাকেম, তারগীব)

٣٢ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: وَكَّلَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِحِفْظِ زَكٰوةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِيْ آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ وَقُلْتُ: لَأَرْفَعَنَّكَ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، قَالَ: إِنِّيْ مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ وَلِيَ حَاجَةٌ شَدِيْدَةٌ، قَالَ: فَخَلَّيْتُ عَنْهُ، فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا فَعَلَ أَسِيْرُكَ الْبَارِحَةَ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيْدَةً وَعِيَالًا فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ، قَالَ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُوْدُ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُوْدُ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ: "إِنَّهُ سَيَعُوْدُ" فَرَصَدْتُهُ، فَجَعَلَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ: لَأَرْفَعَنَّكَ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، قَالَ: دَعْنِيْ فَإِنِّيْ مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ، لَا أَعُوْدُ، فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ، فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! مَا فَعَلَ أَسِيْرُكَ؟ قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، شَكَا حَاجَةً شَدِيْدَةً وَعِيَالًا فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ، قَالَ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُوْدُ، فَرَصَدْتُهُ الثَّالِثَةَ فَجَعَلَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ، فَقُلْتُ: لَأَرْفَعَنَّكَ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهٰذَا آخِرُ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ أَنَّكَ تَزْعُمُ لَا تَعُوْدُ ثُمَّ تَعُوْدُ، قَالَ: دَعْنِيْ أُعَلِّمْكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللّٰهُ بِهَا، قُلْتُ: مَا هُنَّ؟ قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلٰى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ "اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ" (البقرة:٢٥٥) حَتّٰى تَخْتِمَ الْآيَةَ، فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللّٰهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتّٰى تُصْبِحَ، فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ، فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَا فَعَلَ أَسِيْرُكَ الْبَارِحَةَ؟ قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِيْ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِيَ اللّٰهُ بِهَا فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ، قَالَ: مَا هِيَ؟ قُلْتُ: قَالَ لِيْ: إِذَا أَوَيْتَ إِلٰى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتّٰى تَخْتِمَ الْآيَةَ "اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ" وَقَالَ لِيْ: لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللّٰهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتّٰى تُصْبِحَ، وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ

صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوْبٌ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُذْ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: ذَاكَ شَيْطَانٌ. رواه البخارى، باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا . . . . ، رقم:٢٣١١

وفى رواية الترمذى عَنْ أَبِىْ أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اقْرَأْهَا فِى بَيْتِكَ فَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ وَلَا غَيْرُهُ. رقم:٢٨٨٠

৩২. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদকায়ে ফেতরের দেখাশুনা করার জন্য আমাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এক ব্যক্তি আসিল এবং উভয় হাত ভরিয়া শস্য লইতে লাগিল। আমি তাহাকে ধরিয়া ফেলিলাম এবং বলিলাম, আমি তোমাকে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে লইয়া যাইব। সে বলিল, আমি একজন গরীব লোক, আমার উপর আমার পরিবার পরিজনের বোঝা রহিয়াছে এবং আমি অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত। হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম। সকালবেলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, আবু হোরায়রা, তোমার কয়েদী গত রাত্রে কি করিয়াছে। (আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে এই ঘটনার সংবাদ দিয়া দিয়াছিলেন।) আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, সে তাহার অত্যন্ত অভাবগ্রস্ততা ও পরিবার পরিজনের বোঝার অভিযোগ করিল। এই কারণে তাহার প্রতি আমার দয়া হইল এবং তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম। তিনি বলিলেন, সাবধানে থাকিও। সে তোমার সহিত মিথ্যা বলিয়াছে, সে আবার আসিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদের কারণে আমার দৃঢ়বিশ্বাস হইয়া গেল যে, সে আবার আসিবে। সুতরাং আমি তাহার অপেক্ষায় রহিলাম। (সে আসিল এবং) দুই হাতে শস্য ভরিতে লাগিল। আমি তাহাকে ধরিয়া বলিলাম, তোমাকে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লইয়া যাইব। সে বলিল, আমাকে ছাড়িয়া দিন, আমি অভাবগ্রস্ত, আমার উপর আমার পরিবার পরিজনের বোঝা রহিয়াছে। আগামীতে আর আসিব না। আমার তাহার প্রতি দয়া হইল এবং তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম। সকালবেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, আবু হোরায়রা! তোমার কয়েদীর কি হইল? আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে তাহার কঠিন প্রয়োজন ও পরিবার পরিজনের বোঝার অভিযোগ করিল, এইজন্য তাহার প্রতি আমার দয়া হইল এবং তাহাকে

ছাড়িয়া দিলাম। তিনি এরশাদ করিলেন, সাবধানে থাকিও। সে মিথ্যা বলিয়াছে, আবার আসিবে। সুতরাং আমি আবার তাকে রহিলাম। সে (আসিল এবং) উভয় হাতে শস্য ভরিতে লাগিল। আমি তাহাকে ধরিয়া বলিলাম, আমি অবশ্যই তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লইয়া যাইব। এই তৃতীয় বার এবং শেষ সুযোগ। তুমি বলিয়াছিলে, আগামীতে আসিবে না, কিন্তু আবার আসিয়াছ। সে বলিল, আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি তোমাকে এমন কিছু কলেমা শিখাইয়া দিব যাহা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তোমার উপকার করিবেন। আমি বলিলাম, সেই কলেমাগুলি কি? সে বলিল, যখন তুমি নিজের বিছানায় ঘুমাইতে যাও তখন আয়াতুল কুরসী পড়িয়া লইও। তোমার জন্য আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে একজন হেফাজতকারী নিযুক্ত থাকিবে এবং সকাল পর্যন্ত কোন শয়তান তোমার নিকট আসিবে না। সকালবেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, তোমার কয়েদীর কি হইল? আমি আরজ করিলাম, সে বলিয়াছিল যে, আমাকে এমন কয়েকটি কলেমা শিখাইয়া দিবে যাহা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা আমার উপকার করিবেন। অতএব আমি তাহাকে এইবারও ছাড়িয়া দিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সেই কলেমাগুলি কি ছিল? আমি বলিলাম, সে এই বলিয়া গিয়াছে যে, যখন তুমি বিছানায় ঘুমাইতে যাও তখন আয়াতুল কুরসী পড়িয়া লইও। তোমার জন্য আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে একজন হেফাজতকারী নিযুক্ত থাকিবে এবং সকাল পর্যন্ত কোন শয়তান তোমার নিকট আসিবে না। বর্ণনাকারী বলেন, সাহাবা (রাযিঃ) নেক কাজের প্রতি অত্যন্ত লালায়িত ছিলেন। (এইজন্য শেষবার নেককাজের কথা শুনিয়া ছাড়িয়া দিলেন।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, মনোযোগ সহকারে শুন! যদিও সে মিথ্যাবাদী, কিন্তু তোমার সহিত সত্য কথা বলিয়া গিয়াছে। হে আবু হোরায়রা! তুমি কি জান, তিন রাত্র যাবৎ তুমি কাহার সহিত কথা বলিতেছিলে? আমি বলিলাম, না। তিনি এরশাদ করিলেন, সে শয়তান ছিল। (এইভাবে ধোকা দিয়া সদকার মাল কমাইয়া দিতে আসিয়াছিল।)

(বোখারী)

হযরত আবু আইউব আনসারী (রাযিঃ)এর রেওয়ায়াতে আছে যে, শয়তান এই বলিল যে, তুমি নিজের ঘরে আয়াতুল কুরসী পড়িও, তোমার নিকট কোন শয়তান, জ্বিন ইত্যাদি আসিবে না। (তিরমিযী)

٣٣- عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ! أَتَدْرِىْ أَىُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟ قَالَ: قُلْتُ: اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ! أَتَدْرِىْ أَىُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟ قَالَ: قُلْتُ: "اَللّٰهُ لَآ إِلٰـهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ" قَالَ: فَضَرَبَ فِىْ صَدْرِىْ وَقَالَ: وَاللّٰهِ! لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ.

رواه مسلم، باب فضل سورة الكهف وآية الكرسى، رقم:١٨٨٥، وفى رواية:

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ إِنَّ لَهَا لِسَانًا وَشَفَتَيْنِ تُقَدِّسُ الْمَلِكَ عِنْدَ سَاقِ الْعَرْشِ. قُلْتُ: هو فى الصحيح بإختصار رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٧/٣٩

৩৩. হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এরশাদ করিয়াছেন, হে আবুল মুনযির! ইহা হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাযিঃ)এর উপনাম। তোমার জানা আছে কি, তোমার নিকট কিতাবুল্লার সর্বাপেক্ষা মর্যাদাসম্পন্ন আয়াত কোন্‌টি? আমি আরজ করিলাম, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলই সর্বাপেক্ষা বেশী জানেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করিলেন, আবুল মুনিযর! তোমার জানা আছে কি, কিতাবুল্লার সর্বাপেক্ষা মর্যাদাসম্পন্ন আয়াত তোমার নিকট কোন্‌টি? আমি আরজ করিলাম اَللّٰهُ لَآ اِلٰـهَ اِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ (আয়াতুল কুরসী)। তিনি আমার সিনার উপর হাত মারিলেন (যেন এইরূপ উত্তরের কারণে শাবাশ দিলেন) এবং এরশাদ করিলেন, হে আবুল মুনযির! তোমার জন্য এলেম মোবারক হউক। (মুসলিম)

এক রেওয়ায়াতে আয়াতুল কুরসী সম্পর্কে এরশাদ করিয়াছেন, সেই পাক যাতের কসম, যাহার হাতে আমার প্রাণ, এই আয়াতের একটি জিহ্বা ও দুইটি ঠোঁট রহিয়াছে, ইহা আরশের পায়ার নিকট আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করে। (মুসনাদে আহমাদ, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٣٤- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ، وَفِيْهَا آيَةٌ هِيَ سَيِّدَةُ آيِ الْقُرْآنِ هِيَ آيَةُ الْكُرْسِيِّ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث غريب، باب ما جاء فى سورة البقرة وآية الكرسى، رقم:٢٨٧٨

৩৪. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, প্রত্যেক জিনিসের একটি চূড়া হয় (যাহা সবার উপরে ও সর্বোচ্চে থাকে)। কুরআনে করীমের চূড়া হইল সূরা বাকারাহ। উহাতে একটি আয়াত এমন আছে যাহা কুরআন শরীফের সমস্ত আয়াতের সর্দার,—আর তাহা আয়াতুল কুরসী। (তিরমিযী)

٣٥ - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِأَلْفَىْ عَامٍ، أَنْزَلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ خَتَمَ بِهِمَا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ، وَلَا يُقْرَآنِ فِىْ دَارٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَيَقْرَبُهَا شَيْطَانٌ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء فى آخر سورة البقرة، رقم:٢٨٨٢

৩৫. হযরত নো'মান ইবনে বশীর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আসমান ও জমিন সৃষ্টির দুই হাজার বৎসর পূর্বে আল্লাহ তায়ালা একটি কিতাব লিখিয়াছেন। উক্ত কিতাব হইতে দুইটি আয়াত নাযিল করিয়াছেন যাহার উপর আল্লাহ তায়ালা সূরা বাকারাহ শেষ করিয়াছেন। এই আয়াত দ্বয় একাধারে তিন রাত্র যে ঘরে পড়া হয়, শয়তান উহার নিকটেও আসে না। (তিরমিযী)

٣٦ - عَنْ أَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ قَرَأَ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِىْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء فى آخر سورة البقرة،

৩৬. হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন রাত্রে সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পড়িয়া লইবে তবে এই দুই আয়াত তাহার জন্য যথেষ্ট হইয়া যাইবে। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ দুই আয়াতের যথেষ্ট হওয়ার দুই অর্থ—এক এই যে, উহার পাঠকারী সেই রাত্রে সকল খারাবী হইতে নিরাপদ থাকিবে। দ্বিতীয় এই যে, এই দুই আয়াত তাহাজ্জুদের স্থলে হইয়া যাইবে। (নাভাভী)

٣٧- عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ وَتَمِيْمِ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ فِيْ لَيْلَةٍ كُتِبَ لَهُ قِنْطَارٌ، وَالْقِنْطَارُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا. (الحديث) رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه: اسماعيل بن عياش ولكنه من روايته عن الشاميين وهي مقبولة، مجمع الزوائد ٢/ ٥٤٧

৩৭. হযরত ফাযালা ইবনে ওবায়েদ ও হযরত তামীম দারী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন রাত্রে দশ আয়াত তেলাওয়াত করে তাহার জন্য এক কিন্‌তার লেখা হয়। আর এক কিনতার দুনিয়া ও দুনিয়াতে যাহা কিছু আছে সমুদয় বস্তু হইতে উত্তম।

(তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٣٨ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ فِيْ لَيْلَةٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي ١/ ٥٥٥

৩৮. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি রাত্রে দশ আয়াত তেলাওয়াত করিবে সে উক্ত রাত্রে আল্লাহ তায়ালার এবাদত হইতে গাফেল লোকদের মধ্যে গণ্য হইবে না। (মুসতাদরাকে হাকেম)

٣٩ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ قَرَأَ فِيْ لَيْلَةٍ مِائَةَ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِيْنَ. (وهو بعض الحديث) رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ١/ ٣٠٨

৩৯. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি রাত্রে একশত আয়াত তেলাওয়াত করিবে সে উক্ত রাত্রে এবাদতকারীদের মধ্যে গণ্য হইয়া যাইবে। (মুসতাদরাকে হাকেম)

٤٠- عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنِّيْ لَأَعْرِفُ أَصْوَاتَ رُفْقَةِ الْأَشْعَرِيِّيْنَ بِالْقُرْآنِ حِيْنَ يَدْخُلُوْنَ بِاللَّيْلِ، وَأَعْرِفُ مَنَازِلَهُمْ مِنْ أَصْوَاتِهِمْ بِالْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ، وَإِنْ كُنْتُ لَمْ أَرَ

এলেম ও যিকির

مَنَازِلَهُمْ حِيْنَ نَزَلُوا بِالنَّهَارِ . (الحديث) رواه مسلم، باب من فضائل الأشعريين رضي الله عنهم، رقم:٦٤٠٧

৪০. হযরত আবু মুসা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আশআর কওমের সফরসঙ্গীরা যখন আপন কাজকর্ম হইতে ফিরিয়া নিজ নিজ অবস্থান স্থলে কুরআন শরীফ পড়ে তখন আমি তাহাদের কুরআনে করীম পড়ার আওয়াজকে চিনিতে পারি। আর রাত্রে তাহাদের কুরআন মজীদ পড়ার আওয়াজ দ্বারা তাহাদের অবস্থানস্থল সম্পর্কেও জানিতে পারি। যদিও আমি তাহাদিগকে দিনের বেলা তাহাদের অবস্থানস্থলে অবতরণ করিতে দেখি নাই। (মুসলিম)

٤١ - عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عنهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ خَشِيَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَسْتَيْقِظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ مِنْ أَوَّلِهِ، وَمَنْ طَمِعَ مِنْكُمْ أَنْ يَقُوْمَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُوْرَةٌ، وَهِيَ أَفْضَلُ. رواه الترمذي، باب ما جاء في كراهية النوم قبل الوتر، رقم:٤٥٥

৪১. হযরত জাবের (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যাহার এই আশংকা হয় যে, সে রাত্রের শেষাংশে উঠিতে পারিবে না, তাহার জন্য প্রথম রাত্রে (ঘুমাইবার পূর্বে) বিতর পড়িয়া লওয়া চাই। আর যাহার রাত্রের শেষাংশে উঠিবার আশা হয় তাহার জন্য শেষ রাত্রে বিতর পড়া চাই। কেননা রাত্রের শেষাংশে কুরআনে করীমের তেলাওয়াতের সময় ফেরেশতাগণ উপস্থিত হন এবং ঐ সময়েই তেলাওয়াত করা উত্তম। (তিরমিযী)

٤٢ - عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَأْخُذُ مَضْجَعَهُ يَقْرَأُ سُوْرَةً مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ إِلَّا وَكَّلَ اللّٰهُ مَلَكًا فَلَا يَقْرَبُهُ شَيْءٌ يُؤْذِيْهِ حَتّٰى يَهُبَّ مَتٰى هَبَّ. رواه الترمذي، كتاب الدعوات، رقم:٣٤٠٧

৪২. হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে কোন মুসলমান বিছানায় যাওয়ার পর কুরআনে করীমের যে কোন সূরা পড়িয়া লয়

আল্লাহ তায়ালা তাহার হেফাজতের জন্য একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করিয়া দেন। অতঃপর যখনই সে ঘুম হইতে জাগ্রত হউক না কেন তাহার জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত কোন কষ্টদায়ক জিনিস তাহার নিকট আসিতে পারে না। (তিরমিযী)

٤٣ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أُعْطِيْتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ وَأُعْطِيْتُ مَكَانَ الزَّبُوْرِ الْمِئِيْنَ وَأُعْطِيْتُ مَكَانَ الْإِنْجِيْلِ الْمَثَانِي وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ. رواه أحمد ٤/١٠٧

৪৩. হযরত ওয়াসেলা ইবনে আসকা' (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমাকে তাওরাতের পরিবর্তে কুরআনে করীমের প্রথম সাতটি সূরা এবং যাবুরের পরিবর্তে 'মিঈন'—অর্থাৎ উক্ত সাত সূরার পরবর্তী এগারটি সূরা এবং ইঞ্জিলের পরিবর্তে 'মাছানী'—অর্থাৎ উক্ত এগার সূরার পরবর্তী বিশটি সূরা দেওয়া হইয়াছে। আর উহার পর হইতে কুরআনের শেষ পর্যন্ত মুফাসসাল সূরাগুলি আমাকে বিশেষভাবে দান করা হইয়াছে। (মুসনাদে আহমাদ)

٤٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَا جِبْرِيْلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، سَمِعَ نَقِيْضًا مِنْ فَوْقِهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: هٰذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ، لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ، فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ فَقَالَ: هٰذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ، فَسَلَّمَ وَقَالَ: أَبْشِرْ بِنُوْرَيْنِ أُوْتِيْتَهُمَا، لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ، فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيْمُ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلَّا أُعْطِيْتَهُ. رواه مسلم، باب فضل الفاتحة . . . . . ، رقم:١٨٧٧

৪৪. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একবার জিবরাঈল আলাইহিস সালাম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসিয়াছিলেন, এমন সময় আসমান হইতে কড় কড় আওয়াজ শুনা গেল। তিনি মাথা উঠাইলেন এবং বলিলেন, আসমানের একটি দরজা খুলিল যাহা আজকের পূর্বে কখনও খুলে নাই। এই দরজা দিয়া একজন ফেরেশতা অবতরণ করিয়াছেন। এই ফেরেশতা আজকের পূর্বে কোনদিন জমিনে আসেন নাই। সেই ফেরেশতা খেদমতে উপস্থিত হইয়া সালাম করিলেন এবং আরজ করিলেন, সুসংবাদ হউক, আপনাকে দুইটি নূর দেওয়া হইয়াছে যাহা আপনার পূর্বে কোন নবীকে দেওয়া হয়

নাই। একটি সূরা ফাতেহা, দ্বিতীয়টি সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত। আপনি উহা হইতে যে কোন বাক্য পড়িবেন তাহা আপনাকে দেওয়া হইবে। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ যদি প্রশংসামূলক বাক্য হয়, তবে প্রশংসা করার সওয়াব পাইবেন, আর যদি দোয়ার বাক্য হয় তবে দোয়া কবুল করা হইবে।

٤٥ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ: شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ. رواه الدارمى ٢/٥٣٨

৪৫. হযরত আবদুল মালিক ইবনে ওমায়ের (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সূরা ফাতেহার মধ্যে সমস্ত রোগের শেফা (আরোগ্য) রহিয়াছে। (দারামী)

٤٦ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ: آمِيْنَ، وَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ فِى السَّمَاءِ: آمِيْنَ، فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرىٰ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. رواه البخارى، باب فضل التامين، رقم: ٧٨١

৪৬. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন তোমাদের কেহ (সূরা ফাতেহার শেষে) আমীন বলে, তৎক্ষণাৎ আসমানে ফেরেশতাগণ আমীন বলেন। যদি ঐ ব্যক্তির আমীন ফেরেশতাদের আমীনের সহিত মিলিয়া যায় তবে তাহার পিছনের সমস্ত গুনাহ মাফ হইয়া যায়। (বোখারী)

٤٧- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: لَا تَجْعَلُوا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِىْ تُقْرَأُ فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ. رواه مسلم، باب استحباب صلاة النافلة فى بيته .....، رقم: ١٨٢٤

৪৭. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিজেদের ঘরগুলিকে কবরস্থান বানাইও না, অর্থাৎ ঘরগুলিকে আল্লাহ তায়ালার যিকিরের দ্বারা আবাদ রাখ। যে ঘরে সূরা বাকারাহ পড়া হয় সে ঘর হইতে শয়তান পালাইয়া যায়। (মুসলিম)

٤٨- عَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ

يَقُوْلُ: اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِأَصْحَابِهِ، اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ: الْبَقَرَةَ وَسُوْرَةَ آلِ عِمْرَانَ، فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ، تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، اقْرَءُوا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ، فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلَا يَسْتَطِيْعُهَا الْبَطَلَةُ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: بَلَغَنِيْ أَنَّ الْبَطَلَةَ السَّحَرَةُ. رواه مسلم، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، رقم:١٨٧٤

৪৮. হযরত আবু উমামাহ বাহেলী (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, কুরআন মজীদ পড়, কেননা, কেয়ামতের দিন উহা আপন পাঠকারীর জন্য সুপারিশকারী হইয়া আসিবে। সূরা বাকারাহ ও সূরা আলে এমরান দুইটি উজ্জ্বল সূরা (বিশেষভাবে) পড়, কেননা এই দুই সূরা কেয়ামতের দিন আপন পাঠকারীকে নিজ ছত্রছায়ায় লইয়া এমনভাবে আসিবে যেমন মেঘের দুইটি টুকরা হয় অথবা দুইটি শামিয়ানা হয় অথবা সারিবদ্ধ দুইটি পাখীর ঝাঁক হয়। ইহারা উভয়ে আপন পাঠকারীর জন্য সুপারিশ করিবে। আর বিশেষভাবে সূরা বাকারাহ পড়। কেননা উহা পাঠ করা, ইয়াদ করা এবং বুঝা বরকতের কারণ হয় এবং উহা ছাড়িয়া দেওয়া আফসোসের কারণ হয়। আর এই দুই সূরা দ্বারা বাতেল লোকেরা ফায়েদা উঠাইতে পারে না।

মুআবিয়া ইবনে সালাম (রহঃ) বলেন, আমার নিকট এই সংবাদ পৌছিয়াছে যে, বাতেল লোকদের দ্বারা উদ্দেশ্য হইল জাদুকর। অর্থাৎ সূরা বাকারাহ তেলাওয়াতে অভ্যস্ত ব্যক্তির উপর কোন জাদুকরের জাদু চলিবে না। (মুসলিম)

٤٩- عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: الْبَقَرَةُ سَنَامُ الْقُرْآنِ وَذُرْوَتُهُ، نَزَلَ مَعَ كُلِّ آيَةٍ مِّنْهَا ثَمَانُوْنَ مَلَكًا، وَاسْتُخْرِجَتْ "اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ" مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ، فَوُصِلَتْ بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ، وَ"يٰسٓ" قَلْبُ الْقُرْآنِ لَا يَقْرَأُهَا رَجُلٌ يُرِيْدُ اللّٰهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى ـ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ وَاقْرَؤُوْهَا عَلٰى مَوْتَاكُمْ. رواه أحمد ٥/٢٦

৪৯. হযরত মা'কেল ইবনে ইয়াসার (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কুরআনে করীমের চূড়া অর্থাৎ সর্বোচ্চ অংশ হইল সূরা বাকারাহ। উহার প্রত্যেকের

সহিত আশিজন ফেরেশতা অবতরণ করিয়াছেন এবং আয়াতুল কুরসী আরশের নীচ হইতে বাহির করা হইয়াছে। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার বিশেষ খাজানা হইতে নাযিল হইয়াছে। অতঃপর উহাকে সূরা বাকারার সহিত মিলাইয়া দেওয়া হইয়াছে,—অর্থাৎ উহার মধ্যে শামিল করা হইয়াছে। সূরা ইয়াসীন কুরআনে করীমের দিল। যে ব্যক্তি উহাকে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন ও আখেরাতের নিয়তে পড়িবে অবশ্যই তাহার মাগফিরাত করিয়া দেওয়া হইবে। অতএব এই সূরাকে নিজেদের মরণাপন্ন লোকদের নিকট পাঠ কর (যেন রূহ বাহির হইতে সহজ হয়)। (মুসনাদে আহমাদ)

ফায়দা ঃ হাদীস শরীফে সূরা বাকারাকে কুরআনে করীমের চূড়া সম্ভবতঃ এইজন্য বলা হইয়াছে যে, ইসলামের বুনিয়াদী উসূল, আকীদাসমূহ ও শরীয়তের হুকুমসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা যেরূপ সূরা বাকারাতে করা হইয়া এই পরিমাণ ও এরূপ কুরআনে করীমের আর কোন সূরায় করা হয় নাই। (মাআরিফে হাদীস)

৫০- عَنْ أَبِیْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِیِّ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْكَهْفِ كَمَا أُنْزِلَتْ كَانَتْ لَهُ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ مَقَامِهٖ إِلٰى مَكَّةَ وَمَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِهَا ثُمَّ خَرَجَ الدَّجَّالُ لَمْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ. (الحديث) رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي ١/٥٦٤

৫০. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহাফ অক্ষরসমূহের সঠিক উচ্চারণের সহিত এমনভাবে পাঠ করিয়াছে যেমনভাবে উহা নাযিল করা হইয়াছে, তবে এই সূরা উহার পাঠকারীর জন্য কেয়ামতের দিন তাহার বসবাসের স্থান হইতে মক্কা মুকাররমা পর্যন্ত নূর হইয়া যাইবে। যে ব্যক্তি এই সূরার শেষ দশ আয়াত তেলাওয়াত করিল, তারপর দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটিল, তাহার উপর দাজ্জালের কোন শক্তি কার্যকর হইবে না। (মুসতাদরাকে হাকেম)

৫১- عَنْ جَابِرٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِیَّ ﷺ كَانَ لَا يَنَامُ حَتّٰى يَقْرَأَ الٓمّٓ تَنْزِيْلُ، وَتَبَارَكَ الَّذِیْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ. رواه الترمذى، باب ما جاء فى فضل سورة الملك، رقم:٢٨٩٢

৫১. হযরত জাবের (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ততক্ষণ পর্যন্ত ঘুমাইতেন না যতক্ষণ পর্যন্ত সূরা আলিফ লাম মীম সেজদাহ (যাহা একুশ পারায় রহিয়াছে) এবং 'তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুলক' না পড়িয়া লইতেন। (তিরমিযী)

٥٢- عَنْ جُنْدُبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ قَرَأَ يٰسٓ فِىْ لَيْلَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ غُفِرَ لَهُ. رواه ابن حبان، قال المحقق: رجاله ثقات٦/٣١٢

৫২. হযরত জুন্দুব (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য কোন রাত্রে সূরা ইয়াসীন পড়ে তাহার মাগফিরাত করিয়া দেওয়া হয়। (ইবনে হিব্বান)

٥٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ قَرَأَ الْوَاقِعَةَ كُلَّ لَيْلَةٍ لَمْ يَفْتَقِرْ. رواه البيهقى فى شعب الإيمان٢/٤٩١

৫৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি প্রতি রাত্রে সূরা ওয়াকেয়া পড়িবে তাহার উপর অভাব আসিবে না। (বাইহাকী)

٥٤- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ سُوْرَةً مِنَ الْقُرْآنِ ثَلَاثُوْنَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتّٰى غُفِرَ لَهُ وَهِىَ سُوْرَةُ تَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن، باب ما جاء فى فضل سورة الملك، رقم:٢٨٩١

৫৪. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কুরআনে করীমে ত্রিশ আয়াতের এমন একটি সূরা রহিয়াছে যে উহা আপন পাঠকারীর জন্য সুপারিশ করিতে থাকে যতক্ষণ না তাহাদের মাগফিরাত করিয়া দেওয়া হয়—উহা সূরা তাবারাকাল্লাযী। (তিরমিযী)

٥٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: ضَرَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ خِبَاءَهُ عَلٰى قَبْرٍ وَهُوَ لَا يَحْسَبُ أَنَّهُ قَبْرٌ، فَإِذَا فِيْهِ قَبْرُ

إِنْسَان يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْمُلْكِ حَتّٰى خَتَمَهَا، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنِّيْ ضَرَبْتُ خِبَائِيْ وَأَنَا لَا أَحْسَبُ أَنَّهُ قَبْرٌ فَإِذَا فِيْهِ إِنْسَانٌ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْمُلْكِ حَتّٰى خَتَمَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: هِيَ الْمَانِعَةُ، هِيَ الْمُنْجِيَةُ تُنْجِيْهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. رواه الترمذي وقال: هذا

حديث حسن غريب، باب ما جاء في فضل سورة الملك، رقم: ٢٨٩٠

৫৫. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, কোন এক সাহাবী (রাযিঃ) একটি কবরের উপর তাঁবু টানাইলেন। তাহার জানা ছিল না যে, সেখানে কবর রহিয়াছে। হঠাৎ সেখানে কাহাকেও সূরা তাবারাকাল্লাযী পাঠ করিতে শুনিলেন। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া আরজ করিলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি এক জায়গায় তাঁবু লাগাইয়াছিলাম। আমার জানা ছিল না যে, সেখানে কবর রহিয়াছে। হঠাৎ আমি সেখানে কাহাকেও সূরা তাবারাকাল্লাযী শেষ পর্যন্ত পড়িতে শুনিলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, এই সূরা আল্লাহ তায়ালার আযাবকে বাধাদানকারী এবং কবরের আযাব হইতে নাজাতদানকারী।

(তিরমিযী)

٥٦- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: يُؤْتَى الرَّجُلُ فِيْ قَبْرِهِ، فَتُؤْتٰى رِجْلَاهُ، فَتَقُوْلُ رِجْلَاهُ لَيْسَ لَكُمْ عَلٰى مَا قِبَلِيْ سَبِيْلٌ، كَانَ يَقُوْمُ يَقْرَأُ بِيْ سُوْرَةَ الْمُلْكِ، ثُمَّ يُؤْتٰى مِنْ قِبَلِ صَدْرِهِ أَوْ قَالَ بَطْنِهِ فَيَقُوْلُ لَيْسَ لَكُمْ عَلٰى مَا قِبَلِيْ سَبِيْلٌ، كَانَ يَقْرَأُ بِيْ سُوْرَةَ الْمُلْكِ، ثُمَّ يُؤْتٰى رَأْسُهُ فَيَقُوْلُ لَيْسَ لَكُمْ عَلٰى مَا قِبَلِيْ سَبِيْلٌ، كَانَ يَقْرَأُ بِيْ سُوْرَةَ الْمُلْكِ، فَهِيَ الْمَانِعَةُ تَمْنَعُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَهِيَ فِي التَّوْرَاةِ سُوْرَةُ الْمُلْكِ، مَنْ قَرَأَهَا فِيْ لَيْلَةٍ فَقَدْ أَكْثَرَ وَأَطْنَبَ. رواه الحاكم

وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٢/٤٩٨

৫৬. হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, কবরে মানুষের নিকট পায়ের দিক হইতে আযাব আসে তখন তাহার পা বলে আমার দিক হইতে আসার কোন রাস্তা নেই, কেননা এই ব্যক্তি সূরা মুল্‌ক পাঠ করিত। অতঃপর আযাব সিনা অথবা পেটের দিক হইতে আসে তখন সিনা অথবা পেট বলে, আমার দিক হইতে তোমার আসার কোন রাস্তা নাই, কেননা এই ব্যক্তি সূরা মুল্‌ক পাঠ করিত। অতঃপর আযাব মাথার দিক হইতে

আসে তখন মাথা বলে, তোমার জন্য আমার দিক হইতে কোন রাস্তা নাই, কেননা এই ব্যক্তি সূরা মুল্‌ক পাঠ করিত। (হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন,) এই সূরা কবরের আযাবকে বাধা প্রদানকারী। তাওরাতে ইহার নাম সূরা মুল্‌ক। যে ব্যক্তি কোন রাত্রে উহা পাঠ করিল সে অনেক বেশী সওয়াব উপার্জন করিল। (মুসতাদরাকে হাকেম)

٥٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأْيُ عَيْنٍ فَلْيَقْرَأْ: "إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ" وَ"إِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ" وَ"إِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ". رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ومن سورة "إذا الشمس كورت"، رقم:٣٣٣٣

৫৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যাহার এই আগ্রহ হয় যে, কেয়ামতের দৃশ্য যেন নিজের চোখে দেখিয়া লইবে তাহার উচিত সূরা اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ، اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ পড়া। (কেননা এই সূরাগুলিতে কেয়ামতের বর্ণনা রহিয়াছে।) (তিরমিযী)

٥٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِذَا زُلْزِلَتْ تَعْدِلُ نِصْفَ الْقُرْآنِ، وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، وَقُلْ يٰٓأَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ تَعْدِلُ رُبُعَ الْقُرْآنِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب ما جاء في إذا زلزلت، رقم:٢٨٩٤

৫৮. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সূরা اِذَا زُلْزِلَتْ অর্ধেক কুরআনের সমান। সূরা قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান এবং সূরা قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ কুরআনের এক চতুর্থাংশের সমান। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ কুরআনে করীমের মধ্যে মানুষের দুনিয়া ও আখেরাতের যিন্দেগী বর্ণনা করা হইয়াছে। আর সূরা اِذَا زُلْزِلَتْ এর মধ্যে আখেরাতের যিন্দেগী হৃদয়স্পর্শীভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এইজন্য উহা অর্ধেক কুরআনের সমান। সূরা قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ কে কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান এইজন্য বলিয়াছেন যে, কুরআনে করীমে মৌলিক পর্যায়ে তিন প্রকারের

বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। —ঘটনাবলী, হুকুম আহকাম, তওহীদ। قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ সূরায় অত্যন্ত উত্তম উপায়ে তওহীদের বর্ণনা করা হইয়াছে। সূরা قُلْ يَاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ কুরআনের চতুর্থাংশের সমান এইভাবে যে, যদি কুরআনে করীমের মধ্যে তওহীদ, নবুওত, আহকাম ও ঘটনাবলী—এই চারটি বিষয় ধরা হয় তবে এই সূরায় তওহীদের অতি উচ্চমানের বর্ণনা রহিয়াছে।

কোন কোন ওলামায়ে কেরামের মতে এই সূরাগুলি কুরআনে করীমের অর্ধেক, তৃতীয়াংশ ও চতুর্থাংশের সমান হওয়ার অর্থ এই যে, এই সূরাগুলি তেলাওয়াতের দ্বারা কুরআনে করীমের অর্ধেক, তৃতীয়াংশ ও চতুর্থাংশ তেলাওয়াতের সমান সওয়াব পাওয়া যাইবে। (মাজাহিরে হক)

৫৯ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَلَا يَسْتَطِيْعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ أَلْفَ آيَةٍ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ، قَالُوْا: وَمَنْ يَسْتَطِيْعُ ذٰلِكَ، قَالَ: أَمَا يَسْتَطِيْعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ.

رواه الحاكم وقال: رواة هذا الحديث كلهم ثقات وعقبة هذا غير مشهور ووافقه الذهبي ١/٥٦٧

৫৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের কেহ কি ইহার শক্তি রাখে না যে, প্রত্যহ কুরআন শরীফের এক হাজার আয়াত পড়িয়া লইবে। সাহাবা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, কাহার এই শক্তি আছে যে, প্রত্যহ একহাজার আয়াত পড়িবে? এরশাদ করিলেন, তোমাদের কেহ কি এইটুকু করিতে পারে না যে, أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ পড়িয়া লইবে? (কারণ ইহার সওয়াব এক হাজার আয়াতের সমান।)

(মুসতাদরাকে হাকেম)

-٦٠ عَنْ نَوْفَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِنَوْفَلٍ: اقْرَأْ "قُلْ يَاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ" ثُمَّ نَمْ عَلٰى خَاتِمَتِهَا فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ. رواه أبو داؤد، باب ما يقول عند النوم، رقم:٥٠٥٥

৬০. হযরত নওফল (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এরশাদ করিয়াছেন, সূরা قُلْ يَاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ পড়ার পর কাহারো সহিত কথা না বলিয়া ঘুমাইয়া পড়িও। কারণ এই সূরায় শিরকের সহিত নিঃসম্পর্কের স্বীকারোক্তি রহিয়াছে। (আবু দাউদ)

٦١- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ: هَلْ تَزَوَّجْتَ يَا فُلَانُ؟ قَالَ: لَا، وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَا عِنْدِيْ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ قَالَ: أَلَيْسَ مَعَكَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ؟ قَالَ: بَلٰى، قَالَ: ثُلُثُ الْقُرْآنِ، قَالَ: أَلَيْسَ مَعَكَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ؟ قَالَ: بَلٰى، قَالَ: رُبُعُ الْقُرْآنِ، قَالَ: أَلَيْسَ مَعَكَ قُلْ يٰٓأَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ؟ قَالَ: بَلٰى، قَالَ: رُبُعُ الْقُرْآنِ، قَالَ: أَلَيْسَ مَعَكَ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ؟ قَالَ: بَلٰى، قَالَ: رُبُعُ الْقُرْآنِ، قَالَ: تَزَوَّجْ تَزَوَّجْ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ما جاء في إذا زلزلت، رقم:٢٨٩٥

৬১. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন সাহাবা (রাযিঃ)দের মধ্য হইতে কোন এক সাহাবী (রাযিঃ)কে বলিয়াছেন, হে অমুক, তুমি কি বিবাহ করিয়াছ? তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, বিবাহ করি নাই, আর না আমার নিকট এই পরিমাণ মালসম্পদ আছে যে, বিবাহ করিতে পারি। অর্থাৎ আমি গরীব মানুষ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি সূরা এখলাস মুখস্ত নাই? আরজ করিলেন, জ্বি, মুখস্ত আছে। এরশাদ করিলেন, ইহা (সওয়াব হিসাবে) কুরআনের এক তৃতীয়াংশ (এর সমান)। জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি সূরা إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ মুখস্ত নাই? আরজ করিলেন, জ্বি মুখস্ত আছে। এরশাদ করিলেন, ইহা (সওয়াব হিসাবে) কুরআনের চতুর্থাংশ (এর সমান)। জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি قُلْ يٰٓأَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ মুখস্ত নাই? আরজ করিলেন, জ্বি মুখস্ত আছে? এরশাদ করিলেন, ইহা (সওয়াব হিসাবে) কুরআনের এক চতুর্থাংশ (এর সমান)। জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি সূরা إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ মুখস্ত নাই? আরজ করিলেন, জ্বি মুখস্ত আছে। এরশাদ করিলেন, ইহা (সওয়াব হিসাবে) কুরআনের এক চতুর্থাংশ (এর সমান)। বিবাহ করিয়া লও, বিবাহ করিয়া লও। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদের উদ্দেশ্য এই যে, তোমার যখন এই সকল সূরা মুখস্ত রহিয়াছে, তবে তুমি গরীব নও, বরং তুমি ধনী। অতএব তোমার বিবাহ করা উচিত।

(আরেযাতুল আহওয়াযী)

٦٢ - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: أَقْبَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: وَجَبَتْ، فَسَأَلْتُهُ: مَاذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: الْجَنَّةُ، قَالَ أَبُوْهُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ: فَأَرَدْتُ أَنْ أَذْهَبَ إِلَى الرَّجُلِ فَأُبَشِّرُهُ ثُمَّ فَرِقْتُ أَنْ يَفُوْتَنِى الْغَدَآءُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَآثَرْتُ الْغَدَآءَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ فَوَجَدْتُهُ قَدْ ذَهَبَ. رواه الإمام مالك، ماجاء فى قراءة قل هو الله أحد ص١٩٣

৬২. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। তিনি এক ব্যক্তিকে قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ পড়িতে শুনিয়া এরশাদ করিলেন, ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, কি ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে? এরশাদ করিলেন, জান্নাত ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে। হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, আমি চাহিলাম সেই ব্যক্তিকে যাইয়া এই সুসংবাদ শুনাইয়া দিব, আবার আশংকা হইল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত দুপুরের খাওয়া ছুটিয়া না যায়। অতএব আমি খাওয়াকে অগ্রাধিকার দিলাম। (কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত খাওয়া সৌভাগের বিষয়।) তারপর সেই ব্যক্তির উদ্দেশ্যে যাইয়া দেখিলাম, সে চলিয়া গিয়াছে। (মালেক)

٦٣ - عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِىْ لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ؟ قَالُوْا: وَكَيْفَ يَقْرَأُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ "قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ" يَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ. رواه مسلم، باب فضل قراءة قل هو الله أحد، رقم:١٨٨٦

৬৩. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের কেহ কি এই বিষয়ে অক্ষম যে, এক রাত্রে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পড়িয়া লইবে? সাহাবা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, কেহ এক রাত্রে কুরআনের একতৃতীয়াংশ কি করিয়া পড়িতে পারে? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ কোরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান। (মুসলিম)

٦٤- عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ قَرَأَ "قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ" حَتّٰى يَخْتِمَهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ بَنَى اللّٰهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: إِذًا أَسْتَكْثِرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اَللّٰهُ أَكْثَرُ وَأَطْيَبُ. رواه أحمد ٣/٤٣٧

৬৪. হযরত মুআয ইবনে আনাস জুহানী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি দশবার সূরা قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ পড়িবে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য জান্নাতে একটি মহল বানাইয়া দিবেন। হযরত ওমর (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, তবে তো আমি অনেক বেশী পরিমাণে পড়িব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আল্লাহ তায়ালাও অনেক বেশী ও বহু উত্তম সওয়াব দানকারী। (মুসনাদে আহমাদ)

٦٥- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا عَلٰى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِ فَيَخْتِمُ بِـ "قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ" فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: سَلُوْهُ لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذٰلِكَ؟ فَسَأَلُوْهُ فَقَالَ: لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمٰنِ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَخْبِرُوْهُ أَنَّ اللّٰهَ يُحِبُّهُ. رواه البخاري، باب ما جاء في دعاء النبي ﷺ ..... ، رقم:٧٣٧٥

৬৫. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে লশকরের আমীর বানাইয়া পাঠাইলেন। সে নিজের সাথীদের নামায পড়াইত এবং (যে কোন সূরা পড়িত, উহার সহিত) শেষে قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ পড়িত। তাহারা যখন ফিরিয়া আসিলেন তখন তাহারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই বিষয়ে আলোচনা করিলেন। তিনি এরশাদ করিলেন, তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, সে এরূপ কেন করিত? লোকেরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর দিল যে, এই সূরায় যেহেতু রহমানের গুণাবলীর বর্ণনা রহিয়াছে সেহেতু আমি উহা অধিক পরিমাণে পড়িতে ভালবাসি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তাহাকে বলিয়া দাও যে, আল্লাহ তায়ালাও তাহাকে ভালবাসেন। (বোখারী)

٦٦- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيْهِمَا فَقَرَأَ فِيْهِمَا: ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ﴾، وَ﴿قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾، وَ﴿قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَفْعَلُ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. رواه أبوداؤد،

باب ما يقول عند النوم، رقم:٥٠٥٦

৬৬. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল যে, রাত্রে যখন ঘুমাইবার জন্য শয়ন করিতেন তখন উভয় হাতকে মিলাইতেন এবং قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ও قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ পড়িয়া হাতের উপর ফু দিতেন। অতঃপর যে পর্যন্ত তাঁহার হাত মোবারক পৌঁছিতে পারে উহা শরীর মোবারকের উপর বুলাইতেন। প্রথমে মাথা এবং চেহারা এবং শরীরের সামনের অংশে বুলাইতেন। এই আমল তিনবার করিতেন। (আবু দাউদ)

٦٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خُبَيْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: قُلْ، فَلَمْ اَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: قُلْ، فَلَمْ اَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: قُلْ، فَقُلْتُ: مَا أَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ، حِيْنَ تُمْسِيْ وَحِيْنَ تُصْبِحُ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، تَكْفِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. رواه أبوداؤد، باب ما يقول إذا أصبح، رقم:٥٠٨٢

৬৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে খুবাইব (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, বল। আমি চুপ রহিলাম। পুনরায় বলিলেন, বল। আমি চুপ রহিলাম। আবার বলিলেন, বল। আমি আরজ করিলাম, কি বলিব? এরশাদ করিলেন, সকাল বিকাল তিনবার قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ، قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ পড়িয়া লইও। এই সূরাগুলি প্রত্যেক (কষ্টদায়ক) জিনিস হইতে তোমার হেফাজত করিবে। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ কোন কোন ওলামায়ে কেরামের মতে হাদীস শরীফের উদ্দেশ্য এই যে, যাহারা বেশী পড়িতে না পারে তাহারা যদি কমসেকম সকাল বিকাল এই তিনটি সূরা পড়িয়া লয় তবে ইনশাআল্লাহ যথেষ্ট হইবে।

(শরহে তীবী)

٦٨- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: يَاعُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ! إِنَّكَ لَنْ تَقْرَأَ سُوْرَةً أَحَبَّ إِلَى اللّٰهِ، وَلَا أَبْلَغَ عِنْدَهُ، مِنْ أَنْ تَقْرَأَ " قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ" فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَفُوْتَكَ فِيْ صَلَاةٍ فَافْعَلْ. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده قوى ٥/١٥٠

৬৮. হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, হে ওকবা ইবনে আমের, তুমি আল্লাহ তায়ালার নিকট قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ অপেক্ষা অধিক প্রিয় এবং অধিক দ্রুত কবুল হওয়ার মত আর কোন সূরা পড়িতে পার না। অতএব তুমি যথাসম্ভব নামাযে এই সূরা পড়িতে ছাড়িও না। (ইবনে হিব্বান)

٦٩- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَلَمْ تَرَ آيَاتٍ أُنْزِلَتِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ؟ "قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ". رواه مسلم، باب فضل قراءة المعوذتين، رقم: ١٨٩١

৬৯. হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমার কি জানা নাই যে, আজ রাত্রে আমার উপর যে আয়াতসমূহ নাযিল হইয়াছে (উহা এরূপ নজীরবিহীন যে,) উহার ন্যায় আয়াত আর দেখা যায় নাই। উহা সূরা قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ও قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ। (মুসলিম)

٧٠- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَسِيْرُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ الْجُحْفَةِ وَالْأَبْوَاءِ إِذْ غَشِيَتْنَا رِيْحٌ وَظُلْمَةٌ شَدِيْدَةٌ، فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ بِـ"أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ" وَ"أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ" وَهُوَ يَقُوْلُ: يَا عُقْبَةُ! تَعَوَّذْ بِهِمَا، فَمَا تَعَوَّذَ مُتَعَوِّذٌ بِمِثْلِهِمَا قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَؤُمُّنَا بِهِمَا فِي الصَّلٰوةِ. رواه أبوداؤد، باب في المعوذتين، رقم: ١٤٦٣

৭০. হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাযিঃ) বলেন, আমি এক সফরে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত জুহফা ও আবওয়া নামক স্থানের মাঝামাঝি চলিতেছিলেন। হঠাৎ তুফান ও কঠিন অন্ধকার আমাদেরকে ঘিরিয়া ফেলিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ও قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ পড়িয়া আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় চাহিতে লাগিলেন এবং আমাকে বলিতে লাগিলেন, তুমিও এই দুই সূরা পড়িয়া আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় লও। কোন আশ্রয় গ্রহণকারী এই সূরার ন্যায় কোন জিনিসের দ্বারা আশ্রয় গ্রহণ করে নাই। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় গ্রহণ করিতে এমন কোন দোয়া নাই যাহা এই দুই সূরার সমতুল্য হইতে পারে। ইহা এই দুই সূরার অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য। হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইমামতীর সময় এই দুই সূরা পড়িতে শুনিয়াছি। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ জুহফা ও আবওয়া মক্কা ও মদীনার পথে দুইটি প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। (বজলুল মাজহুদ)

٧١- عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْكِلَابِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: يُؤْتٰى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ الَّذِيْنَ كَانُوا يَعْمَلُوْنَ بِهٖ، تَقْدُمُهُ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانَ. (الحديث) رواه مسلم،

باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، رقم:١٨٧٦

৭১. হযরত নাওয়াস ইবনে সামআন কেলাবী (রাযিঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, কেয়ামতের দিন কুরআন মজীদকে আনা হইবে এবং ঐ সমস্ত লোকদেরকেও আনা হইবে যাহারা উহার উপর আমল করিত। সূরা বাকারাহ ও সূরা আলে এমরান (যাহা কুরআনের প্রথম দুইটি সূরা) সবার আগে আগে থাকিবে। (মুসলিম)

॥ ॥ ॥

আল্লাহ তায়ালার যিকিরের ফাযায়েল

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: ﴿فَاذْكُرُوْنِىْٓ اَذْكُرْكُمْ﴾ [البقرة:١٥٢]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—তোমরা আমাকে স্মরণ রাখ আমি তোমাদিগকে স্মরণ রাখিব।

অর্থাৎ দুনিয়া ও আখেরাতে আমার দান ও এহসান তোমাদের সঙ্গে থাকিবে। (বাকারাহ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا﴾ [المزمل:٨]

আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিয়াছেন,—আপনি আপনার রবের নাম স্মরণ করিতে থাকুন এবং সর্বদিক হইতে নিঃসম্পর্ক হইয়া তাঁহারই দিকে মনোযোগী হইয়া থাকুন। (মুযযাম্মিল)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ﴾ [الرعد:٢٨]

এক জায়গায় এরশাদ করিয়াছেন,—ভাল করিয়া বুঝিয়া লও, আল্লাহ তায়ালার যিকিরের দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্ত হইয়া থাকে। (রা'দ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ﴾ [العنكبوت:٤٥]

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে,—এবং আল্লাহ তায়ালার যিকির অনেক বড় জিনিস। (আনকাবুত)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ﴾ [آل عمران:١٩١]

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে,—জ্ঞানবান লোক তাহারাই যাহারা দাঁড়াইয়া, বসিয়া, শয়ন করিয়া—সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করিয়া থাকে। (আলে এমরান)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا﴾ [البقرة:٢٠٠]

অপর জায়গায় এরশাদ হইয়াছে,—তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে এমনভাবে স্মরণ কর যেমনভাবে তোমরা নিজেদের বাপদাদাকে স্মরণ কর, বরং আল্লাহ তায়ালার যিকির উহা অপেক্ষা বেশী করিয়া কর। (বাকারাহ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِىْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ﴾ [الأعراف:٢٠٥]

আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিয়াছেন,—এবং সকাল সন্ধ্যা মনে মনে, বিনয়, ভয় ও নিম্নস্বরে কুরআনে করীম পড়িয়া অথবা তসবীহ পড়ার মাধ্যমে আপন রবকে স্মরণ করিতে থাকুন এবং গাফেল থাকিবে না। (আ'রাফ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَمَا تَكُوْنُ فِىْ شَاْنٍ وَّمَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَّلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ﴾ [يونس:٦١]

আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিয়াছেন,—আর আপনি যে অবস্থায়ই থাকুন অথবা কুরআন হইতে যাহা কিছু পাঠ করুন অথবা তোমরা যে কান কাজ কর, আমরা তোমাদের সামনে থাকি যখন তোমরা সেই কাজে মশগুল হও। (ইউনুস)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ☆ الَّذِىْ يَرٰكَ حِيْنَ تَقُوْمُ☆ وَتَقَلُّبَكَ فِى السّٰجِدِيْنَ☆ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ﴾ [الشعراء:٢١٧-٢٢٠]

আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিয়াছেন,—আর আপনি সেই সর্বক্ষমতাবান দয়াময়ের উপর ভরসা রাখুন, যিনি আপনাকে ঐ সময়ও দেখেন যখন আপনি তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হন এবং ঐ সময়ও আপনার উঠাবসাকে দেখেন যখন আপনি নামাযীদের সহিত থাকেন, নিঃসন্দেহে তিনি অতিশয় শ্রবণকারী ও অতিশয় জ্ঞানী। (শুআরা)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ [الحديد:٤]

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে,—এবং আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সহিত আছেন, তোমরা যেখানেই থাক। (হাদীদ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ﴾ [الزخرف:٣٦]

অপর এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে,—আর যে আল্লাহ তায়ালার স্মরণ হইতে গাফেল হয় আমরা তাহার উপর একটি শয়তান বলবৎ করিয়া দেই, অতঃপর সে সর্বদা তাহার সহিত থাকে। (যুখরুফ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿فَلَوْلَآ اَنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ☆ لَلَبِثَ فِيْ بَطْنِهٖٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ﴾ [الصافات:١٤٣، ١٤٤]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—যদি ইউনুস আলাইহিস সালাম মাছের পেটেও এবং মাছের পেটে যাওয়ার পূর্বেও অধিক পরিমাণে আল্লাহ তায়ালার তসবীহ পাঠকারী না হইতেন তবে কেয়ামত পর্যন্ত মাছের পেট হইতে বাহির হওয়া ভাগ্যে জুটিত না।

(অর্থাৎ মাছের খাদ্যে পরিণত হইয়া যাইতেন। মাছের পেটে ইউনুস আলাইহিস সালামের তসবীহ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ছিল।) (সাফ্ফাত)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ﴾ [الروم:١٧]

অপর এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে,—অতএব সর্বদা আল্লাহ তায়ালার তসবীহ পাঠ কর, বিশেষ করিয়া সন্ধ্যার সময় ও সকালবেলা। (রোম)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا☆ وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا﴾ [الأحزاب:٤١، ٤٢]

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে, হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ তায়ালাকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর এবং সকাল সন্ধ্যা তাঁহার পবিত্রতা বর্ণনা কর। (আহযাব)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا﴾ [الأحزاب:٥٦]

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে,—নিশ্চয় আল্লহ তায়ালা এবং তাঁহার ফেরেশতাগণ নবীর উপর রহমত প্রেরণ করেন, হে ঈমানদারগণ, তোমরাও তাঁহার উপর দরূদ পাঠাইতে থাক এবং অধিক পরিমাণে সালাম পাঠাইতে থাক।

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা আপন নবীকে নিজের বিশেষ রহমত দান করেন এবং এই বিশেষ রহমত প্রেরণের জন্য ফেরেশতাগণ আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করেন। অতএব, মুসলমানগণ, তোমরাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য বিশেষ রহমত নাযিল হওয়ার দোয়া করিতে থাক এবং তাঁহার উপর অধিক পরিমাণে সালাম পাঠাইতে থাক। (আহযাব)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ۖ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۖ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۞ اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ وَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ﴾ [آل عمران:١٣٥،١٣٦]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—তাকওয়া ওয়ালাদের গুণাবলী হইতে একটি এই যে, তাহারা যখন প্রকাশ্যে কোন নির্লজ্জ কাজ করিয়া বসে অথবা আর কোন অন্যায় কাজ করিয়া বিশেষভাবে নিজের ক্ষতি করিয়া বসে তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তায়ালার আজমত ও আযাবকে স্মরণ করে, অতঃপর আপন গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিয়া যায়। আর প্রকৃত কথাও ইহাই যে, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কে গুনাহ মাফ করিতে প্যারে? আর তাহারা অন্যায় কাজের উপর হঠকারিতা করে না এবং তাহারা একীন রাখে (যে, তওবা দ্বারা গুনাহ মাফ হইয়া যায়)। ইহারাই ঐ সমস্ত লোক যাহাদের পুরস্কার হইবে তাহাদের রবের পক্ষ হইতে ক্ষমা এবং এরূপ উদ্যান যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত রহিয়াছে। তাহারা ঐ সকল উদ্যানে অনন্তকাল অবস্থান করিবে এবং আমলকারীদের জন্য কতই না উত্তম প্রতিদান। (আলে এমরান)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ﴾ [الأنفال:٣٣]

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে,—এবং আল্লাহ তায়ালার ইহা শানই নয় যে, লোকেরা ক্ষমা প্রার্থনা করিবে আর তিনি তাহাদিগকে আযাব দিবেন। (আনফাল)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْآ اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ﴾

[النحل:١١٩]

আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিয়াছেন,—অতঃপর নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক ঐ সকল লোকদের জন্য যাহারা মূর্খতাবশতঃ মন্দ কাজ করিয়া ফেলিয়াছে আবার উহার পরে তওবা করিয়াছে এবং নিজেদের আমল সংশোধন করিয়াছে, নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক ঐ তওবার পরে অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (নাহাল)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿لَوْلَا تَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ﴾ [النمل:٤٦]

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে,—তোমরা আল্লাহ তায়ালার নিকট কেন ক্ষমা প্রার্থনা কর না, যেন তোমাদের উপর দয়া করা হয়। (নামল)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَتُوْبُوْآ اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ﴾ [النور:٣١]

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে,—হে ঈমানদারগণ, তোমরা সকলে আল্লাহ তায়ালার নিকট তওবা করে, যেন তোমরা কল্যাণ লাভ কর। (নূর)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْآ اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا﴾

[التحريم:٨]

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে,—হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ তায়ালার নিকট খাঁটি দিলে তওবা কর (যেন দিলের ভিতর সেই গুনাহের খেয়াল পর্যন্ত না থাকে)। (তাহরীম)

হাদীস শরীফ

٧٢- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ عَمَلًا أَنْجٰى لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى، قِيْلَ: وَلَا الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ؟ قَالَ: وَلَا الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ إِلَّا أَنْ يَضْرِبَ بِسَيْفِهِ حَتّٰى يَنْقَطِعَ. رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط ورجالهما رجال الصحيح، مجمع الزوائد ١٠/٧١

৭২. হযরত জাবের (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালার যিকির অপেক্ষা মানুষের আর কোন আমল কবরের আযাব হইতে অধিক নাজাতদানকারী নাই। আরজ করা হইল, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদও নয় কি? তিনি এরশাদ করিলেন, জেহাদও আল্লাহ তায়ালার যিকির অপেক্ষা আল্লাহ তায়ালার আযাব হইতে অধিক নাজাতদানকারী নয়। তবে কেহ যদি এরূপ বীরত্বের সহিত জেহাদ করে যে, তরবারী চালাইতে চালাইতে উহা ভাঙ্গিয়া যায় তবে এই আমলও যিকিরের ন্যায় আযাব হইতে রক্ষাকারী হইতে পারে। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٧٣- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِيْ، فَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِيْ نَفْسِيْ، وَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِيْ مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِيْ يَمْشِيْ أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً. رواه البخارى، باب قول الله تعالى ويحذركم الله نفسه٦/٢٦٩٤طبع دار ابن كثير بيروت

৭৩. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি বান্দার সহিত ঐরূপ ব্যবহার করি যেরূপ সে আমার প্রতি ধারণা পোষণ করে। যখন সে আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তাহার সঙ্গে থাকি। যদি সে আমাকে আপন মনে স্মরণ করে তবে আমিও তাহাকে আপন মনে স্মরণ করি। আর যদি সে মজলিসে আমার স্মরণ করে তবে আমি সেই মজলিস

হইতে উত্তম অর্থাৎ ফেরেশতাদের মজলিসে তাহার আলোচনা করি। যদি বান্দা আমার প্রতি এক বিঘত অগ্রসর হয় তবে আমি একহাত তাহার প্রতি অগ্রসর হই। যদি সে আমার প্রতি এক হাত অগ্রসর হয় তবে আমি তাহার প্রতি দুই হাত অগ্রসর হই। যদি সে আমার প্রতি হাঁটিয়া আসে তবে আমি তাহার প্রতি দৌড়াইয়া আসি। (বোখারী)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ যে ব্যক্তি নেক আমল দ্বারা যত বেশী আমার নৈকট্য হাসিল করে, আমি উহা অপেক্ষা বেশী আপন রহমত ও সাহায্য সহ তাহার প্রতি অগ্রসর হই।

٧٤- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُوْلُ: أَنَا مَعَ عَبْدِىْ إِذَا هُوَ ذَكَرَنِىْ وَتَحَرَّكَتْ بِىْ شَفَتَاهُ. رواه ابن ماجه، باب فضل الذكر، رقم:٣٧٩٢

৭৪. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার এরশাদ, যখন আমার বান্দা আমাকে স্মরণ করে এবং তাহার ঠোঁট আমার স্মরণে নড়াচড়া করিতে থাকে তখন আমি তাহার সঙ্গে থাকি। (ইবনে মাজাহ)

٧٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَأَخْبِرْنِىْ بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ، قَالَ: لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء فى فضل الذكر، رقم:٣٣٧٥

৭৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুসর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক সাহাবী আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, শরীয়তের হুকুম তো অনেক রহিয়াছে (যাহার উপর আমল করা জরুরী, কিন্তু) আমাকে এমন কোন আমল বলিয়া দিন যাহা আমি নিজের অযীফা বানাইয়া লইব। তিনি এরশাদ করিলেন, তোমার জিহ্বা যেন সর্বদা আল্লাহ তায়ালার যিকিরে সিক্ত থাকে। (তিরমিযী)

٧٦- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: آخِرُ كَلِمَةٍ فَارَقْتُ عَلَيْهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَخْبِرْنِىْ بِأَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ؟ قَالَ: أَنْ تَمُوْتَ وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى.

رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة، رقم:٢، وقال المحقق: اخرجه البزار كما في كشف الأستار ولفظه: **قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَخْبِرْنِيْ بِأَفْضَلِ الْأَعْمَالِ وَأَقْرَبِهَا إِلَى اللّٰهِ**. . . . الحديث، وحسن الهيثمي إسناده في مجمع الزوائد ١٠/٧٤

৭৬. হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাযিঃ) বলেন, বিদায়কালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আমার শেষ কথাবার্তা যাহা হইয়াছিল তাহা এই ছিল যে, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সমস্ত আমলের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় আমল কি? এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত মুআয (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিলেন, আমাকে সর্বাপেক্ষা উত্তম আমল এবং সর্বাপেক্ষা আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য দানকারী আমল বলিয়া দিন। এরশাদ করিলেন, এমন অবস্থায় তোমার মৃত্যু আসে যে, তোমার জিহ্বা আল্লাহ তায়ালার যিকিরে সিক্ত থাকে। (আর ইহা তখনই সম্ভব হইতে পারে যখন জিন্দেগীতে যিকিরের এহতামাম থাকিবে।)

(আমলুল ইয়াওমে ওল্লাইলাহ, বায্যার, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

ফায়দা ঃ বিদায়কালের অর্থ হইল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুআয (রাযিঃ)কে ইয়ামানের আমীর নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সেই সময় এই কথাবার্তা হইয়াছিল।

٧٧- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيْكِكُمْ وَأَرْفَعِهَا فِيْ دَرَجَاتِكُمْ، وَخَيْرٍ لَّكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، وَخَيْرٍ لَّكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟ قَالُوا: بَلٰى، قَالَ: ذِكْرُ اللّٰهِ تَعَالٰى رواه الترمذي، باب منه كتاب الدعوات، رقم:٣٣٧٧

৭৭. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি কি তোমাদিগকে এমন আমল বলিয়া দিব না, যাহা তোমাদের আমলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম, তোমাদের মালিকের নিকট সর্বাপেক্ষা পবিত্র, তোমাদের মর্যাদাকে সর্বাপেক্ষা উন্নতকারী, সোনারূপা আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় খরচ করা অপেক্ষাও উত্তম এবং জেহাদে তোমরা শত্রুকে কতল করিবে আর তাহারা তোমাদিগকে কতল করে ইহা হইতেও উত্তম হয়? সাহাবা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, অবশ্যই বলিয়া দিন। তিনি এরশাদ করিলেন, তাহা হইল, আল্লাহ তায়ালার যিকির। (তিরমিযী)

٧٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَرْبَعٌ مَنْ أُعْطِيَهُنَّ فَقَدْ أُعْطِيَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ: قَلْبًا شَاكِرًا، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، وَبَدَنًا عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا، وَزَوْجَةً لَا تَبْغِيْهِ خَوْنًا فِيْ نَفْسِهَا وَلَا مَالِهِ. رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجال الأوسط رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٤/٥٠٢

৭৮. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, চারটি জিনিস এমন রহিয়াছে, যে উহা পাইয়া গেল সে দুনিয়া আখেরাতের সকল কল্যাণ পাইয়া গেল। শোকরকারী দিল, যিকিরকারী জিহ্বা, মুসীবতের উপর সবরকারী শরীর এবং এমন স্ত্রী যে না নিজের ব্যাপারে খেয়ানত করে, অর্থাৎ চরিত্রকে পাক রাখে, আর না স্বামীর অর্থ সম্পদে খেয়ানত করে। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٧٩- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَا مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا لِلّٰهِ مَنٌّ يَمُنُّ بِهِ عَلٰى عِبَادِهِ وَصَدَقَةٌ، وَمَا مَنَّ اللّٰهُ عَلٰى أَحَدٍ مِنْ عِبَادِهِ أَفْضَلُ مِنْ أَنْ يُلْهِمَهُ ذِكْرَهُ. (وهو جزء من الحديث) رواه الطبراني في الكبير، وفيه: موسى بن يعقوب الزمعي، وثقه ابن معين وابن حبان، وضعفه ابن المديني وغيره، وبقية رجاله ثقات، مجمع الزوائد ٢/٤٩٤

৭৯. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে প্রতিদিন বান্দাগণের উপর দয়া ও সদকা হইতে থাকে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা কাহাকেও আপন যিকিরের তৌফিক নসীব করেন ইহা অপেক্ষা বড় কোন দয়া বান্দার উপর হইতে পারে না। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٨٠- عَنْ حَنْظَلَةَ الْأُسَيْدِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ! إِنْ لَوْ تَدُوْمُونَ عَلٰى مَا تَكُوْنُوْنَ عِنْدِيْ، وَفِي الذِّكْرِ، لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلٰى فُرُشِكُمْ، وَفِيْ طُرُقِكُمْ، وَلٰكِنْ، يَا حَنْظَلَةُ! سَاعَةً وَسَاعَةً ثَلَاثَ مِرَارٍ. رواه مسلم، باب فضل دوام الذكر ....، رقم:٦٩٦٦

৮০. হযরত হানযালা উসাইদী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সেই সত্তার কসম যাঁহার হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের অবস্থা যদি ঐরূপ থাকে যেরূপ আমার নিকট থাকা অবস্থায় থাকে এবং তোমরা সর্বদা আল্লাহ তায়ালার যিকিরে মশগুল থাক তবে ফেরেশতাগণ তোমাদের বিছানার উপর এবং তোমাদের রাস্তায় তোমাদের সহিত মুসাফাহা করিতে আরম্ভ করিবে। কিন্তু হানযালা, কথা হইল, এই অবস্থা কখনও কখনও হইয়া থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা তিনবার বলিলেন। অর্থাৎ মানুষের একই রকম অবস্থা সর্বদা বিদ্যমান থাকে না, বরং অবস্থা হিসাবে পরিবর্তন হইতে থাকে। (মুসলিম)

٨١- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَيْسَ يَتَحَسَّرُ اَهْلُ الْجَنَّةِ عَلٰى شَىْءٍ إِلَّا عَلٰى سَاعَةٍ مَرَّتْ بِهِمْ لَمْ يَذْكُرُوا اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ فِيْهَا. رواه الطبرانى فى الكبير والبيهقى فى شعب الإيمان وهو حديث حسن، الجامع الصغير ٤٦٨/١

৮১. হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জান্নাতীদের জান্নাতে যাওয়ার পর দুনিয়ার কোন জিনিসের জন্য আফসোস হইবে না। শুধু ঐ সময়ের জন্য আফসোস হইবে যাহা দুনিয়াতে আল্লাহ তায়ালার যিকির ব্যতীত অতিবাহিত হইয়াছে। (তাবারানী, বাইহাকী, জামে সগীর)

٨٢- عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ ﷺ: أَدُّوا حَقَّ الْمَجَالِسِ: اذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا. (الحديث) رواه الطبرانى فى الكبير وهو حديث حسن، الجامع الصغير ٥٣/١

৮২. হযরত সাহল ইবনে হুনাইফ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মজলিসসমূহের হক আদায় কর। (তন্মধ্যে একটি এই যে,) উহাতে অধিক পরিমাণে আল্লাহ তায়ালার যিকির কর। (তাবারানী, জামে সগীর)

٨٣- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَا مِنْ رَاكِبٍ يَخْلُوْ فِىْ مَسِيْرِهِ بِاللّٰهِ وَذِكْرِهِ إِلَّا رَدِفَهُ مَلَكٌ، وَلَا يَخْلُوْ بِشِعْرٍ وَنَحْوِهِ إِلَّا رَدِفَهُ شَيْطَانٌ. رواه الطبرانى وإسناده حسن، مجمع الزوائد ١٨٥/١٠

৮৩. হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে আরোহী আপন সফরে দিলকে দুনিয়ার কথাবার্তা হইতে সরাইয়া আল্লাহ তায়ালার প্রতি ধ্যান রাখে, ফেরেশতা তাহার সঙ্গী হইয়া যায়। আর যে ব্যক্তি বাজে কবিতা বা অন্য কোন অনর্থক কাজে লাগিয়া থাকে, শয়তান তাহার সঙ্গী হইয়া যায়। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٨٤- عَنْ أَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ ﷺ: مَثَلُ الَّذِىْ يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِىْ لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ. رواه البخارى، باب فضل ذكر الله عزوجل، رقم:٦٤٠٧، وفى رواية لمسلم: مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِىْ يُذْكَرُ اللّٰهُ فِيْهِ وَالْبَيْتِ الَّذِىْ لَا يُذْكَرُ اللّٰهُ فِيْهِ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ.

باب استحباب صلاة النافلة فى بيته ۰۰۰۰۰۰، رقم:١٨٢٣

৮৪. হযরত আবু মূসা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার যিকির করে আর যে যিকির করে না, তাহাদের উভয়ের উদাহরণ জীবিত ও মৃতের ন্যায়। যিকিরকারী জীবিত ও যে যিকির করে না সে মৃত। এক রেওয়ায়াতে ইহাও আছে যে, সেই ঘরের উদাহরণ যাহাতে আল্লাহ তায়ালার যিকির করা হয় জীবিত ব্যক্তির ন্যায়, অর্থাৎ উহা আবাদ। আর যে ঘরে আল্লাহ তায়ালার যিকির হয় না উহা মৃত ব্যক্তির ন্যায়। অর্থাৎ অনাবাদ। (বোখারী, মুসলিম)

٨٥- عَنْ مُعَاذٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ انَّ رَجُلًا سَالَهُ فَقَالَ: اَىُّ الْجِهَادِ اَعْظَمُ اَجْرًا؟ قَالَ: اَكْثَرُهُمْ لِلّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى ذِكْرًا قَالَ: فَاَىُّ الصَّائِمِيْنَ اَعْظَمُ اَجْرًا؟ قَالَ: اَكْثَرُهُمْ لِلّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى ذِكْرًا ثُمَّ ذَكَرَ لَنَا الصَّلٰوةَ وَالزَّكٰوةَ وَالْحَجَّ وَالصَّدَقَةَ كُلُّ ذٰلِكَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: اَكْثَرُهُمْ لِلّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى ذِكْرًا فَقَالَ اَبُوْبَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لِعُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ: يَا اَبَا حَفْصٍ! ذَهَبَ الذَّاكِرُوْنَ بِكُلِّ خَيْرٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اَجَلْ. رواه أحمد ٤٨٣/٣

৮৫. হযরত মুআয (রাযিঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিল, কোন জেহাদের সওয়াব

সবচেয়ে বেশী? এরশাদ করিলেন, যে জেহাদে আল্লাহ তায়ালার যিকির সবচেয়ে বেশী করা হয়। জিজ্ঞাসা করিল, রোযাদারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সওয়াব কে পাইবে? এরশাদ করিলেন, যে আল্লাহ তায়ালার যিকির সবচেয়ে বেশী করিবে। এমনিভাবে নামায, যাকাত, হজ্জ এবং সদকা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন যে, সেই নামায, যাকাত, হজ্জ এবং সদকা সবচেয়ে উত্তম হইবে যাহাতে আল্লাহ তায়ালার যিকির বেশী হইবে। হযরত আবু বকর (রাযিঃ) হযরত ওমর (রাযিঃ)কে বলিলেন, হে আবু হাফস, যিকিরকারীগণ সমস্ত ভালাই ও কল্যাণ লইয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, একেবারে ঠিক কথা বলিয়াছ। (মুসনাদে আহমাদ)

ফায়দা ঃ আবু হাফস হযরত ওমর (রাযিঃ)এর কুনিয়াত বা উপনাম।

٨٦- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ، قَالُوا: وَمَا الْمُفَرِّدُونَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: الْمُسْتَهْتَرُونَ فِى ذِكْرِ اللّٰهِ يَضَعُ الذِّكْرُ عَنْهُمْ أَثْقَالَهُمْ فَيَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِفَافًا. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب سبق المفردون ......، رقم:٣٥٩٦

৮৬. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুফাররিদগণ অনেক অগ্রগামী হইয়া গিয়াছে। সাহাবা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, মুফাররিদ কাহারা? এরশাদ করিলেন, আল্লাহ তায়ালার যিকিরের উপর আত্মোৎসর্গকারী। যিকির তাহাদের বোঝাকে হালকা করিয়া দিবে। সুতরাং তাহারা কেয়ামতের দিন হালকা ও ভারহীন অবস্থায় আসিবে। (তিরমিযী)

٨٧- عَنْ أَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا فِىْ حِجْرِهِ دَرَاهِمُ يُقَسِّمُهَا، وَآخَرُ يَذْكُرُ اللّٰهَ كَانَ ذِكْرُ اللّٰهِ أَفْضَلَ. رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله وثقوا، مجمع الزوائد ٧٢/١٠

৮৭. হযরত আবু মূসা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যদি এক ব্যক্তির নিকট অনেক টাকা পয়সা থাকে আর সে উহা বন্টন করিতেছে আর অপর এক ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার যিকিরে মশগুল থাকে তবে আল্লাহ তায়ালার যিকির (কারী) উত্তম। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٨٨- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ اللّٰهِ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ. رواه الطبرانى فى الصغير وهو حديث صحيح، الجامع الصغير ٢/٥٧٩

৮৮. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার যিকির অধিক পরিমাণে করে সে মোনাফেকী হইতে মুক্ত।

(তাবারানী, জামে সগীর)

٨٩- عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: لَيَذْكُرَنَّ اللّٰهَ قَوْمٌ عَلَى الْفُرُشِ الْمُمَهَّدَةِ يُدْخِلُهُمُ الْجَنَّاتِ الْعُلٰى.

رواه أبويعلى وإسناده حسن، مجمع الزوائد ١٠/٨٠

৮৯. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বহু লোক এমন রহিয়াছে যাহারা নরম নরম বিছানার উপর আল্লাহ তায়ালার যিকির করে। আল্লাহ তায়ালা সেই যিকিরের বরকতে তাহাদিগকে জান্নাতের উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছাইয়া দেন। (আবু ইয়ালা, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٩٠- عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِىُّ ﷺ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ تَرَبَّعَ فِى مَجْلِسِهِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسْنَاءَ. رواه أبوداود، باب فى الرجل يجلس متربعا، رقم: ٤٨٥٠

৯০. হযরত জাবের ইবনে সামুরাহ (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায শেষ করিয়া ভালভাবে সূর্যোদয় হওয়া পর্যন্ত আসন করিয়া বসিয়া থাকিতেন। (আবু দাউদ)

٩١- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ تَعَالٰى مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةً مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيْلَ، وَلَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلٰى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةً. رواه أبوداود، باب فى القصص، رقم:٣٦٦٧

৯১. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি ফজরের নামাযের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত এমন এক জামাতের সহিত বসিয়া থাকি যাহারা আল্লাহ তায়ালার যিকিরে মশগুল রহিয়াছে, ইহা আমার নিকট হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বংশের চারজন গোলাম আযাদ করা হইতে অধিক পছন্দনীয়। এমনিভাবে আসরের নামাযের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত এমন জামাতের সহিত বসিয়া থাকি যাহারা আল্লাহ তায়ালার যিকিরে মশগুল রহিয়াছে, ইহা আমার নিকট হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বংশের চারজন গোলাম আযাদ করা হইতে অধিক প্রিয়। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বংশের গোলামের উল্লেখ এইজন্য করিয়াছেন যে, তাহারা আরবদের মধ্যে উত্তম ও সম্ভ্রান্ত হওয়ার কারণে বেশী মূল্যবান।

৭২- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً يَطُوْفُوْنَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُوْنَ أَهْلَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ تَنَادَوا هَلُمُّوا إِلٰى حَاجَتِكُمْ، فَيَحُفُّوْنَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، قَالَ: فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ عَزَّوَجَلَّ، وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ: مَا يَقُوْلُ عِبَادِىْ؟ تَقُوْلُ: يُسَبِّحُوْنَكَ وَيُكَبِّرُوْنَكَ، وَيَحْمَدُوْنَكَ، وَيُمَجِّدُوْنَكَ فَيَقُوْلُ: هَلْ رَأَوْنِىْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: لَا، وَاللّٰهِ مَا رَأَوْكَ، فَيَقُوْلُ: كَيْفَ لَوْ رَأَوْنِىْ؟ يَقُوْلُوْنَ: لَوْ رَأَوْكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً، وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيْدًا، وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيْحًا، يَقُوْلُ: فَمَا يَسْأَلُوْنِىْ؟ قَالَ: يَسْأَلُوْنَكَ الْجَنَّةَ، يَقُوْلُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ يَقُوْلُوْنَ: لَا، وَاللّٰهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا، فَيَقُوْلُ: فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا؟ يَقُوْلُوْنَ: لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا وَأَعْظَمَ فِيْهَا رَغْبَةً، قَالَ: فَمِمَّ يَتَعَوَّذُوْنَ؟ يَقُوْلُوْنَ: مِنَ النَّارِ، يَقُوْلُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ يَقُوْلُوْنَ: لَا، وَاللّٰهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا، يَقُوْلُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ يَقُوْلُوْنَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً، فَيَقُوْلُ: فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّىْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ يَقُوْلُ مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ:

فِيهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ قَالَ: هُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى جَلِيسُهُمْ رواه البخارى، باب فضل ذكر الله عزوجل، رقم:٦٤٠٨

৯২. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ফেরেশতাদের একটি জামাত রহিয়াছে যাহারা আল্লাহ তায়ালার যিকিরকারীদের তালাশে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ান। যখন তাহারা এরূপ কোন জামাত পান যাহারা আল্লাহ তায়ালার যিকিরে মশগুল আছে তখন একে অপরকে ডাকিয়া বলেন, আস, এখানে তোমাদের আকাঙ্খিত জিনিস রহিয়াছে। অতঃপর সেই সমস্ত ফেরেশতাগণ সমবেত হইয়া দুনিয়ার আসমান পর্যন্ত সেই সকল লোকদেরকে আপন পাখা দ্বারা ঘিরিয়া ফেলেন। আল্লাহ তায়ালা সেই ফেরেশতাগণকে জিজ্ঞাসা করেন, অথচ আল্লাহ তায়ালা সেই ফেরেশতাগণ হইতে অধিক জানেন, আমার বান্দাগণ কি বলিতেছে? ফেরেশতাগণ উত্তরে বলেন, তাহারা আপনার পবিত্রতা, বড়ত্ব, প্রশংসা ও মহত্বের আলোচনায় মশগুল রহিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা পুনরায় ফেরেশতাগণকে জিজ্ঞাসা করেন, তাহারা কি আমাকে দেখিয়াছে? ফেরেশতাগণ বলেন, আল্লাহর কসম, তাহারা আপনাকে দেখে নাই। এরশাদ হয় যে, যদি তাহারা আমাকে দেখিত তবে কি অবস্থা হইত? ফেরেশতাগণ আরজ করেন, যদি তাহারা আপনাকে দেখিতে পাইত তবে আরো বেশী এবাদতে মশগুল হইত এবং ইহা অপেক্ষা আরো বেশী আপনার পবিত্রতা ও প্রশংসা করিত। অতঃপর আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে এরশাদ হয় যে, তাহারা আমার নিকট কি প্রার্থনা করিতেছে? ফেরেশতাগণ আরজ করেন, তাহারা আপনার নিকট জান্নাত চাহিতেছে। এরশাদ হয়, তাহারা কি জান্নাত দেখিয়াছে? ফেরেশতাগণ আরজ করেন, আল্লাহর কসম, হে পরওয়ারদিগার, তাহারা জান্নাত দেখে নাই। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে এরশাদ হয়, যদি তাহারা জান্নাত দেখিত তবে তাহাদের কি অবস্থা হইত? ফেরেশতাগণ আরজ করেন, যদি তাহারা জান্নাত দেখিত তবে তাহারা ইহা হইতে অধিক জান্নাতের আগ্রহ ও আকাঙ্খা করিত এবং উহার চেষ্টায় লাগিয়া যাইত। অতঃপর আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে এরশাদ হয়, কোন্ জিনিস হইতে আশ্রয় চাহিতেছে? ফেরেশতাগণ আরজ করেন, তাহারা জাহান্নাম হইতে আশ্রয় চাহিতেছে? আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে এরশাদ হয়, তাহারা জাহান্নাম দেখিয়াছে? ফেরেশতাগণ আরজ করেন, আল্লাহর কসম, হে পরওয়ারদিগার, তাহারা

দেখে নাই। এরশাদ হয়, যদি দেখিত তবে কি অবস্থা হইত? ফেরেশতাগণ আরজ করেন, যদি দেখিত তবে আরো বেশী উহাকে ভয় করিত এবং উহা হইতে পলায়নের চেষ্টা করিত। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে এরশাদ হয়, আচ্ছা, তোমরা সাক্ষী থাক, আমি সেই মজলিসের সকলকে মাফ করিয়া দিলাম। এক ফেরেশতা এক ব্যক্তি সম্পর্কে আরজ করেন যে, উক্ত ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার যিকিরকারীদের মধ্যে শামিল ছিল না, বরং নিজের কোন প্রয়োজনে মজলিসে আসিয়াছিল (এবং তাহাদের সহিত বসিয়া গিয়াছিল)। এরশাদ হয়, ইহারা এমন মজলিসওয়ালা যে, তাহাদের সহিত যে বসে সেও (আল্লাহ তায়ালার রহমত হইতে) বঞ্চিত হয় না। (বোখারী)

٩٣- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ لِلّٰهِ سَيَّارَةً مِنَ الْمَلَائِكَةِ يَطْلُبُونَ حِلَقَ الذِّكْرِ، فَإِذَا أَتَوا عَلَيْهِمْ وَحَفُّوا بِهِمْ، ثُمَّ بَعَثُوا رَائِدَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ إِلٰى رَبِّ الْعِزَّةِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى، فَيَقُوْلُوْنَ: رَبَّنَا أَتَيْنَا عَلٰى عِبَادٍ مِنْ عِبَادِكَ يُعَظِّمُونَ آلَاءَكَ، وَيَتْلُونَ كِتَابَكَ، وَيُصَلُّونَ عَلٰى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَيَسْأَلُونَكَ لِآخِرَتِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ، فَيَقُوْلُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى: غَشُّوهُمْ رَحْمَتِيْ، فَيَقُوْلُوْنَ يَا رَبِّ، إِنَّ فِيْهِمْ فُلَانًا الْخَطَّاءُ إِنَّمَا اعْتَنَقَهُمُ اعْتِنَاقًا، فَيَقُوْلُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى: غَشُّوهُمْ رَحْمَتِيْ، فَهُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيْسُهُمْ. رواه البزار من طريق

زائدة بن أبي الرقاد، عن زياد النميري، وكلاهما وثق على ضعفه، فعاد هذا إسناده حسن، مجمع الزوائد ١/٧٧

৯৩. হযরত আনাস (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তায়ালার ফেরেশতাদের মধ্যে একটি জামাত রহিয়াছে যাহারা যিকিরের হালকাসমূহের তালাশে ঘুরিয়া বেড়ান। যখন তাহারা যিকিরের হালকার নিকট পৌঁছেন এবং উহাকে ঘেরাও করিয়া লন তখন (পয়গাম সহকারে) নিজেদের একজন প্রতিনিধি আল্লাহ তায়ালার নিকট আসমানে প্রেরণ করেন। তিনি সকলের পক্ষ হইতে আরজ করেন, হে আমাদের পরওয়ারদিগার, আমরা আপনার ঐ সকল বান্দাগণের নিকট হইতে আসিয়াছি, যাহারা আপনার নেয়ামতসমূহ (কুরআন, ঈমান, ইসলাম)এর মহত্ব বর্ণনা করিতেছে, আপনার কিতাবের তেলাওয়াত করিতেছে, আপনার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পাঠাইতেছে এবং নিজেদের আখেরাত ও দুনিয়ার কল্যাণ আপনার নিকট চাহিতেছে। আল্লাহ তায়ালা

এরশাদ করেন, তাহাদিগকে আমার রহমত দ্বারা ঢাকিয়া দাও। ফেরেশতাগণ বলেন, হে আমাদের পরওয়ারদিগার, তাহাদের সঙ্গে একজন গুনাহগার বান্দাও রহিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, তাহাদের সকলকে আমার রহমত দ্বারা ঢাকিয়া দাও। কারণ ইহা এমন লোকদের মজলিস যে, তাহাদের সহিত উপবেশনকারীও (আল্লাহ তায়ালার রহমত হইতে) বঞ্চিত হয় না। (বায্‌যার, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٩٤- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا يَذْكُرُونَ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ لَا يُرِيْدُونَ بِذٰلِكَ إِلَّا وَجْهَهُ إِلَّا نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَآءِ: أَنْ قُوْمُوا مَغْفُوْرًا لَكُمْ، فَقَدْ بُدِّلَتْ سَيِّاٰتُكُمْ حَسَنَاتٍ. رواه أحمد وأبويعلى والبزار والطبرانى فى الأوسط، وفيه: ميمون المرئى، وثقه جماعة، وفيه ضعف، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح، مجمع الزوائد ١٠/٧٥

৯৪. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে সকল লোক আল্লাহ তায়ালার যিকিরের জন্য সমবেত হয় এবং আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভ করাই তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়। এমতাবস্থায় (উক্ত মজলিস শেষ হওয়ার পর আল্লাহ তায়ালার হুকুমে) আসমান হইতে একজন ফেরেশতা ঘোষণা করেন যে, ক্ষমাপ্রাপ্ত হইয়া উঠিয়া যাও। তোমাদের গুনাহগুলিকে নেকী দ্বারা পরিবর্তন করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

(মুসনাদে আহমদ, তাবারানী, আবু ইয়ালা, বায্‌যার, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٩٥- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ وَأَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبِىِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ. رواه مسلم، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن ...، رقم:٦٨٥٥

৯৫. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) ও হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) তাহারা উভয়ে এই কথার সাক্ষ্য দেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে জামাত আল্লাহ তায়ালার যিকিরে মশগুল হয় ফেরেশতাগণ উক্ত জামাতকে ঘিরিয়া লন, রহমত

তাহাদিগকে ঢাকিয়া লয়। তাহাদের উপর সকীনা নাযিল হয় এবং আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের মজলিসে তাহাদের আলোচনা করেন। (মুসলিম)

٩٦- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَيَبْعَثَنَّ اللّٰهُ أَقْوَامًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْ وُجُوْهِهِمُ النُّوْرُ عَلٰى مَنَابِرِ اللُّؤْلُؤِ، يَغْبِطُهُمُ النَّاسُ، لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ. قَالَ: فَجَثَا أَعْرَابِيٌّ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! حَلِّهِمْ لَنَا نَعْرِفْهُمْ، قَالَ: هُمُ الْمُتَحَابُّوْنَ فِي اللّٰهِ، مِنْ قَبَائِلَ شَتّٰى وَبِلَادٍ شَتّٰى يَجْتَمِعُوْنَ عَلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ يَذْكُرُوْنَهُ. رواه الطبراني وإسناده حسن، مجمع الزوائد ١٠/٧٧

৯৬. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা কোন কোন লোকের হাশর এরূপভাবে করিবেন যে, তাহাদের চেহারায় নূর চমকাইতে থাকিবে। তাহারা মতির মিম্বারে বসিয়া থাকিবেন। লোকেরা তাহাদেরকে ঈর্ষা করিবে। তাহারা নবী ও শহীদ হইবেন না। একজন গ্রাম্য সাহাবী হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, তাহাদের অবস্থা বর্ণনা করিয়া দিন যাহাতে আমরা তাহাদিগকে চিনিতে পারি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তাহারা এমন লোক হইবে, যাহারা আল্লাহ তায়ালার মহব্বতে বিভিন্ন খান্দান হইতে, বিভিন্ন জায়গা হইতে আসিয়া এক জায়গায় সমবেত হইয়াছে এবং আল্লাহ তায়ালার যিকিরে মশগুল হইয়াছে। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٩٧- عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: عَنْ يَمِيْنِ الرَّحْمٰنِ -وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِيْنٌ- رِجَالٌ لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ، يَغْشٰى بَيَاضُ وُجُوْهِهِمْ نَظَرَ النَّاظِرِيْنَ، يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّوْنَ وَالشُّهَدَاءُ بِمَقْعَدِهِمْ وَقُرْبِهِمْ مِنَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ، قِيْلَ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! مَنْ هُمْ؟ قَالَ: هُمْ جُمَّاعٌ مِنْ نَوَازِعِ الْقَبَائِلِ، يَجْتَمِعُوْنَ عَلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ، فَيَنْتَقُوْنَ أَطَايِبَ الْكَلَامِ كَمَا يَنْتَقِيْ آكِلُ التَّمْرِ أَطَايِبَهُ. رواه الطبراني ورجاله موثقون، مجمع الزوائد ١٠/٧٨

৯৭. হযরত আমর ইবনে আবাসাহ (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে,

রহমানের ডান দিকে—আর তাঁহার উভয় হাতই ডান—এমন কিছু লোক থাকিবে, যাহারা না নবী হইবেন, না শহীদ হইবেন। তাহাদের চেহারার নূরানিয়াত দর্শকদের মনোযোগ তাহাদের দিকে নিবদ্ধ করিয়া রাখিবে। তাহাদের উচ্চ মর্যাদা এবং আল্লাহ তায়ালার নিকটবর্তী হওয়ার কারণে নবী শহীদগণও তাহাদিগকে ঈর্ষা করিবেন। জিজ্ঞাসা করা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, তাহারা কোন্ লোক হইবে? এরশাদ করিলেন, ইহারা ঐ সমস্ত লোক হইবে যাহারা বিভিন্ন খান্দান হইতে আপন পরিবার পরিজন ও আত্মীয় স্বজন হইতে দূরে যাইয়া আল্লাহ তায়ালার যিকিরের জন্য (এক জায়গায়) সমবেত হইত এবং তাহারা এমনভাবে বাছিয়া বাছিয়া ভাল কথা বলিত যেমন ঐ ব্যক্তি যে খেজুর খায় সে (খেজুরের স্তূপ হইতে) ভাল ভাল খেজুর বাছিয়া লইতে থাকে।

ফায়দা ঃ হাদীস শরীফে বর্ণিত রহমানের ডান দিকের দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তায়ালার নিকট তাহাদের বিশেষ মর্যাদা হইবে। 'রহমানের উভয় হাত ডান' এর অর্থ হইল, ডান হাত যেমন অনেক গুণের অধিকারী হয় তেমনি আল্লাহ তায়ালার সত্তা গুণেরই আধার। তাহাদের প্রতি নবী ও শহীদগণের ঈর্ষান্বিত হওয়া তাহাদের সেই বিশেষ আমলের কারণে হইবে। যদিও নবী ও শহীদগণের মর্যাদা তাহাদের তুলনায় অনেক বেশী হইবে।

(মাজমায়ে বিহারিল আনোয়ার)

٩٨- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِىْ بَعْضِ أَبْيَاتِهِ ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ﴾، خَرَجَ يَلْتَمِسُ فَوَجَدَ قَوْمًا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ، مِنْهُمْ ثَائِرُ الرَّأْسِ، وَجَافُّ الْجِلْدِ، وَذُو الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَلَمَّا رَآهُمْ جَلَسَ مَعَهُمْ، فَقَالَ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ فِىْ أُمَّتِىْ مَنْ أَمَرَنِىْ أَنْ أَصْبِرَ نَفْسِىْ مَعَهُمْ. رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٧/٨٩

৯৮. হযরত আবদুর রহমান ইবনে সাহল ইবনে হুনাইফ (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ ঘরে ছিলেন, এমন সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হইল—

﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ﴾

অর্থ ঃ আপনি নিজেকে ঐ সকল লোকদের সহিত (বসিবার) পাবন্দ

করুন যাহারা সকাল সন্ধ্যা আপন রবকে ডাকে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর এই সকল লোকদের তালাশে বাহির হইলেন। এক জামাতকে দেখিলেন যে, তাহারা আল্লাহ তায়ালার যিকিরে মশগুল আছে। তাহাদের মধ্যে কিছুলোক এমন রহিয়াছে যাহাদের চুল এলোমেলো, চামড়া শুষ্ক এবং পরিধানে শুধু একটি মাত্র কাপড় রহিয়াছে (অর্থাৎ তাহার নিকট শুধু একটি লুঙ্গি রহিয়াছে)। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে দেখিয়া তাহাদের নিকট বসিয়া গেলেন এবং এরশাদ করিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালারই জন্য যিনি আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাদের নিকট স্বয়ং আমাকে বসিবার আদেশ করিয়াছেন। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٩٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا غَنِيْمَةُ مَجَالِسِ الذِّكْرِ؟ قَالَ: غَنِيْمَةُ مَجَالِسِ الذِّكْرِ الْجَنَّةُ الْجَنَّةُ. رواه أحمد والطبراني وإسناد أحمد حسن، مجمع الزوائد ١/٧٨

৯৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, যিকিরের মজলিসের সওয়াব ও পুরস্কার কি? তিনি এরশাদ করিলেন, যিকিরের মজলিসের সওয়াব ও পুরস্কার হইল জান্নাত, জান্নাত। (মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٠٠- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: سَيَعْلَمُ أَهْلُ الْجَمْعِ مَنْ أَهْلُ الْكَرَمِ، فَقِيْلَ: وَمَنْ أَهْلُ الْكَرَمِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: مَجَالِسُ الذِّكْرِ فِي الْمَسَاجِدِ. رواه أحمد بإسنادين وأحدهما حسن وأبويعلى كذلك، مجمع الزوائد ١/٧٥

১০০. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করিবেন, আজ কেয়ামতের ময়দানে সমবেত লোকেরা জানিতে পারিবে যে, সম্মানী ও মর্যাদাবান লোক কাহারা? আরজ করা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই সম্মানী ও মর্যাদাবান লোক কাহারা হইবেন? এরশাদ করিলেন, মসজিদে যিকিরের মজলিস ওয়ালাগণ। (মুসনাদে আহমাদ, আবু ইয়ালা, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٠١- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا، قَالُوا: وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: حِلَقُ الذِّكْرِ. رواه الترمذى، وقال: هذا حديث حسن غريب، باب حديث فى أسماء الله الحسنى، رقم: ٣٥١٠

১০১. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন জান্নাতের বাগানের উপর দিয়া অতিক্রম কর তখন খুব চরিয়া লইও। সাহাবা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, জান্নাতের বাগান কি? এরশাদ করিলেন, যিকিরের হালকা (বা মজলিস)। (তিরমিযী)

١٠٢- عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ عَلٰى حَلْقَةٍ مِنْ اَصْحَابِهِ فَقَالَ: مَا اَجْلَسَكُمْ؟ قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللّٰهَ وَنَحْمَدُهُ عَلٰى مَا هَدَانَا لِلإِسْلَامِ، وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا، قَالَ: آللّٰهِ! مَا اَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ؟ قَالُوا: وَاللّٰهِ! مَا اَجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ، قَالَ: اَمَا إِنِّيْ لَمْ اَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ، وَلٰكِنَّهُ اَتَانِيْ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَاَخْبَرَنِيْ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ يُبَاهِيْ بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ. رواه مسلم، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، رقم: ٦٨٥٧

১০২. হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা (রাযিঃ)দের একটি হালকার নিকট গেলেন এবং তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা এখানে কেন বসিয়াছ? তাহারা আরজ করিলেন, আমরা আল্লাহ তায়ালার যিকির ও এই ব্যাপারে শোকর আদায় করিবার জন্য বসিয়াছি যে, আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে ইসলামের প্রতি হেদায়াত দান করিয়া আমাদের উপর মেহেরবানী করিয়াছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আল্লাহর কসম, তোমরা কি শুধু এইজন্যই বসিয়াছ? সাহাবা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, আল্লাহর কসম, শুধু এইজন্যই বসিয়াছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমি তোমাদিগকে মিথ্যাবাদী মনে করিয়া কসম লই নাই, বরং ব্যাপার এই যে, জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আমার নিকট আসিয়াছিলেন এবং এই সংবাদ শুনাইয়া গেলেন যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে লইয়া ফেরেশতাদের

উপর গর্ব করিতেছেন। (মুসলিম)

১০৩- عَنْ أَبِى رَزِيْنٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَلَا أَدُلُّكَ عَلٰى مِلَاكِ هٰذَا الْأَمْرِ الَّذِىْ تُصِيْبُ بِهِ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؟ عَلَيْكَ بِمَجَالِسِ أَهْلِ الذِّكْرِ، وَإِذَا خَلَوْتَ فَحَرِّكْ لِسَانَكَ مَا اسْتَطَعْتَ بِذِكْرِ اللّٰهِ. (الحديث) رواه البيهقى فى شعب الإيمان، مشكوة المصابيح، رقم:٥٠٢٥

১০৩. হযরত আবু রাযীন (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদিগকে কি দ্বীনের বুনিয়াদী জিনিস বলিয়া দিব না, যাহা দ্বারা তোমরা দুনিয়া আখেরাতের কল্যাণ হাসিল করিবে? আল্লাহ তায়ালার যিকিরে নিজের জিহ্বাকে নাড়াইতে থাক। (বাইহাকী, মেশকাত)

১০৪- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَىُّ جُلَسَائِنَا خَيْرٌ؟ قَالَ: مَنْ ذَكَّرَكُمُ اللّٰهَ رُؤْيَتُهُ وَزَادَ فِى عَمَلِكُمْ مَنْطِقُهُ، وَذَكَّرَكُمْ بِالْآخِرَةِ عَمَلُهُ. رواه أبويعلى وفيه مبارك بن حسان، وقد وثق وبقية رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ١٠/٣٨٩

১০৪. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করা হইল যে, আমাদের জন্য কোন ব্যক্তির নিকট বসা উত্তম হইবে? তিনি এরশাদ করিলেন, যাহাকে দেখিলে তোমাদের আল্লাহ তায়ালার কথা স্মরণ হয়, যাহার কথায় তোমাদের আমলের মধ্যে উন্নতি হয়, এবং যাহার আমলের দ্বারা তোমাদের আখেরাতের কথা স্মরণ হইয়া যায়। (আবু ইয়ালা, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

১০৫- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ: مَنْ ذَكَرَ اللّٰهَ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ حَتّٰى يُصِيْبَ الْأَرْضَ مِنْ دُمُوْعِهِ لَمْ يُعَذِّبْهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى ٤/٢٦٠

১০৫. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি

আল্লাহ তায়ালার যিকির করে এবং আল্লাহ তায়ালার ভয়ে তাহার চোখ হইতে কিছু পানি জমিনে গড়াইয়া পড়ে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তাহাকে আযাব দিবেন না। (মুসতাদরাকে হাকেম)

١٠٦- عَنْ اَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَيْسَ شَيْءٌ اَحَبَّ إِلَى اللّٰهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَأَثَرَيْنِ: قَطْرَةٌ مِنْ دُمُوْعٍ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ، وَقَطْرَةُ دَمٍ تُهْرَاقُ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَأَمَّا الْأَثَرَانِ فَأَثَرٌ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ وَأَثَرٌ فِي فَرِيْضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللّٰهِ. رواه الترمذی وقال: هذا حدیث حسن غریب، باب ما جاء فی فضل المرابط، رقم:١٦٦٩

১০৬. হযরত আবু উমামাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট দুই ফোটা ও দুই চিহ্ন অপেক্ষা কোন জিনিস অধিক প্রিয় নাই। এক—অশ্রুর ফোটা যাহা আল্লাহ তায়ালার ভয়ে বাহির হয়। দ্বিতীয়—রক্তের ফোটা যাহা আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় প্রবাহিত হয়। আর দুই চিহ্ন হইতে একটি আল্লাহ তায়ালার রাস্তার কোন চিহ্ন (যেমন জখম, অথবা ধূলাবালি অথবা আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় চলার পদচিহ্ন)। আর অপর চিহ্ন হইল যাহা আল্লাহ তায়ালার কোন ফরজ হুকুম আদায়ের কারণে হইয়াছে (যেমন সেজদার চিহ্ন অথবা হজ্জের সফরের কোন চিহ্ন)। (তিরমিযী)

١٠٧- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَدْلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللّٰهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللّٰهِ، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللّٰهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتّٰى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. رواه البخاری، باب الصدقة باليمين، رقم:١٤٢٣

১০৭. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সাত ব্যক্তি যাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা এমন দিনে আপন রহমতের ছায়ায় স্থান দিবেন যেদিন তাঁহার ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকিবে না।

১—ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ। ২—সেই যুবক যে যৌবনে আল্লাহ তায়ালার এবাদত করে। ৩—সেই ব্যক্তি যাহারা অন্তর সর্বদা মসজিদের সহিত লাগিয়া থাকে। ৪—এমন দুই ব্যক্তি যাহারা আল্লাহ তায়ালার জন্য পরস্পর মহব্বত রাখে, ইহার ভিত্তিতেই তাহারা মিলিত হয় এবং পৃথক হয়। ৫—সেই ব্যক্তি যাহাকে কোন উচ্চ বংশীয়া সুন্দরী মহিলা নিজের দিকে আকৃষ্ট করে আর সে বলিয়া দেয় যে, আমি আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করি। ৬—সেই ব্যক্তি যে এমন গোপনে সদকা করে যে, তাহার বাম হাতও জানে না যে, ডান হাত কি খরচ করিল। ৭—সেই ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহ তায়ালার যিকির করে আর অশ্রু প্রবাহিত হইতে থাকে। (বোখারী)

١٠٨- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلٰى نَبِيِّهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء فى القوم يجلسون ولا يذكرون الله، رقم: ٣٣٨٠

১০৮. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে সকল লোক এমন কোন মজলিসে বসিল যেখানে তাহারা না আল্লাহ তায়ালার যিকির করিল, আর না আপন নবীর উপর দরূদ পাঠাইল, কেয়ামতের দিন উক্ত মজলিস তাহাদের জন্য লোকসানের কারণ হইবে। আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে আযাব দিবেন, ইচ্ছা করিলে মাফ করিয়া দিবেন। (তিরমিযী)

١٠٩- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللّٰهِ تِرَةٌ وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَا يَذْكُرُ اللّٰهَ فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللّٰهِ تِرَةٌ. رواه أبوداود، باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله، رقم: ٤٨٥٦

১০৯. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি এমন কোন মজলিসে বসিল যেখানে আল্লাহ তায়ালার যিকির করিল না। উক্ত মজলিস তাহার জন্য ক্ষতিকর হইবে। আর যে শয়ন করিবার সময় আল্লাহ তায়ালার যিকির করিল না, এই শয়নও তাহার জন্য ক্ষতিকর

হইবে। (আবু দাউদ)

١١٠- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَدًا لَا يَذْكُرُونَ اللهَ فِيهِ وَيُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنْ أُدْخِلُوا الْجَنَّةَ لِلثَّوَابِ. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده صحيح ٢/٣٥٢

১১০. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে সমস্ত লোক এমন কোন মজলিসে বসে যেখানে না তাহারা আল্লাহ তায়ালার যিকির করে আর না নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পাঠায় কেয়ামতের দিন (যিকির ও দরূদ শরীফের) সওয়াব দেখিয়া তাহাদের আফসোস হইবে। যদিও তাহারা (নিজেদের অন্যান্য নেকীর কারণে) জান্নাতে যায়। (ইবনে হিব্বান)

١١١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُوْمُوْنَ مِنْ مَجْلِسٍ لَا يَذْكُرُوْنَ اللهَ فِيْهِ إِلَّا قَامُوا عَنْ مِثْلِ جِيْفَةِ حِمَارٍ وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةً. رواه أبوداؤد، باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله، رقم:٤٨٥٥

১১১. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে সমস্ত লোক কোন এমন মজলিস হইতে উঠে যেখানে তাহারা আল্লাহ তায়ালার যিকির করে নাই তাহারা যেন (দুর্গন্ধময়) মৃত গাধার নিকট হইতে উঠিয়াছে। আর এই মজলিস কেয়ামতের দিন তাহাদের জন্য আফসোসের কারণ হইবে। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ আফসোসের কারণ এই জন্য হইবে যে, মজলিসে সাধারণতঃ অনর্থক কথাবার্তা হইয়াই যায়, যাহা পাকড়াওয়ের কারণ হইতে পারে। অবশ্য যদি উহাতে আল্লাহ তায়ালার যিকির করিয়া লওয়া হয় তবে উহা পাকড়াও হইতে বাঁচার কারণ হইয়া যাইবে। (বজলুল মাজহুদ)

١١٢- عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ

جُلَسَائِهِ: كَيْفَ يَكْسِبُ اَحَدُنَا اَلْفَ حَسَنَةٍ؟ قَالَ: يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيْحَةٍ فَيُكْتَبُ لَهُ اَلْفُ حَسَنَةٍ، وَتُحَطُّ عَنْهُ اَلْفُ خَطِيْئَةٍ. رواه مسلم، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، رقم: ٦٨٥٢

১১২. হযরত সা'দ (রাযিঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে বসিয়া ছিলাম। তিনি এরশাদ করিলেন, তোমাদের মধ্য হইতে কেহ কি দৈনিক একহাজার নেকী উপার্জন করিতে অক্ষম? তাঁহার নিকট বসিয়া থাকা লোকদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের মধ্য হইতে কেহ দৈনিক এক হাজার নেকী কিভাবে উপার্জন করিতে পারে? তিনি এরশাদ করিলেন, সুবহানাল্লাহ একশতবার পড়িলে তাহার জন্য একহাজার নেকী লিখিয়া দেওয়া হইবে এবং তাহার একহাজার গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে। (মুসলিম)

١١٣- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ مِمَّا تَذْكُرُوْنَ مِنْ جَلَالِ اللّٰهِ، التَّسْبِيْحَ وَالتَّهْلِيْلَ وَالتَّحْمِيْدَ يَنْعَطِفْنَ حَوْلَ الْعَرْشِ، لَهُنَّ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ، تُذَكِّرُ بِصَاحِبِهَا، أَمَا يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ، أَوْ لَا يَزَالُ لَهُ، مَنْ يُذَكِّرُ بِهِ؟ رواه ابن ماجه، باب فضل التسبيح، رقم: ٣٨٠٩

১১৩. হযরত নোমান ইবনে বশীর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন—

سُبْحَانَ اللّٰهِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

ঐ সমস্ত জিনিসের মধ্য হইতে যাহা দ্বারা তোমরা আল্লাহ তায়ালার মহত্ব বর্ণনা কর। এই কলেমাগুলি আরশের চারিদিকে ঘুরিতে থাকে। মৌমাছির ন্যায় উহা হইতে ভন ভন আওয়াজ হইতে থাকে। এই কলেমাগুলি এইভাবে আল্লাহ তায়ালার নিকট উহার পাঠকারীর আলোচনা করিতে থাকে। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তায়ালার দরবারে সর্বদা কেহ তোমাদের আলোচনা করিতে থাকুক? (ইবনে মাজাহ)

١١٤- عَنْ يُسَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: عَلَيْكُنَّ بِالتَّسْبِيْحِ وَالتَّهْلِيْلِ وَالتَّقْدِيْسِ وَاعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْؤُوْلَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ وَلَا تَغْفُلْنَ فَتَنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث

১১৪. হযরত ইউসাইরাহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে বলিয়াছেন, তোমরা তসবীহ (অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ পড়া) ও তাহলীল (অর্থাৎ লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়া) ও তাকদীস (অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করা, যেমন— سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ পড়া)কে নিজের উপর জরুরী করিয়া লও এবং আঙ্গুলের দ্বারা গণনা কর। কেননা আঙ্গুলসমূহকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, (যে, উহা দ্বারা কি আমল করিয়াছ? এবং উত্তরের জন্য উহাদিগকে) কথা বলার শক্তি দেওয়া হইবে। আর আল্লাহ তায়ালার যিকির হইতে গাফেল হইও না। নতুবা তোমরা নিজেদেরকে আল্লাহ তায়ালার রহমত হইতে বঞ্চিত করিবে। (তিরমিযী)

١١٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ. رواه البزار وإسناده جيد، مجمع الزوائد ١١١/١٠

১১৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِهٖ পাঠ করে তাহার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ লাগাইয়া দেওয়া হয়। (বাযযার, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١١٦- عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ أَيُّ الْكَلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَا اصْطَفَاهُ اللّٰهُ لِمَلَائِكَتِهِ أَوْ لِعِبَادِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ. رواه مسلم، باب فضل سبحان الله وبحمده، رقم:٦٩٢٥

১১৬. হযরত আবু যার (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল যে, কোন কালাম সর্বাপেক্ষা উত্তম? তিনি এরশাদ করিলেন, সর্বাপেক্ষা উত্তম কালাম উহা যাহা আল্লাহ তায়ালা আপন ফেরেশতা বা বান্দাদের জন্য পছন্দ করিয়াছেন। উহা হইল سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِهٖ। (মুসলিম)

١١٧- عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ قَالَ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ أَوْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ مِائَةَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَأَرْبَعًا وَعِشْرِيْنَ أَلْفَ حَسَنَةٍ قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِذًا لَا يَهْلِكُ مِنَّا أَحَدٌ؟

قَالَ: بَلٰى، إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَجِيءُ بِالْحَسَنَاتِ لَوْ وُضِعَتْ عَلٰى جَبَلٍ أَثْقَلَتْهُ، ثُمَّ تَجِيءُ النِّعَمُ فَتَذْهَبُ بِتِلْكَ، ثُمَّ يَتَطَاوَلُ الرَّبُّ بَعْدَ ذٰلِكَ بِرَحْمَتِهِ. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد، الترغيب ٢/ ٤٢١

১১৭. হযরত আবু তালহা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ বলে তাহার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হইয়া যায়। যে ব্যক্তি একশতবার سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِهٖ পাঠ করে তাহার জন্য একলক্ষ চব্বিশ হাজার নেকী লেখা হয়। সাহাবা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এমতাবস্থায় তো কেহই (কেয়ামতের দিন) ধ্বংস হইতে পারে না? (কারণ নেকীর পরিমাণই বেশী হইবে।) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, (কিছু লোক তারপরও ধ্বংস হইবে, কারণ) তোমাদের মধ্য হইতে একজন এই পরিমাণ নেকী লইয়া আসিবে যে, যদি পাহাড়ের উপর রাখিয়া দেওয়া হয় তবে উহা চাপা পড়িয়া যাইবে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতসমূহের মোকাবেলায় ঐ সমস্ত নেকী নিঃশেষ হইয়া যাইবে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আপন রহমত দ্বারা যাহাকে চাহিবেন সাহায্য করিবেন এবং ধ্বংস হইতে বাঁচাইয়া লইবেন।

(মুসতাদরাকে হাকেম, তরগীব)

١١٨- عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَى اللّٰهِ؟ قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَخْبِرْنِيْ بِأَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَى اللّٰهِ، فَقَالَ: إِنَّ أَحَبَّ الْكَلَامِ إِلَى اللّٰهِ: سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ. رواه مسلم، باب فضل سبحان الله وبحمده، رقم:٦٩٢٦، والترمذى إلا أنه قال: سُبْحَانَ رَبِّيْ وَبِحَمْدِهِ وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب أى الكلام أحب إلى الله، رقم:٣٥٩٣

১১৮. হযরত আবু যার (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি কি তোমাকে বলিব না যে, আল্লাহ তায়ালার নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় কালাম কি? আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে বলিয়া দিন যে, আল্লাহ তায়ালার নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় কালাম কি? এরশাদ করিলেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় কালাম হইল, سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِهٖ। (মুসলিম)

অপর রেওয়ায়াতে আছে, সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় কালাম হইল—سبحان ربى و بحمده। (তিরমিযী)

١١٩- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب في فضائل سبحان الله وبحمده ...، رقم:٣٤٦٥

১১৯. হযরত জাবের (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন—

যে ব্যক্তি سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَ بِحَمْدِهٖ বলে তাহার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ লাগাইয়া দেওয়া হয়। (তিরমিযী)

١٢٠- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: كَلِمَتَانِ حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمٰنِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِي الْمِيْزَانِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ. رواه البخاري، باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، رقم:٧٥٦٣

১২০. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দুইটি কলেমা এমন আছে যাহা আল্লাহ তায়ালার নিকট অত্যন্ত প্রিয়, জিহ্বায় অতি হালকা এবং পাল্লায় অত্যন্ত ভারী। সেই কলেমা দুইটি এই—

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ

(বোখারী)

١٢١- عَنْ صَفِيَّةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَبَيْنَ يَدَيَّ أَرْبَعَةُ آلَافِ نَوَاةٍ أُسَبِّحُ بِهِنَّ فَقَالَ: يَا بِنْتَ حُيَيٍّ! مَا هٰذَا؟ قُلْتُ: أُسَبِّحُ بِهِنَّ، قَالَ: قَدْ سَبَّحْتُ مُنْذُ قُمْتُ عَلٰى رَأْسِكِ أَكْثَرَ مِنْ هٰذَا، قُلْتُ: عَلِّمْنِي قَالَ: قُوْلِي "سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ مِنْ شَيْءٍ". رواه الحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ١/٥٤٧

১২১. হযরত সফিয়্যাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট আসিলেন। আমার সম্মুখে চার হাজার খেজুরের দানা রাখা ছিল, যাহা দ্বারা আমি তসবীহ পড়িতেছিলাম। তিনি এরশাদ করিলেন, হুইয়াইয়ের বেটি (সফিয়্যাহ) ইহা কি? আমি আরজ করিলাম যে, এই দানাগুলি দ্বারা তসবীহ পড়িতেছি। এরশাদ করিলেন,

আমি যখন হইতে তোমার নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়াছি ইহার চেয়ে বেশী তসবীহ পড়িয়া ফেলিয়াছি। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, উহা আমাকে শিখাইয়া দিন। এরশাদ করিলেন—

سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ مِنْ شَيْءٍ

পড়। অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা যত জিনিস সৃষ্টি করিয়াছেন উহার সংখ্যা পরিমাণ আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা। (মুসতাদরাকে হাকেম)

١٢٢- عَنْ جُوَيْرِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِيْنَ صَلَّى الصُّبْحَ، وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى، وَهِيَ جَالِسَةٌ، فَقَالَ: مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِيْ فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ. رواه مسلم، باب التسبيح أول النهار وعند النوم، رقم:٦٩١٣

১২২. হযরত জুআইরিয়া (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযের সময় তাহার নিকট হইতে গেলেন, আর তিনি আপন নামাযের স্থানে বসিয়া যিকিরে মশগুল) রহিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাশতের নামাযের পর ফিরিয়া আসিলেন। তখনও তিনি একই অবস্থায় বসিয়া ছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি ঐ অবস্থায়ই আছ, যে অবস্থায় আমি রাখিয়া গিয়াছিলাম? তিনি আরজ করিলেন, জ্বি হাঁ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমি তোমার নিকট হইতে পৃথক হওয়ার পর চারটি কলেমা তিনবার পড়িয়াছি। যদি সেই কলেমাগুলিকে ঐ সমস্তের মোকাবেলায় ওজন করা হয় যাহা তুমি সকাল হইতে এ যাবৎ পড়িয়াছ তবে সেই কলেমাগুলি ভারী হইয়া যাইবে। সেই কলেমাগুলি এই—

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ

অর্থ ঃ আমি আল্লাহ তায়ালার তসবীহ ও প্রশংসা বর্ণনা করিতেছি তাহার সমস্ত মাখলুকের সংখ্যা পরিমাণ, তাহার সন্তুষ্টি পরিমাণ, তাহার

আরশের ওজন পরিমাণ এবং তাহার কলেমাসমূহ লেখার কালি সমপরিমাণ। (মুসলিম)

١٢٣- عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِىْ وَقَّاصٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوًى -أَوْ حَصًى- تُسَبِّحُ بِهِ فَقَالَ: أُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هٰذَا أَوْ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِى السَّمَاءِ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِى الْأَرْضِ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ بَيْنَ ذٰلِكَ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ مِثْلَ ذٰلِكَ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِثْلَ ذٰلِكَ، وَلَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مِثْلَ ذٰلِكَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ مِثْلَ ذٰلِكَ. رواه أبو داوُد،

باب التسبيح بالحصى، رقم: ١٥٠٠

১২৩. হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহিত একজন মহিলা সাহাবী (রাযিঃ)এর নিকট গেলাম। তাহার সম্মুখে অনেকগুলি খেজুরের দানা অথবা কঙ্কর রাখা ছিল। তিনি উহা দ্বারা তসবীহ পড়িতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমি কি তোমাকে এমন কিছু কলেমা বলিব না যাহা তোমার জন্য এই আমল অপেক্ষা সহজ? অতঃপর এই কলেমাগুলি বলিলেন—

سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِى السَّمَاءِ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِى الْأَرْضِ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ بَيْنَ ذٰلِكَ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ

অর্থ ঃ আমি আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি ঐ সমস্ত জিনিসের সংখ্যা পরিমাণ যাহা তিনি আসমানে সৃষ্টি করিয়াছেন। আমি আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি ঐ সমস্ত জিনিসের সংখ্যা পরিমাণ যাহা তিনি জমিনে সৃষ্টি করিয়াছেন। আমি আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি ঐ সমস্ত জিনিসের সংখ্যা পরিমাণ যাহা তিনি আসমান ও জমিনের মাঝে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আমি আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি ঐ সমস্ত জিনিসের সংখ্যা পরিমাণ যাহা তিনি আগামীতে সৃষ্টি করিবেন।

তারপর বলিলেন, اَللّٰهُ اَكْبَرُ এইভাবে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ এইভাবে এবং لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ও এইভাবে পড়। অর্থাৎ এই কলেমাগুলির শেষেও عَدَدَ مَا خَلَقَ فِى السَّمَاءِ এবং عَدَدَ مَا خَلَقَ فِى الْاَرْضِ এবং عَدَدَ مَا بَيْنَ ذٰلِكَ মিলাইয়া লও। (আবূ দাঊদ)

١٢٤- عَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَأَنَا جَالِسٌ أُحَرِّكُ شَفَتَيَّ فَقَالَ: بِمَ تُحَرِّكُ شَفَتَيْكَ؟ قُلْتُ: أَذْكُرُ اللّٰهَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ: أَفَلَا أُخْبِرُكَ بِشَيْءٍ إِذَا قُلْتَهُ ثُمَّ دَأَبْتَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَمْ تَبْلُغْهُ؟ قُلْتُ: بَلٰى، قَالَ: تَقُوْلُ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ مَا أَحْصٰى كِتَابُهُ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ مَا فِىْ كِتَابِهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ مَا أَحْصٰى خَلْقُهُ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِلْءَ مَا فِىْ خَلْقِهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِلْءَ سَمٰوَاتِهِ وَأَرْضِهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ، وَتُسَبِّحُ مِثْلَ ذٰلِكَ، وَتُكَبِّرُ مِثْلَ ذٰلِكَ. رواه الطبراني من طريقين وإسناد أحدهما حسن، مجمع الزوائد ١٠/٩٠

১২৪. হযরত আবূ উমামাহ বাহেলী (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিলেন। আমি বসিয়া ঠোঁট নাড়িতেছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার ঠোঁট কেন নাড়াইতেছ? আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আল্লাহ তায়ালার যিকির করিতেছি। তিনি এরশাদ করিলেন, আমি কি তোমাকে ঐ কলেমাগুলি বলিয়া দিব না যে, যদি তুমি উহা বল তবে তোমার রাত্রদিনের অনবরত যিকির ও উহার সওয়াব পর্যন্ত পৌছিতে পারিবে না? আমি আরজ করিলাম, অবশ্যই বলিয়া দিন। এরশাদ করিলেন, এই কলেমাগুলি পড়—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ مَا أَحْصٰى كِتَابُهُ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ مَا فِىْ كِتَابِهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ مَا أَحْصٰى خَلْقُهُ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِلْءَ مَا فِىْ خَلْقِهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِلْءَ سَمٰوَاتِهِ وَأَرْضِهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ

এমনিভাবে سُبْحَانَ اللّٰهِ ও اَللّٰهُ اَكْبَرُ এর সহিত এই কলেমাগুলি

سُبْحَانَ اللّٰهِ

عَدَدَ مَا أَحْصٰى كِتَابُهُ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا فِيْ كِتَابِهِ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا أَحْصٰى خَلْقُهُ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ مِلْءَ مَا فِيْ خَلْقِهِ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ مِلْءَ سَمٰوَاتِهِ وَأَرْضِهِ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ عَدَدَ مَا أَحْصٰى كِتَابُهُ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ عَدَدَ مَا فِيْ كِتَابِهِ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ عَدَدَ مَا أَحْصٰى خَلْقُهُ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ مِلْءَ مَا فِيْ خَلْقِهِ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ مِلْءَ سَمٰوَاتِهِ وَأَرْضِهِ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ-

অর্থ ঃ আল্লাহ তায়ালার জন্য সকল প্রশংসা ঐ সমস্ত জিনিসের সংখ্যা পরিমাণ যাহা তাঁহার কিতাব গণনা করিয়াছি। আল্লাহ তায়ালার জন্য সকল প্রশংসা ঐ সমস্ত জিনিসের সংখ্যা পরিমাণ যাহা তাঁহার কিতাবে আছে। আল্লাহ তায়ালার জন্য সকল প্রশংসা ঐ সমস্ত জিনিসের সংখ্যা পরিমাণ যাহা তাঁহার মাখলুক গণনা করিয়াছে। আল্লাহ তায়ালার সকল প্রশংসা ঐ সমস্ত জিনিসের পূর্ণতা পরিমাণ যাহা মাখলুকাতের মধ্যে আছে। আল্লাহ তায়ালার জন্য সকল প্রশংসা আসমান জমিনের মধ্যবর্তী শূন্যস্থান পূর্ণ করিয়া দেওয়া পরিমাণ। আল্লাহ তায়ালার জন্য সকল প্রশংসা সমস্ত জিনিসের সংখ্যা পরিমাণ। আল্লাহ তায়ালার জন্য সকল প্রশংসা প্রতিটি জিনিসের উপর।

আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা ঐ সমস্ত জিনিসের সংখ্যা পরিমাণ যাহা তাঁহার কিতাব গণনা করিয়াছে। আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা এই সমস্ত জিনিসের সংখ্যা পরিমাণ যাহা তাঁহার কিতাবে আছে। আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা ঐ সমস্ত জিনিসের সংখ্যা পরিমাণ যাহা তাঁহার মাখলুক গণনা করিয়াছে। আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা ঐ সমস্ত জিনিসের পূর্ণতা পরিমাণ যাহা মাখলুকাতের মধ্যে আছে। আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা আসমান জমিনের মধ্যবর্তী শূন্যস্থান পূর্ণ করিয়া দেওয়া পরিমাণ। আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা সমস্ত জিনিসের সংখ্যা পরিমাণ। আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা প্রতিটি জিনিসের উপর।

আল্লাহ তায়ালার বড়ত্ব ঐ সমস্ত জিনিসের সংখ্যা পরিমাণ যাহা তাঁহার কিতাব গণনা করিয়াছে। আল্লাহ তায়ালার বড়ত্ব ঐ সমস্ত জিনিসের সংখ্যা পরিমাণ যাহা তাঁহার কিতাবে আছে। আল্লাহ তায়ালার বড়ত্ব ঐ সমস্ত জিনিসের সংখ্যা পরিমাণ যাহা তাঁহার মাখলুক গণনা করিয়াছে। আল্লাহ তায়ালার বড়ত্ব ঐ সমস্ত জিনিসের পূর্ণতা পরিমাণ

যাহা মাখলুকাতের মধ্যে আছে। আল্লাহ তায়ালার বড়ত্ব আসমান জমিনের মধ্যবর্তী শূন্যস্থান পূর্ণ করিয়া দেওয়া পরিমাণ, আল্লাহ তায়ালার বড়ত্ব সমস্ত জিনিসের সংখ্যা পরিমাণ। আল্লাহ তায়ালার বড়ত্ব প্রতিটি জিনিসের উপর। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েত)

١٢٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَوَّلُ مَنْ يُدْعٰى إِلَى الْجَنَّةِ الَّذِيْنَ يَحْمَدُوْنَ اللّٰهَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ.

رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ١/٥٠٢

১২৫. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সর্বপ্রথম যাহাদিগকে জান্নাতের দিকে ডাকা হইবে তাহারা ঐ সমস্ত লোক হইবে যাহারা সচ্ছলতায় ও অভাব অনটনে (উভয় অবস্থায়) আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করে। (মুসতাদরাকে হাকেম)

١٢٦- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ اللّٰهَ لَيَرْضٰى عَنِ الْعَبْدِ اَنْ يَاْكُلَ الْاَكْلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا، اَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا. رواه مسلم، باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب، رقم:٦٩٣٢

১২৬. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা ঐ বান্দার উপর অত্যন্ত খুশী হন যে একটি লোকমা খায় আর উহার উপর আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় করে, এক ঢোক পানি পান করে আর উহার উপর আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় করে। (মুসলিম)

١٢٧- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: كَلِمَتَانِ إِحْدَاهُمَا لَيْسَ لَهَا نَاهِيَةٌ دُوْنَ الْعَرْشِ، وَالْاُخْرٰى تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ: لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ اَكْبَرُ. رواه الطبراني ورواته إلى معاذ بن عبد الله ثقة سوى ابن لهيعة ولحديثه هذا شواهد، الترغيب ٢/٤٣٤

১২৭. হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ও اللّٰهُ اكبر দুই কলেমা। এই দুইটি হইতে একটি (لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ) তো আরশে পৌছার পূর্বে কোথায়ও থামে না, আর দ্বিতীয়টি (اَللّٰهُ اَكْبَرُ) জমিন আসমানের মধ্যবর্তী শূন্যস্থানকে (নূর বা সওয়াব দ্বারা) ভরিয়া দেয়। (তাবারানী, তরগীব)

١٢٨- عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى سُلَيْمٍ قَالَ: عَدَّهُنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى يَدِى ـ أَوْ فِى يَدِهِ ـ اَلتَّسْبِيْحُ نِصْفُ الْمِيْزَانِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ يَمْلَؤُهُ وَالتَّكْبِيْرُ يَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. (الحديث) رواه الترمذى وقال: حديث حسن، باب فيه حديث أن التسبيح نصف الميزان، رقم:٣٥١٩

১২৮. বনু সুলাইম গোত্রীয় এক সাহাবী (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথাগুলি আমার হাতে অথবা নিজ হাতে গণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, سُبْحَانَ اللّٰهِ বলা অর্ধেক পাল্লাকে ভরিয়া দেয় এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলা সম্পূর্ণ পাল্লাকে সওয়াব দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া দেয় এবং اَللّٰهُ اَكْبَرُ এর সওয়াব জমিন আসমানের মধ্যবর্তী শূন্যস্থানকে ভরপুর করিয়া দেয়। (তিরমিযী)

١٢٩- عَنْ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَلَا أَدُلُّكَ عَلٰى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ؟ قُلْتُ: بَلٰى، يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه ووافقه الذهبى ٤/ ٢٩٠

১২৯. হযরত সা'দ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদিগকে কি জান্নাতের দরজাসমূহ হইতে একটি দরজার কথা বলিব না? আমি আরজ করিলাম, অবশ্যই বলুন। তিনি এরশাদ করিলেন, সেই দরজা হইল, لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ। (মুসতাদরাকে হাকেম)

١٣٠- عَنْ أَبِىْ أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِىَ بِهِ مَرَّ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: يَا جِبْرِيْلُ مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قَالَ لَهُ إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مُرْ أُمَّتَكَ فَلْيُكْثِرُوا

مِنْ غِرَاسِ الْجَنَّةِ فَإِنَّ تُرْبَتَهَا طَيِّبَةٌ، وَأَرْضَهَا وَاسِعَةٌ قَالَ: وَمَا غِرَاسُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ. رواه أحمد ورجال إحمد رجال الصحيح غير عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو ثقة لم يتكلم فيه أحد ووثقه ابن حبان، مجمع الزوائد ١٠/١١٩

১৩০. হযরত আবু আইউব আনসারী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেরাজের রাত্রে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের নিকট দিয়া অতিক্রম কালে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জিবরাঈল, তোমার সহিত ইনি কে? জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আরজ করিলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বলিলেন, আপনি আপনার উম্মতকে বলিবেন যে, তাহারা যেন অধিক পরিমাণে জান্নাতের চারা লাগায়। কারণ জান্নাতের মাটি অতি উত্তম এবং উহার জমিন প্রশস্ত। জিজ্ঞাসা করিলেন, জান্নাতের চারা কি? এরশাদ করিলেন, لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ।

(মুসনাদে আহমাদ, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٣١- عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللّٰهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ. (وهو جزء من الحديث) رواه مسلم باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة ...، رقم:٥٦٠١، وزاد أحمد: أَفْضَلُ الْكَلَامِ بَعْدَ الْقُرْآنِ أَرْبَعٌ وَهِيَ مِنَ الْقُرْآنِ٥/٢٠

১৩১. হযরত সামুরা ইবনে জুন্দুব (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, চারটি কলেমা আল্লাহ তায়ালার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় سُبْحَانَ اللّٰهِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ। যে কোন কলেমা ইচ্ছা হয় প্রথমে পড়। (আর যে কলেমা ইচ্ছা হয় পরে পড়িতে পার, কোন অসুবিধা নাই। (মুসলিম)

এক রেওয়ায়াতে আছে, এই চারটি কলেমাই কুরআন মজীদের পর সর্বাপেক্ষা উত্তম এবং এইগুলি কুরআন মজীদেরই কলেমা। (মুসঃ আহমাদ)

١٣٢- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَأَنْ أَقُوْلَ سُبْحَانَ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ. رواه مسلم، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، رقم:٦٨٤٧

১৩২. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার নিকট سُبْحَانَ اللّٰهِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলা এমন প্রতিটি জিনিস হইতে অধিক প্রিয় যাহার উপর সূর্য উদয় হয়। (কারণ এইগুলির আজর ও সওয়াব বাকী থাকিবে, আর দুনিয়া আপন সমস্ত আসবাবপত্রসহ শেষ হইয়া যাইবে।) (মুসলিম)

١٣٣-عَنْ أَبِىْ سَلْمٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: بَخٍ بَخٍ بِخَمْسٍ مَا أَثْقَلَهُنَّ فِى الْمِيْزَانِ: سُبْحَانَ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَآ إِلٰـهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ يُتَوَفّٰى لِلْمُسْلِمِ فَيَحْتَسِبُهُ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبى ١/٥١١

১৩৩. হযরত আবু সালমা (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, বাহ্, বাহ্! পাঁচটি জিনিস আমলনামার পাল্লায় কত বেশী ভারী, ১— لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ২— سُبْحَانَ اللّٰهِ ৩— لِلّٰهِ اَلْحَمْدُ ৪— اَللّٰهُ اَكْبَرُ ৫—কোন মুসলমানের নেক ছেলের ইন্তেকাল হইয়া যায় আর সে সওয়াবের আশায় সবর করে। (মুসতাদরাকে হাকেম)

١٣٤-عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَآ إِلٰـهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ. (وهو جزء من الحديث) رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط ورجالهما رجال الصحيح غير محمد بن منصور الطوسى وهو ثقة، مجمع الزوائد ١٠/١٠٦

১৩৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি سُبْحَانَ اللّٰهِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ পড়িবে তাহার আমলনামায় প্রত্যেক হরফের বিনিময়ে দশ নেকী লিখিয়া দেওয়া হইবে। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٣٥-عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَرَّ بِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَدْ كَبِرْتُ وَضَعُفْتُ، أَوْ كَمَا قَالَتْ: فَمُرْنِي بِعَمَلٍ أَعْمَلُ وَأَنَا جَالِسَةٌ؟ قَالَ: سَبِّحِي اللّٰهَ مِائَةَ تَسْبِيْحَةٍ، فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ مِائَةَ رَقَبَةٍ تُعْتِقِيْنَهَا مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيْلَ، وَاحْمَدِي اللّٰهَ مِائَةَ تَحْمِيْدَةٍ، فَإِنَّهَا تَعْدِلُ مِائَةَ فَرَسٍ مُسْرَجَةٍ مُلْجَمَةٍ تَحْمِلِيْنَ عَلَيْهَا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَكَبِّرِي اللّٰهَ مِائَةَ تَكْبِيْرَةٍ، فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ مِائَةَ بَدَنَةٍ مُقَلَّدَةٍ مُتَقَبَّلَةٍ، وَهَلِّلِي اللّٰهَ مِائَةً، قَالَ ابْنُ خَلَفٍ: أَحْسِبُهُ قَالَ: تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَلَا يُرْفَعُ يَوْمَئِذٍ لِأَحَدٍ عَمَلٌ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِمِثْلِ مَا أَتَيْتِ. قلت: رواه ابن ماجه باختصار ورواه أحمد والطبراني في الكبير ولم يقل أَحْسِبُهُ ورواه في الأوسط إلا أنه قال فيه: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَبِرَتْ سِنِّيْ، وَرَقَّ عَظْمِيْ فَدُلَّنِيْ عَلٰى عَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، فَقَالَ: بَخٍ بَخٍ، لَقَدْ سَأَلْتِ، وَقَالَ خَيْرٌ لَكِ مِنْ مِائَةِ بَدَنَةٍ مُقَلَّدَةٍ مُجَلَّلَةٍ تُهْدِيْنَهَا إِلٰى بَيْتِ اللّٰهِ تَعَالٰى: وَقُوْلِيْ: لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، مِائَةَ مَرَّةٍ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكِ مِمَّا أَطْبَقَتْ عَلَيْهِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، وَلَا يُرْفَعُ يَوْمَئِذٍ لِأَحَدٍ عَمَلٌ أَفْضَلُ مِمَّا رُفِعَ لَكِ إِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قُلْتِ أَوْ زَادَ. وأسانيدهم حسنة، مجمع الزوائد ١٠٨/١٠ ورواه الحاكم وقال: قُوْلِيْ: لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ لَا تَتْرُكُ ذَنْبًا، وَلَا يُشْبِهُهَا عَمَلٌ. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي ٥١٤/١

১৩৫. হযরত উম্মে হানী (রাযিঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট আসিলেন। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি বৃদ্ধা হইয়া গিয়াছি, দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি, এমন কোন আমল বলিয়া দিন যেন বসিয়া বসিয়া করিতে থাকি। তিনি এরশাদ করিলেন, سُبْحَانَ اللّٰهِ একশতবার করিয়া পড়িতে থাক। উহার সওয়াব এমন যেন তুমি ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বংশধর হইতে একশত গোলাম আযাদ করিলে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ একশত বার করিয়া পড়িতে থাক। ইহার সওয়াব জিন ও লাগামসহ একশত ঘোড়া আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় আরোহণের জন্য দেওয়ার সমতুল্য। اَللّٰهُ اَكْبَرُ একশত বার করিয়া পড়িতে থাক। ইহার সওয়াব গর্দানে কুরবানীর মালা

পরানো এমন একশত উট জবাই করার সমতুল্য যাহার কোরবানী আল্লাহ তায়ালার নিকট কবুল হইয়াছে। لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ একশতবার করিয়া পড়িতে থাক। ইহার সওয়াব তো আসমান জমিনের মধ্যবর্তী স্থানকে ভরিয়া দেয়। আর সেদিন তোমার আমল অপেক্ষা আর কাহারো কোন আমল আল্লাহ তায়ালার নিকট অধিক কবুল হওয়ার যোগ্য হইবে না। অবশ্য যে ব্যক্তি তোমার ন্যায় আমল করিয়াছে তাহার আমল অধিক যোগ্য হইতে পারে।

এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত উম্মে হানী (রাযিঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি বৃদ্ধা হইয়া গিয়াছি এবং আমার হাড়গুলি দুর্বল হইয়া গিয়াছে, এমন কোন আমল বলিয়া দিন যাহা আমাকে জান্নাতে দাখিল করিয়া দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, বাহ্ বাহ্! তুমি বড় ভাল কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ এবং বলিলেন, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ একশত বার করিয়া পড়িতে থাক। ইহা তোমার জন্য এরূপ একশত উট হইতে উত্তম যাহাদের গর্দানে কুরবানীর মালা পরানো হইয়াছে, ঝুল পরানো হইয়াছে এবং উহা মক্কায় জবাই করা হয়। ..... একশতবার করিয়া পড়িতে থাক। ইহা তোমার জন্য ঐ সমুদয় জিনিস হইতে উত্তম যাহাকে আসমান ও জমিন ঢাকিয়া রাখিয়াছে। আর সেদিন তোমার আমল অপেক্ষা আর কাহারো কোন আমল আল্লাহ তায়ালার নিকট অধিক কবুল হওয়ার যোগ্য হইবে না। অবশ্য সেই ব্যক্তির আমল অধিক কবুল হওয়ার যোগ্য হইতে পারে যে এই কলেমাগুলি এই পরিমাণ অথবা ইহা হইতে অধিক পরিমাণে পড়িয়াছে।

(তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

এক রেওয়ায়াতে আছে যে, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ পড়িতে থাক। ইহা কোন গুনাহকে ছাড়ে না, আর ইহার ন্যায় কোন আমল নাই।

(মুসতাদরাকে হাকেম)

١٣٦- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَغْرِسُ غَرْسًا، فَقَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! مَا الَّذِي تَغْرِسُ؟ قُلْتُ: غِرَاسًا لِي، قَالَ: أَلَا أَدُلُّكَ عَلٰى غِرَاسٍ خَيْرٍ لَكَ مِنْ هٰذَا؟ قَالَ: بَلٰى، يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ: قُلْ: سُبْحَانَ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، يُغْرَسُ لَكَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ. رواه ابن ماجة، باب فضل التسبيح، رقم:٣٨٠٧

১৩৬. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট দিয়া গেলেন, আমি তখন চারা লাগাইতে ছিলাম। বলিলেন, আবু হোরায়রা, কি লাগাইতেছ? আমি আরজ করিলাম, নিজের জন্য চারা লাগাইতেছি। এরশাদ করিলেন, আমি কি তোমাকে ইহা হইতে উত্তম চারার কথা বলিয়া দিব না? سُبْحَانَ اللّٰهِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ বল। ইহার প্রত্যেক কলেমার বিনিময়ে তোমার জন্য জান্নাতে একটি গাছ লাগাইয়া দেওয়া হইবে।

(ইবনে মাজাহ)

١٣٧-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: خُذُوا جُنَّتَكُمْ، قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَمِنْ عَدُوٍّ حَضَرَ؟ فَقَالَ: خُذُوا جُنَّتَكُمْ مِنَ النَّارِ، قُوْلُوا: سُبْحَانَ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ، فَإِنَّهُنَّ يَأْتِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُسْتَقْدِمَاتٍ، وَمُسْتَأْخِرَاتٍ، وَمُنْجِيَاتٍ وَمُجَنِّبَاتٍ وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ . مجمع البحرين في زوائد المعجمين٧/٣٢٩، قال المحشي: أخرجه الطبراني في الصغير، وقال الهيثمي في المجمع: ورجاله رجال الصحيح غير داوٗد بن بلال وهو ثقة

১৩৭. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আসিলেন এবং এরশাদ করিলেন, দেখ, নিজের বাঁচার জন্য ঢাল লইয়া লও। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন দুশমন আসিয়া গিয়াছে কি? তিনি এরশাদ করিলেন, জাহান্নামের আগুন হইতে বাঁচিবার জন্য ঢাল লইয়া লও। سُبْحَانَ اللّٰهِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ পড়। কেননা এই কলেমাগুলি কেয়ামতের দিন আপন পাঠকারীর সামনে, পিছন, ডান ও বাম দিক হইতে আসিবে এবং তাহাদের জন্য নাজাতদানকারী হইবে এবং এইগুলিই সেই নেক আমল যাহার সওয়াব চিরকাল মিলিতে থাকিবে। (মাজমায়ে বাহরাইন)

ফায়দা ঃ 'এই কলেমাগুলি পাঠকারীর সামনের দিক হইতে আসিবে' হাদীস শরীফে বর্ণিত এই কথার উদ্দেশ্য এই যে, কেয়ামতের দিন এই কলেমাগুলি অগ্রসর হইয়া আপন পাঠকারীর জন্য সুপারিশ করিবে। আর ডান বাম ও পিছনের দিক হইতে আসার অর্থ হইল, আপন পাঠকারীকে আযাব হইতে রক্ষা করিবে।

١٣٨- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنَّ سُبْحَانَ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَآ إِلٰـهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ تَنْفُضُ الْخَطَايَا كَمَا تَنْفُضُ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا. رواه أحمد ١٥٢/٣

১৩৮. হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, سُبْحَانَ اللّٰهِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলার দ্বারা গুনাহ এমনভাবে ঝরিয়া যায় যেমন (শীতের মৌসুমে) গাছ হইতে পাতা ঝরিয়া যায়। (মুসনাদে আহমাদ)

١٣٩- عَنْ عِمْرَانَ -يَعْنِي: ابْنَ حُصَيْنٍ- رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَمَا يَسْتَطِيْعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَعْمَلَ كُلَّ يَوْمٍ مِثْلَ أُحُدٍ عَمَلًا؟ قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَمَنْ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَعْمَلَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِثْلَ أُحُدٍ عَمَلًا؟ قَالَ: كُلُّكُمْ يَسْتَطِيْعُهُ، قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَاذَا؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللّٰهِ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ، وَلَآ إِلٰـهَ إِلَّا اللّٰهُ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ. رواه الطبراني والبزار ورجالهما رجال الصحيح، مجمع الزوائد ١٠٥/١٠

১৩৯. হযরত এমরান ইবনে হুসাইন (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে কেহ কি দৈনিক ওহুদ পাহাড় পরিমাণ আমল করিতে পারে না? সাহাবা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ওহুদ পাহাড় পরিমাণ কে আমল করিতে পারে? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তোমাদের প্রত্যেকেই করিতে পারে। সাহাবা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উহা কোন্ আমল? এরশাদ করিলেন, سُبْحَانَ اللّٰهِ এর সওয়াব ওহুদ হইতে বড়। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ এর সওয়াব ওহুদ হইতে বড়। لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এর সওয়াব ওহুদ হইতে বড়। اَللّٰهُ اَكْبَرُ এর সওয়াব ওহুদ হইতে বড়। (তাবারানী, বাযযার, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٤٠- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: الْمَسَاجِدُ قُلْتُ: وَمَا الرَّتْعُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ:

سُبْحَانَ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَآ إِلٰـهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ. رواه الترمذى وقال: حديث حسن غريب، باب حديث فى أسماء الله الحسنى مع ذكرها تماما، رقم:٣٥٠٩

১৪০. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন তোমরা জান্নাতের বাগানের উপর দিয়া যাও তখন খুব বিচরণ কর। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, জান্নাতের বাগান কি? এরশাদ করিলেন, মসজিদসমূহ। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, বিচরণের কি অর্থ? এরশাদ করিলেন, سُبْحَانَ اللّٰهِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ পাঠ করা। (তিরমিযী)

١٤١- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَأَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى مِنَ الْكَلَامِ أَرْبَعًا: سُبْحَانَ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَآ إِلٰـهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، فَمَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللّٰهِ كُتِبَ لَهُ عِشْرُوْنَ حَسَنَةً، وَحُطَّتْ عَنْهُ عِشْرُوْنَ سَيِّئَةً، وَمَنْ قَالَ: اللّٰهُ أَكْبَرُ فَمِثْلُ ذٰلِكَ، وَمَنْ قَالَ لَآ إِلٰـهَ إِلَّا اللّٰهُ فَمِثْلُ ذٰلِكَ، وَمَنْ قَالَ: الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ كُتِبَتْ لَهُ ثَلَاثُوْنَ حَسَنَةً وَحُطَّتْ عَنْهُ ثَلَاثُوْنَ سَيِّئَةً. رواه النسائى فى عمل اليوم والليلة، رقم:٨٤٠

১৪১. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) ও হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা আপন কালাম হইতে চারটি কলেমা বাছাই করিয়াছেন— سُبْحَانَ اللّٰهِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ যে ব্যক্তি একবার سُبْحَانَ اللّٰهِ বলে তাহার জন্য বিশটি নেকী লিখিয়া দেওয়া হয়, তাহার বিশটি গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলে তাহার জন্য এই একই সওয়াব। যে ব্যক্তি لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলে তাহার জন্যও এই একই সওয়াব। যে ব্যক্তি অন্তরের গভীর হইতে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ বলে তাহার জন্য ত্রিশ নেকী লিখিয়া দেওয়া হয় এবং ত্রিশটি গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয়। (আমালুল ইয়াওমি ওয়াল্ লাইলাহ)

١٤٢- عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ:

اسْتَكْثِرُوا مِنَ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ. قِيْلَ: وَمَا هُنَّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: الْمِلَّةُ، قِيْلَ وَمَا هِيَ؟ قَالَ: التَّكْبِيْرُ وَالتَّهْلِيْلُ، وَالتَّسْبِيْحُ، وَالتَّحْمِيْدُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ. رواه الحاكم وقال: هذا أصح إسناد المصريين ووافقه الذهبي ١/٥١٢

১৪২. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বাকিয়াতে সালেহাত অধিক পরিমাণে কর। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, উহা কি জিনিস? এরশাদ করিলেন, উহা দ্বীনের বুনিয়াদ বা ভিত্তিসমূহ। আরজ করা হইল, সেই বুনিয়াদ বা ভিত্তিসমূহ কি? এরশাদ করিলেন, তকবীর (اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলা), তাহলীল (لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলা), তসবীহ (سُبْحَانَ اللّٰهِ বলা), তাহমীদ (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলা) এবং لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ বলা।

(মুসতাদরাকে হাকেম)

ফায়দা ঃ বাকিয়াতে সালেহাতের দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ সমস্ত নেক আমল যাহার সওয়াব অনন্তকাল পাওয়া যাইতে থাকে। (ফাতহে রাব্বানী)

١٤٣- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: قُلْ سُبْحَانَ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ، فَإِنَّهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ، وَهُنَّ يَحْطُطْنَ الْخَطَايَا كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا، وَهُنَّ مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ. رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما: عمر بن راشد اليمامي، وقد وُثق على ضعفه وبقية رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ١٠/١٠٤

১৪৩. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, سُبْحَانَ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ اَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ পড়। এইগুলি বাকিয়াতে সালেহাত এবং এইগুলি গুনাহকে এমনভাবে ঝরাইয়া দেয় যেমন (শীতের মৌসুমে) গাছের পাতা ঝরিয়া যায়। আর এই কলেমাগুলি জান্নাতের খাজানা হইতে আসিয়াছে।

(তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٤٤- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَا عَلَى الْأَرْضِ أَحَدٌ يَقُوْلُ: لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ إِلَّا كُفِّرَتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء فى فضل التسبيح والتكبير والتحميد، رقم: ٣٤٦٠ وزاد الحاكم: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وقال الذهبى: حاتم ثقة، وزيادته مقبولة ١/٥٠٣

১৪৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জমিনের উপর যে ব্যক্তিই لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ اَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ পড়ে তাহার গুনাহ মাফ হইয়া যায়। যদিও তাহার গুনাহ সমুদ্রের ফেনা সমতুল্য হয়। (তিরমিযী)

এক রেওয়ায়াতে سُبْحَانَ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ সহকারে এই ফযীলত উল্লেখ করা হইয়াছে। (মুসতাদরাকে হাকেম)

١٤٥- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، قَالَ اللهُ: أَسْلَمَ عَبْدِى وَاسْتَسْلَمَ. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبى ١/٥٠٢

১৪৫. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি (অন্তর হইতে) سُبْحَانَ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ اَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ বলে, আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমার বান্দা ফরমাবরদার (অনুগত) হইয়া গিয়াছে এবং নিজেকে আমার সোপর্দ করিয়া দিয়াছে। (মুসতাদরাকে হাকেম)

١٤٦- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَالَ: لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، صَدَّقَهُ رَبُّهُ وَقَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا وَأَنَا أَكْبَرُ، وَإِذَا قَالَ: لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ قَالَ: يَقُوْلُ اللهُ: لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا وَأَنَا وَحْدِىْ، وَإِذَا قَالَ: لَآ إِلٰهَ إِلَّا

اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، قَالَ اللّٰهُ: لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِىْ لَا شَرِيْكَ لِىْ، وَإِذَا قَالَ: لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، قَالَ اللّٰهُ: لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا لِىَ الْمُلْكُ وَلِىَ الْحَمْدُ، وَإِذَا قَالَ: لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ، قَالَ اللّٰهُ: لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِىْ. وَكَانَ يَقُوْلُ: مَنْ قَالَهَا فِىْ مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَطْعَمْهُ النَّارُ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء ما يقول العبد إذا مرض، رقم:٣٤٣٠

১৪৬. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) ও হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন কেহ বলে, لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ অর্থাৎ, 'আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোন মাবুদ নাই এবং আল্লাহ তায়ালা সবার চেয়ে বড়'—তখন আল্লাহ তায়ালা তাহার সত্যতার সমর্থন করেন এবং বলেন, لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنَا وَأَنَا أَكْبَرُ —অর্থাৎ আমি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই এবং আমি সবার চেয়ে বড়। আর যখন সে বলে, لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ —অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোন মাবুদ নাই, তিনি একা,—তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন, لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنَا وَأَنَا وَحْدِىْ —অর্থাৎ আমি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। আমি একা। আর যখন সে বলে, لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ —অর্থাৎ 'আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তিনি একা, তাঁহার কোন অংশীদার নাই'—তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন, لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِىْ لَا شَرِيْكَ لِىْ —অর্থাৎ আমি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, আমি একা আমার কোন অংশীদার নাই। আর যখন সে বলে, لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ—অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তাহারই জন্য বাদশাহী এবং সমস্ত প্রশংসা তাহারই জন্য, —তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন, لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنَا لِىَ الْمُلْكُ وَلِىَ الْحَمْدُ —অর্থাৎ আমি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, আমার জন্যই বাদশাহী এবং আমার জন্যই সমস্ত প্রশংসা। আর যখন সে বলে, لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ —অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং গুনাহ

হইতে রক্ষা করার ও নেক কাজে লাগাইবার শক্তি একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই, —তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন, لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِىْ —অর্থাৎ আমি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং গুনাহ হইতে রক্ষা করার ও নেক কাজে লাগাইবার শক্তি একমাত্র আমারই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি অসুস্থাবস্থায় উক্ত কলেমাগুলি অর্থাৎ

لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ

পড়িবে এবং মৃত্যুবরণ করিবে জাহান্নামের আগুন তাহাকে চাখিবেও না। (তিরমিযী)

١٤٧-عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ عَاصِمٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَا قَالَ عَبْدٌ قَطُّ: لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَعَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، مُخْلِصًا بِهَا رُوْحُهُ، مُصَدِّقًا بِهَا قَلْبُهُ لِسَانَهُ إِلَّا فُتِقَ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ حَتّٰى يَنْظُرَ اللّٰهُ إِلٰى قَائِلِهَا وَحُقَّ لِعَبْدٍ نَظَرَ اللّٰهُ إِلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهُ سُؤْلَهُ. رواه النسائى فى عمل اليوم والليلة، رقم:٢٨

১৪৭. হযরত ইয়াকুব ইবনে আসেম (রহঃ) দুইজন সাহাবী (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন, যে বান্দা لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ এমনভাবে পড়ে যে, উহাতে এখলাস থাকে এবং মুখের কথাকে অন্তর সাক্ষ্য দেয়, তাহার জন্য আসমানের দরজাসমূহ খুলিয়া দেওয়া হয় এবং উহার পাঠকারীকে আল্লাহ তায়ালা রহমতের দৃষ্টিতে দেখেন। আর যে বান্দার প্রতি আল্লাহ তায়ালার রহমতের দৃষ্টি পড়িয়া যায় সে এই উপযুক্ত হইয়া যায় যে, সে আল্লাহ তায়ালার নিকট যাহা চাহিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে দান করিবেন। (আমলুল ইয়াওমে ওয়াল লাইলাহ)

١٤٨-عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ قَبْلِيْ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب في دعاء يوم عرفة، رقم:٣٥٨٥

১৪৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সর্বাপেক্ষা উত্তম দোয়া আরাফাতের দিনের দোয়া এবং সর্বাপেক্ষা উত্তম কলেমা যাহা আমি ও আমার পূর্ববর্তী নবী আলাইহিমুস সালামগণ বলিয়াছেন। উহা এই—

"لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ"۔ (ترمذی)

(তিরমিযী)

١٤٩- رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا وَكَتَبَ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ. رواه الترمذى، باب ما جاء فى فضل الصلاة على النبى ﷺ، رقم:٤٨٤

১৪৯. এক রেওয়ায়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি একবার আমার উপর দরূদ পাঠায় আল্লাহ তায়ালা উহার বিনিময়ে তাহার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন এবং তাহার জন্য দশটি নেকী লিখিয়া দেন। (তিরমিযী)

١٥٠- عَنْ عُمَيْرٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ مِنْ أُمَّتِيْ صَلَاةً مُخْلِصًا مِنْ قَلْبِهِ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرَ صَلَوَاتٍ، وَرَفَعَهُ بِهَا عَشْرَ دَرَجَاتٍ، وَكَتَبَ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ. رواه النسائى فى عمل اليوم والليلة، رقم:٦٤

১৫০. হযরত ওমায়ের আনসারী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার উম্মতের মধ্য হইতে যে ব্যক্তি অন্তরের এখলাসের সহিত আমার উপর দরূদ পাঠায় আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন, উহার বিনিময়ে

তাহার দশটি মর্তবা উন্নত করিয়া দেন, তাহার জন্য দশটি নেকী লিখিয়া দেন এবং তাহার দশটি গুনাহ মিটাইয়া দেন।

(আমালুল ইয়াওমে ওয়াল লাইলাহ)

١٥١- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّهُ أَتَانِيْ جِبْرِيْلُ آنِفًا عَنْ رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ فَقَالَ: مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ مُسْلِمٍ يُصَلِّيْ عَلَيْكَ مَرَّةً وَاحِدَةً إِلَّا صَلَّيْتُ أَنَا وَمَلَائِكَتِيْ عَلَيْهِ عَشْرًا. رواه الطبراني عن أبي ظلال عنه، وأبوظلال وثق، ولا يضر في المتابعات، الترغيب ٢/٤٩٨

১৫১. হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জুমুআর দিন অধিক পরিমাণে আমার উপর দরূদ পাঠাও। কেননা জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আপন রবের নিকট হইতে এখনই আমার নিকট এই পয়গাম লইয়া আসিয়াছিলেন যে, জমিনের বুকে যে কোন মুসলিম আপনার উপর একবার দরূদ পাঠাইবে আমি তাহার উপর দশটি রহমত নাযিল করিব এবং আমার ফেরেশতাগণ তাহার জন্য দশবার মাগফেরাতের দোয়া করিবে। (তাবারানী, তরগীব)

١٥٢ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيْ كُلِّ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّ صَلَاةَ أُمَّتِيْ تُعْرَضُ عَلَيَّ فِيْ كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ، فَمَنْ كَانَ أَكْثَرَهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً كَانَ أَقْرَبَهُمْ مِنِّيْ مَنْزِلَةً. رواه البيهقي بإسناد حسن إلا أن مكحولا قيل: لم يسمع من أبي أمامة، الترغيب ٢/٥٠٣

১৫২. হযরত আবু উমামাহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, প্রত্যেক জুমুআর দিন আমার উপর অধিক পরিমাণে দরূদ পাঠাও। কারণ আমার উম্মতের দরূদ প্রত্যেক জুমুআয় আমার নিকট পেশ করা হয়। অতএব যে ব্যক্তি যত বেশী আমার উপর দরূদ পাঠাইবে সে (কেয়ামতের দিন) মর্তবা হিসাবে ততই আমার নিকটবর্তী হইবে। (বাইহাকী, তরগীব)

١٥٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: أَوْلَى النَّاسِ بِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً. رواه الترمذى وقال:

هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء فى فضل الصلاة على النبى ﷺ، رقم: ٤٨٤

১৫৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন আমার অতি নিকটবর্তী আমার সেই উম্মতী হইবে, যে আমার উপর অধিক পরিমাণে দরূদ পাঠাইবে। (তিরমিযী)

١٥٤- عَنْ كَعْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا اللَّيْلِ قَامَ فَقَالَ: يٰأَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا اللّٰهَ اذْكُرُوا اللّٰهَ، جَاءَتِ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ، جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيْهِ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيْهِ، قَالَ أُبَيٌّ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنِّيْ أُكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِيْ؟ قَالَ: مَا شِئْتَ، قَالَ قُلْتُ: الرُّبْعَ؟ قَالَ: مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، قُلْتُ: فَالنِّصْفَ؟ قَالَ: مَا شِئْتَ، وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، قَالَ: قُلْتُ: فَالثُّلُثَيْنِ؟ قَالَ: مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، قُلْتُ: أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِيْ كُلَّهَا؟ قَالَ: إِذًا تُكْفٰى هَمَّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن

১৫৪. হযরত কা'ব (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, যখন রাত্র দুই তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হইয়া যাইত তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাহাজ্জুদের জন্য) উঠিতেন এবং বলিতেন, লোকেরা, আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ কর, আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ কর, কম্পন সৃষ্টিকারী বস্তু আসিয়া পড়িয়াছে, যাহার পর আর এক পশ্চাদগামী বস্তু আসিয়া পৌছিয়াছে। (অর্থাৎ প্রথম শিঙ্গা এবং উহার পর দ্বিতীয় শিঙ্গা ফুৎকারের সময় নিকটবর্তী হইয়া গিয়াছে।) মৃত্যু তাহার সমস্ত ভয়াবহতার সহিত আসিয়া গিয়াছে। মৃত্যু তাহার সমস্ত ভয়াবহতার সহিত আসিয়া গিয়াছে। হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাযিঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আপনার উপর অধিক পরিমাণে দরূদ পাঠাইতে চাই, কাজেই আমি আমার দোয়া ও যিকিরের সময় হইতে দরূদ শরীফের জন্য কত সময় নির্ধারণ করিব? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যত তোমার মনে চায়। আমি আরজ

করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এক চতুর্থাংশ সময়? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যত তোমার ইচ্ছা হয়, আর যদি বেশী কর তবে তোমার জন্য উত্তম হইবে। আমি আরজ করিলাম, অর্ধেক করি? তিনি এরশাদ করিলেন, তুমি যে পরিমাণ চাও,আর যদি বেশী কর তবে তোমার জন্য উত্তম হইবে। আমি আরজ করিলাম দুই তৃতীয়াংশ করি? তিনি এরশাদ করিলেন, তুমি যে পরিমাণ চাও, আর যদি বেশী কর তবে তোমার জন্য উত্তম হইবে। আমি আরজ করিলাম, তবে আমি আমার সম্পূর্ণ সময় আপনার উপর দরূদের জন্য নির্দিষ্ট করিতেছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যদি এরূপ কর তবে আল্লাহ তায়ালা তোমার সমস্ত চিন্তা শেষ করিয়া দিবেন এবং তোমার গুনাহও মাফ করিয়া দেওয়া হইবে। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার ভয় দেখাইয়াছেন, যেন মানুষ আখেরাতের স্মরণ হইতে গাফেল না থাকে।

١٥٥- عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ صَلَّى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَقَالَ: اللّٰهُمَّ اَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ. رواه البزار والطبرانى فى الأوسط والكبير وأسانيدهم حسنة، مجمع الزوائد ١٠/٢٥٤

১৫৫. হযরত রুআইফি' ইবনে সাবেত (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এইভাবে দরূদ পাঠাইবে, **اَللّٰهُمَّ اَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ** তাহার জন্য আমার শাফায়াত জরুরী হইয়া যাইবে।

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ, আপনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেয়ামতের দিন আপনার নিকট বিশেষ নৈকট্যের স্থানে অধিষ্ঠিত করুন। (বাযযার, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٥٦- عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْنَا: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ؟ فَإِنَّ اللّٰهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ، قَالَ: قُوْلُوا: اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ

مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. رواه البخاري،

১৫৬. হযরত কা'ব ইবনে উজরাহ (রাযিঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা আপনার ও আপনার পরিবার পরিজনের উপর কিভাবে দরূদ পাঠাইব? আল্লাহ তায়ালা সালাম পাঠাইবার নিয়ম তো (আপনার দ্বারা) আমাদিগকে স্বয়ং শিখাইয়া দিয়াছেন। (অর্থাৎ তাশাহহুদের মধ্যে আমরা যেন اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ বলিয়া আপনার উপর সালাম পাঠাই।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, এইভাবে বল—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى:

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى ابْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ ابْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এবং হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারবর্গের উপর রহমত নাযিল করুন যেমন আপনি হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের উপর এবং হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পরিবারবর্গের উপর রহমত নাযিল করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে আপনি প্রশংসার উপযুক্ত ও সম্মানিত। আয় আল্লাহ, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারবর্গের উপর বরকত নাযিল করুন, যেমন আপনি হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের উপর এবং হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পরিবারবর্গের উপর বরকত নাযিল করিয়াছেন। নিঃসন্দেহে আপনি প্রশংসার উপযুক্ত ও সম্মানিত। (বোখারী)

١٥٧- عَنْ أَبِيْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: قُوْلُوا: اَللّٰهُمَّ صَلِّ

عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. رواه البخاري،كتاب أحاديث الأنبياء،

১৫৭. হযরত আবু হুমাইদ সায়েদী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, সাহাবা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা আপনার উপর কিভাবে দরূদ পাঠাইব? তিনি এরশাদ করিলেন, এইভাবে বল—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এবং তাঁহার বিবিগণের উপর এবং তাঁহার বংশধরগণের উপর রহমত নাযিল করুন, যেমন আপনি ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পরিবারবর্গের উপর রহমত নাযিল করিয়াছেন, আর হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এবং তাঁহার বিবিগণের উপর এবং বংশধরগণের উপর বরকত নাযিল করুন, যেমন আপনি হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পরিবারবর্গের উপর বরকত নাযিল করিয়াছেন। নিঃসন্দেহে আপনি সমস্ত প্রশংসার উপযুক্ত ও সম্মানিত। (বোখারী)

١٥٨-عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! هٰذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي؟ قَالَ: قُوْلُوا: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَآلِ إِبْرَاهِيْمَ.

رواه البخاري،باب الصلاة على النبي ﷺ، رقم:٦٣٥٨

১৫৮. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন, আমরা আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার উপর সালাম পাঠাইবার নিয়ম তো আমাদের জানা হইয়াছে (যে আমরা তাশাহহুদের মধ্যে ... বলিয়া আপনার উপর সালাম পাঠাই।) এখন আমাদিগকে ইহাও বলিয়া দিন যে, আমরা আপনার উপর দরূদ কিভাবে পাঠাইব? তিনি এরশাদ করিলেন, এইভাবে বল—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَآلِ إِبْرَاهِيْمَ.

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ, আপনার বান্দা ও আপনার রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর রহমত নাযিল করুন, যেমন আপনি হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের উপর রহমত নাযিল করিয়াছেন। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারবর্গের উপর বরকত নাযিল করুন, যেমন আপনি হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের উপর এবং হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পরিবারবর্গের উপর বরকত নাযিল করিয়াছেন। (বোখারী)

١٥٩-عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الْأَوْفٰى إِذَا صَلّٰى عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَلْيَقُلْ: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. رواه أبوداود،

باب الصلاة على النبى ﷺ بعد التشهد، رقم:٩٨٢

১৫৯. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন যে, যাহার ইহা পছন্দ হয় যে, যখন সে আমার পরিবারবর্গের উপর দরূদ পাঠ করে তখন উহার সওয়াব বড় পাত্রে মাপা হউক তবে সে যেন এই শব্দগুলি দ্বারা দরূদ শরীফ পাঠ করে—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ, নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এবং তাঁহার বিবিগণ—যাহারা মুমিনীনদের মা এবং তাঁহার বংশধরগণের উপর এবং তাঁহার সকল পরিবারবর্গের উপর রহমত নাযিল করুন, যেমন আপনি হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পরিবারবর্গের উপর রহমত নাযিল করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে আপনি প্রশংসার উপযুক্ত ও সম্মানিত। (আবু দাউদ)

١٦٠-عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُوْلُ: يَا عَبْدِىْ مَا عَبَدْتَنِى وَرَجَوْتَنِى فَإِنِّى غَافِرٌ لَكَ عَلٰى مَا كَانَ فِيْكَ، وَيَاعَبْدِى إِنْ لَقِيْتَنِى بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيْئَةً مَا لَمْ تُشْرِكْ بِى لَقِيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً. (الحديث) رواه أحمد ٥/١٥٤

১৬০. হযরত আবু যার (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে আমার বান্দা! নিশ্চয় যতক্ষণ তুমি আমার এবাদত করিতে থাকিবে এবং আমার নিকট (মাগফেরাতের) আশা রাখিবে আমি তোমাকে মাফ করিতে থাকিব, চাই তোমার মধ্যে যতই দোষ থাকুক না কেন। হে আমার বান্দা! যদি তুমি জমিনভরা গুনাহ লইয়া আমার সহিত এমনভাবে মিলিত হও যে, আমার সহিত কাহাকেও শরীক কর নাই তবে আমিও জমিনভরা মাগফেরাত লইয়া তোমার সহিত মিলিত হইব। অর্থাৎ সম্পূর্ণ মাফ করিয়া দিব। (মুসনাদে আহমাদ)

١٦١- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى: يَا ابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِى وَرَجَوْتَنِى غَفَرْتُ لَكَ عَلٰى مَا كَانَ فِيْكَ وَلَا أُبَالِى. يَا ابْنَ آدَمَ! لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوْبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِى غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِى.

(الحديث) رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب الحديث القدسى: يا ابن آدم إنك ما دعوتنى ۰۰۰۰، رقم: ٣٥٤٠

১৬১. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, হে আদমের সন্তান! নিশ্চয় তুমি যতক্ষণ আমার নিকট দোয়া করিতে থাকিবে এবং (মাগফেরাতের) আশা রাখিবে আমি তোমাকে মাফ করিতে থাকিব। চাই তোমার গুনাহ যত বেশীই হউক না কেন, আমি উহার পরওয়া করিব না। অর্থাৎ তুমি যত বড় গুনাহগারই হও না কেন, তোমাকে মাফ করা আমার নিকট কোন বড় ব্যাপার নয়। হে আদমের সন্তান! তোমার গুনাহ যদি আসমানের উচ্চতা পর্যন্তও পৌঁছাইয়া যায়, আর তুমি আমার নিকট মাফ চাও তবে আমি তোমাকে মাফ করিয়া দিব এবং আমি উহার কোন পরওয়া করিব না। (তিরমিযী)

١٦٢- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ عَبْدًا أَصَابَ ذَنْبًا فَقَالَ: رَبِّ أَذْنَبْتُ ذَنْبًا فَاغْفِرْ لِى، فَقَالَ رَبُّهُ: أَعَلِمَ عَبْدِى أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِى، ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ أَصَابَ ذَنْبًا فَقَالَ: رَبِّ أَذْنَبْتُ آخَرَ فَاغْفِرْهُ، فَقَالَ: أَعَلِمَ عَبْدِى أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِى، ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ: رَبِّ أَذْنَبْتُ آخَرَ فَاغْفِرْهُ، فَقَالَ: أَعَلِمَ عَبْدِى أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِى ثَلَاثًا فَلْيَعْمَلْ مَا شَآءَ. رواه البخارى، باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، رقم:٧٥٠٧

১৬২. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, কোন বান্দা যখন গুনাহ করিয়া বসে, অতঃপর (লজ্জিত হইয়া) বলে, হে আমার রব, আমি তো গুনাহ করিয়া বসিয়াছি, এখন আপনি আমাকে মাফ করিয়া দিন। আল্লাহ তায়ালা (ফেরেশতাদের সম্মুখে) বলেন, আমার বান্দা কি জানে যে, তাহার কোন রব আছেন, যিনি তাহার গুনাহসমূহকে ক্ষমা করেন এবং উহার উপর ধরপাকড়ও করিতে পারেন? শুনিয়া রাখ, আমি আমার বান্দাকে মাফ করিয়া দিলাম। অতঃপর সেই বান্দা যতক্ষণ আল্লাহ তায়ালা চাহেন গুনাহ হইতে বিরত থাকে। তারপর আবার কোন গুনাহ করিয়া বসে। তখন সে (লজ্জিত হইয়া) বলে, হে আমার রব, আমি তো আরো একটি গুনাহ করিয়া বসিয়াছি। আপনি ইহাও মাফ করিয়া দিন। আল্লাহ তায়ালা (ফেরেশতাদেরকে) বলেন, আমার বান্দা কি জানে যে, তাহার কোন রব আছেন, যিনি গুনাহ মাফ করেন এবং উহার উপর ধরপাকড়ও করিতে পারেন? শুনিয়া রাখ, আমি আমার বান্দাকে মাফ করিয়া দিলাম। অতঃপর সেই বান্দা যতক্ষণ আল্লাহ তায়ালা চাহেন, গুনাহ হইতে বিরত থাকে। তারপর আবার কোন গুনাহ করিয়া বসে। তখন (লজ্জিত হইয়া) বলে, হে আমার রব, আমি তো আরো একটি গুনাহ করিয়া বসিয়াছি। আপনি ইহাও মাফ করিয়া দিন। আল্লাহ তায়ালা (ফেরেশতাদেরকে) বলেন, আমার বান্দা কি জানে যে, তাহার কোন রব আছেন, যিনি গুনাহ মাফ করেন এবং উহার উপর ধরপাকড়ও করিতে পারেন? শুনিয়া রাখ,

আমি আমার বান্দাকে মাফ করিয়া দিলাম, বান্দা যাহা ইচ্ছা করুক। অর্থাৎ সে প্রত্যেক গুনাহের পর তওবা করিতে থাকে তো আমি তাহার তওবা কবুল করিতে থাকিব। (বোখারী)

١٦٣- عَنْ أُمِّ عِصْمَةَ الْعَوْصِيَّةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعْمَلُ ذَنْبًا إِلَّا وَقَفَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِإِحْصَاءِ ذُنُوْبِهِ ثَلَاثَ سَاعَاتٍ فَإِنِ اسْتَغْفَرَ اللّٰهَ مِنْ ذَنْبِهِ ذٰلِكَ فِي شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ السَّاعَاتِ لَمْ يُوْقِفْهُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُعَذَّبْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى ٤/٢٦٢

১৬৩. হযরত উম্মে ইসমাহ আওসিয়াহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন মুসলমান গুনাহ করে তখন যে ফেরেশতা গুনাহ লেখার উপর নিযুক্ত আছেন তিনি সেই গুনাহ লিখিতে তিন মুহূর্ত অর্থাৎ কিছু সময়ের জন্য থামিয়া যান। যদি সে এই তিন মুহূর্তের কোন সময়ে আল্লাহ তায়ালার নিকট নিজের সেই গুনাহের জন্য মাফ চাহিয়া লয় তবে উক্ত ফেরেশতা আখেরাতে তাহাকে সেই গুনাহের ব্যাপারে জানাইবে না এবং কেয়ামতের দিন (সেই গুনাহের কারণে) তাহাকে আযাব দেওয়া হইবে না।

(মুসতাদরাকে হাকেম)

١٦٤- عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ صَاحِبَ الشِّمَالِ لَيَرْفَعُ الْقَلَمَ سِتَّ سَاعَاتٍ عَنِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ الْمُخْطِىءِ أَوِ الْمُسِيْءِ، فَإِنْ نَدِمَ وَاسْتَغْفَرَ اللّٰهَ مِنْهَا أَلْقَاهَا، وَإِلَّا كُتِبَتْ وَاحِدَةً. رواه الطبرانى بأسانيد ورجال أحدها وثقوا، مجمع الزوائد ١٠/٣٤٦

১৬৪. হযরত আবু উমামাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে বাম দিকের ফেরেশতা গুনাহগার মুসলমানদের জন্য ছয় মুহূর্ত (কিছু সময়) গুনাহ লেখা হইতে কলমকে উঠাইয়া রাখে। (অর্থাৎ লেখে না।) অতঃপর যদি এই গুনাহগার বান্দা লজ্জিত হয় এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট গুনাহের জন্য মাফ চাহিয়া লয় তবে ফেরেশতা সেই গুনাহকে লেখে না। নতুবা একটি গুনাহ লিখিয়া দেওয়া হয়। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٦٥-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيْئَةً نُكِتَتْ فِيْ قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ، وَإِنْ عَادَ زِيْدَ فِيْهَا حَتّٰى تَعْلُوَ قَلْبَهُ، وَهُوَ الرَّانُ الَّذِيْ ذَكَرَ اللّٰهُ ﴿كَلَّا بَلْ سكته رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ﴾[المطففين:١٤]. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ومن سورة ويل للمطففين، رقم:٣٣٣٤

১৬৫. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বান্দা যখন কোন গুনাহ করে তখন তাহার অন্তরে একটি কালো দাগ লাগিয়া যায়। তারপর যদি সে উক্ত গুনাহকে ছাড়িয়া দেয় এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট মাফ চাহিয়া লয় এবং তওবা করিয়া লয় তবে (সেই কালো দাগ মুছিয়া) অন্তর পরিস্কার হইয়া যায়। আর যদি গুনাহের পর তওবা ও মাফ চাওয়ার পরিবর্তে আরো গুনাহ করে তবে অন্তরের কালিমা আরো বাড়িয়া যায়। অবশেষে সমস্ত অন্তর ছাইয়া ফেলে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ইহাই সেই মরিচা যাহা আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতে বলিয়াছেন—

كَلَّا بَلْ سكته رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

(তিরমিযী)

١٦٦- عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَا أَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً. رواه أبوداود، باب في الإستغفار، رقم:١٥١٤

১৬৬. হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি এস্তেগফার করিতে থাকে সে গুনাহের উপর হটকারীদের মধ্যে গণ্য হয় না, যদিও দিনে সত্তরবার গুনাহ করে। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ যে গুনাহের পর লজ্জা হয় এবং আগামীতে সেই গুনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকার পাকা এরাদা হয় উহা ক্ষমার উপযুক্ত হয়, যদিও সেই গুনাহ বারবার সংঘটিত হয়। (বজলুল মাজহুদ)

١٦٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ لَزِمَ الإِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيْقٍ مَخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. رواه أبوداؤد، باب في الإستغفار، رقم:١٥١٨

১৬৭. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি পাবন্দীর সহিত ইস্তেগফার করিতে থাকে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য প্রত্যেক অসুবিধায় মুক্তির পথ করিয়া দেন। প্রত্যেক দুশ্চিন্তা হইতে নাজাত দান করেন এবং তাহাকে এমন জায়গা হইতে রুজী দান করেন যেখান হইতে তাহার ধারণাও থাকে না। (আবু দাউদ)

١٦٨- عَنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ تَسُرَّهُ صَحِيْفَتُهُ فَلْيُكْثِرْ فِيْهَا مِنَ الإِسْتِغْفَارِ. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ١٠/٣٤٧

১৬৮. হযরত যুবাইর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি চায় যে, (কেয়ামতের দিন) তাহার আমলনামা তাহাকে আনন্দিত করুক, তাহার অধিক পরিমাণে এস্তেগফার করিতে থাকা উচিত।

(তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٦٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: طُوْبٰى لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيْفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيْرًا. رواه ابن ماجه، باب الإستغفار، رقم:٣٨١٨

১৬৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুস্‌র (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, সুসংবাদ সেই ব্যক্তির জন্য যে (কেয়ামতের দিন) আপন আমলনামায় অধিক পরিমাণে এস্তেগফার পায়। (ইবনে মাজাহ)

١٧٠-عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَقُوْلُ: يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ مُذْنِبٌ إِلَّا مَنْ عَافَيْتُ فَاسْئَلُوْنِي الْمَغْفِرَةَ فَأَغْفِرَ لَكُمْ. وَمَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ أَنِّي ذُوْ قُدْرَةٍ عَلَى الْمَغْفِرَةِ

فَاسْتَغْفَرَنِى بِقُدْرَتِى غَفَرْتُ لَهُ. وَكُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُ فَسَلُونِى الْهُدَى أَهْدِكُمْ، وَكُلُّكُمْ فَقِيرٌ إِلَّا مَنْ أَغْنَيْتُ. فَسَلُونِى أَرْزُقْكُمْ، وَلَوْ أَنَّ حَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ، وَأَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمُ اجْتَمَعُوا، فَكَانُوا عَلَى قَلْبِ أَتْقَى عَبْدٍ مِنْ عِبَادِى ـ لَمْ يَزِدْ فِى مُلْكِى جَنَاحَ بَعُوضَةٍ. وَلَوِ اجْتَمَعُوا فَكَانُوا عَلَى قَلْبِ أَشْقَى عَبْدٍ مِنْ عِبَادِى ـ لَمْ يَنْقُصْ مِنْ مُلْكِى جَنَاحَ بَعُوضَةٍ. وَلَوْ أَنَّ حَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ، وَأَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمُ اجْتَمَعُوا، فَسَأَلَ كُلُّ سَائِلٍ مِنْهُمْ مَا بَلَغَتْ أُمْنِيَّتُهُ، مَا نَقَصَ مِنْ مُلْكِى إِلَّا كَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ مَرَّ بِشَفَةِ الْبَحْرِ، فَغَمَسَ فِيهَا إِبْرَةً ثُمَّ نَزَعَهَا. ذٰلِكَ بِأَنِّى جَوَّادٌ مَاجِدٌ عَطَائِى كَلَامٌ، إِذَا أَرَدْتُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَقُولُ لَهُ: كُنْ، فَيَكُونُ. رواه ابن ماجه، باب ذكر التوبة، رقم:٤٢٥٧

১৭০. হযরত আবু যার (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে আমার বান্দাগণ, তোমাদের প্রত্যেকেই গুনাহগার সে ব্যতীত যাহাকে আমি বাঁচাইয়া লই। সুতরাং আমার নিকট মাফ চাও, আমি তোমাদিগকে মাফ করিয়া দিব। আর যে ব্যক্তি এই কথা জানিয়া যে, আমি মাফ করিবার ক্ষমতা রাখি, আমার নিকট মাফ চায় আমি তাহাকে মাফ করিয়া দেই। আর তোমরা সকলেই পথভ্রষ্ট সেই ব্যক্তি ব্যতীত যাহাকে আমি হেদায়াত দান করি। অতএব আমার নিকট হেদায়াত চাও, আমি তোমাদিগকে হেদায়াত দিব। আর তোমরা সকলেই ফকির সেই ব্যক্তি ব্যতীত যাহাকে আমি ধনী করিয়া দেই। অতএব আমার নিকট চাও, আমি তোমাদিগকে রুজী দিব। যদি তোমাদের জীবিত–মৃত, পূর্ব–পরের, সমস্ত উদ্ভিদ ও সমস্ত জড়বস্তু (ও মানুষ হইয়া) সমবেত হয়। অতঃপর ইহারা সকলে সেই ব্যক্তির ন্যায় হইয়া যায়, যে সর্বাপেক্ষা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে তবে ইহা আমার বাদশাহীতে মশার পাখা পরিমাণও বৃদ্ধি করিতে পারিবে না। আর যদি ইহারা সকলে একত্রিত হইয়া কোন এমন ব্যক্তির ন্যায় হইয়া যায়, যে সর্বাপেক্ষা গুনাহগার তবে ইহাও আমার বাদশাহীতে মশার পাখা পরিমাণ কম করিতে পারিবে না। যদি তোমাদের জীবিত–মৃত, পূর্ব–পরের, সমস্ত উদ্ভিদ, সমস্ত জড়বস্তু (ও মানুষ হইয়া) একত্রিত হয় এবং তাহাদের প্রত্যেক প্রার্থী আপন খাহেশের শেষ সীমা পর্যন্ত প্রার্থনা

করে তবে আমার খাজনায় এতটুকুও কম হইবে না যতটুকু তোমাদের কেহ সমুদ্রের কিনারা দিয়া অতিক্রমকালে উহাতে সুঁই ডুবাইয়া বাহির করিয়া লয়। ইহা এইজন্য যে, আমি অত্যন্ত দানশীল, সম্মানে অধিকারী। আমার দান শুধু বলিয়া দেওয়া। আমি যখন কোন জিনিসের এরাদা করি তখন সেই জিনিসকে বলিয়া দেই যে, হইয়া যাও, তৎক্ষণাৎ তাহা হইয়া যায়। (ইবনে মাজাহ)

١٧١- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنِ اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ حَسَنَةً. رواه الطبراني و إسناده جيد، مجمع الزوائد ٣٥٢/١

১৭১. হযরত ওবাদাহ ইবনে সামেত (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি মুমিন পুরুষ ও মহিলাদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য প্রত্যেক মুমিন পুরুষ ও মহিলার বিনিময়ে একটি করিয়া নেকী লিখিয়া দেন। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٧٢- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ فَتَصَافَحَا وَحَمِدَا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَاهُ غُفِرَ لَهُمَا
رواه أبو داود، باب في المصافحة، رقم: ٥٢١١

১৭২. হযরত বারা ইবনে আযেব (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন দুইজন মুসলমান সাক্ষাতের সময় মুসাফাহা করে এবং আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করে এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট মাগফেরাত চায় (যেমন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ বলে) তাহাদের মাগফেরাত করিয়া দেওয়া হয়। (আবু দাউদ)

١٧٣-عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: كَيْفَ تَقُوْلُوْنَ بِفَرَحِ رَجُلٍ انْفَلَتَتْ مِنْهُ رَاحِلَتُهُ، تَجُرُّ زِمَامَهَا بِأَرْضٍ قَفْرٍ لَيْسَ بِهَا طَعَامٌ وَلَا شَرَابٌ، وَعَلَيْهَا لَهُ طَعَامٌ وَشَرَابٌ، فَطَلَبَهَا حَتّٰى شَقَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ مَرَّتْ بِجِذْلِ شَجَرَةٍ، فَتَعَلَّقَ زِمَامُهَا، فَوَجَدَهَا مُتَعَلِّقَةً بِهِ؟ قُلْنَا: شَدِيْدًا، يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَمَا،

إِنَّهُ وَاللّٰهِ! لَلّٰهُ اَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ، مِنَ الرَّجُلِ بِرَاحِلَتِهِ. رواه مسلم، باب في الحض على التوبة والفرح بها، رقم:٦٩٥٩

১৭৩. হযরত বারা ইবনে আযেব (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা ঐ ব্যক্তির আনন্দ সম্পর্কে কি বল, যাহার উটনী আপন লাগামের রশি টানিয়া এমন কোন জনমানবহীন ময়দানে পালাইয়া যায়। যেখানে না খাবার আছে, না পানি আছে। আর উটনীর উপর সেই ব্যক্তির খাবার ও পানি রহিয়াছে এবং সে উটনীকে তালাশ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়ে। অতঃপর সেই উটনী একটি গাছের কাণ্ডের নিকট দিয়া অতিক্রমকালে উহার লাগাম গাছের কাণ্ডের সহিত আটকাইয়া যায় এবং সেই ব্যক্তি উক্ত কাণ্ডের সহিত আটকাইয়া থাকা উটনীকে পাইয়া যায়? আমরা আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, তাহার অনেক বেশী আনন্দ হইবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, শোন, আল্লাহর কসম, (এরূপ কঠিন অবস্থায় নিরাশ হইবার পর) বাহন পাওয়ার দরুন এই ব্যক্তির যে পরিমাণ খুশী ও আনন্দ হইয়াছে আল্লাহ তায়ালা আপন বান্দার তওবার উপর এই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক খুশী হন। (মুসলিম)

١٧٤-عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَلّٰهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِيْنَ يَتُوْبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلٰى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ، وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَأَيِسَ مِنْهَا، فَأَتٰى شَجَرَةً، فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا، قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، فَبَيْنَا هُوَ كَذٰلِكَ إِذْ هُوَ بِهَا، قَائِمَةً عِنْدَهُ، فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا، ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ: اَللّٰهُمَّ! أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ، أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ.

رواه مسلم، باب في الحض على التوبة والفرح بها، رقم:٦٩٦٠

১৭৪. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা আপন বান্দার তওবার দ্বারা তোমাদের কাহারো ঐ সময়ের খুশী অপেক্ষা অধিক খুশী হন যখন সে আপন বাহন সহ কোন বিজন ময়দানে থাকে, আর বাহন তাহার নিকট হইতে ছুটিয়া চলিয়া যায়। উহার উপর তাহার খানা-পানিও রহিয়াছে। অতঃপর সে আপন বাহন পাওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হইয়া কোন গাছের ছায়ায় আসিয়া শুইয়া পড়ে। যখন সে

আপন বাহন পাওয়ার ব্যাপারে একেবারেই নিরাশ হইয়া গিয়াছিল তখন হঠাৎ সে উক্ত বাহনকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিতে পায় এবং সে তৎক্ষণাৎ উহার লাগাম ধরিয়া ফেলে এবং আনন্দের আতিশয্যে ভুল করিয়া এরূপ বলিয়া বসে যে, আয় আল্লাহ, আপনি আমার বান্দা এবং আমি আপনার রব। (মুসলিম)

١٧٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: لَلّٰهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ مِنْ رَجُلٍ فِى أَرْضٍ دَوِيَّةٍ مَهْلِكَةٍ مَعَهُ رَاحِلَتُهُ، عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَنَامَ فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ، فَطَلَبَهَا حَتّٰى أَدْرَكَهُ الْعَطَشُ ثُمَّ قَالَ: أَرْجِعُ إِلٰى مَكَانِى الَّذِىْ كُنْتُ فِيْهِ، فَأَنَامُ حَتّٰى أَمُوْتَ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلٰى سَاعِدِهِ لِيَمُوْتَ فَاسْتَيْقَظَ وَعِنْدَهُ رَاحِلَتُهُ، عَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَاللّٰهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هٰذَا بِرَاحِلَتِهِ وَزَادِهِ. رواه مسلم، باب فى الحض على التوبة والفرح بها، رقم:٦٩٥٥

১৭৫. হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তায়ালা আপন মুমিন বান্দার তওবার উপর ঐ ব্যক্তি হইতেও বেশী খুশী হন যে ব্যক্তি কোন ধ্বংসাত্মক ময়দানে এমন বাহনের উপর চলিতেছে যাহার উপর তাহার খানাপিনার জিনিস রহিয়াছে এবং সে (বাহন হইতে নামিয়া) ঘুমাইয়া পড়ে। যখন তাহার চোখ খুলে তখন দেখে যে, বাহন কোথাও চলিয়া গিয়াছে। সে উহা তালাশ করিতে থাকে। অবশেষে যখন তাহার (কঠিন) পিপাসা লাগে তখন বলে, আমি সেই জায়গায় ফিরিয়া যাইব যেখানে প্রথম ছিলাম এবং মৃত্যু আসা পর্যন্ত আমি সেখানে শুইয়া থাকিব। সুতরাং সে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া বাহুর উপর মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়ে। পুনরায় সে যখন জাগ্রত হয় তখন বাহন তাহার নিকট উপস্থিত দেখিতে পায় যাহার উপর তাহার পাথেয় ও খানাপিনার সামান রহিয়াছে। (নিরাশ হওয়ার পর) আপন বাহন ও পাথেয় পাওয়ার কারণে এই ব্যক্তি যে পরিমাণ খুশী হইয়াছে, আল্লাহ তায়ালা মুমিন বান্দার তওবার উপর ইহা অপেক্ষা অধিক খুশী হন। (মুসলিম)

١٧٦- عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا. رواه مسلم، باب قبول التوبة من الذنوب ......، رقم:٦٩٨٩

১৭৬. হযরত আবু মূসা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা রাত্রভর আপন রহমতের হাত প্রসারিত করিয়া রাখেন, যেন দিনের গুনাহগার রাত্রে তওবা করিয়া লয় এবং দিনভর আপন রহমতের হাত প্রসারিত করিয়া রাখেন, যেন রাত্রের গুনাহগার দিনে তওবা করিয়া লয়। (আর এই নিয়ম চলিতে থাকিবে) যতদিন পর্যন্ত সূর্য পশ্চিম দিক হইতে উদয় না হইবে। (উহার পর তওবা কবুল হইবে না।) (মুসলিম)

١٧٧-عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ جَعَلَ بِالْمَغْرِبِ بَابًا عَرْضُهُ مَسِيرَةُ سَبْعِينَ عَامًا لِلتَّوْبَةِ لَا يُغْلَقُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ قِبَلِهِ. (وهو قطعة من الحديث) رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء في فضل التوبة، رقم:٣٥٣٦

১৭৭. হযরত সাফওয়ান ইবনে আসসাল (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তায়ালা পশ্চিম দিকে তওবার একটি দরজা বানাইয়াছেন। (উহার দৈর্ঘ্যের কথা আর কি বলিব) উহার প্রস্থ সত্তর বৎসরের দূরত্বের সমান। উহা কখনও বন্ধ হইবে না, যতক্ষণ না পশ্চিম দিক হইতে সূর্য উদয় হইবে। (পশ্চিম দিক হইতে সূর্য উদয়ের সময় কেয়ামত নিকটবর্তী হইবে এবং তওবার দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।) (তিরমিযী)

١٧٨-عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب إن الله يقبل توبة العبد ......، رقم:٣٥٣٧

১৭৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা বান্দার তওবা ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল করেন যতক্ষণ গরগরাহ অর্থাৎ

মৃত্যুর অবস্থা আরম্ভ না হইয়া যায়। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ মৃত্যুর সময় যখন বান্দার রূহ দেহ হইতে বাহির হইতে আরম্ভ করে তখন গলার নালীর ভিতর এক প্রকার আওয়াজ হয়, যাহাকে গরগরাহ বলে। ইহার পর আর জীবনের আশা থাকে না, ইহা মৃত্যুর শেষ এবং নিশ্চিত আলামত। অতএব এই আলামত প্রকাশ হইবার পর তওবা ও ঈমান আনা গ্রহণযোগ্য হয় না।

১৭৯- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ تِيْبَ عَلَيْهِ حَتّٰى قَالَ بِشَهْرٍ حَتّٰى قَالَ بِجُمُعَةٍ، حَتّٰى قَالَ بِيَوْمٍ، حَتّٰى قَالَ بِسَاعَةٍ، حَتّٰى قَالَ بِفُوَاقٍ.

رواه الحاكم ٤/٢٥٨

১৭৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আপন মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে তওবা করিয়া লয়, বরং মাস, সপ্তাহ, একদিন, এক ঘন্টা এবং উটনীর দুধ একবার দোহনের পর দ্বিতীয় বার দোহনের মধ্যবর্তী যে সামান্য সময় হয়, মৃত্যুর এই পরিমাণ পূর্বেও তওবা করিয়া লয় তাহার তওবা কবুল হইয়া যায়। (মুসতাদরাকে হাকেম)

১৮০- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَخْطَأَ خَطِيْئَةً أَوْ أَذْنَبَ ذَنْبًا ثُمَّ نَدِمَ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ. رواه البيهقي في شعب الإيمان ٥/٣٨٧

১৮০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন ভুল করিয়াছে অথবা কোন গুনাহ করিয়াছে ; অতঃপর লজ্জিত হইয়াছে। তাহার লজ্জিত হওয়া তাহার গুনাহের জন্য কাফফারাস্বরূপ। (বাইহাকী)

১৮১- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب في استعظام المؤمن ذنوبه .....، رقم: ٢٤٩٩

১৮১. হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, প্রত্যেক আদম সন্তান গুনাহগার। আর উত্তম গুনাহগার তাহারা যাহারা তওবা করে।

(তিরমিযী)

١٨٢-عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ يَطُوْلَ عُمْرُهُ، وَيَرْزُقَهُ اللّٰهُ الْإِنَابَةَ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٤/٢٤٠

১৮২. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, মানুষের সৌভাগ্যের মধ্য হইতে ইহাও একটি যে, তাহার যিন্দেগী দীর্ঘ হয়, আর আল্লাহ তায়ালা তাহাকে নিজের দিকে (আল্লাহ তায়ালার প্রতি) রুজু হওয়ার তৌফিক দান করেন। (মুসতাদরাকে হাকেম)

١٨٣-عَنِ الْأَغَرِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: يٰأَيُّهَا النَّاسُ! تُوْبُوا إِلَى اللّٰهِ، فَإِنِّي أَتُوْبُ إِلَى اللّٰهِ -فِي الْيَوْمِ- مِائَةَ مَرَّةٍ. رواه مسلم، باب استحباب الإستغفار ...، رقم: ٦٨٥٩

১৮৩. হযরত আগার্‌র (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হে লোকেরা, আল্লাহ তায়ালার নিকট তওবা কর। কেননা আমি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার নিকট দিনে একশতবার তওবা করি। (মুসলিম)

١٨٤-عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: يٰأَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ: لَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ أُعْطِيَ وَادِيًا مِلْأً مِنْ ذَهَبٍ، أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَانِيًا، وَلَوْ أُعْطِيَ ثَانِيًا أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَالِثًا، وَلَا يَسُدُّ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ تَابَ. رواه البخاري، باب ما يتقى من فتنة المال، رقم: ٦٤٣٨

১৮৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযিঃ) বলেন, হে লোকেরা! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিতেন, যদি মানুষ স্বর্ণ দ্বারা পরিপূর্ণ একটি ময়দান পাইয়া যায় তবে দ্বিতীয় অপর একটির খাহেশ করিবে। আর যদি দ্বিতীয়টি পাইয়া যায় তবে তৃতীয়টির খাহেশ করিবে। মানুষের পেট তো একমাত্র কবরের মাটিই ভরিতে পারে। (অর্থাৎ কবরের মাটিতে যাইয়াই সে তাহার এই মাল বাড়াইবার খাহেশ হইতে বিরত হইতে পারে।) অবশ্য আল্লাহ তায়ালা সেই বান্দার উপর দয়া করেন যে আপন দিলকে দুনিয়ার দৌলতের পরিবর্তে আল্লাহ তায়ালার দিকে রুজু করিয়া লয়। (আল্লাহ তায়ালা তাহাকে দুনিয়াতে দিলের শান্তি নসীব

করেন এবং মাল বাড়াইবার লোভ হইতে তাহাকে হেফাজত করেন।)

(বোখারী)

١٨٥- عَنْ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ غُفِرَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ. رواه أبوداوٗد، باب في الإستغفار، رقم:١٥١٧ورواه الحاكم من حديث ابن مسعود وقال: صحيح على شرط مسلم إلا أنه قال: يَقُوْلُهَا ثَلَاثًا. ووافقه الذهبي ٢/١١٨

১৮৫. হযরত যায়েদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ বলিবে তাহার মাগফেরাত করিয়া দেওয়া হইবে। যদিও সে জেহাদের ময়দান হইতে পলায়ন করে।

এক রেওয়ায়াতে এই কলেমাগুলি তিন বার পড়ার কথা উল্লেখ রহিয়াছে।

অর্থ ঃ আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট মাগফেরাত চাহিতেছি, যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তিনি চিরঞ্জীব, সংরক্ষণকারী এবং তাহারই নিকট তওবা করিতেছি। (আবু দাউদ, মুসতাদরাকে হাকেম)

١٨٦- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: وَاذُنُوْبَاهُ وَاذُنُوْبَاهُ، فَقَالَ هٰذَا الْقَوْلَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: قُلْ: اللّٰهُمَّ مَغْفِرَتُكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوْبِي وَرَحْمَتُكَ أَرْجٰى عِنْدِى مِنْ عَمَلِي، فَقَالَهَا ثُمَّ قَالَ: عُدْ فَعَادَ، ثُمَّ قَالَ: عُدْ فَعَادَ، فَقَالَ: قُمْ فَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ. رواه الحاكم وقال: حديث رواته عن اخرهم مدنيون ممن لا يعرف واحد منهم بجرح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ١/٥٤٣

১৮৬. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া বলিতে লাগিল, হায় আমার গুনাহ! হায় আমার গুনাহ! সে এই কথা দুই তিনবার বলিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, তুমি বল—

اللّٰهُمَّ مَغْفِرَتُكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوْبِيْ وَرَحْمَتُكَ أَرْجٰى عِنْدِىْ مِنْ عَمَلِيْ

অর্থাৎ, আয় আল্লাহ! আপনার মাগফেরাত আমার গুনাহ হইতে অনেক বেশী প্রশস্ত এবং আমি আমার আমল হইতে আপনার রহমতের অধিক আশা করি। সেই ব্যক্তি এই কলেমাগুলি বলিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আবার বল। সে আবার বলিল। তিনি এরশাদ করিলেন, আবার বল। তৃতীয়বারও এই কলেমাগুলি বলিল। অতঃপর তিনি এরশাদ করিলেন, উঠিয়া যাও, আল্লাহ তায়ালা মাগফেরাত করিয়া দিয়াছেন। (মুসতাদরাকে হাকেম)

١٨٧-عَنْ سَلْمٰى أُمِّ بَنِىْ أَبِىْ رَافِعٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَخْبِرْنِىْ بِكَلِمَاتٍ وَلَا تُكْثِرْ عَلَىَّ، قَالَ: قُوْلِى: اللّٰهُ أَكْبَرُ عَشْرَ مَرَّاتٍ، يَقُوْلُ اللّٰهُ: هٰذَا لِىْ، وَقُوْلِىْ: سُبْحَانَ اللّٰهِ عَشْرَ مَرَّاتٍ، يَقُوْلُ اللّٰهُ: هٰذَا لِىْ، وَقُوْلِى: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ، يَقُوْلُ: قَدْ فَعَلْتُ: فَتَقُوْلِيْنَ عَشْرَ مِرَارٍ، يَقُوْلُ: قَدْ فَعَلْتُ. رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ١٠/١٠٩

১৮৭. হযরত সালমা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে কয়েকটি কলেমা বলিয়া দিন, কিন্তু যেন বেশী না হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, দশবার اَللّٰهُ اَكْبَرُ বল, আল্লাহ তায়ালা বলেন, ইহা আমার জন্য। দশবার سُبْحَانَ اللّٰهِ বল, আল্লাহ তায়ালা বলেন, ইহা আমার জন্য এবং বল اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ —অর্থাৎ, আয় আল্লাহ, আমাকে মাফ করিয়া দিন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি মাফ করিয়া দিয়াছি। তুমি ইহা দশবার বল। আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেকবার বলেন, আমি মাফ করিয়া দিয়াছি। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٨٨-عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِىْ وَقَّاصٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِىٌّ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: عَلِّمْنِى كَلَامًا أَقُوْلُهُ، قَالَ: قُلْ: لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، اللّٰهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ قَالَ: فَهٰؤُلَاءِ لِرَبِّىْ، فَمَا لِىْ؟ قَالَ: قُلْ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ. رواه مسلم، رقم:٦٨٤٨، وزاد من حديث أبى

مالك وَعَافِنِي وقال في رواية: فَإِنَّ هٰؤُلَاءِ تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ.

رواه مسلم، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، رقم: ٦٨٥١، ٦٨٥٠

১৮৮. হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একজন গ্রাম্য ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিল, আমাকে কোন এমন কালাম শিখাইয়া দিন যাহা আমি পড়িতে থাকিব। তিনি এরশাদ করিলেন, ইহা বল—

لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ.

অর্থ ঃ আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তিনি একা তাঁহার কোন শরীক নাই। আল্লাহ তায়ালা অনেক বড়, আল্লাহ তায়ালার জন্য অনেক প্রশংসা। আল্লাহ তায়ালা সকল দোষ হইতে পবিত্র, যিনি সমস্ত জগতের পালনকর্তা। গুনাহ হইতে বাঁচার শক্তি এবং নেক কাজের শক্তি একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সাহায্যে হইয়া থাকে, যিনি মহাপরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়।

উক্ত গ্রাম্য লোকটি আরজ করিল, এই কলেমাগুলি আমার রবকে স্মরণ করার জন্য হইল। আমার জন্য কি কলেমা হইবে (যাহার দ্বারা আমি নিজের জন্য দোয়া করিব)? তিনি এরশাদ করিলেন, এই ভাবে দোয়া কর— اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَعَافِنِيْ

অর্থাৎ, আয় আল্লাহ, আমাকে মাফ করিয়া দিন, আমার উপর রহম করুন, আমাকে হেদায়াত দান করুন, আমাকে রুজী দান করুন এবং আমাকে নিরাপত্তা দান করুন।

এক রেওয়ায়াতে আছে, তিনি এরশাদ করিয়াছেন, এই কলেমাগুলি তোমার জন্য দুনিয়া আখেরাতের কল্যাণ একত্র করিয়া দিবে। (মুসলিম)

١٨٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَعْقِدُ التَّسْبِيْحَ بِيَدِهِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء في عقد التسبيح باليد، رقم: ٣٤٨٦

১৮৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আপন হাত মোবারকের অঙ্গুলীসমূহের উপর তসবীহ গণনা করিতে দেখিয়াছি। (তিরমিযী)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত যিকির ও দোয়াসমূহ

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: ﴿وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ ؕ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ﴾ [البقرة:١٨٦]

আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করিয়া এরশাদ করিয়াছেন, যখন আপনার নিকট আমার বান্দাগণ আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে (যে, আমি নিকটে না দূরে?) তখন আপনি বলিয়া দিন যে, আমি নিকটেই আছি। দোয়া করনেওয়ালার দোয়া কবুল করি, যখন সে আমার নিকট দোয়া করে। (বাকারাহ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّىْ لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ﴾ [الفرقان:٧٧]

আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করিয়া এরশাদ করিয়াছেন, আপনি বলিয়া দিন, যদি তোমরা দোয়া না কর তবে আমার রবও তোমাদের কোন পরওয়া করিবেন না। (ফুরকান)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً﴾ [الأعراف:٥٥]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ, হে লোকসকল, আপন রবের নিকট বিনীতভাবে এবং চুপিচুপি দোয়া কর। (আ'রাফ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا﴾ [الأعراف:٥٦]

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে, আল্লাহ তায়ালার নিকট ভীত হইয়া এবং রহমতের আশা লইয়া দোয়া করিতে থাক। (আ'রাফ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا﴾ [الأعراف:١٨٠]

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে, এবং আল্লাহরই জন্য ভাল ভাল নামসমূহ রহিয়াছে। সুতরাং সেই নামসমূহ দ্বারাই আল্লাহ তায়ালাকে ডাক। (আ'রাফ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ﴾ [النمل:٦٢]

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে (আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত)কে আছে, যে বিপন্নের দোয়া কবুল করে, যখন সেই বিপন্ন তাহাকে ডাকে এবং কে আছে, যে কষ্ট ও বিপদ দূর করিয়া দেয়। (নামল)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اَلَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ☆ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ﴾ [البقرة:١٥٦، ١٥٧]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ (সবরকারী তাহারা যাহাদের অভ্যাস এই যে,) যখন তাহাদের উপর কোন প্রকার মুসীবত আসে তখন (অন্তর দ্বারা বুঝিয়া এরূপ) বলে যে, আমরা তো (মাল আওলাদ সহ প্রকৃতপক্ষে) আল্লাহ তায়ালারই মালিকানাধীন। (আর প্রকৃত মালিকের আপন জিনিসের ব্যাপারে সর্বপ্রকার স্বাধীনতা থাকে। অতএব বান্দার জন্য মুসীবতে পেরেশান হওয়ার প্রয়োজন নাই।) এবং আমরা সকলে (দুনিয়া হইতে) আল্লাহ তায়ালার নিকটই প্রত্যাবর্তনকারী। (সুতরাং এখানকার ক্ষতির বদলা সেখানে মিলিবেই।) ইহারাই এমন লোক যাহাদের উপর তাহাদের রবের পক্ষ হইতে বিশেষ বিশেষ রহমত রহিয়াছে (যাহা শুধু তাহাদেরই উপর হইবে) এবং সাধারণ রহমতও হইবে (যাহা সকলের উপর হইয়া থাকে) এবং ইহারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত। (বাকারাহ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى☆ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ☆ وَيَسِّرْ لِىْٓ اَمْرِىْ☆ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِىْ☆ يَفْقَهُوْا قَوْلِىْ☆ وَاجْعَلْ لِّىْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِىْ☆ هٰرُوْنَ اَخِى☆ اشْدُدْ بِهٖٓ اَزْرِىْ☆ وَاَشْرِكْهُ فِىْٓ اَمْرِىْ☆ كَىْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا☆ وَّنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا﴾ [طه:٢٤-٣٤]

আল্লাহ তায়ালা হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে বলিয়াছেন, ফেরআউনের নিকট যান। কেননা সে অনেক সীমা অতিক্রম করিয়াছে। মূসা আলাইহিস সালাম দরখাস্ত করিলেন, আমার রব, আমার হিম্মত বাড়াইয়া দিন, আমার (তবলীগী) কাজকে সহজ করিয়া দিন এবং আমার জিহ্বা হইতে জড়তা দূর করিয়া দিন, যাহাতে লোকেরা আমার কথা বুঝিতে পারে, এবং আমার পরিজন হইতে আমার জন্য একজন সাহায্যকারী নিযুক্ত করিয়া দিন। সেই সাহায্যকারী হারুনকে বানাইয়া দিন, যিনি আমার ভাই। তাহার দ্বারা আমার হিম্মতের কোমরকে মজবুত করিয়া দিন এবং তাহাকে আমার (তবলীগের) কাজে শরীক করিয়া দিন, যাহাতে আমরা উভয়ে মিলিয়া অধিক পরিমাণে আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করিতে পারি, আর যেন আপনার যিকির অধিক পরিমাণে করিতে পারি।
(তহা)

হাদীস শরীফ

১৯০- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث غريب، باب منه الدعاء مخ العبادة، رقم:٣٣٧١

১৯০. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) হইতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত আছে যে, দোয়া এবাদতের মগজ। (তিরমিযী)

১৯১- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ، ثُمَّ قَالَ: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ﴾. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ومن سورة المؤمن، رقم:٣٢٤٧

১৯১. হযরত নো'মান ইবনে বশীর (রাযিঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, দোয়া এবাদতের মধ্যেই শামিল। অতঃপর তিনি (প্রমাণ হিসাবে) কুরআনে করীমের এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ

অর্থ ঃ এবং তোমাদের রব এরশাদ করিয়াছেন, আমার নিকট দোয়া কর আমি তোমাদের দোয়া কবুল করিব। নিঃসন্দেহে যাহারা আমার এবাদত করিতে অহংকার করে তাহারা অতিসত্বর জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। (তিরমিযী)

١٩٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: سَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ يُحِبُّ اَنْ يُسْاَلَ، وَاَفْضَلُ الْعِبَادَةِ انْتِظَارُ الْفَرَجِ. رواه الترمذى، باب فى انتظار الفرج، رقم: ٣٥٧١

১৯২. হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট তাহার দয়া চাও। কেননা আল্লাহ তায়ালা ইহা পছন্দ করেন যে, তাহার নিকট চাওয়া হউক। আর সচ্ছলতার (জন্য দোয়ার পর সচ্ছলতার) অপেক্ষা করা উত্তম এবাদত। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ সচ্ছলতার অপেক্ষার অর্থ এই যে, যে রহমত, হেদায়াত কল্যাণের জন্য দোয়া করা হইতেছে উহার ব্যাপারে এই আশা রাখা যে, ইনশাআল্লাহ অবশ্যই উহা হাসিল হইবে।

١٩٣- عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ، وَلَا يَزِيْدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيْبُهُ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى ١/٤٩٣

১৯৩. হযরত সওবান (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দোয়া ব্যতীত কোন জিনিস তকদীরের ফয়সালাকে টলাইতে পারে না এবং নেকী ব্যতীত আর কোন জিনিস বয়স বৃদ্ধি করিতে পারে না এবং মানুষ (অনেক সময়) কোন গুনাহ করার কারণে রুজী হইতে বঞ্চিত হয়। (মুসতাদরাকে হাকেম)

ফায়দা ঃ হাদীস শরীফের অর্থ এই যে, আল্লাহ তায়ালার নিকট ইহা নির্ধারিত থাকে যে, এই ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করিবে এবং যাহা সে চাহিবে তাহা সে পাইবে। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে,

দোয়া করাও আল্লাহ তায়ালা তকদীরে লিখিয়া রাখিয়াছেন।

এমনিভাবে আল্লাহ তায়ালার নিকট ইহা নির্ধারিত থাকে যে, এই ব্যক্তির বয়স উদাহরণ স্বরূপ ষাট বৎসর, কিন্তু সে হজ্জ করিবে, আর এই কারণে তাহার বয়স বিশ বৎসর বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইবে এবং সে আশি বৎসর দুনিয়াতে জীবিত থাকিবে। (মেরকাত)

١٩٤- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَا عَلَى الْأَرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُو اللّٰهَ تَعَالٰى بِدَعْوَةٍ إِلَّا آتَاهُ اللّٰهُ إِيَّاهَا أَوْ صَرَفَ عَنْهُ مِنَ السُّوْءِ مِثْلَهَا مَا لَمْ يَدْعُ بِمَأْثَمٍ أَوْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِذًا نُكْثِرُ قَالَ: اللّٰهُ أَكْثَرُ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث غريب صحيح، باب انتظار الفرج وغير ذلك، رقم:٣٥٧٣ ورواه الحاكم وزاد فيه: أَوْ يَدَّخِرُ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَهَا وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبى ١/٤٩٣

১৯৪. হযরত ওবাদাহ ইবনে সামেত (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জমিনের বুকে যে কোন মুসলমান আল্লাহ তায়ালার নিকট এমন কোন দোয়া করে যাহাতে কোনপ্রকার গুনাহ বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার বিষয় থাকে না, আল্লাহ তায়ালা হয়ত তাহাকে উহাই দান করেন যাহা সে চাহিয়াছে অথবা উক্ত দোয়া অনুপাতে কোন কষ্ট তাহার উপর হইতে দূর করিয়া দেন অথবা সেই দোয়া পরিমাণ সওয়াব তাহার জন্য জমা করিয়া রাখেন। এক ব্যক্তি আরজ করিল, ব্যাপার যখন এমনই (যে, দোয়া অবশ্যই কবুল হইয়া থাকে এবং উহার বিনিময়ে কিছু না কিছু অবশ্যই পাওয়া যায়) তবে আমরা অনেক বেশী পরিমাণে দোয়া করিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আল্লাহ তায়ালাও অনেক বেশী দানকারী। (তিরমিযী, মুসতাদরাকে হাকেম)

١٩٥- عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللّٰهَ حَيِيٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحْيِيْ إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب باب إن الله حيى كريم... ، رقم:٣٥٥٦

১৯৫. হযরত সালমান ফারসী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালার যাতের মধ্যে অনেক বেশী হায়া বা শরমের গুণ রহিয়াছে। তিনি বিনা চাওয়ায় অনেক বেশী দানকারী। যখন মানুষ চাওয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালার সামনে হাত উঠায় তখন সেই হাতগুলিকে খালি ও ব্যর্থ ফিরাইয়া দিতে তাঁহার লজ্জা হয়। (অতএব তিনি অবশ্যই দান করার ফয়সালা করেন।) (তিরমিযী)

١٩٦- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِيْ. رواه مسلم، باب فضل الذكر والدعاء، رقم:٦٨٢٩

১৯৬. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, আমি আমার বান্দার সহিত তেমনি ব্যবহার করি যেমন সে আমার প্রতি ধারণা রাখে। আর যখন সে আমার নিকট দোয়া করে তখন আমি তাহার সাথে থাকি। (মুসলিম)

١٩٧- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللّٰهِ تَعَالٰى مِنَ الدُّعَاءِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء في فضل الدعاء، رقم: ٣٣٧٠

১৯৭. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া অপেক্ষা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন কোন বস্তু নাই। (তিরমিযী)

١٩٨- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيْبَ اللّٰهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَالْكُرَبِ فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة، رقم:٣٣٨٢

১৯৮. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি ইহা চায় যে, কষ্ট ও পেরেশানীর সময় আল্লাহ তায়ালা তাহার দোয়া কবুল করেন সে যেন সচ্ছলতার সময় বেশী পরিমাণে দোয়া করে। (তিরমিযী)

١٩٩- عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: الدُّعَاءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ، وَعِمَادُ الدِّيْنِ، وَنُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح ووافقه الذهبي ١/٤٩٢

১৯৯. হযরত আলী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দোয়া মুমিনের হাতিয়ার, দ্বীনের স্তম্ভ, জমিন আসমানের নূর। (মুসতাদরাকে হাকেম)

٢٠٠- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ، مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ، قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا الإِسْتِعْجَالُ؟ قَالَ: يَقُوْلُ: قَدْ دَعَوْتُ، وَقَدْ دَعَوْتُ، فَلَمْ أَرَ يَسْتَجِيْبُ لِيْ، فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذٰلِكَ، وَيَدَعُ الدُّعَاءَ. رواه مسلم، باب بيان أنه يُستجاب للداعي ...، رقم:٦٩٣٦

২০০. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বান্দা যতক্ষণ গুনাহ ও আত্মীয়তা ছিন্ন করার দোয়া না করে ততক্ষণ দোয়া কবুল হইতে থাকে। শর্ত হইল, তাড়াহুড়া না করেন। জিজ্ঞাসা করা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, তাড়াহুড়ার কি অর্থ? এরশাদ করিলেন, বান্দা বলে, আমি দোয়া করিয়াছি, পুনরায় দোয়া করিয়াছি, কিন্তু আমি তো কবুল হইতে দেখিতেছি না। অতঃপর বিরক্ত হইয়া দোয়া করা ছাড়িয়া দেয়। (মুসলিম)

٢٠١- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ، أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ. رواه مسلم، باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، صحيح مسلم ١/٣٢١، طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت

২০১. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, লোকেরা নামাযের মধ্যে দোয়ার সময় আসমানের দিকে দৃষ্টি উঠানো হইতে বিরত হইবে। নতুবা তাহাদের দৃষ্টিশক্তি ছিনাইয়া লওয়া হইবে। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ নামাযের মধ্যে দোয়ার সময় আসমানের দিকে দৃষ্টি উঠাইতে বিশেষভাবে এইজন্য নিষেধ করা হইয়াছে যে, দোয়ার সময় আসমানের

দিকে দৃষ্টি অনিচ্ছাকৃতভাবে উঠিয়া যায়। (ফাতহুল মুলহিম)

٢٠٢-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: ادْعُوا اللّٰهَ وَأَنْتُمْ مُوْقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَجِيْبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، كتاب الدعوات، رقم:٣٤٧٩

২০২. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে দোয়া কবুল হওয়ার একীনের সহিত দোয়াকর। আর এই কথা বুঝিয়া লও যে, আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যক্তির দোয়া কবুল করেন না যাহার অন্তর (দোয়া করার সময়) আল্লাহ তায়ালা হইতে গাফেল থাকে, গায়রুল্লাহর সহিত মশগুল থাকে। (তিরমিযী)

٢٠٣-عَنْ حَبِيْبِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: لَا يَجْتَمِعُ مَلَأٌ فَيَدْعُوْ بَعْضُهُمْ وَيُؤَمِّنُ الْبَعْضُ إِلَّا أَجَابَهُمُ اللّٰهُ. رواه الحاكم ٣/٣٤٧

২০৩. হযরত হাবীব ইবনে মাসলামা ফিহরী (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে কোন জামাত এক জায়গায় সমবেত হয় এবং তাহাদের মধ্য হইতে একজন দোয়া করে আর অন্যান্যরা আমীন বলে আল্লাহ তায়ালা তাহাদের দোয়া অবশ্যই কবুল করেন। (মুসতাদরাকে হাকেম)

٢٠٤-عَنْ زُهَيْرٍ النُّمَيْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَأَتَيْنَا عَلٰى رَجُلٍ قَدْ أَلَحَّ فِي الْمَسْأَلَةِ، فَوَقَفَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَمِعُ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَوْجَبَ إِنْ خَتَمَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: بِأَيِّ شَيْءٍ يَخْتِمُ، فَقَالَ: بِآمِيْنَ، فَإِنَّهُ إِنْ خَتَمَ بِآمِيْنَ فَقَدْ أَوْجَبَ، فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ الَّذِيْ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ، فَأَتَى الرَّجُلَ فَقَالَ: اخْتِمْ يَا فُلَانُ بِآمِيْنَ وَأَبْشِرْ. رواه أبوداود، باب التأمين وراء الإمام، رقم:٩٣٨

২০৪. হযরত যুহাইর নুমাইরী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমরা এক রাত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত বাহির হইলাম

এবং এক ব্যক্তির নিকট দিয়া অতিক্রম করিলাম, যে অত্যন্ত বিনয়ের সহিত দোয়ায় মশগুল ছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার দোয়া শুনার জন্য দাঁড়াইয়া গেলেন এবং এরশাদ করিলেন, এই ব্যক্তি দোয়া কবুল করাইয়া লইবে যদি উহার উপর মোহর লাগাইয়া দেয়। লোকদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি আরজ করিল, কি জিনিসের দ্বারা মোহর লাগাইবে? তিনি এরশাদ করিলেন, 'আমীন' দ্বারা। নিঃসন্দেহে সে যদি 'আমীন' দ্বারা মোহর লাগাইয়া দেয়—অর্থাৎ দোয়ার শেষে 'আমীন' বলিয়া দেয় তবে সে দোয়া কবুল করাইয়া লইয়াছে। অতঃপর যে ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মোহর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, সেই (দোয়া করনেওয়ালা) ব্যক্তিকে যাইয়া বলিল, হে অমুক, আমীনের সহিত দোয়া শেষ কর এবং দোয়া কবুল হওয়ার সংবাদ গ্রহণ কর। (আবু দাউদ)

٢٠٥-عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَحِبُّ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ وَيَدَعُ مَا سِوَى ذٰلِكَ. رواه أبوداؤد، باب الدعاء، رقم:١٤٨٢

২০৫. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে' দোয়াসমূহ পছন্দ করিতেন। ইহা ছাড়া অন্যান্য দোয়া ছাড়িয়া দিতেন। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ জামে' দোয়ার দ্বারা ঐ সমস্ত দোয়া উদ্দেশ্য যাহাতে শব্দ সংক্ষিপ্ত হয় এবং অর্থের মধ্যে ব্যাপকতা থাকে, অথবা ঐ সমস্ত দোয়া উদ্দেশ্য যাহাতে দুনিয়া-আখেরাতের কল্যাণ কামনা করা হইয়াছে অথবা ঐ সমস্ত দোয়া উদ্দেশ্য যাহাতে সমস্ত মুমিনদিগকে শামিল করা হইয়াছে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অধিকাংশ সময় এই দোয়া বর্ণিত হইয়াছে—

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ. (بذل المجهود)

(বজলুল মাজহুদ)

٢٠٦-عَنِ ابْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعَنِى أَبِىْ وَأَنَا أَقُوْلُ: اللّٰهُمَّ! إِنِّى أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، وَنَعِيْمَهَا وَبَهْجَتَهَا، وَكَذَا وَكَذَا، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَسَلَاسِلِهَا، وَأَغْلَالِهَا وَكَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: يَا بُنَيَّ! إِنِّى

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: سَيَكُوْنُ قَوْمٌ يَعْتَدُوْنَ فِي الدُّعَاءِ، فَإِيَّاكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ، إِنَّكَ إِنْ أُعْطِيْتَ الْجَنَّةَ أُعْطِيْتَهَا وَمَا فِيْهَا مِنَ الْخَيْرِ، وَإِنْ أُعِذْتَ مِنَ النَّارِ أُعِذْتَ مِنْهَا وَمَا فِيْهَا مِنَ الشَّرِّ. رواه أبو داوُد، باب الدعاء، رقم: ١٤٨٠

২০৬. হযরত সা'দ (রাযিঃ)এর ছেলে বলেন, একবার আমি দোয়ার মধ্যে এরূপ বলিতেছিলাম, আয় আল্লাহ, আমি আপনার নিকট জান্নাত এবং উহার নেয়ামতসমূহ ও উহার মনোরোম জিনিস ও অমুক অমুক জিনিসের প্রার্থনা করিতেছি, আর জাহান্নাম ও উহার শিকল, হাতকড়া ও অমুক অমুক প্রকারের আযাব হইতে আশ্রয় চাহিতেছি। আমার পিতা হযরত সা'দ (রাযিঃ) এই দোয়া শুনিয়া বলিলেন, আমার প্রিয় বেটা, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, অতিসত্বর এমন লোক আসিবে যাহারা দোয়ার মধ্যে অতিরঞ্জিত করিবে। তুমি সেই সকল লোকদের মধ্যে শামিল হইও না। তুমি যদি জান্নাত পাইয়া যাও তবে জান্নাতের সমস্ত নেয়ামত পাইয়া যাইবে। আর যদি তুমি জাহান্নাম হইতে নাজাত পাও তবে জাহান্নামের সমস্ত কষ্ট হইতে নাজাত পাইয়া যাইবে। (অতএব দোয়ার মধ্যে এরূপ বিস্তারিত বলার প্রয়োজন নাই, বরং জান্নাত চাওয়া ও দোযখ হইতে পানাহ চাওয়াই যথেষ্ট।) (আবু দাউদ)

٢٠٧-عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً، لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللّٰهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَذٰلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ. رواه مسلم، باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء، رقم: ١٧٧٠

২০৭. হযরত জাবের (রাযিঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, প্রত্যেক রাত্রে একটি মুহূর্ত এমন থাকে যে, সেই মুহূর্তে কোন মুসলমান বান্দা দুনিয়া ও আখেরাতের যে কোন কল্যাণ চায় আল্লাহ তায়ালা তাহাকে অবশ্যই দান করেন। (মুসলিম)

٢٠٨-عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالٰى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلٰى سَمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقٰى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ يَقُوْلُ: مَنْ يَدْعُوْنِىْ فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِىْ فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِىْ فَأَغْفِرَ لَهُ؟. رواه البخارى، باب الدعاء والصلاة من آخر الليل، رقم:١١٤٥

২০৮. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন রাত্রের এক তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে তখন আমাদের রব দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং এরশাদ করেন, কে আছে আমার নিকট দোয়া করিবে আমি তাহার দোয়া কবুল করিব? কে আছে, যে আমার নিকট চাহিবে, আমি তাহাকে দান করিব? কে আছে, যে আমার নিকট মাগফেরাত চাহিবে আমি তাহাকে মাফ করিয়া দিব? (বোখারী)

٢٠٩- عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِىْ سُفْيَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ دَعَا بِهٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ الْخَمْسِ لَمْ يَسْأَلِ اللّٰهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ: لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ. رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط

২০৯. হযরত মুআবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে কোন ব্যক্তিই এই পাঁচটি কলেমার দ্বারা আল্লাহ তায়ালার নিকট কোন জিনিস চায় আল্লাহ তায়ালা তাহাকে অবশ্য দান করেন—

لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ

وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ. (طبرانى مَجْمَع الزَّوَائِد)

(তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢١٠- عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: أَلِظُّوا بِيَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ١/٤٩٩

২১০. হযরত রাবীআহ ইবনে আমের (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, দোয়ার মধ্যে يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ এর দ্বারা কাকুতি মিনতি কর। অর্থাৎ এই শব্দকে দোয়ার মধ্যে বারংবার বল। (মুসতাদরাকে হাকেম)

٢١١- عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: مَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَعَا دُعَاءً إِلَّا اسْتَفْتَحَهُ بِسُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى الْوَهَّابِ. رواه أحمد والطبراني بنحوه، وفيه: عمر بن راشد اليمامي وثقه غير واحد وبقية رجال أحمد رجال الصحيح، مجمع الزوائد ١٠/٢٤٠

২১১. হযরত সালামা ইবনে আকওয়া আসলামী (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন কোন দোয়া করিতে শুনি নাই যাহাতে তিনি এই কলেমাগুলি দ্বারা দোয়া আরম্ভ না করিয়াছেন। অর্থাৎ প্রত্যেক দোয়ার শুরুতে তিনি এই কলেমাগুলি বলিতেন—

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى الْوَهَّابِ

অর্থ ঃ আমার রব সকল দোষ হইতে পবিত্র, সর্বোচ্চ, সর্বাপেক্ষা দানকারী। (মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢١٢- عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ أَنِّيْ أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ فَقَالَ: لَقَدْ سَأَلْتَ اللّٰهَ بِالْإِسْمِ الَّذِيْ إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ. رواه أبو داود، باب الدعاء، رقم:١٤٩٣

২১২. হযরত বুরাইদাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে এই দোয়া করিতে শুনিলেন—

اللّٰهُمَّ إِنِّىْ اَسْأَلُكَ اَنِّىْ اَشْهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তুমি আল্লাহ তায়ালার নিকট সেই নাম দ্বারা চাহিয়াছ যাহা দ্বারা যে কোন কিছু চাওয়া হয় তিনি উহা দান করেন এবং যে কোন দোয়া করা হয় তিনি উহা কবুল করেন।

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ, আমি আপনার নিকট এই কথার উসীলায় চাহিতেছি যে, আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনিই আল্লাহ, আপনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, আপনি একা, অমুখাপেক্ষী সকলেই আপনার সত্তার মুখাপেক্ষী, যে সত্তা হইতে না কেহ জন্মগ্রহণ করিয়াছে, আর না তিনি কাহারো হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আর না তাঁহার সমতুল্য কেহ আছে। (আবু দাউদ)

٢١٣- عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ: اسْمُ اللّٰهِ الْاَعْظَمُ فِىْ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ ﴿وَإِلٰـهُكُمْ إِلٰـهٌ وَّاحِدٌ لَآ إِلٰـهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ﴾ (البقرة:١٦٣) وَفَاتِحَةُ آلِ عِمْرَانَ ﴿الٓمٓ☆ اللّٰهُ لَآ إِلٰـهَ إِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ﴾ (آل عمران:٢،١). رواه الترمذى وقال:

هذا حديث حسن صحيح، باب فى إيجاب الدعاء بتقديم الحمد والثناء رقم:٣٤٧٨

২১৩. হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ইস্মে আজম এই দুই আয়াতের মধ্যে রহিয়াছে, (সূরা বাকারার আয়াত) وَ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ এবং (সূরা আলে এমরানের প্রথম আয়াত) الٓمّٓ – اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ (তিরমিযী)

٢١٤- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِى حَلْقَةٍ وَرَجُلٌ قَائِمٌ يُصَلِّى، فَلَمَّا رَكَعَ وَسَجَدَ تَشَهَّدَ وَدَعَا فَقَالَ فِى دُعَائِهِ: اللّٰهُمَّ إِنِّىْ اَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَآ إِلٰـهَ إِلَّا أَنْتَ بَدِيْعُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ: لَقَدْ دَعَا بِاسْمِ اللّٰهِ الْاَعْظَمِ الَّذِىْ إِذَا دُعِىَ بِهِ أَجَابَ

وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى۔ رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ١/٥٠٣

২১৪. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত এক মজলিসে বসিয়াছিলাম। এক ব্যক্তি নামায পড়িতেছিল। সে যখন রুকু সেজদা ও তাশাহহুদ হইতে অবসর হইল তখন দোয়ার মধ্যে এরূপ বলিল—

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ اَسْاَلُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَآ إِلٰـهَ إِلَّا اَنْتَ بَدِيْعُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ, আমি আপনার নিকট আপনার সমস্ত প্রশংসার উসীলায় চাহিতেছি, আপনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, আপনি পূর্ব নমুনা ব্যতীত আসমান জমিনের সৃষ্টিকর্তা। হে আজমত ও জালাল এবং পুরস্কার ও দয়ার মালিক, হে চিরঞ্জীব, হে সকলের রক্ষাকর্তা।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, এই ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সেই ইসমে আ'জমের সহিত দোয়া করিয়াছে যাহার মাধ্যমে যখনই দোয়া করা হয় আল্লাহ তায়ালা কবুল করেন এবং যখনই চাওয়া হয় আল্লাহ তায়ালা তাহা পূরণ করিয়া দেন।

(মুসতাদরাকে হাকেম)

٢١٥- عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلَى اسْمِ اللّٰهِ الْاَعْظَمِ الَّذِىْ إِذَا دُعِيَ بِهِ اَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ اَعْطَى، الدَّعْوَةُ الَّتِىْ دَعَا بِهَا يُوْنُسُ حَيْثُ نَادَاهُ فِى الظُّلُمَاتِ الثَّلَاثِ، لَآ إِلٰـهَ إِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! هَلْ كَانَتْ لِيُوْنُسَ خَاصَّةً اَمْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ عَامَّةً؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اَلَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ "وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ" وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اَيُّمَا مُسْلِمٍ دَعَا بِهَا فِىْ مَرَضِهِ اَرْبَعِيْنَ مَرَّةً فَمَاتَ فِىْ مَرَضِهِ ذٰلِكَ، اُعْطِيَ اَجْرَ شَهِيْدٍ وَإِنْ بَرَاَ بَرَاَ وَقَدْ غُفِرَ لَهُ جَمِيْعُ ذُنُوْبِهِ۔ رواه الحاكم ووافقه الذهبي ١/٥٠٦

২১৫. হযরত সা'দ ইবনে মালেক (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আমি কি তোমাদিগকে আল্লাহ তায়ালার ইসমে আ'জম বলিয়া দিব না? যাহার দ্বারা দোয়া করিলে তিনি কবুল করেন, এবং চাওয়া হইলে তাহা তিনি পূরণ করিয়া দেন। উহা সেই দোয়া যাহা দ্বারা হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম আল্লাহ তায়ালাকে তিন অন্ধকারের ভিতর হইতে ডাকিয়াছিলেন—

لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

অর্থাৎ, আপনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, আপনি সমস্ত দোষ হইতে পবিত্র, নিঃসন্দেহে আমিই অপরাধী। (তিন অন্ধকার দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, রাত্র, সমুদ্র ও মাছের পেটের অন্ধকার।) এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই দোয়া কি বিশেষভাবে হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের জন্যই না সাধারণভাবে সমস্ত ঈমানদারদের জন্য? তিনি এরশাদ করিলেন, তুমি কি আল্লাহ তায়ালার এরশাদ মোবারক শুন নাই

وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ আমি ইউনুস আলাইহিস সালামকে মুসীবত হইতে নাজাত দিয়াছি এবং আমি এইভাবে ঈমানদারদেরকে নাজাত দিয়া থাকি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যে কোন মুসলমান আপন অসুস্থতায় এই দোয়া চল্লিশ বার পড়িবে যদি সেই অসুস্থতায় সে মৃত্যুবরণ করে তবে তাহাকে শহীদের সওয়াব দেওয়া হইবে। আর যদি সেই অসুস্থতা হইতে সে শেফা লাভ করে তবে সেই শেফার (রোগ মুক্তি) সহিত তাহার সমস্ত গুনাহ মাফ হইয়া যাইবে। (মুসতাদরাকে হাকেম)

٢١٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: خَمْسُ دَعَوَاتٍ يُسْتَجَابُ لَهُنَّ: دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ حَتّٰى يَنْتَصِرَ، وَدَعْوَةُ الْحَاجِّ حَتّٰى يَصْدُرَ، وَدَعْوَةُ الْمُجَاهِدِ حَتّٰى يَقْفُلَ، وَدَعْوَةُ الْمَرِيْضِ حَتّٰى يَبْرَءَ، وَدَعْوَةُ الْأَخِ لِأَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ ثُمَّ قَالَ: وَأَسْرَعُ هٰذِهِ الدَّعَوَاتِ إِجَابَةً دَعْوَةُ الْأَخِ لِأَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ. رواه البيهقي في الدعوات الكبير، مشكاة المصابيح، رقم: ٢٢٦٠

২১৬. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, পাঁচ প্রকারের দোয়া বিশেষভাবে কবুল করা হয়। মজলুমের দোয়া, যতক্ষণ সে প্রতিশোধ না লয়। হজ্জপালনকারীর দোয়া, যতক্ষণ সে ঘরে ফিরিয়া না আসে। মুজাহিদের দোয়া, যতক্ষণ সে ফিরিয়া না আসে। অসুস্থের দোয়া, যতক্ষণ সে সুস্থ না হয়, আর এক ভাইয়ের জন্য তাহার অনুপস্থিতিতে অপর ভাইয়ের দোয়া। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, এই সমস্ত দোয়ার মধ্যে সেই দোয়া দ্রুত কবুল হয় যাহা নিজের কোন ভাইয়ের জন্য তাহার অনুপস্থিতিতে করা হয়। (মেশকাত)

٢١٧- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٍ لَا شَكَّ فِيْهِنَّ: دَعْوَةُ الْوَالِدِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ. رواه أبوداؤد، باب الدعاء بظهر الغيب، رقم:١٥٣٦

২১৭. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তিনটি দোয়া বিশেষভাবে কবুল করা হয়—যাহা কবুল হওয়ার মধ্যে কোন সন্দেহ নাই। (সন্তানের জন্য) পিতার দোয়া, মুসাফিরের দোয়া এবং মজলুমের দোয়া। (আবু দাউদ)

٢١٨- عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: لَأَنْ أَقْعُدَ أَذْكُرُ اللّٰهَ، وَأُكَبِّرُهُ، وَأَحْمَدُهُ، وَأُسَبِّحُهُ، وَأُهَلِّلُهُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ رَقَبَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيْلَ، وَمِنْ بَعْدِ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَ رِقَابٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيْلَ. رواه أحمد ٥/٢٥٥

২১৮. হযরত আবু উমামাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি ফজরের নামাযের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার যিকির তাঁহার বড়ত্ব, তাঁহার প্রশংসা, তাঁহার পবিত্রতা বর্ণনা করায় এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ায় মশগুল থাকি ইহা আমার নিকট হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের আওলাদ হইতে দুইজন অথবা ততধিক গোলাম মুক্ত করা অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয়। এমনিভাবে আসরের নামাযের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত এই আমলগুলিতে মশগুল থাকি ইহা আমার নিকট হযরত

ইসমাঈল আলাইহিস সালামের আওলাদ হইতে চারজন গোলাম মুক্ত করা অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয়। (মুসনাদে আহমাদ)

٢١٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ بَاتَ طَاهِرًا، بَاتَ فِيْ شِعَارِهِ مَلَكٌ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ: اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فُلَانٍ، فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده حسن ٣/٣٢٨

২১৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি অযূ অবস্থায় রাত্রে ঘুমায় ফেরেশতা তাহার শরীরের সহিত লাগিয়া রাত্রি যাপন করে। যখনই সে ঘুম হইতে জাগ্রত হয় তখন তাহার জন্য ফেরেশতা দোয়া করে যে, আয় আল্লাহ, আপনার এই বান্দাকে মাফ করিয়া দিন, কেননা সে অযূ অবস্থায় ঘুমাইয়াছে। (ইবনে হিব্বান)

٢٢٠- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَبِيْتُ عَلٰى ذِكْرٍ طَاهِرًا فَيَتَعَارُّ مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْأَلُ اللّٰهَ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ. رواه أبوداؤد، باب فى النوم على طهارة، رقم:٥٠٤٢

২২০. হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে কোন ব্যক্তি রাত্রে অযূ অবস্থায় যিকির করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়ে। তারপর রাত্রে যে কোন সময় তাহার চোখ খুলে এবং সে আল্লাহ তায়ালার নিকট দুনিয়া আখেরাতের যে কোন কল্যাণ কামনা করে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে অবশ্যই উহা দান করেন। (আবু দাউদ)

٢٢١- عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُوْنُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُوْنَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللّٰهَ فِيْ تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ١/٣٠٩

২২১. হযরত আমর ইবনে আবাসাহ (রাযিঃ) বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা রাত্রের শেষাংশে বান্দার অতি নিকটবর্তী হন। তোমার দ্বারা সম্ভব

হইলে সেই সময় আল্লাহ তায়ালার যিকির করিও। (মুসতাদরাকে হাকেম)

٢٢٢-عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَرَأَهُ فِيْمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ. رواه مسلم، باب جامع صلوة الليل . . . . ، رقم: ١٧٤٥

২২২. হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি রাত্রে ঘুমাইয়া পড়ে এবং তাহার নিয়মিত আমল অথবা উহার কিছু অংশ আদায় করিতে না পারে, অতঃপর সে উহা পরদিন ফজর ও জোহরের মধ্যবর্তী সময়ে আদায় করিয়া লয়, তবে উহা তাহার রাত্রের আমল হিসাবেই লেখা হইবে। (মুসলিম)

٢٢٣-عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ: لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، عَشْرَ مَرَّاتٍ، كُتِبَ لَهُ بِهِنَّ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَمُحِيَ بِهِنَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ بِهِنَّ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَكُنَّ لَهُ عَدْلَ عِتَاقَةِ أَرْبَعِ رِقَابٍ، وَكُنَّ لَهُ حَرَسًا مِنَ الشَّيْطَانِ حَتّٰى يُمْسِيَ، وَمَنْ قَالَهُنَّ إِذَا صَلَّى الْمَغْرِبَ دُبُرَ صَلَاتِهِ فَمِثْلُ ذٰلِكَ حَتّٰى يُصْبِحَ. رواه ابن حبان، قال المحقق: سنده حسن ٣٦٩/٥

২২৩. হযরত আবু আইউব (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সকালবেলা দশবার

لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

পড়িবে তাহার জন্য দশটি নেকী লিখিয়া দেওয়া হইবে, তাহার দশটি গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে, তাহার দশটি মর্তবা উন্নত করিয়া দেওয়া হইবে, চারজন গোলাম আযাদ করার সমান সওয়াব হইবে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তান হইতে তাহাকে হেফাজত করা হইবে। আর যে ব্যক্তি মাগরিবের নামাযের পর এই কলেমাগুলি পড়িবে সে সকাল পর্যন্ত এই সমস্ত পুরস্কার লাভ করিবে। (ইবনে হিব্বান)

٢٢٤-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ وَحِيْنَ يُمْسِي: سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ، لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ، أَوْ زَادَ عَلَيْهِ. رواه مسلم، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، رقم:٦٨٤٣ وعند أبي داود: سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ باب ما يقول إذا أصبح، رقم:٥٠٩١

২২৪. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সকাল–সন্ধ্যা سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ একশত বার পড়িয়াছে, কেয়ামতের দিন তাহার অপেক্ষা উত্তম আমল লইয়া কেহ আসিবে না, সেই ব্যক্তি ব্যতীত যে তাহার সম পরিমাণ অথবা তাহার অপেক্ষা বেশী পড়িয়াছে। এক রেওয়ায়াতে এই ফযীলত سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَ بِحَمْدِهِ সম্পর্কে আসিয়াছে। (মুসলিম, আবু দাউদ)

٢٢٥-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ مِائَةَ مَرَّةٍ، وَإِذَا أَمْسَى مِائَةَ مَرَّةٍ: سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ غُفِرَتْ ذُنُوْبُهُ، وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ١/٥١٨

২২৫. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি সকাল–সন্ধ্যা سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِهِ একশত বার পড়িবে তাহার গুনাহ মাফ হইয়া যাইবে, যদিও উহা সমুদ্রের ফেনা হইতেও বেশী হয়। (মুসতাদরাকে হাকেম)

٢٢٦-عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى: رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا، إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ أَنْ يُرْضِيَهُ. رواه أبو داود، باب ما يقول إذا أصبح، رقم:٥٠٧٢ وعند أحمد: أَنَّهُ يَقُوْلُ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حِيْنَ يُمْسِيْ وَحِيْنَ يُصْبِحُ ٤/٣٣٧

২২৬. এক সাহাবী (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَّ بِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلًا পড়িবে, আল্লাহ তায়ালার উপর জরুরী হইবে যে, তাহাকে (কেয়ামতের দিন) সন্তুষ্ট করেন। **رَضِينَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً**

অর্থ ঃ আমরা আল্লাহকে রব ও ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল স্বীকার করার উপর সন্তুষ্ট আছি।

অপর রেওয়ায়াতে এই দোয়া তিনবার পড়ার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। (আবু দাউদ, মুসনাদে আহমাদ)

٢٢٧-عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ حِيْنَ يُصْبِحُ عَشْرًا، وَحِيْنَ يُمْسِيْ عَشْرًا أَدْرَكَتْهُ شَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه الطبراني بإسنادين وإسناد أحدهما جيد، ورجاله وثقوا، مجمع الزوائد ١٠/١٦٣

২২৭. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা আমার উপর দশবার দরূদ শরীফ পড়িবে সে কেয়ামতের দিন আমার শাফায়াত লাভ করিবে। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٢٨-عَنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ: قَالَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: أَلَا أُحَدِّثُكَ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِرَارًا وَمِنْ أَبِيْ بَكْرٍ مِرَارًا وَمِنْ عُمَرَ مِرَارًا، قُلْتُ: بَلٰى، قَالَ: مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسٰى: اَللّٰهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ، وَأَنْتَ تَهْدِيْنِيْ، وَأَنْتَ تُطْعِمُنِيْ، وَأَنْتَ تَسْقِيْنِيْ، وَأَنْتَ تُمِيْتُنِيْ، وَأَنْتَ تُحْيِيْنِيْ لَمْ يَسْأَلِ اللّٰهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلَامٍ: كَانَ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَدْعُوْ بِهِنَّ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ سَبْعَ مِرَارٍ، فَلَا يَسْأَلُ اللّٰهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن، مجمع الزوائد ١٠/١٦٠

২২৮. হযরত হাসান (রহঃ) বলেন, হযরত সামুরা ইবনে জুন্দুব (রাযিঃ) বলিয়াছেন, আমি কি তোমাকে এমন হাদীস শুনাইব না যাহা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে কয়েকবার শুনিয়াছি এবং হযরত আবু বকর (রাযিঃ) ও হযরত ওমর (রাযিঃ) হইতেও কয়েকবার শুনিয়াছি? আমি আরজ করলাম, অবশ্যই

শুনাইবেন। হযরত সামুরাহ (রাযিঃ) বলিলেন, যে ব্যক্তি সকাল–সন্ধ্যা

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي، وَأَنْتَ تَهْدِيْنِي، وَأَنْتَ تُطْعِمُنِي،
وَأَنْتَ تَسْقِيْنِي، وَأَنْتَ تُمِيْتُنِيْ، وَأَنْتَ تُحْيِيْنِيْ

(অর্থাৎ, আয় আল্লাহ, আপনিই আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, আপনিই আমাকে হেদায়াত দান করিবেন, আপনিই আমাকে খাওয়ান, আপনিই আমাকে পান করান, আপনিই আমাকে মৃত্যু দান করিবেন, আপনিই আমাকে জীবিত করিবেন।)

পাঠ করিবে, আল্লাহ তায়ালার নিকট যাহা সে চাহিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে উহা অবশ্যই দান করিবেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাযিঃ) বলেন, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম প্রত্যহ সাতবার এই কলেমাগুলির সহিত দোয়া করিতেন এবং যাহাই আল্লাহ তায়ালার নিকট চাহিতেন আল্লাহ তায়ালা তাহাকে উহা দান করিতেন। (তাবারনী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٢٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ غَنَّامٍ الْبَيَاضِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ: اَللّٰهُمَّ! مَا أَصْبَحَ بِيْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ وَحْدَكَ، لَا شَرِيْكَ لَكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ، فَقَدْ أَدّٰى شُكْرَ يَوْمِهِ، وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ حِيْنَ يُمْسِيْ فَقَدْ أَدّٰى شُكْرَ لَيْلَتِهِ. رواه أبوداؤد، باب ما يقول إذا أصبح، رقم:٥٠٧٣ وفى رواية للنسائى بزيادة: أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ بدون ذكر المساء فى عمل اليوم والليلة، رقم:٧

২২৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে গান্নাম বায়াযী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সকালবেলা এই দোয়া পড়িবে—

اَللّٰهُمَّ! مَا أَصْبَحَ بِيْ مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ
مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ، لَا شَرِيْكَ لَكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ

'অর্থাৎ আয় আল্লাহ, আজ সকালে আমি অথবা আপনার কোন মাখলুক যে কোন নেয়ামত লাভ করিয়াছি উহা এক আপনারই পক্ষ হইতে দানকৃত, আপনার কোন শরীক নাই, আপনারই জন্য সমস্ত প্রশংসা, এবং আপনারই জন্য সমস্ত শোকর।'

সে সেই দিনের সমস্ত নেয়ামতের শোকর আদায় করিয়াছে এবং যে

সন্ধ্যার সময় এই দোয়া পড়িয়াছে সে সেই রাত্রের সমস্ত নেয়ামতের শোকর আদায় করিয়াছে। নাসায়ী শরীফের রেওয়ায়াত সহকারে বর্ণিত হইয়াছে।
(আবু দাউদ, আমলুল ইয়াওমে ওয়াল্লাইলাহ)

٢٣٠-عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ اَوْ يُمْسِيْ: اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ، وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ، وَجَمِيْعَ خَلْقِكَ اَنَّكَ أَنْتَ اللّٰهُ لَآ إِلٰـهَ إِلَّا أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ، اَعْتَقَ اللّٰهُ رُبْعَهُ مِنَ النَّارِ، فَمَنْ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَعْتَقَ اللّٰهُ نِصْفَهُ، وَمَنْ قَالَهَا ثَلَاثًا، أَعْتَقَ اللّٰهُ ثَلَاثَةَ اَرْبَاعِهِ، فَإِنْ قَالَهَا اَرْبَعًا أَعْتَقَهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ. رواه أبوداوُد، باب ما يقول إذا أصبح، رقم:٥٠٦٩

২৩০. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সকালে অথবা সন্ধ্যায় একবার এই কলেমাগুলি পড়িয়া লয়—

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَصْبَحْتُ
أُشْهِدُكَ، وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ، وَجَمِيْعَ خَلْقِكَ اَنَّكَ أَنْتَ اللّٰهُ
لَآ إِلٰـهَ إِلَّا أَنْتَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ

'অর্থাৎ আয় আল্লাহ, আমি এই অবস্থায় সকাল করিয়াছি যে, আমি আপনাকে সাক্ষী বানাইতেছি এবং আপনার আরশ বহনকারীদেরকে, আপনার ফেরেশতাদেরকে এবং আপনার সমস্ত মাখলুককে সাক্ষী বানাইতেছি যে, আপনিই আল্লাহ, আপনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার বান্দা ও আপনার রাসূল।'

আল্লাহ তায়ালা তাহার এক চতুর্থাংশকে জাহান্নামের আগুন হইতে মুক্ত করিয়া দেন। যে দুই বার পড়ে আল্লাহ তায়ালা তাহার অর্ধাংশকে দোযখের আগুন হইতে মুক্ত করিয়া দেন। আর যে ব্যক্তি তিনবার পড়ে আল্লাহ তায়ালা তাহার তিন চতুর্থাংশকে দোযখের আগুন হইতে মুক্ত করিয়া দেন। (আর যে ব্যক্তি চারবার পড়ে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে সম্পূর্ণ দোযখের আগুন হইতে মুক্ত করিয়া দেন। (আবু দাউদ)

٢٣١- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِفَاطِمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا: مَا يَمْنَعُكِ أَنْ تَسْمَعِيْ مَا أُوْصِيْكِ بِهِ أَنْ تَقُوْلِيْ إِذَا أَصْبَحْتِ وَإِذَا أَمْسَيْتِ: يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ أَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِيْ إِلٰى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ١/٥٤٥

২৩১. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতেমা (রাযিঃ)কে বলিলেন, আমার নসীহত মনোযোগ দিয়া শুন, তুমি সকালে ও সন্ধ্যায় (এই দোয়া) পড়িও—

يَاحَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ أَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ

অর্থাৎ, হে চিরঞ্জীব, হে জমিন আসমান ও সমস্ত মাখলুকের রক্ষাকারী, আমি আপনার রহমতের উসীলায় ফরিয়াদ করিতেছি যে, আমার সমস্ত কাজ দুরস্ত করিয়া দিন এবং আমাকে এক পলকের জন্যও আমার নফসের সোপর্দ করিবেন না। (মুসতাদরাকে হাকেম)

٢٣٢-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا لَقِيْتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغَتْنِي الْبَارِحَةَ! قَالَ: أَمَا لَوْ قُلْتَ حِيْنَ أَمْسَيْتَ: أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ تَضُرَّكَ. رواه مسلم، باب في التعوذ من سوء القضاء.....، رقم: ٦٨٨٠

২৩২. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইল এবং আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, রাত্রে বিচ্ছুর কামড়ে আমার খুব কষ্ট হইয়াছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যদি তুমি সন্ধ্যায় এই কলেমাগুলি পড়িয়া লইতে

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

'অর্থাৎ আমি আল্লাহ তায়ালার সমস্ত (উপকারী ও শেফাদানকারী) কলেমা দ্বারা তাহার সমস্ত মাখলুকের অনিষ্ট হইতে আশ্রয় চাহিতেছি।'

তবে বিচ্ছু কখনও তোমার কোন ক্ষতি করিতে পারিত না। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ কোন কোন ওলামায়ে কেরাম বলেন, 'আল্লাহ তায়ালার সমস্ত কলেমা' দ্বারা কুরআনে করীম উদ্দেশ্য। (মেরকাত)

٢٣٣-عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يُمْسِىْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ حُمَةٌ تِلْكَ اللَّيْلَةَ. قَالَ سُهَيْلٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ: فَكَانَ اَهْلُنَا تَعَلَّمُوهَا فَكَانُوا يَقُوْلُوْنَهَا كُلَّ لَيْلَةٍ فَلُدِغَتْ جَارِيَةٌ مِنْهُمْ فَلَمْ تَجِدْ لَهَا وَجَعًا. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن، باب دعاء أعوذ بكلمات الله التامات....، رقم:٣٦٠٤

২৩৩. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সন্ধ্যার সময় তিনবার এই কলেমাগুলি বলিবে—

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

সেই রাত্রে কোন প্রকার বিষ তাহার ক্ষতি করিতে পারিবে না। হযরত সুহাইল (রাযিঃ) বলেন, আমাদের পরিবারের লোকেরা এই দোয়া মুখস্ত করিয়া রাখিয়াছিল। তাহারা প্রতি রাত্রে উহা পড়িয়া লইত। এক রাত্রে এক মেয়েকে কোন বিষাক্ত প্রাণী দংশন করিলে সে কোন প্রকার কষ্ট অনুভব করে নাই। (তিরমিযী)

٢٣٤-عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَقَرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْحَشْرِ وَكَّلَ اللّٰهُ بِهِ سَبْعِيْنَ اَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّوْنَ عَلَيْهِ حَتّٰى يُمْسِىَ وَاِنْ مَاتَ فِىْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ مَاتَ شَهِيْدًا، وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُمْسِىْ كَانَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب فى فضل قراءة آخر سورة الحشر، رقم:٢٩٢٢

২৩৪. হযরত মা'কেল ইবনে ইয়াসার (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন যে, যে ব্যক্তি সকালে তিনবার أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পাঠ করিয়া সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পড়িয়া লয় আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করেন যাহারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তাহার উপর রহমত পাঠাইতে থাকে। আর যদি সেই দিন মৃত্যু বরণ করে তবে শহীদ হিসাবে মৃত্যুবরণ করিবে। যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় পড়ে তাহার জন্য আল্লাহ তায়ালা সত্তর হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করেন, যাহারা সকাল পর্যন্ত তাহার উপর রহমত পাঠাইতে থাকে। আর যদি সেই রাত্রে মৃত্যুবরণ করে তবে শহীদ হিসাবে মৃত্যুবরণ করিবে। (তিরমিযী)

٢٣٥-عَنْ عُثْمَانَ يَعْنِي ابْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلَاءٍ حَتّٰى يُصْبِحَ، وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلَاءٍ حَتّٰى يُمْسِيَ. رواه أبو داوُد، باب ما يقول إذا أصبح، رقم:٥٠٨٨

২৩৫. হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, কেহ এই কলেমাগুলি সন্ধ্যায় তিনবার পাঠ করিলে সকাল পর্যন্ত এবং সকালে তিনবার পাঠ করিলে সন্ধ্যা পর্যন্ত হঠাৎ কোন মুসীবত তাহার উপর আসিব না। (কলেমাগুলি এই)

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ
وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

অর্থাৎ—সেই আল্লাহর নামে (আমি সকাল অথবা সন্ধ্যা করিলাম) যাহার নামের সহিত জমিন আসমানের জিনিস ক্ষতি করে না এবং তিনি (সব কিছু) শুনেন ও জানেন। (আবু দাঊদ)

٢٣٦-عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسٰى: حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، كَفَاهُ اللّٰهُ مَا أَهَمَّهُ، صَادِقًا كَانَ بِهَا أَوْ كَاذِبًا.

رواه أبو داوُد، باب ما يقول إذا أصبح، رقم:٥٠٨١

২৩৬. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সকাল বিকাল সাতবার

حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সত্য দিলে (অর্থাৎ ফযীলতের প্রতি একীন রাখিয়া) বলিবে, অথবা ফযীলতের প্রতি একীন ছাড়া এমনিই বলিবে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে (দুনিয়া আখেরাতের) সমস্ত চিন্তা হইতে হেফাজত করিবেন।

অর্থ ঃ 'আমার জন্য আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তাহারই উপর আমি ভরসা করিলাম, তিনিই আরশে আজীমের মালিক।' (আবু দাউদ)

٢٣٧-عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَعُ هٰؤُلَاءِ الدَّعَوَاتِ حِيْنَ يُمْسِيْ وَحِيْنَ يُصْبِحُ: اَللّٰهُمَّ! إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اَللّٰهُمَّ! إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ وَأَهْلِيْ وَمَالِيْ، اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِيْ وَآمِنْ رَوْعَاتِيْ، اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِيْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِيْ، وَعَنْ يَمِيْنِيْ وَعَنْ شِمَالِيْ وَمِنْ فَوْقِيْ، وَأَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ. رواه أبوداؤد، باب ما يقول إذا أصبح، رقم: ٥٠٧٤

২৩৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকাল বিকাল কখনও এই দোয়া পড়িতে ছাড়িতেন না।

اَللّٰهُمَّ! إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ . اَللّٰهُمَّ! إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ وَأَهْلِيْ وَمَالِيْ، اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِيْ وَآمِنْ رَوْعَاتِيْ، اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِيْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِيْ، وَعَنْ يَمِيْنِيْ وَعَنْ شِمَالِيْ وَمِنْ فَوْقِيْ، وَأَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ.

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট দুনিয়া আখেরাতের নিরাপত্তা চাহিতেছি। হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি। এবং আপন দ্বীন, দুনিয়া, পরিবার পরিজন ও মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা ও শান্তি চাহিতেছি। আয় আল্লাহ, আপনি আমার দোষসমূহকে ঢাকিয়া রাখুন, এবং আমাকে ভয় ভীতির জিনিস হইতে নিরাপত্তা দান করুন।

আয় আল্লাহ আপনি আমাকে অগ্র–পশ্চাত ডান–বাম ও উপরদিক হইতে হেফাজত করুন এবং আমাকে নিচের দিক হইতে অতর্কিতে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হয়, ইহা হইতে আপনার আজমতের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। (আবু দাউদ)

٢٣٨-عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: سَيِّدُ الإِسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُوْلَ: اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ، قَالَ: وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوْقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ، وَهُوَ مُوْقِنٌ بِهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. رواه البخاري، باب أفضل الإستغفار، رقم:٦٣٠٦

২৩৮. হযরত সাদ্দাদ ইবনে আওস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সাইয়্যেদুল এস্তেগফার (অর্থাৎ মাগফেরাত চাওয়ার সর্বোত্তম তরীকা) এই যে, এইভাবে বলিবে—

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ.

'অর্থ ঃ আয় আল্লাহ, আপনিই আমার রব, আপনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, আপনিই আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আমি আপনার বান্দা, আমি সামর্থ্যানুযায়ী আপনার সহিত কৃত অঙ্গীকার ও ওয়াদার উপর কায়েম আছি, আমি আমার কৃত খারাপ আমল হইতে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। আমার উপর আপনার যে সমস্ত নেয়ামত রহিয়াছে উহা স্বীকার করিতেছি এবং আপন গুনাহেরও স্বীকারোক্তি করিতেছি। অতএব আমাকে মাফ করিয়া দিন। কেননা আপনি ব্যতীত কেহ গুনাহসমূহ মাফ করিতে পারে না।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি দিলের একীনের সহিত দিনের যে কোন অংশে এই কলেমাগুলি পড়িয়াছে এবং সেইদিন সন্ধ্যার পূর্বে তাহার মৃত্যু হইয়া গিয়াছে সে

জান্নাতীদের মধ্য হইতে হইবে। এমনিভাবে যদি কেহ দিলের একীনের সহিত রাত্রের কোন অংশে এই কলেমাগুলি পড়িয়াছে এবং সকাল হওয়ার পূর্বে তাহার মৃত্যু হইয়া গিয়াছে সে জান্নাতীদের মধ্য হইতে হইবে।

(বোখারী)

٢٣٩-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ "فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ" إِلٰى "وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ" (الروم:١٧-١٩)، أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ فِيْ يَوْمِهِ ذٰلِكَ. وَمَنْ قَالَهُنَّ حِيْنَ يُمْسِيْ أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ فِيْ لَيْلَتِهِ. رواه أبو داؤد، باب ما يقول إذا أصبح، رقم:٥٠٧٦

২৩৯. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সকালে (একুশ পারায় সূরা রোমের) এই তিনটি আয়াত

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ــ وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ

পড়িয়া লইবে তাহার সেই দিনের (নিয়মিত আমল ইত্যাদি) যাহা ছুটিয়া যাইবে উহার সওয়াব সে পাইয়া যাইবে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এই আয়াতগুলি পড়িয়া লইবে তাহার সেই রাত্রের (নিয়মিত আমল) যাহা ছুটিয়া যাইবে সে উহার সওয়াব পাইয়া যাইবে।

অর্থ ঃ তোমরা যখন সন্ধ্যা কর এবং যখন সকাল কর তখন আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা কর, এবং সমস্ত আসমান ও জমিনে তাহারই প্রশংসা হয় এবং তোমরা দিনের তৃতীয় প্রহরে ও জোহরের সময়ে (ও আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা কর) তিনি জীবিতকে মৃত হইতে বাহির করেন, এবং মৃতকে জীবিত হইতে বাহির করেন, এবং জমিনকে উহার মৃত অর্থাৎ শুষ্ক হওয়ার পর জীবিত অর্থাৎ সজীব করিয়া তোলেন। এবং এইভাবেই তোমাদিগকে (কেয়ামতের দিন কবর হইতে) বাহির করা হইবে।

(আবু দাউদ)

٢٤٠-عَنْ أَبِيْ مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِذَا وَلَجَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَلْيَقُلْ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ اَسْاَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَخَيْرَ

الْمَخْرَجِ، بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا، وَبِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا، وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ عَلٰى أَهْلِهِ. رواه أبوداؤد، باب ما يقول الرجل إذا دخل بيته، رقم:٥٠٩٦

২৪০. হযরত আবু মালেক আশআরী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন কোন ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করে তখন এই দোয়া পড়িবে—

اللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ، بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا، وَبِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا، وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا.

অর্থ ঃ 'আয় আল্লাহ, আমি আপনার নিকট ঘরে প্রবেশের ও ঘর হইতে বাহির হওয়ার কল্যাণ কামনা করি। অর্থাৎ আমার ঘরে প্রবেশ করা ও ঘর হইতে বাহির হওয়া আমার জন্য কল্যাণকর হয়। আল্লাহ তায়ালারই নামে ঘরে প্রবেশ করিলাম এবং আল্লাহ তায়ালার নামে ঘর হইতে বাহির হইলাম এবং আল্লাহ তায়ালারই উপর যিনি আমাদের রব আমরা ভরসা করিলাম।'

অতঃপর আপন ঘরওয়ালাদেরকে সালাম করিবে। (আবু দাউদ)

٢٤١- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ عِنْدَ دُخُوْلِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيْتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ عِنْدَ دُخُوْلِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ وَالْعَشَاءَ. رواه مسلم، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما، رقم:٥٢٦٢

২৪১. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন যে, যখন মানুষ নিজের ঘরে প্রবেশ করে এবং প্রবেশের সময় ও খাওয়ার সময় আল্লাহ তায়ালার যিকির করে তখন শয়তান (তাহার সঙ্গীদেরকে) বলে, এখানে তোমাদের জন্য না রাত্রিযাপনের জায়গা আছে না রাত্রের খাবার আছে। আর যখন মানুষ ঘরে প্রবেশ করে এবং প্রবেশের সময় আল্লাহ তায়ালার যিকির করে না তখন শয়তান (তাহার সঙ্গীদেরকে) বলে, এখানে তোমরা রাত্রিযাপনের জায়গা পাইয়া গিয়াছ।

আর যখন খাওয়ার সময় ও আল্লাহ্ তায়ালার যিকির করে না তখন শয়তান (তাহার সঙ্গীদেরকে) বলে, এখানে তোমরা রাত্রিযাপনের জায়গা এবং খাবারও পাইয়া গিয়াছ। (মুসলিম)

٢٤٢-عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ بَيْتِيْ قَطُّ إِلَّا رَفَعَ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ! إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ. رواه أبو داود، باب ما يقول إذا خرج من بيته، رقم: ٥٠٩٤

২৪২. হযরত উম্মে সালামা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই আমার ঘর হইতে বাহির হইতেন আসমানের দিকে দৃষ্টি উঠাইয়া এই দোয়া পড়িতেন—

اَللّٰهُمَّ! إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ.

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ, আমি আপনার নিকট এই ব্যাপারে পানাহ চাহিতেছি যে, আমি পথভ্রষ্ট হইয়া যাই অথবা আমাকে পথভ্রষ্ট করা হয় অথবা সরলপথ হইতে পদস্খলিত হই বা পিছলাইয়া যাই অথবা আমাকে পদস্খলিত করা হয় বা পিছলাইয়া দেওয়া হয় অথবা আমি জুলুম করি অথবা আমার উপর জুলুম করা হয় অথবা আমি অজ্ঞতাবশতঃ খারাপ আচরণ করি অথবা আমার সহিত অজ্ঞতাবশতঃ খারাপ আচরণ করা হয়। (আবু দাউদ)

٢٤٣-عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ قَالَ يَعْنِي إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ: بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ يُقَالُ لَهُ: كُفِيْتَ وَوُقِيْتَ وَتَنَحّٰى عَنْهُ الشَّيْطَانُ. باب ما جاء ما يقول الرجل إذا خرج من بيته، رقم: ٣٤٢٦ وأبو داود وفيه يُقَالُ حِيْنَئِذٍ: هُدِيْتَ وَكُفِيْتَ وَوُقِيْتَ فَتَتَنَحّٰى لَهُ الشَّيَاطِيْنُ، فَيَقُوْلُ شَيْطَانٌ آخَرُ: كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ. باب ما يقول إذا خرج من بيته، رقم: ٥٠٩٥

২৪৩. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন

কোন ব্যক্তি নিজ ঘর হইতে বাহির হওয়ার পর এই দোয়া পড়ে—

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ

'অর্থাৎ আমি আল্লাহর নামে বাহির হইতেছি, আল্লাহর উপরই আমার ভরসা, কোন কল্যাণ হাসিল করা অথবা কোন অকল্যাণ হইতে বাঁচার ব্যাপারে সফলকাম হওয়া একমাত্র আল্লাহর হুকুমেই সম্ভব হইতে পারে।'

তখন তাহাকে বলা হয় অর্থাৎ ফেরেশতা বলেন, তোমার কাজ সম্পাদন করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তোমাকে সমস্ত অকল্যাণ হইতে হেফাজত করা হইয়াছে। শয়তান (ব্যর্থ হইয়া) তাহার নিকট হইতে দূর হইয়া যায়। (তিরমিযী)

এক রেওয়ায়াতে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, তখন (অর্থাৎ এই দোয়া পড়ার পর) তাহাকে বলা হয়, তোমাকে পূর্ণরূপে পথ দেখানো হইয়াছে, তোমার কাজ সম্পাদন করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তোমার হেফাজত করা হইয়াছে। সুতরাং শয়তান তাহার নিকট হইতে দূর হইয়া যায়। অপর এক শয়তান প্রথম শয়তানকে বলে, তুমি ঐ ব্যক্তিকে কিভাবে আয়ত্বে আনিতে পার, যাহাকে পথ দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে, যাহার কাজ সম্পাদন করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং যাহার হেফাজত করা হইয়াছে? (আবু দাউদ)

٢٤٤-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ عِنْدَ الْكَرْبِ: لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ، لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ رواه البخاري، باب الدعاء عند الكرب، رقم:٦٣٤٦

২৪৪. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেরেশানীর সময় এই দোয়া পড়িতেন—

لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ، لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ.

অর্থ ঃ আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, যিনি অত্যন্ত বড় এবং ধৈর্যশীল, (গুনাহের উপর সঙ্গে সঙ্গে ধরপাকড় করেন না।) আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, যিনি আরশে আজীমের রব, আল্লাহ

তায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, যিনি আসমান ও জমিনসমূহের এবং সম্মানিত আরশের রব। (বোখারী)

٢٤٥-عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: دَعَوَاتُ الْمَكْرُوْبِ: اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُوْ، فَلَا تَكِلْنِيْ إِلٰى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ، لَآ إِلٰـهَ إِلَّا أَنْتَ. رواه أبوداؤد، باب ما يقول إذا أصبح، رقم: ٥٠٩٠

২৪৫. হযরত আবু বাকরাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি মুসীবতে পতিত হয় সে যেন এই দোয়া পড়ে—

اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُوْ، فَلَا تَكِلْنِيْ إِلٰى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ، لَآ إِلٰـهَ إِلَّا أَنْتَ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ, আমি আপনার রহমতের আশা করি, আমাকে চোখের পলকের জন্যও আমার নফসের সোপর্দ করিবেন না আমার সমস্ত অবস্থা ঠিক করিয়া দিন, আপনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই। (আবু দাউদ)

٢٤٦-عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ تَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيْبُهُ مُصِيْبَةٌ فَيَقُوْلُ: إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ، اَللّٰهُمَّ أْجُرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَأَخْلِفْ لِيْ خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَجَرَهُ اللّٰهُ فِيْ مُصِيْبَتِهٖ، وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا. قَالَتْ: فَلَمَّا تُوُفِّيَ أَبُوْسَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قُلْتُ كَمَا أَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، فَأَخْلَفَ اللّٰهُ لِيْ خَيْرًا مِنْهُ، رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ. رواه مسلم، باب ما يقال عند المصيبة رقم: ٢١٢٧

২৪৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হযরত উম্মে সালামাহ (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে বান্দার উপর কোন মুসীবত আসে এবং সে এই দোয়া পড়িয়া লয়—

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ،
اَللّٰهُمَّ أْجُرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَأَخْلِفْ لِيْ خَيْرًا مِنْهَا

অর্থ ঃ নিঃসন্দেহে আমরা আল্লাহ তায়ালারই জন্য এবং আল্লাহ তায়ালারই দিকে ফিরিয়া যাইব, আয় আল্লাহ, আমাকে আমার মুসীবতের উপর সওয়াব দান করুন, আর যে জিনিস আপনি আমার নিকট হইতে লইয়া গিয়াছেন উহা হইতে উত্তম জিনিস আমাকে দান করুন।

আল্লাহ তায়ালা তাহাকে উক্ত মুসীবতে সওয়াব দান করেন এবং হারানো জিনিসের বিনিময়ে উহা অপেক্ষা উত্তম জিনিস দান করেন।

হযরত উম্মে সালামাহ (রাযিঃ) বলেন, যখন হযরত আবু সালামাহ (রাযিঃ)এর ইন্তেকাল হইয়া গেল তখন আমি এইভাবে দোয়া করিলাম যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এই দোয়ার হুকুম দিয়াছিলেন। আল্লাহ তায়ালা আমাকে আবু সালামাহ হইতে উত্তম বদল দান করিলেন। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার স্বামী বানাইয়া দিলেন। (মুসলিম)

٢٤٧-عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ (فِيْ رَجُلٍ غَضِبَ عَلٰى رَجُلٍ آخَرَ) لَوْ قَالَ: اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ. (وهو بعض الحديث) رواه البخاري، باب قصة إبليس وجنوده، رقم:٣٢٨٢

২৪৭. হযরত সুলাইমান ইবনে সুরাদ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এক ব্যক্তির ব্যাপারে যে অন্য একজনের উপর রাগান্বিত হইতেছিল) এরশাদ করিলেন, যদি এই ব্যক্তি

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ

পড়িয়া লয় তবে তাহার রাগ দূর হইয়া যাইবে। (বোখারী)

٢٤٨-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ، وَمَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِاللّٰهِ فَيُوْشِكُ اللّٰهُ لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، باب ما جاء في الهم في الدنيا وحبها، رقم:٢٣٢٦

২৪৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যাহার

উপর অভাবের অবস্থা আসিয়া পড়ে আর সে উহা দূর করার জন্য লোকদের নিকট চায় তাহার অভাব দূর হইবে না। আর যে ব্যক্তির উপর অভাবের অবস্থা আসিয়া পড়ে, আর সে উহা দূর করার জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট চায়, আল্লাহ তায়ালা দ্রুত তাহার রুজীর ব্যবস্থা করিয়া দেন। সঙ্গে সঙ্গে পাইয়া যাইবে অথবা কিছু পরে পাইবে। (তিরমিযী)

٢٤٩-عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ مُكَاتَبًا جَاءَهُ فَقَالَ: إِنِّيْ قَدْ عَجِزْتُ عَنْ كِتَابَتِيْ فَأَعِنِّيْ، قَالَ: أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيْهِنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ؟ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلِ صِيْرٍ دَيْنًا أَدَّاهُ اللّٰهُ عَنْكَ. قَالَ: قُلِ اللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، أحاديث شتى من أبواب الدعوات، رقم:٣٥٦٣

২৪৯. হযরত আবু ওয়ায়েল (রহঃ) বলেন, একজন মুকাতাব (মুক্তিপণ আদায়ের শর্তে আযাদকৃত গোলাম) হযরত আলী (রাযিঃ)এর খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিল, আমি (মুক্তিপনের নির্ধারিত) মাল আদায় করিতে পারিতেছি না। এই ব্যাপারে আপনি আমাকে সাহায্য করুন। হযরত আলী (রাযিঃ) বলিলেন, আমি কি তোমাকে সেই কলেমাগুলি শিখাইয়া দিব না যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে শিখাইয়াছিলেন? যদি তোমার উপর (ইয়ামানের) সীর পাহাড় সমতুল্য ঋণও হয় তবে আল্লাহ তায়ালা সেই ঋণকে আদায় করিয়া দিবেন। তুমি এই দোয়া পড়—

اللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ, আমাকে আপনার হালাল রুজী দান করিয়া হারাম হইতে বাঁচাইয়া নিন এবং আপনার ফজল ও মেহেরবানীর দ্বারা আপনি ব্যতীত অন্যদের হইতে অমুখাপেক্ষী করিয়া দিন। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ মুকাতাব সেই গোলামকে বলা হয় যাহাকে তাহার মনিব বলিয়াছে যে, যদি তুমি এত মাল এত সময়ের ভিতর আদায় করিয়া দিতে পার তবে তুমি আযাদ হইয়া যাইবে। যে মাল নির্ধারিত হয় উহাকে 'বদলে কিতাবাত' বা মুক্তিপণ বলা হয়।

٢٥٠-عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُوْأُمَامَةَ، فَقَالَ: يَا أَبَا أُمَامَةَ! مَا لِيْ أَرَاكَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فِيْ غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: هُمُوْمٌ لَزِمَتْنِيْ وَدُيُوْنٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ: أَفَلَا أُعَلِّمُكَ كَلَامًا إِذَا قُلْتَهُ أَذْهَبَ اللّٰهُ هَمَّكَ وَقَضٰى عَنْكَ دَيْنَكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلٰى، يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ: قُلْ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ، قَالَ: فَفَعَلْتُ ذٰلِكَ فَأَذْهَبَ اللّٰهُ هَمِّيْ وَقَضٰى عَنِّيْ دَيْنِيْ. رواه أبوداوٗد، باب في الاستعاذة، رقم:١٥٥٥

২৫০. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে আসিলেন। তাহার দৃষ্টি একজন আনসারী ব্যক্তির উপর পড়িল, যাহার নাম আবু উমামাহ ছিল। তিনি এরশাদ করিলেন, আবু উমামাহ! কি ব্যাপার আমি তোমাকে নামাযের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে মসজিদে (পৃথকভাবে) বসিয়া থাকিতে দেখিতেছি? হযরত আবু উমামাহ (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দুশ্চিন্তা ও ঋণ আমাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। তিনি এরশাদ করিলেন, আমি কি তোমাকে একটি দোয়া শিখাইয়া দিব না? যখন তুমি উহা পাঠ করিবে আল্লাহ তায়ালা তোমার দুশ্চিন্তা দূর করিয়া দিবেন এবং তোমার ঋণ পরিশোধ করিয়া দিবেন। হযরত আবু উমামাহ (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, অবশ্যই শিখাইয়া দিন। তিনি এরশাদ করিলেন, সকাল–বিকাল এই দোয়া পড়—

اَللّٰهُمَّ! إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ.

'অর্থ ঃ আয় আল্লাহ, আমি ফিকির ও চিন্তা হইতে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি এবং আমি অসহায়তা ও অলসতা হইতে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি, এবং কৃপণতা ও কাপুরুষতা হইতে আপনার আশ্রয় গ্রহণ

করিতেছি। এবং আমি ঋণের ভারে ভারগ্রস্ত হওয়া হইতে এবং আমার উপর লোকদের চাপ সৃষ্টি হইতে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।'

হযরত আবু উমামাহ (রাযিঃ) বলেন, আমি সকাল–বিকাল এই দোয়া পড়িলাম। আল্লাহ তায়ালা আমার চিন্তা দূর করিয়া দিলেন এবং আমার সমস্ত ঋণও পরিশোধ করাইয়া দিলেন। (আবু দাউদ)

٢٥١- عَنْ أَبِىْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللّٰهُ لِمَلَائِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِيْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: نَعَمْ، فَيَقُوْلُ: قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ فَيَقُوْلُوْنَ: نَعَمْ، فَيَقُوْلُ: مَاذَا قَالَ عَبْدِيْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ: ابْنُوا لِعَبْدِيْ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمُّوْهُ بَيْتَ الْحَمْدِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب فضل المصيبة إذا احتسب، رقم:١٠٢١

২৫১. হযরত আবু মূসা আশআরী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন কাহারও শিশু সন্তান মারা যায় তখন আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা আমার বান্দার সন্তানকে লইয়া আসিয়াছ? তাহারা আরজ করেন, জ্বি হাঁ। আল্লাহ তায়ালা বলেন, তোমরা আমার বান্দার কলিজার টুকরাকে লইয়া আসিয়াছ? তাহারা আরজ করেন, জ্বি হাঁ। আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞাসা করেন, আমার বান্দা ইহার উপর কি বলিয়াছে? তাহারা আরজ করেন, আপনার প্রশংসা করিয়াছে এবং اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ পড়িয়াছে। আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদিগকে হুকুম করেন যে, আমার বান্দার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈয়ার কর এবং উহার নাম 'বাইতুল হাম্‌দ' অর্থাৎ প্রশংসার ঘর রাখ। (তিরমিযী)

٢٥٢-عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ، فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُوْلُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَلَاحِقُوْنَ، أَسْأَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. رواه مسلم، باب ما يقال عند دخول القبور والدعا لأهلها، رقم:٢٢٥٧

২৫২. হযরত বুরাইদাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা (রাযিঃ)দিগকে শিখাইতেন যে, যখন তাহারা কবরস্থানে যায় তখন যেন এইভাবে বলে—

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَلَاحِقُوْنَ، أَسْأَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ .

অর্থ ঃ 'এই বস্তিতে বসবাসকারী মুমিনীন ও মুসলেমীন, তোমাদের উপর সালাম হউক, নিঃসন্দেহে আমরাও তোমাদের সহিত অতিসত্বর ইনশাআল্লাহ মিলিত হইব। আমরা আল্লাহ তায়ালার নিকট নিজেদের ও তোমাদের জন্য নিরাপত্তা কামনা করিতেছি।' (মুসলিম)

٢٥٣-عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ دَخَلَ السُّوْقَ فَقَالَ: لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث غريب، باب ما يقول إذا دخل السوق، رقم:٣٤٢٨ وقال الترمذى فى رواية له مكان "وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ"، "وَبَنٰى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ"، رقم:٣٤٢٩

২৫৩. হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশ করিয়া এই দোয়া পড়ে—

لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ،

আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য দশ লক্ষ নেকী লিখিয়া দেন এবং তাহার দশ লক্ষ গুনাহ মিটাইয়া দেন এবং তাহার দশ লক্ষ মর্তবা উন্নত করিয়া দেন। এক রেওয়ায়াতে দশ লক্ষ মর্তবা উন্নত করার পরিবর্তে জান্নাতে একটি মহল তৈয়ার করিয়া দেওয়া কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। (তিরমিযী)

٢٥٤-عَنْ أَبِيْ بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بِأَخَرَةٍ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُوْمَ مِنَ الْمَجْلِسِ: سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّكَ لَتَقُوْلُ قَوْلًا مَا كُنْتَ تَقُوْلُهُ فِيْمَا

مَضَى؟ قَالَ: كَفَّارَةٌ لِمَا يَكُوْنُ فِي الْمَجْلِسِ. رواه أبوداؤد، باب في كفارة المجلس، رقم: ٤٨٥٩

২৫৪. হযরত আবু বারযাহ আসলামী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ বয়সে এই অভ্যাস ছিল যে, যখন মজলিস হইতে উঠিবার এরাদা করিতেন তখন

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ

পড়িতেন। এক ব্যক্তি আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আজকাল আপনি একটি দোয়া পাঠ করেন যাহা পূর্বে করিতেন না। তিনি এরশাদ করিলেন, এই দোয়া মজলিসের (ভুল ভ্রান্তির জন্য) কাফফারা স্বরূপ।

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আপনি পবিত্র, আমি আপনার প্রশংসা করিতেছি, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, আমি আপনার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি এবং আপনার নিকট তওবা করিতেছি।' (আবু দাউদ)

٢٥٥-عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ، فَقَالَهَا فِيْ مَجْلِسِ ذِكْرٍ كَانَتْ كَالطَّابَعِ يُطْبَعُ عَلَيْهِ، وَمَنْ قَالَهَا فِيْ مَجْلِسِ لَغْوٍ كَانَتْ كَفَّارَةً لَهُ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ١/٥٣٧

২৫৫. হযরত জুবাইর ইবনে মুতইম (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি যিকিরের মজলিসের (শেষে) এই দোয়া পড়িল—

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ،

এই দোয়া সেই যিকিরের মজলিসের জন্য এরূপ, যেরূপ (গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রের উপর) মোহর লাগাইয়া দেওয়া হয়। অর্থাৎ এই মজলিস আল্লাহ তায়ালার নিকট কবুল হইয়া যায় এবং উহার আজর ও সওয়াব

একরামে মুসলিম

মুসলমানের মর্যাদা

আল্লাহ তায়ালার বান্দাদের সহিত সম্পর্কিত আল্লাহ তায়ালার হুকুমসমূহকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকার পাবন্দি সহকারে পুরা করা এবং উহাতে মুসলমানদের বিশেষ মর্যাদার প্রতি খেয়াল রাখা।

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: ﴿وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ﴾

[البقرة:٢٢١]

আল্লাহ তায়ালা বলেন,—নিশ্চয় একজন মুমেন গোলাম একজন আযাদ মুশরেক পুরুষ হইতে অনেক উত্তম ; যদিও মুশরেক পুরুষ তোমাদের নিকট কতই না ভাল মনে হয়। (সূরা বাকারা)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِيْ بِهٖ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُهٗ فِي الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا﴾ [الأنعام:١٢٢]

আল্লাহ তায়ালা বলেন,—যে ব্যক্তি মৃত ছিল অতঃপর আমি তাহাকে জীবিত করিয়াছি এবং তাহাকে একটি নূর দান করিয়াছি, যাহা লইয়া সে

লোকদের মধ্যে চলাফেরা করে—সেকি ঐ ব্যক্তির মত হইতে পারে যে বিভিন্ন অন্ধকারে নিমজ্জিত এবং এই অন্ধকার হইতে সে বাহির হইতে পারিবে না। (অর্থাৎ মুসলমান কি কাফেরের সমান হইতে পারে?)

(আনআম)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ؕ لَا يَسْتَوٗنَ﴾

[السجدة:١٨]

আল্লাহ তায়ালা বলেন,—যে ব্যক্তি মুমিন সেকি ঐ ব্যক্তির মত হইয়া যাইবে যে অবাধ্য (অর্থাৎ কাফের)। না ; তাহারা একে অপরের সমান হইতে পারে না। (সিজদাহ)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾

[فاطر:٣٢]

আল্লাহ তায়ালা বলেন,—অতঃপর এই কিতাব আমি ঐ সমস্ত লোকের হাতে পৌঁছাইয়াছি, যাহাদিগকে আমি আমার (সারা জাহানের) বান্দাদের মধ্য হইতে (ঈমানের দিক দিয়া) বাছাই করিয়াছি। (ইহা দ্বারা ঐ সমস্ত মুসলমানকে বুঝানো হইয়াছে, যাহারা ঈমানের দিক হইতে সমস্ত দুনিয়াবাসীর মধ্যে আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রিয় ও মকবূল।) (ফাতির)

হাদীস শরীফ

١- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ نُنْزِلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ. رواه مسلم في مقدمة صحيحه

১। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, আমাদিগকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বিষয়ে হুকুম করিয়াছেন যে, আমরা যেন মানুষের সহিত তাহাদের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আচরণ করি।

(মুকাদ্দিমা সহীহ মুসলিম)

٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَظَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلَى الْكَعْبَةِ فَقَالَ: لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مَا أَطْيَبَكِ وَأَطْيَبَ رِيْحَكِ، وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ، وَالْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْكِ، إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى جَعَلَكِ حَرَامًا، وَحَرَّمَ مِنَ الْمُؤْمِنِ مَالَهُ وَدَمَهُ وَعِرْضَهُ، وَأَنْ نَظُنَّ بِهِ ظَنًّا سَيِّئًا. رواه الطبراني في الكبير وفيه: الحسن بن أبي جعفر وهو ضعيف وقد وثق، مجمع الزوائد٣/٦٣٠

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বার দিকে লক্ষ্য করিয়া (শওক ও আনন্দের আতিশয্যে) এরশাদ করিয়াছেন, লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ, (হে কাবা!) তুমি কতই না পবিত্র, তোমার খোশবূ কতই উত্তম এবং তুমি কতই না মর্যাদার যোগ্য ; (কিন্তু) মুমিনের মর্যাদা ও সম্মান তোমার চাইতেও বেশী। আল্লাহ তায়ালা তোমাকে মর্যাদার যোগ্য বানাইয়াছেন। (এমনিভাবে) মুমিনের মাল, রক্ত ও ইজ্জত আবরুকেও মর্যাদার যোগ্য বানাইয়াছেন। আর (এই মর্যাদার কারণেই) এই বিষয়ও হারাম করিয়া দিয়াছেন যে, আমরা কোন মুমিনের ব্যাপারে সামান্যতমও খারাপ ধারণা করি। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٣- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُسْلِمِيْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَاءِهِمْ بِأَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن، باب ما جاء أن فقراء المهاجرين...، رقم:٢٣٥٥

৩. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুসলমান দরিদ্রগণ মুসলমান ধনীদের চল্লিশ বৎসর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। (তিরমিযী)

٤- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: يَدْخُلُ الْفُقَرَاءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِخَمْسِ مِائَةِ عَامٍ، نِصْفِ يَوْمٍ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء أن فقراء المهاجرين...، رقم:٢٣٥٣

৪. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দরিদ্ররা ধনীদের আধা দিন পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করিবে আর ঐ আধা দিনের পরিমাণ পাঁচশত বৎসর হইবে। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ পূর্ববর্তী হাদীসে বলা হইয়াছে, দরিদ্র ধনীর তুলনায় চল্লিশ বৎসর আগে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। ইহা হইল ঐ অবস্থায় যখন ধনী ও দরিদ্র উভয়ের মধ্যে মালের প্রতি আগ্রহ থাকে। আর এই হাদীসে বলা

হইয়াছে পাঁচশত বৎসর আগে জান্নাতে যাইবে—ইহা ঐ অবস্থায় যখন দরিদ্রের মধ্যে মালের প্রতি আগ্রহ থাকিবে না।(জামেউল উসূল,ইবনে আছীর)

٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: تَجْتَمِعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ: أَيْنَ فُقَرَاءُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ وَمَسَاكِيْنُهَا؟ قَالَ: فَيَقُوْمُونَ، فَيُقَالُ لَهُمْ: مَاذَا عَمِلْتُمْ؟ فَيَقُوْلُونَ: رَبَّنَا ابْتَلَيْتَنَا فَصَبَرْنَا، وَآتَيْتَ الْأَمْوَالَ وَالسُّلْطَانَ غَيْرَنَا، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ: صَدَقْتُمْ، قَالَ: فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ النَّاسِ، وَيَبْقٰى شِدَّةُ الْحِسَابِ عَلٰى ذَوِى الْأَمْوَالِ وَالسُّلْطَانِ. (الحديث) رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده حسن١٦/٤٣٦

৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন যখন তোমরা জমা হইবে তখন ঘোষণা দেওয়া হইবে যে, এই উম্মতের দরিদ্র ও গরীব লোকেরা কোথায়? (এই ঘোষণার পর) তাহারা দাঁড়াইয়া যাইবে। অতঃপর তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, তোমরা কি আমল করিয়াছিলে? তাহারা বলিবে, হে আমাদের রব! আপনি আমাদিগকে পরীক্ষা করিয়াছেন আমরা ছবর করিয়াছি ; আপনি আমাদের ব্যতীত অন্য লোকদেরকে মাল ও রাজত্ব দান করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, তোমরা সত্য বলিতেছ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সুতরাং ঐ সমস্ত লোক সাধারণ লোকদের আগে জান্নাতে দাখেল হইয়া যাইবে আর হিসাব কিতাবের কঠোরতা মালদার ও শাসকদের জন্য থাকিয়া যাইবে। (ইবনে হিব্বান)

٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مَنْ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ خَلْقِ اللّٰهِ؟ قَالُوا: اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ خَلْقِ اللّٰهِ الْفُقَرَاءُ الْمُهَاجِرُونَ الَّذِيْنَ يُسَدُّ بِهِمُ الثُّغُوْرُ، وَتُتَّقٰى بِهِمُ الْمَكَارِهُ، وَيَمُوْتُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِيْ صَدْرِهِ لَا يَسْتَطِيْعُ لَهَا قَضَاءً، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ مَلَائِكَتِهِ: ائْتُوهُمْ فَحَيُّوهُمْ، فَيَقُوْلُ الْمَلَائِكَةُ: رَبَّنَا نَحْنُ سُكَّانُ سَمٰوَاتِكَ وَخِيَرَتُكَ مِنْ خَلْقِكَ، أَفَتَأْمُرُنَا أَنْ نَأْتِيَ

هٰؤُلَاءِ، فَنُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: إِنَّهُمْ كَانُوا عِبَادًا يَعْبُدُونِيْ لَا يُشْرِكُونَ بِيْ شَيْئًا، وَتُسَدُّ بِهِمُ الثُّغُوْرُ، وَتُتَّقٰى بِهِمُ الْمَكَارِهُ، وَيَمُوْتُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِيْ صَدْرِهِ لَا يَسْتَطِيْعُ لَهَا قَضَاءً، قَالَ: فَتَأْتِيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ ذٰلِكَ، فَيَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده صحيح ١٦/٤٣٨

৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা কি জান যে, আল্লাহ তায়ালার মখলুকের মধ্য হইতে সর্বপ্রথম কাহারা জান্নাতে প্রবেশ করিবে? সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁহার রাসূলই অধিক জানেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যে সমস্ত লোক সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করিবে তাহারা হইলেন দরিদ্র মুহাজিরগণ। যাহাদের মাধ্যমে সীমান্ত রক্ষা করা হয় এবং কঠিন ও কষ্টকর কাজে (তাহাদিগকে সম্মুখে রাখিয়া) তাহাদের মাধ্যমে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। তাহাদের মধ্যে যাহার মৃত্যু আসে (সে এমন অবস্থায় মারা যায় যে) তাহার আশা আকাংখা তাহার অন্তরেই থাকিয়া যায়। যে আশা সে পূরণ করিতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা (কেয়ামতের দিন) ফেরেশতাদের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা আদেশ করিবেন, তোমরা তাহাদের কাছে যাও এবং তাহাদিগকে সালাম দাও। ফেরেশতারা (আশ্চর্য হইয়া) আরজ করিবে, হে আমাদের রব! আমরা তো আপনার আসমানের অধিবাসী ও আপনার শ্রেষ্ঠ মখলুক, (ইহা সত্ত্বেও) তাহাদিগকে সালাম করিবার আদেশ করিতেছেন (ইহার কারণ কি)? আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, (ইহার কারণ হইল) ইহারা আমার এমন বান্দা ছিল যাহারা একমাত্র আমারই এবাদত করিত, আমার সহিত অন্য কাহাকেও শরীক করিত না, তাহাদের মাধ্যমেই সীমান্ত রক্ষা করা হইত, মুশকিল কাজে (তাহাদিগকে সম্মুখে রাখিয়া) তাহাদের মাধ্যমেই অপছন্দনীয় হইতে আত্মরক্ষার কাজ লওয়া হইত। তাহাদের মধ্য হইতে যাহার মৃত্যু আসিয়া যাইত তাহার মনের আশা মনেই রহিয়া যাইত; সে উহা পূরণ করিতে পারিত না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তখন ফেরেশতারা তাহাদের নিকট প্রত্যেক দরজা দিয়া এই কথা বলিতে বলিতে প্রবেশ করিবে যে, তোমাদের ছবর করার কারণে তোমাদের প্রতি সালাম ও শান্তি বর্ষিত হউক। এই জগতে তোমাদের

পরিণাম কতই না উত্তম ! (ইবনে হিব্বান)

٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: سَيَأْتِيْ أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نُوْرُهُمْ كَضَوْءِ الشَّمْسِ، قُلْنَا: مَنْ أُولٰئِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ فَقَالَ: فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ تُتَّقٰى بِهِمُ الْمَكَارِهُ يَمُوْتُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِيْ صَدْرِهِ يُحْشَرُوْنَ مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ. رواه أحمد ٢/١٧٧

৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন আমার উম্মতের কিছু লোক এমন অবস্থায় আসিবে যে, তাহাদের নূর সূর্যের আলোর ন্যায় হইবে। আমরা আরজ করিলাম, হে আল্লাহর রসূল ! ঐ সমস্ত লোক কাহারা হইবে? এরশাদ করিলেন, তাহারা দরিদ্র মুহাজির হইবে, যাহাদিগকে মুশকিল কাজে আগে রাখিয়া তাহাদের মাধ্যমে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা হইত। তাহাদের কাহারো মৃত্যু এমতাবস্থায় হইত যে, তাহার আশা তাহার অন্তরেই থাকিয়া যাইত। তাহাদিগকে জমিনের বিভিন্ন স্থান হইতে আনিয়া একত্র করা হইবে।

(মুসনাদে আহমদ)

٨- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ أَحْيِنِيْ مِسْكِيْنًا، وَتَوَفَّنِيْ مِسْكِيْنًا، وَاحْشُرْنِيْ فِيْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ. (الحديث) رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٤/٣٢٢

৮. হযরত আবু সাঈদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, হে আল্লাহ ! আমাকে মিসকীন–(স্বভাব) বানাইয়া জীবিত রাখুন, মিসকীন অবস্থায় দুনিয়া হইতে উঠান এবং মিসকীনদের দলভুক্ত করিয়া আমার হাশর করুন। (হাকেম)

٩- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ أَنَّ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ شَكَا إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَاجَتَهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اِصْبِرْ أَبَا سَعِيْدٍ، فَإِنَّ الْفَقْرَ إِلٰى مَنْ يُحِبُّنِيْ مِنْكُمْ أَسْرَعُ مِنَ السَّيْلِ

مِنْ أَعْلَى الْوَادِي، وَمِنْ أَعْلَى الْجَبَلِ إِلَى أَسْفَلِهِ. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أنه شبه المرسل، مجمع الزوائد ١٠/٤٨٦

৯. সাঈদ ইবনে আবু সাঈদ (রহঃ) বলেন, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে নিজের (অভাব ও) প্রয়োজনের কথা প্রকাশ করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, হে আবু সাঈদ! ছবর কর। কেননা আমাকে যে মহব্বত করে তাহার দিকে দরিদ্রতা এরূপ দ্রুতগতিতে আসে যেরূপ উঁচু মাঠ ও উঁচু পাহাড় হইতে ঢলের পানি নীচের দিকে দ্রুতগতিতে আসে। (মুসনাদে আহমদ)

١٠- عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِذَا أَحَبَّ اللّٰهُ ـعَزَّوَجَلَّـ عَبْدًا حَمَاهُ الدُّنْيَا كَمَا يَظَلُّ أَحَدُكُمْ يَحْمِي سَقِيْمَهُ الْمَاءَ. رواه الطبراني وإسناده حسن، مجمع الزوائد ١٠/٥٠٨

১০. হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন তাহাকে দুনিয়া হইতে এমনভাবে বাঁচাইয়া রাখেন যেমন তোমাদের কেহ রোগীকে পানি হইতে বাঁচাইয়া রাখে। (তাবারানী)

١١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَحِبُّوا الْفُقَرَاءَ وَجَالِسُوهُمْ وَأَحِبَّ الْعَرَبَ مِنْ قَلْبِكَ وَلْتَرُدَّ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِنْ قَلْبِكَ. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي ٤/٣٣٢

১১. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা গরীব লোকদেরকে ভালবাস, তাহাদের নিকট বস এবং আরবদেরকে অন্তর দিয়া ভালবাস। আর যে দোষ–ত্রুটি তোমাদের মধ্যে আছে উহা যেন অন্যদেরকে দোষারোপ করা হইতে তোমাদেরকে ফিরাইয়া রাখে। (হাকেম)

١٢- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: رُبَّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذِيْ طِمْرَيْنِ مُصَفَّحٍ عَنْ أَبْوَابِ النَّاسِ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَأَبَرَّهُ. رواه الطبراني في الأوسط وفيه: عبد الله بن موسى التيمي، وقد وثق، وبقية رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ١٠/٤٦٦

১২. হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, বহু এলোমেলো চুলওয়ালা ধূলি ধূসরিত, পুরাতন চাদরওয়ালা, মানুষের দরজা হইতে বিতাড়িত এমন লোক রহিয়াছে, যদি তাহারা আল্লাহর উপর (ভরসা করিয়া) কোন কসম করিয়া বসে তবে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাহার কসমকে পূরণ করিয়া দেন। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

ফায়দা ঃ এই হাদীসের উদ্দেশ্য হইল, আল্লাহ তায়ালার কোন বান্দাকে এলোমেলো চুলওয়ালা এবং ময়লাযুক্ত দেখিয়া নিজের চাইতে নিকৃষ্ট মনে করিবে না। কেননা এই অবস্থার অনেক লোক আল্লাহ তায়ালার খাছ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে। তবে এই কথা যেন স্পষ্ট থাকে যে, হাদীসের উদ্দেশ্য ময়লা ও দুর্গন্ধময় থাকার প্রতি উৎসাহিত করা নয়।

(মাআরিফুল হাদীস)

١٣- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسٍ: مَا رَأْيُكَ فِيْ هٰذَا؟ فَقَالَ: رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ، هٰذَا وَاللّٰهِ حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ، قَالَ: فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَا رَأْيُكَ فِيْ هٰذَا؟ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! هٰذَا رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ، هٰذَا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لَا يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشَفَّعَ، وَإِنْ قَالَ أَنْ لَا يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: هٰذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الْأَرْضِ مِثْلَ هٰذَا. رواه البخاري، باب فضل الفقر، رقم:٦٤٤٧

১৩. হযরত সাহ্ল ইবনে সা'দ সায়েদী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখ দিয়া গেল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকটে বসা এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই লোকটির ব্যাপারে তোমার কি অভিমত? সে আরজ করিল, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন, আল্লাহ তায়ালার কসম, সে তো এমন ব্যক্তি যে, যদি কোথাও বিবাহের প্রস্তাব দেয় তবে তাহার প্রস্তাব কবূল করা হইবে, যদি সুপারিশ করে তবে তাহার সুপারিশ কবূল করা হইবে। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু না বলিয়া নিরব রহিলেন। ইহার পর আরেক ব্যক্তি সম্মুখ দিয়া গে;। হুযূর

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কি অভিমত? সেই ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই ব্যক্তি একজন গরীব মুসলমান। সে তো এমন যে, যদি কোথাও বিবাহের প্রস্তাব দেয় তবে তাহার প্রস্তাব কবুল করা হইবে না, যদি সুপারিশ করে তবে তাহার সুপারিশ কবূল করা হইবে না। আর যদি কোন কথা বলে তবে তাহার কথা শোনা হইবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, প্রথমোক্ত ব্যক্তির ন্যায় লোকদের দ্বারা যদি সমস্ত দুনিয়া ভরিয়া যায় তবু এই দ্বিতীয় প্রকার ব্যক্তি তাহাদের সকলের চাইতে উত্তম। (বুখারী)

١٤- عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: رَأٰى سَعْدٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ لَهُ فَضْلًا عَلٰى مَنْ دُوْنَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: هَلْ تُنْصَرُوْنَ وَتُرْزَقُوْنَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ؟ رواه البخاري، باب من استعان بالضعفاء . . . . ، رقم:٢٨٩٦

১৪. হযরত মুসআব ইবনে সাদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, (তাঁহার পিতা) হযরত সাদ–এর ধারণা ছিল তিনি ঐ সমস্ত সাহাবাদের তুলনায় অধিক মর্যাদাবান যাহারা (ধনসম্পদ ও বীরত্বের কারণে) তাঁহার তুলনায় নিম্নস্তরের। তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাঁহার সংশোধনের জন্য) বলিলেন, তোমাদের দুর্বল ও অসহায়দের বরকতে তোমাদিগকে সাহায্য করা হয় এবং তোমাদিগকে রিযিক দান করা হয়। (বুখারী)

١٥- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: ابْغُوْنِي الضُّعَفَاءَ فَإِنَّمَا تُرْزَقُوْنَ وَتُنْصَرُوْنَ بِضُعَفَائِكُمْ. رواه أبو داود، باب في الانتصار . . . . ، رقم:٢٥٩٤

১৫. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, আমাকে দুর্বলদের মধ্যে তালাশ কর। কেননা দুর্বলদের কারণেই তোমাদিগকে রিযিক দান করা হয় এবং তোমাদিগকে সাহায্য করা হয়। (আবু দাউদ)

١٦- عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلٰى أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيْفٍ مُتَضَعِّفٍ لَوْ أَقْسَمَ

عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ، وَأَهْلِ النَّارِ كُلُّ جَوَّاظٍ عُتُلٍّ مُسْتَكْبِرٍ. رواه البخاري،
باب قول الله تعالى وَأَقْسَمُوا بِاللهِ . . . . ، رقم:٦٦٥٧

১৬. হযরত হারেছা ইবনে ওয়াহ্ব (রাযিঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, আমি কি তোমাদিগকে জান্নাতী কাহারা এই কথা বলিব না? (অতঃপর নিজেই এরশাদ করিলেন,) জান্নাতী হইল প্রত্যেক দুর্বল ব্যক্তি অর্থাৎ আচার–আচরণের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি বিনয়ী ও নম্র হয়; কঠোর হয় না আর লোকেরাও তাহাকে দুর্বল মনে করে। (আল্লাহ তাআলার সহিত তাহার এমন সম্পর্ক রহিয়াছে যে,) সে যদি সে কোন বিষয়ে আল্লাহ তায়ালার কসম করে (যে, অমুক বিষয়টি এইরূপ হইবে) তবে আল্লাহ তায়ালা তাহার কসম (–এর লাজ রাখিয়া তাহার কথাকে) অবশ্যই পূর্ণ করেন। আর আমি কি তোমাদিগকে জাহান্নামী কাহারা এই কথা বলিব না? (অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই এরশাদ করিলেন) জাহান্নামী হইল প্রত্যেক মাল সঞ্চয়কারী বখীল, কঠোর মেজাজ ও অহংকারী। (বুখারী)

١٧- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ عِنْدَ ذِكْرِ النَّارِ: أَهْلُ النَّارِ كُلُّ جَعْظَرِيٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ جَمَّاعٍ مَنَّاعٍ وَأَهْلُ الْجَنَّةِ الضُّعَفَاءُ الْمَغْلُوْبُوْنَ. رواه أحمد
ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ١٠/٧٢١

১৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহান্নামের আলোচনার সময় এরশাদ করিলেন, জাহান্নামী হইতেছে প্রত্যেক কঠোর মেজাজ, মোটাসোটা, দম্ভভরে হাঁটে, অহংকারী, ধন–সম্পদ অধিক সঞ্চয়কারী, তদুপরি সেই ধন–সম্পদ (আল্লাহর পথে গরীব–দুঃখীদেরকে দান না করিয়া) কুক্ষিগতকারী। আর জান্নাতী লোক হইতেছে, যাহারা দুর্বল হয় অর্থাৎ লোকদের সহিত বিনয়ের আচরণ করে, তাহাদিগকে দাবাইয়া রাখা হয় অর্থাৎ লোকেরা তাহাদিগকে দুর্বল মনে করিয়া চাপের মধ্যে রাখে।

(মুসনাদে আহমদ, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٨- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ نَشَرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَاَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ: رِفْقٌ بِالضَّعِيْفِ، وَالشَّفَقَةُ عَلَى الْوَالِدَيْنِ، وَالْإِحْسَانُ إِلَى الْمَمْلُوْكِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب فيه أربعة أحاديث ....، رقم:٢٤٩٤

১৮. হযরত জাবের (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তিনটি গুণ যাহার মধ্যে পাওয়া যাইবে আল্লাহ তায়ালা (কেয়ামতের দিন) তাহাকে আপন রহমতের ছায়াতলে স্থান দিবেন এবং তাহাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন। (সেই তিনটি গুণ হইল) দুর্বলদের সহিত নরম ব্যবহার করা, পিতামাতার সহিত সদয় আচরণ করা এবং গোলামের সহিত ভাল ব্যবহার করা। (তিরমিযী)

١٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يُؤْتٰى بِالشَّهِيْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُنْصَبُ لِلْحِسَابِ، ثُمَّ يُؤْتٰى بِالْمُتَصَدِّقِ فَيُنْصَبُ لِلْحِسَابِ، ثُمَّ يُؤْتٰى بِأَهْلِ الْبَلَاءِ فَلَا يُنْصَبُ لَهُمْ مِيْزَانٌ، وَلَا يُنْصَبُ لَهُمْ دِيْوَانٌ، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمُ الْأَجْرُ صَبًّا حَتّٰى إِنَّ أَهْلَ الْعَافِيَةِ لَيَتَمَنَّوْنَ أَنَّ أَجْسَادَهُمْ قُرِضَتْ بِالْمَقَارِيْضِ مِنْ حُسْنِ ثَوَابِ اللّٰهِ لَهُمْ. رواه الطبرانى فى الكبير وفيه: مُجَّاعَة بن الزبير وثقه أحمد وضعفه الدار قطنى، مجمع الزوائد ٢/٣٠٨، طبع مؤسسة المعارف

১৯. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন শহীদকে আনা হইবে এবং তাহাকে হিসাব-কিতাবের জন্য দাঁড় করানো হইবে, অতঃপর সদকাকারীকে আনা হইবে এবং তাহাকেও হিসাবের জন্য দাঁড় করানো হইবে, অতঃপর ঐ সমস্ত লোকদিগকে আনা হইবে যাহারা দুনিয়াতে বিভিন্ন মুসীবতে গ্রেফতার ছিল। তাহাদের জন্য কোন মীযান (পাল্লা)ও স্থাপন করা হইবে না কোন আদালতও কায়েম করা হইবে না। অতঃপর তাহাদের উপর এত ছওয়াব ও নেয়ামত বর্ষণ করা হইবে যে, যাহারা দুনিয়াতে নিরাপদে ছিল তাহারা এই (উত্তম সওয়াব ও পুরস্কার) দেখিয়া আকাঙ্খা করিতে থাকিবে—(হায়! দুনিয়াতে) আমাদের চামড়া

যদি কাঁচি দ্বারা কাটা হইত (এবং ইহার উপর তাহারা ছবর করিত)!
(তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٠- عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِذَا أَحَبَّ اللّٰهُ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ صَبَرَ فَلَهُ الصَّبْرُ وَمَنْ جَزِعَ فَلَهُ الْجَزَعُ. رواه أحمد ورجاله ثقات، مجمع الزوائد٣/١١

২০. হযরত মাহমূদ ইবনে লবীদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা যখন কোন সম্প্রদায়কে ভালবাসেন তখন তাহাদিগকে (মুসীবতে ফেলিয়া) পরীক্ষা করেন। অতঃপর যে ছবর করে তাহার জন্য ছবরের ছওয়াব লেখা হয় আর যে ছবর করে না, তাহার জন্য বেছবরী লেখা হয়। (অতঃপর সে আফসোসই আফসোস করিতে থাকে।)
(মুসনাদে আহমদ, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢١- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُوْنُ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ الْمَنْزِلَةَ فَمَا يَبْلُغُهَا بِعَمَلِهِ، فَمَا يَزَالُ اللّٰهُ يَبْتَلِيْهِ بِمَا يَكْرَهُ حَتّٰى يَبْلُغَهَا. رواه أبويعلى وفي رواية له: يَكُوْنُ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ الْمَنْزِلَةَ الرَّفِيْعَةَ. ورجاله ثقات، مجمع الزوائد٣/١٣

২১. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট এক ব্যক্তির জন্য একটি উচ্চ মর্যাদা নির্ধারিত থাকে (কিন্তু) সে নিজের আমলের মাধ্যমে উক্ত মর্যাদায় পৌঁছিতে পারে না। তখন আল্লাহ তায়ালা তাহাকে এমন এমন জিনিসের মধ্যে আক্রান্ত করিতে থাকেন যাহা তাহার জন্য অপছন্দনীয় ও কষ্টকর হয় (যেমন রোগ-শোক, পেরেশানী ইত্যাদি), অবশেষে সে এইসব পেরেশানীর ওসীলায় উক্ত মর্যাদায় পৌঁছিয়া যায়। (আবু ইয়ালা, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٢- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حَزَنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ ـ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا ـ إِلَّا كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ. رواه البخاري، باب ما جاء في كفارة المرض، رقم:٥٦٤١

২২. হযরত আবু সাঈদ খুদরী ও হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ

করিয়াছেন, মুসলমান যখনই কোন ক্লান্তি, রোগ, চিন্তা, কষ্ট ও পেরেশানীতে পতিত হয় ; এমনকি যদি কোন একটি কাঁটাও ফুটে তবে ইহার দরুন আল্লাহ তায়ালা তাহার গুনাহসমূহ মাফ করিয়া দেন। (বুখারী)

٢٣- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا، إِلَّا كُتِبَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ. رواه مسلم، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض ....، رقم: ٦٥٦١

২৩. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যখন কোন মুসলমান কাঁটাবিদ্ধ হয় অথবা ইহার চাইতেও কম কষ্ট পায়, উহার দরুন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে তাহার জন্য একটি মর্যাদা লিখিয়া দেওয়া হয় এবং একটি গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয়। (মুসলিম)

٢٤- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِيْ نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتّٰى يَلْقَى اللّٰهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيْئَةٌ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء فى الصبر على البلاء، رقم: ٢٣٩٩

২৪. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন কোন ঈমানদার বান্দা ও ঈমানদার বান্দীর উপর আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে বিভিন্ন মুসীবত ও দুর্ঘটনা আসিতে থাকে। কখনও তাহার জানের উপর, কখনও তাহার সন্তান–সন্ততির উপর, কখনও তাহার সম্পদের উপর। (ইহার ফলস্বরূপ তাহার গুনাহ ঝরিয়া যাইতে থাকে।) অবশেষে যখন তাহার মৃত্যু হয় তখন সে আল্লাহ তায়ালার সহিত এমতাবস্থায় মিলিত হয় যে তাহার কোন গুনাহ বাকী থাকে না। (তিরমিযী)

٢٥- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِذَا ابْتَلَى اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ بِبَلَاءٍ فِيْ جَسَدِهِ، قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ لِلْمَلَكِ: اكْتُبْ لَهُ صَالِحَ عَمَلِهِ الَّذِيْ كَانَ يَعْمَلُهُ، فَإِنْ شَفَاهُ، غَسَلَهُ وَطَهَّرَهُ، وَإِنْ قَبَضَهُ غَفَرَ لَهُ وَرَحِمَهُ. رواه أبويعلى وأحمد ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ٣/٣٣

২৫. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা যখন কোন বান্দাকে শারীরিক অসুস্থতায় আক্রান্ত করেন তখন আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাকে হুকুম করেন যে, এই বান্দার ঐ সমস্ত নেক আমল লিখিতে থাক যাহা সে সুস্থ অবস্থায় করিত। অতঃপর যদি তাহাকে আরোগ্য দান করেন তবে তাহাকে (গুনাহ হইতে) ধৌত করিয়া পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন করিয়া দেন। আর যদি তাহার রূহ কবজ করিয়া নেন তবে তাহাকে মাফ করেন ও তাহার প্রতি রহম করেন। (মুসনাদে আহমদ)

٢٦- عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدًا مِنْ عِبَادِىْ مُؤْمِنًا، فَحَمِدَنِىْ عَلٰى مَا ابْتَلَيْتُهُ فَأَجْرُوا لَهُ كَمَا كُنْتُمْ تُجْرُوْنَ لَهُ وَهُوَ صَحِيْحٌ. رواه أحمد والطبرانى فى الكبير والأوسط كلهم من رواية اسماعيل بن عياش عن راشد الصنعانى وهو ضعيف فى غير الشاميين، وفى الحاشية: راشد بن داوٗد شامى فرواية اسماعيل عنه صحيحة، مجمع الزوائد٣/٣٣

২৬. হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে হাদীসে কুদসীর মধ্যে আপন রবের এই এরশাদ বর্ণনা করেন যে, আমি যখন আমার বান্দাদের মধ্য হইতে কোন মুমেন বান্দাকে (কোন মুসীবত, পেরেশানী, রোগ ইত্যাদিতে) আক্রান্ত করি আর সে আমার পক্ষ হইতে পাঠানো এই পেরেশানীতে (সন্তুষ্ট থাকিয়া) আমার প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করে তখন (আমি ফেরেশতাদেরকে হুকুম করি যে,) তোমরা তাহার আমলনামায় ঐ সমস্ত নেক আমলের সওয়াব ঐরূপই লিখিতে থাক যেরূপ তাহার সুস্থ অবস্থায় লিখিতে।

(মুসনাদে আহমদ, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٧- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَا يَزَالُ الْمَلِيْلَةُ وَالصُّدَاعُ بِالْعَبْدِ وَالْأَمَةِ وَإِنَّ عَلَيْهِمَا مِنَ الْخَطَايَا مِثْلَ أُحُدٍ، فَمَا يَدَعُهُمَا وَعَلَيْهِمَا مِثْقَالُ خَرْدَلَةٍ. رواه أبويعلى ورجاله ثقات، مجمع الزوائد٣/٢٩

২৭. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন মুসলমান

বান্দা অথবা বান্দী অনবরত ভিতরগত জ্বর ও মাথাব্যথায় আক্রান্ত হইলে এইগুলি তাহাদের গুনাহ এমনভাবে মিটাইয়া দেয় যে, সরিষার দানা পরিমাণ গুনাহও বাকী রাখে না ; যদিও তাহাদের গুনাহ উহুদ পাহাড়ের সমান হয়। (আবু ইয়ালা, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٨- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: صُدَاعُ الْمُؤْمِنِ وَشَوْكَةٌ يُشَاكُهَا أَوْ شَيْءٌ يُؤْذِيْهِ يَرْفَعُهُ اللّٰهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ دَرَجَةً، وَيُكَفِّرُ عَنْهُ بِهَا ذُنُوْبَهُ. رواه ابن أبي الدنيا ورواته ثقات، الترغيب ٤/٢٩٧

২৮. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুমেনের মাথা ব্যথা এবং যে কাটা তাহার শরীরে বিদ্ধ হয় অথবা অন্য কোন জিনিস যাহা তাহাকে কষ্ট দেয় এইগুলির দরুন কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা সেই মুমেনের মর্যাদার একটি স্তর বুলন্দ করিবেন এবং এই কষ্টের কারণে তাহার গুনাহসমূহ মাফ করিয়া দিবেন।(ইবনে আবিদ দুন্‌য়া, তারগীব)

٢٩- عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ تَضَرَّعَ مِنْ مَرَضٍ إِلَّا بَعَثَهُ اللّٰهُ مِنْهُ طَاهِرًا. رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ٣/٣١

২৯. হযরত আবু উমামা বাহেলী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে কোন বান্দা কোন রোগের কারণে (আল্লাহ তায়ালার দিকে রুজু হইয়া) কান্নাকাটি করে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে রোগ হইতে এই অবস্থায় আরোগ্য দান করেন যে, সে গুনাহ হইতে সম্পূর্ণ পাক–সাফ হইয়া যায়। (তাবারানী)

٣٠- عَنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللّٰهُ مُرْسَلًا مَرْفُوْعًا قَالَ: إِنَّ اللّٰهَ لَيُكَفِّرُ عَنِ الْمُؤْمِنِ خَطَايَاهُ كُلَّهَا بِحُمّٰى لَيْلَةٍ. رواه ابن أبي الدنيا وقال ابن المبارك عقب رواية له أنه من جيد الحديث ثم قال: وشواهده كثيرة يؤكد بعضها بعضا، اتحاف ٩/٥٢٦

৩০. হযরত হাসান (রহঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তায়ালা একরাত্রের জ্বরে

একরামে মুসলিম

মুমেনের সমস্ত গুনাহ মাফ করিয়া দেন। (ইবনে আবিদ্ দুন্য়া)

٣١- عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيْمًا صَحِيْحًا.

رواه البخاري، باب يكتب للمسافر .....، رقم: ٢٩٩٦

৩১. হযরত আবু মূসা আশ্আরী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন বান্দা যখন অসুস্থ হয় অথবা সফর করে তখন তাহার জন্য ঐ রকম আমলের সওয়াব ও নেকী লেখা হয় যাহা সে সুস্থ অবস্থায় অথবা ঘরে থাকা অবস্থায় করিত (কিন্তু এখন রোগ বা সফরের কারণে উহা করিতে পারে না)। (বোখারী)

٣٢- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْأَمِيْنُ، مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ما جاء في التجار .....، رقم: ١٢٠٩

৩২. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সত্যবাদী ও আমানতদার ব্যবসায়ী নবীগণ, সিদ্দীকগণ ও শহীদগণের সহিত থাকিবে। (তিরমিযী)

٣٣- عَنْ رِفَاعَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا، إِلَّا مَنِ اتَّقَى اللّٰهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء في التجار .....، رقم: ١٢١٠

৩৩. হযরত রিফাআ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ব্যবসায়ী লোকগণকে কেয়ামতের দিন গুনাহগার অবস্থায় উঠানো হইবে ; শুধুমাত্র ঐ সমস্ত ব্যবসায়ীগণ ছাড়া যাহারা নিজেদের ব্যবসায়ে পরহেজগারী অবলম্বন করিয়াছে অর্থাৎ খেয়ানত ও ধোকাবাজিতে লিপ্ত হয় নাই এবং নেককাজ করিয়াছে অর্থাৎ নিজেদের ব্যবসায়িক লেন–দেনে মানুষের সহিত ভাল ব্যবহার করিয়াছে ও সত্যের উপর কায়েম রহিয়াছে। (তিরমিযী)

٣٤- عَنْ أُمِّ عُمَارَةَ ابْنَةِ كَعْبٍ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَدَّمَتْ إِلَيْهِ طَعَامًا، فَقَالَ: كُلِي، فَقَالَتْ: إِنِّي صَائِمَةٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ الصَّائِمَ تُصَلِّي عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ إِذَا أُكِلَ

عِنْدَهُ حَتّٰى يَفْرُغُوا، وَرُبَّمَا قَالَ: حَتّٰى يَشْبَعُوا. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء فى فضل الصائم إذا أكل عنده، رقم: ٧٨٥

৩৪. হযরত কা'ব (রাযিঃ)এর কন্যা উম্মে উমারা আনসারিয়া (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার নিকট তশরীফ আনিলেন। তিনি তাঁহার খেদমতে খানা পেশ করিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, তুমিও খাও। উম্মে উমারা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, আমি রোযা রাখিয়াছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, রোযাদারের সম্মুখে যখন খানা খাওয়া হয়, তখন খানেওয়ালাগণ খানা খাইতে ফারেগ হওয়া পর্যন্ত ফেরেশতারা রোযাদারের জন্য রহমতের দোয়া করিতে থাকে। (তিরমিযী)

٣٥- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ شَجَرَةً كَانَتْ تُؤْذِى الْمُسْلِمِيْنَ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَطَعَهَا، فَدَخَلَ الْجَنَّةَ. رواه مسلم، باب فضل إزالة الأذى عن الطريق، رقم: ٦٦٧٢

৩৫. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, একটি গাছ দ্বারা মুসলমানগণ কষ্ট পাইত। এক ব্যক্তি আসিয়া গাছটি কাটিয়া ফেলিল। অতঃপর সে (এই আমলের ওসীলায়) জান্নাতে দাখেল হইয়া গেল। (মুসলিম)

٣٦- عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَهُ: انْظُرْ فَإِنَّكَ لَسْتَ بِخَيْرٍ مِنْ أَحْمَرَ وَلَا أَسْوَدَ إِلَّا أَنْ تَفْضُلَهُ بِتَقْوٰى. رواه أحمد ٥/١٥٨

৩৬. হযরত আবু যর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে এরশাদ করিলেন, দেখ, তুমি কোন সাদা মানুষ হইতে বা কোন কাল মানুষ হইতে উত্তম নও, অবশ্য তুমি তাকওয়ার কারণে উত্তম হইতে পার। (মুসনাদে আহমদ)

٣٧- عَنْ ثَوْبَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ مِنْ أُمَّتِىْ مَنْ لَوْ جَاءَ أَحَدَكُمْ يَسْأَلُهُ دِيْنَارًا لَمْ يُعْطِهِ، وَلَوْ سَأَلَهُ دِرْهَمًا لَمْ يُعْطِهِ، وَلَوْ سَأَلَهُ فِلْسًا لَمْ يُعْطِهِ، وَلَوْ سَأَلَ اللّٰهَ الْجَنَّةَ أَعْطَاهُ إِيَّاهَا،

ذِىْ طِمْرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَأَبَرَّهُ. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ١/٤٦٦

৩৭. হযরত ছাওবান (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার উম্মতের মধ্যে কিছু লোক এমন রহিয়াছে যে, যদি তাহাদের মধ্য হইতে কেহ তোমাদের কাহারো কাছে একটি দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) চাহিতে আসে তবে সে তাহাকে দিবে না, যদি একটি দেরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) চায় তবুও দিবে না, যদি একটি পয়সা চায় তবু একটি পয়সাও তাহাকে দিবে না, (কিন্তু আল্লাহ তায়ালার নিকট তাহার মর্যাদা এই যে,) সে যদি আল্লাহ তায়ালার নিকট জান্নাত চায় তবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে জান্নাত দিয়া দিবেন। (ঐ ব্যক্তির শরীরে শুধু) দুইটি পুরাতন চাদর রহিয়াছে ‘ তাহার কোন পরোয়া করা হয় না ; (কিন্তু) সে যদি আল্লাহ তায়ালার (উপর ভরসা করিয়া তাহার) নামে কসম করিয়া বসে তবে আল্লাহ তায়ালা তাহার কসম অবশ্যই পূরণ করিবেন। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

উত্তম চরিত্র

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: ﴿وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ﴾ [الحجر:٨٨]

আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, ঈমানওয়ালাদের জন্য আপন বাহু ঝুকাইয়া রাখুন অর্থাৎ মুসলমানদের সহিত সদয় ব্যবহার করুন। (হিজর)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَسَارِعُوْآ اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ ۙ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ☆ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ﴾ [آل عمران:١٣٣،١٣٤]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—আর তোমরা আপন রবের ক্ষমার দিকে দৌড় এবং ঐ জান্নাতের দিকে যাহার প্রশস্ততা আসমান–জমিনের প্রশস্ততার মত যাহা আল্লাহ তায়ালাকে ভয়কারীদের জন্য তৈয়ার করা হইয়াছে। (অর্থাৎ সেই উচ্চ স্তরের মুসলমানদের জন্য) যাহারা সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতা সর্বাবস্থায় নেক কাজে খরচ করিতে থাকে, গোস্বা নিয়ন্ত্রণকারী এবং মানুষকে ক্ষমাকারী। আর আল্লাহ তায়ালা এরূপ নেককারদিগকে পছন্দ করেন। (আলি ইমরান)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا﴾

[الفرقان:٦٣]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—রাহমানের (খাছ) বান্দা তাহারা যাহারা জমিনের উপর বিনয়ের সহিত চলে। (ফুরকান)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ﴾ [الشورى:٤٠]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—(এবং সমান সমান বদলা লওয়ার জন্য আমি অনুমতি দিয়া রাখিয়াছি যে,) মন্দের বদলা তো অনুরূপ মন্দই, (তবে ইহা সত্ত্বেও) যে ব্যক্তি ক্ষমা করিয়া দেয় এবং (পরস্পরের বিষয়) সংশোধন করিয়া লয় (যাহার ফলে শত্রুতা নিঃশেষ হইয়া যায় ও বন্ধুত্ব হইয়া যায়, কেননা ইহা ক্ষমা হইতেও উত্তম।) তবে ইহার ছওয়াব আল্লাহ তায়ালার জিম্মায়। (আর যে ব্যক্তি বদলা লওয়ার ব্যাপারে সীমালংঘন করে সে শুনিয়া লউক যে, নিশ্চয়) আল্লাহ তায়ালা জালেমদেরকে পছন্দ করেন না। (শূরা)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ﴾ [الشورى:٣٧]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—আর যখন তাহারা রাগান্বিত হয় তখন মাফ করিয়া দেয়। (শূরা)

وَقَالَ تَعَالٰى حِكَايَةً عَنْ قَوْلِ لُقْمٰنَ: ﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ۞ وَاقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ؕ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ﴾ [لقمن:١٨-١٩]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—(হযরত লোকমান আপন ছেলেকে উপদেশ প্রদান করেন, হে বৎস!) মানুষের সহিত অবজ্ঞাসূচক ব্যবহার করিও না এবং জমিনের উপর দম্ভভরে চলিও না। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা দাম্ভিক ও অহংকারীকে পছন্দ করেন না। আর তুমি নিজ চলনে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর এবং (কথা বলিতে) নিম্নস্বরে বল অর্থাৎ শোরগোল করিও না। (উচ্চ আওয়াজে কথা বলা যদি কোন ভাল গুণ হইত তবে গাধার আওয়াজ ভাল হইত; অথচ) সমস্ত আওয়াজের মধ্যে সবচাইতে খারাপ আওয়াজ হইতেছে গাধার আওয়াজ। (লোকমান)

হাদীস শরীফ

٣٨ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ. رواه أبوداود، باب في حسن الخلق، رقم:٤٧٩٨

৩৮. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, মুমেন আপন সচ্চরিত্র দ্বারা রোযাদার এবং রাত্রভর ইবাদতকারীর মর্যাদা লাভ করিয়া লয়।

(আবু দাউদ)

٣٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ. رواه أحمد ٢/٤٧٢

৩৯. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঈমানওয়ালাদের মধ্যে সবচাইতে পরিপূর্ণ মুমেন ঐ ব্যক্তি যাহার চরিত্র সবচাইতে ভাল; আর তোমাদের মধ্যে সবচাইতে উত্তম ঐ সমস্ত লোক যাহারা আপন স্ত্রীদের সহিত (আচার–ব্যবহারে) সবচাইতে ভাল। (মুসনাদে আহমাদ)

٤٠- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا وَأَلْطَفَهُمْ بِأَهْلِهِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب في استكمال الإيمان...، رقم:٢٦١٢

৪০. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সবচাইতে পরিপূর্ণ ঈমানওয়ালাদের অন্তর্ভুক্ত ঐ ব্যক্তি যাহার চরিত্র সবচাইতে ভাল এবং যে আপন পরিবার-পরিজনের সহিত সবচাইতে বেশী নম্র আচরণকারী।
(তিরমিযী)

۴۱ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: عَجِبْتُ لِمَنْ يَشْتَرِى الْمَمَالِيْكَ بِمَالِهِ ثُمَّ يُعْتِقُهُمْ، كَيْفَ لَا يَشْتَرِى الْأَحْرَارَ بِمَعْرُوْفِهِ؟ فَهُوَ أَعْظَمُ ثَوَابًا. رواه أبوالغنائم النرسى فى قضاء الحوائج وهو حديث حسن، الجامع الصغير ۲/۱٤۹

৪১. হযরত ইবনে উমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি আশ্চর্যবোধ করি ঐ ব্যক্তির উপর যে নিজের মাল দ্বারা তো গোলাম খরিদ করিয়া তাহাদিগকে আযাদ করিতেছে কিন্তু উত্তম আচরণ করিয়া সে আযাদ লোকদিগকে কেন খরিদ করিতেছে না? অথচ উহার ছওয়াব অনেক বেশী। অর্থাৎ যখন লোকদের সহিত উত্তম আচরণ করিবে তখন লোকেরা গোলাম হইয়া যাইবে। (কাজাউল হাওয়াইয, জামে সগীর)

۴۲- عَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَنَا زَعِيْمٌ بِبَيْتٍ فِىْ رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، وَبِبَيْتٍ فِىْ وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، وَبِبَيْتٍ فِىْ أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ. رواه أبوداؤد، باب فى حسن الخلق، رقم: ٤٨٠٠

৪২. হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাতের কিনারায় একটি ঘরের জিম্মাদারী লইতেছি, যে হকের উপর থাকিয়াও ঝগড়া ছাড়িয়া দেয়, ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাতের মধ্যখানে একটি ঘরের জিম্মাদারী লইতেছি যে ঠাট্টা-বিদ্রূপের মধ্যেও মিথ্যা কথা না বলে আর ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে একটি ঘরের জিম্মাদারী লইতেছি যে নিজের চরিত্রকে ভাল বানাইয়া লয়। (আবু দাউদ)

۴۳ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ لَقِيَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ بِمَا يُحِبُّ اللّٰهُ لِيَسُرَّهُ بِذٰلِكَ سَرَّهُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه الطبرانى فى الصغير وإسناده حسن، مجمع الزوائد ۸/۳۵۳

৪৩. হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি নিজের কোন মুসলমান ভাইকে খুশী করার জন্য এইভাবে সাক্ষাৎ করে যেভাবে আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন (যেমন হাসিমুখে), কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তাহাকে খুশী করিবেন। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

৪৪- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ الْمُسْلِمَ الْمُسَدِّدَ لَيُدْرِكُ دَرَجَةَ الصَّوَّامِ الْقَوَّامِ بِآيَاتِ اللّٰهِ بِحُسْنِ خُلُقِهِ وَكَرَمِ ضَرِيْبَتِهِ. رواه احمد ۲/۱۷۷

৪৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে মুসলমান শরীয়তের উপর আমলকারী হয় সে নিজের ভদ্র স্বভাব ও উত্তম চরিত্রের কারণে ঐ ব্যক্তির মর্যাদা লাভ করিয়া ফেলে, যে রাত্রে নামাযে অনেক বেশী পরিমাণ কুরআন পাঠ করে এবং অনেক বেশী রোযা রাখে। (মুসনাদে আহমাদ)

৪৫- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي الْمِيْزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ. رواه أبوداؤد، باب فى حسن الخلق، رقم:٤٧٩٩

৪৫. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, (কেয়ামতের দিন) মুমিনের পাল্লায় সচ্চরিত্রের চাইতে বেশী ভারী কোন জিনিস হইবে না।

(আবু দাউদ)

৪৬- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: آخِرُ مَا أَوْصَانِي بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ وَضَعْتُ رِجْلِي فِي الْغَرْزِ أَنْ قَالَ لِيْ: أَحْسِنْ خُلُقَكَ لِلنَّاسِ مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ. رواه الإمام مالك فى الموطأ، ما جاء فى حسن الخلق ص ٧٠٤

৪৬. হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সর্বশেষ যে নসীহত করিয়াছেন যখন আমি সওয়ারীর রিকাবে (পা রাখার স্থানে) পা রাখিয়া ফেলিয়াছিলাম—তাহা এই ছিল, হে মুয়ায! মানুষের জন্য তোমার চরিত্রকে উত্তম বানাও। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

٤٧- عَنْ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْاَخْلَاقِ. رواه الإمام مالك فى الموطأ، ما جاء فى حسن الخلق ص ٧٠٥

৪৭. হযরত মালেক (রহঃ) বলেন, আমার কাছে এই হাদীস পৌঁছিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি উত্তম চরিত্রকে পরিপূর্ণ করার জন্য প্রেরিত হইয়াছি। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

٤٨- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ مِنْ اَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَاَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَحَاسِنَكُمْ اَخْلَاقًا. (الحديث) رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء فى معالى الأخلاق، رقم:٢٠١٨

৪৮. হযরত জাবের (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের সকলের মধ্যে আমার নিকট সবচাইতে প্রিয় এবং কেয়ামতের দিন আমার সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী ঐ সমস্ত লোক হইবে যাহারা তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হইবে। (তিরমিযী)

٤٩- عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْاَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ؟ فَقَالَ: الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِيْ صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ اَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ. رواه مسلم، باب تفسير البر والإثم، رقم:٦٥١٦

৪৯. হযরত নাউয়াস ইবনে সামআন আনসারী (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নেকী ও গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, নেকী হইল ভাল চরিত্রের নাম আর গুনাহ হইল ঐ বিষয় যে বিষয়ে তোমার অন্তরে খটকা লাগে এবং মানুষের কাছে যাহা প্রকাশ পাওয়া তোমার কাছে খারাপ লাগে। (মুসলিম)

٥٠ - عَنْ مَكْحُوْلٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: الْمُؤْمِنُوْنَ هَيِّنُوْنَ لَيِّنُوْنَ كَالْجَمَلِ الْآنِفِ إِنْ قِيْدَ انْقَادَ، وَإِنْ أُنِيْخَ عَلٰى صَخْرَةٍ اسْتَنَاخَ. رواه الترمذى مرسلا، مشكوة المصابيح، رقم:٥٠٨٦

৫০. হযরত মাকহূল (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঈমানওয়ালা লোকেরা আল্লাহ তায়ালার হুকুম খুব পালনকারী হয় ও অত্যন্ত নম্রস্বভাব হয়। যেমন অনুগত উট যেদিকেই টানিয়া নেওয়া হয় ঐ দিকেই যায়, যদি উহাকে কোন পাথরের উপর বসাইয়া দেওয়া হয় তবে উহারই উপর বসিয়া যায়। (তিরমিযী, মিশকাত)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ পাথরের উপর বসা অনেক কঠিন ; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও সে নিজের মালিকের কথা মানিয়া উহার উপর বসিয়া যায়। (মাজমাউল আনওয়ার)

٥١ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ، وَبِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ؟ عَلٰى كُلِّ قَرِيْبٍ هَيِّنٍ سَهْلٍ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب فضل كل قريب هين سهل، رقم:٢٤٨٨

৫১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি কি তোমাদিগকে ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে বলিব না, যে আগুনের উপর হারাম হইবে এবং যাহার উপর আগুন হারাম হইবে? (শোন আমি বলিতেছি,) জাহান্নামের আগুন প্রত্যেক এইরূপ ব্যক্তির উপর হারাম হইবে যে মানুষের নিকটবর্তী, অত্যন্ত নম্রস্বভাব ও বিনয়ী হয়। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ মানুষের নিকটবর্তী হওয়ার অর্থ হইতেছে, সে নম্র স্বভাবের হওয়ার কারণে মানুষের সহিত বেশ মিলিয়া মিশিয়া চলে আর মানুষও তাহার ভাল স্বভাবের কারণে তাহার সহিত মুক্ত মনে মহব্বতের সহিত মিলিয়া মিশিয়া চলে। (মারেফুল হাদীস)

٥٢ - عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ أَخِيْ بَنِيْ مُجَاشِعٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ اللّٰهَ أَوْحٰى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوْا حَتّٰى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلٰى أَحَدٍ، وَلَا يَبْغِيْ أَحَدٌ عَلٰى أَحَدٍ. (وهو جزء من الحديث) رواه

৫২. বনি মুজাশে' গোত্রের ইয়াজ ইবনে হিমার (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা আমার প্রতি এই বিষয়ে ওহী পাঠাইয়াছেন যে, তোমরা এই পরিমাণ বিনয় অবলম্বন কর যে, কেহ কাহারো উপর গর্ব না করে এবং কেহ কাহারো উপর জুলুম না করে। (মুসলিম)

٥٣- عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ، فَهُوَ فِيْ نَفْسِهِ صَغِيْرٌ وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيْمٌ، وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللّٰهُ، فَهُوَ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيْرٌ وَفِي نَفْسِهِ كَبِيْرٌ حَتّٰى لَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِمْ مِنْ كَلْبٍ اَوْ خِنْزِيْرٍ. رواه البيهقي في شعب الإيمان٦/٢٧٦

৫৩. হযরত উমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার (সন্তুষ্টি হাসিলের) উদ্দেশ্যে বিনয় অবলম্বন করে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে উচু করেন। (ফলে) সে নিজের চোখে ও নিজের ধারণায় তো ছোট হয় কিন্তু মানুষের চোখে উচু হয়। আর যে অহংকার করে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে নীচু করিয়া দেন। (ফলে) সে মানুষের চোখে ছোট হইয়া যায় ; যদিও সে নিজে ধারণায় বড় হয়। এমনকি সে মানুষের দৃষ্টিতে কুকুর এবং শূকরের চাইতেও নিকৃষ্ট হইয়া যায়। (বায়হাকী)

٥٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ. رواه مسلم، باب تحريم الكبر وبيانه،

৫৪. হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তির অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকিবে সে জান্নাতে যাইবে না। (মুসলিম)

٥٥- عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل، رقم:٢٧٥٥

৫৫. হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি ইহা পছন্দ করে যে, মানুষ তাহার (সম্মানের) জন্য দাঁড়াইয়া থাকুক, সে যেন নিজের ঠিকানা জাহান্নামে বানাইয়া লয়। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ উপরোক্ত হুঁশিয়ারী ঐ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যখন কোন ব্যক্তি নিজে ইহা চায় যে, মানুষ তাহার সম্মানের জন্য দাঁড়াইয়া যাক। আর যদি কেহ নিজে একেবারে না চায়, কিন্তু অন্যান্য লোক সম্মান ও মহব্বতের জজবায় তাহার জন্য দাঁড়াইয়া যায় তবে ইহা ভিন্ন কথা।

(মারেফুল হাদীস)

٥٦- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، قَالَ: وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُوْمُوا لِمَا يَعْلَمُوْنَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذٰلِكَ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، باب ما جاء فى كراهية قيام الرجل للرجل، رقم:٢٧٥٤

৫৬. হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, সাহাবায়ে কেরামের নিকট কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাইতে বেশী প্রিয় ছিল না। ইহা সত্ত্বেও তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়া দাঁড়াইতেন না। কেননা, তাহারা জানিতেন যে, তিনি ইহা অপছন্দ করেন। (তিরমিযী)

٥٧- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ فِي جَسَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ بِهِ دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهِ خَطِيْئَةً. رواه الترمذى وقال: هذا حديث غريب، باب ما جاء فى العفو، رقم:١٣٩٣

৫৭. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, কোন ব্যক্তি যদি (অন্য কাহারও দ্বারা) শারীরিক কষ্ট পায়, অতঃপর সে তাহাকে মাফ করিয়া দেয়, তবে আল্লাহ তায়ালা ইহার কারণে একটি মর্যাদা বুলন্দ করিয়া দেন ও একটি গুনাহ মাফ করিয়া দেন।

(তিরমিযী)

٥٨- عَنْ جَوْدَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنِ اعْتَذَرَ إِلَى أَخِيْهِ بِمَعْذِرَةٍ، فَلَمْ يَقْبَلْهَا، كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ خَطِيْئَةِ صَاحِبِ مَكْسٍ. رواه ابن ماجه، باب المعاذير، رقم:٣٧١٨

৫৮. হযরত জাওদান (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আপন মুসলমান ভাইয়ের সামনে ওজর পেশ করে এবং সে তাহার ওজর কবুল না করে, তবে তাহার এইরূপ গুনাহ হইবে যেরূপ অন্যায়ভাবে ট্যাক্স উসুলকারীর গুনাহ হইয়া থাকে। (ইবনে মাজাহ)

٥٩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: قَالَ مُوْسَى بْنُ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا رَبِّ! مَنْ أَعَزُّ عِبَادِكَ عِنْدَكَ؟ قَالَ: مَنْ إِذَا قَدَرَ غَفَرَ. رواه البيهقي في شعب الإيمان٦/٣١٩

৫৯. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হযরত মূসা ইবনে ইমরান আলাইহিস সালাম আল্লাহ তায়ালার দরবারে আরজ করিলেন, হে আমার রব! আপনার বান্দাগণের মধ্যে আপনার নিকট বেশী ইজ্জতওয়ালা কে? আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিলেন, ঐ বান্দা, যে প্রতিশোধ লইতে পারে তবু সে মাফ করিয়া দেয়। (বায়হাকী)

٦٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! كَمْ أَعْفُوْ عَنِ الْخَادِمِ؟ فَصَمَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! كَمْ أَعْفُوْ عَنِ الْخَادِمِ؟ قَالَ: كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِيْنَ مَرَّةً. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء في

৬০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইল এবং আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি (আমার) খাদেমের ভুল–ত্রুটি কতবার ক্ষমা করিব? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ রহিলেন। ঐ ব্যক্তি পুনরায় উহা আরজ করিল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি (আমার) খাদেমকে কতবার ক্ষমা করিব? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, দৈনিক সত্তর বার। (তিরমিযী)

٦١- عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ رَجُلًا كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَتَاهُ الْمَلَكُ لِيَقْبِضَ رُوْحَهُ فَقِيْلَ لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: مَا أَعْلَمُ، قِيْلَ لَهُ: انْظُرْ، قَالَ: مَا أَعْلَمُ شَيْئًا غَيْرَ أَنِّيْ كُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا وَأُجَازِيْهِمْ فَأُنْظِرُ الْمُوْسِرَ وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ، فَأَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ. رواه البخاري، باب ما ذكر عن بني اسرائيل، رقم:٣٤٥١

৬১. হযরত হোযায়ফা (রাযিঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, তোমাদের পূর্বে কোন উম্মতের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল, যখন মওতের ফেরেশতা তাহার রূহ কবজ করার জন্য আসিল (এবং রূহ কবজ হওয়ার পর সেই ব্যক্তি এই দুনিয়া হইতে অন্য জগতে চলিয়া গেল) তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তুমি কি দুনিয়াতে কোন নেক আমল করিয়াছিলে? সে আরজ করিল, আমার জানা মতে (এইরূপ) কোন আমল আমার নাই। তাহাকে বলা হইল, (তোমার জীবনের উপর) দৃষ্টি কর (এবং চিন্তা করিয়া দেখ)। সে আবার আরজ করিল, আমার জানামতে আমার (এইরূপ) কোন আমল নাই ; শুধুমাত্র ইহা ছাড়া যে, আমি দুনিয়াতে মানুষের সহিত বেচাকেনা ও লেনদেনের কাজ করিতাম, ইহাতে আমি ধনীদেরকে সময়-সুযোগ দিতাম আর গরীবদেরকে মাফ করিয়া দিতাম। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা এই ব্যক্তিকে জান্নাতে দাখেল করিয়া দিলেন। (বোখারী)

٦٢- عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللّٰهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ. رواه مسلم، باب فضل إنظار المعسر ...، رقم:٤٠٠٠

৬২. হযরত আবু কাতাদাহ (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি ইহা চায় যে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে কিয়ামতের দিনের কষ্ট হইতে রক্ষা করুন তবে তাহার উচিত, সে যেন গরীবকে (যাহার উপর তাহার করজ ইত্যাদি রহিয়াছে) সময়-সুযোগ দিয়া দেয় অথবা (নিজের সম্পূর্ণ পাওনা কিংবা উহার কিছু অংশ) মাফ করিয়া দেয়। (মুসলিম)

٦٣- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: خَدَمْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَشْرَ سِنِيْنَ بِالْمَدِيْنَةِ وَأَنَا غُلَامٌ لَيْسَ كُلُّ أَمْرِىْ كَمَا يَشْتَهِىْ صَاحِبِىْ أَنْ يَكُوْنَ عَلَيْهِ، مَا قَالَ لِىْ فِيْهَا أُفٍّ قَطُّ، وَمَا قَالَ لِىْ لِمَ فَعَلْتَ هٰذَا، أَمْ أَلَّا فَعَلْتَ هٰذَا. رواه أبوداوُد، باب فى الحلم وأخلاق النبى ﷺ، رقم: ٤٧٧٤

৬৩. হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, আমি মদীনায় দশ বৎসর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করিয়াছি। আমি কম বয়সের বালক ছিলাম এইজন্য আমার সমস্ত কাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্জি মোতাবেক হইতে পারিত না। অর্থাৎ বয়স কম হওয়ার কারণে অনেক সময় ত্রুটি–বিচ্যুতিও হইয়া যাইত। (কিন্তু দশ বৎসরের এই সময়ের মধ্যে) কখনও তিনি আমাকে 'উফ' পর্যন্ত বলেন নাই এবং কখনও ইহাও বলেন নাই যে, তুমি অমুক কাজ কেন করিলে বা অমুক কাজ কেন করিলে না। (আবূ দাঊদ)

٦٤- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَوْصِنِىْ، قَالَ: لَا تَغْضَبْ، فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ: لَا تَغْضَبْ. رواه البخارى، باب الحذر من الغضب، رقم: ٦١١٦

৬৪. হযরত আবূ হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিল, আমাকে কোন ওসিয়ত করিয়া দিন। তিনি এরশাদ করিলেন, গোস্বা করিও না। সেই ব্যক্তি নিজের (ঐ) দরখাস্ত কয়েকবার দোহরাইল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক বার ইহাই এরশাদ করিলেন যে, গোস্বা করিও না। (বোখারী)

٦٥- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ.

رواه البخارى، باب الحذر من الغضب، رقم: ٦١١٤

৬৫. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, শক্তিশালী সে নয়, যে (নিজের প্রতিপক্ষকে) ধরাশায়ী করিয়া দেয়। বরং শক্তিশালী ঐ ব্যক্তি যে গোস্বার সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। (বোখারী)

٦٦- عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَنَا: إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ، فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ. رواه أبوداؤد، باب ما يقال عند الغضب، رقم:٤٧٨٢

৬৬. হযরত আবু যর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন তোমাদের মধ্য হইতে কাহারও গোস্বা আসে এবং সে দাঁড়ানো অবস্থায় থাকে, তখন তাহার উচিত, সে যেন বসিয়া পড়ে। বসিয়া পড়িলে যদি গোস্বা চলিয়া যায় তবে ভাল কথা। নচেৎ তাহার উচিত, সে যেন শুইয়া পড়ে।

(আবূ দাউদ)

ফায়দা ঃ হাদীসের অর্থ এই যে, যে অবস্থার পরিবর্তনের দ্বারা মানসিক অবস্থায় ধীর–স্থিরতা আসে ঐ অবস্থাকে অবলম্বন করা চাই। যাহাতে গোস্বার ক্ষতি তুলনামূলক কম হয়। দাঁড়ানো অবস্থার তুলনায় বসা অবস্থায় এবং বসা অবস্থার তুলনায় শোয়া অবস্থায় ক্ষতির সম্ভাবনা কম।

(মাজাহেরে হক)

٦٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: عَلِّمُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ. رواه أحمد ١/٢٣٩

৬৭. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, লোকদেরকে (দ্বীন) শিখাও, সুসংবাদ শুনাও, কঠোরতা পয়দা করিও না। যখন তোমাদের মধ্যে কাহারও গোস্বা আসে তখন তাহার উচিত সে যেন চুপ থাকে।

٦٨- عَنْ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ. رواه أبوداؤد، باب ما يقال عند الغضب، رقم:٤٧٨٤

৬৮. হযরত আতিয়া (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, গোস্বা শয়তানের আছরে হইয়া থাকে। শয়তানের সৃষ্টি আগুন হইতে, আর আগুনকে পানি দ্বারা নিভানো হয়। অতএব তোমাদের মধ্যে যখন কাহারও গোস্বা আসে, তখন তাহার উচিত সে যেন ওজু করিয়া লয়। (আবূ দাউদ)

٦٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَا تَجَرَّعَ عَبْدٌ جُرْعَةً أَفْضَلَ عِنْدَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ جُرْعَةِ غَيْظٍ يَكْظِمُهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ تَعَالٰى. رواه أحمد ٢/١٢٨

৬৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বান্দা এমন কোন ঢোক পান করে না যাহা আল্লাহ তায়ালার নিকট গোস্বার ঢোক পান করা অপেক্ষা বেশী উত্তম, যাহা শুধু আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করার জন্য সে পান করে থাকে। (মুসনাদে আহমদ)

٧٠- عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلٰى أَنْ يُنَفِّذَهُ دَعَاهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى رُؤُوْسِ الْخَلَائِقِ حَتّٰى يُخَيِّرَهُ مِنْ أَيِّ الْحُوْرِ الْعِيْنِ شَاءَ. رواه أبوداود، باب من كظم غيظا، رقم:٤٧٧٧

৭০. হযরত মুয়ায (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি গোস্বা পূর্ণ করার ক্ষমতা রাখা সত্ত্বেও গোস্বা দমন করিয়া লয় (অর্থাৎ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যাহার উপর গোস্বা তাহাকে কোন রকম শাস্তি না দেয়) আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তাহাকে সমস্ত মখলুকের সামনে ডাকিবেন এবং অধিকার দিবেন যে, জান্নাতের হূরদের মধ্যে যে হূরকে ইচ্ছা নিজের জন্য পছন্দ করিয়া লয়। (আবূ দাউদ)

٧١- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ خَزَنَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللّٰهُ عَنْهُ عَذَابَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنِ اعْتَذَرَ إِلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ قَبِلَ عُذْرَهُ. رواه البيهقي في شعب الإيمان ٦/٣١٥

৭১. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি নিজের জবানকে বিরত রাখে, আল্লাহ তায়ালা তাহার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখেন। যে ব্যক্তি নিজের গোস্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে (এবং উহাকে হজম করিয়া লয়) আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন সেই ব্যক্তি হইতে নিজের

আযাবকে ফিরাইয়া রাখিবেন। আর যে ব্যক্তি (নিজের গুনাহের উপর শরমিন্দা হইয়া) আল্লাহ তায়ালার নিকট ওজর পেশ করে অর্থাৎ ক্ষমা চায়, আল্লাহ তায়ালা তাহার ওজর কবূল করিয়া লন।

٧٢- عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلْأَشَجِّ -أَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ-: إِنَّ فِيْكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللّٰهُ: الْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ.

(وهوجزء من الحديث) رواه مسلم، باب الأمر بالإيمان بالله تعالى....، رقم:١١٧

৭২. হযরত মুয়ায (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদে কায়েস গোত্রের সরদার হযরত আশাজ্জ (রাযিঃ)কে এরশাদ করিয়াছেন, তোমার মধ্যে দুইটি অভ্যাস এমন রহিয়াছে, যাহা আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রিয়। একটি হইল হেলেম অর্থাৎ বিনয় ও ধৈর্য, দ্বিতীয়টি হইল, তাড়াহুড়া করিয়া কাজ না করা। (মুসলিম)

٧٣- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: يَا عَائِشَةُ! إِنَّ اللّٰهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِيْ عَلَى الْعُنْفِ، وَمَا لَا يُعْطِيْ عَلَى مَا سِوَاهُ. رواه مسلم، باب فضل الرفق، رقم:٦٦٠١

৭৩. উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হে আয়েশা! আল্লাহ তায়ালা (নিজেও) নম্র ও মেহেরবান (এবং বান্দাদের জন্যও তাহাদের পরস্পর আচরণের মধ্যে) নম্রতা ও মেহেরবানী তাহার পছন্দ। আল্লাহ তায়ালা নম্রতার উপর যাহা কিছু (বিনিময় ও সওয়াব এবং কাজ-কর্মে সফলতা) দান করেন তাহা কঠোরতার উপর দান করেন না। (মুসলিম)

٧٤- عَنْ جَرِيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ، يُحْرَمِ الْخَيْرَ. رواه مسلم، باب فضل الرفق، رقم:٦٥٩٨

৭৪. হযরত জারীর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি নম্রতা (-র গুণ) হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে, সে (সমুদয়) কল্যাণ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে।

(মুসলিম)

٧٥- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ حُرِمَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. رواه البغوى فى شرح السنة١٣/٧٤

৭৫. হযরত হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তিকে (আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে) নম্রতার কিছু অংশ দেওয়া হইয়াছে, তাহাকে দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় কল্যাণ হইতে অংশ দেওয়া হইয়াছে। আর যে ব্যক্তি নম্রতার অংশ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে, সে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে। (শরহুস সুন্নাহ)

٧٦- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَا يُرِيْدُ اللّٰهُ بِأَهْلِ بَيْتٍ رِفْقًا إِلَّا نَفَعَهُمْ وَلَا يَحْرِمُهُمْ إِيَّاهُ إِلَّا ضَرَّهُمْ. رواه البيهقى فى شعب الإيمان، مشكاة المصابيح، رقم:٥١٠٣

৭৬. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা যে ঘরওয়ালাদেরকে নম্রতার তওফীক দান করেন তাহাদেরকে নম্রতার দ্বারা উপকার পৌঁছান। আর যে ঘরওয়ালাদেরকে নম্রতা হইতে বঞ্চিত রাখেন, তাহাদেরকে ক্ষতি পৌঁছান। (বায়হাকী, মিশকাত)

٧٧- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ يَهُوْدَ أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: عَلَيْكُمْ وَلَعَنَكُمُ اللّٰهُ وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ، قَالَ: مَهْلًا يَا عَائِشَةُ! عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ، وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ، قَالَتْ: أَوَ لَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: أَوَلَمْ تَسْمَعِيْ مَا قُلْتُ؟ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ فَيُسْتَجَابُ لِيْ فِيهِمْ، وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيَّ. رواه البخارى، باب لم يكن النبى ﷺ فاحشا ولا متفاحشا، رقم:٦٠٣٠

৭৭. হযরত হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, কয়েকজন ইহূদী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিল এবং বলিল, আস্সামু আলাইকুম (যাহার অর্থ তোমার মৃত্যু আসুক)। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, আমি জওয়াবে বলিলাম,

তোমাদেরই মৃত্যু আসুক, তোমাদের উপর আল্লাহর লা'নত ও তাঁহার গজব হউক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, হে আয়েশা! থাম, নম্রতা অবলম্বন কর, কঠোরতা ও কটুক্তি হইতে বিরত থাক। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, আপনি কি শোনেন নাই তাহারা কি বলিয়াছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তুমি কি শুন নাই আমি উহার জওয়াবে কি বলিয়াছি? আমি তাহাদের কথা তাহাদের দিকেই ফিরাইয়া দিয়াছি (যে তোমাদেরই আসুক)। আমার বদদোয়া তাহাদের ব্যাপারে কবূল হইবে। আর তাহাদের বদদোয়া আমার সম্পর্কে কবূল হইবে না। (বোখারী)

٧٨- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا انَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى. رواه البخارى، باب السهولة والسماحة فى الشراء والبيع...، رقم:٢٠٧٦

৭৮. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার রহমত হউক ঐ বান্দার উপর, যে বিক্রয়ের সময়, খরিদ করিবার সময় এবং নিজের হকের তাগাদা ও ওসুল করিবার সময় নম্রতা অবলম্বন করে। (বোখারী)

٧٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِى الْمُؤْمِنَ وَلَمْ يَشْكُنِىْ إِلٰى عُوَّادِهِ أَطْلَقْتُهُ مِنْ أَسَارِىْ، ثُمَّ أَبْدَلْتُهُ لَحْمًا خَيْرًا مِنْ لَحْمِهِ، وَدَمًا خَيْرًا مِنْ دَمِهِ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الْعَمَلَ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبى ١/٣٤٩

৭৯. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তায়ালার এই এরশাদ নকল করেন যে, যখন আমি আমার মুমিন বান্দাকে (কোন রোগে) আক্রান্ত করি আর যাহারা তাহাকে দেখিতে যায় সে তাহাদের নিকট আমার কোন শেকায়েত (ও অভিযোগ) করে না, তখন আমি তাহাকে আমার কয়েদ (বন্দি অবস্থা) হইতে মুক্ত করিয়া দেই। অর্থাৎ তাহার গুনাহ মাফ করিয়া দেই। অতঃপর তাহাকে তাহার গোশত হইতে উত্তম গোশত এবং তাহার রক্ত হইতে উত্তম রক্ত দান করি। অর্থাৎ তাহাকে সুস্থতা দান করি।

অতঃপর সে পুনরায় (রোগ হইতে সুস্থ হওয়ার পর) নূতনভাবে আমল করা শুরু করে। (কেননা, পিছনের সমস্ত গুনাহ মাফ হইয়া গিয়া থাকে।)
(মুস্তাদরাকে হাকেম)

٨٠- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ وُعِكَ لَيْلَةً فَصَبَرَ وَرَضِيَ بِهَا عَنِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الرضا وغيره، الترغيب ٢٩٩/٤

৮০. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তির এক রাত্র জ্বর আসে এবং সে ছবর করে আর এই জ্বরের উপর আল্লাহ তায়ালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, তবে সে নিজ গুনাহসমূহ হইতে এরূপ পাক–সাফ হইয়া যাইবে, যেরূপ ঐ দিন ছিল যেদিন তাহার মা তাহাকে প্রসব করিয়াছিল।
(ইবনে আবিদ দুনিয়া, তরগীব)

٨١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ: مَنْ أَذْهَبْتُ حَبِيْبَتَيْهِ فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ لَمْ أَرْضَ لَهُ ثَوَابًا دُوْنَ الْجَنَّةِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء في ذهاب البصر، رقم: ٢٤٠١

৮১. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে হাদীসে কুদসীতে আপন রবের এই মোবারক এরশাদ নকল করেন যে, আমি যে বান্দার দুইটি প্রিয়তম জিনিস অর্থাৎ চক্ষু লইয়া লই অতঃপর সে ইহার উপর ছবর করে এবং সওয়াবের আশা রাখে, আমি তাহার জন্য জান্নাত হইতে কম বিনিময় প্রদানের উপর রাজী হইব না। (তিরমিযী)

٨٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: الْمُؤْمِنُ الَّذِيْ يُخَالِطُ النَّاسَ، وَيَصْبِرُ عَلٰى أَذَاهُمْ، أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِيْ لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلٰى أَذَاهُمْ. رواه ابن ماجه، باب الصبر على البلاء، رقم: ٤٠٣٢

৮২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে মুমিন মানুষের সহিত মেলামেশা করে এবং তাহাদের দ্বারা যে কষ্ট হয় উহার

উপর ছবর করে সে ঐ মুমিন হইতে শ্রেষ্ঠ, যে মানুষের সহিত মেলামেশা করে না এবং তাহাদের দ্বারা যে কষ্ট হয় উহার উপর ছবর করে না।

(ইবনে মাজাহ)

٨٣- عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذٰلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. رواه مسلم، باب المؤمن أمره كله خير، رقم: ٧٥٠٠

৮৩. হযরত ছুহাইব (রাযিঃ) বর্ণন করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুমিনের বিষয়টি আশ্চর্যজনক! তাহার প্রতিটি কাজ ও প্রতিটি অবস্থা তাহার জন্য মঙ্গলই মঙ্গল। আর এই বৈশিষ্ট্য শুধু মুমিন ব্যক্তিরই রহিয়াছে। যদি তাহার কোন আনন্দ লাভ হয় ; উহার উপর সে আপন রবের শোকর আদায় করে তবে এই শোকর আদায় করা তাহার জন্য মঙ্গলের কারণ অর্থাৎ ইহাতে সওয়াব রহিয়াছে। আর যদি তাহার কোন কষ্ট হয় ; উহার উপর সে ছবর করে তবে এই ছবর করাও তাহার জন্য মঙ্গলের কারণ অর্থাৎ ইহাতেও সওয়াব রহিয়াছে।

(মুসলিম)

٨٤- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ: اللّٰهُمَّ أَحْسَنْتَ خَلْقِي فَأَحْسِنْ خُلُقِي. رواه أحمد ١/٤٠٣

৮৪. হযরত ইবনে মাসঊদ (রাযিঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া করিতেন—

اَللّٰهُمَّ أَحْسَنْتَ خَلْقِيْ فَأَحْسِنْ خُلُقِيْ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আপনি আমার শরীরের বাহ্যিক গঠনকে সুন্দর বানাইয়াছেন ; আমার চরিত্রকে সুন্দর বানাইয়া দিন। (মুসনাদে আহমদ)

٨٥- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللّٰهُ عَثْرَتَهُ. رواه أبو داود، باب في فضل الإقالة، رقم: ٣٤٦٠

৮৫. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের বিক্রয়কৃত অথবা খরিদকৃত জিনিস ফেরত লইতে রাজী হইয়া যায় আল্লাহ তায়ালা তাহার ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ করিয়া দেন। (আবু দাউদ)

٨٦- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا عَثْرَتَهُ، أَقَالَهُ اللّٰهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده صحيح ١١/٤٠٥

৮৬. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি মুসলমানের ত্রুটি–বিচ্যুতি মাফ করে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তাহার ত্রুটি–বিচ্যুতি মাফ করিবেন। (ইবনে হিব্বান)

মুসলমানদের হক

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات:١٠]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—মুসলমানগণ পরস্পর ভাই ভাই। (হুজুরাত ১০)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ؕ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ☆ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۫ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ☆ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ﴾ [الحجرات:١١-١٣]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—হে ঈমানদারগণ! না পুরুষগণ পুরুষদের প্রতি উপহাস করা উচিত ; হইতে পারে যে, যাহাদের উপহাস করা হইতেছে তাহারা ঐ উপহাসকারীদের অপেক্ষা (আল্লাহ তায়ালার নিকট)

উত্তম হইবে আর না নারীগণ নারীদের প্রতি উপহাস করা উচিত ; হইতে পারে যে, যাহাদের উপহাস করা হইতেছে তাহারা ঐসব উপহাসকারী নারীদের অপেক্ষা আল্লাহ তায়ালার নিকট উত্তম হইবে, আর একজন অপরজনকে খোঁটা দিও না। আর একজন অপরজনকে মন্দ নামে ডাকিও না। কেননা, এইসব কথা গুনাহ। এবং ঈমান আনার পর মুসলমানদের উপর গুনাহের নাম লাগাই খারাপ, আর যাহারা এইসব কর্ম হইতে বিরত না হইবে তাহারা জুলুমকারী ও আল্লাহর হক ধ্বংসকারী। অতএব যে শাস্তি জালেমগণ পাইবে উহা ইহারাও পাইবে। হে ঈমানদারগণ ! তোমরা অনেক খারাপ ধারণা হইতে বিরত থাক। কেননা কোন কোন খারাপ ধারণা গুনাহ হয় (এবং কোন কোন খারাপ ধারণা জায়েযও হয়। যেমন, আল্লাহ তায়ালার সহিত ভালো ধারণা রাখা। অতএব যাচাই করিয়া লও। প্রত্যেক অবস্থা ও কাজে খারাপ ধারণা করিও না) এবং কাহারও দোষ খুঁজিও না। একজন অপরজনের গীবত করিও না। তোমাদের মধ্য হইতে কেহ কী ইহা পছন্দ করে যে, আপন মৃত ভাইয়ের গোশত খাইবে? ইহাকে তো তোমরা খারাপ মনে কর। আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করিতে থাক এবং তওবা করিয়া লও। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও মেহেরবান। হে লোকসকল ! আমি তোমাদের সকলকে একজন পুরুষ ও একজন নারী (অর্থাৎ আদম ও হাওয়া) হইতে পয়দা করিয়াছি। (এই বিষয়ে তো সকলেই সমান। অতঃপর যে বিষয়ে পার্থক্য রাখিয়াছি উহা এই যে,) তোমাদের জাতি ও গোত্র বানাইয়াছি। (ইহা শুধু এইজন্য) যাহাতে তোমরা পরস্পরকে চিনিতে পার। (ইহার মধ্যে বিভিন্ন হেকমত রহিয়াছে। এই বিভিন্ন গোত্র এইজন্য নয় যে, একজন অপরজনের উপর গর্ব করিবে। কেননা,) আল্লাহ তায়ালার নিকট তোমাদের মধ্যে অধিক ইজ্জতওয়ালা ঐ ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী পরহেযগার। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ এবং সকলের অবস্থা সম্পর্কে খবর রাখেন। (হুজুরাত ১১–১৩)

ফায়দা ঃ গীবতকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার মত বলিয়াছেন। উহার অর্থ এই যে, যেমন মানুষের গোশত খামচাইয়া ও ছিড়িয়া ছিড়িয়া খাইলে তাহার কষ্ট হয়, এমনিভাবে মুসলমানের গীবত করিলে তাহার কষ্ট হয়। কিন্তু যেমন মৃত ব্যক্তির কষ্টের কোন প্রতিক্রিয়া হয় না তেমনিভাবে যাহার গীবত করা হয় তাহারও না জানা পর্যন্ত কষ্ট হয় না।

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ
شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ

غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا﴾

[النساء:١٣٥]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইনসাফের উপর কায়েম থাক এবং আল্লাহ তায়ালার জন্য সত্য সাক্ষ্য প্রদান কর যদিও (ইহাতে) তোমাদের অথবা তোমাদের পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের ক্ষতি হয়। সাক্ষ্য দেওয়ার সময় ইহা চিন্তা করিও না (যে, যাহার বিরুদ্ধে আমরা সাক্ষ্য দিতেছি) সে ধনী, (কাজেই তাহার উপকার করা চাই) অথবা সে গরীব (কাজেই কিভাবে তাহার ক্ষতি করি। তোমরা কাহারও ধনী হওয়া বা গরীব হওয়া দেখিও না। কেননা,) ধনী হউক বা গরীব হউক উভয়জনের সহিত আল্লাহ তায়ালার বেশী সম্পর্ক রহিয়াছে; (এতটুকু সম্পর্ক তোমাদের নাই।) অতএব তোমরা সাক্ষ্য দেওয়ার ব্যাপারে মনের খাহেশের অনুসরণ করিও না। হইতে পারে তোমরা হক ও ইনসাফ হইতে সরিয়া যাইতে পার। আর যদি তোমরা পেঁচালো সাক্ষ্য দাও অথবা সাক্ষ্য প্রদান হইতে বাঁচিয়া থাকিতে চাও (তবে স্মরণ রাখ যে,) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সমস্ত আমল সম্পর্কে পুরাপুরি খবর রাখেন।

(নিসা ১৩৫)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَآ اَوْ رُدُّوْهَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا﴾ [النساء:٨٦]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—এবং যখন তোমাদেরকে কেহ সালাম করে তখন তোমরা উহা অপেক্ষা উত্তম শব্দ দ্বারা সালামের জওয়াব দাও। অথবা কমপক্ষে জওয়াবের মধ্যে ঐ শব্দগুলি বলিয়া দাও যাহা প্রথম ব্যক্তি বলিয়াছিল। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক জিনিসের অর্থাৎ প্রত্যেক আমলের হিসাব গ্রহণ করিবেন। (নিসা ৮৬)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۗ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ☆ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا﴾

[بنی اسرائیل:٢٣، ٢٤]

আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিয়াছেন,—আপনার রব এই হুকুম দিয়াছেন যে, ঐ সত্য মাবুদ ব্যতীত কাহারও এবাদত করিও না এবং তোমার পিতামাতার সহিত সৎ ব্যবহার কর। যদি তাহাদের মধ্য হইতে একজন অথবা উভয়ই তোমার সামনে বার্ধক্যে পৌঁছিয়া যায় তখন এই অবস্থায়ও কখনও তাহাদেরকে উহ্ বলিও না এবং তাহাদিগকে ধমকাইও না। অত্যন্ত নম্রতা ও আদবের সহিত তাহাদের সহিত কথা বলিও। তাহাদের সম্মুখে মহব্বতের সহিত বিনয়ের সহিত নত হইয়া থাকিও এবং এই দোয়া করিতে থাক—হে আমার রব! যেভাবে তাহারা শৈশবকালে আমাকে লালনপালন করিয়াছেন সেইভাবে আপনিও তাহাদের উপর দয়া করুন। (বনী ইসরাঈল ২৩–২৪)

হাদীস শরীফ

٨٧- عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتَّةٌ بِالْمَعْرُوْفِ: يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيُجِيْبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيَعُوْدُهُ إِذَا مَرِضَ، وَيَتْبَعُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. رواه ابن ماجه، باب ما جاء في عيادة المريض، رقم:١٤٣٣

৮৭. হযরত আলী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এক মুসলমানের অপর মুসলমানের উপর ছয়টি হক রহিয়াছে। যখন সাক্ষাৎ হয় তখন তাহাকে সালাম করিবে। যখন দাওয়াত দেয় তখন তাহার দাওয়াত কবুল করিবে। যখন তাহার হাঁচি আসে (এবং আলহামদুলিল্লাহ বলে) তখন উহার জওয়াবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলিবে। যখন অসুস্থ হয় তখন তাহাকে দেখিতে যাইবে। যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তাহার জানাযার সহিত যাইবে এবং তাহার জন্য উহাই পছন্দ করিবে যাহা নিজের জন্য পছন্দ করে। (ইবনে মাজাহ)

٨٨- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ. رواه البخاري، باب الأمر باتباع الجنائز، رقم:١٢٤٠

৮৮. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, এক মুসলমানের অপর মুসলমানের উপর পাঁচটি হক রহিয়াছে—সালামের জওয়াব দেওয়া, অসুস্থকে দেখিতে যাওয়া, জানাযার সহিত যাওয়া, দাওয়াত কবুল করা এবং হাঁচি দাতার জওয়াবে ইয়ারহামু কাল্লাহ বলা। (বোখারী)

٨٩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتّٰى تَحَابُّوا، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلٰى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ رواه مسلم،

باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون......، رقم: ١٩٤

৮৯. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা ঐ পর্যন্ত জান্নাতে যাইতে পারিবে না যে পর্যন্ত মোমিন না হইয়া যাও। (অর্থাৎ তোমাদের যিন্দেগী ঈমানওয়ালা যিন্দেগী না হইয়া যায়।) এবং তোমরা ঐ পর্যন্ত মোমিন হইতে পারিবে না যে পর্যন্ত পরস্পর একে অপরকে মহব্বত না কর। আমি কি তোমাদেরকে ঐ আমলটি বলিয়া দিব না, যাহা করিলে তোমাদের মধ্যে মহব্বত পয়দা হইবে? (উহা এই যে,) তোমরা পরস্পর সালামের খুব প্রচলন ঘটাও।

٩٠- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَفْشُوا السَّلَامَ كَيْ تَعْلُوا. رواه الطبراني وإسناده حسن، مجمع الزوائد ٨/٦٥

৯০. হযরত দারদা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা সালামের খুব প্রচলন ঘটাও। তাহা হইলে তোমরা উন্নত হইয়া যাইবে।

(তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٩١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ـ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: السَّلَامُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَضَعَهُ فِي الْأَرْضِ فَأَفْشُوهُ بَيْنَكُمْ، فَإِنَّ الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ إِذَا مَرَّ بِقَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَرَدُّوا عَلَيْهِ، كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ فَضْلُ دَرَجَةٍ بِتَذْكِيرِهِ إِيَّاهُمُ السَّلَامَ، فَإِنْ لَمْ يَرُدُّوا

عَلَيْهِ رَدَّ عَلَيْهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُمْ. رواه البزار والطبراني وأحد إسنادى البزار جيد قوى، الترغيب ٣/٤٢٧

৯১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, সালাম আল্লাহ তায়ালার নামসমূহের মধ্যে একটি নাম, যাহাকে আল্লাহ তায়ালা জমিনে নাযিল করিয়াছেন অতএব ইহাকে তোমরা পরস্পর খুব প্রসার কর। কেননা, মুসলমান যখন কোন কওমের উপর দিয়া অতিক্রম করে এবং তাহাদিগকে সালাম করে আর তাহারা জওয়াব প্রদান করে তখন তাহাদিগকে সালাম স্মরণ করাইয়া দেওয়ার কারণে সালামকারী ব্যক্তির ঐ কওমের উপর এক ধাপ ফযীলত হাসিল হয়। আর যদি তাহারা জওয়াব না দেয় তবে ফেরেশতাগণ যাহারা মানুষ হইতে উত্তম ঐ ব্যক্তির সালামের জওয়াব প্রদান করেন। (বাযযার, তাবারানী, তারগীব)

٩٢- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ لَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِلَّا لِلْمَعْرِفَةِ. رواه أحمد ١/٤٠٦

৯২. হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কিয়ামতের আলামতসমূহ হইতে একটি আলামত এই যে, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে শুধু পরিচয়ের ভিত্তিতে সালাম করিবে (মুসলমান হওয়ার ভিত্তিতে নয়।) (মুসনাদে আহমাদ)

٩٣- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: عَشْرٌ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ، فَقَالَ: عِشْرُوْنَ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ، فَقَالَ: ثَلَاثُوْنَ.

رواه أبو داؤد، باب كيف السلام، رقم:٥١٩٥

৯৩. হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইল এবং সে 'আসসালামু আলাইকুম' বলিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সালামের জওয়াব দিলেন অতঃপর সে মজলিসে বসিয়া গেল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, দশ। অর্থাৎ তাহার সালামের কারণে তাহার জন্য দশটি নেকী লেখা হইয়াছে। অতঃপর আরেকজন লোক আসিল এবং সে আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ বলিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সালামের জওয়াব দিলেন। তারপর সে বসিয়া পড়িল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, বিশ। অর্থাৎ তাহার জন্য বিশটি নেকী লেখা হইল। তারপর তৃতীয় একজন আসিল এবং সে আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু বলিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সালামের জওয়াব দিলেন। তারপর সে মজলিসে বসিয়া পড়িল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, ত্রিশ। অর্থাৎ তাহার জন্য ত্রিশটি নেকী লেখা হইল। (আবু দাউদ)

٩٤- عَنْ أَبِى أُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللّٰهِ تَعَالٰى مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلَامِ. رواه أبوداؤد، باب في فضل من بدأ بالسلام، رقم:٥١٩٧

৯৪. হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার নৈকট্যের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ঐ ব্যক্তি যে আগে সালাম করে। (আবু দাউদ)

٩٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اَلْبَادِئُ بِالسَّلَامِ بَرِئٌ مِنَ الْكِبْرِ. رواه البيهقى فى شعب الإيمان٦/٤٣٣

৯৫. হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আগে সালাম করে সে অহংকার হইতে মুক্ত। (বায়হাকী)

٩٦- عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: يَا بُنَيَّ! إِذَا دَخَلْتَ عَلٰى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ يَكُوْنُ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلٰى أَهْلِ بَيْتِكَ.

رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، باب ما جاء فى التسليم ...، رقم:٢٦٩٨

৯৬. হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হে আমার প্রিয় বেটা! যখন তুমি আপন ঘরে প্রবেশ কর তখন ঘরওয়ালাদেরকে সালাম কর। ইহা তোমার জন্য এবং তোমার ঘরওয়ালাদের জন্য বরকতের কারণ হইবে। (তিরমিযী)

٩٧- عَنْ قَتَادَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا دَخَلْتُمْ بَيْتًا فَسَلِّمُوا عَلٰى أَهْلِهِ وَإِذَا خَرَجْتُمْ فَأَوْدِعُوا أَهْلَهُ السَّلَامَ رواه عبد الرزاق في مصنفه ١/٣٨٩

৯৭. হযরত কাতাদা (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন তুমি কোন ঘরে প্রবেশ কর তখন ঐ ঘরওয়ালাদেরকে সালাম কর। আর যখন (ঘর হইতে) বাহির হও তখন ঘরওয়ালাদেরকে সালাম করিয়া বিদায় হও। (মুসন্নাফ আবদুর রাযযাক)

٩٨- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِذَا انْتَهٰى أَحَدُكُمْ إِلٰى مَجْلِسٍ فَلْيُسَلِّمْ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ، ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتِ الْأُوْلٰى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ما جاء في التسليم عند القيام ...، رقم:٢٧٠٦

৯৮. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন তোমাদের মধ্য হইতে কেহ কোন মজলিসে যায় তখন যেন সালাম করে। তারপর যদি বসিতে চায় তবে বসে। অতঃপর যখন মজলিস হইতে উঠিয়া যাইতে ইচ্ছা করে তখন যেন পুনরায় সালাম করে। কেননা প্রথম সালাম দ্বিতীয় সালাম হইতে উত্তম নয়। অর্থাৎ মুলাকাতের সময় যেমন সালাম করা সুন্নত তেমনি বিদায়ের সময়ও সালাম করা সুন্নত। (তিরমিযী)

٩٩- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يُسَلِّمُ الصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ. رواه البخاري، باب تسليم القليل على الكثير، رقم:٦٢٣١

৯৯. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ছোট বড়কে

সালাম করিবে। পথচারী বসা ব্যক্তিকে সালাম করিবে এবং কম সংখ্যক লোক অধিক সংখ্যক লোকদেরকে সালাম করিবে। (বোখারী)

١٠٠- عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا يُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ وَيُجْزِئُ عَنِ الْجُلُوْسِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ. رواه البيهقى فى شعب الإيمان٦/٤٦٦

১০০. হযরত আলী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, পথচারী জামাতের মধ্য হইতে যদি এক ব্যক্তি সালাম করে তবে উহা সকলের পক্ষ হইতে যথেষ্ট। এবং বসা লোকদের মধ্য হইতে যদি একজন জওয়াব দিয়া দেয় তবে সকলের পক্ষ হইতে যথেষ্ট। (বায়হাকী)

١٠١- عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: (فِيْ حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ) فَيَجِيْءُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ فَيُسَلِّمُ تَسْلِيْمًا لَا يُوْقِظُ النَّائِمَ، وَيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب كيف السلام، رقم:٢٧١٩

১০১. হযরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাত্রে তশরীফ আনিতেন তখন এমনভাবে সালাম করিতেন যে, ঘুমন্ত লোক জাগ্রত না হয় আর জাগ্রত লোক শুনিয়া লয়। (তিরমিযী)

١٠٢- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجِزَ فِي الدُّعَاءِ، وَأَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ فِي السَّلَامِ.

رواه الطبرانى فى الأوسط، وقال لا يروى عن النبى ﷺ إلا بهذا الإسناد، ورجاله رجال الصحيح غير مسروق بن المرزبان وهو ثقة، مجمع الزوائد٨/٦١

১০২. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অক্ষম ঐ ব্যক্তি যে দোয়া করিতে অক্ষম। অর্থাৎ দোয়া করে না। আর মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কৃপণ ঐ ব্যক্তি যে সালামের মধ্যেও কৃপণতা করে। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٠٣- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مِنْ تَمَامِ التَّحِيَّةِ الْأَخْذُ بِالْيَدِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب ما جاء في المصافحة، رقم: ٢٧٣٠

১০৩. হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করেন যে, সালামের পরিপূর্ণতা হইল মুসাফাহা। (তিরমিযী)

١٠٤- عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا. رواه أبو داوٗد، باب في المصافحة، رقم: ٥٢١٢

১০৪. হযরত বারা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে দুই মুসলমান পরস্পর মিলিত হয় এবং মোসাফাহা করে তাহারা পৃথক হওয়ার পূর্বে উভয়ের গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয়। (আবু দাউদ)

١٠٥- عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا لَقِيَ الْمُؤْمِنَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، وَأَخَذَ بِيَدِهِ فَصَافَحَهُ تَنَاثَرَتْ خَطَايَاهُمَا كَمَا يَتَنَاثَرُ وَرَقُ الشَّجَرِ. رواه الطبراني في الأوسط ويعقوب محمد بن طحلاء روى عنه غير واحد ولم يضعفه أحد وبقية رجاله ثقات، مجمع الزوائد ٨: ٧٥

১০৫. হযরত হোযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মোমেন যখন মোমেনের সহিত সাক্ষাৎ করে, তাহাকে সালাম করে এবং তাহার হাত ধরিয়া মুসাফাহা করে, তখন উভয়ের গুনাহ এমনভাবে ঝরিয়া পড়ে যেমন বৃক্ষ হইতে পাতা ঝরিয়া পড়ে।

(তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٠٦- عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا لَقِيَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فَأَخَذَ بِيَدِهِ تَحَاتَّتْ عَنْهُمَا ذُنُوْبُهُمَا كَمَا يَتَحَاتُّ الْوَرَقُ عَنِ الشَّجَرَةِ الْيَابِسَةِ فِيْ يَوْمِ رِيْحٍ عَاصِفٍ وَإِلَّا غُفِرَ لَهُمَا وَلَوْ كَانَتْ ذُنُوْبُهُمَا مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير سالم بن غيلان وهو ثقة، مجمع الزوائد ٨/٧٧

১০৬. হযরত সালমান ফারসী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুসলমান যখন আপন মুসলমান ভাইয়ের সহিত সাক্ষাৎ করে ও তাহার হাত ধরিয়া লয় অর্থাৎ মুসাফাহা করে, তখন উভয়ের গুনাহ এমনভাবে ঝরিয়া পড়ে যেমন প্রবল বাতাস চলার দিন শুকনা গাছ হইতে পাতা ঝরিয়া পড়ে এবং উভয়ের গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয় ; যদিও তাহাদের গুনাহ সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয়। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٠٧- عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَنَزَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِيْ ذَرٍّ: هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَافِحُكُمْ إِذَا لَقِيْتُمُوهُ؟ قَالَ: مَا لَقِيْتُهُ قَطُّ إِلَّا صَافَحَنِيْ وَبَعَثَ إِلَيَّ ذَاتَ يَوْمٍ وَلَمْ أَكُنْ فِيْ أَهْلِيْ، فَلَمَّا جِئْتُ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ عَلٰى سَرِيْرِهِ، فَالْتَزَمَنِيْ، فَكَانَتْ تِلْكَ أَجْوَدَ وَأَجْوَدَ. رواه أبو داود، باب في المعانقة، رقم: ٥٢١٤

১০৭. আনাযা গোত্রের এক ব্যক্তি হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি হযরত আবু যার (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি সাক্ষাত করিবার সময় আপনাদের সহিত মুসাফাহাও করিতেন? তিনি বলিলেন, আমি যখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি, তিনি সর্বদা আমার সহিত মুসাফাহা করিয়াছেন। একদিন তিনি আমাকে ঘর হইতে ডাকাইলেন, আমি তখন নিজ ঘরে ছিলাম না। যখন আমি ঘরে আসিলাম এবং আমাকে বলা হইল যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডাকাইয়াছিলেন। তখন আমি তাঁহার খেদমতে হাজির হইলাম। এই সময় তিনি আপন চৌকিতে বসিয়াছিলেন। তিনি আমাকে জড়াইয়া ধরিলেন। তাঁহার এই মুয়ানাকা কতই না ভাল ছিল, কতই না ভাল ছিল! (আবু দাউদ)

١٠٨- عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَسْتَأْذِنُ عَلٰى أُمِّيْ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّيْ مَعَهَا فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا، فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّيْ خَادِمُهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا، أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا. رواه الإمام مالك في الموطا، باب في الاستئذان ص٧٢٥

১০৮. হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি কি আমার মাতার থাকিবার জায়গাতে প্রবেশ করিবার পূর্বে তাহার নিকট হইতে অনুমতি চাহিব? তিনি এরশাদ করিলেন, হাঁ। সেই ব্যক্তি আরজ করিল, আমি আমার মায়ের সহিত ঘরেই থাকি। তিনি এরশাদ করিলেন, অনুমতি লইয়াই প্রবেশ করিবে। সেই ব্যক্তি আরজ করিল, আমিই তাহার খাদেম। (এইজন্য বারবার যাওয়ার প্রয়োজন হয়।) তিনি এরশাদ করিলেন, অনুমতি লইয়াই যাইবে। তুমি কি তোমার মাকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখা পছন্দ কর? সেই ব্যক্তি আরজ করিল, না। তিনি বলিলেন, তাহা হইলে অনুমতি লইয়াই প্রবেশ করিবে।

(মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

١٠٩- عَنْ هُزَيْلٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ: جَاءَ سَعْدٌ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَوَقَفَ عَلٰى بَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَاْذِنُ فَقَامَ مُسْتَقْبِلَ الْبَابِ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ: هٰكَذَا ـعَنْكَـ أَوْ هٰكَذَا، فَإِنَّمَا الإِسْتِئْذَانُ مِنَ النَّظَرِ. رواه أبوداوُد، باب فى الاستئذان، رقم:٥١٧٤

১০৯. হযরত হুযায়েল (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত সা'দ (রাযিঃ) আসিলেন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরজার সামনে (ভিতরে প্রবেশের) অনুমতির জন্য দাঁড়াইলেন। এবং দরজার একেবারে সামনে দাঁড়াইয়া গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে এরশাদ করিলেন, (দরজার সামনে দাঁড়াইও না। বরং) ডানদিকে অথবা বামদিকে দাঁড়াও। (কেননা, দরজার সামনে দাঁড়াইলে ইহার সম্ভাবনা থাকে যে, হয়ত দৃষ্টি ভিতরে পড়িয়া যাইবে। আর) অনুমতি চাওয়া তো শুধু এইজন্যই যে, ভিতরে দৃষ্টি না পড়িয়া যায়। (আবু দাউদ)

١١٠- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ: إِذَا دَخَلَ الْبَصَرُ فَلَا إِذْنَ. رواه أبوداوُد، باب فى الاستئذان، رقم:٥١٧٣

১১০. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন দৃষ্টি ঘরের ভিতর চলিয়া গেল তখন অনুমতি কোন জিনিস রহিল না, অর্থাৎ অনুমতি লওয়ার তখন কোন ফায়দা নাই। (আবু দাউদ)

١١١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بِشْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: لَا تَأْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَلٰكِنِ ائْتُوهَا مِنْ جَوَانِبِهَا فَاسْتَأْذِنُوا، فَإِنْ أُذِنَ لَكُمْ فَادْخُلُوا وَإِلَّا فَارْجِعُوا. قلت: له حديث رواه أبو داوُد غير هذا، رواه الطبراني من طرق ورجال هذا رجال الصحيح غير محمد بن عبد الرحمٰن بن عرق وهو ثقة، مجمع الزوائد٨/٨٧

১১১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বিশ্‌র (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, (মানুষের) ঘরে (প্রবেশ করিবার অনুমতি লওয়ার জন্য তাহাদের) দরজার সম্মুখে দাঁড়াইও না। কেননা হইতে পারে ঘরের ভিতর দৃষ্টি পড়িয়া যাইবে। বরং দরজার (ডান অথবা বাম) পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অনুমতি চাও। যদি তোমাকে অনুমতি দেওয়া হয় তবে প্রবেশ কর। নচেৎ ফিরিয়া আস। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١١٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يُقِيْمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ. رواه البخاري، باب لا يقيم الرجل الرجل ...، رقم:٦٢٦٩

১১২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন ব্যক্তির জন্য ইহার অনুমতি নাই যে, অন্য কাহাকেও তাহার জায়গা হইতে উঠাইয়া নিজে ঐ জায়গায় বসিয়া পড়িবে। (বোখারী)

١١٣- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. رواه مسلم، باب إذا قام من مجلسه ...، رقم:٥٦٨٩

১১৩. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি নিজের জায়গা হইতে (কোন প্রয়োজনে) উঠিয়াছে এবং পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছে তখন ঐ জায়গায় (বসিবার) ঐ ব্যক্তিই অধিক হকদার। (মুসলিম)

١١٤- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: لَا يُجْلَسْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا. رواه أبو داوُد، باب في الرجل يجلس ....، رقم:٤٨٤٤

১১৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দুই ব্যক্তির মাঝখানে তাহাদের অনুমতি ব্যতীত যেন বসা না হয়।

(আবু দাউদ)

١١٥- عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ مَنْ جَلَسَ وَسْطَ الْحَلْقَةِ. رواه أبو داوُد، باب الجلوس وسط الحلقة، رقم:٤٨٢٦

১১৫. হযরত হোযায়ফা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তির উপর লা'নত করিয়াছেন, যে মজলিসের মাঝখানে বসে। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ মজলিসের মাঝখানে উপবেশনকারী দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে বুঝানো হইয়াছে যে মানুষের কাঁধের উপর দিয়া ডিঙ্গাইয়া মজলিসের মাঝখানে আসিয়া বসে। আর এক অর্থ এই যে, কিছু লোক গোলাকার হইয়া বসিয়া আছে এবং প্রত্যেকেই একজন আরেকজনের সামনাসামনি বসা আছে, এক ব্যক্তি আসিয়া এমনভাবে গোলাকারের মাঝখানে বসিয়া গেল যে, কিছুলোকের সামনাসামনি বসা বাকী থাকিল না।

(মাআরেফুল হাদীস)

١١٦- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ: وَمَا كَرَامَةُ الضَّيْفِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا جَلَسَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ. رواه أحمد ٣/٧٦

১১৬. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও আখেরাতের দিনের উপর ঈমান রাখে তাহার উচিত, যেন আপন মেহমানের একরাম করে। তিনি এই কথা তিনবার এরশাদ করিলেন। এক ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, মেহমানের একরাম কি? এরশাদ করিলেন, (মেহমানের একরাম) তিন দিন। তিন দিন পর

যদি মেহমান থাকে তবে মেহমানকে খাওয়ান মেজবানের পক্ষ হইতে এহসান (অনুগ্রহ) হইবে। অর্থাৎ তিন দিন পর খানা না খাওয়ান অভদ্রতার অন্তর্ভুক্ত নয়। (মুসনাদে আহমাদ)

١١٧- عَنِ الْمِقْدَامِ أَبِىْ كَرِيْمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَيُّمَا رَجُلٍ أَضَافَ قَوْمًا فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُوْمًا فَإِنَّ نَصْرَهُ حَقٌّ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ حَتّٰى يَأْخُذَ بِقِرَى لَيْلَةٍ مِنْ زَرْعِهِ وَمَالِهِ. رواه أبوداؤد،

باب ما جاء فى الضيافة، رقم:٣٧٥١

১১৭. হযরত মেকদাম আবু কারীমা (রাযিঃ) রেওয়ায়াত করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন গোত্রে (কাহারও নিকট) মেহমান হইল এবং সকাল পর্যন্ত ঐ মেহমান (খানা হইতে) বঞ্চিত থাকিল অর্থাৎ তাহার মেজবান রাত্রে মেহমানের মেহমানদারী করে নাই, এমতাবস্থায় তাহার সাহায্য করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। এমনকি সে মেজবানদের সম্পদ ও শস্য হইতে নিজ রাত্রের মেহমানীর পরিমাণ উসুল করিয়া লইবে। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ ইহা ঐ অবস্থায় যখন মেহমানের নিকট খানাপিনার ব্যবস্থা না থাকে এবং সে বাধ্য হয়। আর যদি এই অবস্থা না হয় তবে ভদ্রতা হিসাবে মেহমানদারী করা মেহমানের হক। (মাজাহেরে হক)

١١٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ: دَخَلَ عَلَىَّ جَابِرٌ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فِىْ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِمْ خُبْزًا وَخَلًّا، فَقَالَ: كُلُوا فَإِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ، إِنَّهُ هَلَاكٌ بِالرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ النَّفَرُ مِنْ إِخْوَانِهِ فَيَحْتَقِرَ مَا فِىْ بَيْتِهِ أَنْ يُقَدِّمَهُ إِلَيْهِمْ، وَهَلَاكٌ بِالْقَوْمِ أَنْ يَحْتَقِرُوا مَا قُدِّمَ إِلَيْهِمْ. رواه أحمد والطبرانى فى الأوسط وأبويعلى إلا أنه قال: وَكَفٰى بِالْمَرْءِ شَرًّا أَنْ يَحْتَقِرَ مَا قُرِّبَ إِلَيْهِ. وفى إسناد أبى يعلى أبوطالب القاص ولم أعرفه وبقية رجال أبى يعلى وثقوا. وفى الحاشية: أبو طالب القاص هو يحيى بن يعقوب بن مدرك ثقة، مجمع الزوائد٨/٣٢٨

১১৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওবায়েদ ইবনে উমায়ের (রহঃ) বলেন, হযরত জাবের (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের এক জামাতের সহিত আমার নিকট তশরীফ আনিলেন।

হযরত জাবের (রাযিঃ) সাথীদের সামনে রুটি ও সিরকা পেশ করিলেন এবং বলিলেন, ইহা খাও, কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, সিরকা উত্তম সালন। মানুষের জন্য ধ্বংস যে, তাহার কয়েকজন ভাই তাহার নিকট আসে, আর সে ঘরে যাহা আছে উহা তাহাদের সামনে পেশ করাকে কম মনে করে, এবং লোকেদের জন্য ধ্বংস যে, তাহাদের সামনে যাহা পেশ করা হয় তাহারা উহাকে তুচ্ছ ও কম মনে করে। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, মানুষের খারাবীর জন্য ইহা যথেষ্ট যে, যাহা তাহার সম্মুখে পেশ করা হয় সে উহাকে কম মনে করে।

(মুসনাদে আহমদ, তাবারানী, আবু ইয়ালা, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١١٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ، فَإِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللّٰهَ كَانَ حَقًّا عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ اَنْ يَقُوْلَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللّٰهُ، وَاَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ اَحَدَكُمْ إِذَا تَثَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ. رواه البخارى، باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه، رقم:٦٢٢٦

১১৯. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা হাঁচি পছন্দ করেন এবং হাই অপছন্দ করেন। যখন তোমাদের মধ্য হইতে কাহারও হাঁচি আসে এবং সে আলহামদুলিল্লাহ বলে তখন প্রত্যেক ঐ মুসলমানের জন্য যে উহা শোনে জওয়াবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা জরুরী। আর হাই তোলা শয়তানের পক্ষ হইতে হয়। অতএব যখন তোমাদের মধ্য হইতে কাহারও হাই আসে তখন যথাসম্ভব উহাকে প্রতিহত করা চাই। কেননা যখন তোমাদের মধ্য হইতে কেহ হাই তোলে তখন শয়তান হাসে। (বোখারী)

١٢٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ عَادَ مَرِيْضًا اَوْ زَارَ اَخًا لَهُ فِى اللّٰهِ نَادَاهُ مُنَادٍ اَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّاْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء فى زيارة الأخوان، رقم:٢٠٠٨

১২০. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন অসুস্থ লোককে দেখার জন্য অথবা আপন মুসলমান ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য যায় তখন একজন ফেরেশতা ডাকিয়া বলে তুমি বরকতময়, তোমার চলা বরকতময় আর তুমি জান্নাতে ঠিকানা বানাইয়া লইয়াছ। (তিরমিযী)

١٢١- عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ عَادَ مَرِيْضًا لَمْ يَزَلْ فِيْ خُرْفَةِ الْجَنَّةِ. قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: جَنَاهَا. رواه مسلم، باب فضل عيادة المريض، رقم: ٦٥٥٤

১২১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযাদকৃত গোলাম হযরত সওবান (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখিতে যায় সে জান্নাতের খোরফার ভিতরে থাকে। জিজ্ঞাসা করা হইল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! জান্নাতের খোরফা কি? এরশাদ করিলেন, জান্নাত হইতে আহরিত ফল। (মুসলিম)

١٢٢- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ وَعَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ مُحْتَسِبًا بُوْعِدَ مِنْ جَهَنَّمَ مَسِيْرَةَ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا قُلْتُ: يَا أَبَا حَمْزَةَ! وَمَا الْخَرِيْفُ؟ قَالَ: الْعَامُ. رواه أبو داوُد، باب في فضل العيادة على وضوء، رقم: ٣٠٩٧

১২২. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি ভালভাবে ওজু করে অতঃপর সওয়াবের আশা লইয়া আপন মুসলমান অসুস্থ ভাইকে দেখিতে যায়, তাহাকে দোযখ হইতে সত্তর খরীফ দূর করিয়া দেওয়া হয়। হযরত সাবেত বানানী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আনাস (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আবু হামযা! খরীফ কাহাকে বলে? বলিলেন, বৎসরকে বলে। অর্থাৎ সত্তর বৎসরের দূরত্ব পরিমাণ দোযখ হইতে দূরে সরাইয়া রাখা হয়। (আবু দাউদ)

١٢٣- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: أَيُّمَا رَجُلٍ يَعُوْدُ مَرِيْضًا فَإِنَّمَا يَخُوْضُ فِي الرَّحْمَةِ، فَإِذَا قَعَدَ عِنْدَ الْمَرِيْضِ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ قَالَ: فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! هٰذَا لِلصَّحِيْحِ الَّذِيْ يَعُوْدُ الْمَرِيْضَ فَالْمَرِيْضُ مَا لَهُ ؟ قَالَ: تُحَطُّ عَنْهُ ذُنُوْبُهُ. رواه أحمد٣/١٧٤

১২৩. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখিতে যায় সে রহমতের মধ্যে ডুব দেয়। যখন সে অসুস্থ ব্যক্তির নিকট বসিয়া যায় তখন রহমত তাহাকে ঢাকিয়া লয়। হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই ফযীলত তো আপনি ঐ সুস্থ ব্যক্তির জন্য এরশাদ করিলেন যে অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখিতে যায়, কিন্তু স্বয়ং অসুস্থ ব্যক্তি কি পায়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তাহার গুনাহ মাফ হইয়া যায়। (মুসনাদে আহমদ)

١٢٤- عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ عَادَ مَرِيْضًا خَاضَ فِي الرَّحْمَةِ، فَإِذَا جَلَسَ عِنْدَهُ اسْتَنْقَعَ فِيْهَا. رواه أحمد٣/٤٦٠ وفي حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه عند الطبراني في الكبير والأوسط: وَإِذَا قَامَ مِنْ عِنْدِهِ فَلَا يَزَالُ يَخُوْضُ فِيْهَا حَتّٰى يَرْجِعَ مِنْ حَيْثُ خَرَجَ. ورجاله موثقون، مجمع الزوائد٣/٢٢

১২৪. হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন অসুস্থ লোককে দেখিতে যায় সে রহমতের মধ্যে ডুব দেয় এবং (যখন অসুস্থ লোককে দেখিবার জন্য) তাহার নিকট বসে তখন সে রহমতের মধ্যে অবস্থান করে। (মুসনাদে আহমাদ)

হযরত আমর ইবনে হায্ম (রাযিঃ)এর বর্ণনায় আছে যে, অসুস্থ ব্যক্তির নিকট হইতে উঠিয়া যাওয়ার পরও সে রহমতের মধ্যে ডুব দিতে থাকে। যে পর্যন্ত না সে যেখান হইতে অসুস্থকে দেখার জন্য রওয়ানা হইয়াছিল সেখানে পৌঁছিয়া যায়। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٢٥- عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُوْدُ مُسْلِمًا غُدْوَةً إِلَّا صَلّٰى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتّٰى يُمْسِيَ، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلّٰى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتّٰى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيْفٌ فِي الْجَنَّةِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث غريب حسن، باب ما جاء فى عيادة المريض، رقم:٩٦٩

১২৫. হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে মুসলমান কোন অসুস্থ মুসলমানকে সকালে দেখিতে যায়, সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা তাহার জন্য দোয়া করিতে থাকে। আর যে সন্ধ্যায় দেখিতে যায়, সকাল পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা তাহার জন্য দোয়া করিতে থাকে এবং জান্নাতে সে একটি বাগান পায়। (তিরমিযী)

١٢٦- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا دَخَلْتَ عَلٰى مَرِيْضٍ فَمُرْهُ أَنْ يَدْعُوَ لَكَ، فَإِنَّ دُعَاءَهُ كَدُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ. رواه ابن ماجه، باب ما جاء فى عيادة المريض، رقم:١٤٤١

১২৬. হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এরশাদ করিয়াছেন, যখন তুমি অসুস্থ ব্যক্তির নিকট যাও তখন তাহাকে বল, সে যেন তোমার জন্য দোয়া করে। কেননা তাহার দোয়া ফেরেশতাদের দোয়ার মত (কবুল হয়)।

(ইবনে মাজাহ)

١٢٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا جُلُوْسًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَدْبَرَ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: يَا أَخَا الْأَنْصَارِ! كَيْفَ أَخِيْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ؟ فَقَالَ: صَالِحٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ يَعُوْدُهُ مِنْكُمْ؟ فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ، وَنَحْنُ بِضْعَةَ عَشَرَ، مَا عَلَيْنَا نِعَالٌ وَلَا خِفَافٌ وَلَا قَلَانِسُ وَلَا قُمُصٌ نَمْشِيْ فِيْ تِلْكَ السِّبَاخِ حَتّٰى جِئْنَاهُ، فَاسْتَأْخَرَ قَوْمُهُ مِنْ حَوْلِهِ حَتّٰى دَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ الَّذِيْنَ مَعَهُ. رواه مسلم، باب فى عيادة المرضى، رقم:٢١٣٨

১২৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসা ছিলাম। একজন

আনসারী সাহাবী আসিয়া তাঁহাকে সালাম করিলেন। তারপর ফিরিয়া যাইতে লাগিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আনসারী ভাই! আমার ভাই সা'দ ইবনে ওবাদা কেমন আছেন? তিনি আরজ করিলেন, ভাল আছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাঁহার সহিত বসা সাহাবায়ে কেরামকে) এরশাদ করিলেন, তোমাদের মধ্য হইতে কে তাহাকে দেখিতে যাইবে? ইহা বলিয়া তিনি দাঁড়াইয়া গেলেন। আমরাও তাঁহার সহিত দাঁড়াইয়া গেলাম। আমরা দশজনের অধিক লোক ছিলাম। আমাদের নিকট না জুতা ছিল, না মোজা, না টুপি, না কামিস। আমরা এই পাথরময় জমিনের উপর চলিয়া হযরত সা'দ (রাযিঃ)এর নিকট বসিলাম। (তখন) তাঁহার কওমের যে সমস্ত লোক তাঁহার নিকট ছিল তাহারা পিছনে সরিয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁহার সঙ্গী সাহাবায়ে কেরাম হযরত সা'দ (রাযিঃ)এর নিকটে পৌঁছিয়া গেলেন। (মুসলিম)

١٢٨- عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: خَمْسٌ مَنْ عَمِلَهُنَّ فِىْ يَوْمٍ كَتَبَهُ اللّٰهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ: مَنْ عَادَ مَرِيْضًا، وَشَهِدَ جَنَازَةً، وَصَامَ يَوْمًا، وَرَاحَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَأَعْتَقَ رَقَبَةً. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده قوى ٧/٦

১২৮. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন, যে ব্যক্তি পাঁচটি আমল এক দিনে করিয়াছে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে জান্নাতবাসীদের মধ্যে লিখিয়া দেন—অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখিতে গিয়াছে, জানাযায় শরীক হইয়াছে, রোযা রাখিয়াছে, জুমআর নামাযে গিয়াছে এবং গোলাম আজাদ করিয়াছে। (ইবনে হিব্বান)

١٢٩- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ جَاهَدَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللّٰهِ، وَمَنْ عَادَ مَرِيْضًا كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللّٰهِ، وَمَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللّٰهِ، وَمَنْ دَخَلَ عَلٰى إِمَامٍ يُعَزِّرُهُ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللّٰهِ، وَمَنْ جَلَسَ فِىْ بَيْتِهِ لَمْ يَغْتَبْ إِنْسَانًا كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللّٰهِ. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده حسن ٢/٩٥

১২৯. হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাযিঃ) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করেন, যে আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জিহাদ করে সে আল্লাহ তায়ালার জিম্মাদারীর মধ্যে আছে। যে অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখিতে যায় সে আল্লাহ তায়ালার জিম্মাদারীতে আছে। যে সকাল অথবা সন্ধ্যায় মসজিদে যায় সে আল্লাহ তায়ালার জিম্মাদারীতে আছে। যে কোন শাসকের নিকট তাহার সাহায্য করিবার জন্য যায় সে আল্লাহ তায়ালার জিম্মায় আছে। আর যে নিজ ঘরে এমনভাবে থাকে যে কাহারও গীবত করে না সে আল্লাহ তায়ালার জিম্মাদারীতে আছে।

(ইবনে হিব্বান)

١٣٠- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا؟ قَالَ أَبُوْبَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: أَنَا، قَالَ: فَمَنِ اتَّبَعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً؟ قَالَ أَبُوْبَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: أَنَا، قَالَ: فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِيْنًا؟ قَالَ أَبُوْبَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: أَنَا، قَالَ: فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيْضًا؟ قَالَ أَبُوْبَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: أَنَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَا اجْتَمَعْنَ فِيْ امْرِئٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ. رواه مسلم، باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، رقم:٦١٨٢

১৩০. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, আজকে তোমাদের মধ্য হইতে কে রোযা রাখিয়াছে? হযরত আবু বকর (রাযিঃ) আরজ করিলেন, আমি। অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ তোমাদের মধ্য হইতে কে জানাযার সহিত গিয়াছে? হযরত আবু বকর (রাযিঃ) আরজ করিলেন, আমি। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ তোমাদের মধ্য হইতে মিসকীনকে কে খানা খাওয়াইয়াছে? হযরত আবু বকর (রাযিঃ) আরজ করিলেন, আমি। জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ তোমাদের মধ্য হইতে কে অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখিতে গিয়াছে? হযরত আবু বকর (রাযিঃ) আরজ করিলেন, আমি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যে কোন ব্যক্তির মধ্যে এই বিষয়গুলি জমা হইবে সে অবশ্যই জান্নাতে দাখেল হইবে। (মুসলিম)

١٣١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَعُوْدُ مَرِيْضًا لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ فَيَقُوْلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَسْأَلُ اللّٰهَ

الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَشْفِيَكَ إِلَّا عُوْفِيَ. رواه الترمذى وقال:
هذا حديث حسن غريب، باب ما يقول عند عيادة المريض، رقم:٢٠٨٣

১৩১. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন কোন মুসলমান বান্দা কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখিতে যায় এবং সাতবার এই দোয়া পড়ে—

"أَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَشْفِيَكَ"

'আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট চাহিতেছি যিনি মহান, মহান আরশের মালিক, তিনি যেন তোমাকে সুস্থ করিয়া দেন।'

সে অবশ্যই সুস্থ হইবে। হাঁ যদি তাহার মৃত্যুর সময় আসিয়া গিয়া থাকে তবে ভিন্ন কথা। (তিরমিযী)

١٣٢- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتّٰى يُصَلّٰى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيْرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتّٰى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيْرَاطَانِ، قِيْلَ: وَمَا الْقِيْرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيْمَيْنِ. رواه مسلم، باب فضل الصلوة على الجنازة وأتباعها، رقم:٢١٨٩ وفى رواية له: أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ. رقم:٢١٩٢

১৩২. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি জানাযায় হাজির হয় এবং জানাযার নামায হওয়া পর্যন্ত জানাযার সহিত থাকে তাহার এক কীরাত সওয়াব লাভ হয়। আর যে ব্যক্তি জানাযায় হাজির হয় এবং দাফন শেষ হওয়া পর্যন্ত জানাযার সহিত থাকে তাহার দুই কীরাত সওয়াব লাভ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইল, দুই কীরাত কি? এরশাদ করিলেন, (দুই কীরাত) দুইটি বড় পাহাড়ের সমান। আরেক রেওয়ায়াতে আছে যে, তন্মধ্যে ছোট পাহাড়টি অহুদ পাহাড়ের মত। (মুসলিম)

١٣٣-عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّيْ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَبْلُغُوْنَ مِائَةً، كُلُّهُمْ يَشْفَعُوْنَ لَهُ إِلَّا شُفِّعُوْا فِيْهِ. رواه مسلم، باب من صلى عليه مائة ۰۰۰۰، رقم:٢١٩٨

১৩৩. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে মৃতের উপর মুসলমানদের একটি বড় জামাত নামায পড়ে যাহার সংখ্যা একশত পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায় এবং তাহারা সকলেই আল্লাহ তায়ালার নিকট এই মৃতের জন্য সুপারিশ করে অর্থাৎ ক্ষমা ও রহমতের দোয়া করে তাহাদের সুপারিশ অবশ্যই কবুল হইবে। (মুসলিম)

۱۳۴-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ عَزّٰى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث غريب، باب ما جاء فى أجر من عزى مصابا، رقم:١٠٧٣

১৩৪. হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্তকে সান্ত্বনা দেয় সে উক্ত বিপদগ্রস্ত লোকের মত সওয়াব পায়। (তিরমিযী)

۱۳۵-عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّىْ أَخَاهُ بِمُصِيْبَةٍ إِلَّا كَسَاهُ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه ابن ماجه، باب ما جاء فى ثواب من عزى مصابا، رقم:١٦٠١

১৩৫. হযরত মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হায্ম (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে মুমিন আপন কোন মুমিন ভাইয়ের মুসীবতে তাহাকে ছবর করার ও শান্ত থাকার জন্য বলে, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তাহাকে ইজ্জতের পোশাক পরাইবেন। (ইবনে মাজাহ)

۱۳۶-عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى أَبِىْ سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ، فَأَغْمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الرُّوْحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالَ: لَا تَدْعُوا عَلٰى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلٰى مَا تَقُوْلُوْنَ. ثُمَّ قَالَ: اللّٰهُمَّ! اغْفِرْ لِأَبِىْ سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِى الْمَهْدِيِّيْنَ وَاخْلُفْهُ فِىْ عَقِبِهِ فِى الْغَابِرِيْنَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ! وَافْسَحْ لَهُ فِىْ قَبْرِهِ،

وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ. رواه مسلم، باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حُضر، رقم: ٢١٣٠

১৩৬. হযরত উম্মে সালামা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু সালামার এন্তেকালের পর তশরীফ আনিলেন। হযরত আবু সালামা (রাযিঃ)এর চোখ দুইটি খোলা ছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা বন্ধ করিলেন এবং এরশাদ করিলেন, যখন রূহ কবজ করা হয় তখন চোখ গমনকারী রূহকে দেখিবার জন্য উপরে উঠিয়া থাকিয়া যায়। (এইজন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার চোখ বন্ধ করিলেন।) তাহার ঘরের কিছু লোক আওয়াজ করিয়া কান্নাকাটি শুরু করিয়া দিল। (হইতে পারে কোন অসঙ্গত কথাও তাহারা বলিয়াছে।) তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তোমরা নিজেদের জন্য শুধু ভালোর দোয়া কর। কেননা ফেরেশতা তোমাদের দোয়ার উপর আমীন বলে। অতঃপর তিনি দোয়া করিলেন—

اللّٰهُمَّ! اغْفِرْ لِأَبِيْ سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّيْنَ وَاخْلُفْهُ فِيْ عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِيْنَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ! وَافْسَحْ لَهُ فِيْ قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ.

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আবু সালামাকে মাফ করিয়া দিন। তাহাকে হেদায়াতপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে শামিল করিয়া তাহার মর্যাদা বুলন্দ করিয়া দিন। তাহার পর যাহারা রহিয়া গিয়াছে তাহাদের নেগাহ্‌বানী করুন। হে রাব্বুল আলামীন! আমাদের এবং তাহার মাগফেরাত করিয়া দিন। তাহার কবরকে প্রশস্ত করিয়া দিন এবং তাহার কবরকে আলোকিত করিয়া দিন। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ যখন কোন ব্যক্তি অন্য কোন মুসলমানের জন্য এই দোয়া করিবে তখন 'আবি সালামা'র স্থলে মৃত ব্যক্তির নাম লাইবে এবং নামের পূর্বে যেরযুক্ত লাম লাগাইবে। যেমন লিযাইদিন বলিবে।

١٣٧- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ: دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيْهِ ـ بِظَهْرِ الْغَيْبِ ـ مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ، كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيْهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ: آمِيْنَ، وَلَكَ بِمِثْلٍ. رواه مسلم، باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب، رقم: ٦٩٢٩

১৩৭. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিতেন, মুসলমানের দোয়া আপন মুসলমানের জন্য তাহার অনুপস্থিতিতে কবুল হয়। দোয়াকারীর মাথার দিকে একজন ফেরেশতা নির্ধারিত আছে। যখনই এই দোয়াকারী আপন ভাইয়ের জন্য মঙ্গলের দোয়া করে তখন উহার উপর ঐ ফেরেশতা আমীন বলে এবং (দোয়াকারীকে) বলে আল্লাহ তায়ালা তোমাকেও এইরূপ কল্যাণ দান করুন যাহা তুমি আপন ভাইয়ের জন্য চাহিয়াছ। (মুসলিম)

١٣٨- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. رواه البخاری، باب من الإيمان أن يحب
[illegible]

১৩৮. হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে কেহ ঐ সময় পর্যন্ত (পূর্ণ) ঈমানওয়ালা হইতে পারিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আপন মুসলমান ভাইয়ের জন্য উহাই পছন্দ না করিবে যাহা নিজের জন্য পছন্দ করে। (বোখারী)

١٣٩- عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْقَسْرِيِّ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ جَدِّيْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَتُحِبُّ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ! قَالَ: فَأَحِبَّ لِأَخِيْكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ. رواه أحمد ٤/٧٠

১৩৯. হযরত খালেদ ইবনে আবদুল্লাহ কুসারী (রহঃ) আপন পিতা হইতে এবং তিনি আপন দাদা হইতে বর্ণনা করেন যে, তাহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তোমার কি জান্নাত পছন্দ হয়? অর্থাৎ তুমি কি জান্নাতে যাওয়া পছন্দ কর? আমি আরজ করিলাম, জ্বি হাঁ। এরশাদ করিলেন, আপন ভাইয়ের জন্য উহাই পছন্দ কর যাহা নিজের জন্য পছন্দ কর। (মুসনাদে আহমাদ)

١٤٠- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ الدِّيْنَ النَّصِيْحَةُ، إِنَّ الدِّيْنَ النَّصِيْحَةُ، إِنَّ الدِّيْنَ النَّصِيْحَةُ قَالُوْا: لِمَنْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: لِلّٰهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُوْلِهِ، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ. رواه النسائي، باب النصيحة للإمام، رقم: ٤٢٠٤

১৪০. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে দ্বীন এখলাস ও ওয়াদা পালনের নাম, নিঃসন্দেহে দ্বীন এখলাস ও ওয়াদা পালনের নাম, নিঃসন্দেহে দ্বীন এখলাস ও ওয়াদা পালনের নাম। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কাহার সহিত এখলাস ও ওয়াদা পালন? এরশাদ করিলেন, আল্লাহ তায়ালার সহিত, আল্লাহ তায়ালার রাসূলের সহিত, আল্লাহ তায়ালার কিতাবের সহিত, মুসলমানদের শাসকদের সহিত এবং তাহাদের সর্বসাধারণের সহিত। (নাসায়ী)

ফায়দা ঃ আল্লাহ তায়ালার সহিত এখলাস ও ওয়াদা পালনের অর্থ এই যে, তাহার উপর ঈমান আনা হয়, তাহাকে পরম মহব্বত করা হয়, তাহাকে ভয় করা হয়, তাহার আনুগত্য ও এবাদত করা হয় এবং তাহার সহিত কাহাকেও শরীক করা হয় না।

আল্লাহ তায়ালার কিতাবের সহিত এখলাস ও ওয়াদা পালন এই যে, উহার উপর ঈমান আনা হয়, উহার আদব ও সম্মানের হক আদায় করা হয়, উহার এলেম হাসিল করা হয়, উহার এলেম প্রচার করা হয় এবং উহার উপর আমল করা হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত এখলাস ও ওয়াদা পালন এই যে, তাঁহাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা হয়, তাঁহার সম্মান করা হয়, তাঁহাকে ও তাঁহার সুন্নতকে মহব্বত করা হয়, তাঁহার তরীকাকে জিন্দা করা হয়, তাঁহার আনিত দাওয়াতকে প্রচার করা হয় এবং অন্তর দ্বারা তাঁহার অনুসরণের মধ্যে নিজের নাজাত বিশ্বাস করা হয়।

মুসলমানদের শাসকদের সহিত এখলাস ও ওয়াদাপালন এই যে, তাহাদের জিম্মাদারী আদায়ের ব্যাপারে তাহাদিগকে সাহায্য করা হয়, তাহাদের প্রতি ভাল ধারণা রাখা হয়, যদি তাহাদের কোন ভুলত্রুটি নজরে আসে তবে উত্তম পন্থায় উহার সংশোধনের চেষ্টা করা হয়, তাহাদিগকে ভাল পরামর্শ দেওয়া হয় এবং জায়েয কাজে তাহাদের কথা মানা হয়।

সাধারণ মুসলমানদের সহিত এখলাস ও ওয়াদা পালন এই যে, তাহাদের সহানুভূতি ও কল্যাণ কামনার পুরা পুরা খেয়াল রাখা হয়, তন্মধ্যে নম্রতা ও এখলাসের সহিত তাহাদিগকে দ্বীনের প্রতি মনোযোগী করা, তাহাদিগকে দ্বীন শিক্ষা দেওয়া তাহাদের স্বভাবে নেক কাজের প্রতি আগ্রহ পয়দা করার বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। তাহাদের উপকার নিজের

উপকার ও তাহাদের ক্ষতি নিজের ক্ষতি মনে করা হয়। যথাসম্ভব তাহাদের সাহায্য করা হয়, তাহাদের হক আদায় করা হয়। (নবভী)

١٤١- عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ حَوْضِي مَا بَيْنَ عَدَنَ إِلٰى عَمَّانَ، اَكْوَابُهُ عَدَدُ النُّجُوْمِ، مَاؤُهُ اَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ الثَّلْجِ وَاَحْلٰى مِنَ الْعَسَلِ، اَوَّلُ مَنْ يَرِدُهُ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ، قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! صِفْهُمْ لَنَا، قَالَ: شُعْثُ الرُّؤُوْسِ، دُنْسُ الثِّيَابِ الَّذِيْنَ لَا يَنْكِحُونَ الْمُتَنَعِّمَاتِ، وَلَا تُفْتَحُ لَهُمُ السُّدَدُ، الَّذِيْنَ يُعْطُوْنَ مَا عَلَيْهِمْ، وَلَا يُعْطَوْنَ مَا لَهُمْ. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ١٠/٤٥٧

১৪১. হযরত ছাওবান (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার হাউজের জায়গা আদান হইতে আম্মান পর্যন্ত দূরত্বের সমান। উহার পেয়ালা সংখ্যার দিক দিয়া আসমানের তারকাসমূহের মত (অসংখ্য)। উহার পানি বরফের চাইতে বেশী সাদা এবং মধুর চাইতে বেশী মিষ্ট। এই হাউজের উপর যে সমস্ত লোক সর্বপ্রথম আসিবে তাহারা হইবেন গরীব মুহাজিরগণ। আমরা আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদেরকে বলিয়া দিন ঐ সমস্ত লোক কাহারা হইবেন? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, এলোমেলো চুলওয়ালা। ময়লাযুক্ত পোশাকওয়ালা। যাহারা নাজ-নেয়ামতের মধ্যে পালিত নারীদেরকে বিবাহ করিতে পারে না। যাহাদের জন্য দরজা খোলা হয় না। অর্থাৎ যাহাদেরকে খোশ আমদেদ বলা হয় না এবং তাহারা ঐ সমস্ত হক আদায় করে যাহা তাহাদের জিম্মায় রহিয়াছে, অথচ তাহাদের হক আদায় করা হয় না।

(তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

ফায়দা ঃ আদান ইয়ামানের বিখ্যাত একটি জায়গা। আর আম্মান জর্দানের বিখ্যাত শহর। পরিচয়ের জন্য এই হাদীসে আদান ও আম্মান শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। অর্থ এই যে, এই দুনিয়াতে আদান ও আম্মানের মধ্যে যতটুকু দূরত্ব আখেরাতে হাউজের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এই দূরত্বের সমান। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, হাউজের জায়গা অবিকল এতটুকু দূরত্বের সমান বরং ইহা বুঝাইবার জন্য যে, হাউজের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ শত শত মাইল জুড়িয়া প্রসারিত রহিয়াছে। (মাআরেফুল হাদীস)

١٤٢- عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَا تَكُوْنُوا إِمَّعَةً تَقُوْلُونَ: إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنَّا، وَإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا، وَلٰكِنْ وَطِّنُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تُحْسِنُوا، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء فى الإحسان والعفو، رقم:٢٠٠٧

১৪২. হযরত হোযায়ফা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা অন্যদের দেখাদেখি কাজ করিও না অর্থাৎ এইরূপ বলিও না যে, যদি মানুষ আমাদের সহিত ভাল ব্যবহার করে তবে আমরাও তাহাদের সহিত ভাল ব্যবহার করিব আর মানুষ যদি আমাদের উপর জুলুম করে তবে আমরাও তাহাদের উপর জুলুম করিব। বরং তোমরা নিজেরা এই কথার উপর মজবুত থাক যে, লোকেরা যদি ভাল করে তবে তোমরাও ভাল করিবে। আর লোকেরা যদি খারাপ ব্যবহার করে তবুও তোমরা জুলুম করিবে না। (তিরমিযী)

١٤٣- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: مَا انْتَقَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللّٰهِ فَيَنْتَقِمُ بِهَا لِلّٰهِ. (وهو بعض الحديث) رواه البخارى، باب قول النبى ﷺ: يسروا ولا تعسروا،.....، رقم:٦١٢٦

১৪৩. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারে কখনও কাহারও নিকট হইতে প্রতিশোধ লন নাই। কিন্তু যখন আল্লাহ তায়ালার নিষিদ্ধ জিনিসের মধ্যে কেহ লিপ্ত হইত তখন তিনি আল্লাহ তায়ালার হুকুম অমান্য করিবার কারণে শাস্তি প্রদান করিতেন। (বোখারী)

١٤٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللّٰهِ، فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ. رواه مسلم، باب ثواب العبد.....، رقم:٤٣١٨

১৪৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে গোলাম নিজের মনিবের সহিত কল্যাণকামিতা ও ওয়াদা রক্ষা করে এবং

আল্লাহ তায়ালার এবাদতও উত্তমরূপে করে সে দ্বিগুণ সওয়াবের অধিকারী হইবে। (মুসলিম)

١٤٥- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ كَانَ لَهُ عَلٰى رَجُلٍ حَقٌّ فَمَنْ أَخَّرَهُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ. رواه أحمد ٤/٤٤٢

১৪৫. হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তির অন্য কাহারও উপর কোন হক (করজ ইত্যাদি) রহিয়াছে এবং সে ঐ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে আদায় করার ব্যাপারে সময় দেয় তাহার প্রত্যেকটি দিনের বদলে সদকার সওয়াব লাভ হইবে। (মুসনাদে আহমাদ)

١٤٦- عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللّٰهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِيْ فِيْهِ وَالْجَافِيْ عَنْهُ، وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ. رواه أبو داوُد، باب في تنزيل الناس منازلهم، رقم: ٤٨٤٣

১৪৬. হযরত আবু মূসা আশআরী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তিন প্রকার লোকের একরাম করা আল্লাহ তায়ালার সম্মান করার অন্তর্ভুক্ত। এক—বৃদ্ধ মুসলমান, দ্বিতীয়—ঐ কুরআনে হাফেয যে মধ্যপন্থার উপর থাকে, তৃতীয়—ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ মধ্যপন্থার উপর থাকার অর্থ এই যে, কুরআন শরীফ তেলাওয়াতের এহতেমামও করে এবং রিয়াকারদের মত তাজবীদ ও হরফসমূহ আদায় করার মধ্যে সীমালংঘন না করে। (বজলুল মজহুদ)

١٤٧- عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ أَكْرَمَ سُلْطَانَ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى فِي الدُّنْيَا أَكْرَمَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ فِي الدُّنْيَا أَهَانَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه أحمد والطبراني باختصار ورجال أحمد ثقات، مجمع الزوائد ٥/٣٨٨

১৪৭. হযরত আবু বাকরাহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে দুনিয়াতে নিয়োজিত বাদশাহের একরাম করে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তাহার একরাম করিবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে দুনিয়াতে নিয়োজিত বাদশাহের অসম্মান করে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে কিয়ামতের দিন অপদস্থ করিবেন। (মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٤٨-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: الْبَرَكَةُ مَعَ أَكَابِرِكُمْ. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط البخارى ووافقه الذهبى ٦٢/١

১৪৮. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বরকত তোমাদের বড়দের সহিত রহিয়াছে। (মুসতাদরাক হাকেম)

ফায়দা ঃ অর্থ এই যে, যাহাদের বয়স বেশী এবং এই কারণে নেকীও বেশী তাহাদের মধ্যে খায়ের বরকত রহিয়াছে। (হাশিয়া তারগীব)

١٤٩- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: لَيْسَ مِنْ أُمَّتِىْ مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيْرَنَا، وَيَرْحَمْ صَغِيْرَنَا، وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ. رواه أحمد والطبرانى فى الكبير وإسناده حسن، مجمع الزوائد ٣٣٨/١

১৪৯. হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমাদের বড়দের সম্মান করে না, আমাদের ছোটদের উপর দয়া করে না, এবং আমাদের আলেমগণের হক বুঝে না, তাহারা আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়। (মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٥٠- عَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أُوْصِى الْخَلِيْفَةَ مِنْ بَعْدِىْ بِتَقْوَى اللّٰهِ، وَأُوْصِيْهِ بِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ أَنْ يُعَظِّمَ كَبِيْرَهُمْ، وَيَرْحَمَ صَغِيْرَهُمْ، وَيُوَقِّرَ عَالِمَهُمْ، وَأَنْ لَا يَضْرِبَهُمْ فَيُذِلَّهُمْ، وَلَا يُوْحِشَهُمْ فَيُكَفِّرَهُمْ، وَأَنْ لَا يُخْصِيَهُمْ فَيَقْطَعَ نَسْلَهُمْ، وَأَنْ لَا يُغْلِقَ بَابَهُ دُوْنَهُمْ فَيَأْكُلَ قَوِيُّهُمْ ضَعِيْفَهُمْ. رواه البيهقى فى السنن الكبرى ١٦١/٨

১৫০. হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি আমার পরবর্তী খলীফাকে আল্লাহ তায়ালা হইতে ভয় করিবার ওসিয়ত করিতেছি এবং তাহাকে মুসলমানদের জামাত সম্পর্কে এই অসিয়ত করিতেছি যে, সে যেন মুসলমানদের বড়দের সম্মান করে, তাহাদের ছোটদের উপর রহম করে, তাহাদের উলামাদের ইজ্জত করে, তাহাদেরকে এইরূপ প্রহার না করে যে, অপদস্থ করিয়া দেয়। তাহাদেরকে এইরূপ ভয় না দেখায় যে, কাফের বানাইয়া দেয়। তাহাদেরকে খাসী না করে যে, তাহাদের বংশ খতম করিয়া দেয় এবং আপন দরজা তাহাদের ফরিয়াদ শুনিবার জন্য বন্ধ না করে, যাহার কারণে শক্তিশালী লোক দুর্বলদিগকে খাইয়া ফেলে। অর্থাৎ জুলুম ব্যাপক হইয়া যায়। (বায়হাকী)

١٥١- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اَقِيْلُوا ذَوِى الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُوْدَ. رواه أبوداؤد، باب فى الحد يشفع فيه، رقم: ٤٣٧٥

১৫১. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নেক লোকদের ভুলত্রুটি মাফ করিয়া দাও। হাঁ যদি তাহারা এমন কোন গুনাহ করে যে কারণে তাহাদের উপর হদ (দণ্ড) জারী হয়, তবে উহা মাফ করা হইবে না। (আবু দাউদ)

١٥٢- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ وَقَالَ: إِنَّهُ نُوْرُ الْمُسْلِمِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن، باب ما جاء فى النهى عن نتف الشيب، رقم: ٢٨٢١

১৫২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদা চুল উঠাইতে নিষেধ করিয়াছেন এবং এরশাদ করিয়াছেন যে, এই বার্ধক্য মুসলমানের নূর। (তিরমিযী)

١٥٣- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ، فَإِنَّهُ نُوْرٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِى الْإِسْلَامِ كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ، وَرُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده حسن ٧/٢٥٣

১৫৩. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সাদা চুল উঠাইয়া ফেলিও না। কেননা ইহা কেয়ামতের দিন নূরের কারণ হইবে। যে ব্যক্তি ইসলামের অবস্থায় বৃদ্ধ হয় অর্থাৎ যখন কোন মুসলমানের একটি চুল সাদা হয় তখন ইহার কারণে তাহার জন্য একটি নেকী লিখিয়া দেওয়া হয়, একটি গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয় এবং একটি মর্তবা বুলন্দ করিয়া দেওয়া হয়। (ইবনে হিব্বান)

١٥٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ لِلّٰهِ تَعَالٰى أَقْوَامًا يَخْتَصُّهُمْ بِالنِّعَمِ لِمَنَافِعِ الْعِبَادِ وَيُقِرُّهَا فِيْهِمْ مَا بَذَلُوهَا، فَإِذَا مَنَعُوهَا نَزَعَهَا مِنْهُمْ فَحَوَّلَهَا إِلٰى غَيْرِهِمْ. رواه الطبرانى فى الكبير، وأبو نعيم فى الحلية وهو حديث حسن، الجامع الصغير ١/٢٥٨

১৫৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা কিছু লোককে বিশেষভাবে নেয়ামতসমুহ এইজন্য দান করেন যাহাতে তাহারা মানুষের উপকার করে। যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা মানুষের উপকার করিতে থাকে আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে এইসব নেয়ামতের মধ্যেই রাখেন। আর যখন তাহারা এইরূপ করা ছাড়িয়া দেয়, তখন আল্লাহ তায়ালা তাহাদের হইতে নেয়ামতসমূহ লইয়া অন্যদেরকে দিয়া দেন। (তাবারানী, হিলইয়াতুল আওলিয়া, জামে সগীর)

١٥٥- عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: تَبَسُّمُكَ فِيْ وَجْهِ أَخِيْكَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِيْ أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيْءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيْقِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِيْ دَلْوِ أَخِيْكَ لَكَ صَدَقَةٌ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء فى صنائع المعروف، رقم:١٩٥٦

১৫৫. হযরত আবু যার (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমার আপন (মুসলমান) ভাইয়ের জন্য মুচকি হাসি সদকা। কাহাকেও তোমার নেক কাজের হুকুম

করা ও খারাপ কাজ হইতে ফিরাইয়া রাখা সদকা। কোন পথভ্রষ্টকে রাস্তা বলিয়া দেওয়া সদকা। দুর্বল দৃষ্টিসম্পন্ন লোককে রাস্তা দেখান সদকা। পাথর, কাঁটা, হাড্ডি (ইত্যাদি) রাস্তা হইতে সরাইয়া দেওয়া সদকা এবং তোমার নিজের বালতি হইতে নিজ (মুসলমান) ভাইয়ের বালতিতে পানি ঢালিয়া দেওয়া সদকা। (তিরমিযী)

١٥٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ مَشَى فِيْ حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ خَيْرًا لَهُ مِنِ اعْتِكَافِهِ عَشْرَ سِنِيْنَ، وَمَنِ اعْتَكَفَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ جَعَلَ اللّٰهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ ثَلَاثَ خَنَادِقَ، كُلُّ خَنْدَقٍ أَبْعَدُ مَا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ. رواه الطبراني في الأوسط وإسناده جيد، مجمع الزوائد ٨/ ٣٥١

১৫৬. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আপন কোন ভাইয়ের কাজের জন্য পায়ে হাঁটিয়া যায়, তাহার এই কাজ দশ বৎসরের এতেকাফ অপেক্ষা উত্তম। যে ব্যক্তি একদিনের এতেকাফও আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য করে আল্লাহ তায়ালা তাহার ও জাহান্নামের মধ্যে তিন খন্দক আড় করিয়া দেন। প্রতি খন্দক আসমান ও জমিনের দূরত্ব হইতে বেশী। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٥٧- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَأَبِي طَلْحَةَ بْنِ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ يَقُوْلَانِ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَا مِنِ امْرِئٍ يَخْذُلُ امْرَءًا مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يُنْتَهَكُ فِيْهِ حُرْمَتُهُ وَيُنْتَقَصُ فِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ إِلَّا خَذَلَهُ اللّٰهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيْهِ نُصْرَتَهُ، وَمَا مِنِ امْرِئٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يُنْتَقَصُ فِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنْتَهَكُ فِيْهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللّٰهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ نُصْرَتَهُ. رواه أبوداود، باب الرجل يذب

১৫৭. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ ও হযরত আবু তালহা ইবনে সাহল আনসারী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের সাহায্য হইতে এমন সময় হাত গুটাইয়া লয় যখন তাহার ইজ্জতের উপর হামলা করা হইতেছে এবং তাহার সম্মানের ক্ষতি করা হইতেছে, তখন আল্লাহ

তায়ালা তাহাকে এমন সময় নিজের সাহায্য হইতে বঞ্চিত রাখিবেন যখন সে আল্লাহ তায়ালার সাহায্যের আগ্রহী (ও তলবকারী) হইবে। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের এমন সময় সাহায্য ও সহানুভূতি করে যখন তাহার ইজ্জতের উপর হামলা করা হইতেছে ও সম্মান নষ্ট করা হইতেছে, তখন আল্লাহ তায়ালা এমন সময় তাহার সাহায্য করিবেন যখন সে আল্লাহ তায়ালার সাহায্য প্রার্থনা করিবে। (আবু দাউদ)

١٥٨- عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ لَا يَهْتَمُّ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ، وَمَنْ لَمْ يُصْبِحْ وَيُمْسِ نَاصِحًا لِلّٰهِ، وَلِرَسُوْلِهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِإِمَامِهِ، وَلِعَامَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ. رواه الطبراني من رواية عبد الله بن جعفر، الترغيب ٢/٥٧٧، وعبد الله بن جعفر وثقه أبو حاتم وأبوزرعة وابن حبان، الترغيب ٤/٥٧٣

১৫৮. হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি মুসলমানদের বিভিন্ন বিষয় ও সমস্যাবলীকে গুরুত্ব দেয় না বা উহা সম্পর্কে চিন্তা করে না, সে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর যে ব্যক্তি সকাল বিকাল আল্লাহ তায়ালা, আল্লাহ তায়ালার রাসূল, তাঁহার কিতাব, তাঁহাদের ইমাম অর্থাৎ বর্তমান খলীফা এবং মুসলমান জনসাধারণের জন্য নিঃস্বার্থ কল্যাণ কামনাকারী না হইবে, অর্থাৎ যে ব্যক্তি রাত্র দিনে কখনও এই নিঃস্বার্থ কল্যাণ কামনা হইতে খালি হইবে সে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত নয়। (তাবারানী, তারগীব)

١٥٩- عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِي حَاجَتِهِ. (وهو جزء من الحديث) رواه أبوداؤد، باب المؤاخاة، رقم: ٤٨٩٣

১৫৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আপন মুসলমান ভাইয়ের প্রয়োজন মিটায় আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রয়োজন মিটাইয়া দেন। (আবু দাউদ)

١٦٠- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ إِغَاثَةَ اللَّهْفَانِ. رواه البزار من رواية زياد بن عبد الله النميري وقد وثق وله شواهد، الترغيب ١/١٢٠

১৬০. হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ভাল কাজের দিকে পথ দেখায় সে ভাল কাজ করনেওয়ালার সমান ছওয়াব পায়। আর আল্লাহ তায়ালা পেরেশান ও বিপদগ্রস্ত লোকদের সাহায্য করা পছন্দ করেন।

(বায্যার, তারগীব)

١٦١- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اَلْمُؤْمِنُ يَأْلَفُ وَيُؤْلَفُ، وَلَا خَيْرَ فِيْ مَنْ لَا يَأْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ وَخَيْرُ النَّاسِ اَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ. رواه الدارقطنی وهو حديث صحيح، الجامع الصغير ٢/٦٦١

১৬১. হযরত জাবের (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঈমানওয়ালা নিজেও অন্যকে মহব্বত করে আর তাহাকেও অন্যরা মহব্বত করে। আর যে নিজে অন্যকে মহব্বত করে না এবং তাহাকেও অন্যেরা মহব্বত করে না ঐ ব্যক্তির মধ্যে কোন কল্যাণ নাই। আর সর্বোত্তম ব্যক্তি সে–ই যাহার দ্বারা মানুষের সর্বাধিক উপকার লাভ হয়। (দারা কুতনী, জামে সগীর)

١٦٢- عَنْ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ، قَالُوا: فَاِنْ لَّمْ يَجِدْ؟ قَالَ: فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوا: فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ اَوْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: فَيُعِيْنُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوْفَ قَالُوا: فَاِنْ لَّمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: فَلْيَأْمُرْ بِالْخَيْرِ اَوْ قَالَ: بِالْمَعْرُوْفِ قَالَ: فَاِنْ لَّمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: فَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَاِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ. رواه البخاری، باب كل معروف صدقة، رقم: ٦٠٢٢

১৬২. হযরত আবু মূসা আশআরী (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, প্রত্যেক মুসলমানের উচিত, সে যেন সদকা করে। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, যদি তাহার নিকট সদকা করার জন্য কিছু না থাকে তবে কি করিবে? এরশাদ করিলেন, নিজ হাতে মেহনত মজদুরী করিয়া নিজের উপকার করিবে এবং সদকাও করিবে। লোকেরা আরজ করিল, যদি ইহাও না করিতে পারে অথবা (করিতে পারে তবুও) না করে? এরশাদ করিলেন, কোন দুঃখিত মোহতাজ ব্যক্তির সাহায্য করিবে। আরজ করিল, যদি ইহাও না করে? এরশাদ করিলেন, কাহাকেও ভাল কথা বলিয়া দিবে। আরজ করিলেন, যদি ইহাও না করে। এরশাদ করিলেন, তবে (কমপক্ষে) কাহারও ক্ষতি করা হইতে

বিরত থাকিবে। কেননা ইহাও তাহার জন্য সদকা। (বোখারী)

١٦٣- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ: الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ، وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ يَكُفُّ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَيَحُوْطُهُ مِنْ وَرَآئِهِ. رواه أبو داوٗد، باب في النصيحة والحياطة، رقم:٤٩١٨

১৬৩. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য আয়নাস্বরূপ। এক মুমিন অপর মুমিনের ভাই। সে তাহার লোকসানকে রুখিয়া রাখে এবং সর্বদিক হইতে তাহার হেফাজত করে। (আবু দাউদ)

١٦٤- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُوْمًا، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا، كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: تَحْجُزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ، فَإِنَّ ذٰلِكَ نَصْرُهُ. رواه البخاري، باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه......، رقم:٦٩٥٢

১৬৪. হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আপন মুসলমান ভাইকে সর্বাবস্থায় সাহায্য কর ; চাই সে জালেম হোক অথবা মজলুম। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মজলুম হওয়ার অবস্থায় তো আমি তাহাকে সাহায্য করিব ; ইহা বলিয়া দিন যে, জালেম হওয়া অবস্থায় কিভাবে তাহার সাহায্য করিব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তাহাকে জুলুম করা হইতে ফিরাইয়া রাখ। কেননা জালেমকে জুলুম করা হইতে ফিরাইয়া রাখাই তাহার সাহায্য করা। (বোখারী)

١٦٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ: الرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمٰنُ، ارْحَمُوا أَهْلَ الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ. رواه أبو داوٗد، باب في الرحمة، رقم:٤٩٤١

১৬৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করেন যে, দয়াকারীদের উপর রহমান (আল্লাহ তায়ালা) রহম করেন। তোমরা জমিনবাসীদের উপর রহম

কর, তাহা হইলে আসমানওয়ালা (আল্লাহ তায়ালা) তোমাদের উপর রহম করিবেন। (আবু দাউদ)

١٢٦- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اَلْمَجَالِسُ بِالْاَمَانَةِ إِلَّا ثَلَاثَةَ مَجَالِسَ: سَفْكُ دَمٍ حَرَامٍ، أَوْ فَرْجٌ حَرَامٌ، أَوِ اقْتِطَاعُ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ. رواه أبوداؤد، باب في نقل الحديث، رقم:٤٨٦٩

১৬৬. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মজলিস হইল আমানত। (মজলিসের মধ্যে যে সমস্ত গোপন কথা বলা হয় সেইগুলি কাহাকেও বলা জায়েয নাই।) অবশ্য তিন প্রকার মজলিস এমন যে, সেইগুলি (আমানত নয়। বরং অন্যদের নিকট সেইগুলির কথা পৌঁছাইয়া দেওয়া জরুরী—) ১. যে মজলিসে নাহক খুন-খারাবীর ষড়যন্ত্র করা হয়। ২. যে মজলিসের সম্পর্ক যেনা-ব্যভিচারের সাথে রহিয়াছে। ৩. যে মজলিসের সম্পর্ক অন্যায়ভাবে কাহারও সম্পদ লুণ্ঠন করার সাথে রহিয়াছে। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ হাদীস শরীফে এই তিন প্রকার বিষয় উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে। উদ্দেশ্য এই যে, যদি কোন মজলিসে কোন গুনাহ, জুলুম ও অন্যায় বিষয়ের পরামর্শ হয় এবং তোমাকেও উহাতে শরীক করা হয় তবে উহাকে কোন অবস্থাতেই গোপন রাখিও না। (মাআরেফুল হাদীস)

١٢٧- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اَلْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلٰى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ. رواه النسائي، باب صفة المؤمن، رقم:٤٩٩٨

১৬৭. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুমিন ঐ ব্যক্তি যাহার ব্যাপারে মানুষ নিজেদের জানমাল সম্পর্কে নিরাপদ থাকে। (নাসাঈ)

١٢٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ. رواه البخاري، باب المسلم من سلم المسلمون.....

১৬৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুসলমান ঐ ব্যক্তি যাহার জবান ও হাত হইতে অন্য মুসলমান হেফাজতে থাকে। আর মুহাজির অর্থাৎ পরিত্যাগকারী ঐ ব্যক্তি যে ঐ সমস্ত কাজ ছাড়িয়া দেয় যাহা হইতে আল্লাহ তায়ালা নিষেধ করিয়াছেন। (বোখারী)

١٦٩- عَنْ أَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَىُّ الإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ. رواه البخارى، باب أى الإسلام أفضل، رقم:١١

১৬৯. হযরত আবু মূসা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন্ মুসলমানের ইসলাম শ্রেষ্ঠ? এরশাদ করিলেন, যে (মুসলমানের) জবান ও হাত হইতে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। (বোখারী)

ফায়দা ঃ জবানের দ্বারা কষ্ট পৌঁছানোর মধ্যে কাহারও সহিত ঠাট্টা–বিদ্রূপ করা, কাহাকেও অপবাদ দেওয়া, গালিগালাজ করা অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। আর হাত দ্বারা কষ্ট পৌঁছানোর মধ্যে কাহাকেও অন্যায়ভাবে মারধর করা, কাহারও সম্পদ অন্যায়ভাবে নেওয়া ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। (ফাতহুল বারী)

١٧٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ نَصَرَ قَوْمَهُ عَلٰى غَيْرِ الْحَقِّ فَهُوَ كَالْبَعِيْرِ الَّذِىْ رُدِّىَ فَهُوَ يُنْزَعُ بِذَنَبِهِ. رواه أبوداود، باب فى العصبية، رقم:٥١١٧

১৭০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আপন কওমকে অন্যায়ভাবে সাহায্য করে সে ঐ উটের মত যাহা কোন কূয়াতে পড়িয়া গিয়াছে এবং উহাকে লেজ ধরিয়া বাহির করা হইতেছে। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ অর্থ এই যে, কওমকে অন্যায়ভাবে সাহায্য করিয়া সম্মান হাসিল করা এমনই অসম্ভব যেমন কুয়াতে পতিত উটকে লেজ ধরিয়া বাহির করা অসম্ভব। (মাজমায়ে বিহারিল আনওয়ার)

١٧١- عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلٰى عَصَبِيَّةٍ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلٰى عَصَبِيَّةٍ، وَلَيْسَ

১৭১. হযরত জুবায়ের ইবনে মুতঈম (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আসাবিয়াতের অহমিকার দাওয়াত দেয় সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর যে ব্যক্তি আসাবিয়াতের ভিত্তির উপর লড়াই করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর যে আসাবিয়াতের জোশের উপর মারা যায় সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। (আবু দাউদ)

١٧٢- عَنْ فُسَيْلَةَ رَحِمَهَا اللّٰهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ أَبَاهَا يَقُوْلُ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَمِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يُحِبَّ الرَّجُلُ قَوْمَهُ قَالَ: لَا، وَلٰكِنْ مِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يَنْصُرَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ. رواه أحمد ٤/١٠٧

১৭২. হযরত ফুসাইলা (রহঃ) বলেন, আমি আমার পিতাকে এই বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আপন কওমকে মহব্বত করাও কি আসাবিয়াতের অন্তর্ভুক্ত? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আপন কওমকে মহব্বত করা আসাবিয়াত নয়। বরং আসাবিয়াত এই যে, কওমের অন্যায়ের উপর থাকা সত্ত্বেও মানুষ নিজের কওমকে সাহায্য করে। (মুসনাদে আহমদ)

١٧٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: كُلُّ مَخْمُوْمِ الْقَلْبِ، صَدُوْقِ اللِّسَانِ قَالُوا: صَدُوْقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ فَمَا مَخْمُوْمُ الْقَلْبِ؟ قَالَ: هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ لَا إِثْمَ فِيْهِ وَلَا بَغْيَ وَلَا غِلَّ وَلَا حَسَدَ. رواه ابن ماجه، باب الورع والتقوى، رقم:٤٢١٦

১৭৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইল, মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কে? তিনি এরশাদ করিলেন, প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যে দিলের দিক দিয়া মাখমুম এবং জবানের দিক দিয়া সত্যবাদী হয়। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, জবানের দিক দিয়া সত্যবাদী ইহা তো আমরা বুঝিতেছি কিন্তু দিলের দিক দিয়া মাখমুম দ্বারা কি উদ্দেশ্য। এরশাদ করিলেন, দিলের দিক দিয়া মাখমুম ঐ ব্যক্তি যে

পরহেজগার, যাহার দিল পরিষ্কার, যাহার উপর না গুনাহের বোঝা আছে, না জুলুমের বোঝা আছে, না তাহার দিলের মধ্যে কাহারও প্রতি হিংসা বা বিদ্বেষ আছে। (ইবনে মাজাহ)

ফায়দা ঃ 'যাহার দিল পরিষ্কার হয়' দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ ব্যক্তি যাহার দিল আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন কিছুর কল্পনা ও অহেতুক চিন্তা–ফিকির হইতে পবিত্র হয়। (মাজাহেরে হক)

١٧٤-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَا يُبَلِّغُنِيْ اَحَدٌ مِنْ اَصْحَابِيْ عَنْ اَحَدٍ شَيْئًا فَإِنِّيْ اُحِبُّ اَنْ اَخْرُجَ إِلَيْكُمْ وَاَنَا سَلِيْمُ الصَّدْرِ. رواه أبوداؤد، باب في رفع الحديث من المجلس، رقم: ٤٨٦٠

১৭৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার সাহাবীগণের মধ্য হইতে কেহ যেন আমার নিকট কাহারও সম্পর্কে কোন কথা না পৌঁছায়। কেননা আমার দিল চায় যে, আমি যখন তোমাদের নিকট আসি তখন যেন আমার দিল তোমাদের সকলের ব্যাপারে পরিষ্কার থাকে। (আবু দাউদ)

١٧٥-عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا جُلُوْسًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: يَطْلُعُ الْآنَ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَطَلَعَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ تَنْطِفُ لِحْيَتُهُ مِنْ وُضُوْءِهِ، وَقَدْ تَعَلَّقَ نَعْلَيْهِ بِيَدِهِ الشِّمَالِ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِثْلَ ذٰلِكَ، فَطَلَعَ الرَّجُلُ مِثْلَ الْمَرَّةِ الْاُوْلٰى، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِثْلَ مَقَالَتِهِ اَيْضًا، فَطَلَعَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ مِثْلَ حَالِهِ الْاُوْلٰى، فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ ﷺ تَبِعَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو فَقَالَ: اِنِّيْ لَاحَيْتُ اَبِيْ فَأَقْسَمْتُ اَنْ لَا اَدْخُلَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا، فَإِنْ رَأَيْتَ اَنْ تُؤْوِيَنِيْ إِلَيْكَ حَتّٰى تَمْضِيَ فَعَلْتُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ اَنَسٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: فَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يُحَدِّثُ اَنَّهُ بَاتَ مَعَهُ تِلْكَ الثَّلَاثَ اللَّيَالِيَ، فَلَمْ يَرَهُ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ شَيْئًا غَيْرَ اَنَّهُ إِذَا تَعَارَّ وَتَقَلَّبَ عَلٰى فِرَاشِهِ ذَكَرَ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ وَكَبَّرَ

حَتّٰى يَقُوْمَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ. قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ: غَيْرَ أَنِّى لَمْ أَسْمَعْهُ يَقُوْلُ إِلَّا خَيْرًا، فَلَمَّا مَضَتِ الثَّلَاثُ اللَّيَالِىْ وَكِدْتُّ أَنْ أَحْتَقِرَ عَمَلَهُ، قُلْتُ: يَا عَبْدَ اللّٰهِ! لَمْ يَكُنْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ أَبِى غَضَبٌ وَلَا هُجْرٌ وَلٰكِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَنَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الْآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَطَلَعْتَ أَنْتَ الثَّلَاثَ الْمَرَّاتِ، فَأَرَدْتُ أَنْ آوِىَ إِلَيْكَ فَأَنْظُرَ مَا عَمَلُكَ؟ فَأَقْتَدِىْ بِكَ، فَلَمْ أَرَكَ عَمِلْتَ كَثِيْرَ عَمَلٍ، فَمَا الَّذِىْ بَلَغَ بِكَ مَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ؟ قَالَ: مَا هُوَ إِلَّا مَا رَأَيْتَ، قَالَ: فَلَمَّا وَلَّيْتُ دَعَانِىْ فَقَالَ: مَا هُوَ إِلَّا مَا رَأَيْتَ غَيْرَ أَنِّى لَا أَجِدُ فِى نَفْسِىْ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ غِشًّا وَلَا أَحْسِدُ أَحَدًا عَلٰى خَيْرٍ أَعْطَاهُ اللّٰهُ إِيَّاهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ: هٰذِهِ الَّتِىْ بَلَغَتْ بِكَ وَهِىَ الَّذِىْ لَا نُطِيْقُ. رواه أحمد والبزار بنحوه ورجال أحمد رجال الصحيح، مجمع الزوائد٨/ ١٥٠

১৭৫. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বসিয়াছিলাম। তিনি এরশাদ করিলেন, এখনই তোমাদের নিকট একজন বেহেশতী লোক আসিবে। এমন সময় একজন আনসারী আসিলেন। যাহার দাড়ি হইতে অজুর পানির ফোটা টপকাইয়া পড়িতেছিল এবং তিনি জুতা বাম হাতে লইয়া রাখিয়াছিলেন। দ্বিতীয় দিনও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ কথাই বলিলেন এবং সেই আনসারী ঐ অবস্থাতেই আসিলেন, যে অবস্থাতে প্রথমবার আসিয়াছিলেন। তৃতীয় দিন আবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ কথাই বলিলেন এবং সেই আনসারী ঐ প্রথম অবস্থাতেই আসিলেন। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মজলিস হইতে) উঠিলেন তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) সেই আনসারীর পিছনে গেলেন এবং তাহাকে বলিলেন, আমার পিতার সহিত আমার ঝগড়া হইয়া গিয়াছে, যে কারণে আমি কসম খাইয়াছি যে, তিন দিন তাহার নিকট যাইব না। যদি আপনি ভাল মনে করেন তবে আমাকে আপনার এখানে তিন দিন অবস্থান করিতে দিন। তিনি বলিলেন, বেশ ভাল। হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বর্ণনা করিতেন যে, আমি তাহার নিকট তিন রাত্র অতিবাহিত করিয়াছি। আমি তাহাকে রাত্রে কোন এবাদত করিতে দেখি

নাই। তবে যখন রাত্রে তাহার চোখ খুলিয়া যাইত এবং বিছানার উপর পার্শ্ব বদলাইতেন তখন আল্লাহ তায়ালার যিকির করিতেন ও আল্লাহু আকবার বলিতেন। এইভাবে ফজরের নামাযের জন্য বিছানা হইতে উঠিতেন। আরেকটি বিষয় ইহাও ছিল যে, আমি তাঁহার নিকট হইতে ভাল ছাড়া অন্য কিছু শুনি নাই। যখন তিন রাত্র অতিবাহিত হইয়া গেল এবং আমি তাঁহার আমলকে মামুলি মনে করিতে লাগিলাম (এবং আমি আশ্চর্যবোধ করিতেছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার জন্য এত বড় সুসংবাদ দিয়াছেন অথচ তাঁহার কোন খাছ আমল তো নাই!) তখন আমি তাহাকে বলিলাম, হে আল্লাহর বান্দা, আমার এবং আমার পিতার মধ্যে না কোন অসন্তুষ্টি হইয়াছে এবং না কোন বিচ্ছেদ হইয়াছে। তবে ঘটনা এই যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (আপনার সম্পর্কে) তিনবার এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি—এখনই তোমাদের নিকট একজন বেহেশতী লোক আসিবে। অতঃপর তিনবারই আপনি আসিয়াছেন। তখন আমি ইচ্ছা করিলাম যে, আমি আপনার এখানে থাকিয়া আপনার বিশেষ আমল দেখিব। যাহাতে (ঐ আমলগুলির ব্যাপারে) আপনার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিব। আমি আপনাকে বেশী আমল করিতে দেখি নাই। (এখন আপনি বলুন,) আপনার ঐ বিশেষ আমল কোনটি যাহার কারণে আপনি এই মর্তবায় পৌঁছিয়াছেন? যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার সম্পর্কে এরশাদ করিয়াছেন। ঐ আনসারী বলিলেন, আমার কোন খাছ আমল তো নাই। এই সব আমলই আছে যাহা তুমি দেখিয়াছ। হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, (আমি ইহা শুনিয়া রওয়ানা দিলাম।) যখন আমি ফিরিয়া চলিলাম তখন তিনি আমাকে ডাকিলেন এবং বলিলেন, আমার আমল তো ঐগুলিই যাহা তুমি দেখিয়াছ। অবশ্য একটা কথা এই যে, আমার দিলের মধ্যে কোন মুসলমান সম্পর্কে কুটিলতা নাই এবং কাহাকেও আল্লাহ তায়ালা কোন খাছ নেয়ামত দান করিয়া রাখিলে উহার উপর আমি তাহাকে হিংসা করি না। হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, ইহাই সেই আমল, যাহার কারণে আপনি ঐ মর্তবায় পৌঁছিয়াছেন। আর ইহা এমন আমল যাহা আমরা করিতে পারি না।

(মুসনাদে আহমাদ, বাযযার, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٨٢- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ وَسَّعَ عَلٰى مَكْرُوْبٍ كُرْبَةً فِى الدُّنْيَا وَسَّعَ اللّٰهُ عَلَيْهِ كُرْبَةً فِى الْآخِرَةِ،

وَمَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ فِي الْآخِرَةِ، وَاللّٰهُ فِيْ عَوْنِ الْمَرْءِ مَا كَانَ فِيْ عَوْنِ أَخِيْهِ. رواه أحمد ٢/٢٧٤

১৭৬. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন বিপদগ্রস্ত মানুষের বিপদ দূর করে আল্লাহ তায়ালা তাহার আখেরাতের বিপদ দূর করিবেন। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন মুসলমানের দোষত্রুটি গোপন রাখে, আল্লাহ তায়ালা আখেরাতে তাহার দোষত্রুটি গোপন রাখিবেন। যতক্ষণ মানুষ তাহার ভাইয়ের সাহায্য করিতে থাকে আল্লাহ তায়ালা তাহার সাহায্য করিতে থাকেন। (মুসনাদে আহমাদ)

١٧٧-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: كَانَ رَجُلَانِ فِي بَنِي إِسْرَائِيْلَ مُتَوَاخِيَيْنِ، فَكَانَ أَحَدُهُمَا يُذْنِبُ وَالْآخَرُ مُجْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَةِ، فَكَانَ لَا يَزَالُ الْمُجْتَهِدُ يَرَى الْآخَرَ عَلَى الذَّنْبِ فَيَقُوْلُ: أَقْصِرْ، فَوَجَدَهُ يَوْمًا عَلٰى ذَنْبٍ فَقَالَ لَهُ: أَقْصِرْ، فَقَالَ: خَلِّنِي وَرَبِّي أَبُعِثْتَ عَلَيَّ رَقِيْبًا؟ فَقَالَ: وَاللّٰهِ! لَا يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكَ أَوْ لَا يُدْخِلُكَ اللّٰهُ الْجَنَّةَ، فَقُبِضَ أَرْوَاحُهُمَا، فَاجْتَمَعَا عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، فَقَالَ لِهٰذَا الْمُجْتَهِدِ: أَكُنْتَ بِيْ عَالِمًا أَوْ كُنْتَ عَلٰى مَا فِي يَدِيْ قَادِرًا؟ وَقَالَ لِلْمُذْنِبِ: إِذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي، وَقَالَ لِلْآخَرِ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ. رواه أبوداؤد، باب في النهي عن البغي، رقم: ٤٩٠١

১৭৭. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, বনী ইসরাঈলে দুই বন্ধু ছিল। তাহাদের মধ্যে একজন গুনাহ করিত এবং দ্বিতীয় জন খুব এবাদত করিত। এবাদতকারী যখনই গুনাহগারকে গুনাহ করিতে দেখিত তখন তাহাকে বলিত, তুমি গুনাহ হইতে ফিরিয়া যাও। একদিন তাহাকে গুনাহ করিতে দেখিয়া বলিল, তুমি গুনাহ হইতে ফিরিয়া যাও। উত্তরে সে বলিল, আমাকে আমার রবের উপর ছাড়িয়া দাও (আমি বুঝিব এবং আমার রব বুঝিবে)। তোমাকে কি আমার উপর পাহারাদার বানাইয়া পাঠানো হইয়াছে? আবেদ (রাগান্বিত হইয়া) বলিল, আল্লাহর কসম! আল্লাহ তায়ালা তোমাকে মাফ করিবেন না। অথবা ইহা বলিয়াছে যে,

আল্লাহ তায়ালা তোমাকে জান্নাতে দাখেল করিবেন না। অতঃপর দুইজনই মারা গেল এবং (রূহজগতে) উভয়েই আল্লাহ তায়ালার সামনে একত্রিত হইয়া গেল। আল্লাহ তায়ালা আবেদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি আমার সম্পর্কে জানিতে (যে, আমি মাফ করিব না)? অথবা মাফ করার বিষয়টি যাহা আমার ক্ষমতায় রহিয়াছে উহার উপর কি তোমার ক্ষমতা ছিল (যে, তুমি মাফ করা হইতে আমাকে ফিরাইয়া রাখিবে?) আর গুনাহগার লোকটিকে বলিলেন, আমার রহমতে জান্নাতে চলিয়া যাও। (কেননা সে রহমতের আশাবাদী ছিল।) আর দ্বিতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ আবেদ সম্পর্কে (ফেরেশতাগণকে) বলিলেন, তাহাকে জাহান্নামে লইয়া যাও।

(আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ উক্ত হাদীসের উদ্দেশ্য এই নয় যে, গুনাহের উপর সাহস করা হইবে। কেননা, এই গুনাহগার লোকটির ক্ষমা আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানীতে হইয়াছে। ইহা জরুরী নয় যে, প্রত্যেক গুনাহগারের সহিত একই আচরণ করা হইবে। কেননা নিয়ম তো ইহাই যে, গুনাহের উপর শাস্তি হয়।

উক্ত হাদীসের উদ্দেশ্য ইহাও নয় যে, গুনাহ ও নাজায়েয কাজে বাধা দেওয়া হইবে না। কেননা, কুরআন ও হাদীসের শত শত জায়গায় গুনাহের কাজে বাধা দেওয়ার হুকুম রহিয়াছে এবং বাধা না দেওয়ার উপর ধমকি আসিয়াছে। অবশ্য অর্থ এই যে, নেককার না আপন নেকীর উপর ভরসা করিবে, আর না বদকারের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত দিবে, আর না তাহাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিবে।

١٧٨-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: يُبْصِرُ أَحَدُكُمُ الْقَذَاةَ فِي عَيْنِ أَخِيْهِ وَيَنْسَى الْجِذْعَ فِي عَيْنِهِ. رواه ابن حبان،

قال المحقق: رجاله ثقات ١٣/٧٣

১৭৮. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষ আপন ভাইয়ের চোখের খড়কুটাও দেখিয়া ফেলে কিন্তু নিজের চোখের কড়িকাঠ (অর্থাৎ বড় কাঠের ভিমও দেখে না।) (ইবনে হিব্বান)

ফায়দা ঃ অর্থ এই যে, অন্যদের ছোট হইতেও ছোট দোষ নজরে আসিয়া যায় আর নিজের বড় বড় দোষও নজরে আসে না।

١٧٩- عَنْ أَبِىْ رَافِعٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ أَرْبَعِيْنَ كَبِيْرَةً، وَمَنْ حَفَرَ لِأَخِيْهِ قَبْرًا حَتّٰى يُجِنَّهُ فَكَأَنَّمَا أَسْكَنَهُ مَسْكَنًا حَتّٰى يُبْعَثَ. رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد٣/١١٤

১৭৯. হযরত আবু রাফে (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয় এবং তাহার গোপনাঙ্গকে অতঃপর যদি তাহার কোন দোষত্রুটি পায় তবে উহাকে গোপন রাখে, আল্লাহ তায়ালা তাহার ৪০টি বড় গুনাহ মাফ করিয়া দেন। আর যে ব্যক্তি আপন ভাই (অর্থাৎ মাইয়্যেত)এর জন্য কবর খোঁড়ে এবং তাহাকে কবরে দাফন করে তবে সে যেন (কিয়ামতের দিন) পুনরায় জিন্দা হওয়া পর্যন্ত তাহাকে একটি ঘরে স্থান করিয়া দিল। অর্থাৎ তাহার এই পরিমাণ সওয়াব লাভ হয়, যে পরিমাণ সে ব্যক্তিকে কিয়ামত পর্যন্ত একটি ঘর দান করিলে সওয়াব লাভ হয়। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٨٠- عَنْ أَبِىْ رَافِعٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غُفِرَ لَهُ أَرْبَعِيْنَ مَرَّةً، وَمَنْ كَفَّنَ مَيِّتًا كَسَاهُ اللّٰهُ مِنَ السُّنْدُسِ وَإِسْتَبْرَقِ الْجَنَّةِ. (الحديث) رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبى ١/٣٥٤

১৮০. হযরত আবু রাফে (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয় এবং তাহার গোপনাঙ্গ আর কোন দোষ পাইলে গোপন করিয়া রাখে তবে ৪০ বার তাহাকে ক্ষমা করা হয়। আর যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তিকে কাফন দেয় আল্লাহ তায়ালা তাহাকে জান্নাতের মিহি ও মোটা রেশমের পোশাক পরাইবেন। (মুসতাদরাকে হাকেম)

١٨١- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ فِىْ قَرْيَةٍ أُخْرٰى، فَأَرْصَدَ اللّٰهُ لَهُ عَلٰى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا، فَلَمَّا أَتٰى عَلَيْهِ قَالَ: أَيْنَ تُرِيْدُ؟ قَالَ: أُرِيْدُ أَخًا لِىْ فِىْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ، قَالَ: هَلْ لَكَ

عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ قَالَ: لَا، غَيْرَ أَنِّيْ أَحْبَبْتُهُ فِي اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ، قَالَ: فَإِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ إِلَيْكَ، بِأَنَّ اللّٰهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيْهِ.

رواه مسلم، باب فضل الحب فى الله تعالى، رقم:٦٥٤٩

১৮১. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এক ব্যক্তি আপন (মুসলমান) ভাইয়ের সহিত অন্য বস্তিতে সাক্ষাৎ করিবার জন্য রওয়ানা হইল আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তির পথে একজন ফেরেশতাকে বসাইয়া দিলেন। (যখন সে ঐ ফেরেশতার নিকট পৌঁছিল তখন) ফেরেশতা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা? সেই ব্যক্তি বলিল, আমি ঐ বস্তিতে বসবাসকারী আমার এক ভাইয়ের সহিত সাক্ষাতের জন্য যাইতেছি। ফেরেশতা বলিল, তাহার কাছে তোমার কোন পাওনা আছে কি? যাহা লইবার জন্য যাইতেছ? সেই ব্যক্তি বলিল, না ; আমার যাওয়ার কারণ শুধু এই যে, তাহার সঙ্গে আমার আল্লাহর জন্য মহব্বত রহিয়াছে। ফেরেশতা বলিল, আমাকে আল্লাহ তায়ালা তোমার নিকট এই কথা বলিবার জন্য পাঠাইয়াছেন যে, যেরূপ তুমি ঐ ভাইয়ের সহিত শুধু আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে মহব্বত কর, আল্লাহ তায়ালাও তোমাকে মহব্বত করেন। (মুসলিম)

١٨٢- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَجِدَ طَعْمَ الْإِيْمَانِ فَلْيُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ. رواه

أحمد والبزار ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ١/٢٦٨

১৮২. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি ইহা পছন্দ করে যে, ঈমানের স্বাদ তাহার হাসিল হইয়া যাক, তাহার উচিত যেন একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে অন্য (মুসলমান)কে মহব্বত করে। (মুসনাদে আহমদ)

١٨٣-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ مِنَ الْإِيْمَانِ أَنْ يُحِبَّ الرَّجُلُ رَجُلًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلّٰهِ مِنْ غَيْرِ مَالٍ أَعْطَاهُ فَذٰلِكَ الْإِيْمَانُ. رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله ثقات،

مجمع الزوائد ١٠/٤٨٥

১৮৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে ঈমানের (আলামতসমূহের) মধ্য হইতে একটি এই যে, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে শুধু আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের জন্য মহব্বত করিবে যদিও অপর ব্যক্তি তাহাকে সম্পদ (এবং পার্থিব স্বার্থ সম্পর্কিত কিছু) দেয় নাই। শুধু আল্লাহর জন্য মহব্বত করা ঈমানের (পূর্ণ) স্তর।

(তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٨٤- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَا تَحَابَّ رَجُلَانِ فِي اللّٰهِ تَعَالٰى إِلَّا كَانَ أَفْضَلُهُمَا أَشَدُّ حُبًّا لِصَاحِبِهِ. رواه

الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٤/١٧١

১৮৪. হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে দুই ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে একে অপরকে মহব্বত করে তাহাদের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তি, যে আপন সাথীকে বেশী মহব্বত করে। (মুসতাদরাকে হাকেম)

١٨٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ رَجُلًا لِلّٰهِ فَقَالَ: إِنِّيْ أُحِبُّكَ لِلّٰهِ فَدَخَلَا جَمِيْعًا الْجَنَّةَ، فَكَانَ الَّذِيْ أَحَبَّ أَرْفَعَ مَنْزِلَةً مِنَ الْآخَرِ، وَأَحَقَّ بِالَّذِيْ أَحَبَّ لِلّٰهِ.

رواه البزار بإسناد حسن، الترغيب ٤/١٧

১৮৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য কোন ব্যক্তিকে মহব্বত করে এবং (এই মহব্বত এই বলিয়া) প্রকাশ করে যে, আমি আল্লাহ তায়ালার জন্য তোমাকে মহব্বত করি। অতঃপর উভয়ই একত্রে জান্নাতে প্রবেশ করে। তবে (উক্ত দুই ব্যক্তির মধ্যে) যে ব্যক্তি মহব্বত প্রকাশ করিয়াছে সে অপরের তুলনায় উচ্চ মর্যাদাপ্রাপ্ত হইবে এবং সে এই মর্যাদা পাওয়ার বেশী হকদার হইবে। (বাযযার, তারগীব)

١٨٦- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَرْفَعُهُ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلَيْنِ تَحَابَّا فِي اللّٰهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ إِلَّا كَانَ أَحَبُّهُمَا إِلَى اللّٰهِ أَشَدُّهُمَا حُبًّا لِصَاحِبِهِ.

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير المعافى بن سليمان وهو ثقة، مجمع الزوائد ١٠/٤٨٩

১৮৬. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করেন, যে দুই ব্যক্তি পরস্পর একে অপরের অনুপস্থিতিতে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য মহব্বত করে, এই দুই ব্যক্তির মধ্যে আল্লাহ তায়ালার নিকট বেশী প্রিয় ঐ ব্যক্তি যে আপন সাথীকে বেশী মহব্বত করে। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٨٧-عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكٰى مِنْهُ عُضْوٌ، تَدَاعٰى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمّٰى. رواه مسلم، باب تراحم المؤمنين ...، رقم:٦٥٨٦

১৮৭. হযরত নোমান ইবনে বশীর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুসলমানদের একজন অপরজনকে মহব্বত করা, একজন অপরজনের উপর রহম করা, একজন অপরজনের প্রতি দয়া ও মেহেরবানী করার উদাহরণ দেহের ন্যায়। যখন তাহার একটি অঙ্গ কষ্ট ব্যথিত হয়, তখন এই ব্যথার কারণে দেহের অন্যান্য অঙ্গ–প্রত্যঙ্গও জ্বর ও অনিদ্রায় তাহার সঙ্গে শরীক হইয়া যায়। (মুসলিম)

١٨٨-عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: اَلْمُتَحَابُّوْنَ فِي اللّٰهِ فِيْ ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، يَغْبِطُهُمْ بِمَكَانِهِمُ النَّبِيُّوْنَ وَالشُّهَدَاءُ. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده جيد ٢/٣٣٨

১৮৮. হযরত মুয়ায (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য পরস্পর একে অপরকে মহব্বতকারী আরশের ছায়াতে স্থান পাইবে, যেদিন আরশের ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া হইবে না। নবীগণ ও শহীদগণ তাহাদের বিশেষ মর্যাদা ও সম্মানের কারণে তাহাদেরকে ঈর্ষা করিবেন। (ইবনে হিব্বান)

١٨٩-عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى: حُقَّتْ مَحَبَّتِيْ عَلَى الْمُتَحَابِّيْنَ فِيَّ، وَحُقَّتْ مَحَبَّتِيْ عَلَى الْمُتَنَاصِحِيْنَ فِيَّ، وَحُقَّتْ مَحَبَّتِيْ عَلٰى

الْمُتَزَاوِرِيْنَ فِيَّ، وَحُقَّتْ مَحَبَّتِيْ عَلَى الْمُتَبَاذِلِيْنَ فِيَّ، وَهُمْ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّوْنَ وَالصِّدِّيْقُوْنَ بِمَكَانِهِمْ. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده جيد٢/٣٣٨، وعند أحمد٥/٢٣٩: عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَحُقَّتْ مَحَبَّتِيْ لِلْمُتَوَاصِلِيْنَ فِيَّ. وعند مالك ص٧٢٣ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَجَبَتْ مَحَبَّتِيْ لِلْمُتَجَالِسِيْنَ فِيَّ. وعند الطبراني في الثلاثة: عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَقَدْ حُقَّتْ مَحَبَّتِيْ لِلَّذِيْنَ يَتَصَادَقُوْنَ مِنْ أَجْلِيْ. مجمع الزوائد١٠/٤٩٥

১৮৯. হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তায়ালার এই এরশাদ নকল করেন। 'আমার মহব্বত ঐসব লোকের জন্য ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে' যাহারা আমার কারণে একে অপরকে মহব্বত করে। 'আমার মহব্বত ঐসব লোকের জন্য ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে' যাহারা আমার কারণে একে অপরের মঙ্গল কামনা করে। 'আমার মহব্বত ঐসব লোকের জন্য ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে' যাহারা আমার কারণে একে অপরের সহিত সাক্ষাৎ করে। 'আমার মহব্বত ঐসব লোকের জন্য ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে' যাহারা আমার কারণে একে অপরের জন্য খরচ করে। তাহারা নূরের মিম্বরের উপর অবস্থান করিবে। তাহাদের বিশেষ মর্যাদার কারণে নবীগণ ও সিদ্দীকগণ তাহাদের প্রতি ঈর্ষা করিবেন।

(ইবনে হিব্বান)

হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রাযিঃ)এর বর্ণনায় আছে যে, 'আমার মহব্বত ঐসব লোকের জন্য ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে' যাহারা আমার জন্য একে অপরের সহিত সম্পর্ক রাখে। (মুসনাদে আহমদ)

হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাযিঃ)এর রেওয়ায়াত আছে যে, 'আমার মহব্বত ঐসব লোকের জন্য ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে' যাহারা আমার জন্য একে অপরের সহিত বসে। (মোয়াত্তা ইমাম মালেক)

হযরত আমর ইবনে আবাসা (রাযিঃ)এর বর্ণনায় আছে যে, 'আমার মহব্বত ঐসব লোকের জন্য ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে' যাহারা একে অপরের সহিত বন্ধুত্ব রাখে। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٩٠- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ: اَلْمُتَحَابُّونَ فِيْ جَلَالِيْ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُوْرٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّوْنَ وَالشُّهَدَاءُ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء في الحب في الله، رقم: ٢٣٩٠

১৯০. হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই হাদীসে কুদসী বয়ান করিতে শুনিয়াছি, আল্লাহ তায়ালা বলেন, ঐসকল বান্দা যাহারা আমার বড়ত্ব ও মহত্বের কারণে পরস্পর মহব্বত রাখে তাহাদের জন্য নূরের মিম্বর হইবে। তাহাদের উপর নবীগণ ও শহীদগণও ঈর্ষা করিবেন। (তিরমিযী)

١٩١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ لِلّٰهِ جُلَسَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ يَمِيْنِ الْعَرْشِ، وَكِلْتَا يَدَيِ اللّٰهِ يَمِيْنٌ، عَلٰى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ وُجُوْهُهُمْ مِنْ نُوْرٍ، لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ وَلَا صِدِّيْقِيْنَ. قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَنْ هُمْ؟ قَالَ: هُمُ الْمُتَحَابُّوْنَ بِجَلَالِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى. رواه الطبراني ورجاله وثقوا، مجمع الزوائد ١٠/٤٩١

১৯১. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার কিছুসংখ্যক বান্দা আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে বসিবে। যাহারা আরশের ডানদিকে হইবে এবং আল্লাহ তায়ালার উভয় হাতই ডান হাত। তাহারা নূরের মিম্বরের উপর বসিয়া থাকিবে। তাহাদের চেহারা নূরের হইবে। তাহারা না নবী হইবেন, না শহীদ, না সিদ্দীক। আরজ করা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহারা কাহারা হইবেন? এরশাদ করিলেন, তাহারা ঐসব লোক হইবেন যাহারা আল্লাহ তায়ালার বড়ত্ব ও মহত্বের কারণে একে অপরের সহিত মহব্বত রাখিত।

(তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٩٢- عَنْ أَبِيْ مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: يٰاَيُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوا وَاعْقِلُوا، وَاعْلَمُوا اَنَّ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ عِبَادًا لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ، يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ عَلٰى

مَجَالِسِهِمْ وَقُرْبِهِمْ مِنَ اللّٰهِ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَعْرَابِ مِنْ قَاصِيَةِ النَّاسِ، وَأَلْوَى بِيَدِهِ إِلٰى نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللّٰهِ! نَاسٌ مِنَ النَّاسِ لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ، يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ عَلٰى مَجَالِسِهِمْ وَقُرْبِهِمْ مِنَ اللّٰهِ، انْعَتْهُمْ لَنَا يَعْنِي: صِفْهُمْ لَنَا، فَسُرَّ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِسُؤَالِ الْأَعْرَابِيِّ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: هُمْ نَاسٌ مِنْ أَفْنَاءِ النَّاسِ وَنَوَازِعِ الْقَبَائِلِ لَمْ تَصِلْ بَيْنَهُمْ أَرْحَامٌ مُتَقَارِبَةٌ، تَحَابُّوا فِي اللّٰهِ وَتَصَافَوْا يَضَعُ اللّٰهُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ فَيُجْلِسُهُمْ عَلَيْهَا، فَيَجْعَلُ وُجُوْهَهُمْ نُوْرًا وَثِيَابَهُمْ نُوْرًا، يَفْزَعُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَفْزَعُوْنَ، وَهُمْ أَوْلِيَاءُ اللّٰهِ الَّذِيْنَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ. رواه أحمد ٥/٣٤٣

১৯২. হযরত আবু মালেক আশআরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হে লোকসকল! শোন এবং বুঝ এবং জানিয়া লও যে, আল্লাহ তায়ালার কিছু বান্দা এমন আছে, যাহারা নবী নহেন এবং শহীদ নহেন। তাহাদের বসিবার বিশেষ স্থান এবং আল্লাহ তায়ালার সহিত তাহাদের বিশেষ নৈকট্য ও সম্পর্কের কারণে নবী ও শহীদগণ তাহাদের প্রতি ঈর্ষা করিবেন। একজন গ্রাম্য লোক মদীনা মুনাওয়ারা হইতে দূরবর্তী (গ্রামে) বসবাসকারী ছিল, সে সেখানে উপস্থিত ছিল। নিজের দিকে (মনোযোগী করার জন্য) হাত দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ইশারা করিল ও আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিছু লোক এমন হইবে যাহারা নবী হইবেন না এবং শহীদও হইবেন না, নবীগণ ও শহীদগণ তাহাদের বসিবার বিশেষ স্থান এবং আল্লাহ তায়ালার সহিত তাহাদের বিশেষ নৈকট্য ও সম্পর্কের কারণে তাহাদের উপর ঈর্ষা করিবেন। আপনি তাহাদের অবস্থা বয়ান করিয়া দিন। অর্থাৎ তাহাদের গুণাবলী বয়ান করিয়া দিন। এই গ্রাম্য লোকের প্রশ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারকে খুশির আছর প্রকাশ হইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, ইহারা অপ্রসিদ্ধ লোক ও বিভিন্ন গোত্রের লোক হইবে। যাহাদের মধ্যে পরস্পর এমন কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক হইবে না, যে কারণে তাহারা একে অপরের নিকটবর্তী হয়। তাহারা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য একে অপরকে খাঁটি সত্য মহব্বত করিত।

আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তাহাদের জন্য নূরের মিম্বর রাখিবেন যেগুলির উপর তাহাদিগকে বসাইবেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাহাদের চেহারা নূরানী করিয়া দিবেন। কেয়ামতের দিন যখন সমস্ত লোক ঘাবড়াইতে থাকিবে তখন তাহারা কোন রকম ঘাবড়াইবে না। তাহারা আল্লাহ তায়ালার বন্ধু। তাহাদের না কোন ভয় থাকিবে, আর না তাহারা কোন রকম চিন্তিত হইবে। (মুসনাদে আহমাদ)

١٩٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! كَيْفَ تَقُوْلُ فِيْ رَجُلٍ أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ. رواه البخاری، باب علامة الحب فی اللّٰه . . . . ، رقم:٦١٦٩

১৯৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইল ও আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার কি খেয়াল যে একদল লোককে মহব্বত করে কিন্তু সে তাহাদের সঙ্গী হইতে পারে নাই। অর্থাৎ আমল ও নেক কাজের মধ্যে তাহাদের পুরাপুরি অনুসরণ করিতে পারে নাই? তিনি এরশাদ করিলেন, যে ব্যক্তি যাহাকে মহব্বত করে, সে তাহারই সহিত থাকিবে। অর্থাৎ আখেরাতে তাহার সঙ্গী করিয়া দেওয়া হইবে। (বোখারী)

١٩٤- عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَا أَحَبَّ عَبْدٌ عَبْدًا لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ إِلَّا أَكْرَمَ رَبَّهُ عَزَّوَجَلَّ. رواه أحمد٥/٢٥٩

১৯৪. হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে বান্দা আল্লাহ তায়ালার জন্য কোন বান্দাকে মহব্বত করিল, সে আপন মহান রবকে সম্মান করিল। (মুসনাদে আহমদ)

١٩٥- عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الْحُبُّ فِي اللّٰهِ وَالْبُغْضُ فِي اللّٰهِ. رواه أبوداؤد، باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم، رقم:٤٥٩٩

১৯৫. হযরত আবু যর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সর্বশ্রেষ্ঠ আমল হইল আল্লাহ

তায়ালার জন্য কাহাকেও মহব্বত করা এবং আল্লাহ তায়ালার জন্য কাহারও সহিত দুশমনি রাখা। (আবু দাউদ)

١٩٦- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ أَتَى أَخَاهُ يَزُوْرُهُ فِي اللّٰهِ إِلَّا نَادَاهُ مَلَكٌ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ طِبْتَ وَطَابَتْ لَكَ الْجَنَّةُ، وَإِلَّا قَالَ اللّٰهُ فِيْ مَلَكُوْتِ عَرْشِهِ: عَبْدِىْ زَارَ فِيَّ، وَعَلَيَّ قِرَاهُ، فَلَمْ يَرْضَ لَهُ بِثَوَابٍ دُوْنَ الْجَنَّةِ. (الحديث) رواه البزار وأبويعلى بإسناد جيد، الترغيب ٣/٣٦٤

১৯৬. হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে বান্দা আপন (মুসলমান) ভাইয়ের সহিত আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎ করিতে আসে, তখন আসমান হইতে একজন ফেরেশতা তাহাকে ডাকিয়া বলে, তুমি সচ্ছল জীবন যাপন কর, তোমার জন্য জান্নাত মোবারক হউক। আর আল্লাহ তায়ালা আরশওয়ালা ফেরেশতাদেরকে বলেন, আমার বান্দা আমার উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎ করিয়াছে। তাহার মেহমানদারী করা আমার জিম্মায় এবং উহা এই যে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে জান্নাত হইতে কম উহার বিনিময় দিবেন না। (বাযযার, আবু ইয়ালা, তারগীব)

١٩٧- عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَفِيَ فَلَمْ يَفِ وَلَمْ يَجِيءْ لِلْمِيْعَادِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. رواه أبوداود، باب فى العدة، رقم:٤٩٩٥

১৯৭. হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন মানুষ আপন ভাইয়ের সহিত কোন ওয়াদা করিল এবং তাহার এই ওয়াদাকে পূরণ করিবার নিয়ত ছিল কিন্তু পূরণ করিতে পারিল না এবং সে সময় মত আসিতে পারিল না,এমতাবস্থায় তাহার কোন গুনাহ হইবে না। (আবু দাউদ)

١٩٨- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن، باب ما جاء أن المستشار مؤتمن، رقم:٢٨٢٢

১৯৮. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যাহার সহিত কোন বিষয়ে পরামর্শ করা হয় সে বিষয়ে তাহার উপর নির্ভর করা হইয়াছে। (কাজেই তাহার উচিত যে, পরামর্শপ্রার্থীর গোপন ভেদ প্রকাশ না করে এবং ঐ পরামর্শই দান করে যাহা পরামর্শপ্রার্থীর জন্য বেশী উপকারী হয়।) (তিরমিযী)

١٩٩- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بِالْحَدِيْثِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِيَ أَمَانَةٌ. رواه أبوداؤد، باب في نقل الحديث، رقم:٤٨٦٨

১৯৯. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন কোন ব্যক্তি নিজের কোন কথা বলে অতঃপর এদিক সেদিক তাকায়, তখন ঐ কথা আমানত বলিয়া গণ্য হইবে। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ অর্থ এই যে, যদি কোন ব্যক্তি তোমার সহিত কথা বলে এবং সে তোমাকে ইহা না বলে যে, এই কথাকে গোপন রাখিবে কিন্তু যদি তাহার কোন ভঙ্গিতে তোমার অনুভব হয় যে, এই কথা অন্য কেহ জানিতে পারা সে পছন্দ করে না, যেমন কথা বলিতে সময় এদিক সেদিক তাকাইল, তখন তাহার এই কথা আমানত বলিয়া গণ্য হইবে। সুতরাং আমানতের মতই তাহার কথাকে হেফাজত করা তোমার উচিত হইবে। (মায়ারেফুল হাদীস)

٢٠٠- عَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوْبِ عِنْدَ اللّٰهِ أَنْ يَلْقَاهُ بِهَا عَبْدٌ بَعْدَ الْكَبَائِرِ الَّتِي نَهَى اللّٰهُ عَنْهَا أَنْ يَمُوْتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَدَعُ لَهُ قَضَاءً. رواه أبوداؤد، باب في التشديد في الدين، رقم:٣٣٤٢

২০০. হযরত আবু মূসা আশআরী (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করেন যে, ঐসব কবীরা গুনাহ (শিরক যিনা ইত্যাদি)এর পর যেগুলি আল্লাহ তায়ালা কঠোরভাবে নিষেধ করিয়াছেন তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহ এই যে, মানুষ এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে, তাহার উপর করজ রহিয়াছে এবং সে উহা আদায়ের কোন ব্যবস্থা করে নাই। (আবু দাউদ)

٢٠١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتّٰى يُقْضٰى عَنْهُ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن، باب ما جاء أن نفس المومن ٠٠٠٠٠، رقم:١٠٧٩

২০১. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুমিনের রূহ তাহার করজের কারণে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে (আরাম ও রহমতের ঐ স্থান পর্যন্ত পৌঁছে না যাহার ওয়াদা নেক লোকদের সহিত করা হইয়াছে) যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার করজ আদায় না করা হয়। (তিরমিযী)

٢٠٢-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: يُغْفَرُ لِلشَّهِيْدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ. رواه مسلم، باب من قتل فى سبيل الله ٠٠٠٠٠، رقم:٤٨٨٣

২০২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, করজ ছাড়া শহীদের অন্যান্য সমস্ত গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে। (মুসলিম)

٢٠٣-عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَحْشٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا جُلُوْسًا بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ حَيْثُ تُوْضَعُ الْجَنَائِزُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَيْنَا، فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَصَرَهُ قِبَلَ السَّمَاءِ، فَنَظَرَ ثُمَّ طَأْطَأَ بَصَرَهُ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلٰى جَبْهَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَ اللّٰهِ! سُبْحَانَ اللّٰهِ! مَاذَا نَزَلَ مِنَ التَّشْدِيْدِ! قَالَ: فَسَكَتْنَا يَوْمَنَا وَلَيْلَتَنَا فَلَمْ نَرَهَا خَيْرًا حَتّٰى أَصْبَحْنَا، قَالَ مُحَمَّدٌ: فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا التَّشْدِيْدُ الَّذِيْ نَزَلَ؟ قَالَ: فِي الدَّيْنِ، وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ عَاشَ ثُمَّ قُتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ عَاشَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يُقْضٰى دَيْنُهُ.

رواه أحمد٥/٢٨٩

২০৩. হযরত মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আমরা একদিন মসজিদের ময়দানে যেখানে জানাযা রাখা হইত বসা ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও

একরামে মুসলিম

আমাদের মধ্যে বসিয়াছিলেন। তিনি আসমানের দিকে দৃষ্টি মুবারক উঠাইলেন এবং কিছু দেখিলেন। অতঃপর দৃষ্টি নিচু করিলেন এবং (বিশেষ চিন্তার ভঙ্গীতে) নিজের হাত কপাল মুবারকের উপর রাখিলেন ও বলিলেন, সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাহ! কত কঠিন ধমকি নাযিল হইয়াছে! হযরত মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, ঐদিন এবং ঐ রাত্র সকাল পর্যন্ত আমরা সকলেই নিরব রহিলাম এবং এই নিরব থাকাকে আমরা ভাল মনে করি নাই। অতঃপর (সকালে) আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিলাম, কি কঠিন ধমকি নাযিল হইয়াছিল? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, কঠিন ধমকি করজ সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। ঐ যাতের কসম, যাহার হাতে মুহাম্মদের জান, যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার পথে শহীদ হয় তারপর জিন্দা হয় আবার শহীদ হয়, আবার জিন্দা হয় এবং তাহার জিম্মায় করজ থাকে সে জান্নাতে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রবেশ করিতে পারিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার করজ আদায় করিয়া না দেওয়া হয়। (মুসনাদে আহমাদ)

٢٠٤-عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اُتِىَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّىَ عَلَيْهَا فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِن دَيْنٍ؟ فَقَالُوا: لَا، فَصَلّٰى عَلَيْهِ، ثُمَّ اُتِىَ بِجَنَازَةٍ اُخْرَى فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَصَلُّوا عَلٰى صَاحِبِكُمْ، قَالَ اَبُوْقَتَادَةَ: عَلَىَّ دَيْنُهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! فَصَلّٰى عَلَيْهِ. رواه البخارى، باب من تكفل عن ميت ٠٠٠٠، رقم:٢٢٩٥

২০৪. হযরত সালামা ইবনে আকওয়া (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একটি জানাযা আনা হইল। যাহাতে তিনি ঐ ব্যক্তির জানাযার নামায পড়াইয়া দেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এই মৃত ব্যক্তির উপর কোন করজ আছে কি? লোকেরা আরজ করিল, নাই। তিনি তাহার জানাযার নামায পড়াইয়া দিলেন। অতঃপর দ্বিতীয় জানাযা আনা হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এই মৃত ব্যক্তির উপর কাহারও করজ আছে কি? লোকেরা আরজ করিল, জ্বি হাঁ। তিনি সাহাবীগণকে এরশাদ করিলেন, তোমরা আপন সাথীর জানাযার নামায পড়িয়া লও। হযরত আবু কাতাদা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহার করজ আমি আমার জিম্মায় লইয়া লইলাম। তিনি তাহার জানাযার নামাযও পড়াইয়া দিলেন। (বোখারী)

٢٠٥-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيْدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ. رواه البخاري، باب من أخذ أموال الناس . . . . ، رقم:٢٣٨٧

২০৫. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি লোকদের নিকট হইতে সম্পদ (করজ) গ্রহণ করে এবং সে করজ আদায়ের নিয়ত করিয়া থাকে আল্লাহ তায়ালা তাহার পক্ষ হইতে আদায় করিয়া দিবেন। আর যে ব্যক্তি কাহারও নিকট হইতে (করজ) গ্রহণ করে এবং উহা আদায় করিবার ইচ্ছাই তাহার না থাকে তখন আল্লাহ তায়ালা তাহার সম্পদ ধ্বংস করিয়া দিবেন।

ফায়দা ঃ 'আল্লাহ তায়ালা তাহার পক্ষ হইতে আদায় করিয়া দিবেন' ইহার অর্থ এই যে, আল্লাহ তায়ালা করজ আদায়ে তাহার সাহায্য করিবেন। যদি জিন্দেগীতে আদায় করিতে না পারে তবে আখেরাতে তাহার পক্ষ হইতে আদায় করিয়া দিবেন। 'আল্লাহ তায়ালা তাহার সম্পদ ধ্বংস করিয়া দিবেন' ইহার অর্থ এই যে, এই খারাপ নিয়তের কারণে তাহাকে জানি অথবা মালী লোকসান উঠাইতে হইবে। (ফতহুল বারী)

٢٠٦-عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: كَانَ اللهُ مَعَ الدَّائِنِ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيْمَا يَكْرَهُ اللهُ.

رواه ابن ماجه، باب من أدّان دينا وهو ينوى قضاءه، رقم:٢٤٠٩

২০৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির সাথে আছেন যতক্ষণ পর্যন্ত সে আপন ঋণ আদায় করে। তবে শর্ত এই যে, করজ কোন এইরূপ কাজের জন্য না লওয়া হইয়া থাকে, যাহা আল্লাহ তায়ালার নিকট অপছন্দ। (ইবনে মাজাহ)

٢٠٧-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اسْتَقْرَضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سِنًّا، فَأَعْطَى سِنًّا فَوْقَهُ، وَقَالَ: خِيَارُكُمْ مَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً. رواه

مسلم، باب جواز اقتراض الحيوان . . . . ، رقم:٤١١١

২০৭. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি উট করজ লইলেন। অতঃপর তিনি করজ আদায়ের সময় একটি বড় বয়স্ক উট দিলেন ও

এরশাদ করিলেন, তোমাদের মধ্যে সবচাইতে উত্তম লোক তাহারা, যাহারা করজ আদায়ের মধ্যে উত্তম। (মুসলিম)

٢٠٨-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي رَبِيْعَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: اسْتَقْرَضَ مِنِّي النَّبِيُّ ﷺ أَرْبَعِيْنَ أَلْفًا، فَجَاءَهُ مَالٌ فَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَقَالَ: بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِيْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالْأَدَاءُ. رواه النسائي، باب الإستقراض، رقم:٤٦٨٧

২০৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি রাবীয়া (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট হইতে চল্লিশ হাজার করজ নিলেন। অতঃপর তাঁহার নিকট মাল আসিল। তখন তিনি আমাকে দান করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাকে দোয়া দিলেন ও এরশাদ করিলেন, আল্লাহ তায়ালা তোমার সন্তান–সন্ততি ও সম্পদের মধ্যে বরকত দান করুন। করজের বদলা এই যে, উহা আদায় করা হইবে আর (করজদাতার) প্রশংসা ও শুকরিয়া করা হইবে। (নাসাঈ)

٢٠٩- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَوْ كَانَ لِيْ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا يَسُرُّنِيْ أَنْ لَا يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثٌ وَعِنْدِيْ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْءٌ أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ. رواه البخاري، باب أداء الديون ....، رقم:٢٣٨٩

২০৯. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করেন যে, যদি আমার নিকট ওহুদ পাহাড় পরিমাণও স্বর্ণ হয় তবে আমার আনন্দ ইহার মধ্যে হইবে যে, তিন দিনও এই অবস্থায় অতিবাহিত না হয় যে, উহা হইতে আমার নিকট সামান্য পরিমাণও বাকী থাকিয়া যায় ; শুধুমাত্র সামান্য ঐ পরিমাণ অর্থ ব্যতীত যাহা আমি করজ আদায়ের জন্য রাখিয়া দিব। (বোখারী)

٢١٠- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ لَا يَشْكُرِ النَّاسَ لَا يَشْكُرِ اللّٰهَ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء في الشكر ....، رقم:١٩٥٤

২১০. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি মানুষের

শোকর আদায়কারী হয় না, সে আল্লাহ তায়ালারও শোকর আদায় করে না। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ কোন কোন ব্যাখ্যাকারী হাদীসের এই অর্থ বয়ান করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি এহসানকারী বান্দাদের শোকরগুযার হয় না, সে নাশুকরীর এই অভ্যাসের কারণে আল্লাহ তায়ালার শোকরগুযারও হয় না।

(মায়ারেফুল হাদীস)

٢١١- عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوْفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن جيد غريب، باب ما جاء في الثناء بالمعروف، رقم:٢٠٣٥

২১১. হযরত উসামা বিন যায়েদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তির উপর এহসান করা হইয়াছে এবং সে এহসানকারী ব্যক্তিকে جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا অর্থাৎ 'আল্লাহ তায়ালা তোমাকে ইহার উত্তম বদলা দান করুন' বলিয়াছে সেই ব্যক্তি (এই দোয়ার দ্বারা) পূর্ণ প্রশংসা করিয়াছে ও শোকর আদায় করিয়া দিয়াছে। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ এই সমস্ত শব্দের দ্বারা দোয়া করা যেন এই কথা প্রকাশ করা যে, আমি ইহার বদলা দিতে অক্ষম। এজন্য আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করি যে, তিনি তোমার এই এহসানের উত্তম বদলা দান করুন। এইভাবে দোয়ার এই বাক্য এহসানকারী ব্যক্তির জন্য প্রশংসা হয়।

(মায়ারেফুল হাদীস)

٢١٢- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ أَتَاهُ الْمُهَاجِرُوْنَ فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا رَأَيْنَا قَوْمًا أَبْذَلَ مِنْ كَثِيْرٍ وَلَا أَحْسَنَ مُوَاسَاةً مِنْ قَلِيْلٍ مِنْ قَوْمٍ نَزَلْنَا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، لَقَدْ كَفَوْنَا الْمُؤْنَةَ وَأَشْرَكُوْنَا فِي الْمَهْنَإِ، حَتّٰى لَقَدْ خِفْنَا أَنْ يَذْهَبُوْا بِالْأَجْرِ كُلِّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا، مَا دَعَوْتُمُ اللّٰهَ لَهُمْ وَأَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، باب ثناء المهاجرين.....، رقم:٢٤٨٧

২১২. হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, যখন নবী করীম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করিয়া মদীনা মুনাওয়ারায় তশরীফ আনিলেন, তখন (একদিন) মুহাজিরগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যাহাদের নিকট আমরা আসিয়াছি এইরূপ লোক আমরা দেখি নাই অর্থাৎ মদীনার আনসারগণ। তাহাদের নিকট সচ্ছলতা থাকিলে তাহারা খুব খরচ করেন, অভাব থাকিলেও তাহারা আমাদের সহানুভূতি ও সাহায্য করেন। তাহারা মেহনত ও কষ্টের অংশ নিজেদের জিম্মায় লইয়াছেন এবং লাভের মধ্যে আমাদেরকে শরিক করিয়া লইয়াছেন। (তাহাদের এই অসাধারণ কুরবানীর কারণে) আমাদের আশংকা বোধ হয় যে, সমস্ত নেকী ও সওয়াব নাজানি তাহাদের অংশে চলিয়া যায় (আর আখেরাতে আমরা খালি হাত থাকিয়া যাই)। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, না, এমন হইবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এই এহসানের বিনিময়ে তাহাদের জন্য দোয়া করিতে থাকিবে এবং তাহাদের প্রশংসা অর্থাৎ শুকরিয়া আদায় করিতে থাকিবে। (তিরমিযী)

٢١٣- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ، فَلَا يَرُدُّهُ، فَإِنَّهُ خَفِيْفُ الْمَحْمِلِ طَيِّبُ الرِّيْحِ.

رواه مسلم، باب استعمال المسك.....، رقم: ٥٨٨٣

২১৩. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যাহাকে হাদিয়া হিসাবে সুগন্ধিময় ফুল পেশ করা হয় তাহার উচিত সে যেন উহা ফিরাইয়া না দেয়। কেননা উহা অত্যন্ত হালকা ও অল্প মূল্যের জিনিস এবং উহার সুগন্ধিও ভাল হয়। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ ফুলের মত কম মূল্যের জিনিস কবুল করিতে যদি অস্বীকার করা হয় তবে ইহারও আশংকা থাকে যে, হাদিয়াদাতার এই খেয়াল হইতে পারে যে, আমার জিনিসটি কমদামী হওয়ার কারণে কবুল করা হয় নাই, ইহাতে তাহার দিল ভাঙ্গিতে পারে। (মায়ারেফুল হাদীস)

٢١٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: ثَلَاثٌ لَا تُرَدُّ: الْوَسَائِدُ وَالدُّهْنُ وَاللَّبَنُ [الدُّهْنُ يَعْنِىْ بِهِ الطِّيْبَ]. رواه

الترمذى وقال: هذا حديث غريب، باب ما جاء فى كراهية رد الطيب، رقم: ٢٧٩٠

২১৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তিনটি জিনিস ফিরাইয়া দেওয়া চাই না। বালিশ, খুশবু ও দুধ। (তিরমিযী)

٢١٥- عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ شَفَعَ لِأَخِيْهِ شَفَاعَةً فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيْمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا. رواه أبو داود، باب في الهدية لقضاء الحاجة، رقم: ٣٥٤١

২১৫. হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আপন মুসলমান ভাইয়ের জন্য (কোন ব্যাপারে) সুপারিশ করিল অতঃপর ঐ ব্যক্তি সুপারিশকারীকে (সুপারিশের বিনিময়ে) কোন হাদিয়া পেশ করিল এবং সে ঐ হাদিয়া কবুল করিয়া লইল, তবে সে সুদের দরজাসমূহের মধ্য হইতে একটি বড় দরজার ভিতর ঢুকিয়া গেল। (আবু দাউদ)

٢١٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ لَهُ ابْنَتَانِ، فَيُحْسِنُ إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ أَوْ صَحِبَهُمَا، إِلَّا أَدْخَلَتَاهُ الْجَنَّةَ. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده ضعيف وهو حديث حسن بشواهده ٧/٢٠٧

২১৬. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে মুসলমানের দুইটি কন্যা সন্তান আছে অতঃপর যতদিন তাহারা তাহার নিকট থাকে অথবা সে তাহাদের নিকট থাকে এবং তাহাদের সহিত সৎ ব্যবহার করে তবে এই দুই কন্যা সন্তান তাহাকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাইয়া দিবে। (ইবনে হিব্বান)

٢١٧- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ دَخَلْتُ أَنَا وَهُوَ الْجَنَّةَ كَهَاتَيْنِ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء في النفقة على البنات والأخوات، رقم: ١٩١٤

২১৭. হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি দুইজন কন্যা সন্তানকে লালনপালন করিল ও তাহাদের দেখাশুনা করিল সে এবং আমি জান্নাতে এইরূপ একসাথে প্রবেশ করিব যেরূপ এই দুইটি আঙ্গুল।

ইহা এরশাদ করিয়া তিনি আপন দুইটি আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করিলেন। (তিরমিযী)

٢١٨- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ يَلِيْ مِنْ هٰذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا، فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ. رواه البخاري، باب رحمة الولد ...، رقم:٥٩٩٥

২১৮. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি এই কন্যা সন্তানদের কোন বিষয়ের জিম্মাদারী গ্রহণ করিল এবং তাহাদের সহিত ভাল ব্যবহার করিল তবে এই কন্যাগণ তাহার জন্য দোযখের আগুন হইতে রক্ষা পাওয়ার উসিলা হইয়া যাইবে। (বোখারী)

٢١٩- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ كَانَتْ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ أَوِ ابْنَتَانِ أَوْ أُخْتَانِ فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ وَاتَّقَى اللّٰهَ فِيْهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ. رواه الترمذي، باب ما جاء في النفقة على البنات والأخوات، رقم:١٩١٦

২১৯. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তির তিনটি কন্যা সন্তান অথবা তিনজন বোন রহিয়াছে অথবা দুই কন্যা সন্তান বা দুই বোন রহিয়াছে এবং তাহাদের সহিত ভাল ব্যবহার রাখিয়াছে ও তাহাদের হক আদায়ের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করিতে থাকে তাহার জন্য জান্নাত। (তিরমিযী)

٢٢٠- عَنْ أَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى رَحِمَهُ اللّٰهُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب ما جاء في أدب الولد، رقم:١٩٥٢

২২০. হযরত আইয়ুব (রহঃ) আপন পিতা হইতে এবং তিনি আপন দাদা হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন পিতা আপন সন্তানদেরকে উত্তম শিক্ষা ও আদব দান করা হইতে উত্তম কোন উপহার দেয় নাই। (তিরমিযী)

٢٢١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ وُلِدَتْ لَهُ أُنْثٰى فَلَمْ يَئِدْهَا وَلَمْ يُهِنْهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ يَعْنِى الذُّكَرَ عَلَيْهَا أَدْخَلَهُ اللّٰهُ بِهَا الْجَنَّةَ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٤/١٧٧

২২১. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যাহার কন্যা সন্তান জন্ম হয় অতঃপর সে না তাহাকে জীবিত দাফন করে (যেমন জাহেলিয়াতের যুগে হইত) না তাহার সহিত অপমানজনক আচরণ করে এবং না (আচার–আচরণে) পুত্রদেরকে তাহার উপর প্রাধান্য দেয়, অর্থাৎ কন্যার সহিত ঐরূপই ব্যবহার করে যেরূপ পুত্রদের সহিত করে তখন আল্লাহ তায়ালা কন্যার সহিত এই সৎ ব্যবহারের বিনিময়ে তাহাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন। (মুসতাদরাকে হাকেম)

٢٢٢- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَاهُ أَتٰى بِهِ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّى نَحَلْتُ ابْنِى هٰذَا غُلَامًا، فَقَالَ: أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَارْجِعْهُ. رواه البخاري، باب الهبة للولد، رقم:٢٥٨٦

২২২. হযরত নোমান ইবনে বাশীর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আমার পিতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আমাকে লইয়া হাজির হইলেন এবং আরজ করিলেন যে, আমি আমার এই পুত্রকে একটি গোলাম হাদিয়া করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি তোমার অন্যান্য সন্তানদেরকেও এইভাবে দিয়াছ? তিনি আরজ করিলেন, না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, গোলাম ফেরত লইয়া লও। (বোখারী)

ফায়দা ঃ উপরোক্ত হাদীস শরীফ হইতে ইহা জানা গেল যে, সন্তানদেরকে হাদিয়া দেওয়ার ব্যাপারে সমতা রক্ষা করা উচিত।

٢٢٣- عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَا: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَلْيُحْسِنِ اسْمَهُ وَأَدَبَهُ فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ،

فَإِنْ بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ، فَأَصَابَ إِثْمًا، فَإِنَّمَا اِثْمُهُ عَلٰى أَبِيْهِ. رواه البيهقى في شعب الإيمان٦/٤٠١

২২৩. হযরত আবু সাঈদ ও হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যাহার কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তাহার ভাল নাম রাখিবে এবং তাহার ভাল তরবিয়ত করিবে তারপর যখন সে বালেগ হইয়া যায় তখন তাহাকে বিবাহ করাইবে। যদি বালেগ হইয়া যাওয়ার পরও (নিজের অবহেলা ও বেপরওয়া ভাবের কারণে) তাহাকে বিবাহ করাইল না ফলে সে পাপকাজে লিপ্ত হইয়া গেল তবে ইহার গুনাহ পিতার উপর বর্তাইবে। (বায়হাকী)

٢٢٤-عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: تُقَبِّلُوْنَ الصِّبْيَانَ؟ فَمَا نُقَبِّلُهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَوَ اَمْلِكُ لَكَ اَنْ نَزَعَ اللّٰهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ. رواه البخارى، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، رقم:٥٩٩٨

২২৪. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, গ্রামে বসবাসকারী এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া বলিল, তোমরা কি বাচ্চাদেরকে আদর–সোহাগ কর? আমরা তো তাহাদেরকে আদর–সোহাগ করি না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যদি আল্লাহ তায়ালা তোমাদের দিল হইতে রহমতের মূল বাহির করিয়া দিয়া থাকেন তবে ইহাতে আমার কি করার আছে। (বোখারী)

٢٢٥-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ، وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ شِقَّ فِرْسِنِ شَاةٍ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث غريب، باب فى حث النبى ﷺ على الهدية، رقم:٢١٣٠

২২৫. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা একে অপরকে হাদিয়া দাও। কেননা হাদিয়া অন্তরের মলিনতা দূর করে। কোন প্রতিবেশিনী তাহার প্রতিবেশিনীর হাদিয়াকে যেন তুচ্ছ মনে না করে যদিও

উহা ছাগলের ক্ষুরার একটি টুকরাই হোক না কেন। (এমনিভাবে হাদিয়াদাতাও যেন এই হাদিয়াকে কম মনে না করে।) (তিরমিযী)

٢٢٦-عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوْفِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَلْقَ أَخَاهُ بِوَجْهٍ طَلِيْقٍ، وَإِنِ اشْتَرَيْتَ لَحْمًا أَوْ طَبَخْتَ قِدْرًا فَأَكْثِرْ مَرَقَتَهُ وَاغْرِفْ لِجَارِكَ مِنْهُ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء فى إكثار ماء المرقة، رقم:١٨٣٣

২২৬. হযরত আবু যর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে কেহ যেন সামান্য নেকীকেও মামুলী মনে না করে। যদি অন্য কোন নেকী না হইতে পারে তবে ইহাও নেকী যে, আপন ভাইয়ের সহিত হাসিমুখে সাক্ষাৎ করিবে। যখন তোমরা (রান্নার জন্য) গোশত খরিদ কর অথবা সালন রান্না কর তখন শুরুয়া বাড়াইয়া দাও এবং উহা হইতে কিছু বাহির করিয়া আপন প্রতিবেশীকে দিও। (তিরমিযী)

٢٢٧-عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ. رواه مسلم، باب بيان تحريم إيذاء الجار،

২২৭. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না, যাহার উপদ্রব হইতে তাহার প্রতিবেশী নিরাপদে থাকিতে পারে না। (মুসলিম)

٢٢٨-عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَمَا حَقُّ الْجَارِ؟ قَالَ: إِنْ سَأَلَكَ فَأَعْطِهِ، وَإِنِ اسْتَغَاثَكَ فَأَغِثْهُ، وَإِنِ اسْتَقْرَضَكَ فَأَقْرِضْهُ، وَإِنْ دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِنْ مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِنْ مَاتَ فَشَيِّعْهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيْبَةٌ فَعَزِّهِ، وَلَا تُؤْذِهِ بِقُتَارِ قِدْرِكَ إِلَّا أَنْ تَغْرِفَ لَهُ مِنْهَا، وَلَا تَرْفَعْ عَلَيْهِ الْبِنَاءَ لِتَسُدَّ عَلَيْهِ الرِّيْحَ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

رواه الأصبهاني في كتاب الترغيب ٤٨٠/١، وقال في الحاشية: عزاه المنذرى فى الترغيب ٣/٣٥٧ للمصنف بعد أن رواه من طرق أخرى، ثم قال المنذرى: لا يخفى أن كثرة هذه الطرق تكسبه قوة والله أعلم

২২৮. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও আখেরাতের দিনের উপর ঈমান রাখে তাহার কর্তব্য হইল, সে যেন আপন প্রতিবেশীর সহিত একরামের ব্যবহার করে। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! প্রতিবেশীর হক কি? তিনি এরশাদ করিলেন, যদি সে তোমার নিকট কিছু চায় তবে তাহাকে দাও। যদি সে তোমার নিকট সাহায্য চায়, তবে তুমি তাহার সাহায্য কর। যদি সে নিজের প্রয়োজনে করজ চায় তবে তাহাকে করজ দাও। যদি সে তোমাকে দাওয়াত করে তবে উহা কবুল কর। যদি সে অসুস্থ হইয়া পড়ে তবে তাহাকে দেখিতে যাও। যদি তাহার ইন্তেকাল হইয়া যায় তবে তাহার জানাযার সঙ্গে যাও। যদি সে কোন মুসীবতে পড়ে তবে তাহাকে সান্ত্বনা দাও। নিজের পাতিলে গোশত রান্নার খুশবু দ্বারা তাহাকে কষ্ট পৌছাইও না (কেননা হইতে পারে যে, অভাবের কারণে সে গোশত রান্না করিতে পারে না।) বরং উহা হইতে কিছু তাহার ঘরেও পাঠাইয়া দাও। আপন বাড়ীর ইমারত তাহার ইমারত হইতে এইরূপ উঁচা করিও না যে, তাহার ঘরে বাতাস বন্ধ হইয়া যায়। অবশ্য তাহার অনুমতিক্রমে হইলে ভিন্ন কথা। (তরগীব)

٢٢٩-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِيْ يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ. رواه الطبراني وأبويعلى ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ٨/٣٠٦

২২৯. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঐ ব্যক্তি (পূর্ণ) মোমিন হইতে পারিবে না, যে নিজে পেট ভরিয়া খায় অথচ তাহার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে। (তাবারানী, আবু ইয়ালা, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٣٠-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّ فُلَانَةَ يُذْكَرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلَاتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِيْ جِيْرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ: هِيَ فِي النَّارِ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! فَإِنَّ فُلَانَةَ

يُذْكَرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلَاتِهَا، وَإِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْأَثْوَارِ مِنَ الْأَقِطِ وَلَا تُؤْذِىْ جِيْرَانَهَا بِلِسَانِهَا، قَالَ: هِيَ فِي الْجَنَّةِ. رواه أحمد ٢/٤٠

২৩০. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক মহিলা সম্পর্কে ইহা প্রসিদ্ধ যে, সে অধিক পরিমাণে নামায, রোযা ও দান–খয়রাত করে (কিন্তু) আপন প্রতিবেশীদেরকে নিজের জবানের দ্বারা কষ্ট দেয় অর্থাৎ গালিগালাজ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, সে দোযখে রহিয়াছে। অতঃপর সেই ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক মহিলা সম্পর্কে ইহা প্রসিদ্ধ যে, সে নফল রোযা, দান–খয়রাত ও নামায কম করে, বরং তাহার সদকা–খয়রাত পনিরের কয়েকটি টুকরা হইতে বেশী হয় না। কিন্তু নিজের প্রতিবেশীদেরকে সে জবানের দ্বারা কোন কষ্ট দেয় না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, সে জান্নাতে রহিয়াছে। (মুসনাদে আহমাদ)

٢٣- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَأْخُذُ عَنِّىْ هٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ؟ فَقَالَ أَبُوْهُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: قُلْتُ: أَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! فَأَخَذَ بِيَدِىْ فَعَدَّ خَمْسًا وَقَالَ: اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللّٰهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، وَأَحْسِنْ إِلٰى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيْتُ الْقَلْبَ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث غريب، باب من اتقى المحارم فهو أعبد الناس، رقم:٢٣٠٥

২৩১. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কে আছে যে আমার নিকট হইতে এই কথাগুলি শিখিবে। অতঃপর উহার উপর আমল করিবে কিংবা ঐসব লোককে শিক্ষা দিবে যাহারা ইহার উপর আমল করিবে? হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি প্রস্তুত আছি। তিনি (মহব্বতের সহিত) আমার হাত তাঁহার মুবারক হাতে লইয়া লইলেন এবং গণিয়া এই পাঁচটি কথা এরশাদ

করিলেন—হারাম হইতে বাঁচিয়া থাক, তুমি সকলের চাইতে বড় এবাদতকারী হইয়া যাইবে। আল্লাহ তায়ালা যাহা কিছু তোমাকে দিয়াছেন উহার উপর রাজি থাক, তুমি সবচাইতে বড় ধনী হইয়া যাইবে। আপন প্রতিবেশীর সহিত ভাল আচরণ কর, তুমি মুমেন হইয়া যাইবে। যাহা নিজের জন্য পছন্দ কর উহাই অন্যদের জন্যও পছন্দ কর, তুমি (পূর্ণ) মুসলমান হইয়া যাইবে। বেশী হাসিও না, কেননা বেশী হাসা দিলকে মুর্দা করিয়া দেয়। (তিরমিযী)

٢٣٢-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! كَيْفَ لِيْ أَنْ أَعْلَمَ إِذَا أَحْسَنْتُ وَإِذَا أَسَأْتُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا سَمِعْتَ جِيْرَانَكَ يَقُوْلُوْنَ قَدْ أَحْسَنْتَ فَقَدْ أَحْسَنْتَ، وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُوْلُوْنَ قَدْ أَسَأْتَ فَقَدْ أَسَأْتَ. رواه الطبراني

ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ١٠/٤٨٠

২৩২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কিভাবে জানিতে পারিব যে, এই কাজটি ভাল করিয়াছি এবং এই কাজটি খারাপ করিয়াছি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যখন তুমি আপন প্রতিবেশীদেরকে ইহা বলিতে শোন যে, তোমার কাজকর্ম ভাল তখন নিশ্চয়ই তোমার কাজকর্ম ভাল। আর যখন তুমি আপন প্রতিবেশীদেরকে ইহা বলিতে শোন যে, তোমার কাজকর্ম খারাপ করিয়াছ তখন নিশ্চয় তোমার কাজকর্ম খারাপ। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٣٣-عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ قُرَادٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ يَوْمًا فَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَتَمَسَّحُوْنَ بِوَضُوْءِهِ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ: مَا يَحْمِلُكُمْ عَلٰى هٰذَا؟ قَالُوا: حُبُّ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحِبَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ أَوْ يُحِبَّهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ فَلْيَصْدُقْ حَدِيْثَهُ إِذَا حَدَّثَ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ. رواه

البيهقي في شعب الإيمان، مشكوة المصابيح، رقم: ٤٩٩٠

২৩৩. হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু কুরাদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন ওজু করিলেন। তাহার সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) ওজুর পানি লইয়া (নিজেদের

চেহারা ও শরীরে) মাখিতে লাগিলেন। তিনি এরশাদ করিলেন, কোন্ জিনিস তোমাদেরকে এই কাজের উপর উদ্বুদ্ধ করিতেছে? তাহারা আরজ করিলেন, আল্লাহ ও তাহার রাসূলের মহব্বত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যে ব্যক্তি এই কথা পছন্দ করে যে, সে আল্লাহ তায়ালা ও তাহার রাসূলকে মহব্বত করিবে অথবা আল্লাহ তায়ালা ও তাহার রাসূল তাহাকে মহব্বত করিবেন, তখন তাহার উচিত, যখন কথা বলে সত্য বলিবে, যখন কোন আমানত তাহার নিকট রাখা হয় তখন উহাকে আদায় করিবে এবং আপন প্রতিবেশীর সহিত ভাল ব্যবহার করিবে। (বায়হাকী, মেশকাত)

٢٣٤-عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِيْ بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ. رواه البخاري، باب الوصاءة بالجار، رقم:٦٠١٤

২৩৪. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জিবরাঈল (আঃ) আমাকে প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে এত বেশী ওসিয়ত করিতে থাকিয়াছেন যে, আমার মনে হইতে লাগিল, তিনি প্রতিবেশীকে ওয়ারিছ বানাইয়া দিবেন। (বোখারী)

٢٣٥-عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَوَّلُ خَصْمَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَارَانِ. رواه أحمد بإسناد حسن، مجمع الزوائد ٦٣٢/١٠

২৩৫. হযরত উকবা ইবনে আমের (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন (ঝগড়াকারীদের মধ্যে) সর্বপ্রথম দুইজন ঝগড়াকারী প্রতিবেশী সামনে আসিবে। অর্থাৎ বান্দার হকের ব্যাপারে সর্বপ্রথম দুই প্রতিবেশীর মোকাদ্দমা পেশ হইবে। (মুসনাদে আহমাদ, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٣٦-عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: لَا يُرِيْدُ أَحَدٌ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ بِسُوْءٍ إِلَّا أَذَابَهُ اللّٰهُ فِي النَّارِ ذَوْبَ الرَّصَاصِ، أَوْ ذَوْبَ الْمِلْحِ فِي الْمَاءِ. رواه مسلم، باب فضل المدينة.....، رقم:٣٣١٩

২৩৬. হযরত সাদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি

মদীনাবাসীদের সহিত কোন প্রকার অনিষ্টের ইচ্ছা করিবে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে (দোযখের) আগুনের মধ্যে এমনভাবে বিগলিত করিয়া দিবেন যেমন সীসা গলিয়া যায় অথবা যেরূপ পানির মধ্যে নিমক গলিয়া যায়। (মুসলিম)

٢٣٧-عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ فَقَدْ أَخَافَ مَا بَيْنَ جَنْبَيَّ.

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد٣/٦٥٨

২৩৭. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি মদীনাবাসীদেরকে ভয় দেখায়, সে আমাকে ভয় দেখায়। (মুসনাদে আহমাদ, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٣٨-عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَمُوْتَ بِالْمَدِيْنَةِ فَلْيَمُتْ بِالْمَدِيْنَةِ، فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ مَاتَ بِهَا. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده صحيح٩/٥٧

২৩৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি এই চেষ্টা করিতে পারে যে, মদীনাতে তাহার মৃত্যু আসে, তাহার উচিত সে যেন (ইহার চেষ্টা করে এবং) মদীনায় মারা যায়। আমি ঐ সমস্ত লোকের জন্য অবশ্য সুপারিশ করিব যাহারা মদীনায় মারা যাইবে (এবং সেখানে দাফন হইবে)। (ইবনে হিব্বান)

ফায়দা ঃ আলেমগণ লিখিয়াছেন, সুপারিশ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল বিশেষ প্রকারের সুপারিশ। নচেৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাধারণ সুপারিশ তো সমস্ত মুসলমানের জন্যই হইবে। চেষ্টা করা অর্থ হইল, সেখানে যেন শেষ পর্যন্ত থাকে।

٢٣٩-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: لَا يَصْبِرُ عَلٰى لَأْوَاءِ الْمَدِيْنَةِ وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِي، إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ شَهِيْدًا. رواه مسلم، باب الترغيب في سكنى المدينة.... رقم:٣٣٤٧

২৩৯. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার যে উম্মতী মদীনা তাইয়্যেবায় অবস্থানকালে যাবতীয় কষ্ট সহ্য করিয়া সেখানে অবস্থান করিবে আমি কেয়ামতের দিন তাহার জন্য সুপারিশকারী অথবা সাক্ষ্যদাতা হইব। (মুসলিম)

٢٤٠-عَنْ سَهْلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ فِي الْجَنَّةِ هٰكَذَا، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.

رواه البخاري، باب اللعان ٠٠٠٠، رقم:٥٣٠٤

২৪০. হযরত সাহল (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি এবং এতীমের লালন–পালনকারী জান্নাতে এইরূপ কাছাকাছি হইব। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাহাদত এবং মধ্যমা অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করিয়াছেন এবং এই দুইয়ের মাঝখানে সামান্য ফাঁক রাখিয়াছেন। (বোখারী)

٢٤١- عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ الْقُشَيْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ ضَمَّ يَتِيْمًا بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلٰى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتّٰى يُغْنِيَهُ اللّٰهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. رواه أحمد والطبراني وفيه: علي بن زيد وهو حسن الحديث وبقية رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٢٩٤/٨

২৪১. হযরত আমর ইবনে মালেক কুশাইরী (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি এমন এতীম বাচ্চাকে যাহার মা–বাপ মুসলমান ছিল নিজের সহিত খাওয়া–দাওয়াতে শরীক করিয়াছে। অর্থাৎ নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করিয়াছে অবশেষে আল্লাহ তায়ালা এই বাচ্চাকে (তাহার লালনপালন হইতে) অমুখাপেক্ষী করিয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ সে তাহার যাবতীয় প্রয়োজন নিজে পুরা করিতে লাগিয়াছে, তবে এই ব্যক্তির জন্য জান্নাত ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে।

(মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٤٢-عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَنَا وَامْرَأَةٌ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ كَهَاتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَوْمَأَ يَزِيْدُ بِالْوُسْطٰى وَالسَّبَّابَةِ، امْرَأَةٌ آمَتْ مِنْ زَوْجِهَا ذَاتُ مَنْصَبٍ

وَجَمَالٍ، حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلٰى يَتَامَاهَا حَتّٰى بَانُوا أَوْ مَاتُوا. رواه

أبو داوُد، باب في فضل من عال يتامى، رقم:٥١٤٩

২৪২. হযরত আওফ ইবনে মালেক আশজায়ী (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি এবং ঐ মহিলা যাহার চেহারা (নিজের সন্তানদের লালন-পালন, দেখাশুনা এবং মেহনত ও কষ্টের কারণে) কালো হইয়া গিয়াছে কেয়ামতের দিন এমনভাবে থাকিব। হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত ইয়াযীদ (রহঃ) এই হাদীস বর্ণনা করিবার পর শাহাদাত অঙ্গুলি ও মধ্যমা অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করিয়াছেন। (যাহার অর্থ এই ছিল যে, যেরূপভাবে এই দুই অঙ্গুলি একটি অপরটির নিকটবর্তী এমনিভাবে কিয়ামতের দিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সেই মহিলা নিকটবর্তী হইবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কালো চেহারার অধিকারী মহিলার ব্যাখ্যা করিয়া এরশাদ করিয়াছেন যে, ইহার অর্থ হইল,) ঐ মহিলা যে বিধবা হইয়া গিয়াছে এবং সৌন্দর্য ও রূপ-লাবণ্য, ইযযত ও সম্মানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আপন এতীম বাচ্চাদের (লালনপালন করার) জন্য দ্বিতীয় বিবাহ করে নাই। অবশেষে সেই বাচ্চা বালেগ হইয়া যাওয়ার কারণে আপন মায়ের মুখাপেক্ষী থাকে নাই কিংবা তাহার মৃত্যু আসিয়া গিয়াছে। (আবু দাউদ)

٢٤٣-عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا قَعَدَ يَتِيْمٌ مَعَ قَوْمٍ عَلٰى قَصْعَتِهِمْ فَيَقْرُبَ قَصْعَتَهُمْ شَيْطَانٌ. رواه

الطبراني في الأوسط، وفيه: الحسن بن واصل، وهو الحسن بن دينار وهو ضعيف لسوء حفظه، وهو حديث حسن والله أعلم، مجمع الزوائد٨/٢٩٣

২৪৩. হযরত আবু মূসা আশআরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে সমস্ত লোকের সহিত কোন এতীম তাহাদের পাত্রে খাওয়ার জন্য বসে, শয়তান তাহাদের পাত্রের কাছে আসে না। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٤٤-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَسْوَةَ قَلْبِهِ فَقَالَ: امْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيْمِ وَأَطْعِمِ الْمِسْكِيْنَ. رواه أحمد

ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد٨/٢٩٣

২৪৪. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিজের অন্তরের কঠোরতার অভিযোগ করিল। তিনি এরশাদ করিলেন, এতীমের মাথার উপর হাত বুলাইতে থাক এবং মিসকীনকে খানা খাওয়াইতে থাক।

(মুসনাদে আহমাদ, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٤٥-عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ: السَّاعِيْ عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَوْ كَالَّذِيْ يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ. رواه البخاری، باب الساعی علی الأرملة، رقم:٦٠٠٦

২৪৫. হযরত সাফওয়ান ইবনে সুলাইম (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বিধবা নারী ও মিসকীনের প্রয়োজনীয় কাজে দৌড়ঝাপকারীর সওয়াব আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদকারীর সওয়াবের ন্যায়। অথবা উহার সওয়াব ঐ ব্যক্তির সওয়াবের ন্যায়, যে দিনে রোযা রাখে ও রাতভর এবাদত করে। (বোখারী)

٢٤٦-عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي. (وهو جزء من الحديث) رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده صحيح ٩/٤٨٤

২৪৬. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি সে, যে আপন ঘরওয়ালাদের জন্য সর্বাপেক্ষা উত্তম হয় এবং আমি তোমাদের মধ্যে আমার ঘরওয়ালাদের জন্য বেশী উত্তম। (ইবনে হিব্বান)

٢٤٧-عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ عَجُوْزٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ عِنْدِيْ فَقَالَ لَهَا: مَنْ أَنْتِ؟ فَقَالَتْ: أَنَا جُثَامَةُ الْمَدَنِيَّةُ، قَالَ: كَيْفَ حَالُكُمْ؟ كَيْفَ أَنْتُمْ بَعْدَنَا؟ قَالَتْ: بِخَيْرٍ بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! فَلَمَّا خَرَجَتْ قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تُقْبِلُ عَلٰى هٰذِهِ الْعَجُوْزِ هٰذَا الْإِقْبَالَ فَقَالَ: إِنَّهَا كَانَتْ تَأْتِيْنَا أَيَّامَ خَدِيْجَةَ، وَإِنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيْمَانِ. أخرجه الحاكم بنحوه وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين وليس له علة ووافقه الذهبي ١/١٦،

২৪৭. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক বৃদ্ধা মহিলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইল। তখন তিনি আমার নিকট ছিলেন। তিনি এরশাদ করিলেন, তুমি কে? সে আরজ করিল, জুছামা মাদানিয়্যাহ। তিনি এরশাদ করিলেন, তোমার কি অবস্থা? আমাদের (মদীনায় চলিয়া আসিবার) পর তোমাদের অবস্থা কেমন চলিতেছে? সে আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মা–বাপ আপনার উপর কোরবান হউন ; সবকিছুই ভাল চলিয়াছে। যখন সে চলিয়া গেল তখন আমি (আশ্চর্যান্বিত হইয়া) আরজ করিলাম, এই বুড়ীর দিকে আপনি এত মনোযোগ দিলেন! তিনি এরশাদ করিলেন, সে খাদীজার জীবদ্দশায় আমাদের নিকট আসা–যাওয়া করিত। আর পুরানা পরিচয়ের খেয়াল রাখা ঈমানের আলামত। (ইসাবাহ)

٢٤٨-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ أَوْ قَالَ غَيْرَهُ. رواه مسلم، باب الوصية بالنساء، رقم:٣٦٤٥

২৪৮. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ইহা মোমেন ব্যক্তির শান নয় যে, নিজের মোমেনা স্ত্রীর প্রতি বিদ্বেষ রাখিবে। যদি তাহার একটি অভ্যাস অপছন্দনীয় হয় তবে আরেকটি অভ্যাস তো পছন্দনীয় হইবে। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীসে সুন্দর সমাজব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত মূলনীতি বলিয়া দিয়াছেন যে, একজন মানুষের মধ্যে যদি কোন খারাপ অভ্যাস থাকে তবে তাহার মধ্যে কিছু ভাল অভ্যাসও থাকিবে। এমন কে হইবে যাহার মধ্যে মোটেই কোন খারাপ অভ্যাস থাকিবে না অথবা কোন সৌন্দর্য থাকিবে না? অতএব মন্দ অভ্যাসসমূহকে এড়াইয়া চলা ও সৎ গুণাবলীকে দেখা উচিত।

(তরজমানুস্ সুন্নাহ)

٢٤٩-عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ. رواه أبوداود، باب في حق الزوج على المرأة، رقم:٢١٤٠

২৪৯. হযরত কাইস ইবনে সাদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যদি আমি কাহাকেও কাহারো সম্মুখে সেজদা করিবার হুকুম করিতাম তবে মহিলাদেরকে হুকুম করিতাম যে, তাহারা যেন নিজেদের স্বামীদেরকে সেজদা করে এবং ইহা ঐ হকের কারণে যাহা আল্লাহ তায়ালা তাহাদের উপর তাহাদের স্বামীদের জন্য নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। (আবু দাউদ)

۲۵۰-عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ، دَخَلَتِ الْجَنَّةَ. رواه الترمذی وقال

هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء فی حق الزوج على المرأة، رقم: ١١٦١

২৫০. হযরত উম্মে সালামা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে মহিলার এই অবস্থায় ইন্তেকাল হয় যে, তাহার স্বামী তাহার উপর রাজী থাকে তবে সে জান্নাতে যাইবে। (তিরমিযী)

۲۵۱- عَنِ الْأَحْوَصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُوْنَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذٰلِكَ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا، أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلٰى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلٰى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُوْنَ، وَلَا يَأْذَنَّ فِيْ بُيُوْتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُوْنَ، أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِيْ كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ. رواه

الترمذی وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء فی حق المرأة على زوجها،

رقم:١١٦٣

২৫১. হযরত আহওয়াস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন— খুব মনোযোগ সহকারে শোন, নারীদের সহিত সৎ ব্যবহার কর। এইজন্য যে, তাহারা তোমাদের অধীন, তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার ব্যতীত অন্য কিছু করার তোমাদের অধিকার নাই। হাঁ, যদি তাহারা কোন প্রকাশ্য

বেহায়াপনায় লিপ্ত হয় তবে তাহাদেরকে তাহাদের বিছানায় একাকী ছাড়িয়া দাও। অর্থাৎ তাহাদের সহিত ঘুমানো ছাড়িয়া দাও। কিন্তু ঘরেই থাকিও এবং মৃদু প্রহার কর। অতঃপর যদি তাহারা তোমাদের বাধ্য হইয়া যায় তবে তাহাদের ব্যাপারে (সীমালংঘন করিবার জন্য) বাহানা তালাশ করিও না। খুব মনোযোগ সহকারে শোন, তোমাদের হক তোমাদের বিবিদের উপর আছে, (এমনিভাবে) তোমাদের বিবিদেরও তোমাদের উপর হক আছে। তোমাদের হক তাহাদের উপর এই যে, তাহারা তোমাদের বিছানার উপর কোন এমন ব্যক্তিকে আসিতে না দেয়, যাহার আসা তোমাদের অপছন্দ। আর না তাহারা তোমাদের ঘরে তোমাদের অনুমতি ছাড়া কাহাকেও আসিতে দিবে। খুব মনোযোগসহকারে শোন, এই নারীদের তোমাদের উপর হক এই যে, তোমরা তাহাদের সহিত তাহাদের পোশাক ও তাহাদের খানাপিনার ব্যাপারে সৎ ব্যবহার কর। অর্থাৎ নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী তাহাদের জন্য এইসব জিনিসের ব্যবস্থা করিতে থাক। (তিরমিযী)

٢٥٢-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اَعْطُوا الْاَجِيْرَ اَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. رواه ابن ماجه، باب أجر الأجراء، رقم:٢٤٤٣

২৫২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, শ্রমিকের ঘাম শুকাইয়া যাওয়ার আগে তাহার পারিশ্রমিক দিয়া দাও। (ইবনে মাজাহ)

॥ ॥ ॥

আত্মীয়তা বজায় রাখা

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: ﴿وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ لا وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرَا﴾ [النساء:٣٦]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,––তোমরা সকলেই আল্লাহ তায়ালার এবাদত কর এবং তাহার সহিত কোন জিনিসকে শরীক করিও না এবং মা–বাপের সহিত সদ্ব্যবহার কর এবং আত্মীয়–স্বজনের সাথেও, এতীমদের সাথেও, মিসকীনদের সাথেও এবং নিকটবর্তী প্রতিবেশীদের সাথেও, দূরবর্তী প্রতিবেশীদের সাথেও এবং নিকটে যাহারা বসে তাহাদের সাথেও (অর্থাৎ যাহারা দৈনিক আসা–যাওয়া এবং সঙ্গে উঠাবসা করে) এবং মুসাফিরের সাথেও এবং ঐ গোলামদের সাথেও যাহারা তোমাদের অধীনে রহিয়াছে সদ্ব্যবহার কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা এমন লোকদেরকে পছন্দ করেন না, যাহারা নিজেদেরকে বড় মনে করে এবং অহংকার করে। (নিসা)

ফায়দা ঃ নিকটের প্রতিবেশী দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, ঐ প্রতিবেশী যে নিকটে থাকে এবং তাহার সহিত আত্মীয়তাও আছে, আর দূরের প্রতিবেশী দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ প্রতিবেশী যাহার সহিত আত্মীয়তা নাই। আরেক অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, নিকটের প্রতিবেশী দ্বারা উদ্দেশ্য যাহার দরজা নিজের দরজার কাছাকাছি আর দূরের প্রতিবেশী হইল যাহার দরজা দূরে। মুসাফির দ্বারা উদ্দেশ্য সফরের সঙ্গী, আর মুসাফির মেহমান এবং অভাবী মুসাফির। (কাশফুর রহমান)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ج يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ﴾

[النحل:٩٠]

এক জায়গায় এরশাদ আছে,—আল্লাহ তায়ালা ইনসাফ, এহ্সান ও আত্মীয়দের সহিত সদ্ব্যবহারের হুকুম করেন এবং বেহায়াপনা, মন্দ কথা ও জুলুম হইতে নিষেধ করেন। তোমাদিগকে আল্লাহ তায়ালা এইজন্য নসীহত করেন যাহাতে তোমরা নসীহত কবুল কর। (নাহ্ল)

হাদীস শরীফ

٢٥٣-عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، فَإِنْ شِئْتَ فَاضِعْ ذٰلِكَ الْبَابَ أَوِ احْفَظْهُ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث صحيح، باب ما جاء من الفضل فى رضا الوالدين، رقم: ١٩٠٠

২৫৩. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, পিতা জান্নাতের দরজাসমূহের মধ্য হইতে উত্তম দরজা। অতএব তোমার ইচ্ছা, (তাহার অবাধ্যতা করিয়া ও তাহার মনে কষ্ট দিয়া) এই দরজাকে ধ্বংস করিয়া দিতে পার। অথবা (তাহার বাধ্যগত থাকিয়া ও তাহাকে সন্তুষ্ট রাখিয়া) এই দরজাকে রক্ষা করিতে পার। (তিরমিযী)

٢٥٤-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: رِضَا الرَّبِّ فِيْ رِضَا الْوَالِدِ، وَسَخَطُ الرَّبِّ فِيْ سَخَطِ الْوَالِدِ. رواه الترمذى، باب ما جاء من الفضل فى رضا الوالدين، رقم: ١٨٩٩

২৫৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে রহিয়াছে আর আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে রহিয়াছে। (তিরমিযী)

٢٥٥-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْوَلَدِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيْهِ. رواه مسلم، باب فضل صلة أصدقاء الأب ...، رقم: ٦٥١٣

২৫৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, সবচাইতে বড় নেকী এই যে, পুত্র (পিতার ইন্তেকালের পর) পিতার সহিত যাহারা সম্পর্ক রাখিত তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করে। (মুসলিম)

٢٥٦-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصِلَ أَبَاهُ فِيْ قَبْرِهِ، فَلْيَصِلْ إِخْوَانَ أَبِيْهِ بَعْدَهُ. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده صحيح ٢/١٧٥

২৫৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছে, যে ব্যক্তি নিজ পিতার ইন্তেকালের পর যখন তিনি কবরে থাকেন তাহার সহিত সদ্ব্যবহার করিতে চায়, তাহার উচিত, সে যেন আপন পিতার ভাইদের সহিত সদ্ব্যবহার করে। (ইবনে হিব্বান)

٢٥٧-عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فِيْ عُمُرِهِ وَيُزَادَ لَهُ فِيْ رِزْقِهِ فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. رواه أحمد ٣/٢٦٦

২৫৭. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি ইহা পছন্দ করে যে, তাহার আয়ু দীর্ঘ হউক এবং তাহার রিযিক বাড়াইয়া দেওয়া হউক সে যেন পিতামাতার সহিত সদ্ব্যবহার করে এবং আত্মীয়–স্বজনের সহিত সম্পর্ক বজায় রাখে। (মুসনাদে আহমাদ)

٢٥٨-عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ طُوْبٰى لَهُ زَادَ اللّٰهُ فِيْ عُمُرِهِ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٤/١٥٤

২৫৮. হযরত মুয়ায (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি পিতামাতার সহিত ভাল ব্যবহার করিয়াছে তাহার জন্য সুসংবাদ যে, আল্লাহ তায়ালা তাহার আয়ু বৃদ্ধি করিয়া দিবেন। (মুসতাদরাকে হাকেম)

٢٥٩-عَنْ أَبِيْ أُسَيْدٍ مَالِكِ بْنِ رَبِيْعَةَ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ سَلِمَةَ فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! هَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِّ أَبَوَيَّ شَيْءٌ أَبَرُّهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا؟ قَالَ: نَعَمْ، الصَّلٰوةُ عَلَيْهِمَا، وَالإِسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِيْ لَا تُوْصَلُ إِلَّا بِهِمَا، وَإِكْرَامُ صَدِيْقِهِمَا.

رواه أبو داود، باب في بر الوالدين، رقم: ٥١٤٢

২৫৯. হযরত আবু উসাইদ মালেক ইবনে রাবীয়া সায়েদী (রাযিঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। বনু সালিমা গোত্রের এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতামাতার ইন্তেকালের পর আমার জন্য তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহারের কোন পন্থা আছে কি? তিনি এরশাদ করিলেন, হাঁ, তাহাদের জন্য দোয়া করা, আল্লাহ তায়ালার নিকট তাহাদের মাগফেরাত চাওয়া, তাহাদের ওসিয়ত পুরা করা। যাহাদের সহিত তাহাদের কারণে আত্মীয়তা রহিয়াছে তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করা এবং তাহাদের বন্ধুদের একরাম করা। (আবু দাউদ)

٢٦٠-عَنْ مَالِكٍ أَوِ ابْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا ثُمَّ لَمْ يَبَرَّهُمَا دَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللّٰهُ، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً كَانَتْ فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ. (وهو بعض الحديث) رواه أبويعلى والطبراني وأحمد مختصرًا بإسناد حسن، الترغيب٣/٣٤٧

২৬০. হযরত মালেক অথবা ইবনে মালেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন, যে ব্যক্তি নিজ পিতামাতা কিংবা তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে পাইল অতঃপর তাহাদের সহিত অন্যায় আচরণ করিল, ঐ ব্যক্তি দোযখে প্রবেশ করিবে এবং তাহাকে আল্লাহ তায়ালা আপন রহমত হইতে দূর করিয়া দিবেন। আর যে কোন মুসলমান কোন মুসলমান গোলামকে আজাদ করিয়া দেয় ইহা তাহার জন্য দোযখ হইতে রক্ষা পাওয়ার উসীলা হইবে। (আবু ইয়ালা, মুসঃ আহমাদ, তাবারানী, তারগীব)

٢٦١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ، قِيْلَ: مَنْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ، أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ. رواه مسلم، باب رغم من أدرك أبويه .....، رقم: ٦٥١٠

২৬১. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঐ ব্যক্তি লাঞ্ছিত ও

অপমানিত হউক, পুনরায় লাঞ্ছিত ও অপমানিত হউক, পুনরায় লাঞ্ছিত ও অপমানিত হউক। আরজ করা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কে (লাঞ্ছিত ও অপমানিত হউক)? তিনি এরশাদ করিলেন, যে ব্যক্তি নিজ পিতামাতার মধ্য হইতে কোন একজনকে অথবা উভয়কে বৃদ্ধাবস্থায় পাইল অতঃপর (তাহাদের খেদমতের দ্বারা তাহাদের অন্তরকে খুশী করিয়া) জান্নাতে দাখেল হইল না। (মুসলিম)

٢٦٢-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أَبُوْكَ. رواه البخاري، باب من أحق الناس بحسن الصحبة، رقم: ٥٩٧١

২৬২. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমার সদ্ব্যবহারের সবচাইতে বেশী হকদার কে? তিনি এরশাদ করিলেন, তোমার মা। সে জিজ্ঞাসা করিল, অতঃপর কে? তিনি এরশাদ করিলেন, তোমার মা। সে জিজ্ঞাসা করিল, অতঃপর কে? তিনি এরশাদ করিলেন, তোমার মা। সে জিজ্ঞাসা করিল, অতঃপর কে? তিনি এরশাদ করিলেন, অতঃপর তোমার পিতা। (বোখারী)

٢٦٣-عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: نِمْتُ فَرَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ فَسَمِعْتُ صَوْتَ قَارِئٍ يَقْرَأُ، فَقُلْتُ: مَنْ هٰذَا؟ قَالُوا: هٰذَا حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ، فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: كَذَاكَ الْبِرُّ كَذَاكَ الْبِرُّ، وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ. رواه أحمد ٦/١٥١

২৬৩. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি ঘুমাইলাম ; তখন স্বপ্নে দেখিলাম যে, আমি জান্নাতে আছি। আমি সেখানে কোন কুরআন পাঠকারীর আওয়াজ শুনিলাম। তখন আমি বলিলাম, এই ব্যক্তি কে (যে এখানে জান্নাতে কুরআন পড়িতেছে?) ফেরেশতাগণ বলিলেন, ইনি হারেসা ইবনে নো'মান। অতঃপর হযরত আয়েশা (রাযিঃ)কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, নেকী এমনই হয়, নেকী এমনই হয়। অর্থাৎ নেকীর ফল এমনই হয় ; হারেসা ইবনে নোমান নিজ

মাতার সহিত অত্যন্ত ভাল ব্যবহার করিতেন। (মুসনাদে আহমদ)

٢٦٤-عَنْ اسْمَاءَ بِنْتِ اَبِى بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَىَّ اُمِّى وَهِىَ مُشْرِكَةٌ فِى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ، قُلْتُ: اِنَّ اُمِّىْ قَدِمَتْ وَهِىَ رَاغِبَةٌ، اَفَاَصِلُ اُمِّىْ؟ قَالَ: نَعَمْ، صِلِىْ اُمَّكِ. رواه البخارى، باب الهدية للمشركين، رقم: ٢٦٢٠

২৬৪. হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আমার মা যিনি মুশরেকা ছিলেন (মক্কা হইতে সফর করিয়া) আমার নিকট (মদীনায়) আসিলেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মাসআলা জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার মা আসিয়াছেন এবং তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিতেছেন। আমি কি আমার মায়ের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে পারিব? তিনি এরশাদ করিলেন, হাঁ, নিজ মায়ের সহিত সদ্ব্যবহার কর। (বোখারী)

٢٦٥-عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اَىُّ النَّاسِ اَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الْمَرْاَةِ قَالَ: زَوْجُهَا، قُلْتُ: فَاَىُّ النَّاسِ اَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ قَالَ: اُمُّهُ. رواه الحاكم فى المستدرك ٤/ ١٥٠

২৬৫. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মেয়েদের উপর সবচাইতে বেশী হক কাহার? তিনি এরশাদ করিলেন, তাহার স্বামীর। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, পুরুষের উপর সবচাইতে বেশী হক কাহার? তিনি বলিলেন, তাহার মাতার। (মুসতাদরাকে হাকেম)

٢٦٦- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَجُلًا اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! اِنِّى اَصَبْتُ ذَنْبًا عَظِيْمًا فَهَلْ لِى تَوْبَةٌ؟ قَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ اُمٍّ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَبِرَّهَا.

رواه الترمذى، باب فى بر الخالة، رقم: ١٩٠٤

২৬৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি একটি অনেক বড় গুনাহ

করিয়া ফেলিয়াছি। এখন কি আমার তওবা কবুল হইতে পারে? তিনি এরশাদ করিলেন, তোমার মা জীবিত আছেন কি? সে আরজ করিল, না। তিনি এরশাদ করিলেন, তোমার কোন খালা আছেন কি? আরজ করিল, জ্বি হাঁ। তিনি এরশাদ করিলেন, তাহার সহিত সদ্ব্যবহার কর। (আল্লাহ তায়ালা ইহার কারণে তোমার তওবা কবুল করিয়া নিবেন।) (তিরমিযী)

٢٦٧-عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: صَنَائِعُ الْمَعْرُوْفِ تَقِيْ مَصَارِعَ السُّوْءِ، وَصَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيْدُ فِي الْعُمُرِ. رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن، مجمع الزوائد ٣/٢٩١

২৬৭. হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নেককাজ খারাপ মৃত্যু হইতে বাঁচাইয়া লয়। গোপনে সদকা দেওয়া আল্লাহ তায়ালার গোস্বাকে ঠাণ্ডা করে এবং আত্মীয়তা বজায় রাখা অর্থাৎ আত্মীয় স্বজনের সাথে ভাল ব্যবহার করা হায়াত বাড়াইয়া দেয়।

(তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

ফায়দা ঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার মধ্যে ইহাও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে যে, মানুষ নিজের উপার্জন হইতে আত্মীয়-স্বজনের আর্থিক খেদমত করিবে। অথবা নিজের সময়ের কিছু অংশ তাহাদের কাজে লাগাইবে। (মায়ারেফুল হাদীস)

হায়াত বাড়িয়া যাওয়ার অর্থ এই যে, আত্মীয় স্বজনের সহিত সদ্ব্যবহারের দ্বারা হায়াতে বরকত হয় এবং নেককাজের তৌফিক হয় এবং আখেরাতে কাজে আসে এরূপ আমলে সময় লাগানো সহজ হয়।

(নভাভী)

٢٦٨-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. رواه البخاري، باب إكرام الضيف .....، رقم:٦١٣٨

২৬৮. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি

আল্লাহ তায়ালার উপর এবং আখেরাতের দিনের উপর ঈমান রাখে তাহার উচিত, সে যেন আপন মেহমানের একরাম করে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার উপর এবং আখেরাতের দিনের উপর ঈমান রাখে তাহার উচিত, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে, অর্থাৎ আত্মীয়দের সহিত ভাল ব্যবহার করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার উপর এবং আখেরাতের দিনের উপর ঈমান রাখে তাহার উচিত, সে যেন কল্যাণের কথা বলে নচেৎ চুপ থাকে। (বোখারী)

٢٦٩-عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِيْ رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِيْ أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. رواه

البخاري، باب من بسط له في الرزق ٠٠٠٠، رقم:٥٩٨٦

২৬৯. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি ইহা চায় যে, তাহার রিযিক প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হউক এবং তাহার হায়াত দীর্ঘ করা হউক তাহার উচিত, সে যেন নিজ আত্মীয়–স্বজনের সহিত সম্পর্ক বজায় রাখে। (বোখারী)

٢٧٠-عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ هٰذِهِ الرَّحِمَ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمٰنِ عَزَّوَجَلَّ، فَمَنْ قَطَعَهَا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. (وهو بعض الحديث) رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح

غير نوفل بن مساحق وهو ثقة، مجمع الزوائد٨/٢٧٤

২৭০. হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে এই রেহেম অর্থাৎ আত্মীয়তা রহমানের রহমতের একটি শাখা। যাহা আল্লাহ তায়ালার নাম রহমান হইতে লওয়া হইয়াছে। অতএব যে ব্যক্তি এই আত্মীয়তাকে ছিন্ন করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর জান্নাত হারাম করিয়া দিবেন। (মুসনাদে আহমাদ, বাযযার, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٧١-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِيْ، وَلٰكِنِ الْوَاصِلُ الَّذِيْ إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا. رواه البخاري، باب ليس الواصل بالمكافئ، رقم:٥٩٩١

২৭১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে,

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঐ ব্যক্তি আত্মীয়তা রক্ষাকারী নয়, যে সমান সমান আচরণ করে অর্থাৎ অন্যের ভাল ব্যবহারে পর তাহার সহিত ভাল ব্যবহার করে ; বরং আত্মীয়তা রক্ষাকারী সে–ই যে অন্যের আত্মীয়তা ছিন্ন করার পরও সম্পর্ক বজায় রাখে। (বোখারী)

٢٧٢-عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ خَارِجَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ: تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ، رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله موثقون، مجمع الزوائد ١/٤٥٦

২৭২. হযরত আলা ইবনে খারেজা (রাযিঃ) বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা বংশ জ্ঞান লাভ কর যাহার মাধ্যমে তোমরা নিজেদের আত্মীয়–স্বজনের সহিত সম্পর্ক বজায় রাখিতে পার। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٧٣-عَنْ أَبِى ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنِى خَلِيْلِى ﷺ بِسَبْعٍ: أَمَرَنِى بِحُبِّ الْمَسَاكِيْنِ وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ وَأَمَرَنِى أَنْ أَنْظُرَ إِلٰى مَنْ هُوَ دُوْنِى وَلَا أَنْظُرَ إِلٰى مَنْ هُوَ فَوْقِى وَأَمَرَنِى أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ أَدْبَرَتْ وَأَمَرَنِى أَنْ لَا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا وَأَمَرَنِى أَنْ أَقُوْلَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا وَأَمَرَنِى أَنْ لَا أَخَافَ فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ وَأَمَرَنِى أَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ. رواه أحمد٥/١٥٩

২৭৩. হযরত আবু যর (রাযিঃ) বলেন, আমাকে আমার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাতটি বিষয়ের হুকুম করিয়াছেন। আমাকে হুকুম করিয়াছেন যে, আমি যেন মিসকীনদের সহিত মহব্বত রাখি এবং তাহাদের নিকটবর্তী থাকি। আমাকে হুকুম করিয়াছেন যে, আমি যেন দুনিয়াতে ঐ সমস্ত লোকের উপর নজর রাখি যাহারা (দুনিয়াবী সামানপত্রের দিক দিয়া) আমার চাইতে নিচের স্তরের এবং ঐ সব লোকের প্রতি নজর না করি যাহারা (দুনিয়াবী সামানপত্রের মধ্যে) আমার চাইতে উপরের স্তরের। আমাকে হুকুম করিয়াছেন যে, আমি যেন আপন আত্মীয়–স্বজনের সহিত সদ্ব্যবহার করি। যদিও তাহারা আমার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়। আমাকে হুকুম করিয়াছেন যে, আমি যেন কাহারও নিকট কোন কিছু সওয়াল না করি। আমাকে হুকুম করিয়াছেন যে, আমি

যেন হক কথা বলি, যদিও উহা (মানুষের নিকট) তিক্ত হয়। আমাকে হুকুম করিয়াছেন যে, আমি যেন আল্লাহ তায়ালার দ্বীন ও তাহার পয়গামকে প্রকাশ করার ব্যাপারে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারের ভয় না করি। আমাকে হুকুম করিয়াছেন যে, আমি যেন لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ বেশী বেশী পড়িতে থাকি। কেননা এই কালেমা ঐ খাজানা হইতে আসিয়াছে যাহা আরশের নীচে আছে। (মুসনাদে আহমাদ)

ফায়দা ঃ অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি এই কালেমা পড়ার অভ্যাস রাখে তাহার জন্য অত্যন্ত উচ্চ স্তরের আজর ও সওয়াব সংরক্ষিত করিয়া রাখা হয়। (মাজাহেরে হক)

٢٧٤-عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ. رواه البخاري، باب إثم القاطع، رقم:٥٩٨٤

২৭৪. হযরত জুবাইর ইবনে মুতয়িম (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন, আত্মীয়তা ছিন্নকারী জান্নাতে যাইবে না। (বোখারী)

ফায়দা ঃ আত্মীয়তা ছিন্ন করা আল্লাহ তায়ালার নিকট এত কঠিন গুনাহ যে, এই গুনাহের ময়লা সহকারে কেহ জান্নাতে যাইতে পারিবে না। হাঁ, যখন তাহাকে শাস্তি দিয়া পবিত্র করিয়া দেওয়া হইবে অথবা কোন কারণে তাহাকে মাফ করিয়া দেওয়া হইবে তখন জান্নাতে যাইতে পারিবে। (মায়ারেফুল হাদীস)

٢٧٥-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّ لِيْ قَرَابَةً، أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُوْنِيْ، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيْئُوْنَ إِلَيَّ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُوْنَ عَلَيَّ، فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللّٰهِ ظَهِيْرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلٰى ذٰلِكَ.

رواه مسلم، باب صلة الرحم ....، رقم:٦٥٢٥

২৭৫. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার কোন কোন আত্মীয় আছে যাহাদের সহিত আমি আত্মীয়তা বজায় রাখি কিন্তু তাহারা আমার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করে। আমি তাহাদের সহিত ভাল ব্যবহার করি, তাহারা আমার সহিত খারাপ ব্যবহার করে। আর আমি তাহাদের খারাপ আচরণ সহ্য করি, তাহারা আমার সহিত মূর্খতার আচরণ করে। রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তুমি যেরূপ বলিতেছ যদি এইরূপই হইয়া থাকে তবে যেন তুমি তাহাদের মুখে গরম গরম ছাই ঢুকাইতেছ। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তোমার এই ভাল অবস্থার উপর কায়েম থাকিবে তোমার সহিত সর্বদা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে একজন সাহায্যকারী থাকিবে। (মুসলিম)

মুসলমানদেরকে কষ্ট দেওয়া হইতে বাঁচিয়া থাকা

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: ﴿وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا﴾ [الأحزاب:٥٨]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—আর যে সমস্ত লোক মুসলমান পুরুষদেরকে এবং মুসলমান নারীদেরকে তাহাদের (এমন) কোন কাজ করা ছাড়াই (যাহার উপর তাহারা শাস্তির যোগ্য হয়) কষ্ট পৌঁছায়, ঐ সমস্ত লোক অপবাদ ও স্পষ্ট গুনাহের বোঝা বহন করে। (আহযাব)

ফায়দা ঃ যদি মৌখিক কষ্ট দেওয়া হয় তবে ইহা অপবাদ আর যদি কার্যকলাপ দ্বারা কষ্ট দেওয়া হয় তবে স্পষ্ট গুনাহ।

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ۝ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ۝ وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ۝ اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ۝ لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ۝ يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ﴾ [المطففين:١-٦]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—বড় সর্বনাশ রহিয়াছে মাপে কমদাতাদের জন্য, যখন লোকদের হইতে (নিজেদের হক) মাপিয়া লয় তখন পুরাপুরি লয়, আর যখন লোকদেরকে মাপিয়া দেয় তখন কম করে। তাহাদের কি এই কথার বিশ্বাস নাই যে, তাহাদিগকে একটি বড় কঠিন দিনে জিন্দা করিয়া উঠানো হইবে যেদিন সমস্ত লোক রাব্বুল আলামীনের সামনে

দাঁড়ানো থাকিবে। (অর্থাৎ ঐ দিনকে ভয় করা চাই এবং মাপে কম করা হইতে তওবা করা চাই।) (মুতাফফিফীন)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ﴾ [الهمزة:١]

এক জায়গায় এরশাদ আছে,—প্রত্যেক এমন ব্যক্তির জন্য বড় সর্বনাশ যাহারা দোষ–ত্রুটি বাহির করে এবং সমালোচনা করে। (হুমাযাহ)

হাদীস শরীফ

٢٧٦-عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ، أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ.

رواه أبوداوُد، باب فى التجسس، رقم:٤٨٨٨

২৭৬. হযরত মুয়াবিয়া (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যদি তুমি মানুষের দোষ–ত্রুটি তালাশ কর তবে তুমি তাহাদিগকে বিগড়াইয়া দিবে। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ অর্থ এই যে, মানুষের দোষ–ত্রুটি তালাশ করিলে তাহাদের মধ্যে ঘৃণা হিংসা এবং আরও অনেক মন্দ বিষয় পয়দা হইবে। ইহাও হইতে পারে যে, মানুষের দোষ–ত্রুটি তালাশ করিলে এবং এইগুলি ছড়াইলে তাহারা জিদে আসিয়া গুনাহের সাহস করিবে। এই সব বিষয় তাহাদের আরও বেশী বিগড়াইবার কারণ হইবে। (বযলুল মজহুদ)

٢٧٧-عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِيْنَ وَلَا تُعَيِّرُوْهُمْ، وَلَا تَطْلُبُوا عَثَرَاتِهِمْ. (وهو جزء من

الحديث) رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده قوى ١٣/٧٥

২৭৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা মুসলমানদেরকে কষ্ট দিও না, তাহাদেরকে লজ্জা দিও না এবং তাহাদের দোষ–ত্রুটি খুঁজিও না। (ইবনে হিব্বান)

٢٧٨-عَنْ أَبِيْ بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: يَامَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيْمَانُ قَلْبَهُ! لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِيْنَ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللّٰهُ

عَوْرَتَهُ، وَمَنْ يَتَّبِعِ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ. رواه أبوداؤد، باب في الغيبة، رقم: ٤٨٨٠

২৭৮. হযরত আবু বারযা আসলামী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হে লোকসকল! তোমরা যাহারা কেবল মুখে ঈমান আনিয়াছ ; অন্তরে এখনও ঈমান প্রবেশ করে নাই, মুসলমানদের গীবত করিও না এবং তাহাদের দোষ–ক্রটির পিছনে পড়িও না। কেননা যে ব্যক্তি মুসলমানদের দোষক্রটির পিছনে পড়ে, আল্লাহ তায়ালা তাহার দোষক্রটির পিছনে পড়েন। আর আল্লাহ তায়ালা যাহার দোষক্রটির পিছনে পড়েন, তাহাকে ঘরে বসা অবস্থায়ই লাঞ্ছিত করেন। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ হাদীসের প্রথম অংশে এই বিষয়ে সতর্ক করা হইয়াছে যে, মুসলমানদের গীবত করা মুনাফেকের কাজ হইতে পারে ; মুসলমানের নয়। (বজলুল মাজহূদ)

٢٧٩-عَنْ أَنَسِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ غَزْوَةَ كَذَا وَكَذَا، فَضَيَّقَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ وَقَطَعُوا الطَّرِيْقَ، فَبَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ مُنَادِيًا يُنَادِيْ فِي النَّاسِ: أَنَّ مَنْ ضَيَّقَ مَنْزِلًا أَوْ قَطَعَ طَرِيْقًا فَلَا جِهَادَ لَهُ. رواه أبوداؤد، باب ما يؤمر من انضمام العسكر وسعته، رقم: ٢٦٢٩

২৭৯. হযরত আনাস জুহানী (রাযিঃ)এর পিতা বর্ণনা করেন যে, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এক যুদ্ধে গিয়াছিলাম। সেখানে লোকেরা থাকার জায়গা সংকীর্ণ করিয়া দিল এবং আসা–যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করিয়া দিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে লোকদের মধ্যে এই ঘোষণা দেওয়ার জন্য পাঠাইলেন যে, যে ব্যক্তি মানুষের অবস্থানের জায়গা সংকীর্ণ করিয়া দিয়াছে অথবা মানুষের আসা–যাওয়ার পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছে, সে জেহাদের ছওয়াব পাইবে না। (আবু দাউদ)

٢٨٠-عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ جَرَّدَ ظَهْرَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ. رواه الطبراني في الكبير والأوسط وإسناده جيد، مجمع الزوائد ٦/٣٨٤

২৮০. হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের পিঠ উন্মুক্ত করিয়া অন্যায়ভাবে প্রহার করে সে আল্লাহ তায়ালার সহিত এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করিবে যে, আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকিবেন। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٨١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: أَتَدْرُوْنَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكٰوةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هٰذَا، وَقَذَفَ هٰذَا، وَأَكَلَ مَالَ هٰذَا، وَسَفَكَ دَمَ هٰذَا، وَضَرَبَ هٰذَا فَيُعْطَى هٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضٰى مَا عَلَيْهِ، أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ. رواه مسلم، باب تحريم الظلم، رقم:٦٥٧٩

২৮১. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)কে) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি জান নিঃস্ব কে? সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, আমাদের নিকট নিঃস্ব তো ঐ ব্যক্তি যাহার (কোন টাকা পয়সা) ও (দুনিয়ার) সম্বল নাই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমার উম্মতের মধ্যে নিঃস্ব ঐ ব্যক্তি যে কেয়ামতের দিন অনেক নামায, রোযা, যাকাত (ও অন্যান্য মকবুল এবাদত) লইয়া আসিবে কিন্তু তাহার অবস্থা এই হইবে যে, সে কাহাকেও গালি দিয়াছে, কাহাকেও অপবাদ দিয়াছে, কাহারো মাল ভক্ষণ করিয়াছে, কাহারো রক্তপাত ঘটাইয়াছে, কাহাকেও প্রহার করিয়াছে। তখন এক হকদারকে (তাহার হক পরিমাণ) তাহার নেকী হইতে দেওয়া হইবে, অনুরূপ আরেকজন হকদারকে (তাহার হক পরিমাণ) তাহার নেকী হইতে দেওয়া হইবে। শেষ পর্যন্ত যখন তাহাদের হক আদায়ের পূর্বে তাহার নেকী শেষ হইয়া যাইবে তখন ঐ সমস্ত (হক পরিমাণ) হকদার ও মজলুমদের গুনাহ (যাহা তাহারা দুনিয়াতে করিয়াছিল) তাহাদের নিকট হইতে লইয়া ঐ ব্যক্তির উপর চাপাইয়া দেওয়া হইবে অতঃপর তাহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিয়া দেওয়া হইবে। (মুসলিম)

٢٨٢-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ. رواه البخارى، باب ما ينهى من السباب واللعن، رقم:٦٠٤٤

২৮২. হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুসলমানকে গালি দেওয়া বদদ্বীনী আর তাহাকে হত্যা করা কুফর। (বোখারী)

ফায়দা ঃ যে মুসলমান কোন মুসলমানকে কতল করে সে নিজের পূর্ণ মুসলমান হওয়াকে অস্বীকার করিতেছে। ইহাও হইতে পারে যে, কতল করা কুফরের উপর মৃত্যুর কারণও হইয়া যাইবে। (মাজাহেরে হক)

٢٨٣-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا رَفَعَهُ قَالَ: سَابُّ الْمُسْلِمِ كَالْمُشْرِفِ عَلَى الْهَلَكَةِ. رواه الطبرانى فى الكبير وهو حديث حسن، الجامع الصغير ٢/٣٨

২৮৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুসলমানকে গালি দেনেওয়ালা ঐ ব্যক্তির মত যে ধ্বংস ও বরবাদরীর দিকে অগ্রসর হইতেছে। (তাবারানী, জামে সগীর)

٢٨٤-عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللّٰهِ! الرَّجُلُ مِنْ قَوْمِي يَشْتِمُنِيْ وَهُوَ دُوْنِيْ، اَفَأَنْتَقِمُ مِنْهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اَلْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَهَاتَرَانِ وَيَتَكَاذَبَانِ. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده صحيح ١٣/٣٤

২৮৪. হযরত ইয়ায ইবনে হিমার (রাযিঃ) বলেন যে, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিলাম, হে আল্লাহর নবী! আমার গোত্রের কোন এক ব্যক্তি আমাকে গালি দেয় অথচ সে আমার চাইতে নিম্ন শ্রেণীর ; আমি কি ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিব? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, পরস্পর গালিগালাজ করে এমন দুই ব্যক্তি দুইটি শয়তান, যাহারা পরস্পর গালিগালাজ করিতেছে এবং একে অপরকে মিথ্যাবাদী বলিতেছে।

(ইবনে হিব্বান)

٢٨٥ -عَنْ أَبِيْ جُرَيّ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ: اعْهَدْ إِلَيَّ، قَالَ: لَا تَسُبَّنَّ أَحَدًا، قَالَ: فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ حُرًّا وَلَا عَبْدًا وَلَا بَعِيْرًا وَلَا شَاةً، قَالَ: وَلَا تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوْفِ، وَأَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهُكَ إِنَّ ذٰلِكَ مِنَ الْمَعْرُوْفِ، وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيْلَةِ وَإِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيْلَةَ، وَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيْكَ فَلَا تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيْهِ، فَإِنَّمَا وَبَالُ ذٰلِكَ عَلَيْهِ. (وهو بعض الحديث) رواه أبو داؤد، باب ما جاء في إسبال الإزار، رقم: ٤٠٨٤

২৮৫. হযরত আবু জুরাই জাবের ইবনে সুলাইম (রাযিঃ) বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিলাম, আমাকে নসীহত করিয়া দিন। তিনি এরশাদ করিলেন, কখনও কাহাকেও গালি দিবে না। হযরত আবু জুরাই বলেন, আমি ইহার পর হইতে কখনও কাহাকেও গালি দেই নাই। কোন আযাদ বা গোলামকে অথবা কোন উট বা বকরীকেও গালি দেই নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাও এরশাদ করিয়াছেন, কোন নেক কাজকে ছোট মনে করিয়া ছাড়িয়া দিও না। (এমনকি) তোমার মুসলমান ভাইয়ের সহিত হাসিমুখে কথা বলাও নেকীর মধ্যে গণ্য। তুমি লুঙ্গি অর্ধগোছা পর্যন্ত উপরে রাখ। যদি এতটুকু উঁচা না রাখিতে পার তবে টাখনু পর্যন্ত উঁচু রাখিবে। লুঙ্গি টাখনুর নীচে ঝুলানো হইতে বিরত থাক। কেননা ইহা অহংকারের বিষয়। আর আল্লাহ তায়ালা অহংকার পছন্দ করেন না। তোমাকে যদি কেহ গালি দেয় অথবা এমন বিষয়ের দরুন লজ্জা দেয় যাহা তোমার মধ্যে আছে বলিয়া সে ব্যক্তি জানে তবে তুমি তাহাকে এমন বিষয়ের কারণে লজ্জা দিও না যাহা তাহার মধ্যে আছে বলিয়া তুমি জান। এমতাবস্থায় এই লজ্জা দেওয়ার মন্দ পরিণতি তাহাকেই ভোগ করিতে হইবে। (আবু দাউদ)

٢٨٦-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا شَتَمَ أَبَا بَكْرٍ وَالنَّبِيُّ ﷺ جَالِسٌ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْجَبُ وَيَتَبَسَّمُ، فَلَمَّا أَكْثَرَ رَدَّ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ، فَغَضِبَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَامَ، فَلَحِقَهُ أَبُوْبَكْرٍ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! كَانَ يَشْتِمُنِي وَأَنْتَ جَالِسٌ، فَلَمَّا رَدَدْتُ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ غَضِبْتَ وَقُمْتَ، قَالَ: إِنَّهُ كَانَ مَعَكَ مَلَكٌ يَرُدُّ عَنْكَ، فَلَمَّا رَدَدْتَ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ وَقَعَ الشَّيْطَانُ فَلَمْ أَكُنْ لِأَقْعُدَ مَعَ الشَّيْطَانِ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ ثَلَاثٌ كُلُّهُنَّ حَقٌّ، مَا مِنْ عَبْدٍ ظُلِمَ بِمَظْلِمَةٍ فَيُغْضِيْ عَنْهَا لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ إِلَّا أَعَزَّ اللّٰهُ بِهَا نَصْرَهُ، وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ عَطِيَّةٍ يُرِيْدُ بِهَا صِلَةً إِلَّا زَادَهُ اللّٰهُ بِهَا كَثْرَةً، وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ يُرِيْدُ بِهَا كَثْرَةً إِلَّا زَادَهُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ بِهَا قِلَّةً. رواه أحمد ٢/٤٣٦

২৮৬. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসা ছিলেন। তাহার উপস্থিতিতে এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)কে গালি দিল। তিনি (ঐ ব্যক্তির বার বার গালি দেওয়া এবং হযরত আবু বকর (রাযিঃ)এর ছবর ও খামুশ থাকার উপর) খুশী হইতে থাকেন এবং মুচকি হাসিতে থাকেন। অতঃপর যখন সেই ব্যক্তি অনেক বেশী গালিগালাজ করিল তখন হযরত আবু বকর (রাযিঃ) তাহার কিছু কথার জওয়াব দিয়া দিলেন। ইহার উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসন্তুষ্ট হইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। হযরত আবু বকর (রাযিঃ)ও তাঁহার পিছনে পিছনে তাহার নিকট পৌঁছিলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (যতক্ষণ) ঐ ব্যক্তি আমাকে গালি দিতেছিল আপনি সেখানে অবস্থান করিতেছিলেন, তারপর যখন আমি তাহার কিছু কথার জওয়াব দিলাম তখন আপনি নারাজ হইয়া উঠিয়া গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, (যতক্ষণ তুমি চুপ ছিলে এবং ছবর করিতেছিলে) তোমার সহিত একজন ফেরেশতা ছিল, যে তোমার পক্ষ হইতে জওয়াব দিতেছিল। তারপর যখন তুমি তাহার কিছু কথার জওয়াব দিলে (তখন সেই ফেরেশতা চলিয়া গেল আর) শয়তান মাঝখানে আসিয়া গেল। আর আমি শয়তানের সহিত বসি না। (এইজন্য আমি উঠিয়া রওয়ানা হইয়া

গিয়াছি।) ইহার পর তিনি এরশাদ করিলেন, হে আবু বকর! তিনটি বিষয় আছে যাহা সম্পূর্ণ হক ও সত্য। যে বান্দার উপর কোন জুলুম অথবা সীমালংঘন করা হয় আর সে শুধু আল্লাহ তায়ালার জন্য উহা মাফ করিয়া দেয় (ও প্রতিশোধ না লয়) তখন উহার বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে সাহায্য করিয়া শক্তিশালী করিয়া দেন। যে ব্যক্তি আত্মীয়তা বজায় রাখার জন্য দানের রাস্তা খোলে আল্লাহ তায়ালা উহার বিনিময়ে অনেক বেশী দান করেন। যে ব্যক্তি সম্পদ বৃদ্ধি করার জন্য সওয়ালের দরজা খোলে আল্লাহ তায়ালা তাহার সম্পদ আরও কমাইয়া দেন। (মুসনাদে আহমাদ)

٢٨٧-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ، قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ، فَيَسُبُّ أُمَّهُ. رواه مسلم، باب الكبائر وأكبرها، رقم:٢٦٣

২৮৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষের নিজেদের পিতামাতাকে গালি দেওয়া কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরয করিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! কেহ কি নিজের মা–বাপকেও গালি দিতে পারে? তিনি এরশাদ করিলেন, হাঁ, (উহা এইভাবে যে,) মানুষ কাহারও বাপকে গালি দিল, অতঃপর জওয়াবে সে গালিদাতার বাপকে গালি দিল এবং কেহ কাহারও মাকে গালি দেল অতঃপর জওয়াবে সে তাহার মাকে গালি দিল, (এইভাবে যেন সে অপর ব্যক্তির মা–বাপকে গালি দিয়া নিজেই নিজের মা–বাপকে গালি দেওয়াইল)। (মুসলিম)

٢٨٨-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: اَللّٰهُمَّ! إِنِّيْ أَتَّخِذُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَنِيْهِ، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، فَأَيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ آذَيْتُهُ، شَتَمْتُهُ، لَعَنْتُهُ، جَلَدْتُهُ، فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلَاةً وَزَكَاةً وَقُرْبَةً، تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه مسلم، باب من لعنه النبي ﷺ ....، رقم:٦٦١٩

২৮৮. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া করিয়াছেন, হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট হইতে অঙ্গিকার লইতেছি ; আপনি উহার বিপরীত

করিবেন না, আর উহা এই যে, আমি একজন মানুষ মাত্র। অতএব যে কোন মুমিনকে আমি কষ্ট দিয়া থাকি, তাহাকে গালিগালাজ করিয়া থাকি, অভিশাপ করিয়া থাকি, মারধোর করিয়া থাকি, আপনি এই সবকিছুকে ঐ মুমিনের জন্য রহমত, গুনাহ হইতে পবিত্রতা এবং আপনার এমন নৈকট্যলাভের ওসীলা বানাইয়া দিন যাহার কারণে আপনি তাহাকে কিয়ামতের দিন আপন নৈকট্য দান করিবেন। (মুসলিম)

٢٨٩-عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَتُؤْذُوا الْأَحْيَاءَ. رواه الترمذى، باب ما جاء فى الشتم، رقم:١٩٨٢

২৮৯. হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মৃতদেরকে গালিগালাজ করিও না, কেননা ইহার দ্বারা তোমরা জীবিত লোকদেরকে কষ্ট দিবে। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ অর্থ এই যে, মৃতদেরকে গালি দেওয়ার কারণে তাহাদের প্রিয়জনদের কষ্ট হইবে। আর যাহাকে গালি দেওয়া হইয়াছে তাহার কোন ক্ষতি হইবে না।

٢٩٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكُفُّوا عَنْ مَسَاوِيْهِمْ رواه أبوداؤد، باب فى النهى عن سب الموتى، رقم:٤٩٠٠

২৯০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আপন মুসলমান মৃতদের গুণাবলী বয়ান কর এবং তাহাদের দোষসমূহ বয়ান করিও না। (আবু দাউদ)

٢٩١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ. رواه البخارى، باب من كانت له مظلمة عند الرجل ....،

২৯১. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে কোন মানুষের

উপর আপন (অন্য মুসলমান) ভাইয়ের ইজ্জত-আবরুর সহিত সম্পর্কিত অথবা অন্য কোন জিনিসের সহিত সম্পর্কিত যদি কোন হক থাকে তবে উহা আজকেই ঐ দিন আসার আগে মাফ করাইয়া লইবে যেদিন না কোন দীনার হইবে, না কোন দেরহাম (সেইদিন সমস্ত হিসাব, নেকী ও গুনাহের দ্বারা হইবে। অতএব) যদি এই জুলুমকারীর নিকট কিছু নেক আমল থাকে তবে তাহার জুলুমের পরিমাণ নেক আমল লইয়া মজলুমকে দিয়া দেওয়া হইবে। যদি তাহার নিকট নেকী না থাকে তবে মজলুমের এই পরিমাণ গুনাহ তাহার উপর চাপাইয়া দেওয়া হইবে। (বোখারী)

٢٩٢- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: وَأَرْبَى الرِّبَا اسْتِطَالَةُ الرَّجُلِ فِي عِرْضِ أَخِيْهِ. (وهو بعض الحديث)

رواه الطبراني في الأوسط وهو حديث صحيح، الجامع الصغير ٢/٢٢

২৯২. হযরত বারা ইবনে আযেব (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিকৃষ্টতম সুদ হইল আপন মুসলমান ভাইয়ের ইজ্জত নষ্ট করা। (অর্থাৎ তাহার ইজ্জতের ক্ষতি করা, উহা যে কোনভাবে হউক, যেমন গীবত করা, তুচ্ছ মনে করা, লাঞ্ছিত করা ইত্যাদি ইত্যাদি।) (তাবারানী, জামে সগীর)

ফায়দা ঃ মুসলমানের ইজ্জত নষ্ট করাকে নিকৃষ্টতম সুদ এইজন্য বলা হইয়াছে যে, যেভাবে সুদের মধ্যে অন্যের মাল নাজায়েয তরীকায় লইয়া তাহার ক্ষতি করা হইয়া থাকে, এমনিভাবে মুসলমানের ইজ্জত নষ্ট করার মধ্যে তাহার মান-মর্যাদার ক্ষতি করা হইয়া থাকে। আর যেহেতু মুসলমানের ইজ্জত ও মানমর্যাদা তাহার ধন-সম্পদ হইতে বেশী সম্মানের জিনিস, এই জন্য ইজ্জত-আবরু নষ্ট করাকে নিকৃষ্টতম সুদ বলা হইয়াছে। (ফয়জুল কাদীর, বযলুল মজহুদ)

٢٩٣- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ اسْتِطَالَةَ الْمَرْءِ فِيْ عِرْضِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ.

(الحديث) رواه أبوداؤد، باب في الغيبة، رقم:٤٨٧٧

২৯৩. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কবীরা গুনাহসমূহের মধ্য হইতে একটি বড় গুনাহ হইল, কোন মুসলমানের ইজ্জতের উপর অন্যায়ভাবে হামলা করা। (আবু দাউদ)

٢٩٤-عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً يُرِيْدُ اَنْ يُغْلِىَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَهُوَ خَاطِىءٌ. رواه أحمد وفيه: أبو معشر وهو ضعيف وقد وثق، مجمع الزوائد ٤/١٨١

২৯৪. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি মুসলমানদের উপর (খাদ্যদ্রব্যের) মূল্য বৃদ্ধি করার জন্য উহা আটকাইয়া রাখিল সে গুনাহগার। (মুসনাদে আহমাদ, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٩٥-عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ طَعَامًا ضَرَبَهُ اللّٰهُ بِالْجُذَامِ وَالْإِفْلَاسِ. رواه ابن ماجه، باب الحكرة والجلب، رقم:٢١٥٥

২৯৫. হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি মুসলমানদের খাদ্যবস্তু গুদামজাত করিয়া রাখে অর্থাৎ প্রয়োজন হওয়া সত্ত্বেও বিক্রয় না করে, আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর কুষ্ঠরোগ ও অভাব চাপাইয়া দেন। (ইবনে মাজাহ)

ফায়দা ঃ গুদামজাতকারী ঐ ব্যক্তি, যে মানুষের প্রয়োজনের সময় মূল্য বাড়িবার অপেক্ষায় খাদ্যবস্তু আটকাইয়া রাখে, যখন সাধারণভাবে উহা পাওয়া না যায়। (মাজাহেরে হক)

٢٩٦- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: اَلْمُؤْمِنُ اَخُو الْمُؤْمِنِ، فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ اَنْ يَبْتَاعَ عَلٰى بَيْعِ اَخِيْهِ، وَلَا يَخْطُبَ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ حَتّٰى يَذَرَ. رواه مسلم، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه ......، رقم:٣٤٦٤

২৯৬. হযরত উকবা ইবনে আমের (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুমেন মুমেনের ভাই। ঈমানওয়ালার জন্য জায়েয নয় যে আপন ভাইয়ের দামদস্তুরের উপর সে দামদস্তুর করে। এমনিভাবে আপন ভাইয়ের বিবাহের পয়গামের উপর নিজ বিবাহের পয়গাম দেয়। অবশ্য প্রথম পয়গামের পর যদি তাহাদের কথা শেষ হইয়া গিয়া থাকে তবে পয়গাম পাঠাইবার মধ্যে কোন অসুবিধা নাই। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ দামদস্তুরের উপর দামদস্তুর করার কয়েকটি অর্থ রহিয়াছে—তন্মধ্যে একটি এই যে, দুই ব্যক্তির মধ্যে বেচাকেনা হইয়া গেল, এমতাবস্থায় তৃতীয় ব্যক্তি বিক্রেতাকে এই বলা যে, তাহার সহিত বেচাকেনা বাদ দিয়া আমার সহিত বেচাকেনা করিয়া লও। (নবভী)

লেনদেনের বিষয়ে আমলের জন্য উলামায়ে কেরামের নিকট জানিয়া লওয়া চাই।

বিবাহের পয়গামের উপর পয়গাম দেওয়ার অর্থ এই যে, কোন ব্যক্তি কোথাও বিবাহের পয়গাম দিল এবং মেয়েপক্ষ এই পয়গামের প্রতি ঝুঁকিয়াছে। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য (যদি এই পয়গাম সম্পর্কে তাহার জানা থাকে—)এই মেয়েকে বিবাহের পয়গাম দেওয়া চাই না।

(ফতহুল মুলহিম)

٢٩٧-عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا. (الحديث) رواه مسلم، باب قول النبى ﷺ من حمل علينا السلاح ....، رقم:٢٨٠

২৯৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমাদের উপর অস্ত্র উত্তোলন করিবে, সে আমাদের মধ্য হইতে নয়।

(মুসলিম)

٢٩٨-عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يُشِيْرُ اَحَدُكُمْ عَلٰى اَخِيْهِ بِالسِّلَاحِ فَاِنَّهُ لَا يَدْرِىْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِىْ يَدِهٖ فَيَقَعُ فِىْ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ. رواه البخارى، باب قول النبى ﷺ من حمل علينا السلاح فليس منا، رقم:٧٠٧٢

২৯৮. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের মধ্য হইতে কেহ যেন আপন মুসলমান ভাইয়ের দিকে অস্ত্র দ্বারা ইশারা না করে। কেননা তাহার জানা নাই যে, হইতে পারে শয়তান তাহার হাত হইতে অস্ত্র টানিয়া লইবে এবং (ঐ অস্ত্র ইশারার মধ্য দিয়া কোন মুসলমান ভাইয়ের শরীরে যাইয়া লাগে এবং ইহার শাস্তিস্বরূপ) সেই (ইশারাকারী) ব্যক্তি জাহান্নামে গিয়া পড়ে। (বোখারী)

٢٩٩- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: مَنْ أَشَارَ إِلٰى أَخِيْهِ بِحَدِيْدَةٍ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتّٰى يَدَعَهُ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيْهِ وَأُمِّهِ. رواه مسلم، باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم، رقم:٦٦٦٦

২৯৯. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আবুল কাসেম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আপন ভাইয়ের দিকে লোহা অর্থাৎ হাতিয়ার দ্বারা ইশারা করে তাহার উপর ফেরেশতাগণ ততক্ষণ পর্যন্ত লা'নত করিতে থাকেন যতক্ষণ পর্যন্ত সে (লোহা দ্বারা ইশারা করা) ছাড়িয়া না দেয় ; যদিও সে তাহার সহোদর ভাইই হউক না কেন। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ অর্থ এই যে, যদি কোন ব্যক্তি নিজেরসহোদর ভাইয়ের দিকে লোহা দ্বারা ইশারা করে তবে উহার অর্থ এই নয় যে, সে তাহাকে কতল করা অথবা ক্ষতি করার ইচ্ছা রাখে ; বরং ইহা ঠাট্টা–বিদ্রূপই হইতে পারে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ফেরেশতাগণ তাহার উপর লা'নত পাঠাইতে থাকেন। এই এরশাদের উদ্দেশ্য হইল, কোন মুসলমানের উপর ইশারা করিয়াও অস্ত্র অথবা লোহা উঠানো কঠোরভাবে নিষেধ করিয়া দেওয়া।

(মাজাহেরে হক)

٣٠٠- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ عَلٰى صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا، فَقَالَ: مَا هٰذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّيْ. رواه مسلم، باب قول النبي ﷺ من غشنا فليس منا، رقم:٢٨٤

৩০০. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি খাদ্যের স্তূপের নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন। তিনি আপন হাত মোবারক ঐ স্তূপের ভিতরে ঢুকাইলেন। ফলে হাতে কিছুটা আর্দ্রতা অনুভূত হইল। তিনি খাদ্যবস্তুর বিক্রেতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই আর্দ্রতা কিভাবে আসিল? সে আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহার উপর বৃষ্টির পানি পড়িয়া গিয়াছিল। তিনি এরশাদ করিলেন, তুমি ভিজা খাদ্যবস্তুকে স্তূপের উপর কেন রাখিলে না, যাহাতে ক্রেতাগণ ইহা দেখিতে পারিত। যে ব্যক্তি ধোকা দিল সে আমার নয় অর্থাৎ আমার অনুসরণকারী নয়। (মুসলিম)

٣٠١- عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ حَمٰى مُؤْمِنًا مِنْ مُنَافِقٍ، أُرَاهُ قَالَ: بَعَثَ اللّٰهُ مَلَكًا يَحْمِي لَحْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، وَمَنْ رَمَى مُسْلِمًا بِشَيْءٍ يُرِيْدُ شَيْنَهُ بِهِ حَبَسَهُ اللّٰهُ عَلٰى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتّٰى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ. رواه أبو داؤد، باب الرجل يذب عن عرض أخيه، رقم: ٤٨٨٣

৩০১. হযরত মুয়ায ইবনে আনাস জুহানী (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের ইজ্জত-আবরুকে মুনাফেকের অনিষ্ট হইতে বাঁচায় আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন একজন ফেরেশতা নিয়োগ করিবেন, যে ফেরেশতা তাহার গোশত অর্থাৎ শরীরকে (দোযখের আগুন হইতে) বাঁচাইবে। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে বদনাম করিবার জন্য তাহার উপর কোন অপবাদ লাগায়, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে জাহান্নামের পুলের উপর কয়েদ করিবেন ; অবশেষে (শাস্তি পাইয়া) অপবাদ আরোপের (গুনাহের ময়লা) হইতে পাকসাফ হইয়া যাবে। (আবু দাউদ)

٣٠٢-عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ ذَبَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيْهِ بِالْغَيْبَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ أَنْ يُعْتِقَهُ مِنَ النَّارِ. رواه أحمد والطبراني وإسناد أحمد حسن، مجمع الزوائد٨/١٧٩

৩০২. হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আপন মুসলমান ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তাহার ইজ্জত-সম্মান রক্ষা করে, (যেমন গীবতকারীকে গীবত হইতে বিরত রাখে) আল্লাহ তায়ালা নিজ জিম্মায় লইয়াছেন যে, তাহাকে জাহান্নামের আগুন হইতে মুক্ত করিয়া দিবেন। (মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٣٠٣-عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ أَنْ يَرُدَّ عَنْهُ نَارَ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه أحمد٦/٤٤٩

৩০৩. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আপন মুসলমান ভাইয়ের সম্মান রক্ষা করিবার জন্য বাধা প্রদান করে আল্লাহ

তায়ালা নিজ জিম্মায় লইয়াছেন যে, কেয়ামতের দিন সেই ব্যক্তি হইতে জাহান্নামের আগুন হটাইয়া দিবেন। (মুসনাদে আহমাদ)

٣٠٤-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُوْنَ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ، فَقَدْ ضَادَّ اللّٰهَ، وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْزِعَ عَنْهُ، وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيْهِ أَسْكَنَهُ اللّٰهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتّٰى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ. رواه أبوداؤد، باب في الرجل يعين على خصومة...، رقم:٣٥٩٧

৩০৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তির সুপারিশ আল্লাহ তায়ালার দণ্ডসমূহের মধ্য হইতে কোন দণ্ড জারী করিবার বিষয়ে বাধা হইয়া যায় (যেমন তাহার সুপারিশের কারণে চোরের হাত কাটা যায় নাই) সে আল্লাহ তায়ালার সহিত মোকাবিলা করিল। যে ব্যক্তি অন্যায়ের উপর আছে জানিয়াও ঝগড়া করে সে যতক্ষণ পর্যন্ত এই ঝগড়া না ছাড়ে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টির মধ্যে থাকে। আর যে ব্যক্তি মুমেন সম্পর্কে এমন খারাপ কথা বলে যাহা তাহার মধ্যে নাই আল্লাহ তায়ালা তাহাকে দোযখীদের পুঁজ ও রক্তের কাদার মধ্যে রাখিবেন ; অবশেষে সে নিজের অপবাদের শাস্তি পাইয়া ঐ গুনাহ হইতে পবিত্র হইবে। (আবু দাউদ)

٣٠٥-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُوْنُوا عِبَادَ اللّٰهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقْوٰى هٰهُنَا، وَيُشِيْرُ إِلٰى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ: بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ.

رواه مسلم، باب تحريم ظلم المسلم...، رقم:٦٥٤١

৩০৫. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা একে অপরকে হিংসা করিও না, বেচাকেনার মধ্যে বেচাকেনার নিয়ত ছাড়া শুধু

ধোকা দেওয়ার জন্য অতিরিক্ত কথা বলিও না, একজন অপরজনের সহিত বিদ্বেষ রাখিও না, একজন অপরজন হইতে মুখ ফিরাইও না এবং তোমাদের মধ্য হইতে কেহ অপরজনের দামদস্তুরের উপর দামদস্তুর করিও না। তোমরা আল্লাহর বান্দা সাজিয়া ভাই ভাই হইয়া যাও। মুসলমান মুসলমানের ভাই। ভাই ভাইয়ের উপর জুলুম করে না এবং (যদি অপর কোন ব্যক্তি) তাহার উপর জুলুম করে তবে তাহাকে অসহায় করিয়া রাখে না, তাহাকে তুচ্ছ মনে করে না। (এই কথা বলিবার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন সীনা মোবারকের দিকে ইশারা করিয়া তিনবার এরশাদ করিলেন) তাকওয়া এখানে থাকে। মানুষের খারাপ হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, সে আপন মুসলমান ভাইকে তুচ্ছ মনে করে। মুসলমানের রক্ত, তাহার মাল, তাহার ইজ্জত–আবরু অপর মুসলমানের জন্য হারাম। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদ অর্থাৎ, 'তাকওয়া এখানে থাকে' ইহার অর্থ এই যে, তাকওয়া যাহা আল্লাহ তায়ালার ভয় ও আখেরাতের হিসাবের ফিকিরের নাম। উহা দিলের ভিতরগত অবস্থা এমন জিনিস নয় যাহা কোন ব্যক্তি চোখে দেখিয়া বুঝিতে পারে যে, এই ব্যক্তির মধ্যে তাকওয়া আছে অথবা নাই। এইজন্য কোন মুসলমানের অধিকার নাই যে, সে অপর মুসলমানকে তুচ্ছ মনে করিবে। কে জানে যাহাকে বাহ্যিক জ্ঞানে তুচ্ছ মনে করা হইতেছে, তাহার অন্তরে তাকওয়া থাকিতে পারে এবং সে আল্লাহ তায়ালার নিকট বড় ইজ্জতওয়ালা হইতে পারে। (মাআরেফুল হাদীস)

٣٠٦-عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، أَوْ قَالَ: الْعُشْبَ. رواه أبوداؤد، باب فى الحسد، رقم:٤٩٠٣

৩০৬. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হিংসা হইতে বাঁচ, হিংসা মানুষের নেকীসমূহকে এমনভাবে খাইয়া ফেলে যেমন আগুন লাকড়িকে খাইয়া ফেলে অথবা বলিয়াছেন, ঘাসকে খাইয়া ফেলে। (আবু দাঊদ)

٣٠٧-عَنْ أَبِى حُمَيْدِ السَّاعِدِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِامْرِىءٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيْهِ بِغَيْرِ طِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده صحيح ١٣/٣١٦

৩০৭. হযরত আবু হুমাইদ সায়েদী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন ব্যক্তির জন্য আপন ভাইয়ের লাঠি (অর্থাৎ এইরূপ ক্ষুদ্র জিনিসও) তাহার সম্মতি ব্যতীত লওয়া জায়েয নয়। (ইবনে হিব্বান)

٣٠٨-عَنْ يَزِيْدَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيْهِ لَاعِبًا وَلَا جَادًّا. (الحديث) رواه أبوداوُد، باب من يأخذ الشيء من مزاح، رقم:٥٠٠٣

৩০৮. হযরত ইয়াযীদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন, তোমাদের মধ্য হইতে কোন ব্যক্তি আপন ভাইয়ের সামান, ঠাট্টা–বিদ্রূপ করিয়া অথবা প্রকৃতই (অনুমতি ব্যতীত) লইয়া যাইও না। (আবু দাউদ)

٣٠٩-عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلٰى رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسِيْرُوْنَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَنَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ إِلٰى حَبْلٍ مَعَهُ فَأَخَذَهُ فَفَزِعَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا. رواه أبوداوُد، باب من يأخذ الشيء من مزاح، رقم:٥٠٠٤

৩০৯. হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা (রহঃ) বলেন, আমাদেরকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ এই ঘটনা শুনাইয়াছেন যে, তাঁহারা একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত যাইতেছিলেন। এমন সময় তাঁহাদের মধ্যে একজন সাহাবীর ঘুম আসিয়া গেল। অপর এক ব্যক্তি যাইয়া (ঠাট্টাস্বরূপ) তাহার রশিটি লইয়া লইলেন। (যখন ঘুমন্ত সাহাবীর চোখ খুলিল এবং নিজের রশিটি দেখিলেন না,) তখন পেরেশান হইয়া গেলেন। ইহার উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন মুসলমানের জন্য ইহা হালাল নয় যে, সে কোন মুসলমানকে ভয় দেখাইবে। (আবু দাউদ)

٣١٠- عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: قَتْلُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا. رواه النسائي، باب تعظيم الدم، رقم:٣٩٩٥

৩১০. হযরত বুরাইদা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুমেনকে কতল করা আল্লাহ তায়ালার নিকট সারা দুনিয়া খতম হইয়া যাওয়া হইতেও বেশী মারাত্মক। (নাসায়ী)

ফায়দা ঃ অর্থ এই যে, দুনিয়া খতম হইয়া যাওয়া মানুষের নিকট যেমন মারাত্মক, আল্লাহ তায়ালার নিকট মুমিনকে কতল করা ইহা হইতেও বেশী মারাত্মক।

٣١١- عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَذْكُرَانِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لَأَكَبَّهُمُ اللّٰهُ فِي النَّارِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث غريب، باب الحكم فى الدماء، رقم:١٣٩٨

৩১১. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) ও হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করেন, যদি আসমান ও জমিনবাসী সকলেই কোন মুমিনকে কতল করিবার মধ্যে শরীক হইয়া যায়, তবু আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সকলকে অধঃমুখ করিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবেন। (তিরমিযী)

٣١٢- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللّٰهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا، أَوْ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. رواه أبوداود، باب فى تعظيم قتل المؤمن، رقم:٤٢٧٠

৩১২. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, প্রত্যেক গুনাহ সম্পর্কে এই আশা আছে যে, আল্লাহ তায়ালা মাফ করিয়া দিবেন ; একমাত্র ঐ ব্যক্তি(র গুনাহ) ব্যতীত, যে শিরক অবস্থায় মরিল অথবা ঐ মুসলমানের গুনাহ ব্যতীত যে কোন মুসলমানকে জানিয়া বুঝিয়া কতল করিল। (আবু দাঊদ)

٣١٣- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا فَاغْتَبَطَ بِقَتْلِهِ لَمْ يَقْبَلِ اللّٰهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا. رواه أبوداود، باب فى تعظيم قتل المؤمن، رقم:٤٢٧٠ سنن أبى داود، طبع دار الباز، مكة

৩১৩. হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মুমেনকে কতল করিল এবং তাহাকে কতল করিবার উপর খুশী প্রকাশ করিল আল্লাহ তায়ালা না তাহার ফরজ এবাদত কবুল করিবেন, না নফল এবাদত। (আবু দাঊদ)

٣١٤-عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِي النَّارِ، قَالَ: فَقُلْتُ أَوْ قِيْلَ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! هٰذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُوْلِ؟ قَالَ: إِنَّهُ قَدْ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ. رواه مسلم، باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، رقم:٧٢٥٢

৩১৪. হযরত আবু বাকরা (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যখন দুই মুসলমান নিজ নিজ তরবারি লইয়া একজন অপরজনের সম্মুখে আসে (এবং তাহাদের মধ্য হইতে একজন অপরজনকে কতল করিয়া দেয়) তখন কতলকারী ও নিহত দুইজনই (দোযখের) আগুনে জ্বলিবে। হযরত আবু বাকরা (রাযিঃ) বলেন, আমি অথবা অন্য কেউ আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কতলকারী দোযখে যাইবে ইহা তো স্পষ্ট কথা কিন্তু নিহত ব্যক্তি (দোযখে) কেন যাইবে? তিনি এরশাদ করিলেন, এইজন্য যে, সেও তো আপন সাথীকে কতল করিবার ইচ্ছা করিয়াছিল। (মুসলিম)

٣١٥-عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْكَبَائِرِ قَالَ: الْإِشْرَاكُ بِاللّٰهِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ.

رواه البخاري، باب ما قيل في شهادة الزور، رقم:٢٦٥٣

৩১৫. হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাবীরা গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল (যে, উহা কি কি?), তিনি এরশাদ করিলেন, আল্লাহর সহিত শরীক করা, পিতামাতার নাফরমানী করা, কতল করা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। (বোখারী)

٣١٦-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللّٰهِ،

وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ. رواه البخاري، باب قول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ....، رقم:٢٧٦٦

৩১৬. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সাতটি ধ্বংসাকারী গুনাহ হইতে বাঁচ। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঐ সাত গুনাহ কি কি? তিনি এরশাদ করিলেন, আল্লাহ তায়ালার সহিত কাহাকেও শরীক করা, যাদু করা, অন্যায়ভাবে কাহাকেও কতল করা, সূদ খাওয়া, এতীমের মাল খাওয়া, (নিজের জান বাঁচানোর জন্য) জেহাদের মধ্যে ইসলামী লশকরের সঙ্গ ছাড়িয়া ভাগিয়া যাওয়া এবং সতী–সাধ্বী ঈমানওয়ালী ও মন্দ বিষয় সম্পর্কে বেখবর নারীদের উপর যিনার অপবাদ দেওয়া। (বোখারী)

٣١٧-عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَا تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لِأَخِيْكَ، فَيَرْحَمُهُ اللّٰهُ وَيَبْتَلِيْكَ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب لا تظهر الشماتة لأخيك، رقم:٢٥٠٦

৩১৭. ওয়াসিলা ইবনে আসকা' (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তুমি আপন ভাইয়ের কোন মুসীবতের উপর খুশী প্রকাশ করিও না, হইতে পারে যে, আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর রহম করিয়া তাহাকে মুসীবত হইতে নাজাত দিয়া দিবেন। আর তোমাকে মুসীবতে লিপ্ত করিয়া দিবেন। (তিরমিযী)

٣١٨-عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتّٰى يَعْمَلَهُ، قَالَ أَحْمَدُ: قَالُوا: مِنْ ذَنْبٍ قَدْ تَابَ مِنْهُ. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب، باب في وعيد من عيّر أخاه بذنب، رقم:٢٥٠٥

৩১৮. হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আপন (মুসলমান) ভাইকে কোন এমন গুনাহের উপর লজ্জা দিল, যে

গুনাহ হইতে সে তৌবা করিয়া ফেলিয়াছে, তবে এই লজ্জাদাতা ততক্ষণ পর্যন্ত মরিবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজে ঐ গুনাহের মধ্যে লিপ্ত না হইবে। (তিরমিযী)

٣١٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَيُّمَا امْرِىءٍ قَالَ لِأَخِيْهِ: يَا كَافِرُ! فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا، إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ. رواه مسلم، باب بيان حال إيمان رقم:٢١٦

৩১৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আপন মুসলমান ভাইকে 'হে কাফের!' বলিল, তখন কুফর এই দুইজনের মধ্য হইতে একজনের দিকে অবশ্যই ফিরিবে। যদি সেই ব্যক্তি বাস্তবিকই কাফের হইয়া গিয়া থাকে যেমন সে বলিয়াছে তবে ঠিক আছে, নচেৎ কুফর স্বয়ং যে বলিয়াছে তাহার দিকে ফিরিয়া আসিবে। (মুসলিম)

٣٢٠- عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ: عَدُوُّ اللّٰهِ! وَلَيْسَ كَذٰلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ.

(وهو جزء من الحديث) رواه مسلم، باب بيان حال إيمان رقم:٢١٧

৩২০. হযরত আবু যর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন, যে ব্যক্তি কাহাকেও 'কাফের' অথবা 'আল্লাহর দুশমন' বলিয়া ডাকিল অথচ সে এমন নয়, তবে তাহার এই কথাটি স্বয়ং তাহার দিকে ফিরিয়া আসে। (মুসলিম)

٣٢١- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيْهِ: يَا كَافِرُ! فَهُوَ كَقَتْلِهِ. رواه البزار ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ٨/١٤١

৩২১. হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন কোন ব্যক্তি আপন ভাইকে 'হে কাফের' বলিল, তখন ইহা তাহাকে কতল করার মত হইল। (বাযযার, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٣٢٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يَنْبَغِيْ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُوْنَ لَعَّانًا. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء في اللعن والطعن، رقم:٢٠١٩

৩২২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুমেনের জন্য মুনাসেব নয় যে, লানতকারী হইবে। (তিরমিযী)

٣٢٣-عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَا يَكُوْنُ اللَّعَّانُوْنَ شُفَعَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه مسلم، باب النهي عن لعن الدواب وغيرها، رقم: ٦٦١٠

৩২৩. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বেশী বেশী লানতকারীগণ কেয়ামতের দিন না (গুনাহগারদের জন্য) সুপারিশকারী হইতে পারিবে, আর না (নবীগণের তবলীগের) সাক্ষী হইতে পারিবে। (মুসলিম)

٣٢٤-عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ. (وهو جزء من الحديث) رواه مسلم، باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ...، رقم: ٣٠٣

৩২৪. হযরত ছাবেত ইবনে জাহ্‌হাক (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুমেনের উপর লা'নত করা (গুনাহ হিসাবে) মুমেনকে কতল করার মত। (মুসলিম)

٣٢٥-عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنْمٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ: خِيَارُ عِبَادِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ إِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللّٰهُ، وَشِرَارُ عِبَادِ اللّٰهِ الْمَشَّاءُوْنَ بِالنَّمِيْمَةِ، الْمُفَرِّقُوْنَ بَيْنَ الْأَحِبَّةِ الْبَاغُوْنَ لِلْبُرَآءِ الْعَنَتَ. رواه أحمد وفيه: شهر بن حوشب وبقية رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٨/١٧٦

৩২৫. হযরত আবদুর রহমান ইবনে গানাম (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার সর্বোত্তম বান্দা তাহারা, যাহাদিগকে দেখিয়া আল্লাহ তায়ালা স্মরণে আসে। আর নিকৃষ্টতম বান্দা হইল চোগলখোর, বন্ধুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারী এবং যাহারা আল্লাহ তায়ালার সৎ ও নিষ্কলুষ বান্দাদেরকে কোন গুনাহ অথবা কোন পেরেশানীর মধ্যে লিপ্ত করিবার চেষ্টায় লাগিয়া থাকে। (মুসনাদে আহমাদ, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٣٢٦-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى قَبْرَيْنِ فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ، أَمَّا هٰذَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَأَمَّا هٰذَا فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ. (الحديث) رواه البخاري، باب الغيبة رقم:٦٠٥٢

৩২৬. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইটি কবরের পাশ দিয়া যাইতেছিলেন, তখন তিনি এরশাদ করিলেন, এই দুই কবরবাসীর উপর আযাব হইতেছে এবং এই আযাব কোন বড় জিনিসের কারণে হইতেছে না, (যাহা হইতে বাঁচিয়া থাকা মুশকিল হইত।) তাহাদের মধ্য হইতে একজন তো পেশাবের ছিটা হইতে বাঁচিত না। আর অপরজন চোগলখুরী করিত। (বোখারী)

٣٢٧-عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَمَّا عُرِجَ بِيْ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَصُدُوْرَهُمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هٰؤُلَاءِ يَا جِبْرِيْلُ؟ قَالَ: هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ لُحُوْمَ النَّاسِ وَيَقَعُوْنَ فِيْ أَعْرَاضِهِمْ. رواه أبوداوُد، باب في الغيبة، رقم:٤٨٧٨

৩২৭. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন আমি মেরাজে গেলাম তখন আমি এমন কিছু লোকের উপর দিয়া অতিক্রম করিলাম, যাহাদের নখ তামার ছিল। এই নখ দ্বারা তাহারা নিজ নিজ চেহারা ও সিনা আঁচড়াইয়া জখম করিতেছিল। আমি জিবরাঈল (আঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহারা কাহারা? জিবরাঈল (আঃ) বলিলেন, এই সমস্ত লোক মানুষের গোশত খাইত অর্থাৎ মানুষের গীবত করিত ও তাহাদের ইজ্জত–সম্মান নষ্ট করিত। (আবু দাউদ)

٣٢٨-عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَارْتَفَعَتْ رِيْحٌ مُنْتِنَةٌ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَتَدْرُوْنَ مَا هٰذِهِ الرِّيْحُ؟ هٰذِهِ رِيْحُ الَّذِيْنَ يَغْتَابُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ. رواه أحمد ورجاله ثقات، مجمع الزوائد٨/١٧٢

---

৩২৮. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম এমন সময় একপ্রকার দুর্গন্ধ অনুভূত হইল। তিনি এরশাদ করিলেন, জান এই দুর্গন্ধ কিসের? এই দুর্গন্ধ ঐ সমস্ত লোকের যাহারা মুসলমানদের গীবত করে। (মুসনাদে আহমাদ, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٣٢٩-عَنْ أَبِىْ سَعْدٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَا: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اَلْغِيْبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا، قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَكَيْفَ الْغِيْبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا؟ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَزْنِىْ فَيَتُوْبُ فَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِ، وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِيْبَةِ لَا يُغْفَرُ لَهُ حَتّٰى يَغْفِرَهَا لَهُ صَاحِبُهُ. رواه البيهقى فى شعب الإيمان ٥/٣٠٦

৩২৯. হযরত আবু সা'দ ও হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, গীবত করা যিনা হইতে বেশী মারাত্মক। সাহাবীগণ আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! গীবত করা যিনা হইতে বেশী মারাত্মক কিভাবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, মানুষ যদি যিনা করিয়া ফেলে অতঃপর তওবা করিয়া লয়, আল্লাহ তায়ালা তাহার তওবা কবুল করিয়া লন। কিন্তু গীবতকারীকে যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ ব্যক্তি মাফ না করে যাহার সে গীবত করিয়াছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে তাহাকে মাফ করা হয় না। (বায়হাকী)

٣٣٠-عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ لِلنَّبِىِّ ﷺ: حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا-تَعْنِىْ قَصِيْرَةً- فَقَالَ: لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَ بِهَا الْبَحْرُ لَمَزَجَتْهُ، قَالَتْ: وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَانًا، فَقَالَ: مَا أُحِبُّ أَنِّىْ حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَإِنَّ لِىْ كَذَا وَكَذَا. رواه أبوداؤد، باب فى الغيبة، رقم: ٤٨٧٥

৩৩০. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিলাম, বাস্ আপনার জন্য তো সফিয়্যার খাট হওয়া যথেষ্ট। তিনি এরশাদ করিলেন, তুমি এমন একটি বাক্য বলিয়াছ যদি ইহাকে সমুদ্রের পানির সাথে মিলাইয়া দেওয়া হয় তবে এই বাক্যের তিক্ততা সমুদ্রের সমগ্র লবণাক্ততার উপর প্রবল যাইবে। হযরত আয়েশা

(রাযিঃ) ইহাও বলেন যে, একবার আমি তাহার সম্মুখে এক ব্যক্তির কোন কথা বা কাজ নকল করিয়া দেখাইলাম। তখন তিনি এরশাদ করিলেন, আমাকে এত এত অর্থাৎ অনেক বেশী সম্পদও যদি দেওয়া হয় তবু আমি পছন্দ করি না যে, কাহারও নকল করিয়া দেখাইব। (আবু দাউদ)

۳۳۱-عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: اَتَدْرُوْنَ مَا الْغِیْبَةُ؟ قَالُوْا: اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ، قَالَ: ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا یَكْرَهُ، قِیْلَ: اَفَرَاَیْتَ اِنْ كَانَ فِیْ اَخِیْ مَا اَقُوْلُ؟ قَالَ: اِنْ كَانَ فِیْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَهٗ، وَاِنْ لَمْ یَكُنْ فِیْهِ، فَقَدْ بَهَتَّهٗ. رواه مسلم، باب تحريم الغيبة، رقم:٦٥٩٣

৩৩১. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা কি জান যে, গীবত কাহাকে বলে? সাহাবীগণ আরজ করিলেন, আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলই বেশী জানেন। তিনি এরশাদ করিলেন, আপন (মুসলমান) ভাইয়ের (অনুপস্থিতিতে তাহার) সম্পর্কে এমন কথা বলা যাহা তাহার অপছন্দ হয় (ইহাই গীবত)। কেহ আরজ করিল, আমি যদি আমার ভাইয়ের এমন কোন দোষ আলোচনা করি যাহা বাস্তবিকই তাহার মধ্যে আছে, (তবে ইহাও কি গীবত হইবে?) তিনি এরশাদ করিলেন, যদি ঐ দোষ যাহা তুমি বর্ণনা করিতেছ, তাহার মধ্যে থাকে তবে তুমি তাহার গীবত করিলে, আর যদি ঐ দোষ (যাহা তুমি বর্ণনা করিতেছ উহা) তাহার মধ্যে না থাকে তবে তুমি তাহার উপর অপবাদ আরোপ করিলে।

(মুসলিম)

۳۳۲-عَنْ اَبِی الدَّرْدَاءِ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ ذَكَرَ امْرَاً بِشَیْءٍ لَیْسَ فِیْهِ لِیَعِیْبَهٗ بِهٖ، حَبَسَهُ اللّٰهُ فِیْ نَارِ جَهَنَّمَ حَتّٰی یَاْتِیَ بِنَفَاذِ مَا قَالَ فِیْهِ. رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ٤/٣٦٣

৩৩২. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কাহাকেও বদনাম করিবার জন্য এইরূপ দোষ বর্ণনা করে যাহা তাহার মধ্যে নাই তবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে দোযখের আগুনের মধ্যে বন্দী করিয়া রাখিবেন ; যতক্ষণ না সে ঐ দোষ প্রমাণ করিবে। (আর সে উহা কিভাবে প্রমাণ করিবে?) (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٣٣٣-عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ أَنْسَابَكُمْ هٰذِهِ لَيْسَتْ بِسِبَابٍ عَلٰى أَحَدٍ، وَإِنَّمَا أَنْتُمْ وُلْدُ آدَمَ طَفُّ الصَّاعِ لَمْ تَمْلَؤُوهُ، لَيْسَ لِأَحَدٍ فَضْلٌ إِلَّا بِالدِّيْنِ أَوْ عَمَلٍ صَالِحٍ، حَسْبُ الرَّجُلِ أَنْ يَكُوْنَ فَاحِشًا بَذِيًّا بَخِيْلًا جَبَانًا. رواه احمد ١٤٥/٤

৩৩৩. হযরত উকবা ইবনে আমের (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বংশ এমন কোন জিনিস নয় যাহার কারণে তোমরা কাহাকেও খারাপ বলিতে পার এবং লজ্জা দিতে পার। তোমরা সকলেই আদমের সন্তান। তোমাদের উদাহরণ ঐ সা' (অর্থাৎ পরিমাপের পাত্রে)র মত যাহাকে তোমরা পরিপূর্ণ কর নাই অর্থাৎ কেহই তোমাদের মধ্যে পূর্ণ নও। প্রত্যেকের মধ্যে কিছু না কিছু ত্রুটি আছে। (তোমাদের মধ্য হইতে) কাহারও উপর কাহারো শ্রেষ্ঠত্ব নাই। অবশ্য দ্বীন ও নেক আমলের কারণে একজনের উপর অপরজনের ফযীলত আছে। মানুষের (খারাপ হওয়ার) জন্য ইহা অনেক যে, সে অসভ্য, অহেতুক কথা বলনেওয়ালা, কৃপণ ও কাপুরুষ হয়।

(মুসনাদে আহমাদ)

٣٣٤-عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: بِئْسَ ابْنُ الْعَشِيْرَةِ، أَوْ بِئْسَ رَجُلُ الْعَشِيْرَةِ، ثُمَّ قَالَ: ائْذَنُوا لَهُ، فَلَمَّا دَخَلَ أَلَانَ لَهُ الْقَوْلَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَلَنْتَ لَهُ الْقَوْلَ وَقَدْ قُلْتَ لَهُ مَا قُلْتَ، قَالَ: إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ وَدَعَهُ ـ أَوْ تَرَكَهُ ـ النَّاسُ لِاتِّقَاءِ فُحْشِهِ. رواه ابوداؤد، باب في حسن العشرة، رقم: ٤٧٩١

৩৩৪. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হওয়ার অনুমতি চাহিল। তিনি এরশাদ করিলেন, এই লোক নিজ গোত্রের মধ্যে অত্যন্ত খারাপ মানুষ। অতঃপর তিনি এরশাদ করিলেন, তাহাকে আসিতে অনুমতি দাও। যখন সে আসিয়া গেল, তখন তিনি তাহার সহিত নম্রভাবে কথাবার্তা বলিলেন। সে চলিয়া যাওয়ার পর হযরত আয়েশা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো ঐ ব্যক্তির সহিত অত্যন্ত নম্রভাবে কথা বলিয়াছেন অথচ প্রথমে আপনি তাহারই সম্পর্কে

বলিয়াছিলেন (যে, সে নিজ গোত্রের খুব খারাপ লোক)। তিনি এরশাদ করিলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার নিকট নিকৃষ্টতম স্তরে ঐ ব্যক্তি থাকিবে যাহার খারাপ কথার কারণে মানুষ তাহার সহিত মেলামেশা ছাড়িয়া দেয়। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগন্তুক ব্যক্তি সম্পর্কে দোষজনিত যে শব্দগুলি বলিয়াছেন, উহার উদ্দেশ্য প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জানাইয়া দেওয়া এবং ঐ ব্যক্তির ধোকা হইতে লোকদেরকে বাঁচানো। অতএব ইহা গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তি আসিবার পর নম্রভাবে যে কথাবার্তা বলিলেন, ইহা এই শিক্ষা দেওয়ার জন্য ছিল যে, এইরূপ লোকদের সহিত আচরণ কিভাবে করা চাই। ইহাতে তাহার সংশোধনের দিকটিও ছিল। (মাজাহেরে হক)

٣٣٥-عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اَلْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيْمٌ، وَالْفَاجِرُ خَبٌّ لَئِيْمٌ . رواه أبوداؤد، باب فى حسن العشرة، رقم: ٤٧٩٠

৩৩৫. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুমেন সাদাসিধা, ভদ্র হয়, আর ফাসেক ধোঁকাবাজ ও অভদ্র হয়। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ হাদীস শরীফের অর্থ এই যে, মুমেনের স্বভাবে ধোকা ও ষড়যন্ত্র থাকে না। সে মানুষকে কষ্ট পৌঁছানো ও তাহাদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা হইতে নিজের স্বভাবগত ভদ্রতার কারণে দূরে থাকে। পক্ষান্তরে ফাসেকের স্বভাবে ধোকা, ষড়যন্ত্র থাকে। ফেতনা ফাসাদ ছড়ানোই তাহার অভ্যাস হয়। (তরজমানুস সুন্নাহ)

٣٣٦-عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ آذٰى مُسْلِمًا فَقَدْ آذَانِىْ، وَمَنْ آذَانِىْ فَقَدْ آذَى اللّٰهَ. رواه الطبرانى فى الأوسط وهو حديث حسن، فيض القدير ٦/١٩

৩৩৬. হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে কষ্ট দিল সে আমাকে কষ্ট দিল আর যে ব্যক্তি আমাকে কষ্ট দিল সে নিশ্চিতভাবে আল্লাহ তায়ালাকে কষ্ট দিল অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালাকে অসন্তুষ্ট করিল। (তাবারানী, জামে সগীর)

٣٣٧-عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللّٰهِ الْأَلَدُّ الْخَصِمُ. رواه مسلم، باب في الألد الخصم، رقم: ٦٧٨٠

৩৩৭. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট সর্বাপেক্ষা অপছন্দনীয় ব্যক্তি সে যে অত্যন্ত ঝগড়াটে। (মুসলিম)

٣٣٨-عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَلْعُوْنٌ مَنْ ضَارَّ مُؤْمِنًا أَوْ مَكَرَ بِهِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب ما جاء في الخيانة والغش، رقم: ١٩٤١

৩৩৮. হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের ক্ষতি করিল অথবা তাহাকে ধোঁকা দিল সে অভিশপ্ত। (তিরমিযী)

٣٣٩-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَفَ عَلٰى أُنَاسٍ جُلُوْسٍ فَقَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِكُمْ مِنْ شَرِّكُمْ؟ قَالَ: فَسَكَتُوْا، فَقَالَ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَخْبِرْنَا بِخَيْرِنَا مِنْ شَرِّنَا، قَالَ: خَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجٰى خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ، وَشَرُّكُمْ مَنْ لَا يُرْجٰى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب حديث خيركم من يرجى خيره...، رقم: ٢٢٦٣

৩৩৯. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, কিছু সংখ্যক লোক বসিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং এরশাদ করিলেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিব না যে, তোমাদের মধ্যে ভাল মানুষ কে এবং খারাপ কে? হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, সাহাবায়ে কেরাম চুপ থাকিলেন। তিনি তিন বার একই এরশাদ করিলেন। অতঃপর এক ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অবশ্যই বলুন, আমাদের মধ্যে ভাল কে এবং খারাপ কে? তিনি এরশাদ করিলেন, তোমাদের মধ্যে ভাল মানুষ সে যাহার নিকট ভাল আশা করা হয় এবং তাহার দ্বারা খারাপের আশংকা না থাকে আর তোমাদের মধ্যে সবচাইতে খারাপ মানুষ সে, যাহার দ্বারা

ভালর আশা না থাকে এবং সবসময় খারাপের আশংকা লাগিয়া থাকে। (তিরমিযী)

٣٤٠-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ. رواه مسلم، باب إطلاق اسم الكفر على الطعن ...، رقم:٢٢٧

৩৪০. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষের মধ্যে দুইটি কথা কুফরের রহিয়াছে—বংশের ব্যাপারে দোষারোপ করা আর মৃতদের উপর বিলাপ করা। অর্থাৎ চিৎকার করিয়া কান্নাকাটি করা। (মুসলিম)

٣٤١-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا تُمَارِ أَخَاكَ وَلَا تُمَازِحْهُ وَلَا تَعِدْهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفَهُ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء فى المراء، رقم:١٩٩٥

৩৪১. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিজের ভাইয়ের সহিত ঝগড়া করিও না এবং না তাহার সহিত (এইরূপ) ঠাট্টা কর (যাহার দ্বারা তাহার কষ্ট হয়) এবং না এমন ওয়াদা কর যাহা পুরা করিতে পার না। (তিরমিযী)

٣٤٢-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ. رواه مسلم، باب خصال المنافق، رقم:٢١١

৩৪২. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুনাফেকের তিনটি আলামত রহিয়াছে, যখন কথা বলে তখন মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে তখন উহা পূরণ করে না, আর যখন তাহার নিকট আমানত রাখা হয় তখন খিয়ানত করে। (মুসলিম)

٣٤٣-عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ. رواه البخارى، باب ما يكره من النميمة، رقم:٦٠٥٦

৩৪৩. হযরত হুযাইফা (রাযিঃ) বলেন আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, চোগলখোর

জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। (বোখারী)

ফায়দা ঃ অর্থ এই যে, চোগলখোরীর অভ্যাস ঐ সমস্ত মারাত্মক গুনাহের অন্তর্ভুক্ত যাহা জান্নাতে প্রবেশ করার ব্যাপারে বাধা হয়। কোন ব্যক্তি এই খারাপ অভ্যাস সহকারে জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। হাঁ, যদি আল্লাহ তায়ালা নিজ দয়া ও মেহেরবানীতে কাহাকেও মাফ করিয়া দেন অথবা এই অন্যায়ের শাস্তি দিয়া তাহাকে পবিত্র করিয়া দেন তবে উহার পর জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে। (মাআরেফুল হাদীস)

٣٤٤-عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ: عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّوْرِ بِالْإِشْرَاكِ بِاللّٰهِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَرَأَ: "فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ حُنَفَآءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ"

[الحج: ٣٠، ٣١]. رواه أبو داؤد، باب في شهادة الزور، رقم: ٣٥٩٩

৩৪৪. হযরত খুরাইম ইবনে ফাতেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন ফজরের নামায পড়িলেন। যখন তিনি (নামায হইতে) অবসর হইলেন তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন এবং এরশাদ করিলেন, মিথ্যা সাক্ষ্য আল্লাহ তায়ালার সহিত শরীক করার সমান করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই কথা তিনি তিনবার এরশাদ করিলেন। অতঃপর তিনি এই আয়াত পড়িলেন যাহার অর্থ এই—মূর্তি পূজার অপবিত্রতা হইতে বাঁচ এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া হইতে বাঁচ। একান্তভাবে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য হইয়া তাহার সহিত কাহাকেও শরীক করিও না। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ অর্থ এই যে, মিথ্যা সাক্ষ্য শিরক ও মূর্তিপূজার মত দুর্গন্ধময় গুনাহ। আর ঈমানওয়ালাদের ইহা হইতে এমনভাবে বাঁচিবার চেষ্টা করা চাই যেমন শিরক ও মূর্তিপূজা হইতে বাঁচা হয়। (মাআরেফুল হাদীস)

٣٤٥-عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ وَإِنْ قَضِيْبٌ مِنْ أَرَاكٍ. رواه مسلم، باب وعيد من اقتطع حق مسلم، ....، رقم: ٣٥٣

৩৪৫. হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি (মিথ্যা) কসম খাইয়া কোন মুসলমানের কোন হক লইয়া লইল, আল্লাহ তায়ালা এইরূপ ব্যক্তির জন্য দোযখ ওয়াজিব করিয়া দিয়াছেন এবং জান্নাত তাহার উপর হারাম করিয়া দিয়াছেন। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদিও উহা কোন সামান্য জিনিসও হয় (তবুও কি এই শাস্তি হইবে)? তিনি এরশাদ করিলেন, যদিও পিলু (গাছে)র একটি ডালও হয়। (মুসলিম)

٣٤٦-عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلٰى سَبْعِ أَرَضِيْنَ.

رواه البخاری، باب إثم من ظلم شيئا من الأرض، رقم:٢٤٥٤

৩৪৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সামান্য জমিনও অন্যায়ভাবে লইয়া লয়, কিয়ামতের দিন তাহাকে এই জমিনের কারণে সাত তবক জমিন পর্যন্ত ধসাইয়া দেওয়া হইবে। (বোখারী)

٣٤٧-عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا. (وهو جزء من الحديث) رواه الترمذی وقال: هذا

حديث حسن صحيح، باب ما جاء فی النهی عن نكاح الشغار، رقم:١١٢٣

৩৪৭. হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি লুণ্ঠন করিল সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। (তিরমিযী)

٣٤٨-عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ، قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثَ مِرَارٍ، قَالَ أَبُوْذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: خَابُوْا وَخَسِرُوْا، مَنْ هُمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ، وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ. رواه مسلم، باب بيان غلظ

تحريم إسبال الإزار ...، رقم:٢٩٣

৩৪৮. হযরত আবু যর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তিন ব্যক্তি এইরূপ যে, আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন না তাহাদের সহিত কথা বলিবেন,

না তাহাদেরকে রহমতের দৃষ্টিতে দেখিবেন, না তাহাদেরকে গুনাহ হইতে পবিত্র করিবেন ; বরং তাহাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন। এই আয়াত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার পড়িলেন। হযরত আবু যর (রাযিঃ) আরজ করিলেন, এইসব লোক তো অকৃতকার্য হইল এবং ক্ষতির মধ্যে পড়িল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এইসব লোক কাহারা? তিনি এরশাদ করিলেন, যাহারা নিজেদের লুঙ্গি (টাখনুর নীচে) লটকাইয়া রাখে, যাহারা এহসান করিয়া খোটা দেয় এবং যাহারা মিথ্যা কসম খাইয়া নিজেদের মাল বিক্রয় করে। (মুসলিম)

٣٤٩-عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوْكَهُ ظُلْمًا أُقِيْدَ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه الطبرانى ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ٤/٢٣٦

৩৪৯. হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে মনিব নিজের গোলামকে অন্যায়ভাবে মারপিট করিবে, কেয়ামতের দিন তাহার নিকট হইতে বদলা লওয়া হইবে। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

ফায়দা ঃ কর্মচারীদেরকে মারপিট করাও এই ধমকির মধ্যে দাখেল রহিয়াছে। (মাআরেফুল হাদীস)

মুসলমানদের পারস্পরিক মতবিরোধকে দূর করা

কুরআনের আয়াত

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—এবং তোমরা সকলে মিলিয়া আল্লাহ তায়ালার রশি (দ্বীনকে) মজবুতভাবে ধরিয়া রাখ ও পরস্পর মতবিরোধ করিও না। (আলি ইমরান)

হাদীস শরীফ

٣٥٠-عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلٰوةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوا: بَلٰى، قَالَ: صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ.

رواه الترمذی وقال: هذا حديث صحيح، باب فی فضل صلاح ذات البين، رقم:٢٥٠٩

৩৫০. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি কি তোমাদিগকে নামায রোযা ও সদকা–খয়রাত হইতে উত্তম মর্তবার জিনিস বলিয়া দিব না? সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, অবশ্যই এরশাদ করুন। তিনি এরশাদ করিলেন, পরস্পর একতা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কেননা পরস্পর মতানৈক্য (দ্বীনকে) মুণ্ডাইয়া দেয়। অর্থাৎ যেমন ক্ষুর দ্বারা মাথার চুল একেবারে পরিষ্কার হইয়া যায় ; তদ্রূপ পরস্পর লড়াই ঝগড়ার দ্বারা দ্বীন খতম হইয়া যায়। (তিরমিযী)

٣٥١-عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أُمِّهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَمْ يَكْذِبْ مَنْ نَمٰى بَيْنَ اثْنَيْنِ لِيُصْلِحَ. رواه أبوداؤد، باب فی إصلاح ذات البين، رقم:٤٩٢٠

৩৫১. হযরত হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান আপন মা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সন্ধি করাইবার জন্য এক পক্ষ হইতে অপর পক্ষকে বানোয়াট কথা পৌছায় সে মিথ্যা বলে নাই অর্থাৎ তাহার মিথ্যা বলার গুনাহ হইবে না। (আবু দাউদ)

٣٥٢-عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ: وَالَّذِيْ نَفْسِي بِيَدِهِ مَا تَوَادَّ اثْنَانِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِذَنْبٍ يُحْدِثُهُ أَحَدُهُمَا.

(وهو طرف من الحديث) رواه أحمد وإسناده حسن، مجمع الزوائد٨/٣٣٦

৩৫২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঐ মহান

সত্তার কসম যাহার হাতে আমার জান, পরস্পর একে অপরকে মহব্বতকারী দুই মুসলমানের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টির কারণ ইহা ছাড়া আর কিছু হয় না যে, তাহাদের মধ্য হইতে কেউ কোন গুনাহ করিয়া বসে।
(মুসনাদে আহমাদ, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٣٥٣-عَنْ أَبِىْ أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هٰذَا وَيُعْرِضُ هٰذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِىْ يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ. رواه مسلم، باب تحريم الهجر فوق ثلاثة أيام....، رقم: ٦٥٣٢

৩৫৩. হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুসলমানের জন্য জায়েয নয় যে, আপন মুসলমান ভাইকে তিন রাত্রের বেশী (সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া) ছাড়িয়া রাখে ; এইভাবে যে, উভয়ের যখন সাক্ষাৎ হয় তখন একজন এইদিকে মুখ ফিরাইয় লয় আর অপরজন ঐদিকে মুখ ফিরাইয়া লয়। এই দুইজনের মধ্যে উত্তম হইল সে, যে (মিলমিশ করিবার জন্য) প্রথমে সালাম করে। (মুসলিম)

٣٥٤-عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ. رواه أبوداؤد، باب فى هجرة الرجل أخاه، رقم: ٤٩١٤

৩৫৪. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন মুসলমানের জন্য জায়েয নয় যে, আপন মুসলমান ভাইয়ের সঙ্গে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া রাখে। যে ব্যক্তি তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া রাখিল এবং এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিল সে জাহান্নামে যাইবে।
(আবু দাউদ)

٣٥٥-عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلَاثٌ فَلْيَلْقَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَدِ اشْتَرَكَا فِى الْأَجْرِ، وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالْإِثْمِ. زَادَ أَحْمَدُ: وَخَرَجَ الْمُسَلِّمُ مِنَ الْهِجْرَةِ. رواه أبوداؤد، باب فى هجرة الرجل أخاه، رقم: ٤٩١٢

৩৫৫. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুমেনের জন্য জায়েয নয় যে, আপন মুসলমান ভাইকে (সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া) তিন দিনের বেশী ছাড়িয়া রাখে। অতএব, যদি তিন দিন অতিবাহিত হইয়া যায় তবে আপন ভাইয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সালাম করিয়া লওয়া চাই। যদি সে সালামের জওয়াব দিয়া দিল তবে সওয়াবের মধ্যে উভয়ই শরীক হইয়া গেল। আর যদি সে সালামের জওয়াব না দিল, তবে সে গুনাহগার হইল। আর সালামকারী সম্পর্কছিন্নতা(র গুনাহ) হইতে বাহির হইয়া গেল। (আবু দাউদ)

٣٥٦-عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: لَا يَكُوْنُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثَةٍ، فَإِذَا لَقِيَهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ كُلُّ ذٰلِكَ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ، فَقَدْ بَاءَ بِإِثْمِهِ. رواه أبوداؤد، باب في هجرة الرجل أخاه، رقم:٤٩١٣

৩৫৬. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন মুসলমানের জন্য জায়েয নাই যে, আপন মুসলমান ভাইয়ের সঙ্গে (সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া) তাহাকে তিনদিনের বেশী ছাড়িয়া রাখিবে। অতএব, যখন তাহার সহিত সাক্ষাৎ হয় তখন তিনবার তাহাকে সালাম করিবে। যদি সে একবারও সালামের জওয়াব না দেয় তবে সালামকারীর (তিনদিন সম্পর্ক ছিন্ন করার) গুনাহও সালামের জওয়াব না দেনেওয়ালার জিম্মায় হইয়া গেল। (আবু দাউদ)

٣٥٧-عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُصَارِمَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثٍ، وَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا كَانَا عَلٰى صِرَامِهِمَا، وَإِنَّ أَوَّلَهُمَا فَيْئًا يَكُوْنُ سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَةً لَهُ، وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْ سَلَامَهُ رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، وَرَدَّ عَلَى الْآخَرِ الشَّيْطَانُ، وَإِنْ مَاتَا عَلٰى صِرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ وَلَمْ يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده صحيح على شرط الشيخين ١٢/ ٤٨٠

৩৫৭. হযরত হিসাম ইবনে আমের (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, কোন মুসলমানের জন্য জায়েয নাই যে, আপন মুসলমান ভাইয়ের সঙ্গে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন রাখিবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা এই বিচ্ছিন্ন অবস্থার উপর কায়েম থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহারা হক ও সত্য হইতে দূরে সরিয়া থাকিবে। এই দুইজনের মধ্য হইতে যে (সন্ধি করিবার জন্য) প্রথম অগ্রসর হইবে তাহার এই অগ্রসর হওয়া তাহার বিচ্ছিন্নতার গুনাহের জন্য কাফ্‌ফারা হইয়া যাইবে। অতঃপর যদি এই অগ্রগামী ব্যক্তি সালাম করে ও দ্বিতীয় ব্যক্তি সালাম কবুল না করে অর্থাৎ জওয়াব না দেয় তবে সালামকারীকে ফেরেশতাগণ জওয়াব দিবে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে শয়তান জওয়াব দিবে। যদি সেই (পূর্ব) বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দুইজন মারা যায় তবে না জান্নাতে দাখেল হইবে, না জান্নাতে একত্র হইবে। (ইবনে হিব্বান)

٣٥٨-عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ هَجَرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَهُوَ فِى النَّارِ اِلَّا اَنْ يَتَدَارَكَهُ اللّٰهُ بِرَحْمَتِهِ.

رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد٨/١٣١

৩৫৮. হযরত ফাযালা ইবনে উবায়েদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আপন মুসলমান ভাইয়ের সঙ্গে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন রাখিবে, (যদি এই অবস্থায় মারা গেল) তবে সে জাহান্নামে যাইবে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা আপন রহমতে যদি তাহার সাহায্য করেন (তবে দোযখ হইতে বাঁচিয়া যাইবে)। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٣٥٩-عَنْ أَبِىْ خِرَاشٍ السُّلَمِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً، فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ. رواه أبوداوٗد، باب فى هجرة الرجل أخاه، رقم:٤٩١٥

৩৫৯. হযরত আবু খিরাশ সুলামী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন, যে ব্যক্তি (অসন্তুষ্টির কারণে) আপন মুসলমান ভাইয়ের সঙ্গে এক বৎসর পর্যন্ত মিলামিশা ছাড়িয়া রাখিল সে যেন তাহাকে খুন করিল। অর্থাৎ পুরা বৎসর সম্পর্ক ছিন্ন রাখার গুনাহ এবং অন্যায়ভাবে হত্যা করার গুনাহ কাছাকাছি। (আবু দাউদ)

٣٦٠-عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّوْنَ فِيْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ، وَلٰكِنْ فِي التَّحْرِيْشِ بَيْنَهُمْ. رواه مسلم، باب تحريش الشيطان ...، رقم:٧١٠٣

৩৬০. হযরত জাবের (রাযিঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, শয়তান এই বিষয় হইতে তো নিরাশ হইয়া গিয়াছে যে, আরব দ্বীপে মুসলমানগণ তাহার পূজা করিবে অর্থাৎ কুফর ও শিরকে লিপ্ত হইবে। কিন্তু তাহাদের মাঝে ফেতনা ও ফাসাদ ছড়ানো এবং তাহাদিগকে পরস্পর উসকানি দানের ব্যাপারে নিরাশ হয় নাই। (মুসলিম)

٣٦١-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِيْ كُلِّ يَوْمِ خَمِيْسٍ وَاثْنَيْنِ، فَيَغْفِرُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ فِيْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ لِكُلِّ امْرِئٍ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا إِلَّا امْرَأً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيْهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: ارْكُوا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَصْطَلِحَا، ارْكُوا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَصْطَلِحَا. رواه مسلم، باب النهى عن الشحناء، رقم:٦٥٤٦

৩৬১. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবারে আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে বান্দাদের আমল পেশ করা হয়। আল্লাহ তায়ালা ঐ দিন প্রত্যেক ঐ ব্যক্তিকে যে আল্লাহ তায়ালার সহিত কাহাকেও শরীক না করে মাফ করিয়া দেন। অবশ্য ঐ ব্যক্তি এই মাফ হইতে বঞ্চিত থাকে যাহার কোন (মুসলমান) ভাইয়ের সহিত শত্রুতা থাকে। (আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে ফেরেশতাদেরকে) বলা হইবে, এই দুইজনকে বাদ রাখিয়া দাও যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা পরস্পর সন্ধি ও নিষ্পত্তি না করিয়া লয়, এই দুইজনকে বাদ রাখিয়া দাও যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা পরস্পর সন্ধি ও নিষ্পত্তি না করিয়া লয়। (মুসলিম)

٣٦٢-عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَطَّلِعُ اللّٰهُ إِلٰى جَمِيْعِ خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيْعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ. رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط ورجالهما ثقات، مجمع الزوائد٨/١٢٦

৩৬২. হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ১৫ই শাবানের রাত্রে আল্লাহ তায়ালা সমস্ত মখলুকের দিকে মনোযোগ দেন এবং সমস্ত মখলুকের মাগফেরাত করেন কিন্তু দুই ব্যক্তির মাগফেরাত হয় না, এক—শির্ককারী, দুই—ঐ ব্যক্তি যে কাহারও সহিত হিংসা রাখে।

(তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٣٦٣-عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: تُعْرَضُ الْاَعْمَالُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ، فَمِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَيُغْفَرُ لَهُ، وَمِنْ تَائِبٍ فَيُتَابُ عَلَيْهِ، وَيُرَدُّ اَهْلُ الضَّغَائِنِ بِضَغَائِنِهِمْ حَتّٰى يَتُوْبُوْا. رواه

الطبراني في الأوسط ورواته ثقات، الترغيب ٣/٤٥٨

৩৬৩. হযরত জাবের (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সোম ও বৃহস্পতিবার দিন (আল্লাহ তায়ালার দরবারে বান্দাদের) আমল পেশ করা হয়। ক্ষমাপ্রার্থীদেরকে ক্ষমা করা হয়, তৌবাকারীদের তৌবা কবুল করা হয় (কিন্তু) হিংসুকদেরকে তাহাদের হিংসার কারণে বাদ দিয়া রাখা হয়। অর্থাৎ তাহাদের এস্তেগফার কবুল হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা এই হিংসা হইতে তৌবা না করিয়া লয়। (তাবারানী, তারগীব)

٣٦٤-عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهٖ. رواه

البخاري، باب نصر المظلوم، رقم:٢٤٤٦

৩৬৪. হযরত আবু মূসা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এক মুসলমানের অন্য মুসলমানের সহিত সম্পর্ক একটি ইমারতের মত, যাহার এক অংশ অন্য অংশকে মজবুত করে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাতের আঙ্গুলসমূহ অপর হাতের আঙ্গুলসমূহের মধ্যে ঢুকাইলেন (এবং ইহা দ্বারা এই কথা বুঝাইলেন যে, মুসলমানদের এইভাবে পরস্পর একজন অপরজনের সহিত জুড়িয়া থাকা চাই) এবং একজন অপরজনের জন্য শক্তির ওসিলা হওয়া চাই। (বোখারী)

٣٦٥-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلٰى زَوْجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلٰى سَيِّدِهٖ. رواه أبوداؤد، باب فيمن خبب امرأة على زوجها، رقم:٢١٧٥

৩৬৫. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন নারীকে তাহার স্বামীর বিরুদ্ধে অথবা গোলামকে তাহার মনিবের বিরুদ্ধে উস্কানী দেয় সে আমাদের মধ্য হইতে নয়। (আবু দাউদ)

٣٦٦-عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ: اَلْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ، لَا أَقُوْلُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلٰكِنْ تَحْلِقُ الدِّيْنَ. (الحديث) رواه الترمذي، باب في فضل صلاح ذات البين، رقم: ٢٥١٠

৩৬৬. হযরত যুবাইর ইবনে আউয়াম (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের রোগ তোমাদের মধ্যে ঢুকিয়া গিয়াছে। ঐ রোগ হইল হিংসা–বিদ্বেষ, যাহা মুণ্ডাইয়া দেয়। আমি ইহা বলি না যে, মাথা মুণ্ডাইয়া দেয় বরং ইহা দ্বীনকে মুণ্ডাইয়া সাফ করিয়া দেয়। (অর্থাৎ এই রোগের কারণে মানুষের সচ্চরিত্র বরবাদ হইয়া যায়।) (তিরমিযী)

٣٦٧-عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْخُرَاسَانِيِّ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَصَافَحُوا يَذْهَبُ الْغِلُّ، تَهَادَوْا تَحَابُّوا وَتَذْهَبُ الشَّحْنَاءُ. رواه الإمام مالك في الموطا، ما جاء في المهاجرة ص٧٠٦

৩৬৭. হযরত আতা ইবনে আবদুল্লাহ খোরাসানী (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা পরস্পর মুসাফাহা কর, (ইহা দ্বারা) হিংসা খতম হইয়া যায়। পরস্পর একে অপরকে হাদিয়া দাও, ইহা দ্বারা পরস্পর মহব্বত পয়দা হয় ও দুশমনী দূর হয়। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

॥ ॥ ॥

মুসলমানদের আর্থিক সহায়তা

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللّٰهُ تعَالٰى: ﴿مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ﴾ [البقرة:٢٦١]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—যে সমস্ত লোক নিজেদের মাল আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় খরচ করে, তাহাদের (মালের) উদাহরণ হইল ঐ দানার মত, যাহা হইতে সাতটি শীষ উৎপন্ন হয়, আর প্রত্যেকটি শীষে একশতটি করিয়া দানা রহিয়াছে। আর আল্লাহ তায়ালা যাহাকে চাহেন (তাহার মাল) বাড়াইয়া দেন। আল্লাহ তায়ালা মহান দাতা, মহাজ্ঞানী। (বাকারা)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ﴾

[البقرة:٢٧٤]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—যে সমস্ত লোক নিজেদের মাল আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় খরচ করে ; রাত্রে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে, তাহাদের জন্যই আপন রবের নিকট সওয়াব রহিয়াছে। আর তাহাদের না কোন ভয় আছে, না তাহারা চিন্তিত হইবে। (বাকারা)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ۝ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا﴾ [الدهر:٨،٩]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—এবং ঐ সমস্ত লোক খাবারের প্রতি আগ্রহ ও মুখাপেক্ষিতা থাকা সত্ত্বেও মিসকীনকে, এতীমকে এবং কয়েদীকে খানা খাওয়াইয়া দেয়। তাহারা বলে, আমরা তো তোমাদেরকে শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে খানা খাওয়াইতেছি ; আমরা তোমাদের নিকট হইতে কোন বিনিময় ও শুকরিয়া চাই না। (দাহ্‌র)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ﴾ [آل عمران:٩٢]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—তোমরা কখনও নেকীর মধ্যে পূর্ণতা হাসিল করিতে পারিবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা নিজেদের প্রিয় জিনিস হইতে কিছু খরচ না করিবে। (আলি ইমরান)

হাদীস শরীফ

٣٦٨-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ اَطْعَمَ أَخَاهُ خُبْزًا حَتّٰى يُشْبِعَهُ وَسَقَاهُ مَاءً حَتّٰى يَرْوِيَهُ بَعَّدَهُ اللّٰهُ عَنِ النَّارِ سَبْعَ خَنَادِقَ، بُعْدُ مَا بَيْنَ خَنْدَقَيْنِ مَسِيْرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ١٢٩/٤

৩৬৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, যে ব্যক্তি আপন মুসলমান ভাইকে পেট ভরিয়া খানা খাওয়ায় ও পানি পান করায়, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে জাহান্নাম হইতে সাত খন্দক দূরে সরাইয়া দেন। দুই খন্দকের মাঝখানের দূরত্ব হইল পাঁচশত বৎসরের পথ। (মুস্তাদরাকে হাকেম)

٣٦٩-عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ مِنْ مُوْجِبَاتِ الْمَغْفِرَةِ إِطْعَامَ الْمُسْلِمِ السَّغْبَانِ. رواه البيهقي في شعب الإيمان ٢١٧/٣

৩৬৯. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ক্ষুধার্ত মুসলমানকে খানা খাওয়ানো মাগফেরাত ওয়াজেবকারী আমলসমূহের মধ্য হইতে একটি। (বায়হাকী)

٣٧٠-عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا عَلٰى عُرْيٍ، كَسَاهُ اللّٰهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلٰى جُوْعٍ، أَطْعَمَهُ اللّٰهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ

سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَإٍ، سَقَاهُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ مِنَ الرَّحِيْقِ الْمَخْتُوْمِ.

رواه أبو داود، باب في فضل سقي الماء، رقم:١٦٨٢

৩৭০. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে বস্ত্রহীন অবস্থায় কাপড় পরিধান করায়, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে জান্নাতের সবুজ পোশাক পরিধান করাইবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় খানা খাওয়ায়, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে জান্নাতের ফলসমূহ হইতে খাওয়াইবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে পিপাসার্ত অবস্থায় পানি পান করায় ; আল্লাহ তায়ালা তাহাকে এমন খালেস শরাব পান করাইবেন যাহার উপর মোহর লাগানো থাকিবে।

(আবু দাউদ)

٣٧١-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ فَقَالَ: تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ. رواه البخاري، باب إطعام الطعام من الإسلام، رقم:١٢

৩৭১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল, ইসলামে সর্বোত্তম আমল কোনটি ? এরশাদ করিলেন, খানা খাওয়ানো এবং পরিচিত অপরিচিত সবাইকে সালাম করা। (বোখারী)

٣٧٢-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اعْبُدُوا الرَّحْمٰنَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَأَفْشُوا السَّلَامَ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء في فضل إطعام الطعام، رقم:١٨٥٥

৩৭২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা রাহমানের ইবাদত করিতে থাক, খানা খাওয়াতে থাক এবং সালামের প্রসার করিতে থাক, (এই সমস্ত আমলের কারণে) নিরাপদে জান্নাতে দাখেল হইয়া যাইবে। (তিরমিযী)

٣٧٣-عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: الْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ. قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللّٰهِ! مَا الْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ؟ قَالَ: إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ رواه أحمد ٣/٣٢٥

৩৭৩. হযরত জাবের (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হজ্জে মাবরূরের বিনিময় জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, হে আল্লাহর নবী! হজ্জে মাবরূর কি? এরশাদ করিলেন, (যে হজ্জের মধ্যে) খানা খাওয়ানো হয় এবং সালামের প্রসার করা হয়।

(মুসনাদে আহমাদ)

٣٧٤-عَنْ هَانِئٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَمَّا وَفَدَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! أَيُّ شَيْءٍ يُوْجِبُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: عَلَيْكَ بِحُسْنِ الْكَلَامِ وَبَذْلِ الطَّعَامِ رواه الحاكم وقال: هذا حديث مستقيم وليس له علة ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ١/٢٣

৩৭৪. হযরত হানী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, যখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন, তখন আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন্ আমল জান্নাত ওয়াজিব করিয়া দেয়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তুমি ভাল কথা বলা ও খানা খাওয়ানোকে জরুরী করিয়া লও।

(মুস্তাদরাকে হাকেম)

٣٧٥-عَنِ الْمَعْرُوْرِ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ: لَقِيْتُ أَبَا ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ: إِنِّيْ سَابَبْتُ رَجُلًا فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ: يَا أَبَا ذَرٍّ! أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ؟ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيْكَ جَاهِلِيَّةٌ، إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ أَيْدِيْكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوْهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِيْنُوهُمْ رواه البخاري، باب المعاصي من أمر الجاهلية....، رقم:٣٠

৩৭৫. মা'রূর (রহঃ) বর্ণনা করেন, হযরত আবু যর (রাযিঃ)এর সহিত রাবাযা নামক স্থানে আমার সাক্ষাৎ হইল। তিনি ও তাঁহার গোলাম একই

ধরনের পোশাক পরিহিত ছিলেন। আমি তাহাকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম (যে, কি ব্যাপার ; আপনি এবং আপনার গোলামের পোশাকে কোন পার্থক্য নাই?)। ইহার উপর তিনি এই ঘটনা বয়ান করিলেন যে, একবার আমি আমার গোলামকে গালিগালাজ করিলাম এবং এই প্রসঙ্গে আমি তাহার মায়ের কথা বলিয়া লজ্জা দিলাম। (এই খবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিল।) ইহার উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, হে আবু যর! তুমি কি তাহাকে মায়ের কথা দিয়া লজ্জা দিয়াছ? তোমার মধ্যে এখনও জাহেলিয়াতের আছর বাকী রহিয়াছে। তোমাদের অধীনস্থ (লোকেরা) তোমাদের ভাই। আল্লাহ তায়ালা তাহাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ বানাইয়াছেন। অতএব, যাহার অধীনে তাহার ভাই থাকে, তাহাকে উহাই খাওয়াবে যাহা সে নিজে খায় এবং উহাই পরিধান করাইবে যাহা সে নিজে পরিধান করে। অধীনস্থদের দ্বারা এমন কাজ লইবে না যাহা তাহাদের উপর বোঝা হইয়া যায়, আর যদি এইরূপ কাজ লও তবে তাহাদের সাহায্য কর। (বোখারী)

٣٧٦-عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَا سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ: لَا. رواه مسلم، باب فى سخائه ﷺ، رقم:٦٠١٨

৩৭৬. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, এইরূপ কখনও হয় নাই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কোন জিনিস চাওয়া হইয়াছে আর তিনি উহা অস্বীকার করিয়া দিয়াছেন। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ অর্থ এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন অবস্থাতেই সওয়ালকারী ব্যক্তির সামনে নিজ জবানে অস্বীকার করার শব্দ আনিতেন না। যদি তাঁহার নিকট কিছু থাকিত, তবে তৎক্ষণাৎ দান করিতেন, আর যদি দেওয়ার জন্য কিছু না থাকিত, তবে ওয়াদা করিতেন অথবা চুপ থাকিতেন অথবা মুনাসিব বাক্যের মাধ্যমে ওজর করিতেন অথবা দোয়া সম্বলিত বাক্য এরশাদ করিতেন। (মাজাহেরে হক)

٣٧٧-عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَعُوْدُوا الْمَرِيْضَ، وَفُكُّوا الْعَانِىَ. رواه البخارى، باب قول الله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقنكم ....، رقم:٥٣٧٣

৩৭৭. হযরত আবু মূসা আশআরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী

করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ক্ষুধার্তকে খানা খাওয়াও, অসুস্থকে দেখিতে যাও এবং অন্যায়ভাবে যাহাকে কয়েদ করা হইয়াছে তাহাকে মুক্ত করার চেষ্টা কর। (বোখারী)

٣٧٨-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ! مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِيْ، قَالَ: يَا رَبِّ! كَيْفَ أَعُوْدُكَ؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ، قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِيْ فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِيْ عِنْدَهُ؟ يَا ابْنَ آدَمَ! اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِيْ، قَالَ: يَا رَبِّ! وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ، قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِيْ فُلَانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذٰلِكَ عِنْدِيْ؟ يَا ابْنَ آدَمَ! اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِيْ، قَالَ: يَا رَبِّ! كَيْفَ أَسْقِيْكَ؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ، قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِيْ فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَسْقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذٰلِكَ عِنْدِيْ. رواه مسلم، باب فضل عيادة المريض، رقم:٦٥٥٦

৩৭৮. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন বলিবেন, হে আদমের সন্তান! আমি অসুস্থ হইয়াছি ; তুমি আমাকে দেখিতে যাও নাই? বান্দা আরজ করিবে, হে আমার রব! আমি কিভাবে আপনাকে দেখিতে যাইতাম ; আপনি রাব্বুল আলামীন (অসুস্থতার দোষ–ত্রুটি হইতে পবিত্র?) আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, তোমার কি জানা ছিল না যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল, তুমি তাহাকে দেখিতে যাও নাই। তোমার কি জানা ছিল না যে, তুমি যদি তাহাকে দেখিতে যাইতে, তবে আমাকে তাহার নিকট পাইতে? হে আদমের সন্তান! আমি তোমার নিকট খানা চাহিয়াছি ; তুমি আমাকে খানা খাওয়াও নাই? বান্দা আরজ করিবে, হে আমার রব! আমি আপনাকে কিভাবে খানা খাওয়াইতাম, আপনি তো রাব্বুল আলামীন? আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, তোমার কি জানা ছিল না যে, আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট খানা চাহিয়াছিল, তুমি তাহাকে খানা খাওয়াও নাই। তোমার কি জানা ছিল না যে, তুমি যদি তাহাকে খানা খাওয়াইতে, তবে

উহার সওয়াব আমার নিকট পাইতে? হে আদমের সন্তান! আমি তোমার নিকট পানি চাহিয়াছিলাম, তুমি আমাকে পানি পান করাও নাই। বান্দা আরজ করিবে, হে আমার রব! আমি আপনাকে কিভাবে পানি পান করাইতাম ; আপনি তো রাব্বুল আলামীন? আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট পানি চাহিয়াছিল, তুমি তাহাকে পান করাও নাই। যদি তুমি তাহাকে পানি পান করাইতে, তবে তুমি উহার সওয়াব আমার নিকট পাইতে। (মুসলিম)

٣٧٩-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ، وَقَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ، فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ، فَلْيَأْكُلْ، فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوْهًا قَلِيْلًا، فَلْيَضَعْ فِيْ يَدِهِ مِنْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ. رواه مسلم، باب إطعام المملوك مما يأكل....، رقم:٤٣١٧

৩৭৯. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন তোমাদের মধ্য হইতে কাহারও খাদেম রান্নার গরম ও ধোঁয়ার কষ্ট সহ্য করিয়া তাহার জন্য খানা তৈয়ার করে, অতঃপর সে তাহার নিকট লইয়া আসে, তখন মনিবের উচিত, সে যেন এই খাদেমকেও খানার মধ্যে নিজের সহিত বসায় এবং সেও খায়। যদি সেই খানা কম হয় (যাহা দুইজনের জন্য যথেষ্ট হয় না), তবে মনিবের উচিত, যেন খানা হইতে এক দুই লোকমা হইলেও এই খাদেমকে দিয়া দেয়। (মুসলিম)

٣٨٠-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا إِلَّا كَانَ فِيْ حِفْظِ اللّٰهِ مَا دَامَ مِنْهُ عَلَيْهِ خِرْقَةٌ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء في ثواب من كسا مسلما، رقم:٢٤٨٤

৩৮০. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে কোন কাপড় দান করে যতদিন তাহার গায়ে ঐ কাপড়ের একটি টুকরা পর্যন্ত বাকী থাকে ততদিন সে আল্লাহ তায়ালার হেফাজতে থাকে। (তিরমিযী)

٣٨١-عَنْ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَان رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مُنَاوَلَةُ الْمِسْكِيْنِ تَقِيْ مِيْتَةَ السُّوْءِ. رواه الطبرانى فى الكبير والبيهقى فى شعب الإيمان والضياء وهو حديث صحيح، الجامع الصغير ٢/٦٥٧

৩৮১. হযরত হারেছা ইবনে নোমান (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মিসকীনকে নিজ হাতে দেওয়া খারাপ মৃত্যু হইতে রক্ষা করে।

(তাবারানী, বায়হাকী, জামে সগীর)

-عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ الْخَازِنَ الْمُسْلِمَ الْأَمِيْنَ الَّذِيْ يُنَفِّذُ-وَرُبَّمَا قَالَ يُعْطِيْ- مَا أُمِرَ بِهِ، فَيُعْطِيْهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِيْ أُمِرَ لَهُ بِهِ، أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ. رواه مسلم، باب أجر الخازن الأمين ٠٠٠٠٠، رقم:٢٣٦٣

৩৮৪. হযরত আবু মূসা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঐ মুসলমান আমানতদার খাজাঞ্চী যে মালিকের হুকুম অনুযায়ী খুশী মনে যতটুকু মাল যাহাকে দিতে বলা হইয়াছে ততটুকু তাহাকে পুরাপুরিভাবে দিয়া দিবে, সেও মালিকের মত সদকাকারীর সওয়াব পাইবে। (মুসলিম)

-عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً، وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَلَا يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ. رواه مسلم، باب فضل الغرس والزرع، رقم:٣٩٦٨

৩৮৫. হযরত জাবের (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে মুসলমান গাছ লাগায়, অতঃপর উহা হইতে যতটুকু অংশ খাওয়া হয় উহা যে বৃক্ষ রোপণ করে তাহার জন্য সদকা হইয়া যায়। আর যাহা উহা হইতে চুরি হইয়া যায়

উহাও সদকা হইয়া যায়। অর্থাৎ ইহাতেও মালিকের সদকার সওয়াব হয়। আর যতটুকু অংশ হিংস্র জন্তু খাইয়া লয় উহাও তাহার জন্য সদকা হইয়া যায়। আর যতটুকু অংশ উহা হইতে পাখী খাইয়া লয়, উহাও তাহার জন্য সদকা হইয়া যায়। (মোটকথা এই যে,) যে কেহ ঐ গাছ হইতে সামান্য কিছুও ফল ইত্যাদি লইয়া কমাইয়া দেয় উহা ঐ বৃক্ষ রোপণকারীর জন্য সদকা হইয়া যায়। (মুসলিম)

-عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ أَحْيٰى أَرْضًا مَيْتَةً، فَلَهُ فِيْهَا أَجْرٌ. (الحديث) رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده على شرط مسلم ١١/٦١٥

৩৮৬. হযরত জাবের (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি অনাবাদ জমিনকে চাষের উপযুক্ত করে ; ইহাতেও তাহার সওয়াব হইবে। (ইবনে হিব্বান)

-عَنِ الْقَاسِمِ رَحِمَهُ اللّٰهُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَغْرِسُ غَرْسًا بِدِمَشْقَ، فَقَالَ لَهُ: أَتَفْعَلُ هٰذَا وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَقَالَ: لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ غَرَسَ غَرْسًا لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ آدَمِيٌّ وَلَا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ. رواه أحمد ٦/٤٤٤

৩৮৭. হযরত কাসেম (রহঃ) বলেন যে, দামেশকে হযরত আবু দারদা (রাযিঃ)এর নিকট দিয়া এক ব্যক্তি যাইতেছিল। তখন হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) কোন চারা লাগাইতেছিলেন। এই ব্যক্তি হযরত আবু দারদা (রাযিঃ)কে বলিল, আপনিও কি এই (দুনিয়াবী) কাজ করিতেছেন, অথচ আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী? হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বলিলেন, আমাকে তিরস্কার করার ব্যাপারে জলদি করিও না, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি চারা লাগায় অতঃপর উহা হইতে কোন মানুষ অথবা আল্লাহ তায়ালার মখলুকের মধ্য হইতে কোন মখলুক খায়, তবে উহা তাহার (অর্থাৎ গাছ রোপণকারীর) জন্য সদকা হয়।

(মুসনাদে আহমাদ)

-عَنْ أَبِي أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَتَبَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ قَدْرَ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرِ ذٰلِكَ الْغِرَاسِ. رواه أحمد٥/٤١٥

৩৮৮. হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি গাছ লাগায় অতঃপর সেই গাছে যত ফল ধরে, আল্লাহ তায়ালা উৎপাদিত ফল পরিমাণ সওয়াব তাহার জন্য লিখিয়া দেন। (মুসনাদে আহমদ)

-عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيْبُ عَلَيْهَا. رواه البخاري، باب المكافأة في الهبة، رقم:٢٥٨٥

৩৮৯. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিয়া কুবল করিতেন এবং উহার বিনিময়ে (ঐ সময়ই অথবা পরে) নিজেও দিতেন। (বোখারী)

-عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ بِهِ، فَمَنْ أَثْنٰى بِهِ فَقَدْ شَكَرَهُ وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ. رواه أبوداؤد، باب في شكر المعروف، رقم:٤٨١٣

৩৮৮. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তিকে হাদিয়া দেওয়া হয় যদি তাহার নিকটও দেওয়ার জন্য কিছু থাকে তবে বিনিময়ে ইহা হাদিয়াদাতাকে দিয়া দেওয়া চাই। আর যদি কিছু না থাকে তবে শুকরিয়া হিসাবে হাদিয়াদাতার প্রশংসা করা চাই। কেননা, যে প্রশংসা করিল সে শুকরিয়া আদায় করিয়া দিল। আর যে (প্রশংসা করিল না বরং অনুগ্রহের বিষয়কে) গোপন করিল, সে না-শোকরী করিল।

(আবু দাউদ)

-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالْإِيْمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا. (وهو جزء من الحديث) رواه النسائي، باب فضل من عمل في سبيل الله ....، رقم:٣١١٢

৩৯০. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বান্দার দিলের মধ্যে কৃপণতা ও ঈমান কখনও একত্র হইতে পারে না। (নাসায়ী)

-عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خَبٌّ وَلَا بَخِيْلٌ وَلَا مَنَّانٌ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء في البخل، رقم:١٩٦٣

৩৯১. হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ধোকাবাজ, কৃপণ ও যে ব্যক্তি দান করিয়া খোটা দেয় জান্নাতে দাখেল হইবে না।
(তিরমিযী)

॥ ॥ ॥

এখলাসে নিয়ত
অর্থাৎ নিয়ত সহীহ করা

আল্লাহ তায়ালার হুকুমসমূহ একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য পূরা করা।

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: ﴿بَلٰى ۚ مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗۤ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۠ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ﴾ [البقرة:١١٢]

এক জায়গায় এরশাদ আছে,—হাঁ, যে ব্যক্তি আপন চেহারা আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে ঝুকাইয়া দিয়াছে এবং সে মুখলেসও বটে, এমন ব্যক্তি তাহার বিনিময় আপন রবের নিকট লাভ করে। এমন লোকদের না কোন ভয় হইবে আর না তাহারা চিন্তিত হইবে। (বাকারা)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ﴾ [البقرة:٢٧٢]

এক জায়গায় এরশাদ আছে,—এবং আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্যই খরচ কর। (বাকারা)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۚ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۗ وَسَنَجْزِى الشّٰكِرِيْنَ﴾ [آل عمران:١٤٥]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—যে ব্যক্তি দুনিয়াতে নিজ আমলের বদলা চাহিবে তাহাকে দুনিয়াতেই দিয়া দিব (আর আখেরাতে তাহার জন্য কোন অংশ থাকিবে না।) আর যে ব্যক্তি আখেরাতের বদলা চাহিবে আমি

তাহাকে আখেরাতের সওয়াব দান করিব (এবং দুনিয়াতেও দিব)। আমি অতি শীঘ্র শোকরগুজারদেরকে বদলা দিব। অর্থাৎ ঐ সব লোককে অতি শীঘ্র বদলা দিব যাহারা আখেরাতের সওয়াবের নিয়তে আমল করে। (আলি ইমরান)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَمَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ﴾ [الشعراء:١٤٥]

হযরত সালেহ (আঃ) নিজ কওমকে বলিয়াছেন,—আমি তোমাদের নিকট এই তবলীগের জন্য কোন বদলা চাই না। আমার বদলা তো রাব্বুল আলামীনেরই জিম্মায়। (শু'আরা)

وقَال تعَالٰى: ﴿وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ﴾ [الروم:٣٩]

এক জায়গায় এরশাদ আছে,—আর যে সদকা শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দিয়া থাক ; যাহারা এইরূপ করে তাহারা নিজেদের সম্পদ ও সওয়াব বৃদ্ধিকারী। (রূম)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ﴾ [الأعراف:٢٩]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—এবং একমাত্র তাহারই এবাদত কর এবং তাহাকেই ডাক। (আ'রাফ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ﴾ [الحج:٣٧]

এক জায়গায় এরশাদ আছে,—আল্লাহ তায়ালার নিকট না ঐসব কুরবানীর গোশত পৌঁছে আর না ঐগুলির রক্ত। বরং তাঁহার নিকট তো তোমাদের পরহেজগারী পৌঁছে। অর্থাৎ তাঁহার ঐখানে তো তোমাদের মনের জযবা দেখা হয়। (হজ্জ)

হাদীস শরীফ

١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلٰى صُوَرِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ، وَلٰكِنْ يَنْظُرُ اِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ.

১. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের বাহ্যিক আকার–আকৃতি এবং তোমাদের ধনসম্পদ দেখেন না ; বরং তোমাদের দিল ও তোমাদের আমল দেখেন। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার নিকট সন্তুষ্টির ফয়সালা তোমাদের বাহ্যিক ছুরত ও তোমাদের মালসম্পদের ভিত্তিতে হইবে না ; বরং তোমাদের দিল ও আমল দেখিয়া হইবে অর্থাৎ দিলের মধ্যে কি পরিমাণ এখলাস ছিল।

٢- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. رواه البخاري، باب النية في الإيمان، رقم:٦٦٨٩

২. হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, সমস্ত আমলের ভিত্তি নিয়তের উপরেই। আর মানুষ উহাই পাইবে যাহার সে নিয়ত করিয়া থাকিবে। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার রাসূলের জন্য হিজরত করিল অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার রাসূলের সন্তুষ্টি ছাড়া তাহার হিজরতের অন্য কোন কারণ ছিল না তবে তাহার হিজরত আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহারা রাসূলের জন্যই হইবে। অর্থাৎ এই হিজরতের জন্য সে সওয়াব পাইবে। আর যে ব্যক্তি কোন দুনিয়াবী স্বার্থ অথবা কোন নারীকে বিবাহ করিবার জন্য হিজরত করিল (তাহার হিজরত আল্লাহ তায়ালা ও তাহার রাসূলের জন্য হইবে না, বরং) অন্য যে উদ্দেশ্য ও নিয়তে সে হিজরত করিয়াছে, (আল্লাহ তায়ালার নিকটেও) তাহার হিজরত ঐ উদ্দেশ্যের জন্যই সাব্যস্ত হইবে। (বোখারী)

٣- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّمَا يُبْعَثُ النَّاسُ عَلٰى نِيَّاتِهِمْ. رواه ابن ماجه، باب النية، رقم:٤٢٢٩

৩. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, (কেয়ামতের দিন) লোকদেরকে তাহাদের নিয়ত অনুযায়ী উঠানো হইবে। অর্থাৎ প্রত্যেকের

সঙ্গে তাহার নিয়ত অনুযায়ী ব্যবহার করা হইবে। (ইবনে মাজা)

٤- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: يَغْزُوْ جَيْشٌ الْكَعْبَةَ، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! كَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، ثُمَّ يُبْعَثُوْنَ عَلٰى نِيَّاتِهِمْ. رواه البخاري، باب ما ذكر في الأسواق، رقم: ٢١١٨

৪. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন এক বাহিনী কা'বা ঘরের উপর আক্রমণ করিবার নিয়তে বাহির হইবে। যখন তাহারা একটি মরু প্রান্তরে পৌঁছিবে তখন তাহাদেরকে জমিনে ধসাইয়া দেওয়া হইবে। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সকলকে কিভাবে ধসাইয়া দেওয়া হইবে! অথচ সেখানে বাজারের লোকজনও থাকিবে এবং ঐসব লোকও থাকিবে যাহারা এই বাহিনীতে শরীক হইবে না? তিনি এরশাদ করিলেন, সকলকেই ধসাইয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর নিজ নিজ নিয়ত অনুযায়ী তাহাদের হাশর হইবে। অর্থাৎ কেয়ামতের দিন তাহাদের নিয়ত অনুযায়ী তাহাদের সহিত আচরণ করা হইবে। (বোখারী)

٥- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: لَقَدْ تَرَكْتُمْ بِالْمَدِيْنَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيْرًا، وَلَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ، وَلَا قَطَعْتُمْ مِنْ وَادٍ إِلَّا وَهُمْ مَعَكُمْ فِيْهِ، قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَكَيْفَ يَكُوْنُوْنَ مَعَنَا وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ؟ قَالَ: حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ. رواه أبوداؤد، باب الرخصة في القعود من العذر، رقم: ٢٥٠٨

৫. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা মদীনায় এমন কিছু লোক রাখিয়া আসিয়াছ, তোমরা যে পথেই চলিয়াছ, যাহা কিছুই তোমরা খরচ করিয়াছ, যে কোন পাহাড়ী এলাকাই তোমরা অতিক্রম করিয়াছ—তাহারা ঐ সমস্ত আমলের (বিনিময় ও সওয়াবের) মধ্যে তোমাদের সহিত শরীক রহিয়াছে। সাহাবীগণ (রাযিঃ) আরজ

করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহারা কিভাবে আমাদের সহিত শরীক রহিল অথচ তাহারা মদীনায় রহিয়াছে? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, (তোমাদের সহিত তাহাদের বাহির হইবার নিয়ত ছিল ; কিন্তু) ওজর-অপারগতা তাহাদিগকে বাধা দিয়াছে।

(আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, যদি মানুষ কোন আমল করার নিয়ত করিয়া লয়, অতঃপর ওজরবশতঃ সে আমল করিতে না পারে, তবুও আমলের সওয়াব পায়। (বজলুল মজহুদ)

٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْمَا يَرْوِىْ عَنْ رَبِّهٖ عَزَّوَجَلَّ قَالَ: اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذٰلِكَ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ لَهٗ عِنْدَهٗ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَاِنْ هَمَّ بِهَا وَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ لَهٗ عِنْدَهٗ عَشْرَ حَسَنَاتٍ اِلٰى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ اِلٰى اَضْعَافٍ كَثِيْرَةٍ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ لَهٗ عِنْدَهٗ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَاِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ لَهٗ سَيِّئَةً وَاحِدَةً. رواه البخارى، باب من همّ بحسنة أو بسيئة، رقم:٦٤٩١

৬. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা নেকী ও বদী সম্পর্কে একটি ফয়সালা ফেরেশতাদিগকে লিখাইয়া দিয়াছেন। অতঃপর ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ বয়ান করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি নেক কাজের ইচ্ছা করিল, অতঃপর (কোন কারণে) করিতে পারিল না, তাহার জন্য আল্লাহ তায়ালা পূর্ণ একটি নেকী লিখিয়া দেন। আর যদি ইচ্ছা করিবার পর ঐ নেক কাজটি করিয়া লয় তবে তাহার জন্য দশ নেকী হইতে সাতশত পর্যন্ত বরং উহা হইতেও বেশী কয়েক গুণ পর্যন্ত লিখিয়া দেন। যে ব্যক্তি কোন গুনাহের ইচ্ছা করে অতঃপর উহা হইতে বিরত হইয়া যায় আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য একটি পূর্ণ নেকী লিখিয়া দেন। (কেননা তাহার গুনাহ হইতে বিরত হওয়া আল্লাহ তায়ালার ভয়ের কারণে হইয়াছে।) আর যদি ইচ্ছা করিবার পর সেই গুনাহ করিয়া ফেলে, তবে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য একটি গুনাহ(ই) লিখেন। (বোখারী)

٧- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِيْ يَدِ سَارِقٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُوْنَ: تُصُدِّقَ عَلٰى سَارِقٍ فَقَالَ: اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِيْ يَدِ زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُوْنَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلٰى زَانِيَةٍ، فَقَالَ: اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، عَلٰى زَانِيَةٍ، لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِيْ يَدِ غَنِيٍّ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُوْنَ: تُصُدِّقَ عَلٰى غَنِيٍّ، فَقَالَ: اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلٰى سَارِقٍ، وَعَلٰى زَانِيَةٍ، وَعَلٰى غَنِيٍّ، فَأُتِيَ، فَقِيْلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلٰى سَارِقٍ، فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا، وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَعْتَبِرَ فَيُنْفِقَ مِمَّا أَعْطَاهُ اللّٰهُ. رواه البخاري، باب إذا تصدق على غنيّ ....، رقم:١٤٢١

৭. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, (বনী ইসরাঈলের) এক ব্যক্তি (মনে মনে) বলিল, আমি আজ (রাতে গোপনে) সদকা করিব। সুতরাং (রাতে গোপনে সদকার মাল লইয়া বাহির হইল এবং অজ্ঞাতসারে) এক চোরের হাতে দিয়া দিল। সকালে লোকজনের মধ্যে আলোচনা হইল (যে, রাত্রে) চোরকে সদকা দেওয়া হইয়াছে। সদকা দানকারী বলিল, হে আল্লাহ! (চোরকে সদকা দেওয়ার মধ্যেও) আপনার জন্যই প্রশংসা। (কেননা, তাহার অপেক্ষা আরও বেশী খারাপ মানুষকে যদি দেওয়া হইত তবে আমি কি করিতে পারিতাম। অতঃপর সে দৃঢ়সংকল্প করিল যে, আজ রাত্রে(ও) অবশ্যই আমি সদকা করিব। (কেননা, পূর্বের সদকা তো নষ্ট হইয়া গিয়াছে) সুতরাং রাত্রে সদকার মাল লইয়া বাহির হইল এবং (অজ্ঞাতসারে) সদকা একজন ব্যভিচারিণী মেয়েলোককে দিয়া দিল। সকালে আলোচনা হইল যে, আজ রাত্রে ব্যভিচারিণী মেয়েলোককে সদকা দেওয়া হইয়াছে। সে বলিল, হে আল্লাহ! ব্যভিচারিণী মেয়েলোককে সদকা দেওয়ার মধ্যেও আপনার জন্য প্রশংসা। (কেননা, আমার মাল তো এই উপযুক্তও ছিল না।) অতঃপর (তৃতীয় বার) ইচ্ছা করিল যে, আজ রাত্রে অবশ্যই সদকা করিব। অতএব, রাত্রে

সদকার মাল লইয়া বাহির হইল এবং উহা একজন ধনী ব্যক্তির হাতে দিয়া দিল। সকালে আলোচনা হইল যে, রাত্রে একজন ধনী ব্যক্তিকে সদকা দেওয়া হইয়াছে। সদকা দানকারী বলিল, হে আল্লাহ! চোর, ব্যভিচারিণী মেয়েলোক ও ধনী ব্যক্তিকে সদকা দেওয়ার উপর আপনারই প্রশংসা। (কেননা, আমার মাল তো এইরূপ লোকদেরকে দেওয়ার উপযুক্তও ছিল না।) স্বপ্নে বলিয়া দেওয়া হইল যে, (তোমার সদকা কবূল হইয়া গিয়াছে।) তোমার সদকা চোরের উপর এইজন্য করানো হইয়াছে যে, হইতে পারে সে চুরির অভ্যাস হইতে তওবা করিয়া লইবে, ব্যভিচারিণী মেয়েলোকের উপর এইজন্য যে, হইতে পারে সে ব্যভিচার হইতে তওবা করিয়া লইবে (যখন সে দেখিবে যে, ব্যভিচার ছাড়াও আল্লাহ তায়ালা দান করেন, তখন তাহার অনুভূতি আসিবে) আর ধনীর উপর এইজন্য, যাহাতে সে শিক্ষা লাভ করে (যে, আল্লাহ তায়ালার বান্দারা কিরূপে গোপনে সদকা করে ; এই কারণে) হইতে পারে সেও ঐ সমস্ত মাল হইতে যাহা আল্লাহ তায়ালা তাহাকে দান করিয়াছেন আল্লাহ তায়ালার পথে) খরচ করিতে আরম্ভ করিবে। (বোখারী)

ফায়দা ঃ এই ব্যক্তির এখলাসের কারণে তিনটি সদকাই আল্লাহ তায়ালা কবুল করিয়া নিয়াছেন।

٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: انْطَلَقَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتّٰى أَوَوُا الْمَبِيْتَ إِلٰى غَارٍ فَدَخَلُوهُ، فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهَا الْغَارَ، فَقَالُوا: إِنَّهُ لَا يُنْجِيْكُمْ مِنْ هٰذِهِ الصَّخْرَةِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوا اللّٰهَ بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: اللّٰهُمَّ! كَانَ لِىْ أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيْرَانِ، وَكُنْتُ لَا أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلًا وَلَا مَالًا، فَنَأَى بِىْ فِىْ طَلَبِ شَىْءٍ يَوْمًا فَلَمْ أُرِحْ عَلَيْهِمَا حَتّٰى نَامَا، فَحَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوْقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلًا أَوْ مَالًا، فَلَبِثْتُ وَالْقَدَحُ عَلٰى يَدَىَّ أَنْتَظِرُ اسْتِيْقَاظَهُمَا حَتّٰى بَرَقَ الْفَجْرُ فَاسْتَيْقَظَا فَشَرِبَا غَبُوْقَهُمَا، اللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ مِنْ هٰذِهِ الصَّخْرَةِ، فَانْفَرَجَتْ شَيْئًا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ الْخُرُوْجَ، قَالَ النَّبِىُّ ﷺ: وَقَالَ الْآخَرُ: اللّٰهُمَّ!

كَانَتْ لِيْ بِنْتُ عَمٍّ، كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ فَأَرَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا، فَامْتَنَعَتْ مِنِّيْ حَتّٰى أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِيْنَ، فَجَاءَتْنِيْ فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِيْنَ وَمِائَةَ دِيْنَارٍ عَلٰى أَنْ تُخَلِّيَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ نَفْسِهَا فَفَعَلَتْ، حَتّٰى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا قَالَتْ: لَا أُحِلُّ لَكَ أَنْ تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الْوُقُوْعِ عَلَيْهَا فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، فَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِيْ أَعْطَيْتُهَا، اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ الْخُرُوْجَ مِنْهَا، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَقَالَ الثَّالِثُ: اَللّٰهُمَّ! إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ، فَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، تَرَكَ الَّذِيْ لَهُ وَذَهَبَ، فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتّٰى كَثُرَتْ مِنْهُ الْأَمْوَالُ، فَجَاءَنِيْ بَعْدَ حِيْنٍ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللّٰهِ! أَدِّ إِلَيَّ أَجْرِيْ، فَقُلْتُ لَهُ: كُلُّ مَا تَرٰى مِنْ أَجْرِكَ مِنَ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيْقِ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللّٰهِ! لَا تَسْتَهْزِئْ بِيْ، فَقُلْتُ: إِنِّيْ لَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ، فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئًا، اَللّٰهُمَّ! فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُوْنَ. رواه البخاری، باب من استأجر أجيرا فترك أجره.... رقم:٢٢٧٢

৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, তোমাদের পূর্ববর্তী কোন উম্মতের তিন ব্যক্তি (এক সঙ্গে সফরে) বাহির হইল, (চলিতে চলিতে রাত্র হইয়া গেল) তখন রাত্রি যাপনের জন্য এক গুহায় প্রবেশ করিল। এই সময় পাহাড় হইতে একটি বিরাট পাথর আসিয়া পড়িল এবং গুহার মুখ বন্ধ করিয়া দিল। (ইহা দেখিয়া) তাহারা বলিল, এই পাথর হইতে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় হইল সকলেই নিজ নিজ নেক আমলের ওসীলায় আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া কর। (অতএব তাহারা নিজ নিজ আমলের ওসীলায় দোয়া করিল।) তাহাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বলিল, হে আল্লাহ! (আপনি জানেন) আমার বৃদ্ধ

পিতামাতা ছিল। আমি তাহাদিগকে দুধ পান করাইবার পূর্বে আমার স্ত্রী সন্তান ও গোলাম বাঁদীকে দুধপান করাইতাম না। একদিন কোন একটি জিনিসের তালাশে আমাকে অনেক দূরে যাইতে হইল। ফিরিয়া আসিতে আসিতে আমার পিতামাতা ঘুমাইয়া পড়িলেন। (তবুও) আমি তাহাদের জন্য সন্ধ্যার দুধ দোহাইয়াছি এবং দুধ পাত্রে লইয়া তাহাদের খেদমতে হাজির হইয়াছি, তখন দেখিলাম তাহারা (তখনও) ঘুমাইতেছেন। তাহাদিগকে জাগ্রত করা পছন্দ হইল না এবং তাহাদিগকে দুধপান করানোর পূর্বে স্ত্রী সন্তান ও গোলাম বাঁদীকে পান করাইতেও চাহিলাম না। অতএব দুধের পেয়ালা হাতে লইয়া তাহাদের শিয়রে দাঁড়াইয়া তাহাদের জাগ্রত হওয়ার অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। এইভাবে ফজর হইয়া গেল। অতঃপর তাহারা জাগ্রত হইলেন (আমি তাহাদিগকে দুধ দিলাম) তখন তাহারা নিজেদের সন্ধ্যার অংশের দুধপান করিলেন। হে আল্লাহ! যদি এই কাজ শুধু আপনার সন্তুষ্টির জন্য করিয়া থাকি তবে এই পাথরের কারণে আমরা যে বিপদে আটকাইয়া আছি উহা হইতে আমাদিগকে নাজাত দান করুন। এই দোয়ার ফলে পাথর কিছুটা সরিয়া গেল কিন্তু বাহিরে আসা সম্ভব হইল না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি দোয়া করিল, আয় আল্লাহ, আমার এক চাচাত বোন ছিল, যে আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ছিল। আমি (একবার) তাহার সহিত আমার মনের খাহেশ মিটাইবার ইচ্ছা করিলাম, কিন্তু সে রাজী হইল না। অবশেষে এমন এক সময় আসিল যে, দুর্ভিক্ষ তাহাকে (আমার নিকট) আসিতে বাধ্য করিল। আমি তাহাকে এই শর্তে একশত বিশ দীনার দিলাম যে, সে নির্জনে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। সে রাজী হইয়া গেল। যখন আমি তাহাকে নিজের আয়ত্বে পাইলাম (এবং নিজের খাহেশ পূর্ণ করিতে উদ্যত হইলাম।) এমন সময় সে বলিল, আমি তোমার জন্য ইহা হালাল মনে করি না যে, তুমি এই মোহরকে অন্যায়ভাবে ভাঙ্গ। (ইহা শুনিয়া) আমি নিজের খারাপ এরাদা হইতে বিরত হইয়া গেলাম এবং তাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া গেলাম। অথচ তাহার প্রতি আমার যথেষ্ট মহব্বত ছিল এবং আমি সেই স্বর্ণের দীনারও ছাড়িয়া দিলাম, যাহা তাহাকে দিয়াছিলাম। আয় আল্লাহ, যদি আমি এই কাজ আপনার সন্তুষ্টির জন্য করিয়া থাকি তবে আমাদের এই মুসীবতকে দূর করিয়া দিন। সুতরাং সেই পাথর আরো কিছুটা সরিয়া গেল, কিন্তু (তারপরও) বাহির হওয়া সম্ভব

তৃতীয় ব্যক্তি দোয়া করিল, আয় আল্লাহ, আমি কিছু মজদুর কাজের জন্য রাখিয়াছিলাম। সকলকে আমি মজুরী দিয়াছি, শুধু একজন নিজের মজুরী না লইয়াই চলিয়া গিয়াছিল। আমি তাহার মজুরীর পয়সা ব্যবসায় লাগাইয়া দিলাম। যাহাতে মাল বৃদ্ধি পাইয়া অনেক হইয়া গেল। কিছুদিন পর সে একদিন আসিয়া বলিল, হে আল্লাহর বান্দা! আমাকে আমার মজুরী দিয়া দাও। আমি বলিলাম, এই উট, গরু, বকরী ও গোলাম, যাহা তুমি দেখিতেছ সবই তোমার মজুরী। অর্থাৎ তোমার মজুরী ব্যবসায় খাটাইয়া এই মুনাফা অর্জিত হইয়াছে। সে বলিল, হে আল্লাহর বান্দা, ঠাট্টা করিও না। আমি বলিলাম, ঠাট্টা করিতেছি না। (সত্যই বলিতেছি।) অতএব (ঘটনা খুলিয়া বলার পর) সে সমুদয় মাল লইয়া গেল। কিছুই ছাড়িল না। আয় আল্লাহ, যদি আমি এই কাজ শুধু আপনার সন্তুষ্টির জন্য করিয়া থাকি তবে এই মুসীবত যাহাতে আমরা আটকা পড়িয়াছি দূর করিয়া দিন। সুতরাং সেই পাথর সম্পূর্ণ সরিয়া গেল (এবং গুহার মুখ খুলিয়া গেল)। আর তাহারা সকলে বাহির হইয়া আসিল। (বোখারী)

৭- عَنْ اَبِیْ كَبْشَةَ الْاَنْمَارِیِّ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: ثَلَاثٌ اُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَاُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا فَاحْفَظُوْهُ، قَالَ: مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللّٰهُ عِزًّا، وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْئَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ -أَوْ كَلِمَةٍ نَحْوَهَا- وَاُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا فَاحْفَظُوْهُ، قَالَ: إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ: عَبْدٍ رَزَقَهُ اللّٰهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِیْ رَبَّهُ فِيْهِ وَيَصِلُ بِهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لِلّٰهِ فِيْهِ حَقًّا فَهٰذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللّٰهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، يَقُوْلُ: لَوْ اَنَّ لِیْ مَالًا لَعَمِلْتُ فِيْهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللّٰهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا فَهُوَ يَخْبِطُ فِیْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِیْ فِيْهِ رَبَّهُ وَلَا يَصِلُ فِيْهِ رَحِمَهُ وَلَا يَعْلَمُ لِلّٰهِ فِيْهِ حَقًّا فَهٰذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللّٰهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُوْلُ: لَوْ اَنَّ لِیْ مَالًا لَعَمِلْتُ فِيْهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ. رواه الترمذى

وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر، رقم:٢٣٢٥

৯. হযরত আবু কাবশাহ আনসারী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন যে, আমি কসম খাইয়া তিনটি জিনিস বর্ণনা করিতেছি এবং উহার পর একটি কথা বিশেষভাবে তোমাদিগকে বলিব। উহা ভালভাবে স্মরণ রাখিও। (তিনটি কথা যাহার উপর আমি কসম খাইতেছি, তন্মধ্যে প্রথমটি এই যে,) সদকা করার দ্বারা কোন বান্দার মাল কম হয় না। (দ্বিতীয় এই যে,) যাহার উপর জুলুম করা হয় এবং সে উহার উপর সবর করে আল্লাহ তায়ালা এই সবরের কারণে তাহার সম্মান বৃদ্ধি করিয়া দেন। (তৃতীয় এই যে,) যে ব্যক্তি লোকদের নিকট ভিক্ষার দরজা খুলে আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর অভাবের দরজা খুলিয়া দেন। অতঃপর তিনি এরশাদ করিলেন, একটি কথা তোমাদিগকে বলিতেছি উহা স্মরণ রাখিও। দুনিয়াতে চার প্রকারের মানুষ হয়। এক—ঐ ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ তায়ালা মাল ও এলেম দান করিয়াছেন। সে (আপন এলেমের কারণে) নিজের মালের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে। (অর্থাৎ তাঁহার মর্জির খেলাপ খরচ করে না, বরং) আত্মীয়তা রক্ষা(য় খরচ) করে এবং সে ইহাও জানে যে, এই মালের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার হক রহিয়াছে (কাজেই নেক কাজে মাল খরচ করে)। এই ব্যক্তি কেয়ামতের দিন সর্বোত্তম মর্তবায় অবস্থান করিবে। দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ তায়ালা এলেম দান করিয়াছেন, কিন্তু মাল দেন নাই। সে খাঁটি নিয়ত রাখে এবং এই আকাঙ্খা করে যে, যদি আমার নিকট মাল থাকিত তবে আমিও অমুকের মত (নেক কাজে) খরচ করিতাম। (আল্লাহ তায়ালা) তাহার নিয়তের কারণে (তাহাকেও প্রথম ব্যক্তির ন্যায় একই সওয়াব দান করেন।) এইভাবে তাহাদের উভয়ের সওয়াব সমান সমান হইয়া যায়। তৃতীয় ঐ ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ তায়ালা মাল দিয়াছেন, কিন্তু এলেম দান করেন নাই। সে এলেম না থাকার দরুন নিজের মালের মধ্যে গোলমাল করে। (অপাত্রে খরচ করে।) না সে এই মালের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে, না আত্মীয়তা রক্ষা করে। আর না ইহা জানে যে, এই মালের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার হক রহিয়াছে। এই ব্যক্তি কেয়ামতের দিন নিকৃষ্টতম মর্তবায় থাকিবে। চতুর্থ ঐ ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ তায়ালা না মাল দিয়াছেন, না এলেম দিয়াছেন। সে এই আকাঙ্খা করে যে, যদি আমার নিকট মাল থাকিত তবে আমিও অমুকের অর্থাৎ তৃতীয় ব্যক্তির ন্যায় (অপাত্রে খরচ) করিতাম। এই নিয়তের কারণে তাহার গুনাহ হয় এবং তাহার ও তৃতীয় ব্যক্তির গুনাহ সমান সমান হইয়া যায়। অর্থাৎ ভাল

অথবা মন্দ নিয়ত অনুপাতে সওয়াব ও গুনাহ হয় যেমন ভাল অথবা মন্দ আমলের উপর হইয়া থাকে। (তিরমিযী)

১০- عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ إِلٰى عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنِ اكْتُبِيْ إِلَيَّ كِتَابًا تُوْصِيْنِيْ فِيْهِ وَلَا تُكْثِرِيْ عَلَيَّ، قَالَ: فَكَتَبَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا إِلٰى مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: سَلَامٌ عَلَيْكَ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: "مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللّٰهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللّٰهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللّٰهِ وَكَلَهُ اللّٰهُ إِلَى النَّاسِ" وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ. رواه الترمذي، باب منه عاقبة من التمس رضا الناس ......، رقم: ٢٤١٤

১০. মদীনা মুনাওয়ারার এক ব্যক্তি বলেন, হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর নিকট চিঠি লিখিলেন যে, আপনি আমাকে কোন নসীহত লিখিয়া পাঠান যাহা সংক্ষিপ্ত হয়, দীর্ঘ না হয়। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) সালামে মাসনূন ও হামদ ও সালাতের পর লিখিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি লোকদের অসন্তুষ্টির চিন্তা ছাড়িয়া আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির তালাশে লাগিয়া থাকে আল্লাহ তায়ালা মানুষের অসন্তুষ্টির ক্ষতি হইতে তাহাকে বাঁচাইয়া দিবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টির চিন্তা ছাড়িয়া দিয়া মানুষকে সন্তুষ্ট করার পিছনে লাগিয়া থাকে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে মানুষের সোপর্দ করিয়া দেন। ওয়াসসালামু আলাইকা। (তিরমিযী)

১১- عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ.

رواه النسائي، باب من غزا يلتمس الأجر والذكر، رقم: ٣١٤٢

১১. হযরত আবু উমামাহ বাহেলী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা সমস্ত আমলের মধ্য হইতে শুধু সেই আমলকেই কবুল করেন যাহা খালেসভাবে তাঁহারই জন্য হয় এবং উহাতে শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টিই উদ্দেশ্য হয়। (নাসাঈ)

١٢- عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّمَا يَنْصُرُ اللّٰهُ هٰذِهِ الْأُمَّةَ بِضَعِيفِهَا، بِدَعْوَتِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ. رواه النسائي، باب الإستنصار بالضعيف، رقم: ٣١٨٠

১২. হযরত সা'দ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা এই উম্মতের সাহায্য (তাহার যোগ্যতার ভিত্তিতে করেন না, বরং) দুর্বল ও ভগ্নাবস্থাপন্ন লোকদের দোয়া, নামায এবং তাহাদের এখলাসের কারণে করেন।(নাসাঈ)

١٣- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَتٰى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِيْ أَنْ يَقُوْمَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتّٰى أَصْبَحَ، كُتِبَ لَهُ مَا نَوٰى، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ.

رواه النسائي، باب من أتى فراشه ....، رقم: ١٧٨٨

১৩. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি (ঘুমাইবার জন্য) নিজের বিছানায় আসে এবং তাহার নিয়ত এই হয় যে, রাত্রে উঠিয়া তাহাজ্জুদ পড়িব। কিন্তু ঘুম প্রবল হওয়ার কারণে সকালেই চোখ খুলে। তাহার জন্য তাহাজ্জুদের সওয়াব লিখিয়া দেওয়া হয় এবং তাহার ঘুম তাহার রবের পক্ষ হইতে তাহার জন্য দানস্বরূপ হয়। (নাসাঈ)

١٤- عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، فَرَّقَ اللّٰهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ، جَمَعَ اللّٰهُ لَهُ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِيْ قَلْبِهِ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ.

رواه ابن ماجه، باب الهم بالدنيا، رقم: ٤١٠٥

১৪. হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, দুনিয়া যে ব্যক্তির উদ্দেশ্য হইয়া যায় আল্লাহ তায়ালা তাহার সমস্ত কাজকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেন। অর্থাৎ প্রত্যেক কাজে তাহাকে পেরেশান করিয়া দেন। অভাব (এর ভয়) তাহার চোখের সামনে করিয়া দেন এবং দুনিয়া হইতে সে ঐটুকুই পায় যেটুকু তাহার জন্য পূর্ব হইতে নির্ধারিত

ছিল। আর যে ব্যক্তির নিয়ত আখেরাত হয় আল্লাহ তায়ালা তাহার সমস্ত কাজকে সহজ করিয়া দেন, তাহার দিলকে ধনী করিয়া দেন এবং দুনিয়া লাঞ্ছিত হইয়া তাহার নিকট হাজির হয়। (ইবনে মাজাহ)

١٥- عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ثَلَاثُ خِصَالٍ لَا يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلّٰهِ، وَمُنَاصَحَةُ أُلَاةِ الْأَمْرِ، وَلُزُوْمُ الْجَمَاعَةِ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيْطُ مِنْ وَرَاءِهِمْ. (وهو بعض الحديث) رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده صحيح ١/ ٢٧٠

১৫. হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তিনটি অভ্যাস এমন আছে যে, উহার কারণে মুমিনের অন্তর হিংসা খেয়ানত (এবং সর্বপ্রকার খারাবী) হইতে পবিত্র থাকে। ১—আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য আমল করা। ২—শাসকদের জন্য হিত কামনা করা। ৩—মুসলমানদের জামাতের সহিত আঁকড়াইয়া থাকা। কেননা যাহারা জামাতের সহিত থাকে তাহাদেরকে জামাতের লোকদের দোয়া চারিদিক হইতে ঘিরিয়া রাখে। (যদ্দরুন শয়তানের খারাবী হইতে হেফাজত হয়।) (ইবনে হিব্বান)

١٦- عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: طُوْبٰى لِلْمُخْلِصِيْنَ، أُوْلٰئِكَ مَصَابِيْحُ الدُّجٰى، تَتَجَلّٰى عَنْهُمْ كُلُّ فِتْنَةٍ ظَلْمَاءَ. رواه البيهقي في شعب الإيمان ٥/ ٣٤٣

১৬. হযরত সওবান (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, এখলাস ওয়ালাদের জন্য সুসংবাদ হউক, তাহারা অন্ধকারে চেরাগ স্বরূপ। তাহাদের দ্বারা কঠিন হইতে কঠিন ফেৎনা দূর হইয়া যায়। (বাইহাকী)

١٧- عَنْ أَبِيْ فِرَاسٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ قَالَ: نَادٰى رَجُلٌ فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا الْإِيْمَانُ؟ قَالَ: الْإِخْلَاصُ. (وهو جزء من الحديث)

رواه البيهقي في شعب الإيمان ٥/ ٣٤٢

১৭. আসলাম গোত্রীয় হযরত আবু ফেরাস (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি উচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ঈমান কি? তিনি এরশাদ করিলেন, ঈমান হইল এখলাস। (বাইহাকী)

١٨- عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ. (وهو طرف من الحديث) رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن، مجمع الزوائد٣/٢٩٣

১৮. হযরত আবু উমামাহ (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন যে, গোপনে সদকা করা আল্লাহ তায়ালার গোস্‌সাকে ঠাণ্ডা করে। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٩- عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ. رواه مسلم، باب إذا أثنى على الصالح..... رقم:٦٧٢١

১৯. হযরত আবু যার (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল যে, এমন ব্যক্তি সম্পর্কে বলুন, যে নেক আমল করে এবং এই কারণে লোকেরা তাহার প্রশংসা করে। (সে কি নেক আমলের সওয়াব পাইবে? লোকদের প্রশংসা করা রিয়াকারীর মধ্যে গণ্য হইবে কি?) তিনি এরশাদ করিলেন, ইহা তো মুমিনের নগদপ্রাপ্ত সুসংবাদ। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ হাদীস শরীফের অর্থ এই যে, এক সুসংবাদ তো আখেরাতে পাইবে, আর এক সুসংবাদ ইহা যাহা দুনিয়াতে পাওয়া গেল যে, লোকেরা তাহার প্রশংসা করিল ; ইহা সেই অবস্থায় হইবে যদি আমলের মধ্যে নিয়ত শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টিই হইয়া থাকে, লোকদের প্রশংসা উদ্দেশ্য না হয়।

٢٠- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ هٰذِهِ الْآيَةِ "وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَآ اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ" (المؤمنون:٦٠) قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا: أَهُمُ الَّذِيْنَ يَشْرَبُوْنَ الْخَمْرَ وَيَسْرِقُوْنَ؟ قَالَ: لَا، يَا بِنْتَ الصِّدِّيْقِ! وَلٰكِنَّهُمُ الَّذِيْنَ يَصُوْمُوْنَ وَيُصَلُّوْنَ، وَيَتَصَدَّقُوْنَ وَهُمْ يَخَافُوْنَ أَنْ لَا يُقْبَلَ مِنْهُمْ "أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُوْنَ". رواه الترمذي، باب ومن سورة المؤمنين، رقم:٣١٧٥

২০. উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট

وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَآ اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ

এই আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম, যাহাতে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন, 'এবং যে সকল লোক দান করে—যাহা কিছু দান করিয়া থাকে এবং উহার উপর তাহাদের অন্তরসমূহ ভীত থাকে।'

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, এই আয়াতে কি ঐ সকল উদ্দেশ্য যাহারা শরাব পান করে এবং চুরি করে? (অর্থাৎ তাহাদের ভয় কি গুনাহ করার কারণে?) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, সিদ্দীকের বেটি! এই উদ্দেশ্য নহে, বরং আয়াতে করীমায় ঐ সকল লোকদের আলোচনা করা হইয়াছে যাহারা রোযা রাখে নামায পড়ে এবং সদকা খয়রাত করে। আর তাহারা এই ব্যাপারে ভয় করে যে, (কোন ত্রুটির কারণে) তাহাদের নেক আমল কবুল না হয়। ইহারাই ঐ সমস্ত লোক যাহারা দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া কল্যাণসমূহ হাসিল করিতেছে এবং উহার প্রতি অগ্রগামী হইতেছে। (তিরমিযী)

٢١- عَنْ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِىَّ، الْغَنِىَّ، الْخَفِىَّ. رواه مسلم، باب الدنيا سجن للمؤمن...، رقم:٧٤٣٢

২১. হযরত সা'দ (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আল্লহ তায়ালা পরহেযগার, মখলুক হইতে বেপরওয়া, অজ্ঞাত পরিচয় বান্দাকে পছন্দ করেন। (মুসলিম)

٢٢- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَوْ اَنَّ رَجُلًا عَمِلَ عَمَلًا فِىْ صَخْرٍ لَا بَابَ لَهَا وَلَا كَوَّةَ، خَرَجَ عَمَلُهُ إِلَى النَّاسِ كَائِنًا مَا كَانَ. رواه البيهقى فى شعب الإيمان ٥/٣٥٩

২২. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি এরূপ পাথরের ভিতর বসিয়া কোন আমল করে যাহার না কোন দরজা আছে, না কোন ছিদ্র আছে, তথাপি উহা লোকসম্মুখে প্রকাশ হইয়াই যাইবে—ভাল-মন্দ যেমন আমলই হউক না কেন। (বাইহাকী)

ফায়দা ঃ যখন সর্বপ্রকার আমল প্রকাশ হইয়াই যাইবে তখন দ্বীনী আমলকারীর জন্য রিয়াকারীর নিয়ত করিয়া নিজের আমল বরবাদ করিয়া কি লাভ? আর কোন খারাপ লোকের জন্য নিজের অন্যায়কে গোপন করিয়া কি লাভ? উভয়ের খ্যাতি হইয়াই থাকিবে। (তরজুমানুস সুন্নাহ)

٢٣- عَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيْدَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ أَبِىْ يَزِيْدُ أَخْرَجَ دَنَانِيْرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا، فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ: وَاللّٰهِ! مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ، فَخَاصَمْتُهُ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: لَكَ مَا نَوَيْتَ يَايَزِيْدُ! وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَامَعْنُ!

رواه البخاري، باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر، رقم:١٤٢٢

২৩. হযরত মা'আন ইবনে ইয়াযীদ (রাযিঃ) বলেন, আমার পিতা হযরত ইয়াযীদ (রাযিঃ) কিছু দীনার সদকার জন্য বাহির করিলেন এবং উহা মসজিদে এক ব্যক্তির নিকট রাখিয়া আসিলেন। (যাহাতে সে কোন অভাবগ্রস্ত লোককে দিয়া দেয়।) আমি মসজিদে আসিলাম (এবং আমি অভাবগ্রস্ত ছিলাম)। আমি সেই ব্যক্তি হইতে উক্ত দীনার গ্রহণ করিলাম এবং ঘরে লইয়া আসিলাম। পিতা বলিলেন, আল্লাহ তায়ালার কসম, আমি তো তোমাকে দেওয়ার এরাদা করিয়াছিলাম না। আমি আমার পিতাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে লইয়া আসিলাম এবং এই বিষয়টি তাঁহার সম্মুখে পেশ করিলাম। তিনি বলিলেন, হে ইয়াযীদ! তুমি যে (সদকার) নিয়ত করিয়াছিলে উহার সওয়াব তুমি পাইয়া গিয়াছ। আর হে মা'আন! তুমি যাহা লইয়াছ উহা তোমার হইয়া গিয়াছে। (তুমি উহা নিজে ব্যবহার করিতে পার।) (বোখারী)

٢٤- عَنْ طَاؤُوْسٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنِّيْ أَقِفُ الْمَوَاقِفَ أُرِيْدُ وَجْهَ اللّٰهِ، وَأُحِبُّ أَنْ يُرٰى مَوْطِنِيْ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا حَتّٰى نَزَلَتْ عَلَيْهِ هٰذِهِ الْآيَةُ ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾. تفسير ابن كثير٣/١١٤

২৪. হযরত তাউস (রহঃ) বলেন, একজন সাহাবী (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কোন সময় কোন নেক কাজের উদ্দেশ্যে উঠি এবং উহাতে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টিই আমার উদ্দেশ্য থাকে, কিন্তু

উহার সাথে সাথে অন্তরে এই খাহেশও হয় যে, লোকেরা আমার আমল দেখুক। তিনি ইহা শুনিয়া চুপ রহিলেন। অবশেষে এই আয়াত নাযিল হইল—

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖۤ اَحَدًا،

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি আপন রবের সহিত সাক্ষাতের আকাঙ্খা রাখে (এবং তাঁহার প্রিয় হইতে চায়), সে যেন নেককাজ করিতে থাকে এবং আপন রবের এবাদতে কাহাকেও শরীক না করে। (তফসীরে ইবনে কাসীর)

ফায়দা ঃ এই আয়াতে যে শিরক সম্পর্কে নিষেধ করা হইয়াছে উহা রিয়াকারী। আর ইহা হইতেও নিষেধ করা হইয়াছে যে, যদিও আমল আল্লাহ তায়ালার জন্যই হয়, কিন্তু যদি উহার সহিত নফসের কোন উদ্দেশ্যও শামিল থাকে তবে ইহাও এক প্রকার শিরকে খফি (গোপন শিরক), যাহা মানুষের আমলকে নষ্ট করিয়া দেয়। (তফসীরে ইবনে কাসীর)

আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাঁহার ওয়াদার উপর একীনের সহিত এবং সওয়াব ও পুরস্কারের আগ্রহে আমল করা

٢٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اَرْبَعُوْنَ خَصْلَةً اَعْلَاهُنَّ مَنِيْحَةُ الْعَنْزِ، مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيْقَ مَوْعِدِهَا اِلَّا اَدْخَلَهُ اللّٰهُ بِهَا الْجَنَّةَ. رواه البخاري، باب فضل المنيحة، رقم:٢٦٣١

২৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, চল্লিশটি নেক কাজ। তন্মধ্যে সর্বোচ্চ নেককাজ এই যে, (নিজের) বকরী কাহাকেও দিয়া দেয়, যাহাতে সে উহার দুধ দ্বারা উপকৃত হইবার পর উহা মালিককে ফেরৎ দিয়া দেয়। যে ব্যক্তি সেই আমলগুলি হইতে কোন একটির উপর—সেই আমলের সওয়াবের আশা করিয়া এবং উহার উপর আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে কৃত ওয়াদার উপর একীন করিয়া—আমল করিবে আল্লাহ তায়ালা উহার কারণে তাহাকে জান্নাতে দাখিল করিবেন। (বোখারী)

ফায়দা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চল্লিশটি নেককাজ স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। সম্ভবতঃ ইহার কারণ এই যে, মানুষ যাহাতে প্রত্যেক নেক কাজকে এই মনে করিয়া করিতে থাকে যে, হয়ত এই নেক কাজও সেই চল্লিশের মধ্যে শামিল আছে, যাহার ফযীলত হাদীস শরীফে উল্লেখ করা হইয়াছে।

উদ্দেশ্য হইল, মানুষ প্রত্যেক আমলকে ঈমান ও ইহ্‌তেসাবের সহিত করে। অর্থাৎ সেই আমলের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার ওয়াদার উপর একীন করিয়া এবং উক্ত আমলের ব্যাপারে বর্ণিত ফযীলতের প্রতি খেয়াল করিয়া করে।

٢٦- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتّٰى يُصَلّٰى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيْرَاطَيْنِ كُلُّ قِيْرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلّٰى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيْرَاطٍ. رواه البخارى، باب اتباع الجنائز من الإيمان، رقم:٤٧

২৬. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার ওয়াদার উপর একীন করিয়া এবং তাহার সওয়াবের ও পুরস্কারের আগ্রহে কোন মুসলমানের জানাযার সহিত যাইবে এবং ততক্ষণ পর্যন্ত জানাযার সহিত থাকিবে যতক্ষণ তাহার জানাযার নামায পড়া না হয় এবং তাহার দাফনকার্য সমাধা না হয়, সে দুই কীরাত সওয়াব লইয়া ফিরিয়া আসিবে। প্রত্যেক কীরাত ওহুদ পাহাড় সমপরিমাণ হইবে। আর যে ব্যক্তি শুধু জানাযার নামায পড়িয়া ফিরিয়া আসিবে, (দাফন হওয়া পর্যন্ত সঙ্গে থাকিবে না।) সে এক কীরাত লইয়া ফিরিয়া আসিবে। (বোখারী)

ফায়দা ঃ কীরাত এক দেরহামের বার ভাগের এক ভাগকে বলা হয়। সে যুগে মজদুরদেরকে তাহাদের কাজের বিনিময়ে কীরাত হিসাবে দেওয়া হইত বিধায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই স্থানে কীরাত শব্দ এরশাদ করিয়াছেন এবং ইহাও পরিষ্কার করিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে, ইহাকে যেন দুনিয়ার কীরাত মনে না করা হয়, বরং এই সওয়াব আখেরাতের কীরাত হিসাবে হইবে, যাহা দুনিয়ার কীরাতের তুলনায় এত বড় হইবে যেমন দুনিয়ার কীরাতের তুলনায় ওহুদ পাহাড় বড় ও বিরাট।

(মাআরিফে হাদীস)

٢٧- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ اللّٰهَ قَالَ: يَا عِيْسٰى إِنِّيْ بَاعِثٌ مِنْ بَعْدِكَ أُمَّةً إِنْ أَصَابَهُمْ مَا يُحِبُّوْنَ حَمِدُوا اللّٰهَ، وَإِنْ أَصَابَهُمْ مَا يَكْرَهُوْنَ احْتَسَبُوا وَصَبَرُوا، وَلَا حِلْمَ وَلَا عِلْمَ، فَقَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ يَكُوْنُ هٰذَا لَهُمْ وَلَا حِلْمَ وَلَا عِلْمَ؟ قَالَ: أُعْطِيْهِمْ مِنْ حِلْمِيْ وَعِلْمِيْ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخارى ولم يخرجاه ووافقه الذهبى ٣٤٨/١

২৭. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম)কে বলিয়াছেন, ঈসা! আমি তোমার পরে এমন উম্মত পাঠাইব, তাহারা যখন কোন পছন্দনীয় জিনিস অর্থাৎ নেয়ামত ও শান্তি লাভ করিবে তখন উহার উপর আল্লাহ তায়ালার শোকর করিবে এবং যখন তাহারা কোন অপছন্দনীয় জিনিস—অর্থাৎ মুসীবত ও কষ্টে পড়িবে তখন উহা বরদাশত করার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা যে সওয়াবের ওয়াদা করিয়াছেন উহার আশা করিবে এবং সবর করিবে, অথচ তাহাদের মধ্যে না হিল্ম অর্থাৎ নম্রতা ও সহ্য ক্ষমতা থাকিবে, না এলেম থাকিবে। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আরজ করিলেন, হে আমার রব, যখন তাহাদের মধ্যে না হিল্ম থাকিবে না এলেম থাকিবে তখন তাহাদের জন্য সবর করা ও সওয়াবের আশা করা কিভাবে সম্ভব হইবে? আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিলেন, আমি তাহাদিগকে আমরা হিল্ম হইতে হিলম ও আমার এলেম হইতে এলেম দান করিব। (মুসতাদরাকে হাকেম)

٢٨- عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَقُوْلُ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ: ابْنَ آدَمَ إِنْ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُوْلٰى، لَمْ أَرْضَ لَكَ ثَوَابًا دُوْنَ الْجَنَّةِ. رواه ابن ماجه، باب ما جاء فى الصبر على المصيبة، رقم:١٥٩٧

২৮. হযরত আবু উমামাহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদীসে কুদসী বর্ণনা করিয়াছেন যে, হে আদমের সন্তান, যদি তুমি (কোন জিনিস হারানোর উপর) প্রথম

বারেই সবর কর এবং সওয়াবের আশা রাখ তবে আমি তোমার জন্য জান্নাতের চেয়ে কম কোন বিনিময়ের উপর রাজী হইব না। (ইবনে মাজাহ)

٢٩- عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلٰى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ. رواه البخاري، باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، رقم:٥٥

২৯. হযরত আবু মাসউদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষ যখন সওয়াবের নিয়তে আপন পরিবারের উপর খরচ করে (এই খরচ করার উপর) সে সদকার সওয়াব পায়। (বোখারী)

٣٠- عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِيْ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتّٰى مَا تَجْعَلُ فِيْ فَمِ امْرَأَتِكَ. رواه البخاري، باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، رقم:٥٦

৩০. হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তুমি যাহা কিছু আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করার জন্য খরচ কর তোমাকে অবশ্যই উহার সওয়াব দেওয়া হইবে। এমনকি আপন স্ত্রীর মুখে যে লোকমা দাও (উহার উপরও তোমাকে সওয়াব দেওয়া হইবে)।

٣١- عَنْ أُسَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَسُوْلُ إِحْدٰى بَنَاتِهِ وَعِنْدَهُ سَعْدٌ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَمُعَاذٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ أَنَّ ابْنَهَا يَجُوْدُ بِنَفْسِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا: لِلّٰهِ مَا أَخَذَ، وَلِلّٰهِ مَا أَعْطٰى، كُلٌّ بِأَجَلٍ، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ. رواه البخاري، باب وكان أمر الله قدرا مقدورا، رقم:٦٦٠٢

৩১. হযরত উসামা (রাযিঃ) বলেন, আমি, হযরত সা'দ, উবাই ইবনে কা'ব এবং মুআয (রাযিঃ)—আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় তাঁহার কন্যাদের মধ্য হইতে কোন একজনের পক্ষ হইতে একজন সংবাদদাতা এই সংবাদ লইয়া আসিল যে, তাঁহার ছেলের মৃত্যু যন্ত্রণা হইতেছে। রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মেয়ের নিকট) এই সংবাদ পাঠাইলেন যে, আল্লাহ তায়ালারই জন্য উহা যাহা তিনি লইয়া গিয়াছেন, এবং আল্লাহ তায়ালারই জন্য উহা যাহা তিনি দান করিয়াছেন। আর প্রত্যেক জিনিসের জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট সময় নির্ধারিত রহিয়াছে। অতএব সে যেন সবর করে এবং (এই আঘাত ও এই সবরের উপর আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে যে ওয়াদা রহিয়াছে উহার) আশা রাখে। (বোখারী)

٣٢- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِنِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ: لَا يَمُوْتُ لِإِحْدَاكُنَّ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبَهُ، إِلَّا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: أَوِ اثْنَانِ؟ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ: أَوِ اثْنَانِ. رواه مسلم، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه، رقم:٦٦٩٨

৩২. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারী মহিলাদের উদ্দেশ্যে এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের মধ্য হইতে যাহারই তিনজন সন্তান মারা যাইবে, আর সে উহার উপর আল্লাহ তায়ালার নিকট সওয়াবের আশা রাখিবে সে নিঃসন্দেহে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। তাহাদের মধ্য হইতে একজন মহিলা জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, যদি দুইজন সন্তান মারা যায়? তিনি এরশাদ করিলেন, যদি দুই সন্তান মারা যায় তবুও এই সওয়াব হইবে। (মুসলিম)

٣٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضَى لِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ إِذَا ذَهَبَ بِصَفِيِّهِ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ وَقَالَ مَا أُمِرَ بِهِ، بِثَوَابٍ دُوْنَ الْجَنَّةِ. رواه النسائى، باب ثواب من صبر واحتسب، رقم:١٨٧٢

৩৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা যখন মুমিন বান্দার কোন প্রিয়জনকে লইয়া যান, আর সে উহার উপর সবর করিয়া সওয়াবের আশা রাখে এবং যে কথা বলার হুকুম করা হইয়াছে তাহাই বলে (যেমন إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ বলে) আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য জান্নাতের চেয়ে কম কোন বিনিময়ের উপর রাজী হইবেন না। (নাসাঈ)

٣٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَخْبِرْنِيْ عَنِ الْجِهَادِ وَالْغَزْوِ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو! إِنْ قَاتَلْتَ صَابِرًا مُحْتَسِبًا بَعَثَكَ اللّٰهُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، وَإِنْ قَاتَلْتَ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا بَعَثَكَ اللّٰهُ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا، يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو! عَلٰى أَيِّ حَالٍ قَاتَلْتَ أَوْ قُتِلْتَ بَعَثَكَ اللّٰهُ عَلٰى تِيْكَ الْحَالِ. رواه أبو داؤد، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، رقم:٢٥١٩

৩৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে জেহাদ ও গাযওয়া সম্পর্কে বলুন? তিনি এরশাদ করিলেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে আমর! যদি তুমি সবরকারী ও সওয়াবের আশাবাদী হইয়া লড়াই কর তবে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তোমাকে সবরকারী ও সওয়াবের আশাবাদী গণ্য করিয়া উঠাইবেন। আর যদি তুমি লোক দেখানো ও বেশীর চেয়ে বেশী গনীমতের মাল সংগ্রহ করার জন্য লড়াই কর তবে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তোমাকে রিয়াকারী ও বেশীর চেয়ে বেশী গনীমতের মাল সংগ্রহের জন্য লড়াইয়ে অংশগ্রহণকারী গণ্য করিয়া উঠাইবেন। (অর্থাৎ হাশরের ময়দানে ঘোষণা করা হইবে যে, এই ব্যক্তি লোক দেখানো ও বেশীর চেয়ে বেশী গনীমতের মাল সংগ্রহের জন্য লড়াই করিয়াছিল।) হে আবদুল্লাহ! যেই অবস্থা (ও নিয়তে)র উপর তুমি লড়াই করিবে বা কতল হইবে আল্লাহ তায়ালা সেই অবস্থা (ও নিয়তের)র উপর তোমাকে কেয়ামতে উঠাইবেন। (আবু দাউদ)

॥॥॥

রিয়াকারীর নিন্দা

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: ﴿وَاِذَا قَامُوْٓا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى ۙ يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا﴾ [النساء:١٤٢]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ—আর এই মোনাফেকরা যখন নামাযের জন্য দাঁড়ায় তখন অলসভাবে দাঁড়ায়, লোকদেরকে দেখায় এবং আল্লাহ তায়ালার যিকির খুবই কম করে। (নিসা)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ☆ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ☆ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ﴾ [الماعون:٤-٦]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ—এরূপ নামাযীদের জন্য বড় সর্বনাশ যাহারা স্বীয় নামায হইতে গাফেল থাকে। যাহারা এরূপ যে, (যখন নামায পড়ে তখন) রিয়াকারী করে। (মাউন)

ফায়দা ঃ নামায কাযা করিয়া পড়া বা অমনোযোগীতার সহিত পড়া বা কখনও পড়া কখনও না পড়া সবই নামায হইতে গাফেল থাকার মধ্যে শামিল। (কাশফুর রহমান)

হাদীস শরীফ

٣٥- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ: بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ اَنْ يُشَارَ اِلَيْهِ بِالْاَصَابِعِ فِيْ دِيْنٍ اَوْ دُنْيَا اِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللّٰهُ. رواه الترمذى، باب منه حديث إن لكل شيء شرة، رقم:٢٤٥٣

৩৫. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন যে, মানুষের খারাপ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, দ্বীন-দুনিয়ার ব্যাপারে তাহার প্রতি অঙ্গুলী দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়, অবশ্য যাহাকে আল্লাহ তায়ালাই হেফাজত করেন।

(তিরমিযী)

ফায়দা ঃ অঙ্গুলী দ্বারা ইঙ্গিতের অর্থ প্রসিদ্ধ হওয়া। হাদীসের উদ্দেশ্য হইল, দ্বীনের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ হওয়া দুনিয়ার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ হওয়া অপেক্ষা অধিক বিপদজনক। কেননা প্রসিদ্ধ হওয়ার পর নিজের গর্ব অহংকারের অনুভূতি হইতে বাঁচিয়া থাকা সকলের দ্বারা সম্ভব হয় না। অবশ্য যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে কাহারও প্রসিদ্ধি লাভ হয় এবং আল্লাহ তায়ালা তাহাকে আপন মেহেরবানীতে নফস ও শয়তান হইতে হেফাজত করেন তবে এরূপ মুখলিস লোকদের ব্যাপারে প্রসিদ্ধি বিপদজনক নহে। (মাজাহিরে হক)

٣٦- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمًا إِلٰى مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَوَجَدَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَاعِدًا عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ يَبْكِيْ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيْكَ؟ قَالَ: يُبْكِيْنِيْ شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ يَسِيْرَ الرِّيَاءِ شِرْكٌ، وَإِنَّ مَنْ عَادٰى لِلّٰهِ وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَ اللّٰهَ بِالْمُحَارَبَةِ، إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْأَبْرَارَ الْأَتْقِيَاءَ الْأَخْفِيَاءَ، الَّذِيْنَ إِذَا غَابُوْا لَمْ يُفْتَقَدُوْا، وَإِذَا حَضَرُوْا لَمْ يُدْعَوْا وَلَمْ يُعْرَفُوْا، قُلُوْبُهُمْ مَصَابِيْحُ الْهُدٰى، يَخْرُجُوْنَ مِنْ كُلِّ غَبْرَاءَ مُظْلِمَةٍ. رواه ابن ماجه، باب من ترجى له السلامة من الفتن، رقم:٣٩٨٩

৩৬. হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি একদিন মসজিদে নববীতে যাইয়া দেখিলেন হযরত মুআয (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর মোবারকের নিকট বসিয়া কাঁদিতেছেন। হযরত ওমর (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কেন কাঁদিতেছেন? তিনি বলিলেন, একটি কথার কারণে আমার কান্না আসিতেছে যাহা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে শুনিয়াছিলাম। তিনি এরশাদ করিয়াছিলেন, সামান্যতম লোক দেখানোও শিরক। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার কোন দোস্তের সহিত শত্রুতা করিল সে আল্লাহ তায়ালাকে যুদ্ধের আহবান জানাইল। আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা এমন লোকদেরকে ভালবাসেন যাহারা নেক হয়, মুত্তাকী হয় এবং এমনভাবে গোপন হইয়া থাকে যে, অনুপস্থিত হইলে তালাশ করা হয় না, আর যদি উপস্থিত থাকে তবে না তাহাদিগকে

এখলাসে নিয়ত

ডাকা হয় আর না তাহাদিগকে কেহ চিনিতে পারে। তাহাদের অন্তর হেদায়াতের উজ্জ্বল চেরাগ। তাহারা ফেৎনার অন্ধকার তুফান হইতে (অন্তরের আলোর কারণে আপন দ্বীনকে বাঁচাইয়া) বাহির হইয়া যায়। (ইবনে মাজাহ)

٣٧- عَنْ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِيْ غَنَمٍ، بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ، لِدِيْنِهِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب حديث: ما ذئبان جائعان أرسلا فى غنم.....، رقم:٢٣٧٦

৩৭. হযরত মালেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দুইটি ক্ষুধার্ত বাঘকে বকরীর পালের মধ্যে ছাড়িয়া দিলে উহারা বকরীর পালে এই পরিমাণ ক্ষতি করে না যে পরিমাণ মানুষের মালের লোভ ও সম্মানের লিপ্সা তাহার দ্বীনের ক্ষতি করে। (তিরমিযী)

٣٨- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا مُفَاخِرًا مُكَاثِرًا مُرَائِيًا لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا، اسْتِعْفَافًا عَنِ الْمَسْأَلَةِ، وَسَعْيًا عَلٰى عِيَالِهِ، وَتَعَطُّفًا عَلٰى جَارِهِ، لَقِيَ اللّٰهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ. رواه البيهقى فى شعب الإيمان٧/٢٩٨

৩৮. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি অন্যদের উপর গর্ব করার জন্য, ধনী হওয়ার জন্য, নাম যশের জন্য দুনিয়া চাহিবে, যদিও তাহা হালাল উপায়ে হউক, সে আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে এমন অবস্থায় হাজির হইবে যে, আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি অত্যন্ত নারাজ থাকিবেন। আর যে ব্যক্তি হালাল উপায়ে এইজন্য দুনিয়া হাসিল করে, যেন অন্যের নিকট চাহিতে না হয় এবং নিজ পরিবারের জন্য রুজী উপার্জন হয় এবং প্রতিবেশীর উপর এহসান করিতে পারে, সে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার সহিত এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করিবে যে, তাহার চেহারা পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় চমকাইতে থাকিবে। (বাইহাকী)

٣٩- عَنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَخْطُبُ خُطْبَةً إِلَّا اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ سَائِلُهُ عَنْهَا: مَا أَرَادَ بِهَا؟ قَالَ جَعْفَرُ: كَانَ مَالِكُ بْنُ دِيْنَارٍ إِذَا حَدَّثَ هٰذَا الْحَدِيْثَ بَكَى حَتّٰى يَنْقَطِعَ ثُمَّ يَقُوْلُ: يَحْسَبُوْنَ أَنَّ عَيْنِيْ تَقَرُّ بِكَلَامِيْ عَلَيْكُمْ، فَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ سَائِلِيْ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا أَرَدْتَ بِهِ. رواه البيهقي ٢/٢٨٧

৩৯. হযরত হাসান (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে বান্দা বয়ান করে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে অবশ্যই সেই বয়ান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, এই বয়ানের দ্বারা তাহার উদ্দেশ্য এবং নিয়ত কি ছিল?

হযরত জা'ফর (রহঃ) বলিয়াছেন যে, হযরত মালেক ইবনে দীনার (রহঃ) যখন এই হাদীস বর্ণনা করিতেন তখন এত কাঁদিতেন যে, তাহার আওয়াজ বন্ধ হইয়া যাইত। অতঃপর বলিতেন, লোকেরা মনে করে তোমাদের সম্মুখে বয়ান করার দ্বারা আমার চক্ষু শীতল হয়। আমি জানি যে, কেয়ামতের দিন অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, এই বয়ান করার দ্বারা তোমার কি উদ্দেশ্য ছিল? (বাইহাকী)

٤٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ أَسْخَطَ اللّٰهَ فِيْ رِضَى النَّاسِ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِ، وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ مَنْ أَرْضَاهُ فِيْ سَخَطِهِ، وَمَنْ أَرْضَى اللّٰهَ فِيْ سَخَطِ النَّاسِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، وَأَرْضٰى عَنْهُ مَنْ أَسْخَطَهُ فِيْ رِضَاهُ حَتّٰى يُزَيِّنَهُ وَيُزَيِّنَ قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ فِيْ عَيْنِهِ. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير يحيى بن سليمان الجعفي، وقد وثقه الذهبي في آخر ترجمة يحيى بن سليمان الجعفي، مجمع الزوائد ١٠/٣٨٦

৪০. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি লোকদেরকে খুশী করার জন্য আল্লাহ তায়ালাকে অসন্তুষ্ট করে, আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং আল্লাহ তায়ালাকে অসন্তুষ্ট করিয়া যাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়াছিল তাহাদিগকেও অসন্তুষ্ট করিয়া দেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করার জন্য লোকদেরকে অসন্তুষ্ট করে,

আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া যান এবং আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করার জন্য যাহাদিগকে অসন্তুষ্ট করিয়াছিল, তাহাদিগকেও সন্তুষ্ট করিয়া দেন। এমনকি ঐ সমস্ত অসন্তুষ্ট লোকদের দৃষ্টিতে তাহাকে উত্তম করিয়া দেন এবং সেই ব্যক্তির কথা ও আমলকে তাহাদের দৃষ্টিতে শোভনীয় করিয়া দেন। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٤١- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ، رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَتَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيْكَ حَتّٰى اسْتُشْهِدْتُ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلٰكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِيْءٌ، فَقَدْ قِيْلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهِ حَتّٰى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأُتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيْكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيْلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهِ حَتّٰى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيْلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيْهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيْهَا لَكَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلٰكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيْلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ. رواه مسلم،

باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار، رقم:٤٩٢٣

৪১. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যাহাদের বিরুদ্ধে ফয়সালা করা হইবে, তন্মধ্যে একজন সেই ব্যক্তিও হইবে যাহাকে শহীদ করা হইয়াছে। এই ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালার সামনে আনা হইবে। আল্লাহ তায়ালা আপন নেয়ামতসমূহ স্মরণ করাইবেন যাহা তাহাকে দান করা হইয়াছিল। সে উহা স্বীকার করিবে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, তুমি এই নেয়ামতসমূহ দ্বারা কি কাজ করিয়াছ? সে আরজ করিবে, আমি আপনার সন্তুষ্টির জন্য লড়াই

করিয়াছি, অবশেষে আমাকে শহীদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, মিথ্যা বলিতেছে। তুমি এইজন্য জেহাদ করিয়াছিলে যাহাতে লোকেরা বাহাদুর বলে। সুতরাং বলা হইয়াছে। অতঃপর তাহাকে হুকুম শুনাইয়া দেওয়া হইবে এবং উপুড় করিয়া টানিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি হইবে যে এলমে দ্বীন শিখিয়াছে এবং অপরকে শিখাইয়াছে এবং কুরআন শরীফ পড়িয়াছে। তাহাকে আল্লাহ তায়ালার সামনে আনা হইবে। আল্লাহ তায়ালা তাহাকে দেওয়া আপন নেয়ামতসমূহ স্মরণ করাইবেন এবং সে উহা স্বীকার করিবে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, তুমি এই সমস্ত নেয়ামত দ্বারা কি কাজ করিয়াছ? সে আরজ করিবে, আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য এলেম শিখিয়াছি, অন্যকে শিখাইয়াছি এবং তোমারই সন্তুষ্টির জন্য কুরআন শরীফ পড়িয়াছি। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, মিথ্যা বলিতেছ, তুমি এলমে দ্বীন এইজন্য শিখিয়াছিলে যাহাতে লোকেরা তোমাকে আলেম বলে এবং কুরআন এইজন্য পড়িয়াছিলে যাহাতে লোকেরা তোমাকে কারী বলে। সুতরাং বলা হইয়াছে। অতঃপর তাহাকে হুকুম শুনাইয়া দেওয়া হইবে এবং উপুড় করিয়া টানিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। তৃতীয় সেই ধনবান ব্যক্তি হইবে, যাহাকে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াতে ভরপুর দৌলত দান করিয়াছেন এবং সর্বপ্রকার মাল দান করিয়াছেন। তাহাকে আল্লাহ তায়ালার সামনে আনা হইবে। আল্লাহ তায়ালা তাহাকে আপন নেয়ামতসমূহ স্মরণ করাইবেন এবং সে উহা স্বীকার করিবে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, তুমি এই সমস্ত নেয়ামত দ্বারা কি কাজ করিয়াছ? সে আরজ করিবে, তোমার পছন্দনীয় সকল রাস্তায় তোমার দেওয়া মাল তোমার সন্তুষ্টির জন্য খরচ করিয়াছিলাম। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, মিথ্যা বলিতেছ। তুমি মাল এইজন্য খরচ করিয়াছিলে যাহাতে লোকেরা তোমাকে দানশীল বলে। সুতরাং বলা হইয়াছে। অতঃপর তাহাকে হুকুম শুনাইয়া দেওয়া হইবে এবং উপুড় করিয়া টানিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। (মুসলিম)

٣٢- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغٰى بِهٖ وَجْهُ اللّٰهِ، لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيْبَ بِهٖ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِىْ رِيْحَهَا. رواه أبو داؤد،

باب فى طلب العلم لغير الله، رقم: ٣٦٦٤

৪২. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি ঐ এলেম দুনিয়ার মালদৌলত হাসিল করার জন্য শিখিয়াছে যাহা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য হাসিল করা উচিত ছিল সে কেয়ামতের দিন জান্নাতের খুশবুও পাইবে না। (আবু দাউদ)

٤٣- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: يَخْرُجُ فِىْ آخِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ يَخْتِلُوْنَ الدُّنْيَا بِالدِّيْنِ، يَلْبَسُوْنَ لِلنَّاسِ جُلُوْدَ الضَّأْنِ مِنَ اللِّيْنِ، أَلْسِنَتُهُمْ أَحْلٰى مِنَ السُّكَّرِ وَقُلُوْبُهُمْ قُلُوْبُ الذِّئَابِ، يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ: أَبِىَ يَغْتَرُّوْنَ أَمْ عَلَىَّ يَجْتَرِئُوْنَ؟ فَبِىْ حَلَفْتُ لَأَبْعَثَنَّ عَلٰى أُوْلٰئِكَ مِنْهُمْ فِتْنَةً تَدَعُ الْحَلِيْمَ مِنْهُمْ حَيْرَانًا. رواه الترمذى، باب حديث خاتلى الدنيا بالدين وعقوبتهم،

رقم:٢٤٠٤ الجامع الصحيح وهو سنن الترمذى، دار الباز مكة المكرمة

৪৩. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, শেষ যামানায় কিছু লোক এমন প্রকাশ পাইবে যাহারা দ্বীনের আড়ালে দুনিয়া শিকার করিবে। বাঘের নরম চামড়ার পোশাক পরিধান করিবে (যাহাতে লোকেরা তাহাদিগকে দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত মনে করে) তাহাদের জিহ্বা চিনি অপেক্ষা অধিক মিষ্ট হইবে, কিন্তু তাহাদের অন্তর বাঘের ন্যায় হইবে। (তাহাদের ব্যাপারে) আল্লাহ তায়ালার এরশাদ হইল, ইহারা কি আমার ঢিল দেওয়ার কারণে ধোকায় পড়িয়া রহিয়াছে, না আমার ব্যাপারে নির্ভীক হইয়া আমার মোকাবেলায় দুঃসাহস দেখাইতেছে? আমি আমার কসম করিতেছি, আমি তাহাদের মধ্যে তাহাদের ভিতর হইতেই এমন ফেৎনা খাড়া করিব যে, তাহাদের জ্ঞানীদেরকেও দিশাহারা (ও পেরেশান) করিয়া ছাড়িবে। অর্থাৎ তাহাদেরই মধ্য হইতে এমন লোক নিযুক্ত করিয়া দিব যাহারা তাহাদিগকে বিভিন্ন প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে। (তিরমিযী)

٤٤- عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِىْ فَضَالَةَ الْأَنْصَارِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَكَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِذَا جَمَعَ اللّٰهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيْهِ، نَادٰى مُنَادٍ: مَنْ كَانَ أَشْرَكَ فِىْ عَمَلٍ عَمِلَهُ لِلّٰهِ أَحَدًا، فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ، فَإِنَّ اللّٰهَ

أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ومن سورة الكهف، رقم:٣١٥٤

৪৪. হযরত আবু সাঈদ ইবনে আবি ফাযালাহ আনসারী (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তায়ালা যখন কেয়ামতের দিন—যাহার আগমনে কোন সন্দেহ নাই—সমস্ত লোকদেরকে সমবেত করিবেন তখন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করিবে, যে ব্যক্তি এমন কোন আমলের মধ্যে যাহা সে আল্লাহ তায়ালার জন্য করিয়াছিল অন্য কাহাকেও শরীক করিয়াছে সে যেন উহার সওয়াব সেই অপরের নিকট চাহিয়া লয়। কেননা আল্লাহ তায়ালা অংশীদারিত্বের মধ্যে সমস্ত অংশীদার হইতে অধিক বেপরওয়া। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ আল্লাহ তায়ালা অংশীদারিত্বের মধ্যে সমস্ত অংশীদার হইতে অধিক বেপরওয়ার অর্থ এই যে, অন্যান্য অংশীদারগণ যেমন অপরের অংশীদারিত্বকে গ্রহণ করিয়া লয় আল্লাহ তায়ালা কাহারো এরূপ অংশীদারিত্বকে কখনও সহ্য করেন না।

٤٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا لِغَيْرِ اللّٰهِ أَوْ أَرَادَ بِهِ غَيْرَ اللّٰهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب فى من يطلب بعلمه الدنيا، رقم:٢٦٥٥

৪৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে (যেমন সম্মান প্রসিদ্ধি মালদৌলত ইত্যাদি অর্জন করার উদ্দেশ্যে) এলেম শিখিয়াছে সে যেন জাহান্নামে আপন ঠিকানা বানাইয়া লয়। (তিরমিযী)

٤٦- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: تَعَوَّذُوا بِاللّٰهِ مِنْ جُبِّ الْحَزَنِ قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَمَا جُبُّ الْحَزَنِ؟ قَالَ: وَادٍ فِي جَهَنَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، قِيْلَ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! وَمَنْ يَدْخُلُهُ؟ قَالَ: الْقُرَّاءُ الْمُرَاؤُوْنَ بِأَعْمَالِهِمْ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء فى الرياء والسمعة،

৪৬. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা 'জুব্বুল হাযান' হইতে পানাহ চাহিতে থাক। সাহাবা (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, 'জুব্বুল হাযান' কি জিনিস? তিনি এরশাদ করিলেন, জাহান্নামের একটি ময়দান। স্বয়ং জাহান্নাম উহা হইতে দৈনিক একশত বার পানাহ চায়। আরজ করা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উহাতে কাহারা প্রবেশ করিবে? তিনি এরশাদ করিলেন, ঐ সমস্ত কুরআন পাঠকারী যাহারা লোক দেখানোর জন্য আমল করে। (তিরমিযী)

٤٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ أُنَاسًا مِنْ أُمَّتِيْ سَيَتَفَقَّهُوْنَ فِي الدِّيْنِ، وَيَقْرَءُوْنَ الْقُرْآنَ، وَيَقُوْلُوْنَ: نَأْتِي الْأُمَرَاءَ فَنُصِيْبُ مِنْ دُنْيَاهُمْ وَنَعْتَزِلُهُمْ بِدِيْنِنَا، وَلَا يَكُوْنُ ذٰلِكَ، كَمَا لَا يُجْتَنٰى مِنَ الْقَتَادِ إِلَّا الشَّوْكُ كَذٰلِكَ لَا يُجْتَنٰى مِنْ قُرْبِهِمْ إِلَّا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: كَأَنَّهُ يَعْنِي: الْخَطَايَا. رواه ابن ماجه، ورواته ثقات، الترغيب ٣/١٩٦

৪৭. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, অতিসত্বর আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক পয়দা হইবে, যাহারা দ্বীনের বুঝ হাসিল করিবে এবং কুরআন পড়িবে। (অতঃপর তাহারা আপন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য শাসকদের দ্বারে যাইবে।) আর বলিবে, আমরা এই সমস্ত শাসকদের নিকট যাইয়া তাহাদের দুনিয়া হইতে উপকৃত তো হই, (কিন্তু) নিজেদের দ্বীনের কারণে তাহাদের ক্ষতি হইতে বাঁচিয়া থাকি। অথচ এরূপ কখনও হইতে পারে না (যে, এই সমস্ত শাসকদের নিকট ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে যাইবে আর তাহাদের দ্বারা প্রভাবিত হইবে না)। যেমন কাঁটাযুক্ত গাছ হইতে কাঁটা ব্যতীত আর কিছুই লাভ হইতে পারে না, তেমনি এই সমস্ত শাসকদের নিকটবর্তী হওয়ার দ্বারা মন্দ ব্যতীত আর কিছুই লাভ হইতে পারে না। (ইবনে মাজাহ, তরগীব)

٤٨- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ، فَقَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِيْ مِنَ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ؟ قَالَ، قُلْنَا: بَلٰى،

فَقَالَ: الشِّرْكُ الْخَفِيُّ: أَنْ يَقُوْمَ الرَّجُلُ يُصَلِّيْ فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرٰى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ. رواه ابن ماجه، باب الرياء والسمعة، رقم:٤٢٠٤

৪৮. হযরত আবু সাঈদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নিজ হুজরা মোবারক হইতে) বাহির হইয়া আমাদের নিকট আসিলেন। তখন আমরা 'মসীহে দাজ্জাল' সম্পর্কে আলোচনা করিতেছিলাম। তিনি এরশাদ করিলেন, আমি কি তোমাদিগকে ঐ জিনিস বলিয়া দিব না যাহা আমার নিকট তোমাদের জন্য দাজ্জাল হইতে অধিক বিপদজনক? আমরা আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অবশ্যই বলিয়া দিন। তিনি এরশাদ করিলেন, উহা শিরকে খফী। (উহার একটি উদাহরণ এরূপ) যেমন কোন ব্যক্তি নামাযের জন্য দাঁড়ায় এবং নামাযকে এইজন্য সুন্দর করিয়া পড়ে যে, অন্য কেহ তাহাকে নামায পড়িতে দেখিতেছে। (ইবনে মাজাহ)

٤٩- عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: بَشِّرْ هٰذِهِ الْأُمَّةَ بِالسَّنَاءِ وَالرِّفْعَةِ وَالنَّصْرِ وَالتَّمْكِيْنِ فِي الْأَرْضِ، وَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلَ الْآخِرَةِ لِلدُّنْيَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ نَصِيْبٌ. رواه أحمد٥/١٣٤

৪৯. হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এই উম্মতকে সম্মান, উন্নতি, সাহায্য এবং জমিনের বুকে বিজয়ের সুসংবাদ শুনাইয়া দাও। (এই সমস্ত পুরস্কার তো এই উম্মত সমষ্টিগতভাবে পাইবেই।) অতঃপর (আল্লাহ তায়ালার সহিত প্রত্যেকের হিসাব-নিকাশ তাহার নিয়ত অনুপাতে হইবে। সুতরাং যে ব্যক্তি আখেরাতের কাজকে দুনিয়ার মুনাফা অর্জনের জন্য করিয়া থাকিবে আখেরাতে তাহার কোন অংশ থাকিবে না। (মুসনাদে আহমাদ)

٥٠- عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ صَلّٰى يُرَائِيْ فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ صَامَ يُرَائِيْ فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِيْ فَقَدْ أَشْرَكَ. (وهو بعض الحديث) رواه أحمد ٤/١٢٦

৫০. হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি দেখাইবার জন্য নামায পড়িয়াছে সে শিরক করিয়াছে। যে দেখাইবার জন্য রোযা রাখিয়াছে সে শিরক করিয়াছে। যে দেখাইবার জন্য সদকা করিয়াছে সে শিরক করিয়াছে। (মুসনাদে আহমাদ)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ যাহাদিগকে দেখাইবার জন্য এই সমস্ত আমল করিয়াছে তাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালার শরীক বানাইয়া লইয়াছে। এমতাবস্থায় এই সমস্ত আমল আল্লাহ তায়ালার জন্য থাকে না, বরং ঐ সমস্ত লোকদের জন্য হইয়া যায় যাহাদিগকে দেখাইবার জন্য করা হয় এবং এই সমস্ত আমলকারী সওয়াবের পরিবর্তে আযাবের উপযুক্ত হইয়া যায়।

৫১- عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ بَكَى، فَقِيْلَ لَهُ: مَا يُبْكِيْكَ؟ قَالَ: شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُهُ، فَذَكَرْتُهُ، فَأَبْكَانِيْ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: أَتَخَوَّفُ عَلٰى أُمَّتِي الشِّرْكَ وَالشَّهْوَةَ الْخَفِيَّةَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَتُشْرِكُ أُمَّتُكَ مِنْ بَعْدِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَمَا إِنَّهُمْ لَا يَعْبُدُوْنَ شَمْسًا، وَلَا قَمَرًا، وَلَا حَجَرًا، وَلَا وَثَنًا، وَلٰكِنْ يُرَاؤُوْنَ بِأَعْمَالِهِمْ، وَالشَّهْوَةُ الْخَفِيَّةُ أَنْ يُصْبِحَ أَحَدُهُمْ صَائِمًا فَتَعْرِضُ لَهُ شَهْوَةٌ مِنْ شَهَوَاتِهِ فَيَتْرُكُ صَوْمَهُ.

رواه أحمد ٤/١٢٤

৫১. হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রাযিঃ) সম্পর্কে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, একদিন তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। লোকেরা তাহার নিকট কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিলেন যে, আমার একটি কথা স্মরণ হইয়াছে, যাহা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছিলাম। সেই কথা আমাকে কাঁদাইয়াছে। আমি তাঁহাকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আমার আপন উম্মতের ব্যাপারে শিরক ও শাহ্ওয়াতে খাফিয়্যাহ (অর্থাৎ গোপন খাহেশ) এর ভয় হইতেছে। হযরত শাদ্দাদ (রাযিঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার পরে কি আপনার উম্মত শিরকে লিপ্ত হইয়া যাইবে? তিনি এরশাদ করিলেন, হাঁ, (কিন্তু) তাহারা না সূর্য চন্দ্রের এবাদত করিবে, আর না কোন পাথর বা মূর্তির, বরং আপন আমলের মধ্যে রিয়াকারী করিবে। শাহওয়াতে খাফিয়্যাহ এই যে, তোমাদের মধ্যে

কেহ সকালে রোযা রাখিয়াছে, পরে তাহার সম্মুখে এমন কোন জিনিস আসিয়াছে যাহা তাহার পছন্দনীয়, উহার কারণে সে নিজের রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলে (এবং এইভাবে নিজের খাহেশ পুরা করিয়া লয়)। (মুসনাদে আহমাদ)

٥٢- عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: يَكُوْنُ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ أَقْوَامٌ إِخْوَانُ الْعَلَانِيَةِ أَعْدَاءُ السَّرِيْرَةِ، فَقِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! فَكَيْفَ يَكُوْنُ ذٰلِكَ؟ قَالَ: ذٰلِكَ بِرَغْبَةِ بَعْضِهِمْ إِلٰى بَعْضٍ وَرَهْبَةِ بَعْضِهِمْ إِلٰى بَعْضٍ. رواه أحمد ٥/٢٣٥

৫২. হযরত মুআয (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, শেষ যামানায় এমন লোক হইবে যাহারা বাহ্যিক রূপে বন্ধু হইবে কিন্তু ভিতরগতভাবে দুশমন হইবে। আরজ করা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরূপ কেন হইবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, পরস্পর স্বার্থের কারণে বাহ্যিক বন্ধুত্ব হইবে, আর ভিতরের দুশমনির কারণে তাহারাই একে অপর হইতে ভীত থাকিবে। (মুসনাদে আহমাদ)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ মানুষের বন্ধুত্ব ও দুশমনীর ভিত্তি ব্যক্তিগত স্বার্থের উপর হইবে। আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হইবে না।

٥٣- عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: يٰأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا هٰذَا الشِّرْكَ، فَإِنَّهُ أَخْفٰى مِنْ دَبِيْبِ النَّمْلِ، فَقَالَ لَهُ مَنْ شَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَقُوْلَ: وَكَيْفَ نَتَّقِيْهِ وَهُوَ أَخْفٰى مِنْ دَبِيْبِ النَّمْلِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: قُوْلُوا: اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُ.

رواه أحمد ٤/٤٠٣

৫৩. হযরত আবু মূসা আশআরী (রাযিঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে বয়ান করিলেন। উহাতে তিনি এই এরশাদ করিলেন যে, এই শিরক (রিয়াকারী) হইতে বাঁচিতে থাক। কেননা ইহা পিঁপড়ার চলার আওয়াজ হইতেও অধিক গোপনীয় হয়। এক ব্যক্তির অন্তরে প্রশ্ন জাগিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা উহা হইতে কিভাবে বাঁচিব যখন উহা পিঁপড়ার চলার আওয়াজ হইতেও অধিক গোপনীয়? তিনি এরশাদ করিলেন, ইহা পড়িতে

থাক—

اللّٰهُمَّ! إِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُهُ،

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ, আমরা আপনার নিকট ঐ শিরক হইতে পানাহ চাহিতেছি যাহা আমরা জানি এবং আপনার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি ঐ শিরক হইতে যাহা আমরা জানি না। (মুসনাদে আহমাদ)

٥٤- عَنْ أَبِيْ بَرْزَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّمَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ شَهَوَاتِ الْغَيِّ فِيْ بُطُوْنِكُمْ وَفُرُوْجِكُمْ وَمُضِلَّاتِ الْهَوٰى.

رواه أحمد والبزار والطبراني في الثلاثة ورجاله رجال الصحيح لأن أبا الحكم البناني الراوي عن أبي برزة بيّنه الطبراني، فقال: عن أبي الحكم، هو علي بن الحكم، وقد روى له البخاري وأصحاب السنن، مجمع الزوائد ١/٤٤٦

৫৪. হযরত আবু বারযাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের উপর আমার আশঙ্কা হয় যে, তোমরা এমন পথভ্রষ্টকারী খাহেশে লিপ্ত হইয়া যাও যাহার সম্পর্ক তোমাদের পেট ও লজ্জাস্থানের সহিত রহিয়াছে। (যেমন হারাম খাওয়া, ব্যভিচার করা ইত্যাদি) আর এমন খাহেশাতে পড়িয়া যাও, যাহা (তোমাদিগকে সত্যপথ হইতে সরাইয়া) গোমরাহীর দিকে লইয়া যায়। (মুসনাদে আহমাদ, বায্যার, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٥٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ سَمَّعَ النَّاسَ بِعَمَلِهِ سَمَّعَ اللّٰهُ بِهِ سَامِعَ خَلْقِهِ، وَصَغَّرَهُ، وَحَقَّرَهُ. رواه الطبراني في الكبير وأحد أسانيد الطبراني في الكبير رجال الصحيح، مجمع الزوائد ١٠/٣٨١

৫৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি নিজের আমলকে লোকদের মধ্যে প্রচার করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহার রিয়াযুক্ত আমল আপন মাখলুকের কান পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবেন (যে, এই ব্যক্তি রিয়াকার) এবং তাহাকে লোকদের দৃষ্টিতে নিকৃষ্ট ও হেয় প্রতিপন্ন করিয়া দিবেন। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٥٦- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُوْمُ فِي الدُّنْيَا مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ إِلَّا سَمَّعَ اللّٰهُ بِهِ عَلٰى رُؤُوْسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه الطبراني وإسناده حسن، مجمع الزوائد ١٠/٣٨٣

৫৬. হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে বান্দা দুনিয়াতে প্রসিদ্ধ হওয়া ও দেখানোর জন্য কোন আমল করিবে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন সমস্ত মাখলুকের সামনে শুনাইয়া দিবেন (যে, এই ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য নেক আমল করিয়াছিল, যদ্দরুন সে অপমানিত হইবে)। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٥٧- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: يُؤْتٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصُحُفٍ مُخَتَّمَةٍ، فَتُنْصَبُ بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى، فَيَقُوْلُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى: أَلْقُوا هٰذِهِ وَاقْبَلُوا هٰذِهِ، فَتَقُوْلُ الْمَلَائِكَةُ: وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ، مَا رَأَيْنَا إِلَّا خَيْرًا، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ: إِنَّ هٰذَا كَانَ لِغَيْرِ وَجْهِيْ، وَإِنِّيْ لَا أَقْبَلُ الْيَوْمَ إِلَّا مَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهِيْ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: فَتَقُوْلُ الْمَلَائِكَةُ: وَعِزَّتِكَ، مَا كَتَبْنَا إِلَّا مَا عَمِلَ، قَالَ: صَدَقْتُمْ، إِنَّ عَمَلَهُ كَانَ لِغَيْرِ وَجْهِيْ. رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح، ورواه البزار، مجمع الزوائد ١٠/٦٣٥

৫৭. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন মোহরযুক্ত আমলনামা আনা হইবে এবং তাহা আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে পেশ করা হইবে। আল্লাহ তায়ালা কোন কোন লোকের আমলনামা সম্পর্কে বলিবেন, ইহা কবুল করিয়া লও। আর কোন কোন লোকের আমলনামা সম্পর্কে বলিবেন, ইহা ফেলিয়া দাও। ফেরেশতাগণ আরজ করিবেন, আপনার ইজ্জত ও বুযুর্গির কসম, আমরা তো এই সমস্ত আমলনামার মধ্যে ভাল ছাড়া অন্য কিছু দেখি নাই। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, তাহারা এই সমস্ত আমল আমার জন্য করিয়াছিল না, আর আমি আজকের দিনে সেই আমলকেই কবুল করিব যাহা শুধু আমার

সন্তুষ্টির জন্য করা হইয়াছিল।

এক রেওয়ায়াতে আছে, ফেরেশতাগণ আরজ করিবেন, আপনার ইজ্জতের কসম, আমরা তো তাহাই লিখিয়াছি যাহা সে আমল করিয়াছে (এবং সেই সবই নেক ও ভাল আমল)। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, হে ফেরেশতাগণ, তোমরা সত্য বলিতেছ, কিন্তু তাহার আমলসমূহ আমার সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ছিল।

(তাবারানী, বাযযার, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٥٨- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ: فَشُحٌّ مُطَاعٌ، وَهَوًى مُتَّبَعٌ، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ. (وهو طرف من الحديث) رواه البزار واللفظ له والبيهقي وغيرهما وهو مروى عن جماعة من الصحابة، وأسانيده وإن كان لا يسلم شئ منها من مقال فهو بمجموعها حسن إن شاء الله تعالى، الترغيب ١/٢٨٦

৫৮. হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ধবংসকর জিনিসসমূহ এই—এমন কৃপণতা যাহার আনুগত্য করা হয়—অর্থাৎ কৃপণতা করা, নফসের এমন খাহেশ যাহার অনুসরণ করা হয়, এবং মানুষের নিজেকে নিজে উত্তম মনে করা। (বাযযার, বাইহাকী, তরগীব)

٥٩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مِنْ أَسْوَءِ النَّاسِ مَنْزِلَةً مَنْ أَذْهَبَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ. رواه البيهقي في شعب الإيمان ٥/٣٥٨

৫৯. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিকৃষ্টতম ব্যক্তি সে যে অন্যের দুনিয়ার জন্য নিজের আখেরাতকে বরবাদ করে। অর্থাৎ অন্যকে দুনিয়াবী ফায়দা পৌঁছাইবার জন্য আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টির কাজ করিয়া নিজের আখেরাতকে নষ্ট করে। (বাইহাকী)

٦٠- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنِّي أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلٰى هٰذِهِ الْأُمَّةِ مُنَافِقٌ عَلِيْمُ اللِّسَانِ. رواه البيهقي في شعب الإيمان ٢/٢٨٤

৬০. হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এই উম্মতের উপর আমার সর্বাপেক্ষা বেশী ভয় হয় সেই মুনাফেকের, যে জিহ্বার আলেম হয়। (এলেমের কথা বলে, কিন্তু ঈমান ও আমল হইতে খালি হয়।) (বাইহাকী)

ফায়দা ঃ এখানে মুনাফেক দ্বারা উদ্দেশ্য, রিয়াকার ফাসেক।

(মাজাহিরে হক)

٦١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ الْخُزَاعِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً لَمْ يَزَلْ فِيْ مَقْتِ اللّٰهِ حَتّٰى يَجْلِسَ. تفسير ابن كثير ٣/١١٦

৬১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস খুযাঈ (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি লোক দেখানো বা পরিচিত হওয়ার জন্য কোন নেক আমলে মশগুল হয় যতক্ষণ সে এই নিয়ত পরিত্যাগ না করে আল্লাহ তায়ালার অত্যন্ত অসন্তুষ্টির মধ্যে থাকে। (তফসীরে ইবনে কাসির)

٦٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِى الدُّنْيَا، أَلْبَسَهُ اللّٰهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ أَلْهَبَ فِيْهِ نَارًا. رواه ابن ماجه، باب من لبس شهرة من الثياب، رقم:٣٦٠٧

৬২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে নাম, যশের পোশাক পরিধান করিবে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তাহাকে অপমানের পোশাক পরিধান করাইয়া উহাতে আগুন ধরাইয়া দিবেন। (ইবনে মাজাহ)

॥॥॥

দাওয়াত ও তবলীগ

নিজের একীন ও আমলকে সহীহ করা ও সকল মানুষকে সহীহ একীন ও আমলের উপর আনার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহনতের তরীকাকে সমস্ত বিশ্বে যিন্দা করার চেষ্টা করা।

দাওয়াত ও উহার ফযীলতসমূহ

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: ﴿وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ ۚ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ﴾ [يونس:٢٥]

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে,—এবং আল্লাহ তায়ালা শান্তির ঘর—অর্থাৎ জান্নাতের দিকে দাওয়াত দেন, এবং তিনি যাহাকে ইচ্ছা সরলপথ দেখান। (ইউনুস)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۗ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ﴾ [الجمعة:٢]

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে,—আল্লাহ তায়ালা তিনি, যিনি উম্মী লোকদের মধ্যে তাহাদেরই মধ্য হইতে একজন রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন,—অর্থাৎ সেই রাসূল উম্মী ও নিরক্ষর—যিনি তাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমূহ পড়িয়া শুনান,—অর্থাৎ কুরআনে করীমের দ্বারা তাহাদিগকে দাওয়াত দেন, নসীহত করেন, এবং তাহাদিগকে ঈমান আনয়নের জন্য উৎসাহিত করেন, (যদ্দ্বারা তাহারা হেদায়াত লাভ করে) এবং তাহাদের চরিত্র শোধন ও সুন্দর করেন। তাহাদিগকে কুরআন পাক শিক্ষা দেন এবং সুন্নাত ও সঠিক জ্ঞান বুঝ শিক্ষা দেন, আর নিঃসন্দেহে ইহারা এই রাসূল প্রেরণের পূর্বে প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে ছিল। (জুমুআহ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِىْ كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيْرًا☆ فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا﴾ [الفرقان:٥١، ٥٢]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—যদি আমরা চাহিতাম তবে (এই যুগেই আপনি ব্যতীত) প্রত্যেক বস্তিতে এক একজন করিয়া পয়গাম্বর প্রেরণ করিতাম (এবং একা আপনার উপর সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করিতাম না, কিন্তু যেহেতু আপনার সওয়াব বৃদ্ধি করা উদ্দেশ্য সেহেতু আমরা এরূপ করি নাই। এইভাবে একা আপনার উপর সমস্ত কাজের ভার দেওয়া আল্লাহ তায়ালার নেয়ামত। অতএব এই নেয়ামতের শোকর হিসাবে) আপনি কাফেরদের আনন্দদায়ক কাজ করিবেন না,—অর্থাৎ কাফেররা তো আপনি তবলীগ না করিলে বা কম করিলে আনন্দিত হইবে ; আর কুরআন (এ–হকের পক্ষে যে সকল দলীল প্রমাণ রহিয়াছে উহা) দ্বারা কাফেরদের জোরেশোরে মোকাবেলা করুন,—অর্থাৎ ব্যাপক ও পরিপূর্ণ তবলীগ করুন, সকলকে বলুন এবং বারবার বলুন, আর হিম্মতকে মজবুত রাখুন। (ফোরকান)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ [النحل:١٢٥]

আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করিয়া এরশাদ করিয়াছেন,—আপনি আপনার রবের পথের দিকে দাওয়াত দিন জ্ঞানগর্ভ কথা ও উত্তম উপদেশসমূহের দ্বারা। (নাহাল)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾ [الذريت:٥٥]

আল্লাহ তায়ালা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিয়াছেন,—আর বুঝাইতে থাকুন, কেননা বুঝানো ঈমানদারগণকে সুফল প্রদান করে। (যারিয়াত)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿يٰٓاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ☆ قُمْ فَاَنْذِرْ☆ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾

[المدثر:١-٣]

আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিয়াছেন,—হে বস্ত্রাবৃত! উঠুন, অতঃপর ভীতি প্রদর্শন করুন এবং আপন রবের বড়ত্ব বর্ণনা করুন। (মুদ্দাস্‌সির)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ﴾

[الشعراء:٣]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হইয়াছে,—মনে হয় আপনি ইহাদের ঈমান না আনার কারণে চিন্তায় চিন্তায় নিজের জীবন দিয়া দিবেন। (শু'আরা)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ﴾[التوبة:١٢٨]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—নিঃসন্দেহে তোমাদের নিকট এমন একজন রাসূল আগমন করিয়াছেন, যিনি তোমাদেরই মধ্য হইতে একজন, যাঁহার নিকট তোমাদের কোন কষ্টকর বিষয় অতি দুর্বহ মনে হয়, তিনি তোমাদের অতিশয় হিতাকাঙ্খী (তাঁহার এই অবস্থা তো সকলের জন্য) বিশেষ করিয়া মুমিনদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল, করুণাপরায়ণ।

(তওবাহ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرٰتٍ﴾[فاطر:٨]

আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এরশাদ করিয়াছেন, তাহাদের ঈমান না আনার দরুন, অনুতাপ করিতে করিতে আপনার প্রাণ না বাহির হইয়া যায়। (ফাতের)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اِنَّآ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖٓ اَنْ اَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ☆ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّىْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ☆ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ وَاَطِيْعُوْنِ☆ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ

اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ ۘ لَوْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُوْنَ☆ قَالَ رَبِّ اِنِّيْ دَعَوْتُ قَوْمِيْ لَيْلًا وَّنَهَارًا☆ فَلَمْ يَزِدْهُمْ
دُعَآءِيْ اِلَّا فِرَارًا☆ وَاِنِّيْ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوْآ
اَصَابِعَهُمْ فِيْ اٰذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَاَصَرُّوْا وَاسْتَكْبَرُوا
اسْتِكْبَارًا☆ ثُمَّ اِنِّيْ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا☆ ثُمَّ اِنِّيْ اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاَسْرَرْتُ
لَهُمْ اِسْرَارًا☆ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ۖ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا☆ يُّرْسِلِ
السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا☆ وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ
جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا☆ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًا☆ وَقَدْ
خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا☆ اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا☆
وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا☆ وَاللّٰهُ اَنْبَتَكُمْ
مِّنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا☆ ثُمَّ يُعِيْدُكُمْ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا☆ وَاللّٰهُ
جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ بِسَاطًا☆ لِّتَسْلُكُوْا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا﴾

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—নিশ্চয় আমি নূহ (আলাইহিস সালাম)কে তাঁহার কাওমের প্রতি এই হুকুম দিয়া পাঠাইয়া ছিলাম যে, স্বীয় কাওমকে ভয় প্রদর্শন করুন, ইহার পূর্বে যে, তাহাদের প্রতি যন্ত্রণাময় আযাব আসিয়া পড়ে। অতএব তিনি আপন কাওমকে বলিলেন, হে আমার কাওম, আমি তোমাদেরকে স্পষ্টরূপে নসীহত করিতেছি যে, তোমরা আল্লাহ তায়ালার এবাদত কর এবং তাহাকে ভয় করিতে থাক এবং আমার কথা মান, (এইরূপ করিলে) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করিয়া দিবেন এবং মৃত্যুর নির্ধারিত সময় পর্যন্ত আযাবকে পিছাইয়া দিবেন,—অর্থাৎ দুনিয়াতেও আযাব হইতে রক্ষা হইবে, আর আখেরাতে আযাব না হওয়া তো সুস্পষ্ট। আল্লাহ তায়ালা নির্ধারিত সময় যখন আসিয়া পড়ে, তখন উহা পিছনে হঠানো যায় না,—অর্থাৎ ঈমান ও তাকওয়ার বরকতে আযাব হইতে তো রক্ষা হইয়া যাইবে, কিন্তু মৃত্যু অবশ্যই আসিবে, যদি তোমরা ইহা বুঝিতে। (যখন দীর্ঘদিন পর্যন্ত কাওমের উপর এই সকল কথার কোন আছর হইল না, তখন) নূহ (আলাইহিস সালাম) দোয়া করিলেন, আমার রব, আমি আমার কাওমকে রাত্রদিন দাওয়াত দিয়াছি, কিন্তু আমার দাওয়াতের দরুন তাহারা দ্বীন হইতে আরো দূরে সরিয়া যাইতেছে। আর আমি যখনই

তাহাদিগকে ঈমানের দাওয়াত দিতাম, যেন তাহাদের ঈমানের কারণে আপনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেন তখনই তাহারা নিজ নিজ কর্ণসমূহে স্বস্ব অঙ্গুলী ঢুকাইয়া লইত, এবং তাহাদের বস্ত্রসমূহ নিজেদের উপর জড়াইয়া লইত, (যেন তাহারা আমাকে দেখিতে না পায় এবং আমি তাহাদিগকে দেখিতে না পাই।) আর তাহারা (অন্যায়ের উপর) হটকারিতা করিল এবং সীমাহীন অহংকার করিল। তারপর (ও আমি তাহাদিগকে বিভিন্ন উপায়ে নসীহত করিতে রহিয়াছি, সুতরাং) আমি তাহাদিগকে উচ্চস্বরে দাওয়াত দিয়াছি। অতঃপর আমি তাহাদিগকে প্রকাশ্যেও বুঝাইয়াছি এবং গোপনেও বুঝাইয়াছি,—অর্থাৎ তাহাদের হেদায়াতের যে কোন উপায় হইতে পারে কোনটাই ছাড়ি নাই। প্রকাশ্যে জনসমক্ষে আমি তাহাদিগকে দাওয়াত দিয়াছি আবার বিশেষভাবে তাহাদের ঘরে ঘরে যাইয়াও প্রকাশ্যে বিস্তারিতভাবে বলিয়াছি এবং গোপনে চুপি চুপি তাহাদিগকে লাভক্ষতি সম্পর্কে অবহিত করিয়াছি। আর (এই বুঝাইতে যাইয়া) আমি তাহাদিগকে বলিয়াছি যে, তোমরা আপন রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিঃসন্দেহে তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল। এই ক্ষমা প্রার্থনার উপর তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করিবেন। এবং তোমাদের মাল আওলাদে বরকত দান করিবেন এবং তোমাদের জন্য বাগানসমূহ লাগাইয়া দিবেন এবং তোমাদের জন্য নহরসমূহ প্রবাহিত করিয়া দিবেন। তোমাদের কি হইল যে, তোমরা আল্লাহ তায়ালার মহত্বের খেয়াল রাখিতেছ না, অথচ তিনি তোমাদিগকে বিভিন্ন ধাপে সৃষ্টি করিয়াছেন। তোমাদের কি জানা নাই যে, আল্লাহ তায়ালা সাত আসমানকে কিরূপে স্তরে স্তরে সৃষ্টি করিয়াছেন? আর সেই আসমানে চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় বানাইয়াছেন আর সূর্যকে প্রদীপ (এর ন্যায় আলোময়) বানাইয়াছেন। আর আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে যমিন হইতে এক বিশেষ পদ্ধতিতে সৃষ্টি করিয়াছেন। আবার তোমাদিগকে (মৃত্যুর পর) যমিনেই ফিরাইয়া নিবেন এবং (কেয়ামতে) এই যমিন হইতে তোমাদিগকে বাহিরে আনয়ন করিবেন। আর আল্লাহ তায়ালাই যমিনকে তোমাদের জন্য বিছানা বানাইয়াছেন, যেন তোমরা উহার প্রশস্ত পথসমূহে চলাফেরা কর।—অর্থাৎ যমিনে চলাফেরা করিতে পথের কোন বাধা নাই। (নূহ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ☆ قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ☆ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهٗ اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ☆ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ☆ قَالَ اِنَّ

رَسُوْلَكُمُ الَّذِىْ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ☆ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ﴾ [الشعراء: ٢٣-٢٨]

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمَا يٰمُوْسٰى☆ قَالَ رَبُّنَا الَّذِىْ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى☆ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُوْنِ الْاُوْلٰى☆ قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّىْ فِىْ كِتٰبٍ ۚ لَا يَضِلُّ رَبِّىْ وَلَا يَنْسَى☆ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّسَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً﴾ [طه: ٤٩-٥٣]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—ফেরআউন বলিল, রাব্বুল আলামীন কি জিনিস? মূসা (আলাইহিস সালাম) বলিলেন, তিনি আসমানসমূহ ও যমিন এবং উহাদের মধ্যস্থ সমস্ত বস্তুর প্রতিপালক। যদি তোমাদের বিশ্বাস হয়। ফেরআউন তাহার আশেপাশে উপবিষ্ট লোকদেরকে বলিল, তোমরা কি শুনিতেছ? (কেমন নিরর্থক কথাবার্তা বলিতেছে? কিন্তু মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তায়ালার গুণাবলীর বর্ণনা জারি রাখিলেন এবং) বলিলেন, তিনিই তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষগণের প্রতিপালক। ফেরআউন নিজের লোকদেরকে বলিতে লাগিল, তোমাদের এই রাসূল যিনি তোমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছেন নিঃসন্দেহে পাগল। মূসা (আলাইহিস সালাম) বলিলেন, তিনিই পূর্ব ও পশ্চিমের প্রতিপালক এবং উহাদের মধ্যস্থিত সকল বস্তুরও। যদি তোমরা কিছু জ্ঞান বুদ্ধি রাখ। (শুআরা)

অন্য জায়গায় আল্লাহ তায়ালা মূসা আলাইহিস সালামের দাওয়াতকে এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, ফেরআউন বলিল, (ইহা বল,) তোমাদের উভয়ের প্রতিপালক কে? মূসা (আলাইহিস সালাম) উত্তর দিলেন, আমাদের উভয়ের (বরং সকলের) প্রতিপালক তিনি যিনি প্রত্যেক বস্তুকে উহার যথাযথ আকৃতি দান করিয়াছেন, (অতঃপর সমস্ত সৃষ্টিকে সর্বপ্রকার কল্যাণ হাসিল করার) বুঝ জ্ঞান দান করিয়াছেন। (ফেরআউন মূসা আলাইহিস সালামের যুক্তিসম্মত উত্তর শুনিয়া অনর্থক প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিল এবং) বলিল, আচ্ছা, পূর্ববর্তী লোকদের অবস্থা বলুন। মূসা আলাইহিস সালাম বলিলেন, তাহাদের সম্পর্কিত জ্ঞান আমার রবের নিকট লওহে মাহফুযে রহিয়াছে। আমার রব (এরূপ সর্বজ্ঞ যে,) বিভ্রান্ত হন না এবং ভুলিয়াও যান না। (তাহাদের আমল সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান আমার রবের রহিয়াছে। অতঃপর হযরত মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ

তায়ালার এমন ব্যাপক গুণাবলী বর্ণনা করিলেন যাহা প্রত্যেক সাধারণ মানুষও বুঝিতে পারে। সুতরাং তিনি বলিলেন,) তিনি এমন রব যিনি তোমাদের জন্য যমিনকে বিছানা স্বরূপ বানাইয়াছেন এবং উহাতে তোমাদের জন্য রাস্তাসমূহ বানাইয়াছেন। আর আসমান হইতে পানি বর্ষণ করিয়াছেন। (তহা)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ وَذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰمِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ﴾ [ابراهيم:٥]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—আর আমি মূসা (আলাইহিস সালাম)কে এই আদেশ দিয়া পাঠাইয়াছি যে, আপন কাওমকে (কুফরের) অন্ধকার হইতে (ঈমানের) আলোর দিকে আনয়ন কর এবং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে তাহারা যে সকল মুসীবত ও নেয়ামতের ঘটনাবলীর সম্মুখীন হয় সেসকল ঘটনাবলী তাহাদিগকে স্মরণ করাও। কেননা এই সমস্ত ঘটনাবলীর মধ্যে প্রত্যেক ধৈর্যশীল ও শোকরগুযার লোকদের জন্য বড় নিদর্শনসমূহ রহিয়াছে। (ইবরাহীম)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَاَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِيْنٌ﴾ [الأعراف:٦٨]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—(নূহ আলাইহিস সালাম আপন কাওমকে বলিলেন,) আমি তোমাদিগকে আপন রবের পয়গামসমূহ পৌঁছাইতেছি এবং আমি তোমাদের সত্যিকার হিতাকাঙ্খী। (আ'রাফ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَقَالَ الَّذِيْ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوْنِ اَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ☆ يٰقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ۫ وَّاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ☆ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ☆ وَيٰقَوْمِ مَالِيْٓ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ وَتَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَى النَّارِ☆ تَدْعُوْنَنِيْ لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَاُشْرِكَ بِهٖ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ ۫ وَّاَنَا اَدْعُوْكُمْ اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ☆ لَا جَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَيْهِ لَيْسَ لَهٗ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْاٰخِرَةِ وَاَنَّ مَرَدَّنَآ اِلَى اللّٰهِ وَاَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ☆ فَسَتَذْكُرُوْنَ

مَآ اَقُوْلُ لَكُمْ ؕ وَاُفَوِّضُ اَمْرِىْٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ۞ فَوَقٰهُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ ﴾

[المؤمن:٣٨-٤٥]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—(ফেরআউনের কাওম হইতে) সেই ব্যক্তি যে, (মূসা আলাইহিস সালামের উপর) ঈমান আনিয়াছিল (এবং স্বীয় ঈমানকে গোপন করিয়া রাখিয়াছিল) আপন কাওমকে বলিল, আমার ভাইয়েরা, তোমরা আমার অনুসরণ কর আমি তোমাদিগকে নেকীর রাস্তা বলিয়া দিব। আমার ভাইয়েরা, দুনিয়ার যিন্দেগী অল্প কয়েকদিনের জন্য এবং স্থায়ী নিবাস তো আখেরাতেই হইবে। যে খারাপ কাজ করিবে সে প্রতিফলও সেরূপ পাইবে, আর যে নেক কাজ করিয়াছে, পুরুষ হউক আর মহিলা হউক যদি সে মুমিন হয় তবে জান্নাতে প্রবেশ করিবে, যেখানে তাহারা বেহিসাব রুজী লাভ করিবে। আমার ভাইয়েরা, ইহা কেমন কথা, আমি তো তোমাদিগকে মুক্তির দিকে দাওয়াত দিতেছি, আর তোমরা আমাকে দোযখের দিকে ডাকিতেছ, তোমরা আমাকে এই কথার প্রতি ডাকিতেছ যে, আমি আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করি এবং এমন বস্তুকে তাহার অংশীদার সাব্যস্ত করি যাহাকে আমি জানিও না। আমি তোমাদিগকে প্রবল পরাক্রান্ত, মহাক্ষমাশীলের দিকে দাওয়াত দিতেছি। আর সুনিশ্চিত কথা তো এই যে, তোমরা আমাকে যে বস্তুর দিকে ডাকিতেছ, না উহা দুনিয়াতে ডাকার যোগ্য আর না আখেরাতে, আর নিঃসন্দেহে আমাদের সকলকে আল্লাহ তায়ালার নিকট ফিরিয়া যাইতে হইবে। আর যাহারা বন্দেগীর সীমা হইতে বাহির হইয়া যাইবে নিঃসন্দেহে তাহারাই দোযখী হইবে। আমি তোমাদিগকে যাহা কিছু বলিতেছি, তোমরা আমার এই কথা আগামীতে যাইয়া স্মরণ করিবে। আর আমি তো আমার বিষয় আল্লাহ তায়ালার সোপর্দ করিতেছি। নিঃসন্দেহে সমস্ত বান্দাগণ আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টিতে রহিয়াছে। (পরিণতি এই হইল যে,) আল্লাহ তায়ালা সেই মুমিনকে তাহাদের অনিষ্টকর ষড়যন্ত্র হইতে সুরক্ষিত রাখিলেন এবং স্বয়ং ফেরআউনীদের উপর কষ্টদায়ক আযাব নাযিল হইল। (মুমিন)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ﴾

[لقمٰن:١٧]

(নিজ ছেলেকে হযরত লোকমানের নসীহত, যাহা আল্লাহ তায়ালা উল্লেখ করিয়াছেন,) আমার প্রিয় ছেলে, নামায পড়, ভাল কাজের উপদেশ দাও, খারাপ কাজ হইতে নিষেধ কর এবং তোমার উপর যে মুসীবত আসে উহার উপর সবর কর, নিশ্চয় ইহা সাহসিকতার কাজ। (লোকমান)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَاِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمَانِ ۙ اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ؕ قَالُوْا مَعْذِرَةً اِلٰى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ☆ فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖۤ اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْٓءِ وَاَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍۭ بَئِيْسٍۭ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ﴾

[الأعراف:١٦٤،١٦٥]

(বনী ইসরাঈলকে শনিবার দিন মাছ শিকার করিতে নিষেধ করা হইয়াছিল। কিছু লোক এই হুকুমের উপর আমল করিল, আর কিছু লোক নাফরমানী করিল, এবং কিছু লোক নাফরমানদেরকে উপদেশ দিল। এই আয়াতসমূহে সেই ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে।) আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—আর ঐ সময় স্মরণ করার যোগ্য, যখন বনী ইসরাঈলের একদল (যাহারা নাফরমানী করিত না, আর না নাফরমান লোকদেরকে বাধা দিত, তাহারা ঐ সমস্ত লোকদেরকে যাহারা উপদেশ দিত,) বলিল, তোমরা এমন লোকদেরকে কেন উপদেশ দিতেছ যাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা ধ্বংস করিবেন, অথবা কঠোর শাস্তি প্রদান করিবেন। এই কথার উপর উপদেশ দানকারী দল উত্তর দিল যে, আমরা এইজন্য উপদেশ দিতেছি, যেন তোমাদের (ও আমাদের) রবের নিকট আপন দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারি। (অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার সামনে ইহা বলিতে পারি যে, আয় আল্লাহ, আমরা তো বলিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা শুনে নাই অতএব আমরা নির্দোষ।) আর এই আশায় যে, হয়ত ইহারা বিরত হইবে (এবং শনিবার দিন শিকার করা ছাড়িয়া দিবে।) অতঃপর যখন তাহারা সেই হুকুমকে অমান্য করিল যেই হুকুম সম্পর্কে তাহাদিগকে আমল করার উপদেশ দেওয়া হইত, তখন আমি সে সকল লোকদিগকে তো বাঁচাইয়া লইলাম যাহারা সেই মন্দকাজ হইতে নিষেধ করিত, আর নাফরমান লোকদিগকে তাহাদের সেই নাফরমানীর কারণে যাহা তাহারা করিত এক কঠোর আযাবে আক্রান্ত করিলাম। (আ'রাফ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُولُوْا بَقِيَّةٍ يَّنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْاَرْضِ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّنْ اَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ۚ وَاتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَآ اُتْرِفُوْا فِيْهِ وَكَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ☆ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ﴾

[هود:١١٦،١١٧]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—যে সকল কাওম তোমাদের পূর্বে ধ্বংস হইয়াছে তাহাদের মধ্যে এমন বুদ্ধিমান লোক কেন হইল না, যাহারা লোকদিগকে দেশে ফাসাদ বিস্তার করিতে বাধা প্রদান করিত, তবে কিছু লোক এমন ছিল যাহারা ফাসাদ হইতে বাধা দিত, যাহাদিগকে আমি আযাব হইতে রক্ষা করিয়াছিলাম। (অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতগণের ধ্বংসের যে ঘটনাবলী বর্ণিত হইয়াছে, উহার কারণ এই ছিল যে, তাহাদের মধ্যে এমন বুদ্ধিমান লোক ছিল না যে, যাহারা তাহাদিগকে আমর বিল মারুফ ও নহী আনিল মুনকার করিত। সামান্য কিছু লোক এই কাজ করিতেছিল, অতএব তাহাদিগকে আযাব হইতে রক্ষা করা হইয়াছে।) আর যাহারা নাফরমান ছিল, তাহারা যে আরাম আয়েশে ছিল উহার পিছনেই পড়িয়া রহিল এবং তাহারা অপরাধ পরায়ণ হইয়া গিয়াছিল। আর আপনার রব এমন নহেন যে, তিনি ঐ সকল জনপদসমূহকে যাহার বসবাসকারীগণ নিজের ও অন্যদের সংশোধনে লাগিয়া রহিয়াছে অন্যায়ভাবে (অকারণে) ধ্বংস ও বরবাদ করিয়া দিবেন। (হুদ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَالْعَصْرِ ☆ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ☆ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [العصر]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—যমানার কসম, নিশ্চয় মানুষ অত্যন্ত ক্ষতির মধ্যে রহিয়াছে, কিন্তু যাহারা ঈমান আনে এবং যাহারা নেককাজের পাবন্দী করে এবং একে অন্যকে হকের উপর কায়েম থাকার ও একে অন্যকে আমলের পাবন্দী করার তাকীদ করিতে থাকে (তাহারা অবশ্য পরিপূর্ণরূপে সফলকাম)। (আসর)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ﴾ [آل عمران:١١٠]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—তোমরা উত্তম উম্মত, যাহাদিগকে

মানুষের কল্যাণের জন্য পাঠানো হইয়াছে, তোমরা নেক কাজের আদেশ কর এবং মন্দ কাজ হইতে নিবৃত্ত রাখ এবং আল্লাহ তায়ালার প্রতি ঈমান রাখ। (আলে ইমরান)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِىْ اَدْعُوْ اِلَى اللّٰهِ ۣعَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِىْ﴾ [يوسف:١٠٨]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন হইয়াছে,—আপনি বলিয়া দিন, আমার রাস্তা তো ইহাই যে, আমি পূর্ণ একীনের সহিত আল্লাহ তায়ালার দিকে দাওয়াত দেই, এবং যাহারা আমার অনুসারী তাহারাও (আল্লাহ তায়ালার দিকে দাওয়াত দেয়।)। (ইউসুফ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ﴾ [التوبة:٧١]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—আর মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারীগণ হইতেছে পরস্পর একে অন্যের দ্বীনী সাহায্যকারী; তাহারা নেক কাজের আদেশ করে এবং তাহারা অসৎ কাজ হইতে বারণ করে এবং নামাযের পাবন্দী করে এবং যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ তায়ালার ও তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ মানিয়া চলে, এই সমস্ত লোকেরাই যাহাদের উপর আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই রহমত বর্ষণ করিবেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা অতিশয় ক্ষমতাবান, হেকমতওয়ালা। (তওবাহ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة:٢]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—আর নেকী ও তাকওয়ার কাজে একে অন্যের সাহায্য কর, এবং গুনাহ ও জুলুমের কাজে একে অন্যের সাহায্য করিও না। (মায়েদাহ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ☆ وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ؕ

﴿اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ☆ وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْاۚ وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ﴾

[حم السجدة: ٣٣-٣٥]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—সেই ব্যক্তি অপেক্ষা কাহার কথা উত্তম হইতে পারে যে (লোকদিগকে) আল্লাহ তায়ালার দিকে আহ্বান করে এবং নিজেও নেক আমল করে এবং (আনুগত্য প্রকাশার্থে) বলে যে, আমি অনুগতদের মধ্যে আছি। আর সৎকাজ ও অসৎ কাজ সমান হয় না, (বরং প্রত্যেকটির পরিণতি ভিন্ন) অতএব আপনি (এবং আপনার অনুসারীগণ) সদ্ব্যবহার দ্বারা (অসদ্ব্যবহারের) প্রত্যুত্তর দিন। (যেমন রাগের উত্তরে সহনশীলতা, কঠোরতার জবাবে নম্রতা) অনন্তর এই সদ্ব্যবহারের পরিণতি এই হইবে যে, আপনার সহিত যাহার শত্রুতা ছিল সে অকস্মাৎ এমন হইয়া যাইবে যেমন একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু হইয়া থাকে। আর ইহা সহনশীল লোকদেরই নসীব হয় এবং ইহা মহাভাগ্যবান লোকদেরই ভাগ্যে জুটে। (এই আয়াতের দ্বারা বুঝা গেল যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার দিকে দাওয়াত দিবে তাহার জন্য সবর, ধৈর্য ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া জরুরী।) (হামীম সেজদাহ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ﴾ [التحريم: ٦]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—হে মুমিনগণ, তোমরা নিজ দিগকে ও তোমাদের পরিবার পরিজনকে সেই অগ্নি হইতে রক্ষা কর, যাহার ইন্ধন মানুষ ও পাথরসমূহ হইবে, যাহাতে কঠোর স্বভাব শক্তিশালী ফেরেশতাগণ নিয়োজিত রহিয়াছেন। তাহারা কোন বিষয়ে আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী করেন না এবং তাহাই করেন যাহা তাহাদিগকে হুকুম করা হয়। (তাহরীম)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِؕ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ﴾ [الحج: ٤١]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—এই মুসলমানগণ এরূপ যে, যদি আমি তাহাদিগকে দুনিয়াতে রাজত্ব দান করি তবে তাহারা (নিজেরাও) নামাযের পাবন্দী করিবে এবং যাকাত প্রদান করিবে এবং (অন্যদেরকেও) নেক

কাজ করিতে বলিবে এবং অসৎ কাজ হইতে নিষেধ করিবে। আর সমস্ত কাজের পরিণাম তো আল্লাহ তায়ালারই ক্ষমতাধীন। (হজ্জ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ؕ هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ؕ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ؕ هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ۙ مِنْ قَبْلُ وَفِىْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [الحج:٧٨]

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে,—আর আল্লাহ তায়ালার দ্বীনের জন্য মেহনত করিতে থাক, যেমন মেহনত করা আবশ্যক, তিনি সারা বিশ্বে আপন পয়গাম পৌঁছাইবার জন্য তোমাদিগকে নির্বাচন করিয়াছেন, এবং দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের প্রতি কোন প্রকার কঠোরতা করেন নাই, (অতএব দ্বীনের কাজ অতি সহজ এবং ইসলামের যে সকল হুকুম তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে উহা দ্বীনে ইবরাহীমের অনুকূলে, কাজেই) তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষ ইবরাহীমের দ্বীনের উপর কায়েম থাক। আল্লাহ তায়ালা কুরআন নাযিল হওয়ার পূর্বে ও এবং কুরআনের মধ্যেও তোমাদের নাম মুসলমান রাখিয়াছেন,—অর্থাৎ অনুগত ও ওয়াদাপালনকারী। তোমাদিগকে আমি এইজন্য নির্বাচন করিয়াছি যাহাতে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমাদের পক্ষে সাক্ষী হন আর তোমরা অন্যান্যদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হও। (হজ্জ)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ কেয়ামতের দিন যখন অন্যান্য উম্মতগণ অস্বীকার করিবে যে, নবীগণ আমাদিগকে তবলীগ করেন নাই তখন নবীগণ উম্মতে মুহাম্মাদীয়াকে সাক্ষী হিসাবে পেশ করিবেন। এই উম্মত সাক্ষ্য দিবে যে, নিঃসন্দেহে পয়গাম্বরগণ দাওয়াত ও তবলীগের কাজ করিয়াছেন, যখন প্রশ্ন করা হইবে যে, তোমরা কিভাবে জানিলে? তখন উত্তর দিবে যে, আমাদিগকে আমাদের নবী বলিয়াছিলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ উম্মতের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার পক্ষে সাক্ষ্য দিবেন।

কোন কোন মুফাসসিরীন আয়াতের মর্মার্থ এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, আমি তোমাদিগকে এইজন্য নির্বাচন করিয়াছি, যেন রাসূল তোমাদিগকে বলিয়া দেন এবং শিক্ষা দেন এবং তোমরা অন্যান্যদের বলিয়া দাও ও শিক্ষা দাও। (কাশফুর রহমান)

হাদীস শরীফ

١- عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّمَا أَنَا مُبَلِّغٌ وَاللّٰهُ يَهْدِىْ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللّٰهُ يُعْطِىْ. رواه الطبرانى فى الكبير وهو حديث حسن، الجامع الصغير ١/٣٩٥

১. হযরত মুয়াবিয়া (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি তো আল্লাহ তায়ালার পয়গাম লোকদের পর্যন্ত পৌছানেওয়ালা, আর হেদায়াত তো আল্লাহ তায়ালাই দেন। আমি তো মাল বন্টন করনেওয়ালা আর দান করনেওয়ালা তো আল্লাহ তায়ালাই। (তাবারানী, জামে সগীর)

٢- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِعَمِّهِ: قُلْ لَآ إِلٰـهَ إِلَّا اللّٰهُ، أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ: لَوْلَا أَنْ تُعَيِّرَنِى قُرَيْشٌ يَقُوْلُوْنَ: إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلٰى ذٰلِكَ الْجَزَعُ لَأَقْرَرْتُ بِهَا عَيْنَكَ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ: "إِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ أَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ" الآيةَ. رواه مسلم، باب الدليل على صحة إسلام ....، رقم:١٣٥

২. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন চাচা (আবু তালেব)কে (তাহার মৃত্যুর সময়) এরশাদ করিয়াছেন, লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলুন। কেয়ামতের দিন আমি আপনার জন্য সাক্ষী হইব। আবু তালেব জবাবে বলিলেন, যদি কোরাইশের এই খোঁটা দেওয়ার আশংকা না হইত যে, আবু তালেব শুধু মৃত্যু ভয়ে কলেমা পাঠ করিয়াছে, তবে আমি কলেমা পড়িয়া তোমার চক্ষু শীতল করিতাম। এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করিলেন— إِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ أَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ

অর্থ ঃ আপনি যাহাকে চাহিবেন হেদায়াত দিতে পারিবেন না, বরং আল্লাহ তায়ালা যাহাকে চাহিবেন হেদায়াত দান করিবেন। (মুসলিম)

٣- عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجَ أَبُوْبَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يُرِيْدُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ، وَكَانَ لَهُ صَدِيْقًا فِى الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَقِيَهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فُقِدْتَ مِنْ مَجَالِسِ قَوْمِكَ، وَاتَّهَمُوْكَ بِالْعَيْبِ

لِآبَائِهَا وَأُمَّهَاتِهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: "إِنِّي رَسُوْلُ اللّٰهِ، أَدْعُوْكَ إِلَى اللّٰهِ" فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ كَلَامِهِ أَسْلَمَ أَبُوْبَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، فَانْطَلَقَ عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَا بَيْنَ الْأَخْشَبَيْنِ أَحَدٌ أَكْثَرَ سُرُوْرًا مِنْهُ بِإِسْلَامِ أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، وَمَضَى أَبُوْبَكْرٍ فَرَاحَ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ، فَأَسْلَمُوا، ثُمَّ جَاءَ الْغَدَ بِعُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ وَأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ وَالْأَرْقَمِ بْنِ أَبِي الْأَرْقَمِ، فَأَسْلَمُوا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ البداية والنهاية ٣/ ٨٠

৩. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাযিঃ) জাহিলিয়াতের যুগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোস্ত ছিলেন। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে ঘর হইতে বাহির হইলেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে বলিলেন, আবুল কাসেম, (ইহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুনিয়াত বা উপনাম) কি ব্যাপার! আপনাকে আপনার কাওমের মজলিসে দেখা যায় না, আর লোকেরা আপনাকে এই বলিয়া অপবাদ দিতেছে যে, আপনি তাহাদের বাপ–দাদাদের দোষারোপ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমি আল্লাহ তায়ালার রাসূল, তোমাকে আল্লাহ তায়ালার দিকে আহ্বান করিতেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শেষ হইতেই হযরত আবু বকর (রাযিঃ) মুসলমান হইয়া গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর (রাযিঃ)এর নিকট হইতে ফিরিয়া আসিলেন। হযরত আবু বকর (রাযিঃ)এর ইসলাম গ্রহণের কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত আনন্দিত ছিলেন যে, মক্কার উভয় পাহাড়ের মাঝে আর কেহ কোন ব্যাপারে এত আনন্দিত ছিল না।

হযরত আবু বকর (রাযিঃ) সেখান হইতে হযরত ওসমান ইবনে আফফান, হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ, হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম এবং হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাযিঃ)এর নিকট (দাওয়াত দেওয়ার উদ্দেশ্যে) গেলেন। ইহারাও সকলে মুসলমান হইয়া

গেলেন। দ্বিতীয় দিন হযরত আবু বকর (রাযিঃ) হযরত ওসমান ইবনে মাযউন, হযরত আবু ওবায়দাহ ইবনে জাররাহ, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ, হযরত আবু সালামা ইবনে আবদুল আসাদ ও হযরত আরকাম ইবনে আবিল আরকাম (রাযিঃ)দেরকে লইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাজির হইলেন। ইহারাও সকলে মুসলমান হইয়া গেলেন। (দুইদিনে হযরত আবু বকর (রাযিঃ)এর দাওয়াতে নয়জন ইসলাম গ্রহণ করিলেন।) (আল বিদায়াহ ওয়ান নেহায়াহ)

۴- عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ (فِي قِصَّةِ إِسْلَامِ أَبِي قُحَافَةَ): فَلَمَّا دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ (مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ) وَدَخَلَ الْمَسْجِدَ أَتَى أَبُوْبَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بِأَبِيْهِ يَقُوْدُهُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: هَلَّا تَرَكْتَ الشَّيْخَ فِي بَيْتِهِ حَتّٰى أَكُوْنَ أَنَا آتِيْهِ فِيْهِ؟ فَقَالَ أَبُوْبَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! هُوَ أَحَقُّ أَنْ يَمْشِيَ إِلَيْكَ مِنْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَيْهِ، قَالَ: فَأَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ مَسَحَ صَدْرَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَسْلِمْ فَأَسْلَمَ، وَدَخَلَ بِهِ أَبُوْبَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَرَأْسُهُ كَأَنَّهَا ثَغَامَةٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: غَيِّرُوْا هٰذَا مِنْ شَعْرِهِ. رواه أحمد والطبراني ورجالهما ثقات، مجمع الزوائد ٢٥٤/٦

৪. হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাযিঃ) বলেন, (মক্কা বিজয়ের দিন) হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় প্রবেশ করিলেন এবং মসজিদে হারামে আসিলেন, তখন হযরত আবু বকর (রাযিঃ) তাহার পিতা আবু কোহাফাকে তাহার হাত ধরিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আনিলেন। তিনি তাহাকে দেখিয়া এরশাদ করিলেন, আবু বকর, বড় মিয়াকে ঘরেই থাকিতে দিতে, আমি স্বয়ং তাহার নিকট ঘরে উপস্থিত হইতাম? হযরত আবু বকর (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তাহার নিকট যাওয়ার চাইতে তাহার হক বেশী যে, তিনি আপনার নিকট হাঁটিয়া আসেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে নিজের সামনে বসাইলেন এবং তাহার বুকের উপর হাত মোবারক বুলাইয়া এরশাদ করিলেন, আপনি মুসলমান হইয়া যান। সুতরাং হযরত আবু

কোহাফা (রাযিঃ) মুসলমান হইয়া গেলেন।

হযরত আবু বকর (রাযিঃ) যখন তাহার পিতাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আনিলেন তখন তাহার মাথার চুল সাগামাহ গাছের ন্যায় সাদা ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তাহার চুলের সাদা রংকে মেহেদী ইত্যাদি লাগাইয়া) পরিবর্তন করিয়া দাও।

(মুসনাদে আহমদ, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

ফায়দা ঃ সাগামাহ এক রকম গাছ যাহা বরফের ন্যায় সাদা হয়।

(মাজমায়ে বিহারিল আনওয়ার)

৫- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا أَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ: "وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ" [الشعراء:٢١٤]، قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ ﷺ الصَّفَا، فَصَعِدَ عَلَيْهِ، ثُمَّ نَادَى: "يَا صَبَاحَاهُ" فَاجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ، بَيْنَ رَجُلٍ يَجِيءُ إِلَيْهِ، وَبَيْنَ رَجُلٍ يَبْعَثُ رَسُوْلَهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: يَا بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، يَا بَنِيْ فِهْرٍ، يَا بَنِيْ يَا بَنِيْ، أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا بِسَفْحِ هٰذَا الْجَبَلِ، تُرِيْدُ أَنْ تُغِيْرَ عَلَيْكُمْ، صَدَّقْتُمُوْنِي؟ قَالُوا: نَعَمْ! قَالَ: فَإِنِّيْ نَذِيْرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ، فَقَالَ أَبُوْلَهَبٍ: تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ، أَمَا دَعَوْتَنَا إِلَّا لِهٰذَا؟! فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ: "تَبَّتْ يَدَآ أَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ". رواه أحمد ١/٣٠٧

৫. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, যখন আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করিলেন— وَ اَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَ قْرَبِيْنَ 'অর্থাৎ, আপনি আপনার নিকটতম আত্মীয়দেরকে ভয় প্রদর্শন করুন।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফা পাহাড়ের উপর আরোহণ করিয়া উচ্চস্বরে আওয়াজ দিলেন—'অর্থাৎ হে লোকসকল, প্রত্যুষে শত্রু আক্রমণ করিবে! অতএব সকলেই এইখানে সমবেত হও।' সুতরাং সমস্ত লোক তাঁহার নিকট সমবেত হইল। কেহ স্বয়ং হাজির হইল আর কেহ নিজের প্রতিনিধি পাঠাইল। অতঃপর তিনি এরশাদ করিলেন, হে বনু আব্দিল মুত্তালিব, বনু ফিহির, হে অমুক গোত্র! হে অমুক গোত্র! বল দেখি, যদি আমি তোমাদিগকে এই সংবাদ দেই যে, এই পাহাড়ের পাদদেশে ঘোড়সওয়ারদের এক সৈন্যদল অপেক্ষমান রহিয়াছে যাহারা তোমাদের উপর আক্রমণ করিতে চাহিতেছে, তবে কি তোমরা আমাকে সত্যবাদী

মানিয়া লইবে? সকলে বলিল, হাঁ। তিনি এরশাদ করিলেন, আমি তোমাদিগকে এক কঠিন আযাব আসার পূর্বে ভয় প্রদর্শন করিতেছি। আবু লাহাব বলিল, (নাউযুবিল্লাহ) তুমি চিরদিনের জন্য ধ্বংস হও। আমাদিগকে শুধু এইজন্য ডাকিয়াছিলে? ইহার উপর আল্লাহ তায়ালা تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ সূরা নাযিল করিলেন। যাহাতে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন যে, আবু লাহাবের উভয় হাত ধ্বংস হউক এবং সে ধ্বংস হউক। (মুসনাদে আহমাদ)

٦- عَنْ مُنِيْبِ الْاَزْدِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ يَقُوْلُ: يٰاَيُّهَا النَّاسُ قُوْلُوا لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ تُفْلِحُوا فَمِنْهُمْ مَنْ تَفَلَ فِىْ وَجْهِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ حَثَا عَلَيْهِ التُّرَابَ، وَمِنْهُمْ مَنْ سَبَّهُ حَتّٰى انْتَصَفَ النَّهَارُ، فَاَقْبَلَتْ جَارِيَةٌ بِعُسٍّ مِنْ مَاءٍ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَقَالَ: يَا بُنَيَّةُ! لَا تَخْشَىْ عَلٰى اَبِيْكِ غِيْلَةً وَلَا ذِلَّةً، فَقُلْتُ: مَنْ هٰذِهِ؟ قَالُوا: زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهِىَ جَارِيَةٌ وَضِيْئَةٌ. رواه الطبرانى وفيه: منيب بن مدرك ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات، مجمع الزوائد ١٨/٦، وفى الحاشية: منيب بن مدرك ترجمه البخارى فى تاريخه وابن أبى حاتم ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا

৬. হযরত মুনীব আযদী (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আপন জাহিলিয়্যাতের যুগে দেখিয়াছি, তিনি বলিতেছিলেন, লোকেরা لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বল, সফলকাম হইবে। আমি দেখিয়াছি যে, তাহাদের কেহ তো তাঁহার চেহারায় থু থু দিতেছিল, আর কেহ তাঁহার উপর মাটি ফেলিতেছিল, আর কেহ তাঁহাকে গালি দিতেছিল। এইভাবে দিনের অর্ধেক কাটিয়া গেল। তারপর একটি মেয়ে একটি পানির পেয়ালা লইয়া আসিল। তিনি উহা হইতে পানি লইয়া নিজের চেহারা ও উভয় হাত ধুইলেন এবং বলিলেন, আমার মেয়ে! তুমি তোমার পিতার ব্যাপারে অকস্মাৎ কতল হইয়া যাওয়ার ভয় করিও না অথবা কোন প্রকার অপমানের আশঙ্কা করিও না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম এই মেয়েটি কে? লোকেরা বলিল, ইনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ে হযরত যায়নাব (রাযিঃ)। তিনি একজন সুশ্রী বালিকা ছিলেন।

(তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٧- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا أَنْ أَظْهَرَ اللّٰهُ مُحَمَّدًا أَرْسَلْتُ إِلَيْهِ أَرْبَعِيْنَ فَارِسًا مَعَ عَبْدِ شَرٍّ، فَقَدِمُوا عَلَيْهِ بِكِتَابِىْ، فَقَالَ لَهُ: مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: عَبْدُ شَرٍّ قَالَ: بَلْ أَنْتَ عَبْدُ خَيْرٍ، فَبَايَعَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَكَتَبَ مَعَهُ الْجَوَابَ إِلٰى حَوْشَبٍ ذِىْ ظُلَيْمٍ، فَآمَنَ حَوْشَبٌ. الإصابة ١/٣٨٢

৭. হযরত মুহাম্মাদ ইবনে ওসমান (রাযিঃ) আপন দাদা হযরত হাওশাব (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তায়ালা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিজয় দিলেন তখন আমি আব্দেশার এর সহিত চল্লিশজন ঘোড়সওয়ারের একজামত তাঁহার খেদমতে পাঠাইলাম। তাহারা আমার চিঠি লইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পৌঁছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি? তিনি বলিলেন, (আমার নাম) আব্দেশার অর্থাৎ অনিষ্টকর। তিনি এরশাদ করিলেন, না, বরং তুমি আব্দে খায়ের অর্থাৎ কল্যাণকর। (অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তিনি মুসলমান হইয়া গেলেন।) তিনি তাহাকে ইসলামের উপর বাইআত করিলেন।

বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিঠির উত্তর লিখিলেন এবং তাহার হাতে হাওশাবের নিকট পাঠাইলেন। (চিঠিতে হাওশাবের প্রতি ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত ছিল) হাওশাব (উক্ত চিঠি পড়িয়া) ঈমান আনয়ন করিলেন। (এসাবাহ)

٨- عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ رَأٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ، وَذٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ. رواه مسلم، باب بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان ...، رقم:١٧٧

৮. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, তোমাদের মধ্যে যে কেহ কোন খারাপ কাজ হইতে দেখে তাহার উচিত উহাকে নিজের হাত দ্বারা পরিবর্তন করিয়া দেয়। যদি (হাত দ্বারা পরিবর্তন করার) শক্তি না থাকে তবে যবান দ্বারা উহাকে পরিবর্তন করিয়া দিবে।

আর যদি এই শক্তিও না থাকে তবে অন্তর দ্বারা উহাকে খারাপ জানিবে, অর্থাৎ সেই খারাপ কাজের কারণে অন্তরে দুঃখ হয়। আর ইহা ঈমানের সর্বাপেক্ষা দুর্বল অবস্থা। (মুসলিম)

৯- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَثَلُ الْقَائِمِ عَلٰى حُدُوْدِ اللّٰهِ وَالْوَاقِعِ فِيْهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلٰى سَفِيْنَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِيْنَ فِيْ أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلٰى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِيْ نَصِيْبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيْعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلٰى أَيْدِيْهِمْ نَجَوا، وَنَجَوا جَمِيْعًا. رواه البخارى، باب هل يقرع فى القسمة والإستهام فيه؟ رقم:٢٤٩٣

৯. হযরত নো'মান ইবনে বশীর (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ তায়ালার হুকুম পালন করে আর সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ তায়ালার হুকুম অমান্য করে—ইহাদের উভয়ের উদাহরণ ঐ সমস্ত লোকদের ন্যায় যাহারা একটি বড় জাহাজে আরোহণ করিয়াছে। লটারীর মাধ্যমে জাহাজের তলা নির্ধারণ করা হইয়াছে। সুতরাং কিছু লোক জাহাজের উপরের তলায় এবং কিছু লোক জাহাজের নিচের তলায় অবস্থান করিয়াছে। নিচের তলার লোকদের যখন পানির প্রয়োজন হয় তখন তাহারা উপরে আসে এবং উপর তলায় উপবেশনকারীদের নিকট দিয়া অতিক্রম করে। তাহারা ভাবিল যে, যদি আমরা আমাদের (নিচের) অংশে ছিদ্র করিয়া লই (যাহাতে উপরে যাওয়ার পরিবর্তে ছিদ্র হইতেই পানি লইয়া লইব) এবং আমাদের উপরের লোকদেরকে কষ্ট না দেই (তবে কতই না উত্তম হয়)। এমতাবস্থায় যদি উপরওয়ালারা নিচের লোকদেরকে তাহাদের অবস্থার উপর ছাড়িয়া দেয় এবং তাহাদিগকে তাহাদের এই সিদ্ধান্ত হইতে বিরত না রাখে (আর তাহারা ছিদ্র করিয়া ফেলে) তবে সকলেই ধ্বংস হইয়া যাইবে। আর যদি তাহারা তাহাদের হাত ধরিয়া ফেলে (যে, ছিদ্র করিতে দিব না) তবে তাহারা নিজেরাও বাঁচিবে এবং অন্যান্য সমস্ত মুসাফিরগণও বাঁচিয়া যাইবে। (বোখারী)

ফায়দা ঃ এই হাদীসে দুনিয়ার দৃষ্টান্ত একটি জাহাজের সহিত দেওয়া

হইয়াছে, যাহাতে আরোহীগণ একে অন্যের ভুলের দ্বারা প্রভাবিত না হইয়া পারে না। সমস্ত দুনিয়ার মানুষ এক কাওমের ন্যায় একই জাহাজের আরোহী। এই জাহাজে হুকুম পালনকারীও রহিয়াছে। হুকুম অমান্যকারীও রহিয়াছে। যদি অবাধ্যতা ব্যাপক হইয়া যায় তবে উহাতে শুধু সেই শ্রেণীই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না যাহারা হুকুম অমান্য করিতেছে বরং সমস্ত কাওম ও সমস্ত দুনিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। অতএব মানবসমাজকে ধ্বংস হইতে বাঁচানোর জন্য তাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালার অবাধ্যতা হইতে বিরত রাখা একান্ত জরুরী। যদি এরূপ করা না হয়, তবে সমগ্র মানব সমাজ আল্লাহ তায়ালার আযাবে গ্রেফতার হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

١٠- عَنِ الْعُرْسِ بْنِ عَمِيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ اللّٰهَ لَا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ حَتّٰى تَعْمَلَ الْخَاصَّةُ بِعَمَلٍ تَقْدِرُ الْعَامَّةُ اَنْ تُغَيِّرَهُ وَلَا تُغَيِّرُهُ، فَذَاكَ حِيْنَ يَاْذَنُ اللّٰهُ فِىْ هَلَاكِ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ. رواه الطبرانى ورجاله ثقات، مجمع الزوائد٧/٥٢٨

১০. হযরত উরস্ ইবনে আমীরাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা কিছু লোকের ভুলের উপর সকলকে (যাহারা সেই ভুলে লিপ্ত নহে) আযাব দেন না, অবশ্য ঐ অবস্থায় সকলকে আযাব দেন যখন হুকুম পালনকারীগণ শক্তি থাকা সত্ত্বেও অমান্যকারীদেরকে বাধা না দেয়।

(তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١١- عَنْ اَبِى بَكْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ (فِىْ حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ) عَنِ الرَّسُوْلِ ﷺ قَالَ: اَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ قُلْنَا: نَعَمْ! قَالَ: اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَإِنَّهُ رُبَّ مُبَلِّغٍ يُبَلِّغُهُ مَنْ هُوَ اَوْعٰى لَهُ. رواه البخارى، باب قول النبى ﷺ لا ترجعوا بعدى كفارا، ...، رقم:٧٠٧٨

১১. হযরত আবু বাকরাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হজ্জের সময় ১০ই জিলহজ্জ মিনাতে খোতবার শেষে) এরশাদ করিয়াছেন, আমি কি তোমাদিগকে আল্লাহ তায়ালার পয়গাম পৌছাইয়া দিয়াছি? (সাহাবা (রাযিঃ) বলেন,) আমরা আরজ করিলাম, জ্বি হাঁ। আপনি পৌছাইয়া দিয়াছেন। তিনি এরশাদ করিলেন, আয় আল্লাহ! আপনি (ইহাদের স্বীকারোক্তির উপর) সাক্ষী

হইয়া যান। অতঃপর তিনি এরশাদ করিলেন, যাহারা এখানে উপস্থিত আছে তাহারা ঐসমস্ত লোকদের নিকট পৌঁছাইয়া দিবে যাহারা এখানে উপস্থিত নাই। কারণ, অনেক সময় দ্বীনের কথা যাহাকে পৌঁছানো হয় সে, যে পৌঁছাইয়া দেয় তাহার অপেক্ষা বেশী স্মরণ রাখিতে সক্ষম হয়। (বোখারী)

ফায়দা ঃ এই হাদীস শরীফে তাকীদ করা হইয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে কোন কথা শুনার পর উহা নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিবে না, বরং উহা অন্যদের নিকট পৌঁছাইয়া দিবে। হয়ত অন্যরা তাহার অপেক্ষা বেশী স্মরণ রাখিতে পারিবে। (ফাতহুল বারী)

১২- عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: وَالَّذِيْ نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، اَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللّٰهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُوْنَهُ فَلَا يَسْتَجِيْبُ لَكُمْ. رواه

الترمذى وقال: هذا حديث حسن، باب ما جاء فى الأمر بالمعروف والنهى عن

১২. হযরত হোযাইফা ইবনে ইয়ামান (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সেই যাতের কসম, যাহার হাতে আমার প্রাণ, তোমরা অবশ্যই আমর বিল মারুফ নহী আনিল মুনকার (সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ) করিতে থাক। নতুবা অতিসত্বর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর আপন আযাব পাঠাইয়া দিবেন। অতঃপর তোমরা দোয়া করিলেও আল্লাহ তায়ালা তোমাদের দোয়া কবুল করিবেন না। (তিরমিযী)

১৩- عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَفَنَهْلِكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُوْنَ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ. رواه البخارى،

باب يأجوج ومأجوج، رقم:٧١٣٥

১৩. হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদের মধ্যে নেক লোক থাকা অবস্থায়ও কি আমরা ধ্বংস হইয়া যাইব? তিনি এরশাদ করিলেন, জ্বি হাঁ, যখন অসৎ কাজ ব্যাপক হইয়া যাইবে। (বোখারী)

১৪- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ غُلَامٌ يَهُوْدِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ: أَسْلِمْ، فَنَظَرَ إِلٰى أَبِيْهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ، فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَقُوْلُ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ.

رواه البخاری، باب إذا أسلم الصبی فمات ...، رقم:١٣٥٦

১৪. হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, এক ইহুদী ছেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করিত। সে অসুস্থ হইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে দেখিতে গেলেন। তিনি তাহার মাথার নিকট বসিলেন এবং বলিলেন, মুসলমান হইয়া যাও। সে তাহার পিতার দিকে দেখিল। পিতা সেখানেই উপস্থিত ছিল। পিতা বলিল, আবুল কাসেম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর কথা মানিয়া লও। অতএব সে ছেলে মুসলমান হইয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বাহির হইয়া আসিলেন তখন বলিতেছিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি এই ছেলেকে (জাহান্নামের) আগুন হইতে বাঁচাইয়া লইলেন। (বোখারী)

১৫- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ هٰذَا الْخَيْرَ خَزَائِنُ، وَلِتِلْكَ الْخَزَائِنِ مَفَاتِيْحُ، فَطُوْبٰى لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللّٰهُ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ مِغْلَاقًا لِلشَّرِّ، وَوَيْلٌ لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللّٰهُ مِفْتَاحًا لِلشَّرِّ مِغْلَاقًا لِلْخَيْرِ. رواه ابن ماجه، باب من كان مفتاحا للخير، رقم:٢٣٨

১৫. হযরত সাহ্‌ল ইবনে সা'দ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এই কল্যাণ অর্থাৎ দ্বীন ভাণ্ডার। অর্থাৎ দ্বীনের উপর আমল করা আল্লাহ তায়ালার অফুরন্ত নেয়ামতের ভাণ্ডার হইতে উপকৃত হওয়ার উপায় এই সমস্ত ভাণ্ডারের জন্য চাবি রহিয়াছে। সুসংবাদ সেই বান্দার জন্য যাহাকে আল্লাহ তায়ালা কল্যাণের চাবি (ও) অকল্যাণের তালা বানাইয়া দেন। অর্থাৎ—যাহাকে হেদায়াতের উসীলা বানাইয়া দেন। আর ধ্বংস সেই বান্দার জন্য যাহাকে আল্লাহ তায়ালা অকল্যাণের চাবি (ও) কল্যাণের তালা বানাইয়া দেন। অর্থাৎ যে গোমরাহীর উসীলা হয়। (ইবনে মাজাহ)

١٦- عَنْ جَرِيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنِّيْ لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِيْ صَدْرِيْ وَقَالَ: اللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا. رواه البخاري، باب من لا يثبت على الخيل ٣/١١٠٤، دار ابن كثير، دمشق

১৬. হযরত জারীর (রাযিঃ) বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অভিযোগ করিলাম যে, আমি ভালভাবে ঘোড়ায় সওয়ার হইতে পারি না। তিনি আমার বুকের উপর হাত মারিয়া দোয়া দিলেন, আয় আল্লাহ, ইহাকে ভাল ঘোড়সওয়ার বানাইয়া দিন এবং নিজে সরলপথে চলিয়া অন্যদের জন্যও সরল পথ প্রদর্শনকারী বানাইয়া দেন। (বোখারী)

١٧- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَا يَحْقِرْ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! كَيْفَ يَحْقِرُ أَحَدُنَا نَفْسَهُ؟ قَالَ: يَرَى أَمْرًا، لِلّٰهِ عَلَيْهِ فِيْهِ مَقَالٌ، ثُمَّ لَا يَقُوْلُ فِيْهِ، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُوْلَ فِيْ كَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُوْلُ: خَشْيَةُ النَّاسِ، فَيَقُوْلُ: فَإِيَّايَ، كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ تَخْشَى. رواه ابن ماجه، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رقم:٤٠٠٨

১৭. হযরত আবু সাঈদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের কেহ নিজেকে হেয় মনে না করে। সাহাবা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, নিজেকে হেয় মনে করার কি অর্থ? এরশাদ করিলেন, এমন কোন বিষয় দেখে যাহার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে তাহার উপর সংশোধনের দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু সে উক্ত বিষয়ে কিছুই বলে না। আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তাহাকে বলিবেন, কি জিনিস তোমাকে অমুক অমুক বিষয়ে কথা বলিতে বাধা দিয়াছিল? সে আরজ করিবে, মানুষের ভয়ে বলি নাই যে, তাহারা আমাকে কষ্ট দিবে। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিবেন, আমি ইহার বেশী উপযুক্ত ছিলাম যে, তুমি আমাকে ভয় করিতে। (ইবনে মাজাহ)

ফায়দা ঃ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে অসৎ কাজে নিষেধ করার যে দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে মানুষের ভয়ে সেই দায়িত্ব পালন না করা হইল

নিজেকে নিজে হেয় মনে করা।

١٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ أَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلٰى بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ فَيَقُوْلُ: يَا هٰذَا! اتَّقِ اللّٰهَ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ، ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ فَلَا يَمْنَعُهُ ذٰلِكَ أَنْ يَكُوْنَ أَكِيْلَهُ وَشَرِيْبَهُ وَقَعِيْدَهُ، فَلَمَّا فَعَلُوا ذٰلِكَ ضَرَبَ اللّٰهُ قُلُوْبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ، ثُمَّ قَالَ: "لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْ إِسْرَآئِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ"-إِلٰى قَوْلِهِ-"فٰسِقُوْنَ" [المائدة:٧٨-٨١] ثُمَّ قَالَ: كَلَّا وَاللّٰهِ! لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلَتَأْخُذُنَّ عَلٰى يَدَيِ الظَّالِمِ، وَلَتَأْطِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا، وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا.

رواه أبو داوٗد، باب الأمر والنهي، رقم:٤٣٣٦

১৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বনী ইসরাঈলের মধ্যে সর্বপ্রথম অধঃপতন এইভাবে আরম্ভ হইল যে, একজন যখন অপরজনের সহিত সাক্ষাৎ করিত এবং তাহাকে বলিত, হে অমুক, আল্লাহ তায়ালাকে ভয় কর, তুমি যে কাজ করিতেছ তাহা ছাড়িয়া দাও, কেননা উহা তোমার জন্য জায়েয নাই। অতঃপর দ্বিতীয় দিন যখন তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইত তখন তাহার না মানা সত্ত্বেও সেই ব্যক্তি নিজের সম্পর্কের দরুন তাহার সহিত খানাপিনা, উঠাবসা পূর্বের মতই করিত। যখন ব্যাপকভাবে এরূপ হইতে লাগিল এবং আমর বিল মারুফ ও নহী আনিল মুনকার করা ছাড়িয়া দিল তখন আল্লাহ তায়ালা ফরমাবরদারদের দিলকে নাফরমানদের ন্যায় কঠিন করিয়া দিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْ إِسْرَآئِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ.

হইতে فٰسِقُوْنَ পর্যন্ত পড়িলেন।

(প্রথম দুই আয়াতের তরজমা এই) বনী ইসরাঈলের উপর হযরত দাউদ ও হযরত ঈসা আলাইহিমাস সালামের যবানে লা'নত করা হইয়াছে। ইহা এই কারণে যে, তাহারা নাফরমানী করিত এবং সীমা

অতিক্রম করিত। যে অন্যায় কাজে তাহারা লিপ্ত ছিল উহা হইতে তাহারা একে অপরকে নিষেধ করিত না। প্রকৃতই তাহাদের এই কাজ মন্দ ছিল।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত তাকীদের সহিত এই হুকুম করিয়াছেন যে, তোমরা অবশ্য সৎকাজের আদেশ কর এবং অসৎ কাজে বাধা প্রদান কর, জালেমকে জুলুম হইতে বিরত রাখিতে থাক এবং তাহাকে হক কথার দিকে টানিয়া আনিতে থাক আর তাহাকে হকের উপর ধরিয়া রাখ। (আবু দাউদ)

১৯- عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يٰاَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هٰذِهِ الْآيَةَ: ﴿يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ [المائدة:١٠٥]، وَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلٰى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللّٰهُ بِعِقَابٍ مِّنْهُ. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح، باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر، رقم:٢١٦٨

১৯. হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) বলিয়াছেন, লোকেরা, তোমরা এই আয়াত পড়িয়া থাক

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ, নিজেদের ফিকির কর, যখন তোমরা সোজা পথে চলিতেছ তখন যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হয় তাহার দ্বারা তোমাদের কোন ক্ষতি নাই।

আর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যখন লোকেরা জালেমকে জুলুম করিতে দেখিয়াও তাহাকে জুলুম হইতে বাধা দিবে না, তখন অতিসত্বর আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সকলকে স্বীয় ব্যাপক আযাবে লিপ্ত করিয়া দিবেন। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ হযরত আবু বকর (রাযিঃ)এর উদ্দেশ্য এই ছিল যে, তোমরা আয়াতের মর্ম এই বুঝ যে, যখন মানুষ নিজে হেদায়াতের উপর রহিয়াছে তখন তাহার জন্য আমর বিল মারুফ ও নহী আনিল মুনকার করা জরুরী নহে, কারণ অন্যদের ব্যাপারে তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে না। হযরত আবু বকর (রাযিঃ) হাদীস বর্ণনা করিয়া আয়াতের এই ভুল অর্থকে নাকচ করিলেন। যাহা দ্বারা ইহা পরিষ্কার হইয়া গেল যে, যথাসম্ভব অন্যায় কাজ হইতে বাধা দেওয়া এই উম্মতের দায়িত্ব এবং প্রত্যেক

ব্যক্তির কাজ। আয়াতের সঠিক অর্থ এই যে, হে ঈমানদারগণ, নিজের সংশোধনের ফিকির কর। তোমাদের দ্বীনের রাস্তায় চলা এইভাবে হউক যে, নিজেরও সংশোধন করিতেছ আবার অন্যদের সংশোধনেরও চেষ্টা করিতেছ। তারপর যদি কেহ তোমাদের চেষ্টা সত্ত্বেও গোমরাহ হইয়া যায় তবে তাহার গোমরাহ হওয়ার দ্বারা তোমাদের কোন ক্ষতি নাই।

(বয়ানুল কুরআন)

٢٠- عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوْبِ كَالْحَصِيْرِ عُوْدًا عُوْدًا، فَأَىُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيْهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَىُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيْهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ، حَتّٰى تَصِيْرَ عَلٰى قَلْبَيْنِ، عَلٰى أَبْيَضَ مِثْلَ الصَّفَا، فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ، وَالْآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًّا كَالْكُوْزِ مُجَخِّيًا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوْفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ.

رواه مسلم، باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب ٠٠٠٠، رقم:٣٦٩

২০. হযরত হোযাইফা (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, মানুষের দিলের উপর আগে পিছে এমনভাবে ফেৎনাসমূহ আসিবে যেমন চাটাইয়ের চটাগুলি আগে পিছে একটা অপরটার সহিত জড়িত থাকে। অতএব যে দিল এই সকল ফেৎনা হইতে কোন একটিকে গ্রহণ করিবে সে দিলে একটি কাল দাগ লাগিয়া যাইবে। আর যে দিল উহা গ্রহণ করিবে না সে দিলে একটি সাদা চিহ্ন লাগিয়া যাইবে। অবশেষে দিল দুই প্রকার হইয়া যাইবে। একটি সাদা মর্মর পাথরের ন্যায়,—যতদিন আসমান যমিন কায়েম থাকিবে কোন ফেৎনা উহার ক্ষতি করিতে পারিবে না। (অর্থাৎ মর্মর পাথর মসৃণ হওয়ার কারণে যেমন উহার উপর কোন জিনিস স্থির থাকিতে পারে না তেমনি ঈমান মজবুত হওয়ার কারণে তাহার দিলের উপর ফেৎনা কোন প্রভাব ফেলিতে পারিবে না।) দ্বিতীয় প্রকার দিল, কালো ছাই রঙের উপুড় করা পেয়ালার ন্যায় হইবে। অর্থাৎ অধিক গুনাহের কারণে দিল কালো হইয়া যাইবে। যেমন উপুড় করা পেয়ালার মধ্যে কোন জিনিস থাকে না তেমনি এই দিলের মধ্যে গুনাহের প্রতি ঘৃণা ও ঈমানের নূর অবশিষ্ট থাকিবে না। যে কারণে সে না নেকীকে নেকী, না গুনাহকে গুনাহ বুঝিবে। শুধু নিজের খাহেশের উপর আমল করিবে, যাহা তাহার দিলের ভিতর জমিয়া গিয়া থাকিবে। (মুসলিম)

٢١- عَنْ أَبِىْ أُمَيَّةَ الشَّعْبَانِيِّ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقُلْتُ: يَا أَبَا ثَعْلَبَةَ! كَيْفَ تَقُوْلُ فِيْ هٰذِهِ الْآيَةِ؟ (عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ) قَالَ: أَمَا وَاللّٰهِ لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْهَا خَبِيْرًا، سَأَلْتُ عَنْهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: بَلِ ائْتَمِرُوا بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، حَتّٰى إِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا، وَهَوًى مُتَّبَعًا، وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِىْ رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، فَعَلَيْكَ يَعْنِيْ بِنَفْسِكَ، وَدَعْ عَنْكَ الْعَوَامَّ، فَإِنَّ مِنْ وَرَآءِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ، الصَّبْرُ فِيْهِ مِثْلُ قَبْضٍ عَلَى الْجَمَرِ، لِلْعَامِلِ فِيْهِمْ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِيْنَ رَجُلًا يَعْمَلُوْنَ مِثْلَ عَمَلِهِ. فَقَالَ (أَبُوْثَعْلَبَةَ): يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَجْرُ خَمْسِيْنَ مِنْهُمْ، قَالَ: أَجْرُ خَمْسِيْنَ مِنْكُمْ. رواه أبو داوٗد، باب الأمر والنهى، رقم: ٤٣٤١

২১. হযরত আবু উমাইয়্যাহ শা'বানী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবু সা'লাবাহ খুশানী (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি আল্লাহ তায়ালার এই এরশাদ عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ 'অর্থাৎ, তোমরা নিজেদের ফিকির কর', এর ব্যাপারে কি বলেন? তিনি বলিলেন, আল্লাহর কসম, তুমি এমন ব্যক্তির নিকট এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছ, যে এই ব্যাপারে খুব ভালভাবে অবগত আছে। আমি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই আয়াতের অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি এরশাদ করিয়াছিলেন যে, (ইহার উদ্দেশ্য এই নয় যে, শুধু নিজের ফিকির কর) বরং একে অন্যকে সৎকাজের আদেশ করিতে থাক এবং অসৎ কাজ হইতে বাধা দিতে থাক। অতঃপর যখন দেখিবে যে, লোকেরা ব্যাপকভাবে কৃপণতা করিতেছে, খাহেশাতকে পূরণ করা হইতেছে, দুনিয়াকে দ্বীনের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হইতেছে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের রায়কে পছন্দ করিতেছে (অন্যের রায়কে মানিতেছে না) তখন সাধারণ লোকদেরকে ছাড়িয়া নিজের সংশোধনের ফিকিরে লাগিয়া যাইও। কেননা শেষ যামানায় এমন দিন আসিবে যখন দ্বীনের হুকুমসমূহের উপর অটল থাকিয়া আমল করা জ্বলন্ত কয়লা হাতে লওয়ার ন্যায় কঠিন হইবে। সেই সময় আমলকারী তাহার একটি আমলের উপর এত পরিমাণ সওয়াব পাইবে যত পরিমাণ পঞ্চাশজন উক্ত আমল করিলে পায়। হযরত আবু সা'লাবা (রাযিঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ,

তাহাদের মধ্য হইতে পঞ্চাশ জনের সওয়াব পাইবে, (না আমাদের মধ্য হইতে পঞ্চাশ জনের)? (কেননা সাহাবা (রাযিঃ)দের আমলের সওয়াব অনেক বেশী) এরশাদ করিলেন, তোমাদের মধ্য হইতে পঞ্চাশজনের সওয়াব সেই একজন পাইবে। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ ইহার অর্থ এই নয় যে, শেষ যমানায় আমলকারী ব্যক্তি তাহার এই বিশেষ ফযীলতের কারণে সাহাবা (রাযিঃ)দের অপেক্ষা মর্যাদায় বাড়িয়া যাইবে। কেননা সাহাবা (রাযিঃ) সর্বাবস্থায় অবশিষ্ট সমস্ত উম্মত হইতে উত্তম।

এই হাদীস শরীফ দ্বারা জানা গেল যে, আমর বিল মারুফ নহী আনিল মুনকার করিতে থাকা জরুরী। অবশ্য যদি এমন সময় আসিয়া পড়ে যে, হক কথা গ্রহণ করার যোগ্যতা একেবারেই খতম হইয়া যায় তবে সেই সময় পৃথক হইয়া থাকার হুকুম রহিয়াছে। আল্লাহ তায়ালার মেহেরবাণীতে এখনও সেই সময় উপস্থিত হয় নাই, কেননা এখনও এই উম্মতের মধ্যে হক কথা কবুল করার যোগ্যতা বিদ্যমান রহিয়াছে।

٢٢- عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ بِالطُّرُقَاتِ فَقَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فِيْهَا، فَقَالَ: فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيْقَ حَقَّهُ، قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيْقِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ، وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ.

رواه البخارى، باب قول الله تعالى يأيها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا.....، رقم:٦٢٢٩

২২. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা রাস্তার উপর বসিও না। সাহাবা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের জন্য রাস্তার উপর না বসিয়া উপায় নাই, আমরা সেখানে বসিয়া কথাবার্তা বলিয়া থাকি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যদি বসিতেই হয় তবে রাস্তার হকসমূহ আদায় করিবে। সাহাবা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, রাস্তার হকসমূহ কি? তিনি এরশাদ করিলেন, দৃষ্টি অবনত রাখা, কষ্টদায়ক জিনিস রাস্তা হইতে সরাইয়া দেওয়া, (অথবা স্বয়ং কাহাকেও কষ্ট না দেওয়া) সালামের উত্তর দেওয়া, সৎ কাজের আদেশ করা ও অসৎ কাজে নিষেধ করা। (বোখারী)

ফায়দা ঃ সাহাবা (রাযিঃ)দের উদ্দেশ্য ছিল, রাস্তায় বসা হইতে বাঁচিয়া থাকা আমাদের দ্বারা সম্ভব নয়, কেননা আমাদের এমন কোন স্থান নাই যেখানে আমরা মজলিস করিতে পারি। এইজন্য যখন আমরা কয়েকজন একত্রিত হই তখন সেখানে রাস্তার উপরেই বসিয়া যাই এবং নিজেদের দ্বীনী ও দুনিয়াবী বিষয়ে পরস্পর পরামর্শ করি। একে অন্যের অবস্থা জিজ্ঞাসা করি। কেহ অসুস্থ হইলে তাহার জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করি, পরস্পর কোন মনঃকষ্ট থাকিলে উহা দূর করিয়া আপোষ করি।

(মাজাহিরে হক)

٢٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا وَيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ. رواه الترمذی وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء فی رحمة الصبيان، رقم:١٩٢١

২৩. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সেই ব্যক্তি আমাদের অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত নহে, যে আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে না, আমাদের বড়দের সম্মান করে না, সৎকাজের আদেশ করে না এবং অসৎ কাজে নিষেধ করে না। (তিরমিযী)

٢٤- عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِيْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ، تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ. (الحديث) رواه البخاری، باب الفتنة التی تموج كموج البحر، رقم:٧٠٩٦

২৪. হযরত হোযাইফা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষের স্ত্রী, মাল, আওলাদ এবং প্রতিবেশী সম্পর্কিত হুকুম পালনে যে ত্রুটি বিচ্যুতি ও গুনাহ হয়, নামায সদকা আমর বিল মারুফ ও নহী আনিল মুনকার উহার কাফফারা হইয়া যায়। (বোখারী)

٢٥- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَوْحَى اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ إِلٰى جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنِ اقْلِبْ مَدِيْنَةَ كَذَا وَكَذَا

بِأَهْلِهَا، قَالَ: يَا رَبِّ إِنَّ فِيهِمْ عَبْدَكَ فُلَانًا لَمْ يَعْصِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ، قَالَ: فَقَالَ: اقْلِبْهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيَّ سَاعَةً قَطُّ. مشكاة المصابيح، رقم:٥١٥٢

২৫. হযরত জাবের (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে হুকুম দিলেন যে, অমুক শহরকে উহার বাসিন্দা সহ উল্টাইয়া দাও। হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আরজ করিলেন, হে আমার রব, সেই শহরে আপনার অমুক বান্দাও রহিয়াছে, যে ক্ষণিকের জন্যও আপনার নাফরমানী করে নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তায়ালা হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে বলিলেন, তুমি সেই শহরকে উক্ত ব্যক্তিসহ সমস্ত শহরবাসীর উপর উল্টাইয়া দাও। কেননা শহরবাসীকে আমার হুকুম অমান্য করিতে দেখিয়া এক মুহূর্তের জন্যও সেই ব্যক্তির চেহারার রং পরিবর্তন হয় নাই। (মেশকাতুল মাসাবীহ)

ফায়দা ঃ আল্লাহ তায়ালার এরশাদের সারমর্ম এই যে, এই কথা সত্য যে, আমার বান্দা কখনও আমার নাফরমানী করে নাই, কিন্তু তাহার এই অপরাধই বা কম কিসে যে, লোকজন তাহার সম্মুখে গুনাহ করিতে থাকিল, আর সে নিশ্চিন্ত মনে তাহা দেখিতে থাকিল। অসৎ কাজ ছড়াইতে থাকিল এবং লোকেরা আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী করিতে থাকিল, কিন্তু সেই অসৎ কাজ ও নাফরমানীতে লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে দেখিয়া তাহার চেহারায় কখনও অসন্তোষের ভাবও অনুভূত হইল না। (মেরকাত)

٢٦- عَنْ دُرَّةَ ابْنَةِ أَبِي لَهَبٍ قَالَتْ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: خَيْرُ النَّاسِ أَقْرَؤُهُمْ وَأَتْقَاهُمْ وَآمَرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَأَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَوْصَلُهُمْ لِلرَّحِمِ. رواه أحمد وهذا لفظه، والطبراني ورجالهما ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر، مجمع الزوائد٧/ ٥٢٠

২৬. হযরত দুররাহ বিনতে আবি লাহাব (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারের উপর বসিয়াছিলেন, এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, লোকদের মধ্যে সর্বোত্তম কে? তিনি এরশাদ করিলেন, সর্বোত্তম ব্যক্তি সে যে লোকদের মধ্যে সবচেয়ে

বেশী কুরআন শরীফ পাঠকারী, সবচেয়ে বেশী তাকওয়া ওয়ালা, সবচেয়ে বেশী সৎকাজের আদেশকারী ও অসৎ কাজে নিষেধকারী এবং সবচেয়ে বেশী আত্মীয় স্বজনের সহিত সদ্ব্যবহারকারী।

(মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٧- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ كَتَبَ إِلٰى كِسْرٰى، وَإِلٰى قَيْصَرَ، وَإِلَى النَّجَاشِيِّ، وَإِلٰى كُلِّ جَبَّارٍ، يَدْعُوْهُمْ إِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى، وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِىْ صَلّٰى عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ. رواه مسلم، باب كتب النبي ﷺ إلى ملوك الكفار ...، رقم: ٤٦٠٩

২৭. হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিসরা, কাইসার, নাজাশী এবং বড় বড় শাসনকর্তাদের নিকট চিঠি লিখিলেন। (সেই সমস্ত চিঠির মাধ্যমে) তাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালার দিকে দাওয়াত দিলেন। এই নাজাশী সেই নাজাশী নহে (যে মুসলমান হইয়াছিল এবং) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহার নামাযে জানাযা পড়াইয়াছিলেন (বরং এই নাজাশী অন্য ব্যক্তি ছিলেন। হাবশার প্রত্যেক বাদশার উপাধি নাজাশী হইত)। (মুসলিম)

٢٨- عَنِ الْعُرْسِ بْنِ عَمِيْرَةَ الْكِنْدِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيْئَةُ فِي الْأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا. رواه أبو داوٗد، باب الأمر والنهي، رقم: ٤٣٤٥

২৮. হযরত উরস্ ইবনে আমীরাহ্ কিন্দী (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন জমিনে কোন গুনাহ করা হয় তখন যে উহা দেখিয়াছে এবং উহাকে খারাপ মনে করিয়াছে সে উহার আযাব হইতে সেই ব্যক্তির ন্যায় নিরাপদে থাকিবে, যে গুনাহের স্থানে উপস্থিত ছিল না। আর যে গুনাহের স্থানে উপস্থিত ছিল না, কিন্তু সেই গুনাহ হওয়াকে খারাপ মনে করিল না, সে উক্ত গুনাহের আযাবে সেই ব্যক্তির ন্যায় অংশীদার হইবে যে গুনাহের স্থানে উপস্থিত ছিল। (আবু দাউদ)

٢٩- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَثَلِىْ وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَوْقَدَ نَارًا، فَجَعَلَ الْجَنَادِبُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيْهَا وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا، وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَفَلَّتُونَ مِنْ يَدِىْ.
رواه مسلم، باب شفقته ﷺ على أمته ..... ، رقم:٥٩٥٨

২৯. হযরত জাবের (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার ও তোমাদের উদাহরণ সেই ব্যক্তি ন্যায় যে আগুন জ্বালাইল, আর কীটপতঙ্গ সেই আগুনে পড়িতে আরম্ভ করিল আর সে উহাদিগকে আগুন হইতে সরাইতে লাগিল। আমিও তোমাদের কোমরে ধরিয়া ধরিয়া তোমাদিগকে জাহান্নামের আগুন হইতে বাঁচাইতেছি, কিন্তু তোমরা আমার হাত হইতে ছুটিয়া যাইতেছ। অর্থাৎ জাহান্নামের আগুনের পড়িতেছ। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ উক্ত হাদীস শরীফে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে স্বীয় উম্মতকে জাহান্নামের আগুন হইতে বাঁচাইবার জন্য সীমাহীন দয়ামায়ার কথা বর্ণিত হইয়াছে। (নাভাভী)

٣٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَحْكِىْ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ. رواه البخارى، كتاب أحاديث الأنبياء، رقم:٣٤٧٧

৩০. হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিতে পাইতেছি, তিনি এক নবীর ঘটনা বর্ণনা করিতেছেন যে, তাঁহার কাওম তাঁহাকে এত মারপিট করিল যে, রক্তাক্ত করিয়া দিল, আর তিনি আপন চেহারা হইতে রক্ত মুছিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন, আয় আল্লাহ, আমার কাওমকে ক্ষমা করিয়া দিন, কারণ তাহারা জানে না। (এই ধরনের ঘটনা স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত ওহুদের যুদ্ধে ঘটিয়াছে।) (বোখারী)

٣١- عَنْ هِنْدِ بْنِ أَبِيْ هَالَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُتَوَاصِلَ الْأَحْزَانِ دَائِمَ الْفِكْرَةِ لَيْسَتْ لَهُ رَاحَةٌ طَوِيْلَ السَّكْتِ لَا

يَتَكَلَّمُ فِيْ غَيْرِ حَاجَةٍ. (وهو طرف من الرواية) الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية، رقم:٢٢٦

৩১. হযরত হিন্দ ইবনে আবি হালাহ (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণাবলী বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, তিনি (উম্মতের ব্যাপারে) সর্বদা ভারাক্রান্ত ও সারাক্ষণ চিন্তাযুক্ত থাকিতেন। এক মুহূর্তের জন্য তাহার আরাম ছিল না। বেশীর ভাগ সময় চুপ থাকিতেন, বিনা প্রয়োজনে কথা বলিতেন না। (শামায়েলে তিরমিযী)

٣٢- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَحْرَقَتْنَا نِبَالُ ثَقِيْفٍ فَادْعُ اللّٰهَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: اللّٰهُمَّ اهْدِ ثَقِيْفًا. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، باب فى ثقيف وبنى حنيفة، رقم:٣٩٤٢

৩২. হযরত জাবের (রাযিঃ) বলেন, সাহাবা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, সাকীফ গোত্রের তীরগুলি আমাদিগকে শেষ করিয়া দিল, আপনি তাহাদের জন্য বদদোয়া করুন। তিনি এরশাদ করিলেন, আয় আল্লাহ, সাকীফ গোত্রকে হেদায়াত দান করুন। (তিরমিযী)

٣٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَلَا قَوْلَ اللّٰهِ تَعَالٰى فِيْ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ ۚ فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَإِنَّهُ مِنِّيْ﴾ [إبراهيم:٣٦] الآية وَقَالَ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ﴾ [المائدة:١١٨] فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: اللّٰهُمَّ أُمَّتِيْ أُمَّتِيْ، وَبَكٰى، فَقَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ: يَا جِبْرِيْلُ! اذْهَبْ إِلٰى مُحَمَّدٍ، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، فَاسْأَلْهُ مَا يُبْكِيْكَ؟ فَأَتَاهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَأَلَهُ، فَأَخْبَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَا قَالَ، وَهُوَ أَعْلَمُ، فَقَالَ اللّٰهُ: يَا جِبْرِيْلُ! اذْهَبْ إِلٰى مُحَمَّدٍ فَقُلْ: إِنَّا سَنُرْضِيْكَ فِيْ أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوْءُكَ. رواه مسلم، باب دعاء النبى ﷺ لأمته رقم:٤٩٩

৩৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন পাকের সেই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন, যাহাতে আল্লাহ তায়ালা হযরত ইবরাহীম

আলাইহিস সালামের দোয়া উল্লেখ করিয়াছেন—

رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ۖ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي
وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

অর্থ ঃ হে আমার রব, এই সমস্ত মূর্তিগুলি অনেক মানুষকে গোমরাহ করিয়া দিয়াছে। (অতএব নিজের ও নিজের আওলাদদের জন্য মূর্তিপূজা হইতে বাঁচার দোয়া করিতেছি, এমনিভাবে জাতিকেও মূর্তিপূজা হইতে বাধা প্রদান করিতেছি।) অতঃপর (আমার বলার পর) যে আমার কথা মানিল, সে তো আমার আছেই (এবং তাহার জন্য মাগফিরাতের ওয়াদা রহিয়াছে)। আর যে আমার কথা মালি না (তাহাকে আপনি হেদায়াত দান করুন, কেননা) আপনি অত্যাধিক ক্ষমাশীল এবং অতিশয় দয়াময়। (হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের এই দোয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, মুমিনীনদের জন্য শাফায়াত করা ও কাফেরদের জন্য হেদায়াত কামনা করা।)

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াতও তেলাওয়াত করিলেন, যাহাতে আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের দোয়া উল্লেখ করিয়াছেন—

إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

অর্থ ঃ যদি আপনি তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করেন তবে ইহারা আপনার বান্দা এবং আপনি তাহাদের মালিক। (আর মালিকের জন্য বান্দাদিগকে তাহাদের গুনাহের উপর শাস্তি প্রদানের অধিকার রহিয়াছে।) আর যদি আপনি তামাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেন তবে আপনি মহাপরাক্রান্ত, (কুদরত ওয়ালা, অতএব ক্ষমা করার উপরও ক্ষমতা রাখেন এবং) হেকমতওয়ালা (ও)। (অতএব আপনার ক্ষমা ও হেকমত অনুসারে হইবে।)

উভয় আয়াত তেলাওয়াত করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এর আপন উম্মতের কথা স্মরণ হইল, সুতরাং তিনি) দোয়ার জন্য হাত উঠাইলেন এবং আরজ করিলেন, আয় আল্লাহ! আমার উম্মত! আমার উম্মত! এবং তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। ইহার উপর আল্লাহ তায়ালার এরশাদ হইল, হে জিবরাঈল! মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর নিকট যাও। যদি তোমার রব সর্ব বিষয়ে অবগত আছেন তবুও তুমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি কেন

কাঁদিতেছেন? অতএব হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলেন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে বলিলেন, আমার উম্মতের ব্যাপারে এই চিন্তা আমাকে কাঁদাইতেছে যে, আখেরাতে তাহাদের কি উপায় হইবে। (জিবরাঈল আলাইহিস সালাম যাইয়া আল্লাহ তায়ালার নিকট এই কথা আরজ করিলে) আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিলেন, হে জিবরাঈল, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর নিকট যাও এবং তাঁহাকে বল যে, তোমার উম্মতের ব্যাপারে আমি তোমাকে সন্তুষ্ট করিয়া দিব এবং তোমাকে ব্যথিত করিব না। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরাঈল আলাইহিস সালামের নিকট আল্লাহ তায়ালার এই পয়গাম শুনিয়া বলিলেন, আমি তো তখন নিশ্চিন্ত ও সন্তুষ্ট হইব যখন আমার একজন উম্মতীও দোযখে না থাকে।

আল্লাহ তায়ালা সর্ব বিষয় অবগত থাকা সত্ত্বেও কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করার জন্য জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুধু তাঁহার সম্মানার্থে পাঠাইয়াছিলেন। (মাআরিফুল হাদীস)

٣٤- عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا رَأَيْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ طِيْبَ نَفْسٍ قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! ادْعُ اللّٰهَ لِيْ، قَالَ: اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعَائِشَةَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهَا وَمَا تَأَخَّرَ، وَمَا أَسَرَّتْ وَمَا أَعْلَنَتْ فَضَحِكَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا حَتّٰى سَقَطَ رَأْسُهَا فِيْ حِجْرِهَا مِنَ الضَّحْكِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَيَسُرُّكِ دُعَائِيْ؟ فَقَالَتْ: وَمَا لِيْ لَا يَسُرُّنِيْ دُعَاؤُكَ؟ فَقَالَ: وَاللّٰهِ إِنَّهَا لَدَعْوَتِيْ لِأُمَّتِيْ فِيْ كُلِّ صَلَاةٍ.

رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير أحمد بن منصور الرمادى وهو ثقة، مجمع الزوائد٩/٣٩٠

৩৪. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সন্তুষ্ট দেখিয়া আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করিয়া দিন। তিনি এরশাদ করিলেন, ...اللهم اغفر لعائشة অর্থাৎ আয় আল্লাহ, আয়েশার অতীত ভবিষ্যতের সকল গুনাহ মাফ করিয়া দিন এবং ঐ সমস্ত

গুনাহও মাফ করিয়া দিন যাহা সে গোপনে বা প্রকাশ্যে করিয়াছে। এই দোয়া শুনিয়া আমি আনন্দে এই পরিমাণ হাসিলাম যে, আমার মাথা আমার কোলের সঙ্গে লাগিয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমার দোয়ার কারণে তোমার কি খুব আনন্দ হইতেছে? আমি বলিলাম, আপনার দোয়ার কারণে আমি কেন আনন্দিত হইব না? তিনি এরশাদ করিলেন, আল্লাহর কসম, আমি এই দোয়া আমার উম্মতের জন্য প্রত্যেক নামাযের মধ্যে করিয়া থাকি।

(বাযযার, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٣٥- عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ الدِّيْنَ بَدَأَ غَرِيْبًا وَيَرْجِعُ غَرِيْبًا فَطُوْبٰى لِلْغُرَبَاءِ الَّذِيْنَ يُصْلِحُوْنَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِيْ مِنْ سُنَّتِيْ. (وهو بعض الحديث) رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء أن "الإسلام بدأ غريبا....." رقم: ٢٦٣٠

৩৫. হযরত আমর ইবনে আওফ (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন যে, দ্বীন শুরুতে অপরিচিত ছিল এবং অতিসত্বর আবার পূর্বের ন্যায় অপরিচিত হইয়া যাইবে। অতএব ঐ সমস্ত মুসলমানদের জন্য সুসংবাদ যাহাদিগকে দ্বীনের কারণে অপরিচিত মনে করা হইবে। ইহারা ঐ সমস্ত লোক হইবে যাহারা আমার পর লোকেরা আমার তরীকার মধ্যে যাহা কিছু পরিবর্তন ঘটাইয়াছে উহার সংশোধন করিবে। (তিরমিযী)

٣٦- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! ادْعُ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ، قَالَ: إِنِّيْ لَمْ أُبْعَثْ لَعَّانًا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً. رواه مسلم، باب النهى عن لعن الدواب وغيرها، رقم: ٦٦١٣

৩৬. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মুশরিকদের জন্য বদদোয়া করার দরখাস্ত করা হইল। তিনি এরশাদ করিলেন, আমাকে লা'নতকারী হিসাবে পাঠানো হয় নাই, আমাকে শুধু রহমত বানাইয়া পাঠানো হইয়াছে। (মুসলিম)

٣٧- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: يَسِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا، وَسَكِّنُوْا وَلَا تُنَفِّرُوْا. رواه مسلم، باب فى الأمر

৩৭. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সহজ কর, কঠিন করিও না, লোকদেরকে সান্ত্বনা দাও এবং ঘৃণা সৃষ্টি করিও না। (মুসলিম)

٣٨- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَا مِنْ رَجُلٍ يَنْعَشُ لِسَانَهُ حَقًّا يُعْمَلُ بِهِ بَعْدَهُ، إِلَّا أَجْرَى اللّٰهُ عَلَيْهِ أَجْرَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ وَفَّاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ ثَوَابَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه أحمد ٣/٢٦٦

৩৮. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে আপন যবান দ্বারা কোন হক কথা বলে যাহার উপর পরবর্তীতে আমল হইতে থাকে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামত পর্যন্তের জন্য উহার সওয়াব জারি করিয়া দেন। আবার আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন উহার পুরাপুরি সওয়াব দান করিবেন। (মুসনাদে আহমাদ)

٣٩- عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ. (وهو جزء من الحديث) رواه أبو داود، باب في الدال على الخير، رقم: ٥١٢٩

৩৯. হযরত আবু মাসউদ বদরী (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সৎকাজের দিকে পথ দেখায় সে সৎকর্মকারীদের সমান সওয়াব লাভ করে। (আবু দাউদ)

٤٠- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا. رواه مسلم، باب من سن سنة حسنة ....، رقم: ٦٨٠٤

৪০. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি হেদায়াত ও সৎকাজের দাওয়াত দিবে সে ঐ সমস্ত লোকদের আমল সমান সওয়াব পাইতে থাকিবে যাহারা সেই সৎকাজের অনুসরণ করিবে এবং

অনুসরণকারীদের সওয়াবে কোন কম হইবে না। এমনিভাবে যে গোমরাহীর কাজের দিকে দাওয়াত দিবে সে ঐ সমস্ত লোকদের আমলের গুনাহ পাইতে থাকিবে যাহারা সেই গোমরাহীর অনুসরণ করিবে এবং ইহার কারণে সেই অনুসরণকারীদের গুনাহে কোন কম হইবে না। (মুসলিম)

۴۱- عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَأَثْنٰى عَلٰى طَوَائِفَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ لَا يُفَقِّهُوْنَ جِيْرَانَهُمْ، وَلَا يُعَلِّمُونَهُمْ، وَلَايَعِظُونَهُمْ، وَلَا يَأْمُرُوْنَهُمْ، وَلَا يَنْهَوْنَهُمْ، وَمَا بَالُ أَقْوَامٍ لَا يَتَعَلَّمُوْنَ مِنْ جِيْرَانِهِمْ، وَلَا يَتَفَقَّهُوْنَ، وَلَا يَتَّعِظُوْنَ، وَاللّٰهِ لَيُعَلِّمَنَّ قَوْمٌ جِيْرَانَهُمْ، وَيُفَقِّهُوْنَهُمْ وَيَعِظُوْنَهُمْ، وَيَأْمُرُوْنَهُمْ، وَيَنْهَوْنَهُمْ، وَلَيَتَعَلَّمَنَّ قَوْمٌ مِنْ جِيْرَانِهِمْ، وَيَتَفَقَّهُوْنَ، وَيَتَّعِظُوْنَ أَوْ لَأُعَاجِلَنَّهُمُ الْعُقُوْبَةَ، ثُمَّ نَزَلَ فَقَالَ قَوْمٌ: مَنْ تَرَوْنَهُ عَنٰى بِهٰؤُلَآءِ؟ قَالُوْا: الْأَشْعَرِيِّيْنَ، هُمْ قَوْمٌ فُقَهَاءُ، وَلَهُمْ جِيْرَانٌ جُفَاةٌ مِنْ أَهْلِ الْمِيَاهِ وَالْأَعْرَابِ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ الْأَشْعَرِيِّيْنَ، فَأَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! ذَكَرْتَ قَوْمًا بِخَيْرٍ، وَذَكَرْتَنَا بِشَرٍّ، فَمَا بَالُنَا؟ فَقَالَ: لَيُعَلِّمَنَّ قَوْمٌ جِيْرَانَهُمْ، وَلَيَعِظُنَّهُمْ، وَلَيَأْمُرُنَّهُمْ، وَلَيَنْهَوُنَّهُمْ، وَلَيَتَعَلَّمَنَّ قَوْمٌ مِنْ جِيْرَانِهِمْ، وَيَتَّعِظُوْنَ، وَيَتَفَقَّهُوْنَ أَوْ لَأُعَاجِلَنَّهُمُ الْعُقُوْبَةَ فِي الدُّنْيَا، فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَنُفَطِّنُ غَيْرَنَا (وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَبِطَيْرِ غَيْرِنَا؟) فَأَعَادَ قَوْلَهُ عَلَيْهِمْ وَأَعَادُوا قَوْلَهُمْ، أَنُفَطِّنُ غَيْرَنَا (وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَبِطَيْرِ غَيْرِنَا؟) فَقَالَ ذٰلِكَ أَيْضًا، فَقَالُوْا: أَمْهِلْنَا سَنَةً، فَأَمْهَلَهُمْ سَنَةً لِيُفَقِّهُوْهُمْ، وَيُعَلِّمُوهُمْ، وَيَعِظُوهُمْ، ثُمَّ قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذِهِ الْآيَةَ: ﴿لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْۢ بَنِيْٓ إِسْرَآئِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾ الْآيَةَ. رواه الطبراني في الكبيرعن بكير بن معروف عن علقمة،

الترغيب ١/١٢٢، بكير بن معروف صدوق فيه لين، تقريب التهذيب.

৪১. হযরত আলকামা ইবনে সাঈদ (রাযিঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বয়ান করিলেন, যাহাতে

কতিপয় মুসলমান কাওমের প্রশংসা করিলেন। তারপর এরশাদ করিলেন, ইহা কেমন কথা যে, কতিপয় কাওম তাহাদের নিজ প্রতিবেশীদের মধ্যে না দ্বীনের বুঝ পয়দা করে, না দ্বীন শিক্ষা দেয়, না তাহাদিগকে নসীহত করে, না তাহাদিগকে সৎকাজের আদেশ করে, না তাহাদিগকে অসৎকাজ হইতে বারণ করে! আর কি ব্যাপার! কতিপয় কাওম নিজ প্রতিবেশীর নিকট হইতে না এলেম শিক্ষা করে, না দ্বীনের বুঝ হাসিল করে, আর না নসীহত গ্রহণ করে। আল্লাহর কসম, এই সমস্ত লোকেরা নিজ প্রতিবেশীদেরকে এলেম শিক্ষা দিবে তাহাদের মধ্যে দ্বীনের বুঝ পয়দা করিবে, তাহাদিগকে নসীহত করিবে, তাহাদিগকে সৎকাজের আদেশ করিবে, অসৎ কাজ হইতে বিরত রাখিবে। আর অন্য লোকেরা তাহাদের প্রতিবেশীদের নিকট হইতে দ্বীন শিক্ষা করিবে, তাহাদের নিকট হইতে দ্বীনের বুঝ হাসিল করিবে এবং তাহাদের নসীহত গ্রহণ করিবে। নতুবা আমি তাহাদিগকে দুনিয়াতেই কঠিন শাস্তি দিব। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বার হইতে নিচে নামিয়া আসিলেন।

লোকদের মধ্যে এই ব্যাপারে বলাবলি হইল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন্ কওম সম্পর্কে ইহা বলিয়াছেন? লোকেরা বলিল, আশআরী কাওমের লোকজনকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন। কারণ, তাহারা এলেম ওয়ালা আর তাহাদের আশে পাশের গ্রামের লোকেরা দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ। আশআরী লোকদের নিকট এই সংবাদ পৌঁছিল। তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কতিপয় কাওমের প্রশংসা করিয়াছেন, আর আমাদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের কি অন্যায় হইয়াছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (পুনরায়) এরশাদ করিলেন, এই সমস্ত লোকেরা নিজেদের প্রতিবেশীদিগকে এলেম শিক্ষা দিবে,তাহাদিগকে নসীহত করিবে তাহাদিগকে সৎকাজের আদেশ করিবে, অসৎ কাজ হইতে বারণ করিবে। এমনিভাবে অন্যদের উচিত যে, তাহারা নিজেদের প্রতিবেশীদের নিকট হইতে শিক্ষা করিবে, তাহাদের নিকট নসীহত গ্রহণ করিবে, দ্বীনের বুঝ হাসিল করিবে। নতুবা আমি তাহাদের সকলকে দুনিয়াতেই কঠিন শাস্তি প্রদান করিব।

আশআরীগণ আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা কি অন্যদেরকে জ্ঞানদান করিব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় আপন সেই হুকুম এরশাদ করিলেন। তাহারা তৃতীয়বার একই

কথা আরজ করিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় নিজের সেই হুকুম এরশাদ করিলেন। অতঃপর তাহারা আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদিগকে এক বৎসরের সময় দিন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে তাহাদের প্রতিবেশীদেরকে শিখাইবার জন্য এক বৎসরের সুযোগ দিলেন। যাহাতে তাহাদের মধ্যে দ্বীনের বুঝ পয়দা করে, তাহাদিগকে শিখায় এবং তাহাদিগকে নসীহত করে।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْٓ إِسْرَآئِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ (الآية)

অর্থ ঃ বনী ইসরাঈলের মধ্যে যাহারা কাফের ছিল তাহাদের উপর হযরত দাউদ ও হযরত ঈসা আলাইহিমাস সালামের যবানে লা'নত করা হইয়াছিল। আর এই লা'নত এইজন্য করা হইয়াছিল যে, তাহারা আদেশের বিরোধিতা করিয়াছে এবং সীমা অতিক্রম করিয়াছে। যে অন্যায় কাজে তাহারা লিপ্ত ছিল উহা হইতে একে অপরকে নিষেধ করিত না। তাহাদের এই কাজ প্রকৃতই খারাপ ছিল। (তাবারানী, তরগীব)

٤٢- عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: يُجَآءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ فَيَدُوْرُ كَمَا يَدُوْرُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ، فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُوْلُوْنَ: يَا فُلَانُ! مَا شَأْنُكَ، أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَا آتِيْهِ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيْهِ. رواه البخاري، باب صفة النار وأنها مخلوقة، رقم:٣٢٦٧

৪২. হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন যে, কেয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা হইবে এবং তাহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে, যাহাতে তাহার নাড়ীভুঁড়ি বাহির হইয়া পড়িবে। সে নাড়ীভুঁড়ির চারিদিকে এমনভাবে ঘুরিতে থাকিবে যেমন জাঁতার গাধা জাঁতার চারিদিকে ঘুরিতে থাকে। অর্থাৎ জাঁতা ঘোরানোর জন্য যেমন জানোয়ারকে জাঁতার চারিদিকে ঘোরানো হইয়া থাকে

তেমনিভাবে এই ব্যক্তি তাহার নাড়ীভুঁড়ির চারিদিকে ঘুরিতে থাকিবে। জাহান্নামের লোকেরা তাহার চারিপার্শ্বে সমবেত হইবে এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, হে অমুক, তোমার কি হইয়াছে? তুমি কি সৎকাজের আদেশ করিতে না এবং অসৎ কাজ হইতে আমাদিগকে নিষেধ করিতে না? সে উত্তর দিবে, আমি তোমাদিগকে সৎকাজের আদেশ করিতাম, কিন্তু নিজে উহার উপর আমল করিতাম না এবং অসৎকাজ হইতে নিষেধ করিতাম, কিন্তু নিজে উহা করিতাম। (বোখারী)

٤٣- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِىَ بِى عَلٰى قَوْمٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيْضَ مِنْ نَارٍ قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هٰؤُلَآءِ؟ قَالُوا: خُطَبَاءُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا كَانُوا يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.

رواه أحمد ٣/١٢٠

৪৩. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, শবে মেরাজে আমি এমন এক জামাতের নিকট দিয়া অতিক্রম করিয়াছি যে, তাহাদের ঠোঁট জাহান্নামের আগুনের কাঁচি দ্বারা কাটা হইতেছে। আমি জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই সমস্ত লোক কাহারা? তিনি বলিলেন, ইহারা ঐ সকল ওয়াজকারী যাহারা অন্যদেরকে সৎকাজের জন্য বলিত, আর নিজেরা নিজেদেরকে ভুলিয়া যাইত। অর্থাৎ নিজেরা আমল করিত না, অথচ তাহারা আল্লাহ তায়ালার কিতাব পড়িত। তাহারা কি জ্ঞানবান ছিল না? (মুসনাদে আহমাদ)

॥ ॥ ॥

আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় বাহির হওয়ার ফযীলত

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: ﴿وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ۚ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ﴾ [الأنفال:٧٤]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—আর যাহারা ঈমান আনয়ন করিয়াছে এবং নিজেদের ঘর ছাড়িয়াছে এবং আল্লাহ তায়ালার রাহে জিহাদ করিয়াছে, আর যাহারা এই সকল মুহাজিরদিগকে নিজেদের নিকট আশ্রয় দিয়াছে এবং তাহাদিগকে সাহায্য করিয়াছে, ইহারা ঈমানের পূর্ণ হক আদায় করিয়াছে, তাহাদের জন্য রহিয়াছে মাগফেরাত ও সম্মানজনক রুজী। (আনফাল)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۙ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ☆ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَّجَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ ☆ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۚ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ﴾ [التوبة:٢٠-٢٢]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—যাহারা ঈমান আনয়ন করিয়াছে এবং তাহারা নিজ ঘর ছাড়িয়াছে এবং আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় আপন মাল ও জান দ্বারা জেহাদ করিয়াছে আল্লাহ তায়ালার নিকট তাহাদের জন্য বড় মর্তবা রহিয়াছে, আর এই সমস্ত লোকই পরিপূর্ণ কামিয়াব। তাহাদিগকে তাহাদের রব সুসংবাদ দান করিতেছেন আপন রহমত ও সন্তুষ্টির এবং জান্নাতের এমন বাগানসমূহের যেখানে তাহারা চিরস্থায়ী নেয়ামত লাভ করিবে। সেই সকল জান্নাতে তাহারা চিরকাল বাস করিবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালার নিকট মহাপুরস্কার রহিয়াছে। (তওবাহ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَالَّذِيْنَ جٰهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ﴾ [العنكبوت:٦٩]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—আর যাহারা আমার (দ্বীনের) খাতিরে কষ্ট সহ্য করে, আমি তাহাদিগকে অবশ্যই আমার নিকট পৌঁছার রাস্তাসমূহ দেখাইয়া দিব। (অর্থাৎ তাহাদিগকে এমন সমস্ত কথা বুঝাইব যাহা অন্যদের অনুভূতিতেও আসিবে না।) নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা এখলাসের সহিত আমলকারীদের সহিত আছেন। (আনকাবুত)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَمَنْ جٰهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ﴾ [العنكبوت:٦]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—যে ব্যক্তি মেহনত করে সে নিজের লাভের জন্যই মেহনত করে। (নতুবা) আল্লাহ তায়ালার সমগ্র জাহানের কাহারই প্রয়োজন নাই। (আনকাবুত)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ﴾ [الحجرات:١٥]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—কামেল ঈমানদার তো তাহারাই যাহারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর উপর ঈমান আনিয়াছে, অতঃপর (সারাজীবনে কখনও) সন্দেহ করে নাই। (অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রত্যেক কথাকে অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে মানিয়া লইয়াছে এবং উহাতে কখনও সন্দেহ করে নাই।) আর নিজের মাল ও জান লইয়া আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় কষ্ট সহ্য করিয়াছে। ইহারাই ঈমানে সত্যবাদী। (হুজুরাত)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ☆ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ☆ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ۗ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ﴾

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—ঈমানদারগণ, আমি কি তোমাদিগকে এমন ব্যবসার কথা বলিব, যাহা তোমাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব হইতে রক্ষা করিবে? (আর তাহা এই যে,) তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার রাসূলের উপর ঈমান আনয়ন কর এবং আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় আপন মাল ও জান লইয়া জেহাদ কর। ইহা তোমাদের জন্য অতি উত্তম যদি তোমরা কিছু বুঝ জ্ঞান রাখ। (ইহা দ্বারা) আল্লাহ তায়ালা তোমারে গুনাহসমূহকে মাফ করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে জান্নাতের এমন বাগানসমূহে প্রবেশ করাইবেন যাহার নিম্নদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত হইবে এবং উত্তম গৃহসমূহে দাখিল করিবেন যাহা সর্বদা অবস্থানের বাগানসমূহে হইবে। ইহা অনেক বিরাট সফলতা। (ছফ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ ِۨ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ﴾

[التوبة:٢٤]

আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে এরশাদ করিয়াছেন,—আপনি মুসলমানদিগকে বলিয়া দিন, যদি তোমাদের পিতা, পুত্র, ভাই ও স্ত্রীগণ এবং তোমাদের স্বগোত্র আর সেই সকল ধনসম্পদ যাহা তোমরা অর্জন করিয়াছ এবং সেই ব্যবসা যাহাতে তোমরা মন্দা পড়িবার আশঙ্কা করিতেছ, আর সেই গৃহসমূহ যাহাতে বাস করা তোমরা পছন্দ করিতেছ, (যদি এই সমস্ত জিনিস) তোমাদের নিকট আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার রাসূল হইতে এবং আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদ করা হইতে অধিক প্রিয় হয় তবে তোমরা অপেক্ষা কর এই পর্যন্ত যে, আল্লাহ তায়ালার শাস্তির নির্দেশ পাঠাইয়া দেন ; আর আল্লাহ তায়ালা আদেশ অমান্যকারীদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। (তওবা)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۚ وَاَحْسِنُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ﴾ [البقرة:١٩٥]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—তোমরা জানের সহিত মাল ও আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় খরচ কর (এবং জেহাদ ত্যাগ করিয়া) নিজেদিগকে নিজেরা আপন হাতে ধ্বংসের পথে নিক্ষেপ করিও না। আর যে কাজই

কর উত্তমরূপে সম্পন্ন কর। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা উত্তমরূপে কাজ সম্পাদনকারীদিগকে ভালবাসেন। (বাকারাহ)

হাদীস শরীফ

٤٤- عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَقَدْ أُخِفْتُ فِى اللّٰهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ، وَلَقَدْ أُوْذِيْتُ فِى اللّٰهِ لَمْ يُؤْذَ أَحَدٌ، وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَىَّ ثَلَاثُوْنَ مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَا لِىْ وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُوْكَبِدٍ إِلَّا شَىْءٌ يُوَارِيْهِ إِبِطُ بِلَالٍ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب أحاديث عائشة وأنس ٠٠٠٠، رقم:٢٤٧٢

৪৪. হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দ্বীনের (দাওয়াতের) ব্যাপারে আমাকে এত ভয় দেখানো হইয়াছে যে, কাহাকেও এত ভয় দেখানো হয় নাই, এবং আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় আমাকে এত কষ্ট দেওয়া হইয়াছে যে, আর কাহাকেও এত কষ্ট দেওয়া হয় নাই। ত্রিশ দিন ত্রিশ রাত্র আমার উপর এরূপ অতিবাহিত হইয়াছে যে, আমার ও বেলালের জন্য খাওয়ার এমন কোন জিনিস ছিল না যাহা কোন প্রাণী খাইতে পারে। শুধু এই পরিমাণ হইত যাহা বেলালের বগলতলা ধারণ করিতে পারে। অর্থাৎ অতি সামান্য পরিমাণে হইত। (তিরমিযী)

٤٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَبِيْتُ اللَّيَالِىَ الْمُتَتَابِعَةَ طَاوِيًا وَأَهْلُهُ لَا يَجِدُونَ عَشَاءً، وَكَانَ أَكْثَرُ خُبْزِهِمْ خُبْزَ الشَّعِيْرِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء فى معيشة النبى ﷺ وأهله، رقم:٢٣٦٠

৪৫. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার পরিবারের লোকেরা একাধারে বহু রাত্র খালি পেটে অনাহারে কাটাইতেন। তাহাদের নিকট রাত্রের খাবার থাকিত না। আর তাঁহাদের খানা সাধারণতঃ যবের রুটি হইত। (তিরমিযী)

٤٦- عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ

خُبْزِ شَعِيْرٍ، يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتّٰى قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ. رواه مسلم، باب الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر، رقم: ٧٤٤٥

৪৬. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত পর্যন্ত তাঁহার পরিবারের লোকেরা যবের রুটি ও একাধারে দুইদিন পেট ভরিয়া খান নাই। (মুসলিম)

٤٧- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا نَاوَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ كِسْرَةً مِنْ خُبْزِ شَعِيْرٍ فَقَالَ: هٰذَا أَوَّلُ طَعَامٍ أَكَلَهُ أَبُوْكِ مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. رواه أحمد والطبراني وزاد: فَقَالَ: مَا هٰذِهِ؟ فَقَالَتْ: قُرْصٌ خَبَزْتُهُ، فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِيْ حَتّٰى أَتَيْتُكَ بِهٰذِهِ الْكِسْرَةِ. ورجالهما ثقات، مجمع الزوائد ١٠/٥٦٢

৪৭. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, একবার হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যবের রুটির একটি টুকরা পেশ করিলেন। তিনি এরশাদ করিলেন, তোমার পিতা তিন দিন পর এই প্রথম খানা খাইলেন। (মুসনাদে আহমাদ)

এক রেওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেয়েকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি? তিনি আরজ করিলেন, আমি একটি রুটি বানাইয়াছিলাম, আমার ভাল লাগিল না যে, আপনাকে ছাড়িয়া খাই। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٤٨- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالْخَنْدَقِ وَهُوَ يَحْفِرُ وَنَحْنُ نَنْقُلُ التُّرَابَ، وَبَصُرَ بِنَا فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ. رواه البخاري، باب الصحة والفراغ...، رقم: ٦٤١٤

৪৮. হযরত সাহল ইবনে সা'দ সায়েদী (রাযিঃ) বলেন, আমরা খন্দকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। তিনি খন্দক খনন করিতেছিলেন আর আমরা খন্দক হইতে মাটি বাহির করিয়া অন্য জায়গায় ফেলিতেছিলাম। তিনি আমাদের (এই অবস্থা) দেখিয়া বলিলেন, আয় আল্লাহ, আখেরাতের যিন্দেগীই একমাত্র যিন্দেগী।

আপনি আনসার ও মুহাজিরদিগকে মাফ করিয়া দিন। (বোখারী)

৪৯- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَنْكِبِيْ فَقَالَ: كُنْ فِي الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ اَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ. رواه

البخاري، باب قول النبي ﷺ كن في الدنيا كأنك غريب ....، رقم:٦٤١٦

৪৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কথার গুরুত্বের কারণে মনোযোগী করার উদ্দেশ্যে) আমার কাঁধ ধরিয়া এরশাদ করিলেন, তুমি দুনিয়াতে মুসাফির অথবা পথিকের ন্যায় থাকিও। (বোখারী)

৫০- عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: فَوَاللّٰهِ مَا الْفَقْرَ اَخْشٰى عَلَيْكُمْ، وَلٰكِنْ اَخْشٰى عَلَيْكُمْ اَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلٰى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوْهَا كَمَا تَنَافَسُوْهَا وَتُلْهِيَكُمْ كَمَا اَلْهَتْهُمْ. (وهو بعض الحديث) رواه البخاري، باب

ما يحذر من زهرة الدنيا ....، رقم:٦٤٢٥

৫০. হযরত আমর ইবনে আওফ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের ব্যাপারে অভাব অনটনের ভয় করি না, বরং এই ব্যাপারে ভয় করি যে, দুনিয়া তোমাদের উপর বিস্তৃত করিয়া দেওয়া হয় যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর বিস্তৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। অতঃপর তোমরাও দুনিয়াকে হাসিল করার জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতা করিতে আরম্ভ কর, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা দুনিয়াকে হাসিল করার জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতা করিত। অতঃপর দুনিয়া তোমাদিগকে এইভাবে গাফেল করিয়া দেয় যেভাবে তাহাদিগকে গাফেল করিয়া দিয়াছে। (বোখারী)

ফায়দা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ, 'তোমাদের ব্যাপারে অভাব অনটনের ভয় করি না'। ইহার অর্থ এই যে, তোমাদের উপর অভাব অনটন আসিবে না, অথবা এই অর্থ যে, অভাব অনটন এই পরিমাণ পেরেশানী ও ক্ষতির কারণ নহে যে পরিমাণ দুনিয়ার সচ্ছলতা পেরেশানী ও ক্ষতির কারণ।

٥١- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ مَا سَقٰى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث صحيح غريب، باب ما جاء في هوان الدنيا على الله عزوجل، رقم: ٢٣٢٠

৫১. হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যদি দুনিয়ার মূল্য আল্লাহ তায়ালার নিকট একটি মশার পাখার সমানও হইত, তবে আল্লাহ তায়ালা কোন কাফেরকে দুনিয়া হইতে এক ঢোক পানি পান করাইতেন না। (যেহেতু দুনিয়ার মূল্য আল্লাহ তায়ালার নিকট এই পরিমাণও নাই, সেহেতু কাফের ফাজেরকেও বে-হিসাব দুনিয়া দিয়া দেওয়া হইয়াছে।)

(তিরমিযী)

٥٢- عَنْ عُرْوَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَقُوْلُ: وَاللّٰهِ! يَا ابْنَ أُخْتِيْ! إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ، ثَلَاثَةَ أَهِلَّةٍ فِيْ شَهْرَيْنِ، وَمَا أُوْقِدَ فِيْ أَبْيَاتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَارٌ، قَالَ: قُلْتُ: يَا خَالَةُ! فَمَا كَانَ يُعَيِّشُكُمْ؟ قَالَتِ: الْأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ وَالْمَاءُ. (وهو طرف من الرواية) رواه مسلم، باب الدنيا سجن للمؤمن.....، رقم: ٧٤٥٢

৫২. হযরত ওরওয়া (রহঃ) বলেন, হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলিতেন, হে আমার ভাগিনা, আমরা এক চাঁদ দেখিতাম, তারপর আরেক চাঁদ দেখিতাম, তারপর তৃতীয় চাঁদ দেখিতাম, এইভাবে দুই মাসে তিন চাঁদ দেখিতাম, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরসমূহতে আগুন জ্বলিত না। আমি বলিলাম, খালাজান, তবে আপনাদের জীবন কিভাবে অতিবাহিত হইত? তিনি বলিলেন, খেজুর ও পানি দ্বারা।

(মুসলিম)

٥٣- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَا خَالَطَ قَلْبَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ رَهْجٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ إِلَّا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ النَّارَ. رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجال أحمد ثقات، مجمع الزوائد ٥/٥٠٢

৫৩. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যাহার শরীরে আল্লাহ তায়ালার রাস্তার ধুলাবালি প্রবেশ করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর দোযখের আগুনকে অবশ্যই হারাম করিয়া দিবেন। (মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٥٤- عَنْ أَبِيْ عَبْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ حَرَّمَهُمَا اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَى النَّارِ. رواه أحمد ٤٧٩/٣

৫৪. হযরত আবু আব্‌স (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তির উভয় পা আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় ধুলিময় হইবে আল্লাহ তায়ালা উহাকে দোযখের আগুনের উপর হারাম করিয়া দিবেন। (মুসনাদে আহমাদ)

٥٥- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِيْ جَوْفِ عَبْدٍ أَبَدًا وَلَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالْإِيْمَانُ فِيْ قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا. رواه النسائي، باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه، رقم:٣١١٢

৫৫. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার রাস্তার ধুলাবালি ও জাহান্নামের ধোঁয়া কখনও কোন বান্দার পেটে একত্র হইতে পারে না এবং কৃপণতা ও (কামেল) ঈমান কোন বান্দার দিলের মধ্যে কখনও একত্র হইতে পারে না। (নাসাঈ)

٥٦- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِيْ مَنْخَرَيْ مُسْلِمٍ أَبَدًا. رواه النسائي، باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه، رقم:٣١١٥

৫৬. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার রাস্তার ধূলাবালি ও জাহান্নামের ধোঁয়া কখনও কোন মুসলমানের নাকের ছিদ্রে একত্র হইতে পারে না। (নাসাঈ)

٥٧- عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ يَغْبَارُّ وَجْهُهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ إِلَّا أَمَّنَ اللّٰهُ وَجْهَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَغْبَارُّ قَدَمَاهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ إِلَّا آمَّنَ اللّٰهُ قَدَمَيْهِ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه البيهقى فى شعب الإيمان ٤/٤٣

৫৭. হযরত আবু উমামাহ বাহেলী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তির চেহারা আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় ধুলিময় হয় আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তাহার চেহারাকে অবশ্যই (দোযখের আগুন হইতে) রক্ষা করিবেন। আর যে ব্যক্তির উভয় পা আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় ধুলিময় হইবে আল্লাহ তায়ালা তাহার উভয় পা কে কেয়ামতের দিন দোযখের আগুন হইতে অবশ্যই রক্ষা করিবেন। (বাইহাকী)

٥٨- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: يَوْمٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيْمَا سِوَاهُ. رواه النسائى، باب فضل الرباط، رقم:٣١٧٢

৫৮. হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় একদিন উহা ব্যতীত হাজার দিন অপেক্ষা উত্তম। (নাসাঈ)

٥٩- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: غَدْوَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا. (وهو بعض الحديث) رواه البخارى، باب صفة الجنة والنار، رقم:٦٥٦٨

৫৯. হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় এক সকাল অথবা এক বিকাল দুনিয়া ও দুনিয়ার ভিতর যাহা রহিয়াছে তাহা অপেক্ষা উত্তম। (বোখারী)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ দুনিয়া ও দুনিয়ার ভিতর যাহা আছে তাহা সম্পূর্ণ যদি আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় খরচ করিয়া দেওয়া হয় তবুও আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় এক সকাল বা এক বিকাল উহা অপেক্ষা অধিক আজর ও সওয়াবের কারণ হইবে। (মেরকাত)

٦٠- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ رَاحَ رَوْحَةً فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، كَانَ لَهُ بِمِثْلِ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْغُبَارِ مِسْكًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه ابن ماجه، باب الخروج في النفير، رقم:٢٧٧٥

৬০. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি একটি বিকালও আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় বাহির হয় তাহার শরীরে যে পরিমাণ ধুলাবালি লাগিবে সেই পরিমাণ কেয়ামতের দিন সে মেশক পাইবে। (ইবনে মাজাহ)

٦١- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ بِشِعْبٍ فِيْهِ عُيَيْنَةٌ مِنْ مَاءٍ عَذْبَةٌ، فَأَعْجَبَتْهُ لِطِيْبِهَا، فَقَالَ: لَوِ اعْتَزَلْتُ النَّاسَ فَأَقَمْتُ فِيْ هٰذَا الشِّعْبِ، وَلَنْ أَفْعَلَ حَتّٰى أَسْتَأْذِنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ، فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: لَا تَفْعَلْ، فَإِنَّ مَقَامَ أَحَدِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِيْ بَيْتِهِ سَبْعِيْنَ عَامًا، أَلَا تُحِبُّوْنَ أَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ الْجَنَّةَ؟ اغْزُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، مَنْ قَاتَلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ما جاء في الغدو.....، رقم:١٦٥٠

৬১. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাহাবী (কোন এক সফরে) এক পাহাড়ী রাস্তায় একটি মিষ্টি পানির ঝর্ণার নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন। সেই ঝর্ণাটি উত্তম হওয়ার কারণে তাহার বড় পছন্দ হইল। তিনি (মনে মনে) বলিলেন, (কি উত্তম ঝর্ণা) কতই না উত্তম হয় যদি আমি লোক সংশ্রব হইতে পৃথক হইয়া এই পাহাড়ী ঘাঁটিতেই অবস্থান করি। কিন্তু আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতি ব্যতীত কখনও এই কাজ করিব না। সুতরাং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই খেয়াল পেশ করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, এরূপ করিও না। কেননা তোমাদের কাহারো আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় (কিছু সময়) দাঁড়াইয়া থাকা

আপন ঘরে থাকিয়া সত্তর বৎসর নামায পড়া হইতে উত্তম। তোমরা কি চাওনা যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মাগফেরাত করিয়া দেন এবং তোমাদিগকে জান্নাতে দাখেল করিয়া দেন? আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদ কর। যে ব্যক্তি একটি উটনীর দুইবার দুধ দোহনের মধ্যবর্তী সময় পরিমাণ আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় লড়াই করিয়াছে তাহার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে। (তিরমিযী)

٦٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صُدِعَ رَأْسُهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاحْتَسَبَ، غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ قَبْلَ ذٰلِكَ مِنْ ذَنْبٍ. رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن، مجمع الزوائد٣/٣٠

৬২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় যাহার মাথা ব্যথা হয় এবং সে উহার উপর সওয়াবের নিয়ত রাখে তাহার পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে।

(তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٦٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْمَا يَحْكِيْ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى قَالَ: أَيُّمَا عَبْدٍ مِنْ عِبَادِيْ خَرَجَ مُجَاهِدًا فِيْ سَبِيْلِيْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِيْ ضَمِنْتُ لَهُ أَنْ أَرْجِعَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيْمَةٍ، وَإِنْ قَبَضْتُهُ أَنْ أَغْفِرَ لَهُ وَأَرْحَمَهُ وَأُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ. رواه أحمد٢/١١٧

৬৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদীসে কুদসীতে আপন রবের এই মোবারক এরশাদ বর্ণনা করেন, আমার যে বান্দা শুধু আমার সন্তুষ্টি হাসিল করার জন্য আমার রাস্তায় মুজাহিদ হইয়া বাহির হয় আমি এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছি যে, আমি তাহাকে সওয়াব ও গনীমতের মালসহ ফিরাইয়া আনিব। আর যদি আমি তাহাকে নিজের কাছে ডাকিয়া লই তবে তাহার মাগফেরাত করিয়া দিব, তাহার উপর দয়া করিব এবং তাহাকে জান্নাতে দাখিল করিয়া দিব। (মুসনাদে আহমাদ)

٦٤- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: تَضَمَّنَ اللّٰهُ لِمَنْ خَرَجَ فِيْ سَبِيْلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا جِهَادًا فِيْ سَبِيْلِيْ وَإِيْمَانًا

بِيْ وَتَصْدِيْقًا بِرُسُلِيْ، فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ اَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ أَرْجِعَهُ إِلٰى مَسْكَنِهِ الَّذِيْ خَرَجَ مِنْهُ، نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيْمَةٍ، وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! مَا مِنْ كَلْمٍ يُكْلَمُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ حِيْنَ كُلِمَ، لَوْنُهُ لَوْنُ دَمٍ وَرِيْحُهُ مِسْكٌ، وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَوْلَا اَنْ يَشُقَّ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ مَا قَعَدْتُ خِلَافَ سَرِيَّةٍ تَغْزُوْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَبَدًا، وَلٰكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلُهُمْ، وَلَا يَجِدُوْنَ سَعَةً وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ اَنْ يَتَخَلَّفُوْا عَنِّيْ، وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَوَدِدْتُ اَنِّيْ اَغْزُوْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَأُقْتَلُ، ثُمَّ اَغْزُوْ فَأُقْتَلُ، ثُمَّ اَغْزُوْ فَأُقْتَلُ. رواه مسلم، باب فضل الجهاد رقم:٤٨٥٩

৬৪. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় বাহির হয়, (আল্লাহ তায়ালা বলেন,) তাহার ঘর হইতে বাহির হওয়ার কারণ আমার রাস্তায় জেহাদ করা, আমার উপর ঈমান আনয়ন, আমার রাসূলগণকে সত্য জানা ব্যতীত আর কিছু না হয়, আমি তাহার ব্যাপারে এই দায়িত্ব গ্রহন করিয়াছি যে, তাহাকে জান্নাতে দাখিল করিব, আর না হয় সওয়াব ও গনীমত সহকারে ঘরে ফিরাইয়া আনিব।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কসম সেই সত্তার, যাহার হাতে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর প্রাণ, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় (কাহারো) যে কোন যখম লাগে কেয়ামতের দিন সে এই অবস্থায় আসিবে যেন আজই যখম লাগিয়াছে। উহার রং তো রক্তের রং হইবে, কিন্তু উহার সুগন্ধি মেশকের সুগন্ধি হইবে। কসম সেই সত্তার যাহার হাতে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর প্রাণ, যদি মুসলমানদের কষ্টের আশঙ্কা না হইত তবে আমি কখনও আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় গমনকারী কোন লশকরের সহিত শরীক না হইয়া পিছনে থাকিতাম না। কিন্তু আমার নিকট এইরূপ সচ্ছলতা নাই যে, সমস্ত লোকের জন্য বাহনের ব্যবস্থা করি, আর না তাহাদের নিজেদের এইরূপ সামর্থ্য আছে। আর তাহাদের জন্য আমার সহিত যাইতে না পারা অত্যন্ত কষ্টকর হয়। (অর্থাৎ আমি আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় চলিয়া যাই আর তাহারা ঘরে থাকিয়া যায়।) কসম,

সেই সত্তার যাহার হাতে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর প্রাণ, আমার তো ইচ্ছা হয় যে, আমি আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদ করি এবং কতল হইয়া যাই। আবার জেহাদ করি, আবার কতল হইয়া যাই। আবার জেহাদ করি, আবার কতল হইয়া যাই। (মুসলিম)

٦٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِيْنَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتّٰى تَرْجِعُوا إِلٰى دِيْنِكُمْ. رواه أبوداؤد، باب في النهى عن العينة، رقم:٣٤٦٢

৬৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যখন তোমরা ক্রয় বিক্রয় এবং ব্যবসা বাণিজ্যে পুরাপুরি মশগুল হইয়া যাইবে এবং গরুর লেজ ধরিয়া খেত খামারে মগ্ন হইয়া যাইবে আর জেহাদ করা ছাড়িয়া দিবে তখন আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর এমন অপমান চাপাইয়া দিবেন, যাহা ততক্ষণ পর্যন্ত দূর হইবে না যতক্ষণ না তোমরা আপন দ্বীনের দিকে ফিরিয়া আসিবে। (আর দ্বীনের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদও শামিল রহিয়াছে।) (আবু দাউদ)

٦٦- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ لَقِيَ اللّٰهَ بِغَيْرِ أَثَرٍ مِنْ جِهَادٍ، لَقِيَ اللّٰهَ وَفِيْهِ ثُلْمَةٌ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث غريب، باب ما جاء فى فضل المرابط، رقم:١٦٦٦

৬৬. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি জেহাদের কোন চিহ্ন ব্যতীত আল্লাহ তায়ালার নিকট হাজির হইবে সে আল্লাহ তায়ালার সহিত এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করিবে যে, তাহার দ্বীন ত্রুটিযুক্ত হইবে। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ জেহাদের চিহ্ন এই যে, যেমন তাহার শরীরে কোন যখম অথবা আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় ধুলাবালি অথবা খেদমত ইত্যাদির দরুন শরীরে কোন দাগ পড়িয়াছে। (শরহে তীবী)

٦٧- عَنْ سُهَيْلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَقَامُ أَحَدِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ سَاعَةً خَيْرٌ لَهُ مِنْ عَمَلِهِ عُمَرَهُ فِيْ أَهْلِهِ. رواه الحاكم٣/٢٨٢

৬৭. হযরত সোহাইল (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, তোমাদের কাহারো সামান্য সময় আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় দাঁড়াইয়া থাকা তাহার পরিবার পরিজনের মধ্যে থাকিয়া সারা জীবনের নেক আমল হইতে উত্তম।

(মুসতাদরাকে হাকেম)

٢٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ رَوَاحَةَ فِيْ سَرِيَّةٍ فَوَافَقَ ذٰلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَغَدَا أَصْحَابُهُ، فَقَالَ: أَتَخَلَّفُ فَأُصَلِّيْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ أَلْحَقُهُمْ، فَلَمَّا صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَآهُ، فَقَالَ لَهُ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَغْدُوَ مَعَ أَصْحَابِكَ؟ فَقَالَ: أَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ مَعَكَ ثُمَّ أَلْحَقَهُمْ، فَقَالَ: لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا مَا أَدْرَكْتَ فَضْلَ غَدْوَتِهِمْ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث غريب،

باب ما جاء فى السفر يوم الجمعة، رقم:٥٢٧

৬৮. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাযিঃ)কে এক জামাতে পাঠাইলেন। সেদিন জুমুআর দিন ছিল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাযিঃ)এর সঙ্গীগণ সকালবেলা রওয়ানা হইয়া গেলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাযিঃ) বলিলেন, আমি পরে যাইব যাহাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত জুমুআর নামায আদায় করিতে পারি। তারপর সঙ্গীদের সহিত যাইয়া মিলিত হইব। তিনি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত জুমুআর নামায পড়িলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, তুমি তোমার সঙ্গীদের সহিত সকালে কেন গেলে না? তিনি আরজ করিলেন, আমার ইচ্ছা হইল যে, আপনার সহিত জুমুআর নামায পড়িয়া লই, তারপর তাহাদের সহিত যাইয়া মিলিত হইব। তিনি এরশাদ করিলেন, যদি তুমি জমিনের বুকে যাহা কিছু আছে উহা সমস্তও খরচ করিয়া দাও তবুও যাহারা সকালে গিয়াছে তাহাদের সমপরিমাণ সওয়াব হাসিল করিতে পারিবে না। (তিরমিযী)

٢٩- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِسَرِيَّةٍ تَخْرُجُ، فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَنَخْرُجُ اللَّيْلَةَ أَمْ نَمْكُثُ حَتّٰى نُصْبِحَ؟ فَقَالَ: أَوَ لَا تُحِبُّوْنَ أَنْ تَبِيْتُوا فِيْ خَرِيْفٍ مِنْ خَرَائِفِ الْجَنَّةِ وَالْخَرِيْفُ الْحَدِيْقَةُ. السنن الكبرى ٩/١٥٨

৬৯. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক জামাতকে আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় যাওয়ার হুকুম দিলেন। তাহারা আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা রাত্রেই চলিয়া যাইব, না অপেক্ষা করিয়া সকালে যাইব? তিনি এরশাদ করিলেন, তোমরা কি ইহা চাও না যে, জান্নাতের বাগানের মধ্য হইতে কোন এক বাগানে তোমরা এই রাত্রটি অতিবাহিত কর? অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় রাত কাটানোর অর্থ জান্নাতের বাগানে রাত কাটানো।

(সুনানে কুবরা)

٧٠- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِىَّ ﷺ: أَىُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ، ثُمَّ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ. رواه البخارى، باب وسمّى النبى ﷺ الصلاة عملا، رقم:٧٥٣٤

৭০. হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ আমল সবচেয়ে উত্তম? তিনি এরশাদ করিলেন, সময়মত নামায পড়া, পিতামাতার সহিত সদ্ব্যবহার করা, তারপর আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদ করা। (বোখারী)

٧١- عَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ، إِنْ عَاشَ رُزِقَ وَكُفِىَ، وَإِنْ مَاتَ أَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ: مَنْ دَخَلَ بَيْتَهُ فَسَلَّمَ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ، وَمَنْ خَرَجَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ. رواه ابن حبان، قال المحقق: الحديث صحيح ٢/٢٥٢

৭১. হযরত আবু উমামাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তিন ব্যক্তি এমন যে, তাহারা আল্লাহ তায়ালার দায়িত্বে রহিয়াছে। যদি জীবিত থাকে তবে তাহাদিগকে রুজী দেওয়া হইবে এবং তাহাদের কাজে সাহায্য করা হইবে। আর যদি তাহাদের মৃত্যু হয় তবে আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে জান্নাতে দাখিল করিবেন। একজন ঐ ব্যক্তি—যে আপন ঘরে প্রবেশ করিয়া সালাম করে। দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি—যে মসজিদে গমন করে। তৃতীয় ঐ ব্যক্তি—যে আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় বাহির হয়। (ইবনে হিব্বান)

٧٢- عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الطُّفَاوَةِ طَرِيْقُهُ عَلَيْنَا، يَأْتِيْ عَلَى الْحَيِّ فَيُحَدِّثُهُمْ، قَالَ: أَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فِيْ عِيْرٍ لَنَا، فَبِعْنَا بِضَاعَتَنَا، ثُمَّ قُلْتُ: لَأَنْطَلِقَنَّ إِلٰى هٰذَا الرَّجُلِ فَلَآتِيَنَّ مَنْ بَعْدِيْ بِخَبَرِهٖ، قَالَ: فَانْتَهَيْتُ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَإِذَا هُوَ يُرِيْنِيْ بَيْتًا، قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً كَانَتْ فِيْهِ، فَخَرَجَتْ فِيْ سَرِيَّةٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَتَرَكَتْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ عَنْزَةً وَصِيْصَتَهَا الَّتِيْ تَنْسِجُ بِهَا، فَفَقَدَتْ عَنْزًا مِنْ غَنَمِهَا وَصِيْصَتَهَا، قَالَتْ:يَا رَبِّ! (إِنَّكَ) قَدْ ضَمِنْتَ لِمَنْ خَرَجَ فِيْ سَبِيْلِكَ أَنْ تَحْفَظَ عَلَيْهِ، وَإِنِّيْ قَدْ فَقَدْتُ عَنْزًا مِنْ غَنَمِيْ وَصِيْصَتِيْ، وَإِنِّيْ أَنْشُدُكَ عَنْزِيْ وَصِيْصَتِيْ، قَالَ: فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَذْكُرُ لَهُ شِدَّةَ مُنَاشَدَتِهَا لِرَبِّهَا تَبَارَكَ وَتَعَالٰى، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: فَأَصْبَحَتْ عَنْزُهَا وَمِثْلُهَا وَصِيْصَتُهَا وَمِثْلُهَا، وَهَاتِيْكَ، فَأْتِهَا فَاسْئَلْهَا إِنْ شِئْتَ، قَالَ: قُلْتُ: بَلْ أُصَدِّقُكَ. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد٥/٥٠٤

৭২. হযরত হুমাইদ ইবনে হেলাল (রহঃ) বলেন, তুফাওয়া গোত্রের এক ব্যক্তি ছিল। তাঁহার আসা যাওয়ার রাস্তায় আমাদের গোত্র পড়িত। তিনি (আসা–যাওয়ার পথে) আমাদের গোত্রে আসিতেন এবং গোত্রের লোকদেরকে হাদীস শুনাইতেন। তিনি বলিয়াছেন, একবার আমি আমার ব্যবসায়ী কাফেলার সহিত মদীনা মুনাওয়ারায় গেলাম। সেখানে আমরা আমাদের সামানপত্র বিক্রয় করিলাম। অতঃপর আমি মনে মনে বলিলাম, আমি এই ব্যক্তি—অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অবশ্যই যাইব এবং তাঁহার অবস্থা জানিয়া আমার গোত্রের লোকদেরকে জানাইব। আমি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম তখন তিনি আমাকে একটি ঘর দেখাইয়া বলিলেন, এই ঘরে একজন মহিলা ছিল। সে মুসলমানদের এক জামাতের সহিত আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় গেল। যাওয়ার সময় সে ঘরে বারটি বকরী এবং নিজের কাপড় বুনার একটি কাঁটা যাহা দ্বারা সে কাপড় বুনার কাজ করিত রাখিয়া গেল। তাহার একটি বকরী ও সেই কাঁটা হারাইয়া গেল। সেই মহিলা বলিতে লাগিল, ইয়া রব, যে ব্যক্তি আপনার রাস্তায় বাহির হয় তাহার সর্বপ্রকার হেফাজতের দায়িত্ব আপনি গ্রহণ করিয়াছেন। (আর

আমি আপনার রাস্তায় গিয়াছিলাম এবং আমার অনুপস্থিতিতে) আমার বকরীগুলি হইতে একটি বকরী ও আমার কাপড় বুনার কাঁটা হারাইয়া গিয়াছে। আমি আমার বকরী ও কাঁটাটার ব্যাপারে আপনাকে কসম দিতেছি (যেন আমি উহা ফেরৎ পাই)। বর্ণনাকারী বলেন, সেই মহিলা কিভাবে অত্যন্ত অনুনয় বিনয়ের সহিত আপন রবের নিকট দোয়া করিয়াছিল তাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই তুফাওয়া গোত্রীয় লোকটিকে বলিতে লাগিলেন। (অতঃপর) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহার সেই বকরী ও উহার সহিত অনুরূপ আরেকটি বকরী এবং তাহার সেই কাঁটা ও উহার সহিত অনুরূপ আরেকটি কাঁটা (আল্লাহ তায়ালার গায়েবী খাজানা হইতে) সে পাইয়া গেল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, এই সেই মহিলা। তোমার ইচ্ছা হইলে তুমি তাহাকে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিতে পার। সেই তুফাওয়া গোত্রীয় লোকটি বলিল, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিলাম, (আমার সেই মহিলাকে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন নাই) আমি আপনার নিকট হইতে শুনিয়াই উহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেছি। (আপনার কথার উপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস রহিয়াছে।) (মুসনাদে আহমাদ, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٧٣- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: عَلَيْكُمْ بِالْجِهَادِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَإِنَّهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، يُذْهِبُ اللّٰهُ بِهِ الْهَمَّ وَالْغَمَّ (وَزَادَ فِيْهِ غَيْرُهُ) وَجَاهِدُوا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الْقَرِيْبَ وَالْبَعِيْدَ، وَأَقِيْمُوا حُدُوْدَ اللّٰهِ فِي الْقَرِيْبِ وَالْبَعِيْدِ، وَلَا تَأْخُذْكُمْ فِي اللّٰهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٢/٧٤

৭৩. হযরত ওবাদাহ ইবনে সামেত (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় অবশ্যই জিহাদ কর। কেননা ইহা জান্নাতের দরজাসমূহ হইতে একটি দরজা। আল্লাহ তায়ালা ইহা দ্বারা দুঃখ-চিন্তা দূর করিয়া দেন।

এক রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় দূরে এবং কাছে যাইয়া জেহাদ কর। কাছে ও দূরে সকলের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার হুকুমসমূহ কায়েম কর এবং আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে কাহারো তিরস্কারের কোনই আছর গ্রহণ করিও না।

(মুসতাদরাকে হাকেম)

٧٤- عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! ائْذَنْ لِيْ بِالسِّيَاحَةِ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِيَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ. رواه أبوداؤد، باب في النهي عن السياحة، رقم:٢٤٨٦

৭৪. হযরত আবু উমামাহ (রাযিঃ) বলেন, এক ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে ভ্রমণ করার অনুমতি দান করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমার উম্মতের ভ্রমণ হইল আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদ করা। (আবু দাউদ)

٧٥- عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَقْرَبُ الْعَمَلِ إِلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَلَا يُقَارِبُهُ شَيْءٌ. رواه البخاري في التاريخ وهو حديث حسن، الجامع الصغير ٢٠١/١

৭৫. হযরত ফাযালাহ ইবনে ওবায়েদ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার সবচেয়ে বেশী নৈকট্য লাভের উপায় হইল আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জিহাদ। কোন আমল আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভের উপায় হিসাবে জেহাদের আমলের কাছাকাছিও হইতে পারে না।

(তারীখে বোখারী, জামে' সগীর)

٧٦- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: رَجُلٌ يُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، قَالُوْا: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ مُؤْمِنٌ فِيْ شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَتَّقِيْ رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء أي الناس أفضل، رقم:١٦٦٠

৭৬. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল, লোকদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি কে? তিনি এরশাদ করিলেন, সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদ করে। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, তারপর কে? এরশাদ করিলেন, তারপর সেই ব্যক্তি যে কোন পাহাড়ী ঘাঁটিতে—অর্থাৎ নির্জনে থাকে, আপন রবকে ভয় করে এবং লোকদেরকে নিজের অনিষ্ট হইতে নিরাপদ রাখে। (তিরমিযী)

٧٧- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ: أَيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَكْمَلُ إِيْمَانًا؟ قَالَ: رَجُلٌ يُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، وَرَجُلٌ يَعْبُدُ اللّٰهَ فِيْ شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ، قَدْ كَفَى النَّاسَ شَرَّهُ. رواه أبو داوُد، باب في ثواب الجهاد، رقم:٢٤٨٥

৭৭. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল, ঈমানদারদের মধ্যে সবচেয়ে কামেল ঈমানদার কে? তিনি এরশাদ করিলেন, ঈমানদারদের মধ্যে সবচেয়ে কামেল ঈমানদার সেই ব্যক্তি যে নিজের জান ও নিজের মাল দ্বারা আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদ করে। আর দ্বিতীয় সেই ব্যক্তি যে কোন পাহাড়ী ঘাঁটিতে অবস্থান করিয়া আল্লাহ তায়ালার এবাদত করে এবং লোকদেরকে নিজের অনিষ্ট হইতে নিরাপদ করিয়া রাখে। (আবু দাউদ)

٧٨- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَوْقِفُ سَاعَةٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ عِنْدَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده صحيح ٤٦٣/١٠

৭৮. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকা শবে কদরে হাজরে আসওয়াদের সামনে এবাদত করা হইতে উত্তম। (ইবনে হিব্বান)

٧٩- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لِكُلِّ نَبِيٍّ رَهْبَانِيَّةٌ، وَرَهْبَانِيَّةُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ. رواه أحمد ٢٦٦/٣

৭৯. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, প্রত্যেক নবীর জন্য কোন বৈরাগ্যতা থাকে। আর আমার উম্মতের বৈরাগ্যতা আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদ করা। (মুসনাদে আহমাদ)

ফায়দা ঃ দুনিয়া ও উহার ভোগবিলাস হইতে নিঃসম্পর্কতাকে বৈরাগ্য বলে।

٨٠- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْخَاشِعِ الرَّاكِعِ السَّاجِدِ. رواه النسائي، باب مثل المجاهد في سبيل الله عزوجل، رقم:٣١٢٩

৮০. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় গমনকারী মুজাহিদের দৃষ্টান্ত—আর আল্লাহ তায়ালা খুব ভাল করিয়া জানেন যে, কে (তাঁহার সন্তুষ্টির জন্য) তাঁহার রাস্তায় জেহাদ করে,—সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে রোযা রাখে, রাত্রে এবাদত করে, আল্লাহ তায়ালার ভয়ে তাঁহার সম্মুখে অনুনয় বিনয় করে, রুকু করে, সেজদা করে। (নাসাঈ)

٨١- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللّٰهِ لَا يَفْتُرُ مِنْ صَوْمٍ وَلَا صَدَقَةٍ حَتّٰى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ إِلٰى أَهْلِهِ. (وهو بعض الحديث) رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده صحيح ١٠/٤٨٦

৮১. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় গমনকারী মুজাহিদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির ন্যায় যে রোযা রাখে, রাত্রভর নামাযে কুরআনে পাক তেলাওয়াত করে, এবং ততক্ষণ পর্যন্ত অনবরত রোযা ও সদকা করিতে থাকে যতক্ষণ না আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় গমনকারী মুজাহিদ ফিরিয়া আসে। অর্থাৎ মুজাহিদ এরূপ এবাদতকারীর সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ করে। (ইবনে হিব্বান)

٨٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا. رواه ابن ماجه، باب الخروج في النفير، رقم:٢٧٧٣

৮২. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন তোমাদিগকে আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় বাহির হওয়ার জন্য বলা হয় তখন বাহির হইয়া যাইও। (ইবনে মাজাহ)

٨٣- عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: يَاأَبَا سَعِيْدٍ مَنْ رَضِيَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. فَعَجِبَ لَهَا أَبُوْسَعِيْدٍ فَقَالَ: أَعِدْهَا عَلَيَّ، يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! فَفَعَلَ، ثُمَّ قَالَ: وَأُخْرٰى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، قَالَ: وَمَا هِيَ؟ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ: الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ. رواه مسلم، باب بيان ما أعدّه الله تعالى للمجاهد....، رقم:٤٨٧٩

৮৩. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হে আবু সাঈদ! যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে রব বলিয়া স্বীকার করা ও ইসলামকে দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করা ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবী হওয়ার উপর সন্তুষ্ট হয় তাহার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হইয়া যায়। হযরত আবু সাঈদ (রাযিঃ)এর নিকট এই কথাটি খুব ভাল লাগিল। তিনি আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, পুনরায় বলুন। তিনি পুনরায় এরশাদ করিলেন। অতঃপর বলিলেন, আরো একটি জিনিসও রহিয়াছে যাহার কারণে জান্নাতে বান্দার একশত মর্তবা উন্নত করিয়া দেওয়া হয়। উহার দুই মর্তবার মধ্যবর্তী দূরত্ব হইল আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমতুল্য। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, উহা কি জিনিস? এরশাদ করিলেন, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদ, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদ। (মুসলিম)

٨٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ بِالْمَدِيْنَةِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا، فَصَلّٰى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: يَا لَيْتَهُ مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ قَالُوا: وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ قِيْسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلٰى مُنْقَطَعِ أَثَرِهِ فِي الْجَنَّةِ. رواه النسائى، باب الموت بغير مولده، رقم:١٨٣٣

৮৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) বলেন, এক ব্যক্তির মদীনা মুনাওয়ারায় ইন্তেকাল হইল। তাহার জন্ম মদীনা মুনাওয়ারায়ই

হইয়াছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার জানাযার নামায পড়াইলেন এবং এরশাদ করিলেন, হায়! যদি এই ব্যক্তি তাহার জন্মস্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থানে ইন্তেকাল করিত! সাহাবা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি এরূপ কেন বলিলেন? তিনি এরশাদ করিলেন, মানুষ যখন তাহার জন্মস্থান ব্যতীত অন্যস্থানে ইন্তেকাল করে তখন তাহার জন্মস্থান হইতে মৃত্যুস্থান পর্যন্ত জায়গা মাপিয়া উহা তাহাকে জান্নাতে দান করা হয়। (নাসাঈ)

٨٥- عَنْ أَبِي قِرْصَافَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: يٰأَيُّهَا النَّاسُ هَاجِرُوا وَتَمَسَّكُوا بِالإِسْلَامِ، فَإِنَّ الْهِجْرَةَ لَا تَنْقَطِعُ مَا دَامَ الْجِهَادُ. رواه الطبراني ورجاله ثقات، مجمع الزوائد٩/٦٥٨

৮৫. হযরত আবু কিরসাফাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হে লোকেরা, (আল্লাহ তায়ালার রাস্তায়) হিজরত কর এবং ইসলামকে মজবুতভাবে ধরিয়া রাখ। কেননা যতক্ষণ জেহাদ থাকিবে ততক্ষণ (আল্লাহ তায়ালার রাস্তায়) হিজরতও শেষ হইবে না।

(তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ জেহাদ যেমন কেয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকিবে তেমনি হিজরতও বাকী থাকিবে। উহার মধ্যে দ্বীন প্রচার দ্বীন শিক্ষা করা এবং দ্বীনের হেফাজতের জন্য নিজের দেশ ইত্যাদি ত্যাগ করাও শামিল রহিয়াছে।

٨٦- عَنْ مُعَاوِيَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: الْهِجْرَةُ خَصْلَتَانِ، إِحْدَاهُمَا: هَجْرُ السَّيِّئَاتِ، وَالْأُخْرٰى: يُهَاجِرُ إِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ، وَلَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا تُقُبِّلَتِ التَّوْبَةُ، وَلَا تَزَالُ التَّوْبَةُ مَقْبُوْلَةً حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنَ الْمَغْرِبِ، فَإِذَا طَلَعَتْ طُبِعَ عَلٰى كُلِّ قَلْبٍ بِمَا فِيْهِ، وَكُفِيَ النَّاسُ الْعَمَلَ. رواه أحمد والطبراني في الأوسط والصغير ورجال أحمد ثقات، مجمع الزوائد٥/٤٥٦

৮৬. হযরত মুআবিয়া, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হিজরত দুই

প্রকার। এক প্রকার হিজরত হইল অন্যায়কে পরিত্যাগ করা। দ্বিতীয় প্রকার হইল আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার রাসূলের দিকে হিজরত করা। (অর্থাৎ নিজের জিনিসপত্র ছাড়িয়া) আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার রাসূলের রাস্তায় হিজরত করা। হিজরত ততক্ষণ বাকী থাকিবে যতক্ষণ তওবা কবুল হইবে। তওবা ততক্ষণ কবুল হইবে যতক্ষণ না সূর্য পশ্চিম দিক হইতে উদয় হয়। যখন পশ্চিম দিক হইতে সূর্য উদয় হইয়া যাইবে তখন দিল (ঈমান বা কুফর) যে অবস্থার উপর থাকিবে উহার উপর মোহর লাগাইয়া দেওয়া হইবে এবং লোকদের (বিগত) আমলই (চিরস্থায়ী সফলতা বা ব্যর্থতার জন্য) যথেষ্ট হইবে।

(মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٨٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اَىُّ الْهِجْرَةِ اَفْضَلُ؟ قَالَ: اَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ عَزَّوَجَلَّ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اَلْهِجْرَةُ هِجْرَتَان هِجْرَةُ الْحَاضِرِ وَهِجْرَةُ الْبَادِىْ، فَاَمَّا الْبَادِىْ فَيُجِيْبُ إِذَا دُعِىَ وَيُطِيْعُ إِذَا أُمِرَ، وَاَمَّا الْحَاضِرُ فَهُوَ اَعْظَمُهُمَا بَلِيَّةً وَاَعْظَمُهُمَا اَجْرًا. رواه النسائى، باب هجرة البادى، رقم: ٤١٧٠

৮৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন্ হিজরত সবচেয়ে উত্তম? এরশাদ করিলেন, তুমি তোমার রবের অপছন্দনীয় কাজসমূহকে পরিত্যাগ কর। আরো এরশাদ করিলেন যে, হিজরত দুই প্রকার,—শহরে বসবাসকারীর হিজরত, গ্রামে বসবাসকারীর হিজরত। গ্রামে বসবাসকারীর হিজরত এই যে, যখন তাহাকে (নিজ স্থান হইতে) ডাকা হয় তখন আসিয়া যায়, যখন তাহাকে কোন হুকুম দেওয়া হয় তখন উহা পালন করে। (আর শহরে বসবাসকারীর হিজরতও অনুরূপ, কিন্তু) শহরে বসবাসকারীর হিজরত পরীক্ষার দিক দিয়া বড় ও আজর ও সওয়াব হিসাবেও উত্তম। (নাসাঈ)

ফায়দা ঃ শহরে বসবাসকারী যেহেতু কর্মব্যস্ততা ও সামানপত্র অধিক হওয়া সত্ত্বেও সবকিছু ছাড়িয়া আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় হিজরত করে সেহেতু তাহার আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় হিজরতকরা কঠিন পরীক্ষার বিষয়। এইজন্য অধিক আজর ও সওয়াবের কারণ হয়। (ফাতহে রাব্বানী)

٨٨- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: وَتُهَاجِرُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: هِجْرَةُ الْبَادِيَةِ أَوْ هِجْرَةُ الْبَاتَّةِ؟ قُلْتُ: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ قَالَ: هِجْرَةُ الْبَاتَّةِ، وَهِجْرَةُ الْبَاتَّةِ: أَنْ تَثْبُتَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، وَهِجْرَةُ الْبَادِيَةِ: أَنْ تَرْجِعَ إِلٰى بَادِيَتِكَ، وَعَلَيْكَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَكْرَهِكَ وَمَنْشَطِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ. (وهو بعض الحديث) رواه الطبراني ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ٥/٤٥٨

৮৮. হযরত ওয়াসেলা ইবনে আসকা' (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি হিজরত করিবে? আমি বলিলাম, জ্বি হাঁ। এরশাদ করিলেন, হিজরতে বাদিয়া না হিজরতে বাত্তা, (কোন্ হিজরত করিবে)? আমি বলিলাম, এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টি উত্তম? এরশাদ করিলেন, হিজরতে বাত্তা। আর হিজরতে বাত্তা এই যে, তুমি (সম্পূর্ণ নিজের দেশ ছাড়িয়া) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত অবস্থান কর। (এই হিজরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মক্কা বিজয়ের পূর্বে মক্কা মুকাররমা হইতে মদীনা মুনাওয়ারার দিকে হিজরত ছিল।) আর হিজরতে বাদিয়া এই যে, তুমি (সাময়িকভাবে দ্বীনী উদ্দেশ্যে নিজের দেশ ছাড়িয়া আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় বাহির হও এবং আবার) নিজের এলাকায় ফিরিয়া যাও। অসচ্ছলতা বা সচ্ছলতা হউক, ইচ্ছা হউক বা না হউক বা তোমার উপর অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া হউক (সর্বাবস্থায়) তোমার জন্য আমীরের কথা শুনা ও মানা জরুরী হইবে। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٨٩- عَنْ أَبِي فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: عَلَيْكَ بِالْهِجْرَةِ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهَا. رواه النسائي، باب الحث على الهجرة، رقم: ٤١٧٢

৮৯. হযরত আবু ফাতেমা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তুমি আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় অবশ্যই হিজরত করিতে থাক। কেননা হিজরতের ন্যায় কোন আমল নাই। অর্থাৎ হিজরত সবচেয়ে উত্তম আমল। (নাসাঈ)

٩٠- عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَفْضَلُ الصَّدَقَاتِ ظِلُّ فُسْطَاطٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَمَنِيْحَةُ خَادِمٍ فِيْ سَبِيْلِ

اللّٰهِ، أَوْ طَرُوْقَةُ فَحْلٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح، باب ما جاء في فضل الخدمة في سبيل الله، رقم:١٦٢٧

৯০. হযরত আবু উমামাহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, উত্তম সদকা হইল, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় তাঁবুর ছায়ার ব্যবস্থা করা এবং আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় কাজ করার খাদেম দান করা এবং পূর্ণবয়স্ক উটনী আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় দেওয়া (যাহাতে উহা আরোহণ ইত্যাদির কাজে আসে)। (তিরমিযী)

٩١- عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ لَمْ يَغْزُ أَوْ يُجَهِّزْ غَازِيًا أَوْ يَخْلُفْ غَازِيًا فِيْ أَهْلِهِ بِخَيْرٍ، أَصَابَهُ اللّٰهُ بِقَارِعَةٍ. قَالَ يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ فِيْ حَدِيْثِهِ: قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. رواه أبو داود، باب كراهية ترك الغزو، رقم:٢٥٠٣

৯১. হযরত আবু উমামাহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি না জেহাদ করিয়াছে, না কোন মুজাহিদের সামান তৈয়ার করিয়া দিয়াছে, আর না কোন মুজাহিদের আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় যাওয়ার পর তাহার পরিবারের খোঁজখবর লইয়াছে সে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে কোন না কোন মুসীবতে লিপ্ত হইবে।

হাদীসের বর্ণনাকারী ইয়াযীদ ইবনে আব্দে রব্বিহ বলেন, ইহা দ্বারা কেয়ামতের পূর্বের মুসীবত উদ্দেশ্য বুঝানো হইয়াছে। (আবু দাউদ)

٩٢- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ إِلٰى بَنِيْ لِحْيَانَ فَقَالَ: لِيَخْرُجْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ: أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِيْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ، كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِجِ. رواه مسلم، باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله، رقم:٤٩٠٧

৯২. হযরত আবু সাঈদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু লেহইয়ান গোত্রের নিকট পয়গাম পাঠাইলেন যে, প্রতি দুইজনের মধ্যে একজন আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় বাহির হইবে। অতঃপর (সেই সময়) আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় যাহারা যায়

নাই তাহাদের উদ্দেশ্যে বলিলেন, তোমাদের মধ্য হইতে যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় গমনকারীদের অনুপস্থিতিতে তাহাদের পরিবার পরিজন ও মাল সম্পদের উত্তমরূপে দেখাশুনা করে সে আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় গমনকারীদের সওয়াবের অর্ধেক লাভ করে। (মুসলিম)

٩٣- عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ جَهَّزَ حَاجًّا أَوْ جَهَّزَ غَازِيًا، أَوْ خَلَفَهُ فِيْ أَهْلِهِ، أَوْ فَطَّرَ صَائِمًا، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا. رواه البيهقى في شعب الإيمان ٣/٤٨٠

৯৩. হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি হজ্জে গমনকারী বা আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় গমনকারীর সফরের সামান তৈয়ার করিয়া দেয় অথবা সফরে যাওয়ার পর তাহার পরিবারের খোঁজ খবর রাখে বা কোন রোযাদারকে ইফতার করায় সে আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় গমনকারী ও হজ্জে গমনকারী ও রোযাদারের সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করে এবং উহাদের সওয়াবের মধ্যে কোন কম হয় না। (বাইহাকী)

٩٤- عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِيْ أَهْلِهِ بِخَيْرٍ وَأَنْفَقَ عَلٰى أَهْلِهِ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ. رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائده/٥١٥

৯৪. হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় গমনকারীর সফরের তৈয়ারী করিয়া দেয় সে আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় গমনকারীর সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় গমনকারীদের পরিবার পরিজনের উত্তমরূপে দেখাশুনা করে এবং তাহাদের উপর খরচ করে সেও আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় গমনকারীদের সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করে। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٩٥- عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ، وَإِذَا خَلَفَهُ فِيْ أَهْلِهِ

فَخَانَهُ قِيلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: هٰذَا خَانَكَ فِيْ أَهْلِكَ فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ، فَمَا ظَنُّكُمْ؟ رواه النسائي، باب من خان غازيا في أهله، رقم: ٣١٩٢

৯৫. হযরত বুরাইদাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় গমনকারীদের মহিলাগণ সেই সকল লোকদের জন্য যাহারা আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় যায় নাই এরূপ সম্মান যোগ্য যেরূপ স্বয়ং তাহাদের মাতাগণ তাহাদের জন্য সম্মানযোগ্য। (অতএব আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় গমনকারীদের মহিলাদের ইজ্জত আবরুর প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা উচিত।) যদি আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় গমনকারী কাহাকেও তাহার পরিবার পরিজনের দেখাশুনার ভার দিয়া যায়, অতঃপর সে তাহার পরিবার পরিজনের (ইজ্জত আবরুর) ব্যাপারে খেয়ানত করে তবে কেয়ামতের দিন তাহাকে বলা হইবে এই সেই ব্যক্তি যে (তোমার অনুপস্থিতিতে) তোমার পরিবার পরিজনের সহিত খারাপ ব্যবহার করিয়াছে। সুতরাং তাহার নেকী হইতে যে পরিমাণ ইচ্ছা হয় লইয়া লও।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এমতাবস্থায় তোমাদের কি ধারণা! সেই ব্যক্তি কি তাহার কোন নেকী ছাড়িয়া দিবে? কেননা তখন তো মানুষ এক একটি নেকীর জন্য লালায়িত থাকিবে। (নাসাঈ)

٩٦- عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخْطُوْمَةٍ فَقَالَ: هٰذِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، سَبْعُ مِائَةِ نَاقَةٍ، كُلُّهَا مَخْطُوْمَةٌ. رواه مسلم، باب فضل الصدقة في سبيل الله.....، رقم: ٤٨٩٧

৯৬. হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রাযিঃ) বলেন, এক ব্যক্তি লাগাম ধরিয়া একটি উটনী লইয়া আসিল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করিল যে, এই উটনী আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় (দান করিলাম)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, কেয়ামতের দিন তুমি ইহার বিনিময়ে এরূপ সাতশত উটনী পাইবে যে, উহার প্রত্যেকটিতে লাগাম লাগানো থাকিবে। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ লাগাম লাগানো থাকার দ্বারা উটনী আয়ত্বে থাকে এবং উহাতে আরোহণ সহজ হয়।

٩٧- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ فَتًى مِنْ أَسْلَمَ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنِّيْ أُرِيْدُ الْغَزْوَ وَلَيْسَ مَعِيَ مَا أَتَجَهَّزُ، قَالَ: ائْتِ فُلَانًا فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَيَقُوْلُ: أَعْطِنِي الَّذِيْ تَجَهَّزْتَ بِهِ، قَالَ: يَا فُلَانَةُ! أَعْطِيْهِ الَّذِيْ تَجَهَّزْتُ بِهِ، وَلَا تَحْبِسِيْ عَنْهُ شَيْئًا، فَوَاللّٰهِ! لَا تَحْبِسِيْ مِنْهُ شَيْئًا فَيُبَارِكَ لَكِ فِيْهِ. رواه مسلم، باب فضل إعانة الغازى ...، رقم: ٤٩٠١

৯৭. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বলেন, আসলাম গোত্রীয় এক যুবক আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি জেহাদে যাইতে চাই, কিন্তু আমার নিকট প্রস্তুতির জন্য কোন সামান নাই। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, অমুক ব্যক্তির নিকট যাও। সে জেহাদের প্রস্তুতি করিয়াছিল কিন্তু এখন সে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। (তাহাকে বলিও যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে সালাম বলিতেছেন এবং তাহাকে ইহাও বলিও যে, তুমি জেহাদের জন্য যে সামান প্রস্তুত করিয়াছিলে তাহা আমাকে দিয়া দাও।) সুতরাং সেই যুবক সেই আনসারীর নিকট গেল এবং বলিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে সালাম বলিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, আপনি ঐ সমস্ত সামান আমাকে দিয়া দিন যাহা আপনি জেহাদের জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন। তিনি (নিজ স্ত্রীকে) বলিলেন, হে অমুক, আমি যে সামান প্রস্তুত করিয়াছিলাম তাহা এই ব্যক্তিকে দিয়া দাও এবং সেই সামান হইতে কোন জিনিস রাখিয়া দিও না। আল্লাহ তায়ালার কসম, তুমি উহা হইতে যে কোন জিনিস রাখিয়া দিবে উহাতে তোমার জন্য বরকত হইবে না।

(মুসলিম)

٩٨- عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ حَبَسَ فَرَسًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَانَ سِتْرَهُ مِنْ نَارٍ. رواه عبد بن حميد، المسند الجامع ٥/٥٤٧

৯৮. হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় ঘোড়া ওয়াকফ করিয়াছে, তাহার এই আমল জাহান্নামের আগুন হইতে আড় হইবে।

(আবদ ইবনে হুমাইদ, মুসনাদে জামে')

আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় বাহির হওয়ার আদব ও আমলসমূহ

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: ﴿اِذْهَبْ اَنْتَ وَاَخُوْكَ بِاٰيٰتِيْ وَلَا تَنِيَا فِيْ ذِكْرِيْ☆ اِذْهَبَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى☆ فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى☆ قَالَا رَبَّنَآ اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَآ اَوْ اَنْ يَّطْغٰى☆ قَالَ لَا تَخَافَآ اِنَّنِيْ مَعَكُمَآ اَسْمَعُ وَاَرٰى﴾ [طه:٤٢-٤٦]

আল্লাহ তায়ালা যখন মূসা ও হারুন (আঃ)কে ফেরাউনের নিকট দাওয়াতের জন্য পাঠাইলেন, তখন বলিলেন, এখন তুমি এবং তোমার ভাই উভয়ে আমার নিদর্শনসমূহ লইয়া যাও, এবং তোমরা উভয়ে আমার যিকিরে অলসতা করিও না। তোমরা উভয়ে ফেরাউনের নিকট যাও, সে অবাধ্য হইয়া গিয়াছে। অতঃপর সেখানে যাইয়া তাহার সহিত নরম কথা বলিও। হইতে পারে সে উপদেশ মানিয়া লইবে অথবা আযাবকে ভয় করিবে। উভয় ভাই আরজ করিলেন, হে আমাদের রব! আমরা এই আশংকা করিতেছি যে, সে আমাদের ব্যাপারে সীমালংঘন করিয়া না বসে। অথবা সে আরও অধিক অবাধ্যতা করিতে শুরু না করিয়া দেয়। (আর সেই সীমালংঘন ও অবাধ্যতার কারণে আমরা তাবলীগ করিতে না পারি।) আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের উভয়ের সহিত রহিয়াছি। সবকিছু শুনিতেছি এবং দেখিতেছি। অর্থাৎ তোমাদের হেফাজত করিব এবং ফেরাউনের উপর ভয়ভীতি ঢালিয়া দিব যাহাতে তোমরা পুরাপুরি তাবলীগ করিতে পার। (সূরা তোয়াহা)

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ﴾ [آل عمران:١٥٩]

আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করিয়া এরশাদ করেন,—হে নবী! ইহা আল্লাহ তায়ালার বড় অনুগ্রহ যে, আপনি তাহাদের প্রতি নরম দিল সাব্যস্ত হইয়াছেন। আর যদি আপনি রুক্ষ স্বভাব ও কঠোর অন্তরের অধিকারী হইতেন তবে এই সমস্ত লোক কবে আপনার নিকট হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইত। সুতরাং এখন আপনি তাহাদেরকে মাফ করিয়া দিন এবং তাহাদের জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আর তাহাদের সহিত গুরুত্বপূর্ণ কাজে পরামর্শ করিতে থাকুন। অতঃপর আপনি যখন কোন বিষয়ে দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন তখন আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করুন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা তাওয়াক্কুলকারীদের পছন্দ করেন।

(সূরা আলে ইমরান)

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ☆ وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۗ اِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ﴾

[الأعراف:١٩٩، ٢٠٠]

আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এরশাদ করিয়াছেন,—ক্ষমা করাকে আপনি আপনার অভ্যাসে পরিণত করুন। এবং নেক কাজের হুকুম করিতে থাকুন, আর (যাহারা নেককাজের হুকুম করার পরও অজ্ঞতার কারণে না মানে এমন) অজ্ঞদের হইতে বিরত থাকুন। অর্থাৎ তাহাদের সহিত জড়িত হওয়ার প্রয়োজন নাই। আর যদি (তাহাদের অজ্ঞতার কারণে ঘটনাক্রমে) শয়তানের পক্ষ হইতে আপনার মধ্যে (রাগান্বিত হওয়ার) কোন ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি হয় তবে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় চাহিয়া লইবেন। নিঃসন্দেহে তিনি সর্ববিষয় শ্রবণকারী সর্ববিষয় অবগত। (সূরা আরাফ)

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا﴾

[المزمل:١٠]

আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এরশাদ করিয়াছেন,—আর এই সকল লোক যাহারা কষ্টদায়ক উক্তি করে বলে। আপনি ঐ সকল উক্তির উপর সবর করুন এবং উত্তম পন্থায় তাহাদের নিকট হইতে পৃথক থাকুন। অর্থাৎ না অভিযোগ করিবেন, আর না প্রতিশোধ লওয়ার কোন চেষ্টা করিবেন। (সূরা মুয্যাম্মেল)

হাদীস শরীফ

৯৯- عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَتْ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمِ أُحُدٍ؟ فَقَالَ: لَقَدْ لَقِيْتُ مِنْ قَوْمِكِ، وَكَانَ أَشَدُّ مَا لَقِيْتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيْلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُوْمٌ عَلَى وَجْهِي، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِيْ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيْهَا جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَنَادَانِي، فَقَالَ: إِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيْهِمْ، قَالَ: فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ اللّٰهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ، وَقَدْ بَعَثَنِي رَبُّكَ إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكَ، فَمَا شِئْتَ؟ (إِنْ شِئْتَ) أَطْبَقْتُ عَلَيْهِمُ الْأَخْشَبَيْنِ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: بَلْ أَرْجُوْ أَنْ يُخْرِجَ اللّٰهُ تَعَالَى مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. رواه مسلم، باب ما لقى النبى ﷺ من أذى المشركين والمنافقين، رقم:٤٦٥٣

৯৯. উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রাযিঃ) আরজ করিলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার উপর ওহুদের দিনের চাইতেও কি কঠিন কোন দিন অতিবাহিত হইয়াছে? তিনি এরশাদ করিলেন, আমাকে তোমার কওমের পক্ষ হইতে অনেক বেশী কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে। সবচেয়ে বেশী কষ্ট আকাবায় (তায়েফের) দিন সহ্য করিতে হইয়াছে। আমি

(তায়েফবাসীদের সর্দার) ইবনে আবদে ইয়ালীল ইবনে আবদে কুলালের সম্মুখে নিজেকে পেশ করিলাম (যে, আমার প্রতি ঈমান আনয়ন কর এবং আমার সাহায্য কর, আমাকে তোমাদের এখানে থাকিয়া স্বাধীনভাবে দাওয়াতের কাজ করিতে দাও)। কিন্তু সে আমার কথা মানিল না। আমি (তায়েফ হইতে) অত্যন্ত চিন্তিত ও পেরেশান হইয়া নিজের পথে (ফিরিয়া) চলিলাম। কারনে সা'আলিব নামক জায়গায় পৌঁছার পর আমার চিন্তা ও পেরেশানী কিছুটা কম হইল। তখন মাথা উঠাইয়া দেখিলাম যে, একটি মেঘখণ্ড আমার উপর ছায়া করিয়া আছে। আমি গভীরভাবে লক্ষ্য করিলে দেখিলাম যে, উহাতে হযরত জিবরাঈল (আঃ) আছেন। তিনি আমাকে ডাকিলেন এবং আরজ করিলেন যে, আল্লাহ তায়ালা আপনার সহিত আপনার কাওমের কথাবার্তা শুনিয়াছেন। তাহাদের জবাবও শুনিয়াছেন। আর পাহাড়ের দায়িত্বে নিযুক্ত ফেরেশতাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। আপনি এই সকল কাফেরদের ব্যাপারে যাহা ইচ্ছা হয় তাহাকে হুকুম করুন। অতঃপর পাহাড়ের ফেরেশতা আমাকে ডাকিয়া সালাম করিলেন এবং আরজ করিলেন, হে মোহাম্মদ! আপনার কওমের সহিত আপনার যে সকল কথাবার্তা হইয়াছে আল্লাহ তায়ালা তাহা শুনিয়াছেন। আমি পাহাড়সমূহের দায়িত্বে নিযুক্ত ফেরেশতা। আমাকে আপনার রব আপনার নিকট এইজন্য পাঠাইয়াছেন যে, আপনি যাহা ইচ্ছা হয় আমাকে হুকুম করুন। আপনি কি চান? যদি আপনি চান, তবে আমি মক্কার দুই পাহাড় (আবু কোবায়েস ও আহমার)কে মিলাইয়া দিব। (যাহাতে ইহারা মাঝখানে পিষিয়া যাইবে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, না, বরং আমি আশা করি আল্লাহ তায়ালা তাহাদের পরবর্তী বংশধরদের হইতে এমন লোক সৃষ্টি করিবেন যাহারা এক আল্লাহ তায়ালার এবাদত করিবে, এবং তাহার সহিত কোন কিছুকে শরীক করিবে না। (মুসলিম)

١٠٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى سَفَرٍ، فَاَقْبَلَ اَعْرَابِىٌّ، فَلَمَّا دَنَا قَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ: اَيْنَ تُرِيْدُ؟ قَالَ: إِلٰى اَهْلِى قَالَ: هَلْ لَكَ فِىْ خَيْرٍ؟ قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: تَشْهَدُ اَنْ لَآ إِلٰـهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، قَالَ: مَنْ شَاهِدٌ عَلٰى مَا تَقُوْلُ؟ قَالَ: هٰذِهِ الشَّجَرَةُ، فَدَعَاهَا رَسُوْلُ

اللّٰهِ ﷺ وَهِيَ بِشَاطِئِ الْوَادِي فَأَقْبَلَتْ تَخُدُّ الْأَرْضَ خَدًّا حَتّٰى جَاءَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَاسْتَشْهَدَهَا ثَلَاثًا، فَشَهِدَتْ أَنَّهُ كَمَا قَالَ، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلٰى مَنْبَتِهَا وَرَجَعَ الْأَعْرَابِيُّ إِلٰى قَوْمِهِ وَقَالَ: إِنْ يَتَّبِعُونِي آتِيْكَ بِهِمْ، وَإِلَّا رَجَعْتُ إِلَيْكَ فَكُنْتُ مَعَكَ. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ورواه أبو يعلى أيضا والبزار، مجمع الزوائد ٥١٧/٨

১০০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলেন যে, আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। সামনের দিক হইতে একজন গ্রাম্যলোককে আসিতে দেখা গেল। যখন সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় যাইতেছ? সে বলিল, নিজের বাড়ী যাইতেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তুমি কোন ভাল কথা চাও কি? সে বলিল, ভাল কথাটি কি? তিনি এরশাদ করিলেন, তুমি কলেমায়ে শাহাদৎ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

পড়িয়া লও। লোকটি বলিল, আপনি যে কথা বলিতেছেন, উহার ব্যাপারে সাক্ষী কে আছে? তিনি এরশাদ করিলেন, এই গাছটি সাক্ষী। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ গাছটিকে ডাকিলেন, যাহা নিম্নভূমির এক প্রান্তে ছিল। সেই গাছটি জমিনকে বিদীর্ণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া গেল। তিনি উহার নিকট তিনবার সাক্ষী তলব করিলেন। গাছটি তিনবার সাক্ষ্য দিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহা বলিতেছেন উহা সত্য। অতঃপর গাছটি নিজের জায়গায় ফিরিয়া গেল। (এই সবকিছু দেখিয়া গ্রাম্য লোকটি বড় আশ্চর্যান্বিত হইল) এবং নিজের কওমের নিকট ফিরিয়া যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিল যে, যদি আমার কওমের লোকেরা আমার কথা মানিয়া লয় তবে আমি তাহাদের সবাইকে আপনার নিকট লইয়া আসিব। না হয় আমি নিজে আপনার নিকট ফিরিয়া আসিব এবং আপনার সঙ্গে থাকিব। (তাবরানী, আবু ইয়ালা, বাযযার, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

١٠١- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِعَلِيٍّ يَوْمَ خَيْبَرَ: انْفُذْ عَلٰى رِسْلِكَ، حَتّٰى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللّٰهِ فِيْهِ، فَوَاللّٰهِ! لَأَنْ يَهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ. (وهو جزء من الحديث) رواه مسلم، باب من فضائل على بن أبى طالب رضى الله عنه، رقم:٦٢٢٣

১০১. হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, খায়বরের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাযিঃ)কে এরশাদ করিলেন, তুমি শান্তভাবে চলিতে থাক। অবশেষে খায়বারবাসীদের ময়দানে ছাউনি ফেলিবে। অতঃপর তাহাদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিবে। আল্লাহ তায়ালার যে সকল হক তাহাদের উপর রহিয়াছে উহা তাহাদিগকে বলিবে। আল্লাহ তায়ালার কসম! তোমার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা যদি এক ব্যক্তিকেও হেদায়েত করেন তবে ইহা তোমার জন্য লাল উষ্ট্রপাল পাওয়া অপেক্ষাও উত্তম হইবে। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ আরবদের মধ্যে লালবর্ণের উট অধিক মূল্যবান সম্পদ মনে করা হইত।

١٠٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ آيَةً. (الحديث) رواه البخارى، باب ماذكر عن بنى اسرائيل، رقم:٣٤٦١

১০২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার পক্ষ হইতে পৌছাইয়া দাও, যদিও একটি আয়াতও হয়। (বোখারী)

ফায়দা ঃ হাদীসের অর্থ হইল, যে পরিমাণ সম্ভব দ্বীনের কথা পৌছানো চাই। কেননা, তুমি যে কথা অন্যের নিকট পৌছাইতেছ যদিও উহা খুবই সংক্ষিপ্ত, কিন্তু উহা দ্বারা হইতে পারে কেহ হেদায়াত পাইয়া যাইবে। আর তুমিও সওয়াব পাইবে, এবং অসংখ্য নেকীর ভাগী হইবে। (মোযাহেরে হক)

١٠٣- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَائِذٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا بَعَثَ بَعْثًا قَالَ: تَأَلَّفُوا النَّاسَ، وَتَأَنَّوْا بِهِمْ، وَلَا تُغِيْرُوْا عَلَيْهِمْ حَتّٰى تَدْعُوْهُمْ، فَمَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا وَأَنْ

تَأْتُونِي بِهِمْ مُسْلِمِينَ اَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ اَنْ تَقْتُلُوا رِجَالَهُمْ وَتَأْتُونِي بِنِسَائِهِمْ. المطالب العالية٢/١٦٦، وذكر صاحب الإصابة بنحوه٣/١٥٢

১০৩. হযরত আবদুর রহমান ইবনে আয়েয (রাযিঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন লশকর রওয়ানা করিতেন, তখন তাহাদিগকে বলিতেন, লোকদের সহিত উলফত পয়দা কর অর্থাৎ তাহাদেরকে আপন কর, তাহাদের সহিত নম্র ব্যবহার কর, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহাদেরকে দাওয়াত না দাও তাহাদের উপর হামলা করিও না। কেননা পৃথিবীতে যত কাঁচা পাকা ঘর রহিয়াছে অর্থাৎ যত শহর ও গ্রাম রহিয়াছে, উহার অধিবাসীদেরকে তুমি যদি মুসলমান বানাইয়া আমার নিকট লইয়া আস, তবে ইহা আমার নিকট ইহার চেয়ে বেশী প্রিয় যে, তুমি তাহাদের পুরুষদেরকে হত্যা কর এবং তাহাদের মহিলাদেরকে আমার নিকট (বাঁদী বানাইয়া) লইয়া আস। (মাতালেবে আলীয়া–ইসাবা)

١٠٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: تَسْمَعُوْنَ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ، وَيُسْمَعُ مِمَّنْ يَسْمَعُ مِنْكُمْ. رواه أبو داوُد، باب فضل نشر العلم، رقم:٣٦٥٩

১০৪. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা আজ আমার নিকট হইতে দ্বীনের কথা শুনিতেছ, কাল তোমাদের নিকট হইতে দ্বীনের কথা শোনা হইবে। অতঃপর ঐ সকল লোকদের নিকট হইতে দ্বীনের কথা শুনা হইবে যাহারা তোমাদের নিকট হইতে দ্বীনের কথা শুনিয়াছিল। (সুতরাং তোমরা খুব মনোযোগ সহকারে শুন, এবং উহাকে তোমাদের পরবর্তীদের নিকট পৌঁছাও। তারপর তাহারা তাহাদের পরবর্তীদের নিকট পৌঁছাইবে, আর এই ধারাবাহিকতা চলিতে থাকে।) (আবু দাউদ)

١٠٥- عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا اَنَا اَطُوْفُ بِالْبَيْتِ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ وَاَخَذَ يَدِيْ فَقَالَ: اَلَا اُبَشِّرُكَ؟ قُلْتُ: بَلٰى! فَقَالَ: هَلْ تَذْكُرُ إِذْ بَعَثَنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلَى قَوْمِكَ بَنِي سَعْدٍ فَجَعَلْتُ اَعْرِضُ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامَ وَاَدْعُوْهُمْ إِلَيْهِ، فَقُلْتَ أَنْتَ إِنَّكَ تَدْعُوْ إِلَى الْخَيْرِ وَتَأْمُرُ بِالْخَيْرِ وَإِنَّهُ لَيَدْعُوْ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ، فَبَلَغْتُ ذٰلِكَ

إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، فَكَانَ الْأَحْنَفُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: مَا مِنْ عَمَلِي شَيْءٌ أَرْجَى لِيْ مِنْهُ. رواه الحاكم في المستدرك ٣/٦١٤

১০৫. হযরত আহনাফ ইবনে কায়েস (রাযিঃ) বলেন, হযরত ওসমান (রাযিঃ)এর যুগে আমি বায়তুল্লাহর তওয়াফ করিতেছিলাম। এমন সময় বনু লায়েস গোত্রের এক ব্যক্তি আসিল। সে আমার হাত ধরিয়া বলিল। আমি তোমাকে একটি সুসংবাদ শুনাইব কি? আমি বলিলাম, অবশ্য শুনাইয়া দিন। তিনি বলিলেন, তোমার মনে আছে কি? যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তোমার গোত্র বনী সাদের নিকট (ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য) পাঠাইয়াছিলেন, তখন আমি তাহাদের নিকট ইসলাম সম্পর্কে বলিতে শুরু করিলাম এবং তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিতে লাগিলাম। তখন তুমি বলিয়াছিলে যে, তুমি আমাদেরকে কল্যাণের দাওয়াত দিতেছ এবং ভাল কাজের হুকুম করিতেছ। আর তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও কল্যাণের দাওয়াত দিতেছেন এবং ভাল কাজের হুকুম করিতেছেন। অর্থাৎ তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছ। আমি তোমার এই কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌছাইয়া দিয়াছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তোমার) এই (স্বীকৃতির) কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন—

اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ

হে আল্লাহ! আহনাফ ইবনে কায়েসকে ক্ষমা করিয়া দিন।

হযরত আহনাফ ইবনে কায়েস (রাযিঃ) বলিতেন, আমার নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই দোয়ার চাইতে অধিক নিজের কোন আমলের উপর আশা নাই। (মুস্তাদরাকে হাকেম)

١٠٦- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: أَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى رَأْسٍ مِنْ رُؤُوْسِ الْمُشْرِكِيْنَ يَدْعُوْهُ إِلَى اللّٰهِ، فَقَالَ: هٰذَا الْإِلٰهُ الَّذِيْ تَدْعُوْ إِلَيْهِ أَمِنْ فِضَّةٍ هُوَ؟ أَمْ مِنْ نُحَاسٍ هُوَ؟ فَتَعَاظَمَ مَقَالَتُهُ فِيْ صَدْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهِ فَادْعُهُ إِلَى اللّٰهِ، فَرَجَعَ فَقَالَ لَهُ

مِثْلَ مَقَالَتِهِ، فَأَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهِ فَادْعُهُ إِلَى اللهِ، وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي الطَّرِيْقِ لَا يَعْلَمُ، فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ اللهَ قَدْ أَهْلَكَ صَاحِبَهُ، وَنَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ "وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ فِي اللهِ". رواه أبو يعلى، قال المحقق: إسناده حسن ٣٥١/٣

১০৬. হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সাহাবীকে মুশরিকদের সর্দারদের মধ্য হইতে কোন এক সর্দারের নিকট আল্লাহ তায়ালার দিকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য পাঠাইলেন। (সুতরাং তিনি তাহাকে যাইয়া দাওয়াত দিলেন) সেই মুশরিক বলিল, যেই মা'বুদের দিকে তুমি আমাকে দাওয়াত দিতেছ, তিনি কি রূপার তৈরী না তামার তৈরী? মুশরিকের এই কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরিত প্রতিনিধির নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয় মনে হইল। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলেন। তাহাকে মুশরিকের উক্তি সম্পর্কে জানাইলেন। তিনি সাহাবীকে এরশাদ করিলেন, তুমি দ্বিতীয় বার যাইয়া উক্ত মুশরিককে দাওয়াত দাও। সুতরাং তিনি দ্বিতীয় বার যাইয়া দাওয়াত দিলেন। মুশরিক পুনরায় আগের মত বলিল। উক্ত সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলেন। এবং মুশরিকের উক্তি সম্পর্কে জানাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় এরশাদ করিলেন, যাও, তাহাকে দাওয়াত দাও। (সুতরাং ঐ সাহাবী তৃতীয়বার দাওয়াত দেওয়ার জন্য গেলেন) অতঃপর ফিরিয়া আসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানাইলেন যে, আল্লাহ তায়ালা উক্ত মুশরিককে (বজ্রপাত দ্বারা ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পথিমধ্যে ছিলেন, তিনি এই ঘটনা সম্পর্কে জানিতেন না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আল্লাহ তায়ালার এই এরশাদ নাজিল হইল—

وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ فِي اللهِ

অর্থ ঃ এবং আল্লাহ তায়ালা জমিনের দিকে বজ্রসমূহ প্রেরণ করেন। অতঃপর যাহার উপর চাহেন নিক্ষেপ করেন। আর ইহারা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে বিতর্ক করে। (মুসনাদে আবু ইয়ালা)

١٠٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حِيْنَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: إِنَّكَ سَتَأْتِيْ قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلٰى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذٰلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللّٰهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذٰلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللّٰهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلٰى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذٰلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ. رواه البخاري، باب أخذ الصدقة من الأغنياء.....، رقم:١٤٩٦

১০৭. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাযিঃ)কে ইয়ামানে পাঠাইলেন, তখন তাহাকে এই হেদায়েত দিলেন যে, তুমি এমন কওমের নিকট যাইতেছ, যাহারা আহলে কিতাব। তুমি যখন তাহাদের নিকট যাইবে তখন তাহাদেরকে এই বিষয়ে দাওয়াত দিবে যে, তাহারা যেন এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোন মাবুদ নাই এবং মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়ালার রসূল। তাহারা যদি তোমার কথা মানিয়া লয় তবে তাহাদেরকে আরও বলিবে যে, আল্লাহ তায়ালা তাহাদের উপর দিন ও রাতে পাঁচওয়াক্ত নামায ফরয করিয়াছেন। তাহারা যদি তোমার এই কথাও মানিয়া লও তবে তাহাদিগকে আরও বলিবে যে, আল্লাহ তায়ালা তাহাদের উপর যাকাত ফরজ করিয়াছেন। যাহা তাহাদের ধনীদের হইতে লইয়া তাহাদের গরীবদেরকে দেওয়া হইবে। তাহারা যদি তোমার এই কথাও মানিয়া লয় তবে তুমি তাহাদের উত্তম মাল লওয়া হইতে বিরত থাকিও। অর্থাৎ, যাকাতের মধ্যে মধ্যম পর্যায়ের মাল লইবে। উত্তম মাল লইবে না। আর মজলুমের বদদোয়া হইতে বাঁচিও। কেননা তাহার বদদোয়া ও আল্লাহ তায়ালার মাঝে কোন বাধা নাই। (বোখারী)

١٠٨- عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ إِلٰى أَهْلِ الْيَمَنِ يَدْعُوْهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، قَالَ الْبَرَاءُ: فَكُنْتُ فِيْمَنْ

خَرَجَ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ، فَأَقَمْنَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ يَدْعُوْهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ فَلَمْ يُجِيْبُوْهُ، ثُمَّ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يُقْفِلَ خَالِدًا إِلَّا رَجُلًا كَانَ مِمَّنْ مَعَ خَالِدٍ فَأَحَبَّ أَنْ يُعَقِّبَ مَعَ عَلِيٍّ فَلْيُعَقِّبْ مَعَهُ، قَالَ الْبَرَاءُ: فَكُنْتُ فِيْمَنْ عَقَّبَ مَعَ عَلِيٍّ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْقَوْمِ خَرَجُوا إِلَيْنَا، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى بِنَا عَلِيٌّ ثُمَّ صَفَّنَا صَفًّا وَاحِدًا، ثُمَّ تَقَدَّمَ بَيْنَ أَيْدِيْنَا وَقَرَأَ عَلَيْهِمْ كِتَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَأَسْلَمَتْ هَمْدَانُ جَمِيْعًا، فَكَتَبَ عَلِيٌّ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِإِسْلَامِهِمْ، فَلَمَّا قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْكِتَابَ خَرَّ سَاجِدًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: "السَّلَامُ عَلَى هَمْدَانَ، السَّلَامُ عَلَى هَمْدَانَ".

قال البيهقى: رواه البخارى مختصرا من وجه آخر عن ابراهيم بن يوسف، البداية والنهاية ٥/١٠١

১০৮. হযরত বারা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাযিঃ)কে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য ইয়ামান পাঠাইলেন। হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাযিঃ)এর সঙ্গীদের মধ্যে আমিও ছিলাম। আমরা ছয় মাস সেখানে অবস্থান করিলাম। হযরত খালেদ তাহাদেরকে দাওয়াত দিতে থাকিলেন। কিন্তু তাহারা দাওয়াত কবুল করিল না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী ইবনে আবী তালেব (রাযিঃ)কে সেখানে পাঠাইলেন। আর তাহাকে বলিলেন যে, হযরত খালেদকে তো ফেরত পাঠাইয়া দাও আর তাহার সাথীদের মধ্য হইতে যে তোমার সহিত সেখানে থাকিতে চায় সে যেন থাকিয়া যায়। সুতরাং হযরত বারা (রাযিঃ) বলেন, আমিও ঐ সমস্ত লোকদের মধ্যে ছিলাম যাহারা হযরত আলী (রাযিঃ)এর সহিত থাকিয়া গেলেন। যখন আমরা ইয়ামানবাসীদের একেবারে নিকটে পৌঁছিয়া গেলাম, তখন তাহারাও বাহির হইয়া আমাদের সামনে আসিয়া গেল। হযরত আলী (রাযিঃ) অগ্রসর হইয়া আমাদেরকে নামায পড়াইলেন। অতঃপর আমাদেরকে এক কাতারে কাতার বন্দী করিলেন। এবং আমাদের নিকট হইতে অগ্রসর হইয়া তাহাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিঠি পড়িয়া শুনাইলেন। চিঠি শুনিয়া হামদান গোত্রের সকলে মুসলমান হইয়া গেলেন। হযরত আলী (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে

হামদান গোত্রের মুসলমান হওয়ার সুসংবাদ দিয়া চিঠি পাঠাইলেন। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত চিঠি পাঠ করিলেন তখন (খুশীতে) সেজদায় পড়িয়া গেলেন। অতঃপর তিনি সেজদা হইতে মাথা উঠাইয়া হামদান গোত্রের জন্য দোয়া করিলেন। হামদানের উপর শান্তি বর্ষিত হউক, হামদানের উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

(বোখারী, বায়হাকী, আল বেদায়াহ ওয়ান নেহায়াহ)

١٠٩- عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كُتِبَتْ لَهُ سَبْعُمِائَةِ ضِعْفٍ. رواه الترمذى

وقال: هذا حديث حسن، باب ما جاء فى فضل النفقة فى سبيل الله، رقم:١٦٢٥

১০৯. হযরত খুরাইম ইবনে ফাতেহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় কোন কিছু খরচ করে উহা তাহার আমলনামায় সাতশত গুণ লেখা হয়। (তিরমিযী)

١١٠- عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ وَالذِّكْرَ يُضَاعَفُ عَلَى النَّفَقَةِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ. رواه أبوداوٗد، باب فى تضعيف الذكر فى سبيل الله عزّوجلّ، رقم:٢٤٩٨

১১০. হযরত মুয়ায (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় নামায, রোযা এবং যিকিরের সওয়াব, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় মাল খরচ করার চেয়ে সাতশত গুণ বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়। (আবু দাউদ)

١١١- عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ الذِّكْرَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُضَعَّفُ فَوْقَ النَّفَقَةِ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ. قال يحيى فى حديثه: بِسَبْعِمِائَةِ أَلْفِ ضِعْفٍ. رواه أحمد٣/٤٣٨

১১১. হযরত মুয়ায (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় যিকিরের সওয়াব (আল্লাহ তায়ালার রাস্তায়) খরচ করার সওয়াব হইতে সাতশত গুণ বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়।

এক রেওয়ায়েতে আছে, সাতলক্ষ গুণ সওয়াব বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়। (মুসনাদে আহমাদ)

١١٢- عَنْ مُعَاذٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ قَرَأَ أَلْفَ آيَةٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، كَتَبَهُ اللّٰهُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٢/٨٧

১১২. হযরত মুয়ায জুহানী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় এক হাজার আয়াত তেলাওয়াত করিল, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে আম্বিয়া (আঃ), সিদ্দীকন, শহীদান ও নেক লোকদের জামাতভুক্ত করিয়া দিবেন। (মুসতাদরাক হাকেম)

١١٣- عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: مَا كَانَ فِيْنَا فَارِسٌ يَوْمَ بَدْرٍ غَيْرَ الْمِقْدَادِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا فِيْنَا إِلَّا نَائِمٌ إِلَّا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَحْتَ شَجَرَةٍ يُصَلِّي وَيَبْكِيْ حَتّٰى أَصْبَحَ. رواه أحمد ١/١٢٥

১১৩. হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, বদর যুদ্ধের দিন হযরত মেকদাদ (রাযিঃ) ব্যতীত আমাদের মধ্যে কেহ ঘোড়সওয়ার ছিলেন না। আমি দেখিলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত আমরা সবাই ঘুমাইয়া ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি গাছের নিচে নামায পড়িতে পড়িতে এবং কাঁদিতে কাঁদিতে সকাল করিয়া দিলেন। (মুসনাদে আহমাদ)

١١٤- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بَاعَدَ اللّٰهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ بِذٰلِكَ الْيَوْمِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا. رواه النسائي، باب ثواب من صام ....، رقم:٢٢٤٧

১১৪. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় একদিন রোযা রাখিবে, আল্লাহ তায়ালা ঐ একদিনের বিনিময়ে দোযখ এবং সেই ব্যক্তির মাঝে সত্তর বছরের ব্যবধান করিয়া দিবেন। (নাসায়ী)

১১৫- عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بَعُدَتْ مِنْهُ النَّارُ مَسِيْرَةَ مِائَةِ عَامٍ. رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله موثقون، مجمع الزوائد ٣/٤٤٤

১১৫. হযরত আমর ইবনে আবাসাহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় রোযা রাখিল, তাহার নিকট হইতে জাহান্নামের আগুন একশত বৎসরের দূরত্ব পরিমাণ দূর হইয়া যাইবে।

(তাবরানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

১১৬- عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ جَعَلَ اللّٰهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. رواه الترمذي، وقال: هذا حديث غريب، باب ما جاء في فضل الصوم في سبيل الله، رقم: ١٦٢٤

১১৬. হযরত আবু উমামা বাহেলী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় একদিন রোযা রাখিল, আল্লাহ তায়ালা তাহার এবং দোযখের মাঝখানে এত বিরাট খন্দক পরিমাণ ব্যবধান করিয়া দিবেন যত পরিমাণ আসমান ও জমিনের মাঝখানে দূরত্ব রহিয়াছে।

(তিরমিযী)

১১৭- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، أَكْثَرُنَا ظِلًّا مَنْ يَسْتَظِلُّ بِكِسَائِهِ، وَأَمَّا الَّذِيْنَ صَامُوا فَلَمْ يَعْمَلُوا شَيْئًا، وَأَمَّا الَّذِيْنَ أَفْطَرُوا فَبَعَثُوا الرِّكَابَ وَامْتَهَنُوا وَعَالَجُوا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ذَهَبَ الْمُفْطِرُوْنَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ. رواه البخاري، باب فضل الخدمة في الغزو، رقم: ٢٨٩٠

১১৭. হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ছায়াতে ঐ ব্যক্তি ছিল যে তাহার নিজের চাদর দ্বারা ছায়া করিয়া লইয়াছিলেন। যাহারা রোযা রাখিয়াছিলেন তাহারা তো কিছু করিতে পারেন নাই। আর যাহারা রোযা রাখিয়াছিলেন না তাহারা সওয়ারীর

জানোয়ারসমূহকে (পানি পান করা ও চরিবার জন্য) পাঠাইলেন। এবং কষ্ট পরিশ্রম করিয়া খেদমতের কাজসমূহ সমাধা করিলেন। ইহা দেখিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যাহারা রোযা রাখে নাই আজ তাহারা সমস্ত সওয়াব লইয়া গেল। (বোখারী)

১১৮- عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ رَمَضَانَ، فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَلَا يَجِدُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ، يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ فَإِنَّ ذٰلِكَ حَسَنٌ، وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فَإِنَّ ذٰلِكَ حَسَنٌ. رواه مسلم، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان.....، رقم:٢٦١٨

১১৮. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন, আমরা রমযানের মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত যুদ্ধে গমন করিতাম। কোন কোন সাথী রোযা রাখিতেন, কোন কোন সাথী রোযা রাখিতেন না। রোযাদারগণ যাহারা রোযা রাখিতেন না তাহাদের প্রতি নারাজ হইতেন না। যাহারা রোযা রাখিতেন না তাহারা রোযাদারদের প্রতি নারাজ হইতেন না। সকলে মনে করিতেন, যে নিজের মধ্যে শক্তি অনুভব করিয়াছে সে রোযা রাখিয়াছে, তাহার জন্য এইরূপ করাই ঠিক আছে। আর যে নিজের মধ্যে দুর্বলতা অনুভব করিয়াছে এবং সে রোযা রাখে নাই, সেও ঠিক করিয়াছে। (মুসলিম)

১১৯- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ الْخَطْمِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَوْدِعَ الْجَيْشَ قَالَ: أَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيْمَ أَعْمَالِكُمْ. رواه أبوداود، باب في الدعاء عند الوداع، رقم:٢٦٠١

১১৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে খাতমী (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন লশকর রওয়ানা করিবার ইচ্ছা করিতেন তখন ইরশাদ করিতেন—

أَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيْمَ أَعْمَالِكُمْ،

অর্থ ঃ আমি তোমাদের দ্বীনকে, তোমাদের আমানতসমূহকে, তোমাদের আমলের পরিণামকে আল্লাহ তায়ালার সোপর্দ করিতেছি। (যাহার নিকট রক্ষিত বস্তু নষ্ট হয় না)। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ আমানত বলিতে পরিবার পরিজন, মালদৌলত, আসবাবপত্র বুঝায়। কেননা এই সব বস্তু আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে বান্দাদের নিকট আমানত স্বরূপ রাখা হইয়াছে। এমনিভাবে ঐ আমানতকেও বুঝায় যাহা সফরে গমনকারী ব্যক্তির নিকট লোকেরা রাখিয়াছে অথবা লোকদের নিকট সফরকারী ব্যক্তি রাখিয়াছে। এই সংক্ষিপ্ত বাক্যের মধ্যে কেমন ব্যাপক অর্থবোধক দোয়া করা হইয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের দ্বীনের পরিবার পরিজনের মালদৌলত হেফাজত করুন এবং তোমাদের আমলের পরিনাম উত্তম করুন।

(বযলুল মাজহুদ)

١٢٠- عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيْعَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَأُتِيَ بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ قَالَ: بِسْمِ اللّٰهِ، فَلَمَّا اسْتَوٰى عَلٰى ظَهْرِهَا قَالَ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ، ثُمَّ قَالَ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: اَللّٰهُ أَكْبَرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَكَ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ، ثُمَّ ضَحِكَ، فَقِيْلَ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ؟ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ ثُمَّ ضَحِكَ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ؟ قَالَ: إِنَّ رَبَّكَ تَعَالٰى يَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ: اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ، يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ غَيْرِيْ. رواه أبو داوٗد، باب ما يقول الرجل إذا ركب، رقم: ٢٦٠٢

১২০. হযরত আলী ইবনে রাবীয়াহ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত আলী (রাযিঃ)এর নিকট হাজির হইলাম। তাহার সম্মুখে সওয়ারীর জন্য একটি জানোয়ার আনা হইল। যখন তিনি নিজের পা রেকাবের মধ্যে রাখিলেন তখন বলিলেন, বিসমিল্লাহ। অতঃপর যখন সওয়ারীর পিঠে বসিয়া গেলেন তখন বলিলেন আলহামদুলিল্লাহ। অতঃপর বলিলেন—

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ.

অর্থ ঃ পবিত্র ঐ সত্তা যিনি এই সওয়ারীকে আমাদের অধীন করিয়া দিয়াছেন। যখন উহাকে অধীন করার শক্তি আমাদের ছিল না। নিঃসন্দেহে

আমরা আমাদের রবের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। অতঃপর তিনবার আলহামদুলিল্লাহ্ এবং তিনবার আল্লাহু আকবার বলার পর বলিলেন—

سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ

অর্থ ঃ আপনি পবিত্র। নিঃসন্দেহে আমি (নাফরমানী করিয়া) নিজের উপর বহু জুলুম করিয়াছি। আপনি আমাকে মাফ করিয়া দিন। আপনি ব্যতীত কেহ গুনাহসমূহ মাফ করিতে পারে না।

অতঃপর হযরত আলী (রাযিঃ) হাসিলেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি কি কারণে হাসিলেন? তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এইরূপ করিতে দেখিয়াছি, যেমন আমি করিলাম। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া পড়িলেন) অতঃপর হাসিলেন। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি কারণে হাসিলেন? তখন তিনি এরশাদ করিলেন, তোমাদের পরওয়ারদেগার আপন বান্দার প্রতি খুশী হন যখন সে বলে, 'আমার গুনাহসমূহ মাফ করিয়া দিন।' কারণ, বান্দা জানে যে, আমি ছাড়া গুনাহসমূহ ক্ষমাকারী কেহ নাই। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ লোহার তৈরী আংটাকে রেকাব বলে। যাহা ঘোড়ার পিঠে তৈরী গদীর উভয় দিকে ঝুলিতে থাকে। আরোহী উহার উপর পা রাখিয়া ঘোড়ার পিঠে আরোহন করে।

١٢١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا اسْتَوٰى عَلٰى بَعِيْرِهِ خَارِجًا إِلٰى سَفَرٍ، كَبَّرَ ثَلَاثًا، قَالَ: سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ، وَإِنَّا إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ، اللّٰهُمَّ! إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى، اللّٰهُمَّ! هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللّٰهُمَّ! إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ، وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيْهِنَّ: آئِبُوْنَ، تَائِبُوْنَ، عَابِدُوْنَ، لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ. رواه مسلم، باب استحباب الذكر إذا ركب دابته...، رقم:٣٢٧٥

১২১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরে যাওয়ার জন্য সওয়ারীর উপর বসিতেন তখন তিনবার আল্লাহু আকবার বলিতেন। অতঃপর এই দোয়া পড়িতেন—

سُبْحَانَ الَّذِى سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ، وَإِنَّا إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ، اَللّٰهُمَّ! إِنَّا نَسْأَلُكَ فِى سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى، اَللّٰهُمَّ! هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ، وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ، اَللّٰهُمَّ! إِنِّى أَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَالْاَهْلِ.

অর্থ ঃ পবিত্র সত্তা যিনি এই সওয়ারীকে আমার অধীন করিয়া দিয়াছেন। যখন আমাদের পক্ষে উহাকে অধীন করার ক্ষমতা ছিল না। নিঃসন্দেহে আমরা আমাদের পরওয়ারদেগারের দিকে ফিরিয়া যাইব। হে আল্লাহ ! আমরা আমাদের এই সফরে আপনার নিকট কল্যাণ ও তাকওয়া এবং এমন আমলের আবেদন করিতেছি যাহা দ্বারা আপনি সন্তুষ্ট হইবেন। হে আল্লাহ ! এই সফরকে আমাদের জন্য সহজ করিয়া দিন। আর ইহার দূরত্বকে আমাদের জন্য সংক্ষিপ্ত করিয়া দিন। হে আল্লাহ ! আপনিই এই সফরে আমাদের সঙ্গী আর আমাদের পরে আপনিই আমাদের পরিবার পরিজনের রক্ষক। হে আল্লাহ ! আমি আপনার নিকট সফরের কষ্ট হইতে, সফরে কোন কষ্টদায়ক দৃশ্য দেখা হইতে আর ফিরিয়া আসার পর ধনসম্পদ এবং পরিবার পরিজনের মধ্যে কোন কষ্টদায়ক বস্তু পাওয়া হইতে আশ্রয় চাহিতেছি।

আর যখন সফর হইতে ফিরিয়া আসিতেন তখন উক্ত দোয়াই পড়িতেন এবং এই শব্দগুলি বেশী বলিতেন—

آئِبُوْنَ، تَائِبُوْنَ، عَابِدُوْنَ، لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ

অর্থ ঃ আমরা সফর হইতে প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, এবাদতকারী এবং আপন পরওয়ারদেগারের প্রশংসাকারী। (মুসলিম)

١٢٢- عَنْ صُهَيْبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمْ يَرَ قَرْيَةً يُرِيْدُ دُخُوْلَهَا إِلَّا قَالَ حِيْنَ يَرَاهَا: اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَمَا اَظْلَلْنَ، وَرَبَّ الْاَرْضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ، وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا اَضْلَلْنَ،

وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ فَإِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا، وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا، وَشَرِّ مَا فِيْهَا. رواه الحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبى ٢/ ١٠٠

১২২. হযরত সোহাইব (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন বস্তি বা এলাকায় প্রবেশের ইচ্ছা করিতেন তখন সেই বস্তি বা এলাকা দেখা গেলে এই দোয়া পড়িতেন—

اللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ، وَرَبَّ الْأَرْضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ، وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا أَضْلَلْنَ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ فَإِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا، وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا، وَشَرِّ مَا فِيْهَا

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! যিনি সাত আসমান এবং ঐ সকল বস্তুর রব যাহার উপর সাত আসমান ছায়া করিয়া আছে। আর যিনি সাত জমিন এবং ঐ সকল বস্তুর রব যাহা সাত জমিন ধারণ করিয়া আছে। আর যিনি সমস্ত শয়তানদের এবং যাহাদেরকে শয়তানরা গোমরাহ করিয়াছে তাহাদের রব। আর যিনি সমস্ত বাতাস ও বাতাস যে সকল জিনিস উড়াইয়াছে উহার রব। আমরা আপনার নিকট এই বস্তির কল্যাণ এবং বস্তিবাসীদের কল্যাণ কামনা করিতেছি। আর আপনার নিকট এই বস্তির অকল্যাণ এবং বস্তিবাসীদের অকল্যাণ আর এই বস্তিতে যাহাকিছু আছে উহার অকল্যাণ হইতে আশ্রয় চাহিতেছি। (মুসতাদরাকে হাকেম)

١٢٣- عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيْمٍ السُّلَمِيَّةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا تَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ: أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتّٰى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ

১২৩. হযরত খাওলাহ বিনতে হাকীহ সুলামিয়্যাহ (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি কোন জায়গায় অবতরণ করিয়া

পড়িবে, অর্থাৎ, 'আমি আল্লাহ তায়ালার (উপকারী ও শেফাদানকারী) সমস্ত কলেমা দ্বারা তাহার সকল মাখলুকের অপকারিতা হইতে পানাহ চাহিতেছি।' তবে সেই জায়গা ছাড়িয়া যাওয়া পর্যন্ত কোন বস্তু তাহার ক্ষতি করিবে না। (মুসলিম)

١٢٤- عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! هَلْ مِنْ شَيْءٍ نَقُوْلُهُ فَقَدْ بَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ، قَالَ: نَعَمْ! اللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا وَآمِنْ رَوْعَاتِنَا قَالَ: فَضَرَبَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ وُجُوْهَ أَعْدَائِهِ بِالرِّيْحِ، فَهَزَمَهُمُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ بِالرِّيْحِ. رواه أحمد ٣/٣

১২৪. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন আমরা আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই সময় পড়িবার জন্য কি কোন দোয়া আছে যাহা আমরা পড়িব? কেননা কলিজা কণ্ঠাগত হইয়া গিয়াছে অর্থাৎ অত্যন্ত ভীতিকর পরিস্থিতি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, হাঁ, এই দোয়া পড়—

اللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا وَآمِنْ رَوْعَاتِنَا،

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! (দুশমনের মোকাবিলায়) আমাদের যে সব দুর্বলতা রহিয়াছে উহার উপর পর্দা ফেলিয়া দিন এবং আমাদেরকে ভয়ের বস্তুসমূহ হইতে নিরাপত্তা দান করুন।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন, (আমরা এই দোয়া পড়িতে শুরু করিয়া দিলাম। উহার বরকতে) আল্লাহ তায়ালা প্রবল বাতাস পাঠাইয়া দুশমনদের মুখ ফিরাইয়া দিলেন। (আর এমনিভাবে) আল্লাহ তায়ালা তাহাদেরকে বাতাস দ্বারা পরাজিত করিলেন। (মুসনাদে আহমাদ)

١٢٥- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ دَعَاهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ، كُلُّ خَزَنَةِ بَابٍ: أَيْ فُلُ هَلُمَّ، قَالَ أَبُوْبَكْرٍ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! ذَاكَ الَّذِيْ لَا تَوَى عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنِّي لَأَرْجُوْ أَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ. رواه البخاري، باب فضل النفقة في سبيل الله، رقم: ٢٨٤١

১২৫. হযরত আবু হোরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন জিনিসের জোড়া (যেমন দুইটি ঘোড়া, দুইটি কাপড়, দুইটি দেরহাম, দুইজন গোলাম ইত্যাদি) আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় খরচ করিবে, তাহাকে জান্নাতের দ্বাররক্ষীগণ আহবান করিবে, (জান্নাতের) প্রত্যেক দ্বাররক্ষী (নিজের দিকে আহবান করিবে) হে অমুক! এই দরজা দিয়া আস। (ইহাতে) হযরত আবু বকর (রাযিঃ) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তবে তো ঐ ব্যক্তির কোন ভয় থাকিবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমি পূর্ণ আশা রাখি যে, তুমিও তাহাদের মধ্য হইতে হইবে। (যাহাদেরকে প্রত্যেক দরজা হইতে আহবান করা হইবে।) (বোখারী)

١٢٦- عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَفْضَلُ دِيْنَارٍ دِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلٰى عِيَالِهِ، وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلٰى فَرَسِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلٰى أَصْحَابِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده صحيح ١٠/٥٠٣

১২৬. হযরত সওবান (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, উত্তম দীনার হইল যাহা মানুষ নিজের পরিবার পরিজনের উপর খরচ করে। আর ঐ দীনার উত্তম যাহা মানুষ আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় নিজের ঘোড়ার উপর খরচ করে। আর ঐ দীনার উত্তম যাহা মানুষ আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় নিজের সঙ্গীদের উপর খরচ করে। (দীনার স্বর্ণমুদ্রার নাম) (ইবনে হাব্বান)

١٢٧- وَيُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مَشُوْرَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ. رواه الترمذي، باب ما جاء في المشورة، رقم: ١٧١٤

১২৭. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা অধিক নিজের সাথীদের সহিত পরামর্শ করিতে আমি কাহাকেও দেখি নাই। অর্থাৎ তিনি অত্যাধিক পরিমাণে পরামর্শ করিতেন। (তিরমিযী)

١٢٨- عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنْ نَزَلَ بِنَا أَمْرٌ لَيْسَ فِيْهِ بَيَانُ أَمْرٍ وَلَا نَهْيٍ فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: شَاوِرُوا فِيْهِ الْفُقَهَاءَ وَالْعَابِدِيْنَ، وَلَا تُمْضُوا فِيْهِ رَأْيَ خَاصَّةٍ. رواه الطبراني في الأوسط

১২৮. হযরত আলী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি এমন কোন বিষয় আমাদের সম্মুখে আসিয়া পড়ে যাহা করা অথবা না করার ব্যাপারে আপনার পক্ষ হইতে আমাদের জন্য সুস্পষ্ট কোন নির্দেশ না থাকে তবে সেই ব্যাপারে আপনি আমাদেরকে কি হুকুম করেন? তিনি এরশাদ করিলেন, এমতাবস্থায় দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞানী ও এবাদতগুজার লোকদের সহিত পরামর্শ করিবে। আর কাহারো ব্যক্তিগত মতামতের উপর ফয়সালা করিবে না। (তাবরানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

١٢٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ الآية، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَمَا إِنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ غَنِيَّانِ عَنْهُمَا وَلٰكِنْ جَعَلَهَا اللّٰهُ رَحْمَةً لِأُمَّتِيْ، فَمَنْ شَاوَرَ مِنْهُمْ لَمْ يَعْدَمْ رُشْدًا، وَمَنْ تَرَكَ الْمَشْوْرَةَ مِنْهُمْ لَمْ يَعْدَمْ عَنَاءً. رواه البيهقى ٧٦/٦

১২৯. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, যখন এই আয়াত নাযিল হইল وَشَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ 'এবং তাহাদের সহিত গুরুত্বপূর্ণ কাজে পরামর্শ করিতে থাকুন।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আল্লাহ তায়ালা এবং তাহার রসূলের জন্য তো পরামর্শের প্রয়োজন নাই, তবে আল্লাহ তায়ালা ইহাকে আমার উম্মতের জন্য রহমতের বস্তু বানাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি পরামর্শ করে সে সোজা পথের উপর থাকে। আর আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি পরামর্শ করে না সে চিন্তাযুক্ত থাকে। (বায়হাকী)

١٣٠- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: حَرْسُ لَيْلَةٍ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ لَيْلَةٍ يُقَامُ لَيْلُهَا وَيُصَامُ نَهَارُهَا. رواه أحمد ٦١/١

১৩০. হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় এক রাত্রি পাহারা দেওয়া ঐরূপ হাজার রাত্রির চেয়ে উত্তম যাহাতে রাতভর দাঁড়াইয়া আল্লাহ তায়ালার এবাদত করা হয় এবং দিনে রোযা রাখা হয়। (মুসনাদে আহমাদ)

١٣١- عَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ (يَوْمَ حُنَيْنٍ): مَنْ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ؟ قَالَ أَنَسُ بْنُ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيُّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا: أَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ: فَارْكَبْ، فَرَكِبَ فَرَسًا لَهُ وَجَاءَ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اسْتَقْبِلْ هٰذَا الشِّعْبَ حَتّٰى تَكُوْنَ فِي أَعْلَاهُ، وَلَا نُغَرَّنَّ مِنْ قِبَلِكَ اللَّيْلَةَ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلٰى مُصَلَّاهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ أَحْسَسْتُمْ فَارِسَكُمْ؟ قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا أَحْسَسْنَاهُ، فَثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ، فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّي وَهُوَ يَتَلَفَّتُ إِلَى الشِّعْبِ حَتّٰى إِذَا قَضٰى صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَبْشِرُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ فَارِسُكُمْ، فَجَعَلْنَا نَنْظُرُ إِلٰى خِلَالِ الشَّجَرِ فِي الشِّعْبِ فَإِذَا هُوَ قَدْ جَاءَ حَتّٰى وَقَفَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَلَّمَ وَقَالَ: إِنِّي انْطَلَقْتُ حَتّٰى كُنْتُ فِي أَعْلٰى هٰذَا الشِّعْبِ حَيْثُ أَمَرَنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ اطَّلَعْتُ الشِّعْبَيْنِ كِلَيْهِمَا، فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: هَلْ نَزَلْتَ اللَّيْلَةَ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا مُصَلِّيًا أَوْ قَاضِيًا حَاجَةً، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: قَدْ أَوْجَبْتَ، فَلَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تَعْمَلَ بَعْدَهَا. رواه أبوداود، باب في فضل الحرس في سبيل الله عزوجل، رقم: ٢٥٠١

১৩১. হযরত সাহল ইবনে হানযালিয়্যাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হোনাইনের যুদ্ধের দিন) এরশাদ করিলেন, আজ রাত্রে আমাদের পাহারা কে দিবে? হযরত আনাস আবি মারছাদ গানাবী (রাযিঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি (পাহারা দিব) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, সওয়ার হও। সুতরাং তিনি তাহার ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে এরশাদ করিলেন, সামনে ঐ গিরিপথের দিকে চলিয়া যাও এবং গিরিপথের সবচেয়ে উঁচু জায়গায় পৌঁছিয়া যাও। (সেখানে পাহারা দিবে এবং অত্যন্ত সতর্ক থাকিবে) এমন যেন না হয় যে,

তোমার অসতর্কতা ও উদাসীনতার কারণে আজ রাত্রে আমরা দুশমনের ধোকায় পড়িয়া যাই। (হযরত সাহাল (রাযিঃ) বলেন) যখন সকাল হইল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের নামাযের স্থানে গেলেন। এবং দুই রাকাত ফজরের সুন্নত পড়িলেন। অতঃপর তিনি এরশাদ করিলেন, তোমরা কি তোমাদের ঘোড় সওয়ারের খবর পাইয়াছ? সাহবা (রাযিঃ) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তো তাহার কোন খবর পাই নাই। অতঃপর (ফজরের) নামাযের একামত হইল। নামাযের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনোযোগ গিরিপথের দিকে রহিল। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করিয়া সালাম ফিরাইলেন, তখন এরশাদ করিলেন, তোমাদের জন্য সুসংবাদ হউক, তোমাদের ঘোড়সওয়ার আসিয়া গিয়াছে। আমরা গিরিপথের দিকে গাছের ফাঁকে দেখিতে লাগিলাম যে, আনাস ইবনে আবি মারসাদ (রাযিঃ) আসিতেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া সালাম করিলেন এবং আরয করিলেন যে, আমি (এখান হইতে) চলিলাম এবং চলিতে চলিতে ঐ গিরিপথের সবচেয়ে উঁচু স্থানে পৌঁছিয়া গেলাম, যেখানে যাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে হুকুম দিয়াছিলেন। (আমি সারারাত্রি সেখানে পাহারারত রহিয়াছে) সকাল হওয়ার পর আমি উভয় পাহাড়ের উপর উঠিয়া দেখিয়াছি। কোন লোক আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাত্রে তুমি তোমার সওয়ারী হইতে নীচে নামিয়াছিলে কিনা? তিনি বলিলেন, না। শুধু নামায পড়া ও মানবিক প্রয়োজনের জন্য নামিয়াছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, তুমি (আজ রাত্রে পাহারা দিয়া আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে নিজের জন্য জান্নাত) ওয়াজিব করিয়া লইয়াছ। সুতরাং (পাহারার) এই আমলের পরে তুমি যদি কোন (নফল) আমল নাও কর তবে তোমার কোন ক্ষতি নাই। (আবু দাউদ)

١٣٢- عَنِ ابْنِ عَائِذٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي جَنَازَةِ رَجُلٍ، فَلَمَّا وُضِعَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا تُصَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَإِنَّهُ رَجُلٌ فَاجِرٌ، فَالْتَفَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلَى النَّاسِ فَقَالَ: هَلْ رَآهُ أَحَدٌ مِنْكُمْ عَلٰى عَمَلِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ يَا رَسُوْلَ

اللّٰهِ، حَرَسَ لَيْلَةً فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ، فَصَلّٰى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَحَثٰى التُّرَابَ عَلَيْهِ وَقَالَ: أَصْحَابُكَ يَظُنُّونَ أَنَّكَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. (الحديث) رواه البيهقى فى شعب الإيمان ٤/٤٣

১৩২. হযরত ইবনে আয়েয (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির জানাযা পড়ার জন্য বাহিরে আসিলেন। যখন জানাযা রাখা হইল তখন ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তাহার জানাযার নামায পড়িবেন না। কেননা এই ব্যক্তি একজন ফাসেক লোক ছিল। (ইহা শুনিয়া) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, তোমাদের মধ্যে কেহ কি এই ব্যক্তিকে ইসলামের কোন কাজ করিতে দেখিয়াছে? এক ব্যক্তি আরজ করিল, জ্বি হাঁ, ইয়া রাসুলাল্লাহ! সে এক রাত্রি আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় পাহারা দিয়াছে। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার জানাযার নামায পড়াইলেন এবং তাহার কবরের উপর মাটিও দিলেন। অতঃপর (মৃত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া) বলিলেন, তোমার সাথীদের ধারণা তুমি দোযখী, আর আমি এই সাক্ষ্য দিতেছি যে, তুমি জান্নাতী। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, হে ওমর, তোমার নিকট লোকদের বদআমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইতেছে না বরং নেক আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইতেছে। (বায়হাকী)

١٣٣- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ جُمْهَانَ قَالَ: سَأَلْتُ سَفِيْنَةَ عَنِ اسْمِهِ، فَقَالَ: إِنِّي مُخْبِرُكَ بِاسْمِي، سَمَّانِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَفِيْنَةَ، قُلْتُ: لِمَ سَمَّاكَ سَفِيْنَةَ؟ قَالَ: خَرَجَ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ، فَثَقُلَ عَلَيْهِمْ مَتَاعُهُمْ، فَقَالَ: ابْسُطْ كِسَاءَكَ، فَبَسَطْتُهُ، فَجَعَلَ فِيْهِ مَتَاعَهُمْ ثُمَّ حَمَلَهُ عَلَيَّ، فَقَالَ: احْمِلْ مَا أَنْتَ إِلَّا سَفِيْنَةٌ، قَالَ: فَلَوْ حَمَلْتُ يَوْمَئِذٍ وِقْرَ بَعِيْرٍ أَوْ بَعِيْرَيْنِ أَوْ خَمْسَةٍ أَوْ سِتَّةٍ، مَا ثَقُلَ عَلَيَّ. حلية الأولياء ١/٣٦٩ وذكره فى الإصابة بنحوه ٢/٢٥٨

১৩৩. হযরত সাঈদ ইবনে জুমহান (রহঃ) বলেন, আমি হযরত সাফীনা (রাযিঃ)এর নিকট তাহার নাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম (যে,

এই নাম কে রাখিয়াছে?) তিনি বলিলেন, আমি তোমাকে আমার নামের ব্যাপারে বলিতেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নাম সাফীনা রাখিয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার নাম সাফীনা কেন রাখিয়াছেন? তিনি বলিলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে গেলেন। তাঁহার সহিত সাহাবা (রাযিঃ)ও ছিলেন। তাহাদের সামানপত্র তাহাদের জন্য ভারী হইয়া গিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এরশাদ করিলেন, তোমার চাদর বিছাও। আমি বিছাইয়া দিলাম। তিনি ঐ চাদরের মধ্যে সাহাবাদের সামানপত্র বাঁধিয়া আমার উপর উঠাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, তুমি বহণ কর, তুমি তো সাফীনা অর্থাৎ তুমি তো নৌকা। হযরত সাফীনা (রাযিঃ) বলেন, যদি ঐ দিন এক দুইটি নয় বরং পাঁচ, ছয় উটের বোঝাও উঠাইয়া লইতাম উহা আমার জন্য ভারী হইত না। (হিলইয়া–এসাবাহ)

١٣٤-عَنْ أَحْمَرَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا فِي غَزَاةٍ فَجَعَلْتُ أُعَبِّرُ النَّاسَ فِي وَادٍ أَوْ نَهْرٍ، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا كُنْتَ فِي هٰذَا الْيَوْمِ إِلَّا سَفِينَةً. الإصابة ٢٣/١

১৩৪. হযরত উম্মে সালামা (রাযিঃ)এর আজাদকৃত গোলাম হযরত আহমার (রাযিঃ) বলেন, আমরা এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত ছিলাম। (একটি নিম্নভূমি অথবা নদীর উপর দিয়া আমরা অতিক্রম করিলাম) তখন আমি লোকদেরকে নিম্নভূমি অথবা নদী পার করাইতে লাগিলাম। ইহা দেখিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এরশাদ করিলেন, তুমি তো আজ সাফীনা (নৌকা) হইয়া গিয়াছ। (এসাবাহ)

١٣٥-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا يَوْمَ بَدْرٍ كُلُّ ثَلَاثَةٍ عَلٰى بَعِيْرٍ، قَالَ: فَكَانَ أَبُوْلُبَابَةَ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ زَمِيْلَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: فَكَانَتْ إِذَا جَاءَتْ عُقْبَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَا: نَحْنُ نَمْشِيْ عَنْكَ، قَالَ: مَا أَنْتُمَا بِأَقْوٰى مِنِّيْ وَمَا أَنَا بِأَغْنٰى عَنِ الْأَجْرِ مِنْكُمَا. رواه البغوى فى شرح السنة، قال المحقق: إسناده حسن ٣٥/١١

১৩৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, বদরের যুদ্ধের দিন আমাদের অবস্থা এই ছিল যে, আমাদের প্রতি তিনজনের জন্য একটি

মাত্র উট ছিল, যাহার উপর আমরা পালাক্রমে সওয়ার হইতাম। হযরত আবু লুবাবাহ এবং হযরত আলী (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটের সফরসঙ্গী ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পায়দল চলিবার পালা আসিত, তখন হযরত আবু লুবাবাহ এবং হযরত আলী (রাযিঃ) আরয করিতেন, আপনার পরিবর্তে আমরা পায়দল চলিব। (আপনি উটের উপর সওয়ার থাকুন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিতেন, তোমরা উভয়ে আমার চেয়ে বেশী শক্তিশালী নও। আর আমি আজর ও সওয়াবের ব্যাপারে তোমাদের চেয়ে কম মুখাপেক্ষী নই। (শরহুস সুন্নাহ)

١٣٦- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: سَيِّدُ الْقَوْمِ فِي السَّفَرِ خَادِمُهُمْ، فَمَنْ سَبَقَهُمْ بِخِدْمَةٍ لَمْ يَسْبِقُوهُ بِعَمَلٍ إِلَّا الشَّهَادَةَ. رواه البيهقي في شعب الإيمان ٦/٣٣٤

১৩৬. হযরত সাহ্ল ইবনে সা'দ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সফরের মধ্যে জামাতের জিম্মাদার হইল তাহাদের খাদেম স্বরূপ। যে ব্যক্তি খেদমত করার ব্যাপারে সাথীদের চাইতে অগ্রগামী হইয়াছে, তাহার সঙ্গীগণ শাহাদৎবরণ করা ব্যতীত অন্য কোন আমল দ্বারা তাহার চাইতে অগ্রগামী হইতে পারিবে না। অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা বড় আমল হইল শহীদ হওয়া। উহার পরে হইল খেদমত। (বায়হাকী)

١٣٧-عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: الْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ. (وهو بعض الحديث) رواه عبد الله بن أحمد والبزار والطبراني ورجالهم ثقات، مجمع الزوائد ٥/٩٢

১৩৭. হযরত নো'মান ইবনে বশীর (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জামাতের (সহিত মিলিয়া থাকা) রহমত। আর জামাত হইতে পৃথক হওয়া আযাব। (মুসনাদে আহমাদ, বাযযার, তাবরানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٣٨-عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ، مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ. رواه البخاري، باب السير وحده، رقم:٢٩٩٨

১৩৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যদি লোকেরা একাকী সফর করার মধ্যে নিহিত ঐ সকল (দ্বীনি ও দুনিয়াবী) ক্ষতিসমূহ জানিতে পারে যাহা আমি জানি, তবে কোন আরোহী রাত্রিবেলায় একাকী সফর করার সাহস করিবে না। (বোখারী)

١٣٩- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ، فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ. رواه أبوداؤد، باب فى الدلجة، رقم:٢٥٧١

১৩৯. হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা যখন সফর কর তখন সফরের কিছু অংশ রাত্রেও করিও। কেননা রাত্রিবেলায় জমিনকে গুটাইয়া দেওয়া হয়। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ যখন তুমি কোন সফরের উদ্দেশ্যে ঘর হইতে বাহির হও তখন শুধু দিনে চলার উপর ক্ষান্ত হইও না, বরং কিছু রাত্রেও চলিও। কেননা রাত্রে দিনের মত বাধা বিপত্তি থাকে না। সুতরাং সহজে দ্রুত পথ অতিক্রম হইয়া যায়। জমিন গুটাইয়া দেওয়া হয় দ্বারা ইহাই বুঝানো হইয়াছে। (মুজাহিরে হক)

١٤٠- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ. رواه الترمذى وقال: حديث عبد الله بن عمرو أحسن، باب ما جاء فى كراهية أن يسافر وحده، رقم:١٦٧٤

১৪০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, একজন আরোহী একটি শয়তান, দুইজন আরোহী দুইটি শয়তান, আর তিনজন আরোহী হইল জামাত। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ হাদীসে আরোহী দ্বারা মুসাফির বুঝানো হইয়াছে। অর্থাৎ একাকী সফর করে অথবা দুইজন সফর করে, শয়তান তাহাদেরকে অত্যন্ত সহজে মন্দ কাজে লিপ্ত করিতে পারে। এই কথা স্পষ্টভাবে বুঝাইবার জন্যে একাকী সফরকারী বা দুইজন সফরকারীকে শয়তান বলিয়াছেন। এইজন্য সফরে কমপক্ষে তিনজন হওয়া চাই। যাহাতে শয়তান হইতে নিরাপদ থাকিতে পারে। আর জামাতের সহিত নামায আদায় ও অন্যান্য

কাজে একে অন্যের সাহায্যকারী হইতে পারে। (মোযাহেরে হক)

١٤١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اَلشَّيْطَانُ يَهُمُّ بِالْوَاحِدِ وَالإِثْنَيْنِ، فَإِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً لَمْ يَهُمَّ بِهِمْ. رواه البزار وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف وقد وثق، مجمع الزوائد ٩١/٣٤

১৪১. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, শয়তান একজন এবং দুইজনের সহিত খারাপ এরাদা করে অর্থাৎ ক্ষতি করিতে চায়। কিন্তু যখন তিনজন হয় তখন তাহাদের সহিত খারাপ এরাদা করে না।

(বাযযার, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

١٤٢- عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ. قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اثْنَانِ خَيْرٌ مِنْ وَاحِدٍ، وَثَلَاثٌ خَيْرٌ مِنِ اثْنَيْنِ، وَأَرْبَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ، فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ لَنْ يَجْمَعَ أُمَّتِي إِلَّا عَلٰى هُدًى. رواه أحمد ١٤٥/٥

১৪২. হযরত আবু যার (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এক ব্যক্তি হইতে দুইজন উত্তম, দুইজন হইতে তিনজন উত্তম, তিনজন হইতে চারজন উত্তম। অতএব তোমাদের জন্য জামাত (এর সহিত জুড়িয়া থাকা) জরুরী। কেননা আল্লাহ তায়ালা আমার উম্মতকে হেদায়েতের উপরই একত্রিত করিবেন। অর্থাৎ সমস্ত উম্মত গোমরাহীর উপর কখনও একত্রিত হইতে পারে না। সুতরাং যে ব্যক্তি জামাতের সহিত জুড়িয়া থাকিবে গোমরাহী হইতে নিরাপদ থাকিবে। (মুসনাদে আহমাদ)

١٤٣-عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْحٍ الْأَشْجَعِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ يَدَ اللّٰهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ يَرْكُضُ. (وهو بعض الحديث) رواه النسائي، باب قتل من فارق الجماعة...، رقم:٤٠٢٥

১৪৩. হযরত আরফাজা ইবনে শুরাইহ আশজায়ী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার হাত জামাতের উপর থাকে। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার

বিশেষ সাহায্য জামাতের সহিত থাকে। সুতরাং যে ব্যক্তি জামাত হইতে পৃথক হইয়া যায়, তাহার সহিত শয়তান থাকে এবং তাহাকে উস্কানী দিতে থাকে। (নাসায়ী)

١٤٣- عَنْ اَبِى وَائِلٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَنَّ عُمَرَ اسْتَعْمَلَ بِشْرَ بْنَ عَاصِمٍ عَلٰى صَدَقَاتِ هَوَازِنَ فَتَخَلَّفَ بِشْرٌ فَلَقِيَهُ عُمَرُ، فَقَالَ: مَاخَلَّفَكَ، اَمَا لَنَا عَلَيْكَ سَمْعٌ وَطَاعَةٌ، قَالَ: بَلٰى! وَلٰكِنْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ وُلِّىَ مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا اُتِىَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يُوْقَفَ عَلٰى جَسْرِ جَهَنَّمَ. (الحديث) اخرجه البخارى من طريق سويد، الإصابة ١/ ١٥٢

১৪৪. হযরত আবু ওয়ায়েল (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাযিঃ) হযরত বিশর ইবনে আসেম (রাযিঃ)কে হাওয়াযেন (গোত্রের) সদকা (উসুল করার জন্য) আমেল নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু হযরত বিশর গেলেন না। তাহার সহিত হযরত ওমর (রাযিঃ)এর সাক্ষাত হইলে হযরত ওমর (রাযিঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি গেলে না কেন? আমার আদেশ শোনা এবং মানা তোমার জন্য জরুরী নয় কি? হযরত বিশর (রাযিঃ) আরয করিলেন, নিশ্চয়ই জরুরী। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যাহাকে মুসলমানদের কোন কাজের জিম্মাদার বানানো হইয়াছে, তাহাকে কেয়ামতের দিন জাহান্নামের পুলের উপর আনিয়া দাঁড় করানো হইবে। (যদি জিম্মাদারীকে সঠিকভাবে আঞ্জাম দিয়া থাকে তবে নাজাত হইবে আর না হয় দোযখের আগুন হইবে)। (ইসাবাহ)

١٤٤- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ اَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ بَنِىْ عَمِّىْ، فَقَالَ اَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اَمِّرْنَا عَلٰى بَعْضِ مَا وَلَّاكَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ، وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَ ذٰلِكَ، فَقَالَ: اِنَّا وَاللّٰهِ لَا نُوَلِّىْ عَلٰى هٰذَا الْعَمَلِ اَحَدًا سَأَلَهُ، وَلَا اَحَدًا حَرِصَ عَلَيْهِ. رواه مسلم، باب النهى عن طلب الإمارة والحرص عليها، رقم: ٤٧١٧

১৪৪. হযরত আবু মূসা (রাযিঃ) বলেন, আমি এবং আমার দুই চাচাত ভাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হই। তাহাদের মধ্য হইতে একজন আরয করিল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা আপনাকে যে সকল এলাকার শাসনকর্তা বানাইয়াছেন

আমাদেরকে উহার মধ্য হইতে কোন এলাকার আমীর নিযুক্ত করিয়া দিন। অপর ব্যক্তিও অনুরূপ খাহেশ জাহির করিল। তিনি এরশাদ করিলেন, আল্লাহর কসম! আমরা এই সকল বিষয়ে এমন কোন ব্যক্তিকেই জিম্মাদার বানাইব না যে জিম্মাদারী চায় অথবা উহার খাহেশ রাখে। (মুসলিম)

١٤٥ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَخَلَّفُ فِي الْمَسِيْرِ فَيُزْجِي الضَّعِيْفَ وَيُرْدِفُ وَيَدْعُوْ لَهُمْ. رواه أبو داوُد، باب لزوم الساقة، رقم:٢٦٣٩

১৪৫. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বিনয় প্রকাশ এবং অন্যদের সাহায্য ও খোঁজখবর নেওয়ার জন্য) কাফেলার পিছনে চলিতেন। সুতরাং তিনি দুর্বলের (সওয়ারী)কে হাঁকাইতেন। আর যে ব্যক্তি পায়দল চলিত তাহাকে নিজের পিছনে সওয়ার করিয়া লইতেন। আর (কাফেলার) লোকদের জন্য দোয়া করিতে থাকিতেন। (আবু দাউদ)

١٤٦ - عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ. رواه أبو داوُد، باب في القوم يسافرون ...، رقم:٢٦٠٨

১৪৬. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন তিন ব্যক্তি সফরে বাহির হইবে তখন নিজেদের মধ্য হইতে কোন একজনকে আমীর বানাইয়া লইবে। (আবু দাউদ)

١٤٧ - عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَاسْتَذَلَّ الْإِمَارَةَ، لَقِيَ اللّٰهَ وَلَا وَجْهَ لَهُ عِنْدَهُ. رواه أحمد ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ٥/٤٠١

১৪৭. হযরত হোযায়ফা (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি মুসলমানদের জামাত হইতে পৃথক হইল এবং আমীরের আমীরীকে তুচ্ছ মনে করিল, তবে সে আল্লাহ তায়ালার সহিত এমন অবস্থায় মিলিত হইবে যে, আল্লাহ তায়ালার নিকট তাহার কোন মর্যাদা থাকিবে না। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টি হইতে পড়িয়া যাইবে।

(মুসনাদে আহমাদ, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

١٤٨- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللّٰهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ، أَحَفِظَ أَمْ ضَيَّعَ. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده صحيح على شرطهما ١٠/٣٤٤

১৪৮. হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক দায়িত্বপ্রাপ্তকে তাহার উপর ন্যস্ত দায়িত্বসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবেন। সে তাহার দায়িত্ব পালন করিয়াছে নাকি নষ্ট করিয়াছে। অর্থাৎ দায়িত্ব পূর্ণরূপে আদায় করিয়াছে কিনা। (ইবনে হাব্বান)

١٤٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اَلْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِيْ أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِيْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِيْ مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِيْ مَالِ أَبِيْهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. رواه البخاري، باب الجمعة في القرى والمدن، رقم: ٨٩٣

১৪৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি—তোমরা সকলে জিম্মাদার, তোমাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে তাহার রাইয়ত (অধীনস্থদের) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে। শাসনকর্তা একজন জিম্মাদার, তাহাকে তাহার প্রজাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে। মানুষ তাহার পরিবার পরিজনের জিম্মাদার, তাহাকে তাহার পরিবার পরিজন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে। স্ত্রীলোক তাহার স্বামীর ঘরের জিম্মাদার, তাহাকে তাহার ঘরে বসবাসকারী সন্তান ইত্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে। কর্মচারী তাহার মালিকের ধনসম্পদের জিম্মাদার, তাহাকে মালিকের মালসম্পদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হইবে। সন্তান তাহার পিতার সম্পদের জিম্মাদার, তাহাকে পিতার সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে। তোমরা প্রত্যেকে জিম্মাদার, প্রত্যেকের নিকট তাহার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে। (বোখারী)

١٥٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا يَسْتَرْعِي اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى عَبْدًا رَعِيَّةً قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ إِلَّا سَأَلَهُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَقَامَ فِيْهِمْ أَمْرَ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى أَمْ أَضَاعَهُ حَتّٰى يَسْأَلَهُ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ خَاصَّةً. رواه أحمد ٢/١٥

১৫০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা যাহাকেই কোন অধীনস্থের জিম্মাদার বানান, অধীনস্থরা সংখ্যায় বেশী হউক বা কম হউক, আল্লাহ তায়ালা তাহার অধীনস্থদের সম্পর্কে তাহাকে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করিবেন। সে তাহাদের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার হুকুম কায়েম করিয়াছিল, না নষ্ট করিয়াছিল। এমনকি তাহাকে বিশেষভাবে তাহার ঘরের লোকদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিবেন।
(মুসনাদে আহমাদ)

١٥١- عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ! إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيْفًا، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، لَا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيْمٍ. رواه مسلم، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة، رقم: ٤٧٢٠

১৫১. হযরত আবু যার (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (দয়াপরবশ হইয়া হযরত আবু যার (রাযিঃ)কে) এরশাদ করিলেন, হে আবু যার! আমি তোমাকে দুর্বল মনে করিতেছি। (তুমি আমীরের জিম্মাদারীকে পুরা করিতে পারিবে না) আমি তোমার জন্য উহা পছন্দ করিতেছি যাহা নিজের জন্য পছন্দ করিতেছি। তুমি দুইজন লোকের উপরও কখনও আমীর হইও না। আর কোন এতীমের মালের জিম্মাদারী গ্রহণ করিও না। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু যার (রাযিঃ)কে যাহা এরশাদ করিয়াছেন, উহার উদ্দেশ্য হইল যদি আমি তোমার মত দুর্বল হইতাম তবে দুইজনের উপরও কখনও আমীর হইতাম না।

١٥٢- عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي؟ قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلٰى مَنْكِبِي، ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ! إِنَّكَ ضَعِيْفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيْهَا. رواه مسلم، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة،

১৫২. হযরত আবু যার (রাযিঃ) বলেন, আমি আরয করিলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে আমীর কেন বানান না? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাঁধের উপর হাত মারিয়া এরশাদ করিলেন, হে আবু যার! তুমি দুর্বল। আর আমীর হওয়া একটি আমানত। (উহার সহিত বান্দাদের হকসমূহ জড়িত রহিয়াছে।) আর (আমীর হওয়া) কেয়ামতের দিন অপমান ও লজ্জার কারণ হইবে। কিন্তু যে ব্যক্তি আমীরীর দায়িত্বকে সঠিকরূপে গ্রহণ করিয়াছে এবং উহার জিম্মাদারীসমূহকে আদায় করিয়াছে। (তবে এইরূপ আমীর হওয়া কেয়ামতের দিন অপমান ও লজ্জার কারণ হইবে না)। (মুসলিম)

١٥٣- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ (لِي) النَّبِيُّ ﷺ: يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ سَمُرَةَ: لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوْتِيْتَهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوْتِيْتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا. (الحديث) رواه البخاري،

১৫৩. হযরত আবদুর রহমান ইবনে সামুরা (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এরশাদ করিলেন, হে আবদুর রহমান ইবনে সামুরা! আমীর হইতে চাহিও না। যদি তোমার চাওয়ার কারণে তোমাকে আমীর বানাইয়া দেওয়া হয় তবে তুমি উহার সোপর্দ হইয়া যাইবে। (আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে তোমার কোন সাহায্য ও পথপ্রদর্শন করা হইবে না) আর যদি তোমার চাওয়া ব্যতীত তোমাকে আমীর বানাইয়া দেওয়া হয় তখন উহাতে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে তোমাকে সাহায্য করা হইবে। (বোখারী)

١٥٤- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُوْنَ عَلَى الْإِمَارَةِ، وَسَتَكُوْنُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ. رواه البخاري، باب ما يكره من الحرص على الإمارة،

১৫৪. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এমন এক সময় আসিবে যখন তোমরা আমীর হওয়ার লোভ করিবে, অথচ আমীর হওয়া তোমাদের জন্য কেয়ামতের দিন লজ্জার কারণ হইবে। আমীর হওয়ার দৃষ্টান্ত এইরূপ যেমন স্তন্যদানকারিণী একজন মেয়েলোক। শুরুতে (তো শিশুর নিকট) বড় ভাল লাগে, আর যখন দুধ ছাড়ানোর সময় হয়

তখন উহা অত্যন্ত খারাপ লাগে। (বোখারী)

ফায়দা ঃ হাদীস শরীফের শেষোক্ত বাক্যের অর্থ হইল, যখন কেহ আমীরের দায়িত্ব পায় তখন ভাল লাগে যেমন শিশুর নিকট স্তন্যদানকারিণী ভাল লাগে। আর যখন আমীরের দায়িত্ব হাতছাড়া হইয়া যায় তখন উহা অত্যন্ত খারাপ লাগে, যেমন দুধপান বন্ধ করা শিশুর নিকট অত্যন্ত খারাপ লাগে।

১৫৫- عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِنْ شِئْتُمْ أَنْبَأْتُكُمْ عَنِ الْإِمَارَةِ، وَمَا هِيَ؟ فَنَادَيْتُ بِأَعْلٰى صَوْتِيْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: وَمَا هِيَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: أَوَّلُهَا مَلَامَةٌ، وَثَانِيْهَا نَدَامَةٌ، وَثَالِثُهَا عَذَابٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ عَدَلَ، وَكَيْفَ يَعْدِلُ مَعَ قَرَابَتِهِ؟.

رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط باختصار ورجال الكبير رجال الصحيح، مجمع الزوائد٥/٣٦٣

১৫৫. হযরত আউফ ইবনে মালেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা চাহিলে আমি তোমাদেরকে আমীর হওয়ার হাকীকত সম্পর্কে বলিব? আমি উচ্চস্বরে তিনবার জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উহার হাকীকত কি? তিনি এরশাদ করিলেন, উহার প্রথম অবস্থা হইল তিরস্কার ও নিন্দা। দ্বিতীয় অবস্থা হইল অনুতাপ। তৃতীয় অবস্থা হইল কেয়ামতের দিন আযাব। তবে যে ব্যক্তি ইনসাফ করিল সে নিরাপদ থাকিবে। (কিন্তু) মানুষ নিজের নিকট (আত্মীয়)দের ব্যাপারে ইনসাফ কিভাবে করিতে পারে অর্থাৎ ইনসাফ করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মনমানসিকতার কারণে প্রভাবিত হইয়া ইনসাফ করিতে পারে না এবং আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়ে। (বাযযার, তাবারানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমীর হয় তাহাকে চতুর্দিক হইতে তিরস্কার করা হয় যে, সে এমন করিয়াছে, তেমন করিয়াছে। অতঃপর মানুষের তিরস্কারে অস্থির হইয়া সে অনুতাপে লিপ্ত হয়। আর বলে যে, আমি এই পদ কেন গ্রহণ করিলাম। অতঃপর শেষ অবস্থা হইল ইনসাফ না করার কারণে কেয়ামতের দিন এই আমীরী আযাবের আকৃতিতে প্রকাশ পাইবে। মোটকথা দুনিয়াতেও অপমান ও লাঞ্ছনা আর আখেরাতে কঠিন হিসাব হইবে।

١٥٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنِ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْ عِصَابَةٍ وَفِي تِلْكَ الْعِصَابَةِ مَنْ هُوَ أَرْضَى لِلّٰهِ مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللّٰهَ وَخَانَ رَسُوْلَهُ وَخَانَ الْمُؤْمِنِيْنَ. رواه الحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ٤/٩٢

১৫৬. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কাহাকেও জামাতের আমীর নিযুক্ত করিল, অথচ জামাতের লোকদের মধ্যে তাহার চেয়েও বেশী আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্টকারী ব্যক্তি মওজুদ রহিয়াছে। সে আল্লাহ তায়ালার সহিত খেয়ানত করিল এবং তাঁহার রাসূলের সহিত খেয়ানত করিল এবং ঈমানদারদের সহিত খেয়ানত করিল।

(মুসতাদরাক হাকেম)

ফায়দা ঃ উত্তম ব্যক্তি মওজুদ থাকা সত্ত্বে অন্য কাহাকে আমীর বানানোর ব্যাপারে যদি কোন দ্বীনী কারণ থাকে তবে এই ধমকের অন্তর্ভুক্ত হইবে না। যেমন এক সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি প্রতিনিধিদল পাঠাইলেন। উহাতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাযিঃ)কে আমীর বানাইলেন এবং ইহা এরশাদ করিলেন যে, এই ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম নয় কিন্তু ক্ষুধা পিপাসায় অধিক ধৈর্য ধারণকারী।

(মুসনাদে আহমাদ)

١٥٧- عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَا مِنْ أَمِيْرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِيْنَ ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ، إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ. رواه مسلم، باب فضيلة الأمير العادل، رقم:٤٧٣١

১৫৭. হযরত মা'কেল ইবনে ইয়াসার (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে আমীর মুসলমানদের বিষয়সমূহের জিম্মাদার হইয়া মুসলমানদের কল্যাণ কামনায় চেষ্টা করিবে না, সে মুসলমানদের সহিত জান্নাতে দাখেল হইতে পারিবে না। (মুসলিম)

١٥٨- عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، فَيَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهُمْ، إِلَّا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. رواه البخاري، باب من استرعى رعية فلم ينصح،

১৫৮. হযরত মা'কেল ইবনে ইয়াসার (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমান জনগোষ্ঠীর জিম্মাদার হয় অতঃপর তাহাদের সহিত প্রতারণামূলক কাজ করে এবং ঐ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তবে আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর জান্নাতকে হারাম করিয়া দিবেন। (বোখারী)

١٥٩- عَنْ أَبِىْ مَرْيَمَ الْأَزْدِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ وَلَّاهُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ، فَاحْتَجَبَ دُوْنَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ، احْتَجَبَ اللّٰهُ عَنْهُ دُوْنَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ. رواه أبوداوُد، باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية ....، رقم:٢٩٤٨

১৫৯. হযরত আবু মারইয়াম আযদী (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের কোন কাজের জিম্মাদার বানাইয়াছেন আর সে মুসলমানদের অবস্থা, প্রয়োজনসমূহ ও তাহাদের অভাব অনটন হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়, অর্থাৎ তাহাদের প্রয়োজন না মিটায়, আর না তাহাদের অভাব অনটন দূর করিবার চেষ্টা করে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তাহার অবস্থা ও প্রয়োজনসমূহ এবং অভাব অনটন হইতে মুখ ফিরাইয়া লইবেন। অর্থাৎ কেয়ামতের দিন তাহার প্রয়োজন এবং পেরেশানীকে দূর করিবেন না। (আবু দাউদ)

١٦٠- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَا مِنْ أَحَدٍ يُؤَمَّرُ عَلٰى عَشَرَةٍ فَصَاعِدًا لَا يُقْسِطُ فِيْهِمْ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْأَصْفَادِ وَالْأَغْلَالِ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد

১৬০. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তিকে দশজন অথবা দশজনের বেশী ব্যক্তির উপর আমীর নিযুক্ত করা হয়, আর সে ব্যক্তি তাহাদের সহিত ইনসাফ করে না, তবে কেয়ামতের দিন বেড়ী ও হাতকড়াতে (বাঁধা অবস্থায়) আসিবে। (মুসতাদরাকে হাকেম)

١٦١- عَنْ أَبِىْ وَائِلٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ أَنَّ عُمَرَ اسْتَعْمَلَ بِشْرَ بْنَ عَاصِمٍ عَلٰى صَدَقَاتِ هَوَازِنَ، فَتَخَلَّفَ بِشْرٌ فَلَقِيَهُ عُمَرُ، فَقَالَ: مَا خَلَّفَكَ، أَمَا لَنَا عَلَيْكَ سَمْعٌ وَطَاعَةٌ، قَالَ: بَلٰى! وَلٰكِنْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ

يَقُوْلُ: مَنْ وَلِّى مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا أُتِىَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُوْقَفَ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ. (الحديث) أخرجه البخارى من طريق سويد، الإصابة ١/١٥٢

১৬১. হযরত আবু ওয়ায়েল (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাযিঃ) হযরত বিশর ইবনে আসেম (রাযিঃ)কে হাওয়াযেন (গোত্র)এর সদকা উসুল করার জন্য আমেল নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু হযরত বিশর (রাযিঃ) গেলেন না। হযরত ওমর (রাযিঃ)এর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইলে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কেন গেলে না, আমার কথা মানা ও শোনা তোমার উপর জরুরী নয় কি? হযরত বিশর (রাযিঃ) আরজ করিলেন, কেন জরুরী হইবে না! কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যাহাকে মুসলমানদের কোন কাজের জিম্মাদার বানানো হইল তাহাকে কেয়ামতের দিন আনিয়া জাহান্নামের পুলের উপর দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইবে। (যদি সে জিম্মাদারীকে সঠিকভাবে পালন করিয়া থাকে তবে নাজাত হইবে অন্যথায় দোযখের আগুন হইবে।) (বোখারী, এসাবাহ)

١٦٢- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ أَمِيْرِ عَشَرَةٍ إِلَّا يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُوْلًا حَتَّى يَفُكَّهُ الْعَدْلُ أَوْ يُوْبِقَهُ الْجَوْرُ. رواه البزار والطبرانى فى الأوسط ورجال البزار رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٥/٢٠٧

১৬২. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমীর চাই দশজনের উপরই হইক না কেন, কেয়ামতের দিন গলায় শিকল পরা অবস্থায় তাহাকে উপস্থিত করা হইবে। অবশেষে তাহার ইনসাফ তাহাকে শিকল হইতে মুক্তি দিবে অথবা তাহার জুলুম তাহাকে ধ্বংস করিয়া দিবে। (বাযযার, তাবারানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

١٦٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: سَيَلِيْكُمْ أُمَرَاءُ يُفْسِدُوْنَ، وَمَا يُصْلِحُ اللّٰهُ بِهِمْ أَكْثَرُ، فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِطَاعَةِ اللّٰهِ فَلَهُمُ الْأَجْرُ وَعَلَيْكُمُ الشُّكْرُ، وَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِمَعْصِيَةِ اللّٰهِ فَعَلَيْهِمُ الْوِزْرُ وَعَلَيْكُمُ الصَّبْرُ. رواه البيهقى فى شعب الإيمان ٦/١٥

১৬৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের কিছুসংখ্যক আমীর এমন হইবে, যাহারা ফাসাদ সৃষ্টি ও বিনষ্ট করিবে (কিন্তু) আল্লাহ তায়ালা তাহাদের দ্বারা যেই পরিমাণ সংশোধন ও সংস্কার সাধন করিবেন উহা তাহাদের ফাসাদ সৃষ্টি ও বিনষ্ট করা হইতে বেশী হইবে। সুতরাং ঐ সকল আমীরদের মধ্য হইতে যেই আমীর আল্লাহ তায়ালার হুকুম মত কাজ করিবে সে তো আজর ও সওয়াব পাইবে এবং তোমাদের জন্য শোকর করা জরুরী হইবে। এমনিভাবে ঐ সকল আমীরদের মধ্য হইতে যেই আমীর আল্লাহ তায়ালার নাফরমানীর কাজ করিবে, উহার গুনাহ তাহার উপর হইবে। আর তোমাদেরকে এমতাবস্থায় সবর করিতে হইবে। (বায়হাকী)

١٦٤- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِي بَيْتِي هٰذَا: اَللّٰهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ، فَارْفُقْ بِهِ.

رواه مسلم، باب فضيلة الأمير العادل ۰۰۰۰، رقم:٤٧٢٢

১৬৪. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, আমার এই ঘরে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দোয়া করিতে শুনিয়াছি যে, আয় আল্লাহ! যে ব্যক্তি আমার উম্মতের (দ্বীনি এবং দুনিয়াবী) যে কোন কাজের জিম্মাদার নিযুক্ত হয়, অতঃপর সে লোকদেরকে কষ্টের মধ্যে ফেলে, আপনিও তাহাকে কষ্টের মধ্যে ফেলিয়া দিন। আর যে ব্যক্তি আমার উম্মতের যে কোন বিষয়ে জিম্মাদার নিযুক্ত হয় এবং লোকদের সহিত নম্র ব্যবহার করে আপনিও তাহার সহিত নম্র ব্যবহার করুন।

(মুসলিম)

١٦٥- عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ وَكَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ وَعَمْرِو بْنِ الْأَسْوَدِ وَالْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ وَأَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ الْأَمِيْرَ إِذَا ابْتَغَى الرِّيْبَةَ فِي النَّاسِ أَفْسَدَهُمْ. رواه أبوداود، باب في التجسس، رقم:٤٨٨٩

১৬৫. হযরত জোবায়ের ইবনে নুফায়ের, হযরত কাসীর ইবনে মুররাহ, হযরত আমর ইবনে আসওয়াদ, হযরত মেকদাদ ইবনে মা'দী কারিব এবং

হযরত আবু উমামাহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমীর যখন লোকদের মধ্যে সন্দেহমূলক বিষয় তালাশ করে, তখন লোকদেরকে নষ্ট করিয়া দেয়।
(আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ আমীর যখন লোকদের উপর আস্থা রাখার পরিবর্তে তাহাদের দোষক্রটি তালাশ করিতে শুরু করিবে এবং তাহাদের প্রতি খারাপ ধারণা করিতে শুরু করিবে তখন সে নিজেই লোকদের মধ্যে ফেৎনা ফাসাদ ও বিশৃংখলার কারণ হইবে। এইজন্য আমীরের উচিত লোকদের দোষ ঢাকিয়া রাখা এবং তাহাদের প্রতি ভাল ধারণা রাখা। (বযলুল মজহুদ)

١٦٦- عَنْ اُمِّ الْحُصَيْنِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اِنْ اُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ اَسْوَدُ يَقُوْدُكُمْ بِكِتَابِ اللّٰهِ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَاَطِيْعُوا. رواه مسلم، باب وجوب طاعة الأمراء...، رقم:٤٧٦٢

১৬৬. হযরত উম্মে হোসাইন (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যদি তোমাদের উপর কোন নাক কান কাটা গোলামকেও আমীর নিযুক্ত করা হয়, যে তোমাদেরকে আল্লাহ তায়ালার কিতাবের মাধ্যমে অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার হুকুম মোতাবেক চালায় তোমরা তাহার কথা শুনিও এবং মানিও। (মুসলিম)

١٦٧- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اسْمَعُوا وَاَطِيْعُوا، وَاِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِىٌّ كَاَنَّ رَاْسَهُ زَبِيْبَةٌ. رواه البخارى، باب السمع والطاعة للإمام...، رقم:٧١٤٢

১৬৭. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমীরের কথা শুনিতে ও মানিতে থাক, যদিও তোমাদের উপর এমন হাবশী গোলামকেই আমীর নিযুক্ত করা হউক না কেন, যাহার মাথা দেখিতে কিসমিসের মত (ছোট) হয়। (বোখারী)

١٦٨- عَنْ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اسْمَعُوا وَاَطِيْعُوا، فَاِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ. رواه مسلم، باب فى طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق، رقم:٤٧٨٣

১৬৮. হযরত ওয়ায়েল হাযরামী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা

আমীরদের কথা শুন এবং মান। কেননা তাহাদের জিম্মাদারী (যেমন ইনসাফ করা) সম্পর্কে তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হইবে। আর তোমাদের জিম্মদারী (যেমন আমীরের কথা মানা) সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হইবে। (অতএব প্রত্যেক নিজ নিজ জিম্মাদারী আদায় করার মধ্যে লাগিয়া থাকিবে চাই অন্যেরা আদায় করুক বা না করুক।) (মুসলিম)

١٦٩- عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَطِيْعُوا مَنْ وَلَّاهُ اللّٰهُ أَمْرَكُمْ، وَلَا تُنَازِعُوا الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَلَوْ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ، وَعَلَيْكُمْ بِمَا تَعْرِفُوْنَ مِنْ سُنَّةِ نَبِيِّكُمْ وَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ، وَعَضُّوا عَلٰى نَوَاجِذِكُمْ بِالْحَقِّ. رواه الحاكم وقال: هذا إسناد صحيح على شرطهما جميعا ولا أعرف له علة ووافقه الذهبي ١/٩٦

১৬৯. হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার এবাদত কর, তাহার সহিত কাহাকেও শরীক করিও না। আর আল্লাহ তায়ালা যাহাদেরকে তোমাদের কাজের ব্যাপারে জিম্মাদার নিযুক্ত করিয়াছেন তাহাদেরকে মানিয়া চল। আর আমীরের সহিত তাহার দায়িত্বের ব্যাপারে ঝগড়া করিও না। যদিও আমীর কালো গোলামই হয়। আর তোমরা তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত এবং হেদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীন (রাযিঃ)দের তরীকাকে মজবুতভাবে আঁকড়াইয়া ধর এবং হক ও সত্যকে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাক।

(মুসতাদরাকে হাকেম)

١٧٠- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ اللّٰهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا، يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَأَنْ تَنَاصَحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللّٰهُ أَمْرَكُمْ، وَيَسْخَطُ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ. رواه أحمد ٢/٣٦٧

১৭০. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের তিনটি জিনিসকে পছন্দ করেন, আর তিনটি

জিনিসকে অপছন্দ করেন। আল্লাহ তায়ালা ইহা পছন্দ করেন যে, তোমরা আল্লাহ তায়ালার এবাদত কর। তাহার সহিত কাহাকেও শরীক করিও না। আর সকলে মিলিয়া আল্লাহ তায়ালার রশিকে মজবুতভাবে ধরিয়া থাক। (পৃথক পৃথক হইয়া) বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইও না। আর যাহাকে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জিম্মাদার নিযুক্ত করিয়াছেন তাহাদের প্রতি আন্তরিকতা, আনুগত্য হিত কামনা রাখ। আর তোমাদের এই সকল বিষয়কে অপছন্দ করেন যে, অনর্থক তর্কবিতর্ক কর, মাল নষ্ট কর, আর অতিরিক্ত প্রশ্ন কর। (মুসনাদে আহমাদ)

١٧١- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ أَطَاعَنِى فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ، وَمَنْ أَطَاعَ الْإِمَامَ فَقَدْ أَطَاعَنِى وَمَنْ عَصَى الْإِمَامَ فَقَدْ عَصَانِى. رواه ابن ماجه، باب طاعة الإمام، رقم: ٢٨٥٩

১৭১. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করিল সে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করিল। আর যে আমার নাফরমানী করিল সে আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী করিল। আর যে ব্যক্তি মুসলমানদের আমীরের আনুগত্য করিল সে আমার আনুগত্য করিল। আর যে ব্যক্তি মুসলমানদের আমীরের নাফরমানী করিল সে আমার নাফরমানী করিল। (ইবনে মাজা)

١٧٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيْرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ فَمِيْتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ. رواه مسلم، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين ....، رقم: ٤٧٩٠

১৭২. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আপন আমীরের মধ্যে অপছন্দনীয় কোন বিষয় দেখে তাহার ঐ বিষয়ে সবর করা উচিত। কেননা যে ব্যক্তি মুসলমানদের জামাত অর্থাৎ সংঘবদ্ধ জীবন হইতে এক বিঘৎ পরিমাণও পৃথক হইল (এবং তওবা করা ব্যতীত) ঐ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিল, সে ব্যক্তি জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ

করিল। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করার অর্থ হইল জাহিলিয়াতের যুগে লোকেরা স্বাধীন জীবন যাপন করিত। তাহারা না সর্দারের আনুগত্য করিত আর না ধর্মীয় নেতাদের কথা মানিত। (নববী)

١٧٣-عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللّٰهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوْفِ. (وهو بعض الحديث) رواه أبو داوُد، باب في الطاعة، رقم:٢٦٢٥

১৭৩. হযরত আলী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার নাফরমানীর কাজে কাহারো আনুগত্য করিও না। আনুগত্য তো শুধু নেককাজের মধ্যে রহিয়াছে। (আবু দাউদ)

١٧٤-عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ عَلَيْهِ وَلَا طَاعَةَ. رواه أحمد ٢/١٤٢

১৭৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমীরের কথা শুনা ও মানা মুসলমানদের উপর ওয়াজিব। পছন্দ হউক বা অপছন্দ হউক। অবশ্য আল্লাহ তায়ালার নাফরমানীর হুকুম দেওয়া হইলে আনুগত্য জায়েয নাই। অতএব যদি কোন গুনাহের কাজ করার হুকুম দেওয়া হয় তবে উহা শুনা ও মানার দায়িত্ব তাহার উপর নাই। (মুসনাদে আহমাদ)

١٧٥-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِذَا سَافَرْتُمْ فَلْيَؤُمَّكُمْ أَقْرَأُكُمْ وَإِنْ كَانَ أَصْغَرَكُمْ، وَإِذَا أَمَّكُمْ فَهُوَ أَمِيْرُكُمْ. رواه البزار وإسناده حسن، مجمع الزوائد ٢/٢٠٦

১৭৫. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন তোমরা সফর কর, তখন এমন ব্যক্তি তোমাদের ইমাম হওয়া উচিত যাহার কুরআন শরীফ বেশী জানা থাকে (এবং মাসায়েল বেশী জানে) যদিও সে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট হয়। আর যখন সে নামাযে তোমাদের ইমাম হইল

তখন সে তোমাদের আমীরও বটে। (বাযযার, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

ফায়দা ঃ হাদীস শরীফ দ্বারা জানা গেল যে, এমন ব্যক্তিকে ইমাম বানানো উচিত যাহার কুরআনে করীম ও মাসায়েল বেশী জানা আছে, কারণ সে সকলের মধ্যে উত্তম। কিন্তু কোন কোন রেওয়ায়াত দ্বারা ইহাও জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও কোন বিশেষ গুণের কারণে এমন ব্যক্তিকেও আমীর বানাইয়াছেন, যাহার সাথীরা তাহার চেয়ে উত্তম ছিল। যেমন ১৫৬ নং হাদীসের ফায়দায় বর্ণিত হইয়াছে।

١٧٦- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ عَبَدَ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَسَمِعَ وَأَطَاعَ فَإِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يُدْخِلُهُ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ، وَلَهَا ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ، وَمَنْ عَبَدَ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَسَمِعَ وَعَصَى فَإِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى مِنْ أَمْرِهِ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ رَحِمَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ. رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات، مجمع الزوائد ٥/٣٨٩

১৭৬. হযরত উবাদাহ ইবনে সামেত (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালার এবাদত এমনভাবে করিয়াছে যে, তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করে নাই, নামায কায়েম করিয়াছে, যাকাত আদায় করিয়াছে, আর আমীরের কথা শুনিয়াছে এবং মানিয়াছে, আল্লাহ তায়ালার জান্নাতের দরজাসমূহের মধ্য হইতে যে দরজা দিয়া সে চাহিবে তাহাকে দাখেল করিবেন। জান্নাতের আটটি দরজা রহিয়াছে। আর যে ব্যক্তি এমনভাবে আল্লাহ তায়ালার এবাদত করিয়াছে যে, তাহার সহিত কাহাকেও শরীক করে নাই, নামায কায়েম করিয়াছে, যাকাত আদায় করিয়াছে এবং আমীরের কথা শুনিয়াছে, (কিন্তু) উহা মানে নাই, তবে তাহার বিষয় আল্লাহ তায়ালার সোপর্দ রহিল। তিনি ইচ্ছা করিলে দয়া করিবেন, ইচ্ছা করিলে আযাব দিবেন।

(মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

١٧٧-عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: الْغَزْوُ غَزْوَانِ، فَأَمَّا مَنِ ابْتَغَى وَجْهَ اللّٰهِ، وَأَطَاعَ الْإِمَامَ، وَأَنْفَقَ

الْكَرِيْمَةَ، وَيَاسَرَ الشَّرِيْكَ، وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ، فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنَبَهَهُ أَجْرٌ كُلُّهُ، وَأَمَّا مَنْ غَزَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَسُمْعَةً، وَعَصَى الإِمَامَ، وَأَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ بِالْكَفَافِ. رواه أبوداؤد، باب فيمن يغزو ويلتمس الدنيا، رقم:٢٥١٥

১৭৭. হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জেহাদ দুই প্রকার। যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে জেহাদে বাহির হইল, আমীরের আনুগত্য করিল, নিজের উত্তম মালকে খরচ করিল, সাথীদের সহিত নম্র ব্যবহার করিল, এবং (সকল প্রকার) ফেৎনা ফাসাদ হইতে বাঁচিয়া থাকিল, এমন ব্যক্তির ঘুম ও জাগরণ সবই সওয়াবের বিষয় হইবে। আর যে ব্যক্তি গর্ব ও লোক দেখানো এবং লোকদের মধ্যে নিজের নাম চর্চার জন্য জেহাদে বাহির হইল, আমীরের কথা মানিল না, এবং জমিনে ফেৎনা ফাসাদ ছড়াইল সে ব্যক্তি জেহাদ হইতে লোকসানের সহিত ফিরিবে। (আবু দাউদ)

١٧٨-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! رَجُلٌ يُرِيْدُ الْجِهَادَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَهُوَ يَبْتَغِي عَرَضًا مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا أَجْرَ لَهُ، فَأَعْظَمَ ذٰلِكَ النَّاسُ، وَقَالُوا لِلرَّجُلِ: عُدْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَعَلَّكَ لَمْ تُفَهِّمْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! رَجُلٌ يُرِيْدُ الْجِهَادَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَهُوَ يَبْتَغِي عَرَضًا مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا؟ قَالَ: لَا أَجْرَ لَهُ، فَقَالُوا لِلرَّجُلِ: عُدْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ لَهُ: لَا أَجْرَ لَهُ. رواه أبوداؤد، باب فيمن يغدو ويلتمس الدنيا، رقم:٢٥١٦

১৭৮. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন যে, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জনৈক ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদের জন্য এই নিয়তে বাহির হয় যে, দুনিয়াবী কিছু সামানপত্র পাওয়া যাইবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, সে কোন সওয়াব পাইবে না। লোকেরা এই কথাকে বড় ভারী মনে করিল এবং ঐ ব্যক্তিকে বলিল, তুমি এই কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের নিকট পুনরায় জিজ্ঞাসা কর। সম্ভবতঃ তুমি তোমার কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বুঝাইতে পার নাই। উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জনৈক ব্যক্তি এই উদ্দেশ্যে জেহাদে যায় যে, দুনিয়াবী কিছু সামানপত্র মিলিয়া যাইবে। তিনি এরশাদ করিলেন, সে কোন সওয়াব পাইবে না। লোকেরা ঐ ব্যক্তিকে বলিল, তুমি আবার জিজ্ঞাসা কর। সেই ব্যক্তি তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৃতীয়বারও তাহাকে ইহাই বলিলেন যে, সে কোন সওয়াব পাইবে না। (আবু দাউদ)

١٧٩- عَنْ أَبِيْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: وَكَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْزِلًا تَفَرَّقُوا فِي الشِّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِي هٰذِهِ الشِّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ إِنَّمَا ذٰلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَلَمْ يَنْزِلْ بَعْدَ ذٰلِكَ مَنْزِلًا إِلَّا انْضَمَّ بَعْضُهُمْ إِلٰى بَعْضٍ حَتّٰى يُقَالَ: لَوْ بُسِطَ عَلَيْهِمْ ثَوْبٌ لَعَمَّهُمْ. رواه أبوداود، باب ما يؤمر من انضمام العسكر وسعته، رقم:٢٦٢٨

১৭৯. হযরত আবু সালাবা খুশানী (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন জায়গায় অবস্থান করিবার জন্য তাঁবু ফেলিতেন, তখন সাহাবা (রাযিঃ) উপত্যকা ও নিম্নভূমিতে বিক্ষিপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, এইভাবে উপত্যকা ও নিম্নভূমিতে তোমাদের বিক্ষিপ্ত হইয়া যাওয়া ইহা শয়তানের পক্ষ হইতে। (সে তোমাদের একজনকে অন্যজন হইতে পৃথক রাখিতে চায়) এই এরশাদের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানেই অবস্থান করিতেন সমস্ত সাহাবী (রাযিঃ) একসাথে মিলিয়া মিশিয়া অবস্থান করিতেন। এমনকি তাহাদের (একজনকে অন্যজনের কাছাকাছি দেখিয়া) এইরূপ বলাবলি হইতে লাগিল যে, যদি ইহাদের সকলের উপর একটি কাপড় ফেলিয়া দেওয়া হয় তবে উহা তাহাদের সবাইকে ঢাকিয়া লইবে। (আবু দাউদ)

١٨٠- عَنْ صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِيْ فِيْ بُكُوْرِهَا، وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهَا مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا وَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ مِنْ أَوَّلِ

النَّهَارِ، فَاَثْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ. رواه أبوداود، باب فى الابتكار فى السفر، رقم:٢٦٠٦

১৮০. হযরত সাখ্‌র গামেদী (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِاُمَّتِىْ فِىْ بُكُوْرِهَا হে আল্লাহ! আমার উম্মতের জন্য দিনের প্রথমাংশে বরকত দান করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন ছোট অথবা বড় লশকর রওয়ানা করিতেন, তখন তাহাদেরকে দিনের প্রথম অংশে রওয়ানা করিতেন। হযরত সাখ্‌র (রাযিঃ) একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। তাহার ব্যবসার মাল কর্মচারীদের মাধ্যমে বিক্রয় করার জন্য দিনের প্রথমাংশে পাঠাইতেন। ইহাতে তিনি ধনী হইয়া গেলেন এবং তাহার মাল বৃদ্ধি পাইয়া গেল। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ হাদীস শরীফে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়ার উদ্দেশ্য এই যে, যদি আমার উম্মতের লোকেরা দিনের প্রথম অংশে সফর করে, অথবা দ্বীনি কিংবা দুনিয়াবী কাজ করে তবে উহাতে তাহাদের বরকত হাসিল হইবে।

١٨١- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِأَكْثَمَ بْنِ الْجَوْنِ الْخُزَاعِيِّ: يَا أَكْثَمُ! اغْزُ مَعَ غَيْرِ قَوْمِكَ يَحْسُنْ خُلُقُكَ، وَتَكْرُمْ عَلٰى رُفَقَائِكَ، يَا أَكْثَمُ! خَيْرُ الرُّفَقَاءِ أَرْبَعَةٌ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُمِائَةٍ، وَخَيْرُ الْجُيُوْشِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ، وَلَنْ يُغْلَبَ إِثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ. رواه ابن ماجه، باب السرايا، رقم:٢٨٢٧

১৮১. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আকসাম ইবনে জাওনখুযায়ী (রাযিঃ)কে এরশাদ করিলেন, হে আকসাম! নিজের কওম ব্যতীত অন্যদের সাথে মিলিয়াও জেহাদ করিত। ইহাতে তোমার আখলাক সুন্দর হইবে। আর ঐ আখলাকের কারণে তুমি নিজের বন্ধুবান্ধব ও সাথীদের দৃষ্টিতে সম্মানিত হইবে।

হে আকসাম! (সফরের জন্য) সর্বোত্তম সাথী (কমপক্ষে) চারজন। আর সর্বোত্তম সারিয়্যাহ (ছোট লশকর) যাহা চারশত লোকের সমন্বয়ে হয়। আর সর্বোত্তম জায়েশ (বড় লশকর) হইল যাহা চার হাজার লোকের সমন্বয়ে হয়। বার হাজার লোক সংখ্যার স্বল্পতার কারণে পরাজিত হইতে

পারে না। (তবে পরাজয়ের অন্য কোন কারণ—যেমন আল্লাহ তায়ালার কোন নাফরমানীতে লিপ্ত হইয়া যাওয়া ইত্যাদি থাকিলে ভিন্ন কথা।
(ইবনে মাজাহ)

١٨٢- عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِىْ سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ عَلٰى رَاحِلَةٍ لَهُ، قَالَ: فَجَعَلَ يَضْرِفُ بَصَرَهُ يَمِيْنًا وَشِمَالًا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلٰى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلٰى مَنْ لَا زَادَ لَهُ، قَالَ: فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ، حَتّٰى رَأَيْنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِىْ فَضْلٍ. رواه مسلم، باب استحباب المواساة بفضول المال، رقم:٤٥١٧

১৮২. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন যে, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সফরে ছিলাম। এক ব্যক্তি সওয়ারীতে আরোহণ করিয়া আসিল এবং (নিজের প্রয়োজন প্রকাশার্থে) ডানে বামে তাকাইতে লাগিল। (যাহাতে কোন উপায়ে তাহার প্রয়োজন মিটে।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যাহার নিকট (নিজের প্রয়োজনের) অতিরিক্ত সওয়ারী আছে সে উহা এমন ব্যক্তিকে দান করে যাহার নিকট সওয়ারী নাই। আর যাহার নিকট (নিজের প্রয়োজনের) অতিরিক্ত খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা আছে সে উহা তাহাকে দান করে যাহার নিকট খাওয়ার দাওয়ার ব্যবস্থা নাই। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনিভাবে বিভিন্ন প্রকার মালের নাম উল্লেখ করিলেন। এমনকি (তাহার উৎসাহ দানের কারণে) আমাদের ধারণা হইতে লাগিল যে, আমাদের কাহারো নিকট নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিসের উপর কোন হক নাই। (বরং এই অতিরিক্ত জিনিসের প্রকৃত হকদার সেই ব্যক্তি যাহার নিকট উহা নাই)। (মুসলিম)

١٨٣- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا حَدَّثَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَغْزُوَ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ! إِنَّ مِنْ إِخْوَانِكُمْ قَوْمًا لَيْسَ لَهُمْ مَالٌ وَلَا عَشِيْرَةٌ فَلْيَضُمَّ أَحَدُكُمْ إِلَيْهِ الرَّجُلَيْنِ أَوِ الثَّلَاثَةَ. (الحديث) رواه أبوداود، باب الرجل يتحمل بمال غيره يغزو، رقم:٢٥٣٤

১৮৩. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক যুদ্ধে যাওয়ার সময় এরশাদ করিলেন, হে মোহাজের ও আনসারদের জামাত! তোমাদের ভাইদের মধ্যে কিছু লোক এমন রহিয়াছে যাহাদের নিকট না মাল আছে, আর না তাহাদের আত্মীয় স্বজন আছে। অতএব তোমাদের প্রত্যেকে তাহাদের মধ্য হইতে দুই অথবা তিনজনকে নিজের সঙ্গে মিলাইয়া লও। (আবু দাউদ)

١٨٤- عَنِ الْمُطْعِمِ بْنِ الْمِقْدَامِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَا خَلَّفَ عَبْدٌ عَلٰى أَهْلِهِ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يَرْكَعُهُمَا عِنْدَهُمْ حِيْنَ يُرِيْدُ سَفَرًا. رواه ابن شيبة حديث ضعيف، الجامع الصغير ٢/٤٩٥، ورد عليه صاحب الإتحاف وملخص كلامه أن الحديث ليس بضعيف، إتحاف السادة ٤٦٥/٣

১৮৪. হযরত মুতয়ীম ইবনে মেকদাম (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষ যখন সফরে যাওয়ার ইচ্ছা করে, তখন সর্বোত্তম নায়েব যাহাকে সে তাহার পরিবার পরিজনের নিকট রাখিয়া যায় উহা হইল সেই দুই রাকাত নামায, যাহা সে তাহাদের নিকট পড়িয়া রওয়ানা হয়। (জামে সগীর)

١٨٥- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا. رواه البخاري، باب ما كان النبي ﷺ يتخولهم بالموعظة ....، رقم:٦٩

১৮৫. হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, লোকদের সহিত সহজ আচরণ কর এবং তাহাদের সহিত কঠিন আচরণ করিও না। সুসংবাদ শুনাও এবং বিমুখ করিও না। (বোখারী)

অর্থাৎ লোকদেরকে নেক কাজের সওয়াব ও প্রতিদানের সুসংবাদ শুনাও এবং তাহাদেরকে তাহাদের গুনাহের কারণে এমন ভয় দেখাইও না যাহাতে তাহারা আল্লাহ তায়ালার রহমত হইতে নিরাশ হইয়া দ্বীন হইতে দূরে সরিয়া যায়।

١٨٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ هُوَ ابْنُ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قَفْلَةٌ كَغَزْوَةٍ. رواه أبو داود، باب في فضل القفل في الغزو، رقم:٢٤٨٧

১৮৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জেহাদ হইতে ফিরিয়া আসাও জেহাদে যাওয়ার মত। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদ করিলে যে সওয়াব ও প্রতিদান মিলে উক্ত সওয়াব ও প্রতিদান আল্লাহ তায়ালার রাস্তা হইতে ফিরিয়া আসার পর নিজ এলাকায় থাকিয়াও মিলে। যখন নিয়ত এই হয় যে, যেই প্রয়োজনে ফিরিয়া আসিয়াছিলাম যখন সেই প্রয়োজন পুরা হইয়া যাইবে অথবা যখনই আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় বাহির হওয়ার ডাক আসিবে তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় বাহির হইয়া যাইব।
(মোজাহেরে হক)

١٨٧-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلٰى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الْأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيْرَاتٍ وَيَقُوْلُ: لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ، صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ. رواه أبوداؤد، باب في التكبير على كل شرف في المسير، رقم: ٢٧٧٠

১৮৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জেহাদ, হজ্জ অথবা ওমরা হইতে ফিরিতেন তখন প্রত্যেক উচু স্থানে তিনবার তাকবীর বলিতেন। অতঃপর এই কালেমাসমূহ পড়িতেন—

لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ، صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

অর্থ ঃ আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোন মা'বুদ নাই, তিনি একক, তাহার কোন শরীক নাই। রাজত্ব তাহারই জন্য। তাহারই জন্য প্রশংসা এবং তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, এবাদতকারী এবং সেজদাকারী, আপন রবের প্রশংসাকারী। আল্লাহ তায়ালা তাহার ওয়াদা সত্য প্রমাণ করিয়াছেন, এবং আপন বান্দার সাহায্য করিয়াছেন, আর তিনি এককভাবে দুশমনকে পরাস্থ করিয়াছেন।
(আবূ দাউদ)

١٨٨- عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَاهُ إِلَى الإِسْلَامِ، وَقَالَ لَهُ: يَا عَمْرَو بْنَ مُرَّةَ: أَنَا النَّبِيُّ الْمُرْسَلُ إِلَى الْعِبَادِ كَافَّةً، أَدْعُوْهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ وَآمُرُهُمْ بِحَقْنِ الدِّمَاءِ، وَصِلَةِ الْأَرْحَامِ، وَعِبَادَةِ اللّٰهِ، وَرَفْضِ الْأَصْنَامِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا، فَمَنْ أَجَابَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ عَصَى فَلَهُ النَّارُ، فَآمِنْ بِاللّٰهِ يَا عَمْرُو يُؤَمِّنْكَ اللّٰهُ مِنْ هَوْلِ جَهَنَّمَ، قُلْتُ: أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ، وَآمَنْتُ بِكُلِّ مَا جِئْتَ بِهِ بِحَلَالٍ وَحَرَامٍ وَإِنْ أَرْغَمَ ذٰلِكَ كَثِيْرًا مِنَ الْأَقْوَامِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَرْحَبًا بِكَ يَا عَمْرَو بْنَ مُرَّةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، ابْعَثْنِي إِلٰى قَوْمِي لَعَلَّ اللّٰهَ أَنْ يَمُنَّ بِيْ عَلَيْهِمْ كَمَا مَنَّ بِكَ عَلَيَّ، فَبَعَثَنِي إِلَيْهِمْ فَقَالَ: عَلَيْكَ بِالرِّفْقِ وَالْقَوْلِ السَّدِيْدِ، وَلَا تَكُنْ فَظًّا وَلَا مُتَكَبِّرًا وَلَا حَسُوْدًا، فَأَتَيْتُ قَوْمِي فَقُلْتُ: يَا بَنِي رِفَاعَةَ، يَا مَعَاشِرَ جُهَيْنَةَ، إِنِّي رَسُوْلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِلَيْكُمْ، أَدْعُوْكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَأُحَذِّرُكُمُ النَّارَ، وَآمُرُكُمْ بِحَقْنِ الدِّمَاءِ، وَصِلَةِ الْأَرْحَامِ، وَعِبَادَةِ اللّٰهِ، وَرَفْضِ الْأَصْنَامِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرٍ مِنَ اثْنَي عَشَرَ شَهْرًا، فَمَنْ أَجَابَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ عَصَى فَلَهُ النَّارُ، يَا مَعْشَرَ جُهَيْنَةَ، إِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ جَعَلَكُمْ خِيَارَ مَنْ أَنْتُمْ مِنْهُ، وَبَغَّضَ إِلَيْكُمْ فِي جَاهِلِيَّتِكُمْ مَاحُبِّبَ إِلٰى غَيْرِكُمْ، مِنْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُوْنَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، وَيَخْلُفُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ عَلَى امْرَأَةِ أَبِيْهِ، وَالْغَزَاةِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَأَجِيْبُوا هٰذَا النَّبِيَّ الْمُرْسَلَ مِنْ بَنِي لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ، تَنَالُوا شَرَفَ الدُّنْيَا وَكَرَامَةَ الْآخِرَةِ، وَسَارِعُوا فِي ذٰلِكَ يَكُنْ لَكُمْ فَضِيْلَةٌ عِنْدَ اللّٰهِ، فَأَجَابُوهُ إِلَّا رَجُلًا وَاحِدًا. رواه الطبراني

১৮৮. হযরত আমর ইবনে মুররাহ জুহানী (রাযিঃ)কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং

বলিলেন, হে আমর ইবনে মুররাহ! আমি আল্লাহ তায়ালার সকল বান্দাদের প্রতি নবী হিসাবে প্রেরিত হইয়াছি। আমি তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিতেছি, এবং আমি তাহাদিগকে হুকুম দিতেছি যে, তাহারা যেন খুনের হেফাজত করে। (অন্যায়ভাবে কাহাকেও হত্যা না করে) আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে। এক আল্লাহ তায়ালার এবাদত করে। মূর্তিপুজা ছাড়িয়া দেয়। বাইতুল্লাহর হজ্জ করে। আর বার মাসের এক মাস রমযানে রোযা রাখে। যে ব্যক্তি উপরোক্ত বিষয়সমূহকে মানিয়া লইবে সে জান্নাত পাইবে। আর যে ব্যক্তি মানিবে না তাহার জন্য জাহান্নাম হইবে।

হে আমর! আল্লাহ তায়ালার উপর ঈমান আনয়ন কর। তিনি তোমাকে জাহান্নামের ভয়ানক আযাব হইতে নিরাপত্তা দান করিবেন। হযরত আমর (রাযিঃ) আরজ করিলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কেহ এবাদতের উপযুক্ত নাই, এবং নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহ তায়ালার রসূল। আর আপনি যাহা কিছু হালাল ও হারামের বিষয় লইয়া আসিয়াছেন আমি ঐ সকল বিষয়ের উপর ঈমান আনিলাম। যদিও এই সকল বিষয় অনেক কওমের নিকট অপছন্দনীয় হইবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশী প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন, হে আমর! তোমার জন্য সাবাসি হউক। অতঃপর হযরত আমর (রাযিঃ) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মাতাপিতা আপনার প্রতি কুরবান হউন। আপনি আমাকে আমার কওমের প্রতি প্রেরণ করুন। হইতে পারে আল্লাহ তায়ালা আমার দ্বারা তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিবেন, যেমন আপনার দ্বারা আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে প্রেরণ করিলেন। আর এই উপদেশ দিলেন যে, নম্র ব্যবহার করিও। সঠিক এবং সরল কথা বলিও। কঠোর ভাষা ও দুর্ব্যবহার করিও না, অহংকার ও হিংসা করিও না।

অতঃপর আমি আমার কওমের নিকট আসিলাম এবং বলিলাম, হে বনি রিকায়াহ ও বনি জুহাইনার লোকেরা! আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার রসূলের প্রতিনিধি। আমি তোমাদিগকে জান্নাতের দিকে দাওয়াত দিতেছি এবং তোমাদিগকে জাহান্নাম হইতে ভয় প্রদর্শন করিতেছি। আমি তোমাদিগকে এই বিষয় হুকুম দিতেছি যে, তোমরা রক্তের হেফাজত কর। অর্থাৎ কাহাকেও অন্যায়ভাবে হত্যা করিও না। আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ। এক আল্লাহ তায়ালার এবাদত কর। মূর্তিপূজা ছাড়িয়া দাও। বাইতুল্লাহর হজ্জ কর। আর বার মাসের এক মাস রমযানে রোযা রাখ। যে ব্যক্তি উপরোক্ত বিষয়গুলিকে মানিয়া লইবে সে জান্নাত পাইবে। আর যে

ব্যক্তি মানিবে না তাহার জন্য দোযখ হইবে। হে জুহাইনাহ গোত্রের লোকেরা! আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে আরবদের মধ্য হইতে সর্বোত্তম গোত্র বানাইয়াছেন। আর যে সকল মন্দ বিষয়গুলি অন্যান্য আরব গোত্রের নিকট পছন্দনীয় ছিল, আল্লাহ তায়ালা জাহেলিয়াতের যুগেও তোমাদের অন্তরে ঐসব বিষয়ের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিলেন। যেমন অন্যান্য গোত্রের লোকেরা দুই সহোদর বোনকে এক সঙ্গে বিবাহ করিত। আর নিজের পিতার স্ত্রীকে বিবাহ করিত এবং সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করিত। (অথচ তোমরা এই সকল অন্যায় কাজ জাহেলিয়াতের যুগেও করিতে না) অতএব আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে প্রেরিত সেই রসূলের কথা মানিয়া লও যাহার বংশীয় সম্পর্ক বনি লুয়াই ইবনে গালেবের সহিত রহিয়াছে। তোমরা দুনিয়ার মর্যাদা এবং আখেরাতের ইজ্জত পাইয়া যাইবে। তোমরা তাহার কথা গ্রহণ করিতে তাড়াতাড়ি কর। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে আগে (ইসলাম কবুল করার কারণে) তোমাদের মর্যাদা লাভ হইবে। সুতরাং তাহার দাওয়াতের কারণে একজন ব্যতীত সমস্ত কওম মুসলমান হইয়া গেল। (তাবারানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

ফায়দা ঃ চার মাস সম্মানিত ছিল। যে মাসে আরবরা যুদ্ধ করিত না। উহা হইল, মহররম, রজব, যুলকাদাহ, যুলহাজ্জাহ। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

١٨٩- عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِى الضُّحٰى، فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ، فَصَلّٰى فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيْهِ. رواه مسلم، باب استحباب ركعتين فى المسجد ...، رقم:١٦٥٩

১৮৯. হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল যে, দিনের বেলায় চাশতের সময় সফর হইতে ফিরিতেন এবং আসিবার পর প্রথমে মসজিদে যাইতেন। দুই রাকাত নামায আদায় করিতেন। অতঃপর মসজিদে বসিতেন। (মুসলিম)

١٩٠- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: فَلَمَّا اَتَيْنَا الْمَدِيْنَةَ قَالَ (لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ): ائْتِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ. رواه البخارى، باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة ...، رقم:٢٦٠٤

১৯০. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, আমরা যখন

(সফর হইতে ফিরিয়া) মদীনায় আসিয়া গেলাম, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এরশাদ করিলেন, মসজিদে যাও এবং দুই রাকাত নামায পড়। (বোখারী)

১৯১- عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبَّادٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ وَهُمْ يَقُوْلُوْنَ: قَدِمْنَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَاشْتَدَّ فَرْحُهُمْ بِنَا، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ أَوْسَعُوْا لَنَا فَقَعَدْنَا، فَرَحَّبَ بِنَا النَّبِيُّ ﷺ وَدَعَا لَنَا، ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: مَنْ سَيِّدُكُمْ وَزَعِيْمُكُمْ؟ فَأَشَرْنَا بِأَجْمَعِنَا إِلَى الْمُنْذِرِ بْنِ عَائِذٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَهٰذَا الْأَشَجُّ؟ وَكَانَ أَوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ عَلَيْهِ هٰذَا الْإِسْمُ بِضَرْبَةٍ لِوَجْهِهِ بِحَافِرِ حِمَارٍ، قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! فَتَخَلَّفَ بَعْدَ الْقَوْمِ، فَعَقَلَ رَوَاحِلَهُمْ وَضَمَّ مَتَاعَهُمْ، ثُمَّ أَخْرَجَ عَيْبَتَهُ فَأَلْقٰى عَنْهُ ثِيَابَ السَّفَرِ وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ بَسَطَ النَّبِيُّ ﷺ رِجْلَهُ وَاتَّكَأَ، فَلَمَّا دَنَا مِنْهُ الْأَشَجُّ أَوْسَعَ الْقَوْمُ لَهُ، وَقَالُوْا: هٰهُنَا يَا أَشَجُّ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَاسْتَوٰى قَاعِدًا وَقَبَضَ رِجْلَهُ: هٰهُنَا يَاأَشَجُّ، فَقَعَدَ عَنْ يَمِيْنِ النَّبِيِّ ﷺ فَرَحَّبَ بِهِ وَأَلْطَفَهُ، وَسَأَلَهُ عَنْ بِلَادِهِ، وَسَمّٰى لَهُ قَرْيَةً قَرْيَةً الصَّفَا وَالْمُشَقَّرِ وَغَيْرَ ذٰلِكَ مِنْ قُرٰى هَجَرَ، فَقَالَ: بِأَبِيْ وَأُمِّيْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! لَأَنْتَ أَعْلَمُ بِأَسْمَاءِ قُرَانَا مِنَّا، فَقَالَ: إِنِّيْ قَدْ وَطِئْتُ بِلَادَكُمْ وَفُسِحَ لِيْ فِيْهَا قَالَ: ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ! أَكْرِمُوْا إِخْوَانَكُمْ فَإِنَّهُمْ أَشْبَاهُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ، أَشْبَهُ شَيْءٍ بِكُمْ أَشْعَارًا وَأَبْشَارًا، أَسْلَمُوْا طَائِعِيْنَ غَيْرَ مُكْرَهِيْنَ وَلَا مَوْتُوْرِيْنَ إِذْ أَبٰى قَوْمٌ أَنْ يُسْلِمُوْا حَتّٰى قُتِلُوْا، قَالَ: فَلَمَّا أَنْ أَصْبَحُوْا قَالَ: كَيْفَ رَأَيْتُمْ كَرَامَةَ إِخْوَانِكُمْ لَكُمْ وَضِيَافَتَهُمْ إِيَّاكُمْ؟ قَالُوْا: خَيْرُ إِخْوَانٍ، أَلَانُوْا فِرَاشَنَا، وَأَطَابُوْا مَطْعَمَنَا، وَبَاتُوْا وَأَصْبَحُوْا يُعَلِّمُوْنَنَا كِتَابَ رَبِّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالٰى وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا ﷺ، فَأَعْجَبَ النَّبِيُّ ﷺ وَفَرِحَ بِهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَجُلًا رَجُلًا، فَعَرَضْنَا

عَلَيْهِ مَا تَعَلَّمْنَا وَعُلِّمْنَا، فَمِنَّا مَنْ عُلِّمَ التَّحِيَّاتِ وَأُمَّ الْكِتَابِ وَالسُّوْرَةَ وَالسُّوْرَتَيْنِ وَالسُّنَنَ. (الحديث) رواه أحمد ٤٣٢/٣

১৯১. হযরত শিহাব ইবনে আব্বাদ (রহঃ) বলেন, আবদে কায়েস গোত্রের যেই প্রতিনিধি দলটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে গিয়াছিল, তাহাদের এক ব্যক্তিকে এইভাবে নিজের সফরের বিস্তারিত বর্ণনা দিতে শুনিয়াছি যে, যখন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন, আমাদের আগমনে মুসলমানগণ অত্যন্ত খুশী হইলেন। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে পৌঁছিলে লোকেরা আমাদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করিয়া দিল। আমরা সেখানে বসিয়া গেলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে খোশ আমদেদ বলিলেন, এবং দোয়া দিলেন। অতঃপর আমাদের দিকে তাকাইয়া এরশাদ করিলেন, তোমাদের সর্দার ও জিম্মাদার কে? আমরা সকলে মুনযির ইবনে আয়েদের দিকে ইঙ্গিত করিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, এই আশাজ্জ? অর্থাৎ জখমের দাগ যুক্ত ব্যক্তি কি তোমাদের সর্দার? আমরা আরজ করিলাম, জ্বি হাঁ। (আশাজ্জ ঐ ব্যক্তিকে বলে যাহার মাথা অথবা মুখমণ্ডলের উপর কোন জখমের দাগ থাকে) তাহার মুখমণ্ডলের উপর গাধার ক্ষুরের আঘাতের কারণে জখমের দাগ ছিল। তাহার আশাজ্জ নাম হওয়ার ইহাই সর্বপ্রথম দিন ছিল। তিনি সাথীদের পিছনে রহিয়া গিয়াছিলেন। তিনি সাথীদের বাহনগুলিকে বাঁধিলেন এবং তাহাদের সামান সামলাইলেন। অতঃপর নিজের পুটলী বাহির করিয়া সফরের কাপড় খুলিয়া পরিস্কার কাপড় পরিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে রওয়ানা দিলেন। (ঐ সময়) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পা মোবারক মেলিয়া হেলান দিয়াছিলেন। হযরত আশাজ্জ (রাযিঃ) যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে আসিলেন, তখন লোকেরা তাহার জন্য জায়গা করিয়া দিল এবং বলিল, হে আশাজ্জ! এখানে বসুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পা গুটাইয়া সোজা হইয়া বসিলেন এবং বলিলেন, হে আশাজ্জ! এখানে আস। সুতরাং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডান পাশে বসিয়া গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে খোশ আমদেদ বলিলেন এবং স্নেহসুলভ আচরণ করিলেন। তাহাকে তাহার এলাকা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন

এবং হাজর এলাকার সাফা, মুশাক্কার ইত্যাদি এক একটি বস্তির নাম উল্লেখ করিলেন। হযরত আশাজ্জ (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মাতাপিতা আপনার প্রতি কোরবান হউন, আপনি তো আমাদের বস্তিসমূহের নাম আমাদের চাইতে বেশী জানেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমার জন্য তোমাদের এলাকা প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং আমি উহার মধ্যে চলাফেরা করিয়াছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে আনসার! তোমাদের ভাইদের একরাম কর। কেননা ইহারা তোমাদের মত মুসলমান। তাহাদের চুল ও চামড়ার রং তোমাদের সহিত অনেক বেশী সামঞ্জস্যতা রাখে। স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদিগকে বাধ্য করা হয় নাই। আর এমনও হয় নাই যে, তাহাদের হক সারা হইয়াছে যাহা উসুল করিবার জন্য তাহারা ইসলাম কবুল করিয়াছে। অথচ অনেক কওম ইসলাম কবুল করিতে অস্বীকার করিয়াছে (এবং মোকাবিলা করিয়াছে) ফলে তাহারা মারা পড়িয়াছে। (উক্ত প্রতিনিধিদল আনসারদের নিকট রহিল) অতঃপর যখন সকাল হইল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা তোমাদের ভাইদের পক্ষ হইতে একরাম ও মেহমানদারী কেমন পাইয়াছ? তাহারা বলিল, বড় উত্তম ভাই, আমাদেরকে নরম বিছানা দিয়াছেন, উত্তম খাবার খাওয়াইয়াছেন, আর সকাল সন্ধ্যা আমাদেরকে আমাদের রবের কিতাব এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতসমূহ শিক্ষা দিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহা খুব পছন্দ করিলেন এবং ইহাতে তিনি খুব খুশী হইলেন। অতঃপর তিনি আমাদের এক একজন করিয়া প্রত্যেকের প্রতি মনোযোগ দিলেন। আমরা যাহা শিখিয়াছিলাম, এবং আমাদেরকে যাহা শিখানো হইয়াছিল আমরা তাঁহাকে শুনাইলাম। আমাদের মধ্যে কাহাকেও আত্তাহিয়্যাতু, কাহাকেও সূরা ফাতেহা, কাহাকেও একটি সূরা কাহাকেও দুইটি সূরা এবং কাহাকেও কয়েকটি সুন্নত শিখানো হইয়াছিল।

(মুসনাদে আহমাদ)

١٩٢- عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا دَخَلَ الرَّجُلُ عَلٰى أَهْلِهِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَوَّلَ اللَّيْلِ. رواه ابوداؤد، باب فى الطروق، رقم:٢٧٧٧

১৯২. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যদি কোন মানুষ ঘর হইতে দীর্ঘসময় অনুপস্থিত থাকে অর্থাৎ সফরে তাহার দীর্ঘ সময় লাগিয়া যায়, তবে সে (হঠাৎ) রাত্রিবেলায় নিজের ঘরে যাইবে না। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ এই হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, দীর্ঘ সফরের পর হঠাৎ রাত্রিবেলায় ঘরে যাওয়া সঙ্গত নয়। কেননা এমতাবস্থায় ঘরের লোকেরা আগে হইতে মানসিকভাবে তাহার এস্তেকবালের জন্য প্রস্তুত থাকিবে না। তবে যদি পূর্ব হইতে আসার খবর থাকে তবে রাত্রিবেলায় যাইতে কোন অসুবিধা নাই। (নববী)

١٩٣- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَطَالَ الرَّجُلُ الْغَيْبَةَ، أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ طُرُوْقًا. رواه مسلم، باب كراهة الطروق رقم:٤٩٦٧

১৯৩. হযরত জাবের (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সফর হইতে প্রত্যাবর্তনকারী পুরুষের জন্য নিজের পরিবারের নিকট যাওয়ার সর্বোত্তম সময় হইল রাত্রের প্রথম অংশ। (ইহা ঐ অবস্থায় প্রযোজ্য যখন পরিবারের লোকদের আগে হইতে তাহার আগমনের খবর থাকে অথবা যখন নিকটের সফর হইবে।

(আবু দাউদ)

॥ ॥ ॥

অহেতুক কথাবার্তা ও কাজকর্ম হইতে বাঁচিয়া থাকা

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى: ﴿وَقُلْ لِّعِبَادِىْ يَقُوْلُوا الَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا﴾ [بنى اسرائيل:٥٣]

আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এরশাদ করিয়াছেন,—এবং আপনি আমার বান্দাদেরকে বলিয়া দিন, তাহারা যেন এইরূপ কথাবার্তা বলে যাহা উত্তম হয়। (যাহাতে কাহারো অন্তরে কষ্ট না হয়) কেননা শয়তান অন্তরে কষ্টদায়ক কথার দ্বারা পরস্পর ঝগড়া লাগাইয়া দেয়। নিঃসন্দেহে শয়তান মানুষের প্রকাশ্য দুশমন।

(সূরা বনী ইসরাঈল ৫৩)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ﴾ [المؤمنون:٣]

আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদের একটি গুণ এই এরশাদ করিয়াছেন যে, তাহারা অহেতুক কথাবার্তা হইতে সরিয়া থাকে। (সূরা মোমেনুন)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿اِذْ تَلَقَّوْنَهٗ بِاَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ وَّتَحْسَبُوْنَهٗ هَيِّنًا ۖ وَّهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ ☆ وَلَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا ۖ سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ ☆ يَعِظُكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهٖٓ اَبَدًا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ﴾

[النور:١٥-١٧]

(মুনাফেকেরা একবার হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর প্রতি অপবাদ দিল। কতক সরলমনা মুসলমানও এই শোনা কথার আলোচনায় লিপ্ত হইল।

এই পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হইল।) আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন,—তোমরা ঐ সময় আযাবের উপযুক্ত হইয়া যাইতে যখন তোমরা আপন জবানে এই খবরকে একে অপরের নিকট হইতে বর্ণনা করিতেছিলে এবং আপন মুখসমূহ দ্বারা এমন কথা বলিতেছিলে, যাহার বাস্তবতা সম্পর্কে তোমাদের কোন জ্ঞান ছিল না। আর তোমরা ইহাকে হালকা ব্যাপার মনে করিতেছিলে। (অর্থাৎ ইহাতে কোন গুনাহ নাই।) অথচ উহা আল্লাহ তায়ালার নিকট বড়ই গুরুতর ব্যাপার ছিল। আর যখন তোমরা এই অপবাদকে শুনিয়াছিলে তখন এই অপবাদ সম্পর্কে শুনিবামাত্রই এইরূপ কেন বলিলে না যে, আমাদের জন্য তো এমন কথা মুখ দিয়া বাহির করাও শোভনীয় নহে। আল্লাহর পানাহ! ইহা তো গুরুতর অপবাদ। আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে নসীহত করিতেছেন যে, যদি তোমরা ঈমানদার হও তবে আগামীতে পুনরায় কখনও এমন কাজ করিবে না। (অর্থাৎ যাচাই ব্যতিরেকে মিথ্যা সংবাদ রটাইতে থাক) (সূরা নূর)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ ۙ وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا﴾ [الفرقان:٧٢]

আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদের একটি গুণ এই বর্ণনা করিয়াছেন,—এবং তাহারা বেহুদা কথায় অংশগ্রহণ করে না। আর যদি ঘটনাক্রমে বেহুদা মজলিশসমূহের নিকট দিয়া অতিক্রম করে তবে গাম্ভীর্য ও ভদ্রতার সহিত এড়াইয়া যায়। (সূরা ফোরকান)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَاِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ﴾ [القصص:٥٥]

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন,—আর যখন কোন বেহুদা কথা শুনিতে পায় তখন উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়। (সূরা কাসাস)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْۤا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًاۢ بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ﴾

[الحجرات:٦]

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন,—হে মুসলমানরা! যদি কোন দুস্কার্যকারী তোমাদের নিকট কোন সংবাদ লইয়া আসে (যাহাতে কাহারো প্রতি অভিযোগ থাকে) তবে ঐ সংবাদকে ভালরূপে যাচাই করিয়া গ্রহণ করিও। এমন যেন না হয় যে, তোমরা তাহার কথার উপর নির্ভর করিয়া অজ্ঞতাবশতঃ কোন কাওমের ক্ষতি করিয়া ফেল। অতঃপর তোমাদেরকে

নিজেদের কৃতকর্মের উপর অনুতপ্ত হইতে হয়। (সূরা হুজুরাত)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ﴾ [ق:١٨]

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন,—মানুষ যে কোন শব্দ মুখ হইতে বাহির করে, তাহার নিকট একজন ফেরেশতা অপেক্ষায় প্রস্তুত বসিয়া আছে। (যে উহাকে সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়া লয়) (সূরা কাফ)

হাদীস শরীফ

١- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيْهِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث غريب، باب حديث من حسن إسلام المرء ....، رقم:٢٣١٧

১. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য ও গুণ এই যে, সে অহেতুক কাজকর্ম ও অনর্থক কথাবার্তা পরিত্যাগ করে। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ হাদীস শরীফের অর্থ এই যে, বিনা প্রয়োজনে কথা না বলা এবং অহেতুক কাজকর্ম হইতে বাঁচিয়া থাকা, ঈমানের পরিপূর্ণতার লক্ষণও মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য।

٢- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ يَضْمَنْ لِيْ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ. رواه البخارى، باب حفظ اللسان، رقم:٦٤٧٤

২. হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার জন্য তাহার উভয় চোয়াল ও উভয় পায়ের মধ্যবর্তী অঙ্গের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে (যে সে তাহার মুখ ও লজ্জাস্থানকে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করিবে না) আমি তাহার জন্য জান্নাতের দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছি। (বোখারী)

٣- عَنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ: أَخْبِرْنِيْ بِأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَمْلِكْ هٰذَا وَأَشَارَ إِلٰى لِسَانِهِ. رواه الطبرانى باسنادين وأحدهما جيد، مجمع الزوائد ١٠/٥٣٦

৩. হযরত হারেস ইবনে হিশাম (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিলেন, আমাকে এমন কোন বিষয় বলিয়া দিন যাহাকে আমি দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া থাকিব। তিনি নিজের যবান মোবারকের প্রতি ইশারা করিয়া বলিলেন, ইহাকে নিজের আয়ত্তে রাখ। (তাবারানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

٤- عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ؟ قَالَ: فَسَكَتُوا فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، قَالَ: هُوَ حِفْظُ اللِّسَانِ. رواه البيهقي في شعب الإيمان ٤/٢٤٥

৪. হযরত আবু জুহাইফা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় আমল কি? সকলেই চুপ রহিলেন। কেহ উত্তর দিলেন না। তখন তিনি এরশাদ করিলেন, সবচেয়ে পছন্দনীয় আমাল হইল জিহ্বার হেফাজত করা। (বায়হাকী)

٥- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ حَقِيْقَةَ الْإِيْمَانِ حَتّٰى يَخْزُنَ مِنْ لِسَانِهِ. رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه داؤد بن هلال، ذكره ابن أبي الحاتم ولم يذكر فيه ضعفا، وبقية رجاله رجال الصحيح غير زهير بن عباد وقد وثقه جماعة، مجمع الزوائد ١٠/٥٤٣

৫. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার জিহ্বার হেফাজত করিবে না ঈমানের হাকীকতকে হাসিল করিতে পারিবে না। (তাবারানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

٦- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا النَّجَاةُ؟ قَالَ: أَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، وَابْكِ عَلٰى خَطِيْئَتِكَ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ما جاء في حفظ اللسان، رقم:٢٤٠٦

৬. হযরত উকবা ইবনে আমের (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুক্তি পাওয়ার রাস্তা কি? তিনি

এরশাদ করিলেন, নিজের জিহ্বাকে আয়ত্বে রাখ। নিজের ঘরে থাক (অনর্থক বাহিরে ঘোরাফিরা করিও না) আর নিজের গুনাহের উপর ক্রন্দন করিতে থাক। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ নিজের জিহ্বাকে আয়ত্বে রাখার অর্থ এই যে, উহাকে অন্যায়ভাবে ব্যবহার না করা। যেমন গীবত করা, চোগলখুরী করা, বেহুদা কথা বলা, বিনা প্রয়োজনে কথা বলা, অসাবধানতার সহিত সব ধরনের কথা বলা, অশ্লীল কথাবার্তা বলা, ঝগড়া বিবাদ করা, গালি দেওয়া, মানুষ অথবা জীবজন্তুকে অভিশাপ দেওয়া, কাব্য ও কবিতা চর্চায় সবসময় লাগিয়া থাকা, ঠাট্টা বিদ্রুপ করা, গোপন বিষয় প্রকাশ করা, মিথ্যা ওয়াদা করা, মিথ্যা কসম খাওয়া, দোমুখী কথা বলা, অকারণে কাহারো প্রশংসা করা, অকারণে প্রশ্ন করা। (ইত্তেহাফ)

٧- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ وَقَاهُ اللّٰهُ شَرَّ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَشَرَّ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ. رواه الترمذى

وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء في حفظ اللسان، رقم:٢٤٠٩

৭. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যাহাকে আল্লাহ তায়ালা তাহার ঐ সকল অঙ্গের অপকর্ম হইতে হেফাজত করিয়াছেন যাহা উভয় চোয়াল ও উভয় পায়ের মধ্যস্থলে রহিয়াছে, অর্থাৎ জিহ্বা ও লজ্জাস্থান, সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করিবে। (তিরমিযী)

٨- عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَوْصِنِي، فَقَالَ (فِيْمَا أَوْصَى بِهِ): وَاخْزُنْ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ، فَإِنَّكَ بِذٰلِكَ تَغْلِبُ الشَّيْطَانَ. (وهو بعض الحديث) رواه أبويعلى وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو مدلس، قال المحقق: الحديث حسن، مجمع الزوائد ٤/٣٩٢

৮. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিল এবং আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে উপদেশ দান করুন। তিনি তাহাকে কিছু উপদেশ দান করিলেন। যাহার মধ্যে একটি এই যে, নিজের জিহ্বাকে কল্যাণকর কথা ব্যতীত সকল প্রকার কথা হইতে হেফাজত কর

ইহার দ্বারা তুমি শয়তানের উপর ক্ষমতা লাভ করিবে।

(আবু ইয়ালা, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

৯- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ رَفَعَهُ قَالَ: إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ فَتَقُوْلُ: اتَّقِ اللّٰهَ فِيْنَا فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، وَإِنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا. رواه

الترمذي، باب ما جاء في حفظ اللسان، رقم:٢٤٠٧

৯. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষ যখন সকাল করে তখন তাহার শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জিহ্বার নিকট অত্যন্ত মিনতিসহকারে বলে যে, তুমি আমাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় কর। কেননা আমাদের ব্যবহার তোমারই সহিত (জড়িত রহিয়াছে) তুমি সোজা থাকিলে আমরাও সোজা থাকিব। আর যদি তুমি বাঁকা হইয়া যাও তবে আমরাও বাঁকা হইয়া যাইব। (অতঃপর উহার শাস্তি ভোগ করিতে হইবে) (তিরমিযী)

১০- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ، قَالَ: تَقْوَى اللّٰهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ، وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ، قَالَ: الْفَمُ وَالْفَرْجُ. رواه الترمذي وقال: هذا

حديث صحيح غريب، باب ما جاء في حسن الخلق، رقم:٢٠٠٤

১০. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইল, কোন্ আমলের কারণে লোকেরা জান্নাতে বেশী দাখেল হইবে? তিনি এরশাদ করিলেন, তাকওয়া (আল্লাহ তায়ালার ভয়) এবং উত্তম চরিত্র। তাঁহাকে আরও জিজ্ঞাসা করা হইল, কোন্ আমলের কারণে লোকেরা জাহান্নামে বেশী দাখেল হইবে? তিনি এরশাদ করিলেন, মুখ এবং লজ্জাস্থান (এর অন্যায় ব্যবহার)। (তিরমিযী)

১১- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! عَلِّمْنِيْ عَمَلًا يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ فِيْ أَمْرِهِ إِيَّاهُ بِالْإِعْتَاقِ وَفَكِّ الرَّقَبَةِ

وَالْـمِـنْحَةِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ ثُمَّ قَالَ: فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذٰلِكَ فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ. رواه البيهقي في شعب الإيمان ٤/٢٣٩

১১. হযরত বারা ইবনে আযেব (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একজন গ্রাম্য (সাহাবী) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন আমল শিখাইয়া দিন যাহা আমাকে জান্নাতে দাখেল করিয়া দিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকটি আমল বলিয়া দিলেন। যাহার মধ্যে দাস মুক্ত করা, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে ঋণের বোঝা হইতে মুক্ত করা এবং পশুর দুধ দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য উহা অন্যকে দান করা ইত্যাদি ছিল। ইহা ছাড়া আরো কিছু কাজও বলিয়া দিলেন। অতঃপর এরশাদ করিলেন, যদি ইহা করিতে না পার তবে নিজের জিহ্বাকে ভাল কথা ব্যতীত বলিতে বিরত রাখিও। (বায়হাকী)

١٢- عَنْ أَسْوَدَ بْنِ أَصْرَمَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَوْصِنِيْ، قَالَ: تَمْلِكُ يَدَكَ، قُلْتُ: فَمَاذَا أَمْلِكُ إِذَا لَمْ أَمْلِكْ يَدِيْ؟ قَالَ: تَمْلِكُ لِسَانَكَ، قُلْتُ: فَمَاذَا أَمْلِكُ إِذَا لَمْ أَمْلِكْ لِسَانِيْ؟ قَالَ: لَا تَبْسُطْ يَدَكَ إِلَّا إِلٰى خَيْرٍ وَلَا تَقُلْ بِلِسَانِكَ إِلَّا مَعْرُوْفًا. رواه الطبراني وإسناده حسن، مجمع الزوائد ١٠/٥٣٨

১২. হযরত আসওয়াদ ইবনে আসরাম (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে উপদেশ দান করুন। তিনি এরশাদ করিলেন, নিজের হাতকে সামলাইয়া রাখ, (যাহাতে উহা দ্বারা কেহ কষ্ট না পায়) আমি আরজ করিলাম, যদি আমার হাতকেই আমি সামলাইতে না পারি তবে অন্য কোন জিনিসকে আমি সামলাইতে পারিব? অর্থাৎ হাতকে তো আমি সামলাইতে পারিব। এরশাদ করিলেন, আপন জিহ্বাকে সামলাইয়া রাখ। আমি আরজ করিলাম, যদি আমার জিহ্বাকেই আমি সামলাইতে না পারি তবে আর কোন জিনিসকে সামলাইতে পারিব? অর্থাৎ জিহ্বা তো আমি সামলাইতে পারিব। এরশাদ করিলেন, তবে তুমি নিজের হাতকে ভাল কাজের জন্য প্রসারিত কর। আর নিজের জিহ্বা দ্বারা ভাল কথাই বল। (তাবারানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

١٣- عَنْ أَسْلَمَ رَحِمَهُ اللّٰهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اطَّلَعَ عَلٰى أَبِيْ بَكْرٍ وَهُوَ يَمُدُّ لِسَانَهُ، قَالَ: مَا تَصْنَعُ يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ؟ قَالَ: إِنَّ هٰذَا الَّذِىْ أَوْرَدَنِي الْمَوَارِدَ، إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْجَسَدِ إِلَّا يَشْكُوْ ذَرَبَ اللِّسَانِ عَلٰى حِدَّتِهٖ.

رواه البيهقي في شعب الإيمان ٤/٢٤٤

১৩. হযরত আসলাম (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাযিঃ)এর প্রতি হযরত ওমর (রাযিঃ)এর দৃষ্টি পড়িলে তিনি (দেখিলেন যে,) হযরত আবু বকর (রাযিঃ) নিজের জিহ্বাকে টানিতেছেন। হযরত ওমর (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রসূলের খলীফা! আপনি ইহা কি করিতেছেন? তিনি বলিলেন, এই জিহ্বাই আমাকে ধ্বংসের জায়গায় পৌছাইয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছিলেন, শরীরের কোন অংশ এমন নাই যাহা জিহ্বার অশালীনতা ও উগ্রতার অভিযোগ না করে। (বায়হাকী)

١٤- عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا ذَرِبَ اللِّسَانِ عَلٰى أَهْلِيْ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَدْ خَشِيْتُ أَنْ يُدْخِلَنِيْ لِسَانِي النَّارَ، قَالَ: فَأَيْنَ أَنْتَ مِنَ الإِسْتِغْفَارِ؟ إِنِّيْ لَأَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةً. رواه أحمد ٥/٣٩٧

১৪. হযরত হোযায়ফা (রাযিঃ) বলেন, আমার জিহ্বা আমার পরিবার পরিজনদের উপর খুব চলিত। অর্থাৎ আমি তাহাদিগকে খুব গালমন্দ করিতাম। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ভয় করিতেছি যে, আমার জিহ্বা আমাকে জাহান্নামে দাখেল করিয়া দিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তবে এস্তেগফার কোথায় গিয়াছে? (অর্থাৎ এস্তেগফার কেন কর না যাহাতে তোমার জিহ্বার সংশোধন হইয়া যায়)। আমি তো দৈনিক একশত বার এস্তেগফার করি।

(মুসনাদে আহমাদ)

١٥- عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَيْمَنُ امْرِئٍ وَأَشْأَمُهُ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ١٠/٥٣٨

১৫. হযরত আদী ইবনে হাতেম (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য তাহার উভয় চোয়ালের মাঝখানে রহিয়াছে। অর্থাৎ জিহ্বার সঠিক ব্যবহার সৌভাগ্যের এবং ভুল ব্যবহার দুর্ভাগ্যের কারণ।

(তাবারানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

١٦- عَنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللّٰهُ يَقُوْلُ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: رَحِمَ اللّٰهُ عَبْدًا تَكَلَّمَ فَغَنِمَ، أَوْ سَكَتَ فَسَلِمَ. رواه البيهقي في شعب الإيمان ٢٤١/٤

১৬. হযরত হাসান (রহঃ) বলেন, আমাদের নিকট এই হাদীস পৌঁছিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা সেই বান্দার প্রতি দয়া করুন যে উত্তম কথা বলিয়া দুনিয়া ও আখেরাতের ফায়েদা হাসিল করে। অথবা চুপ থাকিয়া জিহ্বার স্খলন হইতে বাঁচিয়া যায়। (বায়হাকী)

١٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ صَمَتَ نَجَا. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب حديث من كان يؤمن بالله ...، رقم: ٢٥٠١

১৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি চুপ থাকিল সে নাজাত পাইয়া গেল। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ ইহার অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি মন্দ ও অনর্থক কথাবার্তা হইতে জিহ্বাকে সংযত রাখিয়াছে সে দুনিয়া ও আখেরাতের বহু রকমের বিপদ আপদ ও ক্ষতি হইতে নাজাত পাইয়া গিয়াছে। কেননা মানুষ সাধারণত যে সকল বিপদ আপদে পতিত হয় উহা অধিকাংশ জিহ্বার কারণেই হয়। (মেরকাত)

١٨- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ: لَقِيْتُ أَبَا ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَوَجَدْتُهُ فِي الْمَسْجِدِ مُحْتَبِيًا بِكِسَاءٍ أَسْوَدَ وَحْدَهُ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ مَا هٰذِهِ الْوَحْدَةُ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: الْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ جَلِيْسِ السُّوْءِ وَالْجَلِيْسُ الصَّالِحُ خَيْرٌ مِنَ الْوَحْدَةِ، وَإِمْلَاءُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِنَ السُّكُوْتِ وَالسُّكُوْتُ خَيْرٌ مِنْ إِمْلَاءِ الشَّرِّ.

رواه البيهقي في شعب الإيمان ٢٥٦/٤

১৮. হযরত ইমরান ইবনে হাত্তান (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি হযরত আবু যার (রাযিঃ)এর খেদমতে হাজির হইলে তাহাকে দেখিলাম যে, একটি কালো কম্বল জড়াইয়া একা মসজিদে বসিয়া আছেন। আমি আরজ করিলাম, হে আবু যার! এই নির্জনতা ও একাকিত্ব কেমন? অর্থাৎ আপনি সম্পূর্ণ একা এবং সবলোক হইতে আলাদা হইয়া থাকা কেন অবলম্বন করিলেন? তিনি জওয়াব দিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, মন্দ লোকের সংশ্রবে বসার চাইতে একা থাকা ভাল। আর সৎ লোকের সংশ্রবে বসা একা থাকার চাইতে উত্তম। কাহাকেও ভাল কথা বলিয়া দেওয়া চুপ থাকার চেয়ে উত্তম। মন্দ কথা বলার চেয়ে চুপ থাকা উত্তম। (বায়হাকী)

١٩- عَنْ أَبِى ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَوْصِنِى، فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ إِلٰى أَنْ قَالَ: عَلَيْكَ بِطُوْلِ الصَّمْتِ، فَإِنَّهُ مَطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ وَعَوْنٌ لَكَ عَلٰى أَمْرِ دِيْنِكَ، قُلْتُ: زِدْنِى، قَالَ: إِيَّاكَ وَكَثْرَةَ الضَّحْكِ فَإِنَّهُ يُمِيْتُ الْقَلْبَ وَيَذْهَبُ بِنُوْرِ الْوَجْهِ. (وهو بعض الحديث) رواه البيهقى فى شعب الإيمان ٤/٢٤٢

১৯. হযরত আবু যার (রাযিঃ) বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম এবং আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অসিয়ত করুন। তিনি বলিলেন, অধিক সময় চুপ থাকিও (বিনা প্রয়োজনে কোন কথা যেন না হয়) ইহা শয়তানকে দূর করে, এবং দ্বীনের কাজে সাহায্যকারী হয়। হযরত আবু যার (রাযিঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, আমাকে আরো কিছু অসিয়ত করুন। তিনি এরশাদ করিলেন, অতিরিক্ত হাসি হইতে বাঁচিয়া থাকিও, কেননা এই অভ্যাস অন্তরকে মুর্দা ও চেহারার নূরকে খতম করিয়া দেয়।

(বায়হাকী)

٢٠- عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَقِىَ أَبَا ذَرٍّ فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ! أَلَا أَدُلُّكَ عَلٰى خَصْلَتَيْنِ هُمَا أَخَفُّ عَلَى الظَّهْرِ وَأَثْقَلُ فِى الْمِيْزَانِ مِنْ غَيْرِهِمَا؟ قَالَ: بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، قَالَ: عَلَيْكَ بِحُسْنِ

الْخُلُقِ وَطُوْلِ الصَّمْتِ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا عَمِلَ الْخَلَائِقُ بِمِثْلِهِمَا. (الحديث) رواه البيهقى ٤/٢٤٢

২০. হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু যার (রাযিঃ)এর সহিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ হইল। তিনি এরশাদ করিলেন, হে আবু যার! আমি কি তোমাকে এমন দুইটি অভ্যাসের কথা বলিয়া দিব না? যাহার উপর আমল করা অত্যন্ত সহজ এবং আমলের পাল্লায় অন্যান্য আমলের তুলনায় বেশী ভারী? আবু যার (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অবশ্যই বলিয়া দিন। তিনি এরশাদ করিলেন, উত্তম চরিত্র ও অধিক সময় চুপ থাকিবার অভ্যাস করিয়া লও। ঐ সত্তার কসম, যাহার হাতে মোহাম্মদের প্রাণ রহিয়াছে। সমস্ত সৃষ্টির আমলের মধ্যে এই দুইটি আমলের মত উত্তম কোন আমল নাই। (বায়হাকী)

٢١- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَكُلُّ مَا نَتَكَلَّمُ بِهِ يُكْتَبُ عَلَيْنَا؟ فَقَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلٰى مَنَاخِرِهِمْ فِى النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، إِنَّكَ لَنْ تَزَالَ سَالِمًا مَا سَكَتَّ، فَإِذَا تَكَلَّمْتَ كُتِبَ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ. قلت: رواه الترمذى باختصار من قوله: إِنَّكَ لَنْ تَزَالَ إِلَى آخِرِهِ. رواه الطبرانى باسنادين و رجال احدهما ثقات، مجمع الزوائد ١٠/٥٣٨

২১. হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলাম, যে কোন কথাই আমরা বলিয়া থাকি, উহা সব কি আমাদের আমলনামায় লিখা হয়? (এবং উহার ব্যাপারেও কি ধরপাকড় হইবে?) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তোমার জন্য তোমার মা ক্রন্দন করুক। (ভালভাবে জানিয়া লও,) লোকদেরকে উল্টোমুখী করিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপকারী তাহাদের জিহ্বার মন্দ কথাসমূহই হইবে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি চুপ থাকিবে (জিহ্বার আপদ হইতে) বাঁচিয়া থাকিবে। যখন কোন কথা বলিবে তখন তোমার জন্য সওয়াব অথবা গুনাহ লিখা হইবে। (তাবরানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

ফায়দা ঃ তোমার জন্য তোমার মা ক্রন্দন করুক, আরবী পরিভাষা হিসাবে ইহা স্নেহ-মমতার বাক্য। বদদোয়া নয়।

٢٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: أَكْثَرُ خَطَايَا ابْنِ آدَمَ فِيْ لِسَانِهِ. (وهو طرف من الحديث) رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ١٠/٥٣٨

২২. হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, মানুষের অধিকাংশ ভুলভ্রান্তি তাহাদের জিহ্বার দ্বারা হয়।

(তাবরানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

٢٣- عَنْ أَمَةِ ابْنَةِ أَبِي الْحَكَمِ الْغِفَارِيَّةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَدْنُوْ مِنَ الْجَنَّةِ حَتّٰى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا قِيْدُ ذِرَاعٍ فَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ فَيَتَبَاعَدُ مِنْهَا أَبْعَدَ مِنْ صَنْعَاءَ. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق وقد وثق، مجمع الزوائد ١٠/٥٣٣

২৩. হযরত আবুল হাকামের মেয়ের বাঁদী (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, কোন ব্যক্তি জান্নাতের এত নিকটবর্তী হইয়া যায় যে, তাহার ও জান্নাতের মাঝে এক হাতের দূরত্ব থাকিয়া যায়। অতঃপর এমন কোন কথা বলিয়া বসে যাহার কারণে জান্নাত হইতে উহার চেয়েও বেশী দূর সরিয়া যায় যে পরিমাণ মদীনা হইতে (ইয়ামানের শহর) সানআর দূরত্ব রহিয়াছে। (মোসনাদে আহমাদ, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

٢٤- عَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللّٰهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، فَيَكْتُبُ اللّٰهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلٰى يَوْمِ يَلْقَاهُ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللّٰهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، فَيَكْتُبُ اللّٰهُ عَلَيْهِ بِهَا سَخَطَهُ إِلٰى يَوْمِ يَلْقَاهُ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء في قلة الكلام، رقم: ٢٣١٩

২৪. হযরত বেলাল ইবনে হারেস মাযানী (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে

শুনিয়াছি যে, তোমাদের মধ্য হইতে কোন ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টিজনক এমন কথা বলিয়া ফেলে যাহাকে সে খুব বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না। কিন্তু উক্ত কথার কারণে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামত পর্যন্ত তাহার প্রতি রাজী থাকার ফয়সালা করেন। অপরদিকে তোমাদের মধ্য হইতে কোন ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টিজনক এমন কথা বলিয়া ফেলে, যাহাকে সে খুব বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না। কিন্তু উক্ত কথার কারণে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামত পর্যন্ত তাহার প্রতি অসন্তুষ্টির ফয়সালা করেন। (তিরমিযী)

٢٥- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَرْفَعُهُ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا يُرِيْدُ بِهَا بَأْسًا إِلَّا لِيُضْحِكَ بِهَا الْقَوْمَ، فَإِنَّهُ لَيَقَعُ مِنْهَا أَبْعَدَ مِنَ السَّمَاءِ. رواه أحمد ٣/٣٨

২৫. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষ শুধু লোকদেরকে হাসাইবার জন্য এমন কোন কথা বলিয়া ফেলে যাহাতে কোন ক্ষতি মনে করে না। কিন্তু উহার কারণে জাহান্নামের মধ্যে আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী দূরত্বের চাইতেও বেশী গভীরে পৌছিয়া যায়। (মোসনাদে আহমাদ)

٢٦- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللّٰهِ لَا يُلْقِيْ لَهَا بَالًا يَرْفَعُ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللّٰهِ لَا يُلْقِيْ لَهَا بَالًا يَهْوِيْ بِهَا فِيْ جَهَنَّمَ. رواه البخاري، باب حفظ اللسان، رقم:٦٤٧٨

২৬. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বান্দা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টিজনক এমন কোন কথা বলিয়া বসে যাহাকে সে তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না কিন্তু উহার কারণে আল্লাহ তায়ালা তাহার মর্যাদা উন্নত করিয়া দেন। অপরদিকে বান্দা আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টিজনক এমন কোন কথা বলিয়া ফেলে যাহার প্রতি সে কোন ভ্রুক্ষেপই করে না। কিন্তু উহার কারণে জাহান্নামে যাইয়া পড়ে। (বোখারী)

٢٧- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ مَا فِيْهَا، يَهْوِيْ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. رواه مسلم، باب حفظ اللسان، رقم:٧٤٨٢

২৭. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বান্দা কখনও না ভাবিয়া না বুঝিয়া এমন কোন কথা বলিয়া ফেলে যাহার কারণে দোযখের মধ্যে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী দূরত্বের চেয়েও বেশী দূরে যাইয়া পড়ে। (মুসলিম)

٢٨- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا، يَهْوِيْ بِهَا سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا فِي النَّارِ . رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء من تكلم بالكلمة ...، رقم:٢٣١٤

২৮. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষ কোন কথা বলিয়া ফেলে এবং উহা বলাতে কোন ক্ষতি মনে করে না। কিন্তু উহার কারণে জাহান্নামের মধ্যে সত্তর বৎসরের দূরত্ব পরিমাণ (নীচে) পড়িয়া যায়। (তিরমিযী)

٢٩- عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: لَقَدْ أُمِرْتُ أَنْ أَتَجَوَّزَ فِي الْقَوْلِ، فَإِنَّ الْجَوَازَ هُوَ خَيْرٌ . رواه أبو داود، باب ما جاء في التشدق في الكلام، رقم:٥٠٠٨

২৯. হযরত আমর ইবনে আস (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আমাকে সংক্ষিপ্ত কথা বলার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। কেননা সংক্ষিপ্ত কথা বলাই উত্তম। (আবু দাউদ)

٣٠- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ . (الحديث) رواه البخاري، باب حفظ اللسان، رقم:٦٤٧٥

৩০. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে, তাহার উচিত যে, ভাল কথা বলিবে নতুবা চুপ করিয়া থাকিবে। (বোখারী)

٣١- عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: كَلَامُ ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ لَا لَهُ، إِلَّا أَمْرٌ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ نَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ أَوْ ذِكْرُ اللّٰهِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب منه حديث كل كلام ابن آدم عليه لا له، الجامع الصحيح لسنن الترمذي، رقم:٢٤١٢

৩১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিতা স্ত্রী হযরত উম্মে হাবীবাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নেককাজের হুকুম করা, অথবা মন্দ কাজ হইতে বিরত রাখা, অথবা আল্লাহ তায়ালার যিকির করা ছাড়া মানুষের সকল প্রকার কথাবার্তা তাহার উপর বিপদস্বরূপ। অর্থাৎ পাকড়াও হওয়ার কারণ হইবে। (তিরমিযী)

٣٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَا تُكْثِرِ الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللّٰهِ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللّٰهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ، وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللّٰهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب منه النهي عن كثرة الكلام إلا بذكر الله، رقم:٢٤١١

৩২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার যিকির ব্যতীত বেশী কথাবার্তা বলিও না। কেননা ইহাতে অন্তরে কঠোরতা (এবং অনুভূতিহীনতা) সৃষ্টি হয়। আর লোকদের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার নিকট হইতে ঐ ব্যক্তি বেশী দূরে যাহার অন্তর কঠোর হয়। (তিরমিযী)

٣٣- عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ اللّٰهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيْلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ. رواه البخاري، باب قول الله عزوجل لا يسألون الناس إلحافا، رقم:١٤٧٧

---

৩৩. হযরত মুগীরাহ ইবনে শো'বা (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য তিনটি জিনিসকে অপছন্দ করিয়াছেন। এক—(অনর্থক) এদিক সেদিকের কথা বলা। দ্বিতীয়—সম্পদ নষ্ট করা। তৃতীয়—অধিক প্রশ্ন করা। (বোখারী)

٣٤- عَنْ عَمَّارٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ كَانَ لَهُ وَجْهَانِ فِي الدُّنْيَا، كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ . رواه أبو داوٗد، باب في ذى الوجهين، رقم: ٤٨٧٣

৩৪. হযরত আম্মার (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দুনিয়াতে যে ব্যক্তি দোমুখী হইবে তবে কেয়ামতের দিন তাহার মুখে দুইটি আগুনের জিহ্বা হইবে।

(আবু দাউদ)

٣٥- عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مُرْنِيْ بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، قَالَ: آمِنْ بِاللّٰهِ وَقُلْ خَيْرًا يُكْتَبْ لَكَ، وَلَا تَقُلْ شَرًّا فَيُكْتَبَ عَلَيْكَ. رواه الطبراني في الأوسط، مجمع الزوائد ١٠/٥٣٩

৩৫. হযরত মুআয (রাযিঃ) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন আমল বলিয়া দিন, যাহা আমাকে জান্নাতে দাখিল করিবে। তিনি এরশাদ করিলেন, আল্লাহ তায়ালার প্রতি ঈমান আনয়ন কর এবং ভাল কথা বলা তোমার জন্য সওয়াব লেখা হইবে। আর মন্দ কথা বলিও না অন্যথায় তোমার জন্য গুনাহ লেখা হইবে।

(তাবরানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

٣٦- عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: وَيْلٌ لِلَّذِيْ يُحَدِّثُ بِالْحَدِيْثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكْذِبُ، وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ . رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ما جاء من تكلم بالكلمة ليضحك الناس، رقم: ٢٣١٥

৩৬. হযরত মুয়াবিয়া ইবনে হীদাহ (রাযিঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, ঐ ব্যক্তির জন্য ধ্বংস রহিয়াছে, যে লোকদেরকে হাসাইবার জন্য মিথ্যা বলে। তাহার জন্য ধ্বংস, তাহার জন্য ধ্বংস। (তিরমিযী)

٣٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَلَكُ مِيْلًا مِنْ نَتْنِ مَا جَاءَ بِهِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن جيد غريب، باب ما جاء فى الصدق والكذب، رقم: ١٩٧٢

৩৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বান্দা যখন মিথ্যা বলে তখন ফেরেশতা তাহার মিথ্যার দুর্গন্ধের কারণে এক মাইল দূরে চলিয়া যায়। (তিরমিযী)

٣٨- عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَسِيْدِ الْحَضْرَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: كَبُرَتْ خِيَانَةً أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيْثًا هُوَ لَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ، وَأَنْتَ لَهُ بِهِ كَاذِبٌ. رواه أبوداؤد، باب فى المعاريض، رقم: ٤٩٧١

৩৮. হযরত সুফিয়ান ইবনে আসীদ হাযরামী (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, ইহা অনেক বড় খেয়ানত যে, তুমি তোমার ভাই এর নিকট কোন মিথ্যা কথা বর্ণনা কর, আর সে তোমার এই কথাকে সত্য মনে করে। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ মিথ্যা যদিও অনেক কঠিন গুনাহ, কিন্তু কোন কোন অবস্থায় উহার কঠোরতা আরও বাড়িয়া যায়। তন্মধ্যে এক অবস্থা ইহাও যে, এক ব্যক্তি তোমার প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখে। আর তুমি তাহার আস্থা দ্বারা অবৈধ ফায়দা উঠাইয়া তাহার সহিত মিথ্যা বলিবে ও তাহাকে ধোঁকা দিবে।

٣٩- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْخِلَالِ كُلِّهَا إِلَّا الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ. رواه أحمد ٥/٢٥٢

৩৯. হযরত আবু উমামাহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মোমেনের মধ্যে জন্মগতভাবে সব রকম অভ্যাস থাকিতে পারে। (ভাল হউক বা মন্দ হউক) কিন্তু প্রতারণা এবং মিথ্যার (মন্দ) অভ্যাস থাকিতে পারে না।

(মুসনাদে আহমাদ)

٤٠- عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَنَّهُ قَالَ: قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ! اَيَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقِيْلَ لَهُ: اَيَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ بَخِيْلًا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقِيْلَ لَهُ اَيَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا؟ قَالَ: لَا . رواه الإمام مالك في الموطأ، ما جاء في الصدق والكذب، ص ٧٣٢

৪০. হযরত সাফওয়ান ইবনে সুলাইম (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল, মোমেন ব্যক্তি কাপুরুষ হইতে পারে কি? তিনি এরশাদ করিলেন, হইতে পারে। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হইল, কৃপণ হইতে পারে কি? তিনি এরশাদ করিলেন, হইতে পারে। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হইল, মিথ্যাবাদী হইতে পারে কি? তিনি এরশাদ করিলেন, মিথ্যাবাদী হইতে পারে না। (মোয়াত্তা)

٤١- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: تَقَبَّلُوا لِيْ سِتًّا، أَتَقَبَّلُ لَكُمْ بِالْجَنَّةِ، قَالُوا: مَا هِيَ؟ قَالَ: إِذَا حَدَّثَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَكْذِبْ، وَإِذَا وَعَدَ فَلَا يُخْلِفْ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ فَلَا يَخُنْ، وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، وَاحْفَظُوا فُرُوْجَكُمْ . رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح إلا أن يزيد بن سنان لم يسمع من أنس، وفي الحاشية: رواه أبو يعلى وفيه سعيد أو سعد بن سنان وليس فيه يزيد بن سنان وهو حسن الحديث، مجمع الزوائد ١٠/٥٤١

৪১. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা নিজেদের ব্যাপারে আমার জন্য ছয়টি বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণ কর। আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছি। ১—যখন তোমাদের মধ্যে কেহ কথা বলিবে, তখন মিথ্যা বলিবে না। ২—যখন ওয়াদা করিবে তখন ওয়াদা ভঙ্গ করিবে না। ৩—যখন কাহারো নিকট আমানত রাখা হয় তখন খেয়ানত করিবে না। ৪—নিজের দৃষ্টিকে অবনত রাখিবে। অর্থাৎ যে সব বস্তু দেখিতে নিষেধ করা হইয়াছে উহার প্রতি দৃষ্টি না পড়ে। ৫—নিজে হাতকে (অন্যায়ভাবে মারপিট ইত্যাদি হইতে) বিরত রাখিবে। ৬—নিজের লজ্জাস্থানের হেফাজত করিবে।

(আবু ইয়ালা, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

٤٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِىْ إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِىْ إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ صِدِّيْقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِىْ إِلَى الْفُجُوْرِ، وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِىْ إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا. رواه مسلم باب قبح الكذب ۔۔۔۔۔، رقم:٦٦٣٧

৪২. হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে সত্য নেকীর পথে লইয়া যায় আর নেকী জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়। মানুষ সত্য বলিতে থাকে, এমনকি তাহাকে আল্লাহ তায়ালার নিকট 'সিদ্দীক' (অত্যন্ত সত্যবাদী) লিখিয়া দেওয়া হয়। নিঃসন্দেহে মিথ্যা মন্দ পথের দিকে লইয়া যায়। এমনকি আল্লাহ তায়ালার নিকট তাহাকে 'কাযযাব' (অত্যন্ত মিথ্যাবাদী) লিখিয়া দেওয়া হয়। (মুসলিম)

٤٣- عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: كَفٰى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ. رواه مسلم، باب النهى عن الحديث بكل ما سمع، رقم:٧

৪৩. হযরত হাফস ইবনে আমের (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষের মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, সে যাহা কিছু শোনে তাহার যাচাই না করিয়া বর্ণনা করেন। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ শোনা কথা যাচাই ব্যতীত বর্ণনা করাও একপ্রকার মিথ্যা। যাহার কারণে তাহার প্রতি লোকদের আস্থা উঠিয়া যায়।

٤٤- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: كَفٰى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ. رواه أبو داؤد، باب التشديد فى الكذب، رقم:٤٩٩٢

৪৪. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষের গোনাহগার হওয়ার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, সে প্রত্যেক শোনা কথাকে যাচাই না করিয়া বর্ণনা করে। (আবু দাউদ)

٤٥- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ بَكْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: اُثْنِيَ رَجُلٌ عَلٰى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ اَخِيْكَ ـ ثَلاَثًا ـ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ: اَحْسِبُ فُلَانًا وَاللّٰهُ حَسِيْبُهُ، وَلَا اُزَكِّيْ عَلَى اللّٰهِ اَحَدًا، اِنْ كَانَ يَعْلَمُ. رواه البخاري، باب ما جاء في قول الرجل ويلك، رقم:٦١٦٢

৪৫. হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকরাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির প্রশংসা করিল। (আর যাহার প্রশংসা করা হইতেছিল সেও সেখানে উপস্থিত ছিল) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আফসোস তোমার প্রতি, তুমি তো তোমার ভাইয়ের ঘাড় ভাঙ্গিয়া দিলে। তিনি এই কথা তিনবার এরশাদ করিলেন। (অতঃপর বলিলেন) যদি তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি কাহারও প্রশংসা করা জরুরীই মনে করে এবং তাহার দৃঢ় বিশ্বাসও হয় যে, সে সৎলোক তবুও এইরূপ বলিবে যে, অমুক ব্যক্তিকে আমি ভাল মনে করি। আল্লাহ তায়ালাই তাহার হিসাব গ্রহণকারী (আর প্রকৃতপক্ষে তিনিই তাহাকে জানেন ভাল না মন্দ)। আমি তো আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে কাহারো প্রশংসা সুনিশ্চিতভাবে করি না। (বোখারী)

٤٦- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: كُلُّ اُمَّتِيْ مُعَافًى اِلَّا الْمُجَاهِرِيْنَ، وَاِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ اَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللّٰهُ فَيَقُوْلُ: يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللّٰهِ عَنْهُ. رواه البخاري، باب ستر المؤمن على نفسه، رقم: ٦٠٦٩

৪৬. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যাহারা প্রকাশ্যে গুনাহ করিবে তাহারা ব্যতীত আমার সমস্ত উম্মত ক্ষমাযোগ্য। আর প্রকাশ্যে গুনাহ করার মধ্যে ইহাও অন্তর্ভুক্ত যে, মানুষ রাত্রিতে কোন মন্দ কাজ করে, অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাহার গুনাহকে পর্দা দ্বারা ঢাকিয়া দিয়াছেন, (মানুষের মধ্যে প্রকাশ হইতে দেন নাই) আর সে সকালে বলে হে অমুক! আমি গতরাত্রে অমুক অমুক (মন্দ) কাজ

করিয়াছিলাম। অথচ সে এমন অবস্থায় রাত্রি কাটাইয়াছিল যে, তাহার প্রতিপালক তাহাকে পর্দা দ্বারা ঢাকিয়া দিয়াছিলেন। আর সে সকালে ঐ পর্দা সরাইতেছে যাহা দ্বারা (রাত্রে) আল্লাহ তায়ালা তাহাকে ঢাকিয়া দিয়াছিলেন। (বোখারী)

٤٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ اَهْلَكُهُمْ. رواه مسلم، باب النهى عن قول هلك الناس، رقم:٦٦٨٣

৪৭. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি (লোকদেরকে তুচ্ছ মনে করিয়া) বলে যে, লোকেরা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, তবে সেই ব্যক্তি তাহাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ধ্বংসের মধ্যে রহিয়াছে। (কেননা এই ব্যক্তি অন্যদেরকে তুচ্ছ মনে করার কারণে অহংকারের গুনাহে লিপ্ত রহিয়াছে। (মুসলিম)

٤٨- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: تُوُفِّىَ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِهِ فَقَالَ يَعْنِىْ رَجُلًا: اَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اَوَ لَا تَدْرِىْ، فَلَعَلَّهُ تَكَلَّمَ فِيْمَا لَا يَعْنِيْهِ اَوْ بَخِلَ بِمَا لَا يَنْقُصُهُ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث غريب، باب حديث من حسن إسلام المرء.....، رقم:٢٣١٦

৪৮. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বলেন যে, সাহাবাদের মধ্যে এক ব্যক্তির ইন্তেকাল হইয়া গেল। তখন এক ব্যক্তি (মৃত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া) বলিল, তোমার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত ব্যক্তিকে এরশাদ করিলেন, এই কথা তুমি কিভাবে বলিতেছ যখন প্রকৃত অবস্থা তোমার জানা নাই? হইতে পারে এই ব্যক্তি অপ্রয়োজনীয় কোন কথা বলিয়াছে অথবা এমন কোন জিনিসে কৃপণতা করিয়াছে যাহা দান করিলেও কম হইত না (যেমন এলেম শিক্ষা দেওয়া, কোন জিনিস ধার দেওয়া, অথবা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির পথে মাল খরচ করা। কেননা ইহা এলেম ও মালকে কম করে না।) (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ হাদীস শরীফের অর্থ এই যে, কাহারো ব্যাপারে জান্নাতী বলিয়া উক্তি করার দুঃসাহস করা চাই না। অবশ্য নেক আমলের কারণে আশা রাখা চাই।

٤٩- عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ: كَانَ شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِي سَفَرٍ، فَنَزَلَ مَنْزِلًا، فَقَالَ لِغُلَامِهِ: ائْتِنَا بِالسُّفْرَةِ نَعْبَثْ بِهَا، فَأَنْكَرْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا تَكَلَّمْتُ بِكَلِمَةٍ مُنْذُ أَسْلَمْتُ إِلَّا وَأَنَا أَخْطِمُهَا وَأَزُمُّهَا غَيْرَ كَلِمَتِيْ هٰذِهِ، فَلَا تَحْفَظُوْهَا عَلَيَّ، وَاحْفَظُوا مِنِّيْ مَا أَقُوْلُ لَكُمْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِذَا كَنَزَ النَّاسُ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، فَاكْنِزُوْا هٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ: اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ، وَالْعَزِيْمَةَ عَلَى الرُّشْدِ، وَأَسْئَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَأَسْئَلُكَ حُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْئَلُكَ قَلْبًا سَلِيْمًا، وَأَسْئَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا، وَأَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ. رواه أحمد ٤/١٢٨

৪৯. হযরত হাছছান ইবনে আতিয়্যাহ (রহঃ) বলেন, হযরত সাদ্দাদ ইবনে আওস (রাযিঃ) এক সফরে ছিলেন। এক জায়গায় অবস্থানের জন্য নামিলেন এবং তাহার গোলামকে বলিলেন, দস্তরখান আন যেন কিছু ব্যস্ততা থাকে। (হযরত হাছছান বলেন) আমার নিকট তাহার এক কথা আশ্চর্যজনক লাগিল। (কেননা ইতিপূর্বে তাহার নিকট হইতে কোন অপ্রয়োজনীয় কথা কখনও শুনি নাই।) অতঃপর তিনি এরশাদ করিলেন, আমি মুসলমান হওয়ার পর হইতে যে কথাই বলিয়াছি সবসময় বুঝ বিবেচনা করিয়া বলিয়াছি। (আজ শুধু ভুল হইয়া গিয়াছে) এই কথা ভুলিয়া যাও। বরং আমি এখন তোমাদেরকে যাহা বলিব উহা মনে রাখিও। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, লোকেরা যখন সোনা-রূপার ভাণ্ডার জমা করিতে লাগিয়া যাইবে তখন তোমরা এই কালেমাগুলিকে ভাণ্ডার বানাইয়া লইও। অর্থাৎ উহা অধিক পরিমাণে পড়িতে থাকিও।

"اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ، وَالْعَزِيْمَةَ عَلَى الرُّشْدِ، وَأَسْئَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَأَسْئَلُكَ حُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْئَلُكَ قَلْبًا سَلِيْمًا، وَأَسْئَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا، وَأَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ"

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট সকল কাজে দৃঢ়তা ও হেদায়াতের ব্যাপারে পরিপক্কতা চাহিতেছি। এবং আপনার নেয়ামত–সমূহের শোকর আদায় করার তাওফীক চাহিতেছি। এবং উত্তমরূপে আপনার এবাদত করার তাওফীক চাহিতেছি এবং আপনার নিকট (কুফর ও শিরক হইতে) পবিত্র অন্তর চাহিতেছি। আর আপনার নিকট সত্যবাদী জবান চাহিতেছি। আর আপনার জানামত সকল কল্যাণ চাহিতেছি আর আপনার জানামত সকল অকল্যাণ হইতে পানাহ চাহিতেছি। আর আমার যত গুনাহসমূহ আপনি জানেন, আমি আপনার নিকট ঐ সকল গুনাহ হইতে ক্ষমা চাহিতেছি। নিঃসন্দেহে আপনিই গায়েবের সমস্ত বিষয় জানেন। (মুসনাদে আহমাদ)

সমাপ্ত

গ্রন্থপঞ্জী

الكتاب	الناشر
إتحاف السادة لمحمد بن محمد الزبيدى	دار الفكر، بيروت
إرشاد السارى لشرح البخارى للقسطلانى المتوفى ٩٢٣هـ	دار إحياء التراث العربى، بيروت
الإستيعاب لابن عبد البر	دار إحياء التراث العربى
الإصابة للعسقلانى المتوفى ٨٥٢هـ	دار إحياء التراث العربى
إقامة الحجة لعبد الحى الكهنوى المتوفى ١٣٠٣هـ	الفاروق الحديثة، القاهرة
إنجاح الحاجة للمجددى المتوفى ١٢٩٥هـ	قدیمی کتب خانہ، کراچی
البداية والنهاية لابن كثير المتوفى ٧٧٤هـ	دار الحديث، القاهرة
بذل المجهود فى حل أبى داوٗد للسهارنفورى المتوفى ١٣٤٦هـ	معہد الخلیل، کراچی
بیان القرآن مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ	میر محمد کتب خانہ
ترجمہ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ	انجمن خدام الدین، لاہور
ترجمان السنۃ، مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ	ادارہ اسلامیات، لاہور
ترجمہ مولانا شاہ رفیع الدین ومولانا فتح خان جالندھری رحمۃ اللہ علیہما	تاج کمپنی کراچی
الترغيب والترهيب للمنذرى المتوفى ٦٥٦هـ	دار إحياء التراث العربى
تفسیر عثمانی مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ	مطبع الملك فهد
تفسير القرآن العظيم لابن كثير المتوفى ٧٧٤هـ	دار المعرفة، بيروت
التفسير الكبير للرازى	دار الكتب العلمية، بيروت
تقريب التهذيب لابن حجر العسقلانى المتوفى ٨٥٢هـ	دار الرشيد، سوريا
تكملة فتح الملهم مولانا محمد تقی عثمانی	مکتبہ دار العلوم، کراچی
تنزيه الشريعة المرفوعة للكنانى المتوفى ٩٦٣هـ	دار الكتب العلمية
تهذيب الأسماء واللغات للنووى المتوفى ٦٧٦هـ	دار الكتب العلمية
تهذيب الكمال فى أسماء الرجال للمزى المتوفى ٧٤٢هـ	دار الفكر
جامع الأحاديث للسيوطى المتوفى ٩١١هـ	دار الفكر
جامع الأصول لابن أثير الجزرى المتوفى ٦٠٦هـ	دار الفكر

جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر	دار الكتب العلمية
الجامع الصحيح للترمذى المتوفى ٢٧٩ھ	دار الباز، المكة المكرمة
الجامع الصغير للسيوطى المتوفى ٩١١ھ	دار الفكر
جامع العلوم والحكم لابن الفرج	دار العلوم الحديثة، بيروت
حلية الأولياء لأبي نعيم المتوفى ٤٣٠ھ	دار الفكر
الدرر المنثرة للسيوطى المتوفى ٩١١ھ	دار الفكر
ذخيرة الحفاظ للحافظ محمد بن طاهر المتوفى ٥٠٧ھ	دار السلف، رياض
الرائد لجبران مسعود	دار العلم للملايين، بيروت
الروض الأنف، للسهيلى المتوفى ٥٨١ھ	دار إحياء التراث العربى
سنن الدارمى المتوفى ٢٥٥ھ	قدیمی کتب خانہ
السنن الكبرى للبيهقى المتوفى ٤٥٨ھ	دار المعرفة
شرح سنن أبي داوٗد للعينى المتوفى ٨٥٥ھ	مكتبة الرشد، رياض
شرح السنة للبغوى المتوفى ٥١٦ھ	المكتب الإسلامى، بيروت
شرح السنوسى للإمام محمد السنوسى المتوفى ٨٩٥ھ	مكتبه دار الباز
شرح الطيبى على مشكاة المصابيح للطيبى المتوفى ٧٤٣ھ	ادارة القرآن والعلوم الاسلاميہ، کراچی
الشذرة فى الأحاديث المشتهرة لابن طولون المتوفى ٩٥٣ھ	دار الكتب العلمية
شعب الإيمان للبيهقى المتوفى ٤٥٨ھ	دار الكتب العلمية
الشمائل المحمدية للترمذى المتوفى ٢٧٩ھ	مكتبة نزار مصطفى الباز، المكة المكرمة
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان المتوفى ٧٣٩ھ	مؤسسة الرسالة، بيروت
صحيح ابن خزيمه المتوفى ٣١١ھ	المكتب الإسلامى
صحيح البخارى بشرح الكرمانى للبخارى	دار إحياء التراث العربى

الكتاب	الناشر
صحيح مسلم بشرح النووى المتوفى ٦٧٦ھ	دار إحياء التراث العربى
عارضة الأحوذى بشرح الترمذى لابن العربى المتوفى ٥٤٣ھ	دار الكتب العلمية
العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية لابن الجوزى	دار الكتب العلمية
عمدة القارى شرح البخارى للعينى المتوفى ٨٥٥ھ	مکتبہ مدینہ، لاہور
عمل اليوم والليلة لابن السنى المتوفى ٣٦٤ھ	مکتبہ شیخ، کراچی
عمل اليوم والليلة للنسائى المتوفى ٣٠٣ھ	مؤسسة الرسالة
عون المعبود لأبى الطيب مع شرح ابن قيم	دار الفكر
غريب الحديث لابن الجوزى المتوفى ٥٩٧ھ	دار الكتب العلمية
فتح البارى بشرح البخارى لابن حجر العسقلانى	مكتبة حلبى، مصر
الفتح الربانى لترتيب المسند الإمام أحمد بن حنبل الشيبانى	دار إحياء التراث العربى
فيض القدير شرح جامع الصغير للمناوى المتوفى ١٠٣١ھ	دار الباز
قواعد فى علوم الحديث مولانا ظفر احمد عثمانی المتوفى ١٣٩٤ھ	شركة العبيكان للنشر، رياض
الكاشف للذهبى المتوفى ٧٤٨ھ	المكتبة التجارية، مكة
كتاب الموضوعات لابن الجوزى المتوفى ٥٩٧ھ	محمد سعید اینڈ سنز، کراچی
كشف الخفاء للعجلونى المتوفى ١١٦٢ھ	دار إحياء التراث العربى
کشف الرحمان، مولانا احمد سعید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ	مکتبہ رشیدیہ، کراچی
لسان العرب لجمال الدين المتوفى ٧١١ھ	دار بيروت للطباعة والنشر
لسان الميزان فى أسماء الرجال لابن حجر	ادارۃ تالیفات اشرفیہ، ملتان
اللآلى المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة للسيوطى	دار الكتب العلمية
مجمع بحار الأنوار للشيخ محمد طاهر المتوفى ٩٨٦ھ	مكتبة دار الإيمان، المدينة المنورة
مجمع البحرين فى زوائد المعجمين للهيثمى	مكتبة الرشد، رياض

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي المتوفى ٨٠٧هـ — دار الفكر

مختار الصحاح لأبي بكر الرازي — المركز العربي للثقافة...، بيروت

مختصر سنن أبي داوٗد للمنذري المتوفى ٦٥٦هـ — المكتبة الأثرية، باكستان

مرقاة المفاتيح لملا علي قاري المتوفى ١١١١هـ — مکتبہ امدادیہ، ملتان

المستدرك على الصحيحين للحاكم المتوفى ٤٠٥هـ — دار المعرفة

مسند أبي يعلى الموصلي المتوفى ٣٠٧هـ — دار القبلة، جده

مسند الإمام أحمد بن حنبل المتوفى ٢٤١هـ — دار الفكر

مسند الإمام أحمد بن حنبل المتوفى ٢٤١هـ — مؤسسة الرسالة

المسند الجامع لجماعة من العلماء — دار الجيل، بيروت

مسند الشافعي المتوفى ٢٠٤هـ — دار الكتب العلمية

مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي المتوفى ٧٣٧هـ — المكتب الإسلامي، بيروت

مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي — قدیمی کتب خانہ، کراچی

مصابيح السنة للبغوي المتوفى ٥١٦هـ — دار المعرفة، بيروت

مصباح الزجاجة لأبي بكر الكناني المتوفى ٨٤٠هـ — الجنان للطباعة والنشر، بيروت

مصنف ابن أبي شيبه المتوفى ٢٣٥هـ — ادارۃ القرآن، کراچی

المصنف لعبد الرزاق المتوفى ٢١١هـ — المكتب الإسلامي

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية للعسقلاني — دار الباز

مظاہر حق — دار الاشاعت

معارف السنن للشيخ البنوري المتوفى ١٣٩٧هـ — مکتبہ بنوریہ، کراچی

معجم البلدان لعبد الله البغدادي المتوفى ٦٢٦هـ — دار إحياء التراث العربي

المعجم الكبير للطبراني المتوفى ٣٦٠هـ — ادارۃ القرآن، کراچی

المعجم الوسيط لجماعة من المتقدمين — دفتر نشر فرہنگ اسلامی، ایران

مفتاح كنوز السنة لمحمد فؤاد الباقي	سہیل اکیڈمی، لاہور
المقاصد الحسنة للسخاوى المتوفى ٩٠٢هـ	دار الباز للنشر والتوزيع
المنجد في اللغة للويس معلوف	دار المشرق، بيروت
موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة لجماعة من العلماء	مكتبة المعارف للنشر والتوزيع
موسوعة الحديث الشريف للكتب الستة	دار السلام، رياض
الموضوعات الكبرى لملا على قارى المتوفى ١١١١هـ	المكتبة الأثرية
موطأ الإمام مالك المتوفى ١٧٩هـ	نور محمد، کراچی
ميزان الإعتدال في نقد الرجال للذهبي المتوفى ٧٤٨هـ	المكتبة الأثرية
النهاية لابن الجزرى المتوفى ٦٠٦هـ	إسماعيليان، ايران
الوابل الصيب لابن قيم الجوزية المتوفى ٧٥١هـ	مكتبة دار البيان، دمشق